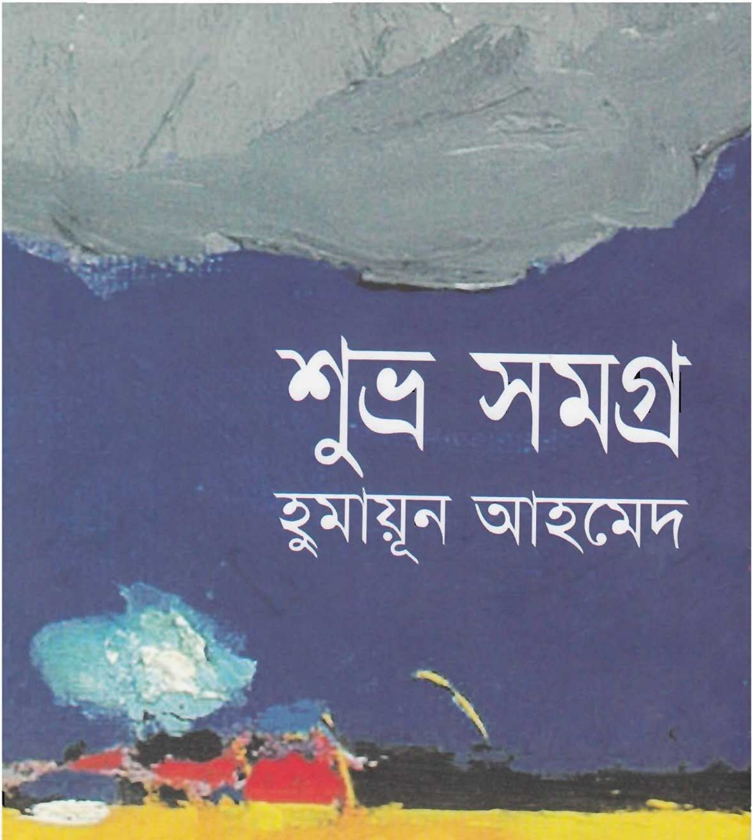

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

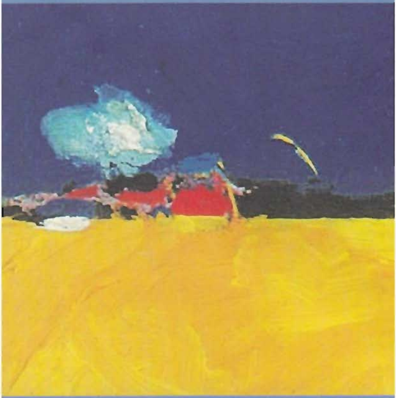

- দারুচিনি দ্বীপ
- রূপালী দ্বীপ
- শুভ্র
- এই শুভ্র এই
- শুভ্র গেছে বনে

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের লেখালেখির ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া... ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁকে নিয়ে একটি পনেরো মিনিটের ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in Asia শিরোনামে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।

আলোকচিত্র ▪ মাজহারুল ইসলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

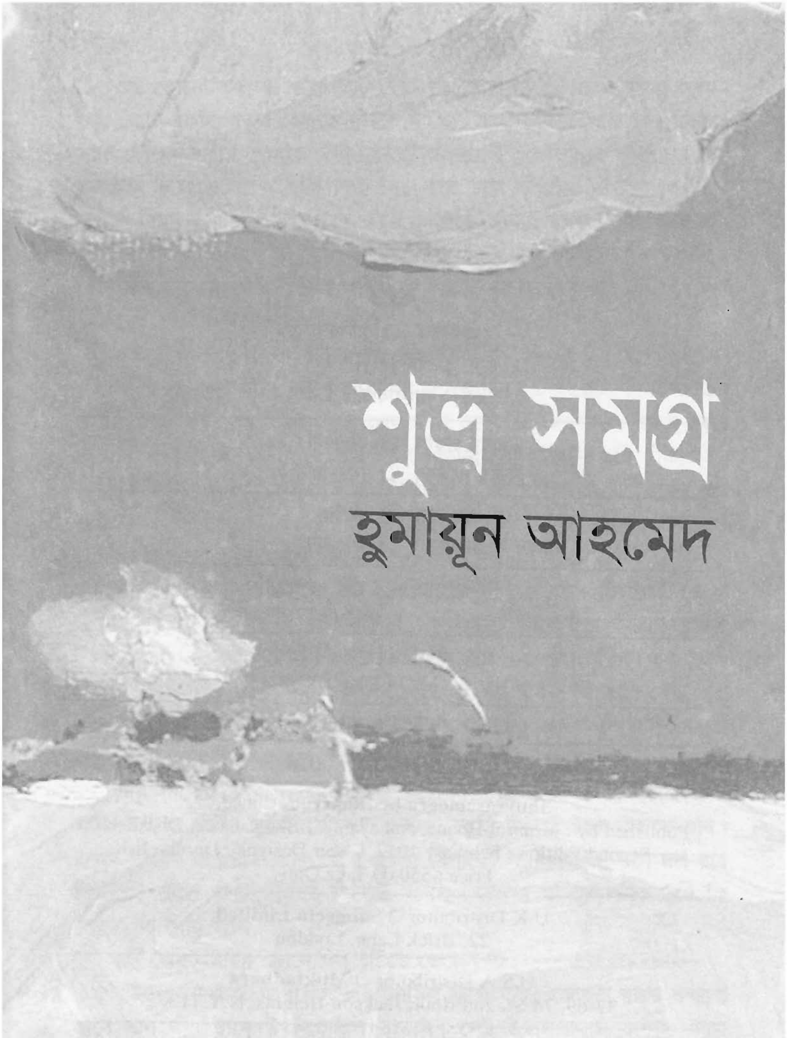

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০১২

স্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ❑ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ❑ পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম ❑ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984 70105 0016 5

Shuvrasamogra by Humayun Ahmed,
Published by : Monirul Hoque, Ananya 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
Second Edition : February 1012, Cover Designe : Dhrubo Esh
Price : 550.00 Take Only.

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**
22, Brick Lane, London

U.S.A Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd floor, Jackson Heights, N.Y 11372

Canada Distributor ❑ **Anyamela**
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor), Suite-202

Canada Distributor ❑ **ATN Mega Store**
2970 Danforth Ave. Toronto
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

জগতের কনিষ্ঠতম শুভ্র
আমার ছোট্ট বাবু 'নিষাদ'কে।
জোছনার ফুল অনেক চেষ্টা করেও
ধরতে পারি নি। ছোট্ট শুভ্রকে দায়িত্ব
দিয়ে যাচ্ছি সে যেন ধরার চেষ্টা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গ শুভ্র

শুভ্র যে খুব একটা জনপ্রিয় চরিত্র তা কিন্তু না। হিমুকে বা মিসির আলি সাহেবকে সবাই যেভাবে চেনে, শুভ্রকে সেভাবে চেনে না। শুভ্রকে নিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য একটি চলচ্চিত্র হয়েছে (দারুচিনি দ্বীপ), তারপরেও না। সাদামাটা শুভ্রের আকর্ষণী ক্ষমতা মনে হয় কম। বেচারা তার জন্যে দায়ী না, দায়ী আমি। আমিই তাকে দূরের মানুষ করে রেখেছি।

শুভ্রের জন্ম বৃত্তান্তটা বলি। কুড়ি বছর আগে একটা ছোটগল্প লিখেছিলাম। গল্পের নাম একটি সাদা গাড়ি। শুভ্র নামের যুবকের জন্ম তখন। সে এই সাদাগাড়ি চড়ে ঘুরতো। সুখী কোনো মানুষকে দেখতে পেলে খুব আনন্দ হয়। এই শুভ্রই পরে অনেক উপন্যাসে এসেছে। হিমু যেমন সব উপন্যাসে হিমু হিসেবে এসেছে, শুভ্র কিন্তু সেভাবে আসে নি। একেক উপন্যাসে একেক ভাবে এসেছে। কমন ব্যাপারটা হল তার নাম এবং তার হাই পাওয়ারের মোটা চশমা।

আমাকে কৌতূহলী পাঠক প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন—আমি হিমু না-কি মিসির আলি। কেউ এখন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেন নি—আমি কি শুভ্র? মনে হয় আমার কৃষ্ণ গাত্র বর্ণ এবং অতি সাধারণ চেহারা এর জন্যে দায়ী। শুভ্র রাজপুত্রের মত।

রাজপুত্র বিষয়ক সব লেখা অনন্যা প্রকাশ করছে। রাজপুত্র তাদের কাছে সুখে থাকবে এই প্রত্যাশা করছি।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর
২২-১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

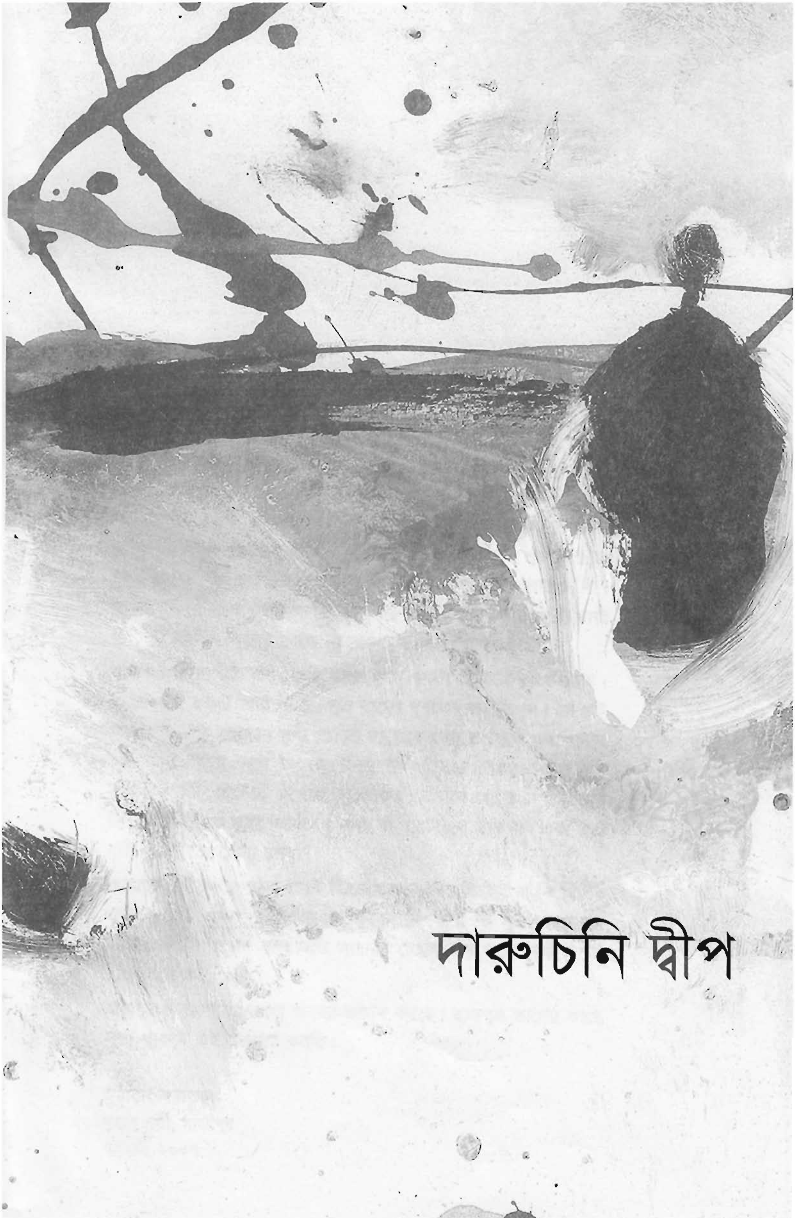

দারুচিনি দ্বীপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মা, আমার চশমা? আমার চশমা কোথায় মা?'

শুভ্র হাহাকার করে উঠল। শুভ্রর মা, গাঢ় মমতা নিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। কি অদ্ভুত ভঙ্গিতেই না শুভ্র হাঁটছে। দু'হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো হেলতে-দুলতে এগুচ্ছে। তার সামনে চেয়ার। এক্ষুনি চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খাবে।

'মা, আমার চশমা কোথায়?'

বলতে বলতে সে সত্যিই চেয়ারের ধাক্কা খেল। শুভ্রর মা উঠে এসে ছেলেকে ধরে ফেললেন। শুধু ধরলেন না—চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তাঁর মনটাও খারাপ হয়ে গেল। এত খারাপ শুভ্র'র চোখ? চেয়ারের মতো বড় জিনিসও তার চোখে পড়ে না?

'কথা বলছ না কেন মা? চশমা কোথায়?'

'রাতে শোবার সময় কোথায় ছিল?'

'বালিশের পাশে রেখেছিলাম। মাথার ডান দিকে। সব সময় যেখানে রাখি।'

'তাহলে ওখানেই আছে।'

'নেই তো। আমি পাঁচ মিনিট ধরে খুঁজেছি।'

'চশমা ছাড়া তুমি কিছুই দেখো না?'

শুভ্র হাসি মুখে বলল, এক ধরনের প্যাটার্ন দেখি মা। লাইট এন্ড ডার্কনেস। কোথাও বেশি আলো, কোথাও কম, কোথাও অন্ধকার—এই রকম। খুব ইন্টারেস্টিং।

'এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কি আছে?'

'আছে। না দেখলে বুঝবে না। চশমা ছাড়া সব কিছুই এলোমেলো, এক ধরনের ক্যাওস—ডিসঅর্ডার। চশমা পরা মাত্রই অর্ডার। তোমরা এইটা কখনো বুঝবে না।'

'ভাগ্যিস বুঝছি না। তোমার মতো আরো একজন থাকলে পাগল হয়ে যেতে হতো। সারাক্ষণ চশমা, চশমা, দিনে দশ বার চশমা হারাচ্ছ। সারাক্ষণ চোখে দিয়ে রাখলেই পারো, খুলে ফেলো কেন?'

'বেশিক্ষণ অর্ডার ভালো লাগে না। চশমা খুলে ডিসঅর্ডারে চলে যাই। মা, এখন তুমি কি দয়া করে চশমাটা আনবে?'

তিনি চশমা আনতে গেলেন। বালিশের কাছে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল সাইড টেবিলে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। কাল রাতে শুভ্র লাইট জ্বালিয়েই ঘুমিয়েছে। বিছানার উপর দুটা বই। একটার নাম Brief History of Time, মনে হচ্ছে ফিজিক্সের কোনো বই। অন্যটা রগরগে কোনো বই হবে। সম্পূর্ণ নগ্ন এক তরুণীর ছবি প্রচ্ছদে ছাপা। শুভ্র কি এই জাতীয় বই পড়তে শুরু করেছে? এই সব বই কি তার এখন ভালো লাগছে? সে কি বড় হয়ে যাচ্ছে? ঐ তো মনে হয় সেদিন রাতদুপুরে তাঁর দরজায় ঠকঠক করে কাঁপা গলায় বলল, 'মা আমি কি তোমার সঙ্গে ঘুমুতে পারি? আমার খাটের নিচে কে যেন শব্দ করছে?

'কে শব্দ করছে?'

'বুঝতে পারছি না—ভূত হতে পারে। ভূতের মতো মনে হলো।'

'ভয় পেয়েছ?'

'হুঁ। খুব বেশি না—অল্প ভয় পেয়েছি।'

তিনি দরজা খুলে দেখলেন তাঁর ন' বছর বয়েসি শুভ্র ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। তিনি হাত ধরার পরেও সেই কাঁপুনি থামল না।

'চলো দেখে আসি কি আছে খাটের নিচে।'

'আমার দেখতে ইচ্ছা করছে না-মা।'

'ইচ্ছা না করলেও দেখতে হবে। ভূতপ্রেত বলে কিছু যে নেই এটা জানতে হবে না? এসো।'

খাটের নিচে উঁকি দিতেই একটা বিড়াল বের হয়ে এলো। তিনি বললেন, শুভ্র বাবা, তুমি কি বিড়ালটা দেখতে পেয়েছ?

'হ্যাঁ।'

'বুঝতে পেরেছ যে এটা ভূত না।'

'হ্যা।'

'এখনো কি আমার সঙ্গে ঘুমুতে চাও?'

শুভ্র চুপ করে রইল। মা'র সঙ্গে ঘুমুনোই তার ইচ্ছা, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছে না। মা'র সঙ্গে ঘুমুনোর অজুহাত এখন আর নেই।

'চুপ করে আছ কেন বাবা, বলো এখনো আমার সঙ্গে ঘুমুতে চাও?'

'তুমি যা বলবে তাই' ..

'আমার মতে তোমার নিজের বিছানাতেই ঘুমানো উচিত। দুটি কারণে উচিত। প্রথম কারণ, এতে ভয়টা পুরোপুরি কেটে যাবে। দ্বিতীয় কারণ, মাসে একবার তুমি আমার সঙ্গে ঘুমুতে পারো। এ মাসের কোটা তুমি শেষ করে ফেলেছ। এখন যদি ঘুমাও সামনের মাসে ঘুমুতে পারবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

শুভ্র কোনো কথা না বলে ছোট ছোট পা ফেলে খাটের দিকে রওনা হলো। যেন ছোট একটা পুতুল হেলতে-দুলতে যাচ্ছে। মাথা ভর্তি রেশমি চুল, ধবধবে সাদা মোমের শরীর, লালচে ঠোঁট। দেবশিশু, মর্তের ধুলোকাদার পৃথিবীতে যেন ভুলক্রমে চলে এসেছে। তার মাথা নিচু করে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তিনি অসম্ভব বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। ইচ্ছা করল ছেলেকে আবার ডাকেন। তা সম্ভব না। একবার যা বলা হয়েছে তা ফিরিয়ে নেয়া ঠিক না। তাঁর একটিমাত্র সন্তান, তাকে তিনি ঠিকমতো মানুষ করবেন। অতিরিক্ত আদরে নষ্ট করবেন না।

সেই শুভ্র এখন এত বড় হয়েছে?

কত হলো তার বয়স? বাইশ? কি আশ্চর্য!

সময় এত দ্রুত যায়? বাইশ বছর তো অনেক দিন। তাঁর ছেলে জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ সময় এর মধ্যে শেষ করে ফেলেছে? এখন সে আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছে তরুণীদের প্রতি। তার বিছানায় নগ্ন তরুণীর ছবি আঁকা বই। খুবই স্বাভাবিক। বয়সের দাবি। একে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার কোনো পথ নেই।

আচ্ছা শুভ্রর এখন একটা বিয়ে দিলে কেমন হয়।

তার মতোই সুন্দর কোনো একটা বালিকা। খুব অল্প বয়স—পনেরো কিংবা ষোল। ছটফটে ধরনের একজন বালিকা, যে কথায় কথায় রাগ করবে। কথায় কথায় হাসবে। স্বামীর কোনো কথায় অভিমান করে ছাদে চলে যাবে। মুখ ঢেকে কাঁদবে। বৃষ্টিতে রাতে দু'জনে ভিজবে। রাতের পর রাত পার করে দেবে গল্প করে। তিনি দূর থেকে দেখবেন। মুগ্ধ তরুণ-তরুণীর ভালোবাসাবাসির মতো অপূর্ব দৃশ্য আর কিছু আছে?

তাঁর নিজের জীবনে এমন কিছু ঘটেনি। তাঁর স্বামী এস. ইয়াজউদ্দিন অনেকটাই রোবটের মতো। যিনি রাত দশটা কুড়ি মিনিটে দাঁত মাজতে যান। দশটা পঁচিশে আধগ্লাস পানি খেয়ে একটা সিগারেট ধরান। গুনে গুনে দশ বার সিগারেট টেনে দশটা তিরিশ মিনিটে বলেন—রেহানা ঘুমিয়ে পড়ি? তুমি কি শোবে, না দেরি হবে?

এই রোবট-মানব কোনোদিন বৃষ্টিতে ভেজেন না।

বৃষ্টির পানি গায়ে লাগলেই তাঁর টনসিল ফুলে যায়। জোছনা রাতে কখনো ছাদে যান না। ছাদে উথালপাথাল বাতাস। সেই উথালপাথাল বাতাস গায়ে লাগলেই তাঁর মাথা ধরে।

মানুষটাকে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন বলা যেতে পারে। শেষ গন্তব্যের একটা স্টেশনে সে যাত্রা শুরু করেছে। মাঝপথে কত না সুন্দর সুন্দর স্টেশন। ট্রেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে থামছে না। ঝড়ের গতিতে পার হয়ে যাচ্ছে। গন্তব্যের দিকে যতই যাচ্ছে ততই তার গতিবেগ বাড়ছে। আজকাল রেহানার প্রায়ই ইচ্ছা করে কোনো একটা গ্রামের স্টেশন, সিগন্যাল ডাউন করে রেড লাইট জ্বালিয়ে ট্রেনটাকে থামিয়ে দিক। গন্তব্যে যে পৌঁছতেই হবে এমন তো কোনো কথা নেই।

'শুভ্র বাবা, এই নাও তোমার চশমা।'

'থ্যাংকস মা।'

'কাল রাতেও তুমি বাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছ।'

শুভ্র মিটিমিটি হাসল।

'কাল রাত ক'টা পর্যন্ত জেগেছ?'

'ঘড়ি দেখি নি মা। রাত দুটা কিংবা তিনটা হবে।'

'এমন কি পড়ছিলে যে রাত শেষ করে দিতে হবে?'

'খুব ইন্টারেস্টিং বই ... শেষ না করে ঘুমুতে ইচ্ছা করছিল না।'

'ফিজিক্সের কোনো বই?'

'উঁহু। লাভ স্টোরি।'

'এসো নাশতা খেতে এসো।'

নাশতার টেবিলটা তিনজনের জন্যে বিশাল। ছোট আরেকটা টেবিল আছে, ইয়াজউদ্দিন সাহেবের সেই টেবিলটা পছন্দ নয়। দিনের মধ্যে একবারই তিনি শুধু সবার সঙ্গে বসেন—সেটা সকালের নাশতার সময়। বিশাল টেবিলের এক প্রান্তে তাঁর নির্দিষ্ট বসার চেয়ার আছে। মা এবং ছেলে বসে মুখোমুখি। ইয়াজউদ্দিন সাহেব নাশতা খেতে খেতে গল্প করেন। অল্প খানিকক্ষণ সময়ের জন্যে মনে হয়—মানুষটা বোধ হয় রোবট নয়।

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের প্রিয় খাবার এক বাটি মটরশুঁটি সিদ্ধ করে তাঁর সামনে দেয়া হয়েছে। খোসা ছাড়িয়ে তিনি মটরশুঁটি খাচ্ছেন। তাঁর ঠিক সামনে টি-পটে এক পট চা, মোট তিন কাপ চা আছে। নাশতার টেবিলে তিনি আড়াই কাপের মতো খাবেন। তিনি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, শুভ্র তোমার কি খবর?

শুভ্র হাসল, কিছু বলল না।

তিনি রেহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, রেহানা শুভ্রকে আজ প্রিন্সের মতো লাগছে না?

রেহানা বললেন, লাগছে। তবে ...

'আবার তবে কি? তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে?'

'না।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে "তবে" বললে কেন?'

'তুমি তো আমাকে কথা শেষ করতে দাও নি। কথা শেষ করতে দিলে তবে কেন বলেছি তা এক্সপ্লেইন করতাম।'

'স্যরি, কথা শেষ করো ... '

তবে বলেছি কারণ শুভ্রর সবচে' সুন্দর জিনিস তার চোখ। চশমা'র জন্যে তার চোখ কখনো দেখা যায় না। It's as pity.

শুভ্র বলল, মা চুপ করো তো। এই টপিকটা আমার কখনো ভালো লাগে না।

ইয়াজউদ্দিন বললেন, মানুষ হয়ে জন্মানোর সবচেয়ে বড় সমস্যা কি কি জানো শুভ্র? যে টপিকটি সে পছন্দ করে না তাকেই সেই টপিকটি সবচে বেশি শুনতে হয়। আমার কথাই ধরো–পলিটিক্সে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমাকে সারাক্ষণ সেই পলিটিক্সের কথা শুনতে হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে শিল্পমন্ত্রী কিংবা পাটমন্ত্রী এই জাতীয় কোনো দপ্তর আমাকে নিতে হতে পারে। রেহানা কি বলছি, শুনছ?

'শুনছি।'

'এই বিষয়ে তোমার কোনো মতামত আছে?'

'না।'

'তুমি কি চাও যে আমি পলিটিক্সে ইনভল্‌ভ্‌ড হই?'

'তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না।'

'এরকম উঁচুগলায় কথা বলছ কেন? আমি চাই চায়ের টেবিলে সব সময় লাইভলি ডিসকাশন হবে।'

'তোমার চাওয়ার মতো পৃথিবী চলবে এটাইবা ভাবছ কেন? আমার চাওয়ারও তো কিছু থাকতে পারে?'

'একটু আগে বলেছ আমার কাছে তোমার কিছু চাওয়ার নেই। তুমি কি নিজেকেই নিজে কন্ট্রাডিক্ট করছ না?'

রেহানা কিছু বললেন না।

ইয়াজউদ্দিন দ্বিতীয় কাপ চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'রেহানা আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসো না। তর্কে হারবে, মন খারাপ করবে। তর্কে হেরে যাওয়া খুবই অপমানজনক ব্যাপার।'

রেহানা টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন।

ইয়াজউদ্দিন শুভ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মা'কে তোমার কাছে কেমন লাগে শুভ্র?

'ভালো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরো গুছিয়ে বলো। সাধারণ একটা এডজেকটিভ দিয়ে তো কিছু বোঝা যায় না। একশ' নম্বর যদি থাকে তাহলে তুমি তোমার মা'কে কত দেবে?'

'বিরানব্বই থেকে তিরানব্বই দেব।'

'আমাকে কত দেবে?'

'বললে তোমার হয়তো মন খারাপ হবে।'

'এত সহজে আমার মন খারাপ হয় না।'

'তোমাকে আমি দেব পঁয়তাল্লিশ।'

'তোমার ধারণা তোমার জাজমেন্ট ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'শুভ্র এত কম নাম্বার আমি কিন্তু ডিজার্ভ করি না।'

'তুমি মন খারাপ করেছ বাবা। একটু আগে বলেছ তুমি মন খারাপ করো না।'

'মন খারাপ করি না এমন কথা বলিনি। বলেছি—এত সহজে মন খারাপ করি না। তুমি যে কথা বলছ তা সহজ না। এখন তুমি বুঝতে পারছ না। যেদিন বাবা হবে এবং যে দিন তোমার মুখের উপর তোমার ছেলে তোমাকে ফর্টি ফাইভ নাম্বার দেবে সেদিন বুঝবে।'

'বাবা, আমি তোমাকে হার্ট করেছি। আই অ্যাম সরি।'

ইয়াজউদ্দিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'আমি যতটা হার্ট হয়েছি বলে দেখাচ্ছি ততটা হইনি। কারণ আমি জানি তুমি আমাকে ঠিকমতো কাজ করোনি।'

'আমার জাজমেন্টে তেমন কিছু যায়-আসে না।'

'তা-ও সত্যি। তুমি এখনো একজন বালক। তোমার বয়স বাইশ হয়েছে আমি জানি—কিন্তু এখনো বালক স্বভাব ত্যাগ করতে পারোনি। আগে-পাশের জগৎ সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। তোমার জগৎ হচ্ছে তোমার শোবার ঘর, তোমার পড়ার ঘর এবং এই বাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

শুভ্র তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ভারি কাচের আড়ালে তার চোখ। কাজেই শুভ্র কি ভাবছে বা কি ভাবছে না কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে ভয় পাচ্ছে না—খানিকটা মজা লাগছে। বাবাকে এর আগে সে কখনো এমন রেগে যেতে দেখে নি।

'শুভ্র।'

'জি।'

'তুমি কি সাইকেল চালাতে জানো?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না কেন বলো তো?'

'এ বাড়িতে তো কোনো সাইকেল ছিল না, কাজেই ... '

'এ বাড়িতে তো গাড়ি আছে। গাড়ি চালাতে পারো?'

'না।'

'সাঁতার জানো?'

'না।'

'তুমি কিন্তু কিছুই জানো না। তোমার জগৎ—অভিজ্ঞতাশূন্য ক্ষুদ্র জগৎ।'

'একেবারে ক্ষুদ্রও না। আমি প্রচুর পড়ি। বই পড়ে লেখকদের অভিজ্ঞতা নিয়ে নেই।'

'ধার করা অভিজ্ঞতা কোনো অভিজ্ঞতা না।'

'তুমি কি আমার উপর খুব রাগ করেছ?'

'না, রাগ করি নি।'

'তাহলে এতসব কঠিন কঠিন কথা কেন বলছ? তোমাকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ নম্বর দিয়েছি বলে বলছ?'

'না। তুমি যদি আমাকে পঁচানব্বই দিতে তাহলেও বলতাম। আগের থেকে প্ল্যান না করে আমি কিছু করি না। আজ সারাদিনে আমি কি কি করব তা এই কার্ডে লেখা আছে। দুই নাম্বারে কি লেখা একটু পড়ে দেখো।'

শুভ্র পড়ল।

দু'নম্বরে লেখা—"শুভ্র'র সঙ্গে তার ভ্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলা।"

'আমার কথা বিশ্বাস হলো শুভ্র?'

'তুমি আমার ভ্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছ না।'

'যা বলছি তা হলো প্রিলগ। মূল গানের আগে তবলার ঠুকঠাক হয়। এ হচ্ছে তবলার ঠুকঠাক। তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এসো। দু'জনের সামনেই কথা বলি।'

'মা কি আসবে?'

'না আসারই সম্ভাবনা। তবু বলে দেখো।'

রেহানা এসে বসলেন। স্বামীর দিকে একবারও তাকালেন না। তাঁর মুখ কঠিন। তিনি ছোট ছোট করে শ্বাস ফেলছেন।

ইয়াজউদ্দিন তাঁর চেয়ার ছেড়ে স্ত্রীর পাশের চেয়ারে এসে বসলেন। রেহানা আরো শক্ত হয়ে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন স্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ছেলের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি আরাম পাই না। কথা বলার সময় আমি তোমার চোখ দেখতে পাই না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাবা, চশমা খুলে ফেলব?'

'না, তার দরকার নেই। তোমার মা গত রাতে তোমাদের এক পরিকল্পনার কথা বলছিলেন—তোমরা কয়েক বন্ধু না-কি সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে জোছনা রাত কাটাবে?'

'হ্যাঁ।'

'খুবই ভালো কথা। কিন্তু আমার তো ধারণা তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই।'

'স্কুলে ওদের সঙ্গে পড়েছি।'

'স্কুলের পরেও যোগাযোগ ছিল?'

'খুব কম। মাঝে মধ্যে আসত।'

'আমার মনে হয় কোনো ধারটারের প্রয়োজন হলে ওরা তোমার কাছে আসে।'

শুভ্র কোনো জবাব দিল না।

তিনি গলার স্বর স্বাভাবিকের চেয়ে এক ধাপ নিচে নামিয়ে বললেন, 'শুভ্র, দেশে এখন যে আন্দোলন চলছে—সেই বিষয়ে তোমার মত কি? গণতন্ত্রের আন্দোলনের কথা বলছি।'

শুভ্র বুঝতে পারল না বাবা কেন হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টালেন। সে কোনো জবাব দেয়ার আগেই ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'গোটা আন্দোলনে তুমি একদিনও বের হওনি। ছাত্ররা মিটিং-মিছিল করেছে, কার্ফু ভেঙেছে, গুলি খেয়ে মরেছে—তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে ছিলে। কেন জানতে পারি?'

'আন্দোলনে যাওয়া তোমরা পছন্দ করতে না। আমি ওদের সঙ্গে যোগ করলে তোমরা রাগ করতে। আমি তোমাদের রাগাতে চাই নি।'

'ঠিকই বলেছ, রাগ করতাম। আন্দোলন সবাইকেই করতে হবে তা না। তোমাকে তৈরি থাকতে হবে আরো বড় কাজের জন্যে ... '

শুভ্র হঠাৎ বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দেশে গণতন্ত্র আনার জন্যে আন্দোলন কি ছোট কাজ?'

তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তাঁকে খানিকটা বিরক্ত মনে হলো। চোখের নিচের চামড়া একটু যেন কুঁচকে গেল। কপালে ভাঁজ পড়ল। অবশ্যি খুব সহজেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকালেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে হাতঘড়ি দেখলেন। এখনো তাঁর হাতে কুড়ি মিনিট সময় আছে। ছেলের সঙ্গে কথা বলতে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগার কথা না। শুভ্র কথার পিঠে কথা বলে না। কথার পিঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বললে আরো বেশি সময় লাগতো।

'শুভ্র।'

'জি।'

'তোমার এই বন্ধুরা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে তাই না?'

'জি।'

'সাধারণত হাইলি রোমান্টিক পরিকল্পনা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের মাথায় আসে। এই নিয়ে মাসের পর মাস তারা আলোচনা করে। প্ল্যান-প্রোগ্রাম হয়, তারপর এক সময় সব ভেস্তে যায়। বেশিরভাগ সময়ই ভাঙে অর্থনৈতিক কারণে। আশা করি তোমাদেরটা ভাঙবে না।'

'না ভাঙবে না। আসছে মঙ্গলবার আমরা রওনা হচ্ছি। শুক্রবার পূর্ণিমা। আমরা সেন্ট মার্টিনে গিয়েই পূর্ণিমা পাব।'

'ভেরি গুড। চাঁদের আলোয় দ্বীপে ঘুরাঘুরি করবে?'

'জি।'

'ইন্টারেস্টিং। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, যাদের সঙ্গে যাচ্ছ তারা কি তোমার ভালো বন্ধু?'

'ওরা আমাকে খুব পছন্দ করে।'

'আমার মনে হয় তুমি ভুল বলছ। ওরা তোমার অর্থ-বিত্ত এইসব পছন্দ করে। তোমার মধ্যে পছন্দ করার মতো গুণাবলি বিশেষ নেই। তুমি মজার গল্প করতে পারো না। আসর জমাতে পারো না। তুমি অত্যন্ত ইন্ট্রোভার্ট ধরনের একজন যুবক—যে এখনো বালকের খোলস ছাড়তে পারো নি।'

'তুমি কি আমাকে যেতে নিষেধ করছ?'

'না। তোমার বয়স বাইশ, তুমি নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছামত চলতে পারো। আমি শুধু সমস্যাগুলির প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমেই বলছি, ভ্রমণ পরিকল্পনা কাগজে-কলমে যতটা ইন্টারেস্টিং বাস্তবে কখনোই তত ইন্টারেস্টিং হয় না। দ্বীপে পৌছতে তোমাদের খুব কষ্ট করতে হবে—এত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তোমার নেই। দ্বীপে পৌছার পর শীতে কাবু হবে। বাথরুমের অভাবে কাবু হবে। তুমি হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ্য করবে তোমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গও ততটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না। তারা অশ্লীল সব রসিকতা করবে। তুমি তা-ও সহ্য করতে পারবে না।'

'তুমি মনে করছ আমার যাওয়া উচিত নয়?'

'অবশ্যই তোমার যাওয়া উচিত। ছোট্ট একটা প্রবাল দ্বীপ। চারপাশে সমুদ্র, আকাশে Full moon—খুবই একসাইটিং। তুমি যাবে তো বটেই। তুমি তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো করে যাবে। আমি কক্সবাজারের ডিসি সাহেবকে টেলিফোন করে দেব। এছাড়াও আরো কিছু লোকজনকে বলব যাতে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনে যাবার জন্যে ভালো জলযান থাকে। দ্বীপে চোর ডাকাত থাকতে পারে। কাজেই সঙ্গে পুলিশ দরকার। খাবার দাবারের ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। ক্ষুধা পেটে পূর্ণিমার চাঁদকে রুটির মতো লাগে। কার কথা যেন এটা?'

'অবিকল এই রকম একটা কবিতার লাইন ইংরেজি কবিতায়ও পড়েছি—Give me some salt. I will eat the moon" .....পড়েছ এই কবিতা?

'না।'

'ইংরেজি কবিতা তুমি পড়ো না?'

'না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠতে উঠতে বললেন—তুমি আজকের দিনটা চিন্তা করো। কাল সকালে আমাকে বলবে কি করতে চাও। যা করতে চাও তাই হবে। বাইশ বছরের যুবক ছেলের উপর আমি কিছুই ইম্পোজ করতে চাই না। অবশ্যি আরেকটি ব্যাপারও আছে। দেশের সব মানুষ যেখানে গণতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন করছে সেখানে তোমরা মজা করার জন্যে বেড়াতে যাচ্ছ এটা কেমন কথা?'

রেহানা বললেন, 'শুভ্র কখনোই কিছু চায় না। হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে—ঘুরে আসুক না।'

ইয়াজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, 'ওর কথা ওকেই বলতে দাও। শুভ্র, তুমি কি যেতে চাও?'

শুভ্র বলল, 'না।' বলেই দ্রুত নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। তার চোখে পানি এসে গেছে। বাবা-মা'কে সে চোখের পানি দেখাতে চায় না।

ইয়াজউদ্দিন হাতের ঘড়ি দেখলেন। বিশ মিনিট পার হয়েছে। তিনি উঠে পড়লেন। রেহানাকে বললেন, 'ও মন খারাপ করে "না" বলেছে। ওকে যেতে বলো। ঘুরে আসুক। পৃথিবীর রিয়েলিটির সঙ্গে খানিকটা পরিচয় হোক।'

সঞ্জু বারান্দায় পাটি পেতে খেতে বসেছে।

তাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে খুব ক্ষুধার্ত। বড় বড় নলা বানিয়ে মুখে দিচ্ছে। সঞ্জুর মা ফরিদা তাঁর সামনেই বসে আছেন। অন্য দিন সঞ্জু খেতে খেতে গল্প করে আজ তাও করছে না।

ফরিদা অস্বস্তি বোধ করছেন। দ্রুত শূন্য হয়ে আসা থালার দিকে তিনি ভীত চোখে তাকিয়ে আছেন। ভাত আর নেই। থালার ভাত শেষ হয়ে গেলে আর দেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে না। ছেলেটা কি ক্ষিদে-পেটে উঠবে? আজ ভাত কম পড়ল কেন? তিনি নিজে মেপে-মেপে সাড়ে চার পট চাল দিয়েছেন।

সঞ্জু মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি খেয়েছ মা?'

তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, 'হুঁ।'

এটা বলতে ও তাঁর লজ্জার সীমা রইল না। ফরিদা ক্ষিদে সহ্য করতে পারেন না। একেবারেই না। রান্না হওয়া মাত্র গরম গরম ভাত খেয়ে নেন। তখনো হয়তো তরকারি হয় নি, ডালটা শুধু নেমেছে।

সঞ্জুর ভাতের থালা প্রায় শূন্য। এক্ষুনি হয়তো সে বলবে—আর চারটা ভাত দাও তো মা। ফরিদা মনে মনে বললেন, আল্লাহ্ আজ যেন সে ভাত না চায়। খাওয়া শেষ করে যেন উঠে পড়ে।

সঞ্জু ভাত শেষ করে ফেলেছে। পানির গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়েছে। ফরিদা চাপা স্বরে বললেন, 'খাওয়া হয়ে গেল?'

'হুঁ।'

'আর চারটা ভাত নিবি না?'

'না। পান থাকলে একটা পান দাও তো মা।'

ফরিদা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোর তো দেখি পান খাওয়া অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। তুই ছাত্র মানুষ। তোর কি দাঁত লাল করে পান খাওয়া ঠিক?'

'ঠিক না হলে দিও না।'

সঞ্জু হাত ধুতে উঠে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত ধুচ্ছে। মুখ ভর্তি করে পানি নিয়ে কুলি করে কলঘরের কাছে রাখা টবে ফেলার চেষ্টা করছে। ছেলেবেলার অভ্যাস। সব ভাইবোন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কুলি করে টবে পানি ফেলার চেষ্টা করবে। কুলির পানিতে উঠান মাখামাখি। কত বকা দিয়েছেন লাভ হয় নি। দশ বছর আগের টব এখনো আছে। গাছ বদল হয়েছে। শুরুতে ছিল গোলাপ গাছ, তারপর কয়েক বছর মরিচের গাছ, একবার ছিল টমেটোর গাছ—খুব টমেটো হয়েছিল সেবার। এখন আবার একটা গোলাপ গাছ। গাছ ভর্তি করে কলি এসেছে। এখনো ফুল ফোটে নি।

'সঞ্জু পান নে।'

সঞ্জু পান হাতে নিতে নিতে বলল, 'ভাত যদি চাইতাম তাহলে মা তুমি বিপদে পড়তে, ভাত তো আর ছিল না।'

ফরিদা বিব্রত গলায় বললেন, 'কে বলল ছিল না?'

'আমি বুঝতে পারি।'

'ইস কি আমার বুঝনেওয়ালা—আয় রান্নাঘরে নিজের চোখে দেখে যা।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্জু হাসতে হাসতে বলল, 'এন্নি বললাম।'

ফরিদা মুগ্ধ চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সঞ্জু হাসলেই তার গালে টোল পড়ে। দেখতে এমন মজা লাগে। ইচ্ছা করে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিতে। গালে টোল-পরা মেয়েরা দুর্ভাগ্যবতী হয়, ছেলেদের বেলায় কি এসব কিছু আছে?

'দশটা টাকা দিতে পারবে মা?'

'সকালে না পাঁচ টাকা নিলি।'

'ঐটা বাস ভাড়াতেই শেষ। এখন যাব আদাবর, ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা।'

'এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবি?'

'উপায় কি মা। ফাইন্যাল প্ল্যানিং করতে হবে। সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাবার ব্লু প্রিন্ট আজ রাতে তৈরি হবে। আমাদের এই প্রজেক্টের নাম কি জানো? প্রজেক্টের নাম হচ্ছে—প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপ।

'দারুচিনি দ্বীপ কেন?'

'রোমান্টিক ধরনের একটা নাম দেয়া হলো এই আর কি? দুটা নাম সিলেকটেড হয়েছিল—'প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপ' এবং 'প্রজেক্ট কালাপানি'। লটারিতে দারুচিনি দ্বীপ উঠে এলো। এটা আমার দেয়া নাম।'

ফরিদা হালকা গলায় বললেন, 'কি যে তোদের কাণ্ডকারখানা। বেড়াতে যাবি তার আবার একটা নাম-প্রজেক্ট হেন, প্রজেক্ট তেন....'

'এইসব তোমরা বুঝবে না মা। আর শুধু বেড়াতে যাচ্ছি তা তো না, আরো ব্যাপার আছে।'

'আর কি ব্যাপার?'

'তোমাকে বলা যাবে না।'

সঞ্জু মা'র দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'টাকা দিতে হবে মনে আছে তো মা?'

'মনে আছে।'

'এক হাজার টাকা। সবাই মিনিমাম এক হাজার নিচ্ছে। দিতে পারবে তো?'

'পারব।'

'লাস্ট মোমেন্টে যদি বলো—টাকার জোগাড় হয়নি। তাহলে সর্বনাশ।'

'ক'জন যাচ্ছিস?'

'এখনো ঠিক হয়নি। আজ ফাইন্যাল হবে। ইয়ে মা শোনো—আমাদের সঙ্গে কয়েকটা মেয়েও হয়তো যাবে।'

'কি বললি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওরা যেতে চাচ্ছে। আমরা নিব কি-না এখনো ঠিক করিনি। নাও নিতে পারি। ওদের নেয়া মানেই যন্ত্রণা।'

ফরিদা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন।

সঞ্জু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'তুমি এমন করে তাকিয়ে আছ কেন? মেয়েরা সঙ্গে গেলে কি অসুবিধা। ওরা আমাদের বন্ধুর মতো। একসঙ্গে পড়ি। ওরা তো এখন স্টাডি ট্যুরে যায়, একস্‌কারসানে যায়। ছেলেদের সঙ্গেই তো যায়।'

'তখন তোদের স্যাররা সঙ্গে থাকেন। এখন যাচ্ছিস নিজেরা নিজেরা।'

'তাতে কি?'

'মেয়েগুলির বাপ-মা যেতে দেবে?'

'দিবে না কেন?'

একটা প্রশ্ন ফরিদার মুখে চলে এসেছিল, তিনি চট করে নিজেকে সামলে নিলেন। প্রশ্নটা করলে সঞ্জু যদি আবার কিছু মনে করে। যদি লজ্জা পায়। প্রশ্নটা হলো, মেয়েগুলির মধ্যে তোর পছন্দের কেউ আছে?

ফরিদার ধারণা আছে। তাঁর এত সুন্দর রাজপুত্রের মতো ছেলে। মেয়েদের অনেকেই নিশ্চয়ই আগ্রহ করে তার কাছে আসে ভাব করার জন্যে। এদের কাউকে কি সঞ্জু অন্যদের চেয়ে আলাদা চোখে দেখে না? দেখাটাই তো স্বাভাবিক।

একবার তিনি সঞ্জুর বইখাতা গুছাচ্ছেন, হঠাৎ সেখান থেকে নীল রঙের একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। তিনি পড়বেন না পড়বেন না ভেবেও শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললেন। রিংকু নামে একটা মেয়ে লিখেছে। সুন্দর গোটা গোটা হাতের লেখা, তবে খুবই ছোট দু'লাইনের চিঠি।

সঞ্জু,
তুমি আমাকে এমন বোকা বানালে কেন?
আমি ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ রাগ করেছি।
ইতি
রাগান্বিতা রিংকু

ফরিদার খুব ইচ্ছা করছিল রিংকুকে সঞ্জু কি করে বোকা বানিয়েছিল সেটা জানতে। জানা হয় নি। লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারেন নি। তাছাড়া জিজ্ঞেস করলে সঞ্জু যদি বলে—মা, তুমি বুঝি লুকিয়ে আমার চিঠি পড়ো?

রাগান্বিতা রিংকুর দু'লাইনের, চিঠি পড়ে ফরিদার খুবই ভালো লেগেছিল। চিঠি হবে এ রকম—এক লাইনের দু'লাইনের, চট করে ফুরিয়ে যাবে। তারপরও মনে হবে ফুরাল না। রহস্য থেকে গেল। অবশ্যি রিংকুর চিঠির সম্বোধন তাঁর পছন্দ হয় নি। নাম ধরে লিখবে কেন? কত সুন্দর সুন্দর সম্বোধন আছে—সুপ্রিয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুজনেষু, দেবেষু....।

সঞ্জু বলল, 'টাকাটা দাও মা চলে যাই।'

ফরিদা টাকা এনে দিলেন এবং মুখ ফসকে বলে ফেললেন, 'রিংকু কি তোদের সঙ্গে যাচ্ছে?'

সঞ্জু অবাক হয়ে বলল, 'রিংকু কে?'

ফরিদা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। সঞ্জু আবার বলল, 'কোন রিংকুর কথা বলছ? তিন জন রিংকু আছে আমাদের সঙ্গে। একজন অনার্সে, দু'জন সাবসিডিয়ারি ক্লাসে।'

ফরিদা দারুণ অস্বস্তি নিয়ে বললেন, 'ঐ যে মেয়েটা তোকে চিঠি লিখেছিল– দু'লাইনের। তোর বই গুছাতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম।'

'ও আচ্ছা বুঝেছি—সাবসিডিয়ারির রিংকু। ওর সয়েল সায়েন্সে অনার্স। সাবসিডিয়ারিতে দেখা হয়। ফাজিলের চূড়ান্ত। না ও যাচ্ছে না। ও যাবে কেন?'

'মেয়েটা কেমন?'

'বললাম না, ফাজিল ধরনের। সবার সাথে ফাজলামি করে। স্যারদের সাথেও।'

'চেহারা কেমন?'

'চেহারা মন্দ না। নাক বোঁচা, আমরা তাকে ডাকি মিস খ্যাঁদা। ও মোটেও ক্ষেপে না। উল্টা হাসে। ও কি বলে জানো মা? ও বলে আগে না-কি ওর নাক গ্রিকদের মতো খাড়া ছিল। কলেজে ওঠার পর চায়নিজ খাওয়া ধরেছে। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে চাইনিজ খায়। এই জন্যেই তার নাক চায়নিজদের নাকের মতো হয়ে যাচ্ছে। ও বলে, সঞ্জু, খুব চিন্তায় আছি, নাক যে ভাবে বসে যাচ্ছে কোনদিন দেখব ফুটো বন্ধ হয়ে গেছে। তখন নিঃশ্বাস ফেলব কি করে?'

ফরিদা বললেন, 'তোকে নাম ধরে ডাকে?'

'নাম ধরে ডাকবে না? আমরা একসঙ্গে পড়ি না?'

সঞ্জু মা'র দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, রিংকুর বিয়ের কথা হচ্ছে। মার্চে বিয়ে হয়ে যাবে। সে কি বলেছে জানো? বলেছে আমার সঙ্গে যাদের যাদের প্রেম করার ইচ্ছা তাদের জরুরি ভিত্তিতে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে তারা যেন মার্চের আগেই তা করে ফেলে।

ফরিদা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

দিনকাল বদলাচ্ছে। তবে বড় বেশি দ্রুত বদলাচ্ছে। এত দ্রুত বদলানো কি ভাল? রিংকু মেয়েটার কাণ্ডকারখানা একই সঙ্গে তাঁর ভালো লাগছে, আবার ভালো লাগছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মা যাই। অনেকক্ষণ তোমার সাথে বকবক করলাম। রাতে কিন্তু ফিরতে দেরি হবে।'

'বেশি দেরি করলে তোর বাবা রাগ করবে।'

'বাবাকে খাইয়েদাইয়ে ন'টার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিও।'

সঞ্জুর বাবা সোবাহান সাহেব এজি অফিসে কাজ করেন।

সেকশান অফিসার।

আজ দুপুরে বাসায় চলে এসেছেন। লাঞ্চ খাবার পর হঠাৎ কেন জানি তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। বমি বমি ভাব হতে লাগল। বাসায় এসে খানিকক্ষণ শুয়ে ছিলেন। এখন শরীর ভালো লাগছে। বাসায় ফেরার পথে দুটা খবরের কাগজ কিনেছিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সারা দুপুর তাই পড়ছেন। খবরের কাগজ পড়া তাঁর নেশার মতো। আগে একটা কাগজ রাখা হতো। খরচে পুষাচ্ছে না বলে গত তিন মাস ধরে রাখা হচ্ছে না। তবে প্রায়ই খবরের কাগজ কেনা হচ্ছে। আজ যেমন কেনা হলো। না কিনে করবেনইবা কি? আমেরিকা-ইরাকের যুদ্ধের খবর পাবেন কোথায়? গোড়াতে তিনি ধরে নিয়েছিলেন সাদ্দাম লোকটা মহাগাধা। গাধা না হলে আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করে? এখন দেখা যাচ্ছে লোকটাকে যতটা গাধা মনে হয়েছিল ততটা গাধা না। সাতদিন তো যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে গেল। আমেরিকার সঙ্গে সাতদিন যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তো সোজা ব্যাপার না। মুসলমান হলো, মাথা গরমের জাত—এই লোকটার দেখা যায় মাথা ঠাণ্ডা।

ফরিদা শোবার ঘরে ঢোকামাত্র সোবাহান সাহেব বললেন, 'ফরিদা এক কাপ চা দাও তো।'

'চায়ের সাথে আর কিছু খাবে? মুড়ি আছে। দিব?'

'দাও। আর শোনো, মানিব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে কাকে দিলে, সঞ্জুকে?'

'হ্যাঁ।'

'অভ্যাস খারাপ করে দিচ্ছ। টাকা চাইলেই দিবে?'

'দশটা মোটে টাকা।'

'দশ টাকা মোটেই সামান্য না। দশ দিন যদি দশ টাকা করে দাও তাহলে কত হয়? একশ'। একশ' টাকায় দশ সের চাল পাওয়া যায়। তার ওপর যুদ্ধ লেগে গেছে—থার্ড ওয়ার্ল্ড-ওয়ার। সারা পৃথিবীর অবস্থা কাহিল।'

'এইখানে তো আর যুদ্ধ হচ্ছে না।'

'না বুঝে কথা বলবে না। যুদ্ধের এফেক্ট সারা পৃথিবীতে পড়বে। অলরেডি পড়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কোথায় হয়েছিল? ইউরোপে। লোক মারা গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায়? বাংলাদেশে। লাখ লাখ লোক। একজন দু'জন না। এইবার মারা যাবে কোটিতে।'

ফরিদা বললেন, 'যাই তোমার চা নিয়ে আসি।'

'কথা শেষ করে নেই তারপর যাও। বসো।'

ফরিদা বসলেন। শংকিত মনেই বসলেন। এই মানুষটার বক্তৃতা দেয়ার অভ্যাস আছে। একবার বক্তৃতা শুরু হলে ঘণ্টা খানিক চলবে। প্রতিটি কথা শুনতে হবে খুব মন দিয়ে। কথার মাঝখানে এদিকে-ওদিকে তাকালেই মানুষটা রেগে যায়। অবশ্য বক্তৃতা সে শুধু তাঁর সঙ্গেই দেয় অন্য কারো সঙ্গে একটি কথাও বলে না।

সোবাহান সাহেব খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার মেয়েরা কোথায়?

'মুনার বান্ধবীর জন্মদিন। সে দু'বোনকে নিয়ে ঐখানে গেছে। ওরা গাড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে। রাতে সেখানে খাবে তারপর গাড়ি করে দিয়ে যাবে।'

'গাড়ি করে নিয়ে যাক আর হেলিকপ্টারে করেই নিয়ে যাক—যার বান্ধবীর দাওয়াত সে যাবে। গুষ্টিসুদ্ধ যাবে কেন? এইসব আমার পছন্দ না।'

'মাঝে মাঝে একটু-আধটু বেড়াতে গেলে কি অসুবিধা?'

'অসুবিধা আছে। এতে পাড়া-বেড়ানি অভ্যাস হয়। দিনরাত খালি ঘুর-ঘুর করতে ইচ্ছা করে। মেয়েদের জন্যে এটা ভালো না। আমাদের অফিসের করিম সাহেবের এক ছোটশালি বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। তার এ রকম পাড়া-বেড়ানি স্বভাব। হুট হাট করে এখানে যায়, ওখানে যায়। একদিন কোনো বন্ধুর খোঁজে দুপুরে ছেলেদের এক হোস্টেলে গিয়ে উপস্থিত.....তারপর, থাক বাকিটা আর বলতে চাই না.....'

'শুনি না তারপর কি?'

'না থাক। সব কিছু শোনা ভালো না। যাও চা-না নিয়ে এসো।'

চা এনে ফরিদা দেখলেন, মানুষটা বমি করে সমস্ত ঘর ভাসিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বিছানায় বসে আছে। চোখ রক্তবর্ণ। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

ফরিদা ভীত গলায় বললেন, 'কি হয়েছে?'

সোবাহান সাহেব প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, 'শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে।'

'সে কি।'

তিনি পেটে হাত দিয়ে আবার বমি করলেন।

এই কঠিন গম্ভীর মানুষটা অসুখ-বিসুখ একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অল্প শরীর খারাপেই শিশুর মতো হয়ে যায়। আজ শরীরটা বেশি রকম খারাপ। ফরিদা হাত-মুখ ধুইয়ে তাঁকে মেয়েদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছেন। নিজের শোবার ঘর ধুয়েমুছে মেয়েদের ঘরে যখন ঢুকলেন তখন সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সোবাহান সাহেব কম্বল গায়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর গায়ে জ্বর।

অন্ধকার ঘরে ভনভন করে মশা উড়ছে। ফরিদা মশারি খাটিয়ে স্বামীর বিছানায় উঠে এলেন। কোমল গলায় বললেন, 'শরীরটা কি বেশি খরাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

ফরিদা স্বামীর মাথা কোলে তুলে নিলেন। মায়ায় তাঁর মনটা ভরে যাচ্ছে। মানুষটাকে এখন একেবারে শিশুর মতো লাগছে। কোলে মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে আছে। একটু নড়ছেও না।

'শরীর এখন কি একটু ভালো লাগছে?'

'হুঁ।'

'ঘুমুতে চেষ্টা করো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

ফরিদা স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কল্পনায় সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড দেখতে লাগলেন। সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। চারদিকের পানি ঘন নীল। যে দিকে তাকানো যায় নীল ছাড়া আর কিছুই নেই। সমুদ্রের নীলের সঙ্গে মিশেছে আকাশের নীল। দ্বীপে কোনো জনমানব নেই, গাছপালা নেই। মরুভূমির মতো ধু ধু বালি। জোছনা রাতে সেই বালি চিকচিক করে জ্বলে।

সোবাহান সাহেব অস্পষ্ট স্বরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। ফরিদা বললেন, 'ঘুম আসছে না?'

'না।'

'আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে কি গাছপালা আছে?'

'হুঁ আছে।'

'তুমি গেছ কখনো সেখানে?'

'না।'

'তাহলে জানো কি করে?'

সোবাহান সাহেব সেই কথার জবাব না দিয়ে উঠে বসলেন। ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আমাকে বাথরুমে নিয়ে যাও। আবার বমি আসছে।'

তাঁর জ্বর আরো বেড়েছে। চোখ হয়েছে রক্তবর্ণ।

ফরিদা তাঁকে ধরে ধরে বিছানা থেকে নামালেন। সোবাহান সাহেব বিড়বিড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বললেন, 'ঘর একদম খালি। বাচ্চা-কাচ্চারা না থাকলে আমার ভালো লাগে না, এরা কখন আসবে?'

'এসে পড়বে।'

'সঞ্জু, সঞ্জু কোথায় গেছে?'

'বন্ধুর বাসায়।'

'সন্ধ্যার পর বন্ধুর বাসায় যাওয়া-যাওয়ি আমার পছন্দ না।'

'রোজ তো যায় না। মাঝে-মধ্যে জরুরি কাজ থাকলে যায়।'

'কি জরুরি কাজ?'

ফরিদা চুপ করে রইলেন। সোবাহান সাহেব বললেন, 'বমি ভাবটা চলে গেছে। আমাকে শুইয়ে দাও।'

'মাথায় পানি ঢালব? অনেক জ্বর।'

'পানি ঢালতে হবে না।'

তিনি আবার বিছানায় কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন। একটি কম্বলে শীত মানছে না। গায়ের উপর আরেকটা লেপ দেয়া হলো। পায়ে মোজা পরিয়ে দিয়ে ফরিদা শংকিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। একজন ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার। কাকে দিয়ে খবর দেয়াবেন? বাড়িওয়ালার ছেলেটাকে বললে সে কি এনে দেবে না?

AMARBOI.COM

'ফরিদা?'

'কি।'

'তোমার ছেলেমেয়েরা আমাকে এত ভয় পায় কেন? আমি কি কখনো এদের গায়ে হাত তুলেছি না উঁচু গলায় কোনো কথা বলেছি?'

'ভয় পায় না।'

'অবশ্যই পায়। কেউ আমাকে একটা কথা এসে বলে না। যা কিছু বলার বলে তোমাকে।'

'চুপ করে শুয়ে থাকো।'

'শুয়েই তো আছি। মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হয়, ভাবি কি করেছি আমি?'

'গম্ভীর হয়ে থাক, এই জন্যে বোধ হয় একটু দূরে দূরে থাকে।'

'গম্ভীর হয়ে থাকলে অসুবিধা কি? একটা লোক যদি গম্ভীর হয়ে থাকে তাহলে তাকে কি কিছু বলা যাবে না?'

'ওরা ভাবে ওদের কথা শুনলে তুমি রাগ করবে তাই....'

'এটা তো তুমিও ভাব।'

'আমি ভাবব কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি যদি না ভাব তাহলে সঞ্জুর জরুরি কথাটা আমাকে বললে না কেন? আমি রাগ করতে পারি এই ভেবেই তো তুমি বলছ না।'

ফরিদা চাপা অস্বস্তি নিয়ে বললেন, 'সঞ্জু তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যেতে চায়।'

'কোন জায়গায়?'

'সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড।'

'এটা শুনে আমি রাগ করব কেন? রাগ করার এখানে কি আছে? যুবক বয়স, এই বয়সে নানান জায়গায় ঘুরার ইচ্ছা তো হবেই। সঞ্জুর বয়স কত এখন?'

'তেইশ।'

'তেইশ বছর বয়সে আমি একা-একা দার্জিলিং গিয়েছিলাম।'

'আমাকে তো কখনো বলো নাই।'

'বাড়ি থেকে রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। শুধু বড় মামা জানত। বড় মামা পাঁচশ' টাকা দিয়েছিলেন।'

'রাগ করেছিলে কেন?'

'আমার বাবা ছিল খুব রাগী। রাগলে উনার মাথা ঠিক থাকত না। একবার রেগে গেলেন তারপর সব লোকজনের সামনে জুতোপেটা করলেন।'

'সে কি। এমন কি করেছিলে যে জুতাপেটা করতে হলো। এত বড় ছেলেকে জুতাপেটা করবে এটা একটা কথা হলো। কেমন মানুষ উনি?

'বাবার সম্পর্কে এমন তাচ্ছিল্য করে কথা বলবে না। উনার রাগ ছিল বেশি। রাগ বেশি থাকা অপরাধ না। সঞ্জু যাচ্ছে কবে?'

'এখনো ঠিক হয় নাই। সামনের সপ্তাহে যাবে বোধ হয়।'

'ওর গরম কাপড় তো কিছু নাই। একটা স্যুয়েটার কিনে দিও। আর একটা মাফলার। সমুদ্রের তীরে খুব ঠাণ্ডা হওয়ার কথা। হুঁ হুঁ করে বাতাস। ফট করে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। কানে ঠাণ্ডা লাগে সবার আগে। আমার গরম চাদরটাও দিয়ে দিও।'

'আচ্ছা।'

'দেশ-বিদেশ ঘুরলে মন বড় হয়। কত কি দেখা যায়। শেখা যায়। আমার টাকা-পয়সা নাই। টাকা-পয়সা থাকলে দেশ-বিদেশ পাঠাতাম। দেশের ভিতর এখানে-ওখানে যেতে চায়—যাবে। এটা শুনে আমি রাগ হব কেন?'

ফরিদা স্বামীর মাথার চুল টানতে টানতে বললেন, 'দার্জিলিং তোমার কাছে কেমন লেগেছিল বলো তো?'

'ভালো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেমন ভালো বলো। শীতের সময় গিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'খুব শীত না?'

'হুঁ।'

'কতদিন ছিলে দার্জিলিংয়ে?'

সোবাহান সাহেব জবাব দিলেন না। মনে হলো তার শরীর একটু যেন কেঁপে উঠল। ফরিদা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সোবাহান সাহেবের চোখ ভেজা। তিনি নিঃশব্দে কাঁদছেন।

৩.

রানার বড় ভাইয়ের বাড়ি আদাবরে।

পাঁচতলা হুলুস্থুল ধরনের বাড়ি। যার একতলার দুটি ইউনিটে রানারা থাকে। বাকি চারতলা ভাড়া দেয়া হয়েছে। রানা মূলত এই বাড়ির একজন কেয়ারটেকার। পরপর তিন বার ইন্টারমিডিয়েট ফেল করবার পর রানার বড় ভাই—সাদেক আলি রানাকে একদিন ডেকে পাঠান এবং খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে বলেন পড়াশোনা তোকে দিয়ে হবে না—তুই বরং ব্যবসাপাতি কর।

রানা সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে এবং খুব নিশ্চিন্ত বোধ করে।

'আজকাল পয়সা হচ্ছে কনস্ট্রাকশনে, ব্রিক ফিল্ড একটা ভালোমতে চালাতে পারলে লাল হয়ে যাবি। পারবি না?'

রানা আবার হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে।

'আচ্ছা তাহলে তাই করব। পড়াশোনা তোর লাইন না। না-কি আরেকবার পরীক্ষা দিতে চাস? ভেবে বল। লাস্ট চান্স একটা নিবি?'

'না।'

'তিনে যার হয় না চারেও তার হবে না। আচ্ছা যা ব্রিক ফিল্ড একটা করে দেব—ইনশাআল্লাহ্।'

এইসব কথাবার্তা আজ থেকে ন'মাস আগের। রানা মোটামুটি নিশ্চিত যে ব্রিক ফিল্ডের রমরমা দিন তার আসছে। শুধু সময়ের ব্যাপার। গত ন'মাসে বাড়ির কেয়ার টেকারের দায়িত্ব তার ঘাড়ে চেপেছে। সে এই কাজ বেশ মন দিয়ে করছে। তিনতলার ভাড়াটের ইলেকট্রিক ফিউজ জ্বলে গিয়ে ফ্ল্যাট অন্ধকার—রানাকে দেখা যাবে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে ফিউজ ঠিক করছে। দু'তলার ভাড়াটে দেয়ালে পেইনটিং বসাবে। মিস্ত্রি ডেকে দেয়ালে ফুটো করার কাজের পুরো দায়িত্ব তার। এইসব ছাড়াও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তার ডাক পড়ছে। চারতলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাড়াটের ছেলের আকিকা। দু'টা খাসি আমিন বাজার থেকে কিনে আনা, মৌলানার ব্যবস্থা করা, আওলাদ হোসেন লেন থেকে কিসমত বাবুর্চিকে নিয়ে আসার জটিল সব কাজ সে আনন্দ এবং আগ্রহের সঙ্গে করে।

রানার স্বভাব খুব মধুর। না হেসে কোনো কথা বলতে পারে না। যে যাই বলে তাই সে সমর্থন করে। কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু হলে মধ্যস্ততার জন্যে অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্কুল এবং কলেজ জীবনের বন্ধুদের জন্যে তার মমতার কোন সীমা নেই। সে নিজে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু অন্যদের পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে কি-না তা নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই। অনার্স ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় সে তার প্রতিটি বন্ধুর পরীক্ষা কেমন হয়েছে তার খোঁজ প্রতিদিন নিয়েছে। মোতালেবের ফোর্থ পেপার খুব খারাপ হয়েছে। পেপার ক্র্যাশ করতে পারে শুনে সে দুশ্চিন্তায় রাতে ভালো ঘুমুতেও পারে নি।

রিং রোডের মাঝামাঝি একটা চায়ের রেস্টুরেন্টে রানা বাকির খাতা খুলে রেখেছে। সেই বাকির খাতায় তার চার বন্ধুর নাম লেখা। দোকানদারকে বলা আছে—এই চারজন এবং এই চারজনের সাথে কোনো বন্ধুবান্ধব থাকলে তারাও বাকি খেতে পারবে। যা খেতে চায় তাই।

রানার বন্ধুরা এই চায়ের দোকানেই রানার সঙ্গে আড্ডা দেয়। সপ্তাহে অন্তত একদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা চলে। রাত বেশি হয়ে গেলে দোকানেই পাটির উপর ঘুমিয়ে পড়ার ব্যবস্থা আছে। বালিশ এবং এক্সট্রা মশারি রানা বাড়ি থেকে নিয়ে আসে তবে বন্ধুদের কখনো বাড়িতে নিতে পারে না। রানার বড় ভাই পছন্দ করেন না।

আজ চায়ের দোকানে সঞ্জু, তারেক এবং মোতালেব বিকেল পাঁচটা থেকে বসে আছে। রানার খোঁজ নেই। একটা কাজের ছেলে বলে গেছে—এক্ষণ আইব, আপনাগো চা-পানি খাইতে বলছে।

রানার বন্ধুরা ইতিমধ্যে সবাই চার কাপ করে চা খেয়েছে। দশ টাকার পিঁয়াজু খেয়েছে। ডিমের অমলেট খেয়েছে। প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপ নিয়ে তুমুল আলোচনাও চলছে। তবে পুরোপুরি ফাইন্যাল করা যাচ্ছে না। সবাই একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে অথচ দু'জন এখনো অনুপস্থিত। রানা এবং বল্টু। বল্টু থাকে বাসাবোতে। সে আসবে একটা টিউশনি শেষ করে। আসতে আসতে ন'টা বাজবে। রানা কেন আসছে না কে জানে। কোনো একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে।

রানার সমস্যা বেশ গুরুতর, তাদের টয়লেটের কমোডে কি যেন হয়েছে, হুড়হুড় করে পানি বের হয়ে চারদিক ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্লাম্বার একজনকে আনা হয়েছে সে খানিকক্ষণ পর পর বিরস মুখে বলছে—কিছুই তো বুঝি না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানি আছে কোন হান থুন?

সাদেক আলি একতলার বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছেন এবং গজরাচ্ছেন, গাধাটা করে কি। সামান্য জিনিসও পারে না। পানির মিস্ত্রি আনতে বললাম, রাস্তা থেকে কাকে ধরে নিয়ে এসেছে। কিছুই জানে না।

পানির মিস্ত্রি এই কথায় অপমানিত বোধ করে কি বলেছিল, রানার ভাই তাকে চুপ শুয়োরের বাচ্চা বলে ধাতানি দিয়েছে।

মিস্ত্রির শরীর বন্য মহিষের মতো। ঘাড়-গর্দানে এক হয়ে আছে। তাকে শুয়োরের বাচ্চা বলতে হলে যথেষ্ট সাহস লাগে। সাদেক আলির সাহস সীমাহীন। মাঝখানে ঘাবড়ে গেছে রানা।

মিস্ত্রি থমথমে গলায় বলল, 'আপনে যে আমারে শুয়োরের বাচ্চা কইলেন।'

সাদেক আলি বললেন, 'চুপ। আবার মুখে মুখে কথা। রানা দে তো এই হারামজাদার গালে একটা চড়। আমাকে কোশ্চেন করে। সাহস কত।'

এমন পরিস্থিতিতে বাড়ি ছেড়ে চায়ের দোকানে আসা সম্ভব না। রানা একবার সাদেক আলির দিকে একবার পানির মিস্ত্রির দিকে তাকাচ্ছে।

সাদেক আলি আরেকবার হুংকার দিলেন, 'দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, চড় দে।'

রানা সত্যি সত্যি চড় বসিয়ে দিল।

'প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপের' ব্লু প্রিন্ট তৈরি প্রায় শেষ।

দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়েছে, মোতালেব টাকা পয়সার ব্যাপার গুলি দেখবে তাকে অর্থমন্ত্রী বলা চলে। জেনারেল ফান্ড থাকবে তার কাছে। জেনারেল ফান্ড থেকে টাকা-পয়সা সেই খরচ করবে। খাওয়া-দাওয়া, নাশ্‌তা এইসব বিষয়ে কারো আলাদা কিছু করতে হবে না। সবাই একই ধরনের খাবার খাবে। একই নাশ্‌তা।

কল্যাণ মন্ত্রীর পোর্টফলিও সর্বসম্মতিক্রমে রানাকে তার অনুপস্থিতিতেই দেয়া হয়েছে। দলের সুখ-সুবিধা সে দেখবে। হোটেল খুঁজে বের করা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কি ভাবে যাওয়া হবে এই সব ব্যবস্থা তার। ট্রেনের টিকিটিও সেই কাটবে। সেন্ট মার্টিনে কি ভাবে যেতে হবে তাও সেই খুঁজে বের করবে।

মোতালেব বলল, 'এন্টারটেইনমেন্টটা আমার হাতে ছেড়ে দে। গান-বাজনা দিয়ে হুলুস্থুল করে দেব।'

তারেক বিরক্ত গলায় বলল, 'তুই গান জানিস না-কি?'

'ক্যাসেট প্লেয়ার নিচ্ছি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছ'টা ক্যাসেট নিচ্ছি।'

তারেক আরো বিরক্ত হয়ে বলল, 'যাচ্ছি এক ধরনের এক্সপিডিসনে—সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত? কুঁ কুঁ করে—"সখী গো—ধর ধর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'টগোরকে নিয়ে এই রকম ইনসালটিং কথা বললে কিন্তু ফাটাফাটি হয়ে যাবে। নাক বরাবর ফ্রি স্টাইল ঘুসি খাবি।'

মোতালেব ক্রমাগত সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে গিয়ে সে সিগারেট ছেড়ে দেবে—কাজেই যতটা পারা যায় খেয়ে নেয়া। সে দশ মিনিটের মাথায় তৃতীয় সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বলল, 'এত বড় একটা আন্দোলনের মাথায় আমাদের কি যাওয়া উচিত? আরেকবার ভেবে দেখ সবাই।'

তারেক খুবই বিরক্ত হলো। রাগী গলায় বলল, আন্দোলন নিয়ে তুই বড় বড় বাত ছাড়বি না। গোটা আন্দোলনের সময় তুই ঘরে বসে ফিডার দিয়ে দুধ খেয়েছিস। আন্দোলন করেছি আমরা। পুলিশের বাড়ি খেয়ে মাথা ফাটিয়েছি। চার খান স্টিচ লেগেছে। এরশাদকে 'গেট আউট' করেছি—এখন খানিকটা আমোদ-ফূর্তি করা যায়।

'আন্দোলন তো এখনো শেষ হয়নি।'

'ফিরে এসে করব। উইথ নিউ এনার্জি। এরশাদকে জেলখানায় নেয়ার জন্যে লাঠি-মিছিল হবে। আমরা সবাই থাকব একেবারে ফ্রন্টে।'

সঞ্জু উঁচু গলায় বলল, 'চুপ কর তো—ইম্পর্টেন্ট কাজ বাকি আছে। দু'টা ডিসিসান নিতে হবে। এক নাম্বার—শুভ্র নাকি আমাদের সঙ্গে যেতে চাচ্ছে—ওকে নেয়া যাবে না।

মোতালেব বলল, 'মাথা খারাপ, ওকে কি জন্যে নেব? আন্ধাকে নিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত কোলে নিয়ে ঘুরতে হবে। পিসু করতেও তার কমোড লাগে।'

সঞ্জু বলল, 'গোড়াতেই ওকে না করার দরকার ছিল। তখন তো কেউ কিছু বললি না।'

'তখন ভেবেছিলাম নিজে থেকেই পিছিয়ে পড়বে। এইসব পুতু পুতু জাপানি ডল শুরুতে খুব উৎসাহ দেখায় শেষ পর্যন্ত যায় না।'

মোতালেব বলল, 'ওরটা আমার ওপর ছেড়ে দে। আমি সামলাব।'

সঞ্জু বলল, 'তুই কি ভাবে সামলাবি?'

'আমাদের আলটিমেট পরিকল্পনার কথা বললেই সে চোখ বড় বড় করে বলবে—আমি যাব না।'

মোতালেবের আলটিমেট পরিকল্পনা অবশ্যি এখনো দলের অনুমোদন পায় নি। তবে সরাসরি কেউ এখন পর্যন্ত 'না' বলে নি। মেয়েরা যদি শেষ পর্যন্ত সঙ্গে যায় তাহলে এই পরিকল্পনার প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েরা সম্ভবত যাবে না। মেয়েরা সব ব্যাপারে শুরুতে খুব উৎসাহ দেখায়, তারপর যেই বাড়ি থেকে একটা ধমক খায় ওম্নি সব ঠাণ্ডা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতালেবের পরিকল্পনা হলো। জোছনা রাতে—ঠিক বারোটা এক মিনিটে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য সভ্যতার সমস্ত সংস্রব বিসর্জন দিতে হবে অর্থাৎ জামা-কাপড় সব খুলে আদি মানব হতে হবে। তারপর সমুদ্রের জলে নেমে যাওয়া। প্রকৃতির পরিপূর্ণ অংশ হয়ে যাওয়া। মাঝে-মাঝে জল থেকে উঠে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ছুটে যাওয়া হবে। বালিতে গড়াগড়ি করা হবে। আবার পানিতে নেমে যাওয়া। এরকম চলবে সারারাত। ঠিক সূর্য ওঠার পর পর সভ্য জগতে ফিরে আসা হবে। জামা-কাপড় গায়ে দেয়া হবে।

মোতালেবের পরিকল্পনাটা যেমন বর্ণনার ভঙ্গি তারচে' অনেক বেশি সুন্দর। সে হাত-পা নেড়ে গলার স্বর ওঠা-নামা করে পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে বলল যে কেউ তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলতে পারল না, শুধু রানা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমরা নেংটো হয়ে দৌড়াদৌড়ি করব তখন যদি স্থানীয় লোকজন আমাদের পিটিয়ে দেয়।'

মোতালেব ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'স্থানীয় লোক? স্থানীয় লোক কোথায় পেলি? সেন্ট মার্টিন হলো একটি প্রবাল দ্বীপ। জনমানব নেই। ধু ধু করছে বালি, নারিকেল গাছ, পাম গাছের সারি। আধো অন্ধকার আধো আলো।'

'ঠাণ্ডা লাগবে না, শীতের সময়?'

'ঠাণ্ডা তো লাগবেই। আদিম মানবের ঠাণ্ডা লাগেনি? তাছাড়া স্যুয়েটার গায়ে দিয়ে পানিতে নামলে কি তোর ঠাণ্ডা কম লাগবে? যাই হোক আমি আমার পরিকল্পনার কথা বললাম, তোরা যদি রাজি নাও হোস আমি একাই এগিয়ে যাব। যাকে বলে—একলা চলো একলা চলোরে।'

রানা এবং বল্টু দু'জন প্রায় একসঙ্গেই চায়ের-দোকানে ঢুকল। রানার ভাব-ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে ভয়াবহ দুর্যোগ অতিক্রম করে এসেছে। এখনো নিজেকে পুরোপুরি সামলে উঠতে পারে নি। বল্টুকেও কেমন যেন বিপর্যস্ত লাগছে। বল্টু ছোটখাটো মানুষ, কোনো সমস্যা হলেই সে আরো ছোট হয়ে যায় বলে মনে হয়।

সে সঞ্জুর পাশে বসতে বসতে বলল, 'অবস্থা কেরোসিন। আনুশকা আমার বাসায় এসেছিল, বলেছে সব মিলিয়ে পাঁচজন মেয়ে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।'

মোতালেব বলল, 'মাথা খারাপ না-কি। মেয়েদের আমরা সাথে নিচ্ছি না। নট এ সিংগেল ওয়ান।'

বল্টু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'সেই কথা এখন বলে লাভ কি? তোরা আগে কোথায় ছিলি? তখন গদগদ গলায় কেন বললি—তোমরা মেয়েরা যদি যেতে চাও, যেতে পারো। নো প্রবলেম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি কোনোদিন এই কথা বলি নি। মেয়েদের না নেয়ার পেছনে আমার একশ' একটা যুক্তি আছে।'

'সেই একশ' একটা যুক্তি তুই আনুশকাকে বুঝিয়ে বল।'

'আমি তার বাসায় গিয়ে যুক্তি বুঝিয়ে আসব? আমার এত দায় পড়ে নি।'

'বাসায় গিয়ে যুক্তি বুঝাতে হবে না। আনুশকা এখানে আসছে। আমি ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি—দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। তার আসার আগে আগে একটা কথা আমি পরিষ্কার বলতে চাই—মেয়েদের সঙ্গে নেয়ার আমি ডেড এগইনস্টে। যদি তাদেরকে নিতে চাও, নাও, আমার নামটা কেটে বাদ দিয়ে দাও। আমার স্ট্রেইট কথা।'

সঞ্জু বলল, 'তোর এত আপত্তি কেন? যেতে চাচ্ছে যাক না। দল যত বড় ততই তো ভালো।'

বল্টু কঠিন গলায় বলল, 'পাঁচটা মেয়ে সঙ্গে গেলে আমাদের ভেড়া বানিয়ে রাখবে। সারাক্ষণ ফরমাস, এটা করো, ওটা করো। জংলা জায়গায় যাচ্ছি—কোথায় বাথরুম কোথায় কি। তারপর সুন্দর সুন্দর মেয়ে—ধর গুণ্ডা বা ডাকাত এ্যাটাক করে একটাকে ধরে নিয়ে গেল—তখন অবস্থা কি হবে? কিংবা ধর সমুদ্রে নেমেছে, হঠাৎ ঢেউ এসে একটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। চোরাবালিতে আটকে গেল একজন। তখন তোরা কি করবি আমাকে বল।

কেউ কোনো কথা বলল না।

রানা আরেক দফা চায়ের কথা বলে এসে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমারো মনে হয় মেয়েদের নেয়া ঠিক হবে না। তবু যদি নিতেই হয় তাহলে একটা লিখিত আন্ডারটেকিং দিয়ে নিতে হবে। লেখা থাকবে আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।'

মোতালেব কড়া গলায় বলল, 'চুপ কর গাধা। যত দিন যাচ্ছে তুই ততই গাধা হচ্ছিস। ভদ্রসমাজে কথা বলার কোনো যোগ্যতা তোর নেই। আমাদের ডিসিসান মেকিং- এর সময় তুই দয়া করে একটা কথা বলবি না। নট এ সিংগেল ওয়ার্ড।'

আনুশকাদের কালো বিশাল গাড়ি চায়ের দোকানের সামনে এসে থেমেছে। আনুশকা যখন সন্ধ্যার পর চলাফেরা করে তখন ড্রাইভার ছাড়াও ড্রাইভারের পাশে একজন থাকে। তার নাম মফিজ। আনুশকার দিকে নজর রাখাই যার একমাত্র কাজ। আনুশকা হাসিমুখে গাড়ি থেকে নামল। চায়ের দোকানের সবাই ঘুরে তাকাল। অনেকক্ষণ কারো চোখে পলক পড়ল না। পলক না পড়ারই কথা। আনুশকার মতো রূপবতী সচরাচর চোখে পড়ে না।

চায়ের দোকানের মালিক উঠে দাঁড়িয়েছে—এমন কাস্টমার তার দোকানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে না। ইনি নিশ্চয়ই কাস্টমার না, অন্য কোনো ব্যাপার। আনুশকা দোকানের মালিকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, 'চিনি এবং দুধ ছাড়া এক কাপ চা দিতে পারেন?' বলেই অপেক্ষা করল না—এগিয়ে গেল দলটির দিকে।

রানা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'এখানে রাতের বেলা আসার কি দরকার ছিল?'

আনুশকা বসতে বসতে বলল, 'কোনোই দরকার ছিল না, তবু আসলাম। যাবার ব্যাপারটা চূড়ান্ত করতে চাই। সব মিলিয়ে আমরা পাঁচ জন মেয়ে যাচ্ছি। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এসেছি।'

বল্টু অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা তোমাদের নিচ্ছি না।'

'আমিও তাই আন্দাজ করছিলাম। কেন জানতে পারি?'

'অনেক ঝামেলা।'

'কিকি ঝামেলা তা কি বলা যাবে?'

'একশ' একটা ঝামেলা। তার মধ্যে একটা বললেই তোমরা পিছিয়ে যাবে।'

'বলো শুনি।'

'সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে কোনো বাথরুম নেই।'

'বাথরুম নেই?'

'না।'

'যদি না থাকে তোমরা একটা বাথরুম বানিয়ে দেবে।'

মোতালেব ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'সেন্টমার্টিন আইল্যান্ডে আমরা বাথরুম বানানোর জন্য যাচ্ছি?'

'কি জন্যে যাচ্ছ শুনি?'

'সেটা এখন তোমাকে এক্সপ্লেইন করতে পারব না। আমাদের অনেক পরিকল্পনা আছে। মেয়েছেলে থাকলে সেখানে সমস্যা।'

'মেয়েছেলে-পুরুষছেলের মধ্যে তফাৎটা কি শুনি? পুরুষ হয়েছ বলে তোমাদের কি একটা লেজ গজিয়েছে?'

'তর্কাতর্কির কোনো ব্যাপার না—আসল কথা এবং ফাইন্যাল কথা তোমাদের আমরা নিচ্ছি না। আমরা স্বাধীনভাবে ঘুরব।'

'আমরা সঙ্গে থাকলে পরাধীন হয়ে যাবে? এই সব শিখেছ কোত্থেকে?'

রানা বলল, 'তর্ক করার জন্যে তর্ক করলে তো লাভ হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা দেখো—এটা যদি পিক্‌নিক হতো, ধর জয়দেবপুরে যাচ্ছি—সকালে যাব সন্ধ্যায় ফিরে আসব, তাহলে একটা কথা ছিল। ব্যাপারটা মোটেই পিক্‌নিক না। এক সপ্তাহের জন্যে যাচ্ছি।'

চা দিয়ে গেছে। চিনি-দুধ ছাড়া গাঢ় কালো রঙের খানিকটা তরল পদার্থ। যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়ার কথা। আনুশকা নির্বিকার ভঙ্গিতে তাতে চুমুক দিচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে চা খেয়ে সে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছে।

মোতালেব বলল, 'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো আনুশকা, তুমি সাতদিনের জন্যে আমাদের সঙ্গে যেতে চাও। অচেনা-অজানা জায়গায় রাতে-বিরাতে ঘুরবে। অথচ এই ঢাকা শহরেও তুমি সন্ধ্যার পর একা চলাফেরা করতে পারো না। তোমার সঙ্গে একটা বিশাল গাড়ি থাকে। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়াও একজন বডিগার্ড থাকে। থাকে না?'

আনুশকা চায়ের কাপ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং শীতল গলায় বলল, 'গাড়ি বিদায় করে আবার আসছি। তোমাদের সঙ্গে রাত বারোটা পর্যন্ত গল্প করব। তারপর একা একা বাসায় ফিরব।'

দলের সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সবাই দেখল আনুশকা ড্রাইভারকে কি বলতেই হুস করে গাড়ি বেরিয়ে গেছে। আনুশকা শান্ত মুখে ফিরে আসছে। যেন কিছুই হয় নি।

সে বসতে বসতে বলল, 'তোমরা কবে যাচ্ছ শুনি?'

'মঙ্গলবার।'

'এই মঙ্গলবার?'

'হু।'

'রাতের ট্রেনে যাব। চিটাগাং পৌঁছব ভোরবেলা। সকালে নাশতা খেয়ে বাসে করে যাব কক্সবাজার। এক রাত সেখানে থেকে পরদিন ভোরে রওনা হব টেকনাফ। অর্থাৎ টেকনাফ পৌঁছাচ্ছি বৃহস্পতিবার দুপুরে। এখানে কোনো একটা হোটেলে লাঞ্চ করে নৌকা নিয়ে যাব সেন্টমার্টিন। সন্ধ্যায় পৌঁছব। সন্ধ্যার পর আকাশে উঠবে পূর্ণচন্দ্র।'

আনুশকা বলল, শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি। তোমরা আমাদের নিচ্ছ কি নিচ্ছ না?

সঞ্জু বলল, নিচ্ছি না।

'ভেরি গুড। আমরা নিজেরা নিজেরা যাব। একই সময়ে রওনা হব। একই ট্রেনে যাব। টেকনাফও একইভাবে পৌঁছব। এখন কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?'

'এই পাগলামির কোনো মানে হয়?'

'মানে না হলে কিছু করার নেই। আমার সিদ্ধান্ত আমি জানিয়ে গেলাম। এখন বাসায় যাচ্ছি। আমার বাসায় সবাই বসে আছে। ওদের খবর দিতে হবে।'

রানা বলল, 'গাড়ি তো ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছ, চলো তোমাকে বাসায় দিয়ে আসি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুশকা রাগী গলায় বলল, 'কাউকে বাসায় পৌঁছে দিতে হবে না। I can take care of myself.'

'কি মুশকিল, তুমি একা যাবে না-কি?'

'অফকোর্স আমি একা একা যাব। আমাকে তোমরা ভেবেছ কি?'

'রিকশা বা বেবিটেক্সিতে তুলে দেই?'

'না তাও তুলতে হবে না। আমি একা যাব।'

সবাইকে মোটামুটি হতচকিত করে আনুশকা বেরিয়ে গেল। যাবার আগে ম্যানেজারকে চায়ের দাম দিয়ে গেল। ম্যানেজার কিছুতেই দাম নেবে না। আনুশ্কা বলল, আবার যখন আসব, 'আপনার গেষ্ট হিসেবে তিন কাপ চা খাব। আজকের দামটা রাখুন। আজ তো আমি আপনার গেস্ট না। আজ প্রথম পরিচয় হলো। ভাই আপনার নাম কি?'

ম্যানেজার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, 'মোহম্মদ ইসমাইল মিয়া।'

'মোহম্মদ ইসমাইল মিয়া যাই। খোদা হাফেজ।'

আনুশকাকে রিকশা বা বেবিটেক্সির জন্যে বেশিদূর হাঁটতে হলো না। কারণ সে গাড়ি বিদেয় করেনি। ড্রাইভারকে বলেছে গাড়ি শ্যামলী সিনেমা হলের কাছে নিয়ে রাখতে, ড্রাইভার তাই রেখেছে।

AMARBOI.COM

৪.

ধানমন্ডি তের নম্বরে আনুশকাদের বাড়ি।

বাড়িটা একতলা, অনেক উঁচু কম্পাউন্ড। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ছোট্ট একটা বাড়ি। গেট খুলে ভেতরে ঢুকলে হকচকিয়ে যেতে হয়। দেড় বিঘা জায়গার উপর চমৎকার বাড়ি। বাড়ির চেয়েও সুন্দর, চারপাশের বাগান। দু'জন মালি এই বাগানের পেছনে সারাক্ষণ কাজ করে। আনুশকার বাবা মনসুর আলি এদের কাজে পুরোপুরি খুশি নন। তিনি আরেকজন মালি খুঁজছেন যে গোলাপ বিশেষজ্ঞ। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এখনো কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই চমৎকার বাড়ি বৎসরের বেশিরভাগ সময় খালি পড়ে থাকে, কারণ বাড়ির মূল বাসিন্দা মাত্র দু'জন। আনুশকা এবং তার বাবা। আনুশকার মা দশ বছর আগে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করেছেন। এখন স্থায়ীভাবে বাস করছেন অস্ট্রেলিয়ায়। একটিমাত্র মেয়ের প্রতি তাঁর তেমন কোনো আকর্ষণ আছে বলে মনে হয় না। চিঠিপত্র বা টেলিফোনে যোগাযোগ নেই বললেই হয়।

আনুশকার বাবা মনসুর আলি মানুষটি ছোটখাটো। তাঁর মুখ দেখলেই মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, জগৎ সংসারের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত আছেন। যদিও মানুষটি সদালাপী, অত্যন্ত ভদ্র। তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কাটে সমুদ্রের উপর। পেশায় তিনি একজন নাবিক। বর্তমানে চেক জাহাজ 'এনরিও কর্নির' তিনি প্রধান চালক। তিনি যখন জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে থাকেন তখন আনুশকা বাড়িতে থাকে না। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে থাকে। বাড়িটা দু'জন মালি, দু'জন দারোয়ান, তিনটি কাজের মেয়ে এবং একজন ড্রাইভারের হাতে থাকে। এরা ছাড়াও বাড়ি পাহারা দেয় একটি জার্মান শেফার্ড কুকুর। কুকুরটির বয়স এগারো অর্থাৎ সে তার আয়ু শেষ করে এসেছে। আর হয়তো বৎসর খানেক বাঁচবে। আজকাল জোছনা রাতে সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে ডাকে। কুকুরটার নাম মেঘবতী। মেঘের মতো গায়ের রঙ হওয়ায় পুরুষ কুকুর হয়েও স্ত্রী জাতীয় নাম তাকে নিতে হয়েছে। নামকরণ করেছে আনুশকা। আনুশকার সঙ্গে মেঘবতীর তেমন ভাব নেই। মনসুর আলি সাহেবকে দেখলে মেঘবতীর আনন্দ এবং উল্লাসের সীমা থাকে না। সে যেন তখন তার যৌবন ফিরে পায়। একবার সে আনন্দে অভিভূত হয়ে মনসুর আলি সাহেবের জুতা কামড়ে ফালা ফালা করে ফেলেছিল।

আজও তাই হচ্ছে।

কোনো খবর না দিয়ে মনসুর আলি সাহেব উপস্থিত হয়েছেন। এয়ারপোর্ট থেকে বিকল্প টেক্সি নিয়ে চলে আসা। দারোয়ান গেট খুলে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তিনি বললেন—সব ভালো? দারোয়ান কিছু বলার আগেই মেঘবতী ছুটে এলো। যে গতিতে সে ছুটে এলো তা এগারো বছরের কুকুরের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। মেঘবতী তার কুকুর-হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা একসঙ্গে প্রকাশের জন্যে ব্যস্ত। মানুষের মতো তার কোনো ভাষা নেই। সুমধুর সঙ্গীত নেই।

মনুসর আলি সাহেব হাত বুলিয়ে মেঘবতীকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। সে শান্ত হচ্ছে না। আরো অস্থির হয়ে পড়েছে।

হৈচৈ শুনে বারান্দায় চারটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ভীত চোখে গেটের দিকে তাকিয়ে আছে। এরা আনুশকার চার বান্ধবী—নইমা, নীরা, ইলোরা এবং জরী। তারা এসেছে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাবার ব্যাপারে কথা বলতে। আজ রাতটা তারা এ বাড়িতে থাকবে। হৈচৈ করবে।

মনসুর আলি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'ইদ্রিস এরা কারা?'

ইদ্রিস বলল, 'আপার বান্ধবী।'

'আনুশকা কি বাসায় নেই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জে না, গাড়ি লইয়া গেছেন, সাথে মফিজ দারোয়ান আছে।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা।'

মনসুর আলি এগিয়ে গেলেন। মেয়ে চারটি আরো জড়সড় হয়ে গেল। মনসুর আলি বললেন, 'মা'রা তোমরা কেমন আছ?'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

তিনি হাসি মুখে বললেন, 'আমি আনুশকার বাবা। হঠাৎ চলে এসেছি। আজ বুঝি তোমাদের পার্টি?'

নইমা বলল, 'স্লামালিকুম চাচা।'

'ওয়ালাইকুম সালাম মা। এসো ভেতরে যাই। বাইরে ঠাণ্ডা। তোমাদের একা রেখে আনুশকা কোথায় গেল?'

'ও এক্ষুনি এসে পড়বে।'

তারা বসার ঘরে একসঙ্গে ঢুকল। মনসুর আলি বললেন, 'মা'রা তোমরা একটু বসো। তোমাদের একনজর ভালো করে দেখি। কি নাম তোমাদের মা?'

তারা নাম বলল।

সবার শেষে নাম বলল জরী। বলেই মনসুর আলিকে বিস্মিত করে দিয়ে কাছে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

তিনি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন। তাকিয়েই মনে হলো—মেয়েটা বড় সুন্দর। তরুণী শরীরে বালিকার একটি স্নিগ্ধ মুখ। যে মুখের দিকে তাকালে মনে এক ধরনের বিষাদ বোধ হয়।

জরী সালাম করায় অন্য মেয়েদেরও এগিয়ে আসতে হলো। মনসুর আলি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'মাঝে মাঝে আমি কোনো খবরাখবর না দিয়ে হঠাৎ চলে আসি। এবার এসেছি দশ দিনের জন্যে। এডেন বন্দরে আমার জাহাজের একটা টারবাইন নষ্ট হয়ে গেল। ওটা সারাতে কুড়ি দিনের মতো লাগবে। ভাবলাম ওরা টারবাইন সারাতে থাকুক, এই ফাঁকে আনুশকাকে দেখে আসি। আনুশকা ছাড়া দেশে আসার আমার আরো একটা জরুরি কারণ ছিল—এরশাদ গভমেন্ট ফল করানোর চেষ্টা চলছে সেই খবর পাচ্ছিলাম, ভাবলাম নিজের চোখে দেখে আসি কি হয়। এই বয়সে আন্দোলনে তো আর অংশ নিতে পারব না অন্তত উপস্থিত থাকি। আমরা যারা বাইরে থাকি তারা দেশের জন্যে খুব ছটফট করি। আচ্ছা মা, তোমরা গল্পটল্প করো। তোমরা কি ডিনার করে ফেলেছ?'

'জি না।'

'বেশ তাহলে ডিনারের সময় গল্প করব। আমি খানিকটা বিশ্রাম করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরটা ভালো লাগছে না। যারা জাহাজ চালায় তারা আকাশযাত্রা খুব অপছন্দ করে। আকাশে উঠলেই তাদের শরীর খারাপ করে।'

মনসুর আলি বিশ্রামের কথা বলে উঠলেন। কিন্তু বিশ্রাম নেবার কোনো লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। তিনি বাগানে চলে গেলেন। মালি এসে বাইরের সবগুলি বাতি জ্বেলে দিল। বাইরে থেকে ফিরেই তিনি প্রথম যা দেখেন তা বাগান। বাগান দেখা হলে নিজের ঘরে ঢুকে পর পর তিন পেগ মার্টিনি খান। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানিক বাথটাবে শুয়ে স্নান করেন।

তিনি বাগানে হাঁটছেন।

ঘরের কাজের মানুষগুলি অতি ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। পানির টাবে গরম পানি ভর্তি করা হচ্ছে। মার্টিনি তৈরি করা হচ্ছে। ঘরের বিছানায় নতুন চাদর বিছানো হচ্ছে। ধবধবে সাদা চাদর ছাড়া তিনি ঘুমুতে পারেন না। শুধু বিছানার চাদর নয়, দরজা-জানালার চাদর সবই হতে হয় সাদা। এতে না-কি জাহাজ জাহাজ ভাব হয়। অন্য সময় তাঁর ঘরের পর্দা থাকে রঙিন। তিনি এলেই সব পাল্টানো হয়।

মনসুর আলি বাগানে হাঁটছেন। তার পেছনে পেছনে আসছে মেঘবতী। মালি দু'জন সঙ্গে সঙ্গে আছে। তারা খানিকটা শংকিত। মনসুর আলি কখনো কারো সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলেন না। তবু সবাই তাঁর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে।

তিনি বাগান থেকেই লক্ষ করলেন আনুশকার গাড়ি ঢুকছে। দারোয়ান খুব আগ্রহ নিয়ে তাকে কি সব বলছে। অবশ্যই তাঁর আসার খবর। তিনি মালি দু'জনের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, 'তোমরা এখন যাও।'

আনুশকা তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাগানে আসবে।

তিনি চান না কন্যার সঙ্গে দেখা হবার সময়টায় মালি দু'জন থাকে। তিনি হাতের চুরুট ফেলে মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আনুশকা গেটের কাছেই গাড়ি থেকে নেমেছে। সে হালকা চালে কয়েক পা এগুলো তারপর কি যেন হলো, ঠিক যে গতিতে মেঘবতী ছুটে এসেছিল সেই গতিতে ছুটে এলো। মেঘবতী যেমন করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেও তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল। আনুশকা এখন আর একুশ বছর বয়েসি তরুণী নয়। সে যেন ছ'বছরের বালিকা। বাবাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এবং কোটের একটি অংশ চোখের জলে ভিজিয়ে ফেলেছে।

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে যে কথাগুলি বলছে তা হলো, 'বাবা তুমি খুব খারাপ। বাবা, তুমি খুব খারাপ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর আলি মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নিচু গলায় বলছেন, 'শান্ত হও মা, শান্ত হও।'

শান্ত হবার কোনো রকম লক্ষণ আনুশকার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, 'মা তোমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। তুমি ওদের কোম্পানি দাও। আমার খাবার ব্যবস্থা কি করছে একটু দেখো। শুঁটকি মাছ খেতে ইচ্ছা করছে। ঘরে কি শুঁটকি মাছ আছে?'

আনুশকা চোখের জল মুছে হাসি মুখে বলল, 'অবশ্যই আছে। আমি সব সময় রাখি। তুমি হুট করে একদিন চলে আসো। এসেই বিশ্রী জিনিসটা খেতে চাও।'

'মনটা শান্ত হয়েছে মা?'

'হয়েছে।'

'যাও বন্ধুদের কাছে যাও। তোমরা ডিনার করে নিও—আমার খেতে অনেক দেরি হবে।'

মনসুর আলি আরেকটা চুরুট ধরালেন। আনুশকা বলল, 'তুমি না গতবার আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে গেলে সিগারেট ছেড়ে দেবে?'

'সিগারেট তো মা ছেড়েই দিয়েছি। সিগারেট ছেড়ে আমি এখন চুরুট ধরেছি।'

'ভালো করেছ। ক'দিন থাকবে?'

'দশ দিন।'

'আমি কিন্তু মঙ্গলবার এক জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি।'

'আমিও কি যাচ্ছি?'

'না তুমি যাচ্ছ না। আমরা কিছু বন্ধু মিলে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড যাচ্ছি। জোছনা রাতে প্রবাল দ্বীপে ঘুরব।'

'বাহ্ ভালো তো। তোমার যেসব বন্ধুদের দেখলাম ওরা সবাই যাচ্ছে?'

'জরী ছাড়া সবাই যাচ্ছে।'

'ও যাচ্ছে না কেন?'

'ওকে তার বাবা-মা যেতে দেবেন না। তাদের ফ্যামিলি খুব কনজারভেটিভ। কি রকম যে কনজারভেটিভ চিন্তাই করতে পারবে না। তাছাড়া কয়েকদিন আগে তার এনগেজমেন্ট হয়েছে। তার স্বামীর দিকের লোকজনও যখন জানবে যে সে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে সেন্ট মার্টিন গেছে ওম্নি বিয়ে 'নট' হয়ে যাবে। আমরা অবশ্যি খুব চাপাচাপি করছি।'

'এই রকম অবস্থায় চাপাচাপি না করাই তো ভালো মা।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুশকা রাগী গলায় বলল,

'না করা ভালো কেন? সোসাইটি চেঞ্জ করতে হবে না। মেয়ে হয়েছি বলে কি আমরা ছোট হয়ে গেছি? আমরা কি চিনামাটির পুতুল যে আমাদের সাজিয়ে-গুজিয়ে শো কেসে তালাবদ্ধ করে রাখতে হবে। আমরা নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছু করতে পারব না। কোথাও যেতে পারব না। সব সময় একটা আতংক নিয়ে থাকতে হবে।'

'তুমি তো মা বিরাট বক্তৃতা দিয়ে ফেলছ।'

'মাঝে মাঝে রাগে আমার গা জ্বলে যায় বাবা। সত্যি রাগে গা জ্বলে যায়।'

মনসুর আলি হাসলেন। আনুশকা থমথমে গলায় বলল, 'সব পুরুষের ওপর আমার প্রচণ্ড রাগ বাবা। তোমার ওপরও রাগ। তুমি পুরুষ না হয়ে মেয়ে হলে খুব ভাল হতো। বাবা আমি ভেতরে যাচ্ছি। দেখি জরীকে রাজি করানো যায় কি-না।'

জরীকে কিছুতেই কায়দা করা গেল না। যে যাই বলে সে হেসে বলে—পাগল, আমি একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে এতদূর গেলে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে আমাকে চাকচাক করবে।

নীরা বলল, 'করুক না। আগেই ভয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছিস কেন? আমার ফ্যামিলি কি কম কনজারভেটিভ? কলেজে যখন পড়তাম মা এসে কলেজে দিয়ে যেতেন, কলেজ থেকে নিয়ে যেতেন। একদিন আগে আগে কলেজ ছুটি হয়ে গেল। রিকশা করে বাসায় চলে এসেছি—মা'র কি রাগ। চিৎকার করছে—'তোর এত সাহস? তোর এত সাহস?'

জরী বলল, 'খালা এখন তোকে যেতে দিচ্ছেন?'

'অফকোর্স দিচ্ছেন। আমি বলেছি—ইউনিভার্সিটি থেকে যাচ্ছি। দু'জন স্যার আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। একজন পুরুষ স্যার, একজন মহিলা স্যার।'

'মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছিস? যদি জানতে পারেন।'

'জানতে পারলে জানবে। আই ডোন্ট কেয়ার। আমি কাউকেই কেয়ার করি না—আমি হচ্ছি সুনীলের প্রেমিকা।'

ক্লাসে নীরার নাম হচ্ছে—সুনীলের প্রেমিকা। নীরা নামের মেয়েকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচুর কবিতা ও গল্প আছে। নামকরণের এই হচ্ছে উৎস। নীরা যখন নতুন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করে—তখন ফিসফিস করে বলে, ভাই আমার নাম নীরা, আমি হচ্ছি সুনীলের প্রেমিকা। আমাকে চিনেছ তো ? নতুন মেয়েটি সাধারণত হকচকিয়ে বলে, চিনতে পারছি নাতো। তখন নীরা গলার স্বর আরো নামিয়ে বলে, সেকি, আমাকে নিয়ে সুনীল যে সব কবিতা লিখেছে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটাও তুমি পড়োনি? ঐ যে ঐ কবিতাটি—

'এ হাত ছুঁয়েছে নীরার হাত। আমি কি এ হাতে কোন পাপ করতে পারি।'

এই কবিতাটা তো আমার এই রোগাকালো হাত নিয়ে লেখা। তখন নখগুলিও বড় বড় ছিল। সুনীল আমার হাত ধরতেই নখের খোঁচায় তার হাত কেটে রক্ত বের হয়ে গেল। কি লজ্জা বলো তো।*

আনুশকা বলল, 'আয় খেতে খেতে গল্প করি। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। বাবা এখন খাবেন না। কাজেই খেতে খেতে ফ্রিলি কথা বলতে পারবি।'

নইমা বলল, 'অশ্লীল রসিকতা করা যাবে? একটা সাংঘাতিক অশ্লীল রসিকতা শুনেছি তোদের না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। এমন জঘন্য রসিকতা এর আগে শুনি নি। জঘন্য কিন্তু এমন মজার—হাসতে হাসতে তোরা গড়াগড়ি খাবি। '

জরী করুণ মুখে বলল, 'তোর এই সব রসিকতা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগে।'

নইমা বলল, খারাপ লাগার কি আছে? ছ'দিন পর তোর বিয়ে হচ্ছে—শুধু অশ্লীল রসিকতা? আরো কত কি শুনবি হাসবেন্ডের কাছে। আগে থেকে একটু ট্রেনিং থাকা ভাল না?'

'প্লিজ না, প্লিজ।'

ইলোরা বলল, 'তুই কানে তুলো দিয়ে রাখ জরী। আমি শুনব। আমার শুনতে ইচ্ছা করছে।'

নইমা বলল, 'গল্পটা হলো হরিদ্বারের এক সাধুকে নিয়ে। সাধু চিরকুমার। এবং দিগম্বর সাধু। রাস্তায় রাস্তায় উদোম ঘুরে বেড়ায়...'

এই পর্যন্ত বলতেই ইলোরা মুখে আঁচল দিয়ে হাসতে লাগল। সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল সবার মুখে......গল্পটা সত্যি মজার। জরীও হেসে ফেলল। সচরাচর এই জাতীয় গল্পে সে হাসে না।

নইমা বলল, খেতে খেতে আরো দুটি গল্প শুনাব। সেই দুটি আরো মারাত্মক। আনুশকা, খাবার টেবিলে বয়-বাবুর্চি কেউ আসবে না তো। এই সব গল্প ক্লোজ সার্কেলের বাইরে কেউ শুনলে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে।

জরী খেতে বসল না।

সে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'তোমরা খাও, আমি চাচার সঙ্গে খাব। উনি একা খাবেন।'

আনুশকা বলল, 'বাবা একা একা খেতেই বেশি পছন্দ করে। তুই খাতো

* মূল কবিতায় আছে এ হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ। আমি কি এ হাতে কোন পাপ করতে পারি? নীরা নিজের সুবিধার জন্যে কবিতার লাইনটি একটু পাল্টে নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সঙ্গে। বাবার খেতে অনেক দেরি আছে।

'দেরি হলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমার মোটেও ক্ষিদে পায় নি।'

ইলোরা বলল, 'তুই এত ঢং করছিস কেন? উনার মেয়ে উনার সঙ্গে বসছে না আর তুই কি-না......মা'র চেয়ে মাসির দরদ বেশি। ঢং করিস না তো।'

'ঢং করছি না। আমার এখন খেতে ইচ্ছা করছে না।'

নইমা বলল, 'ও আমাদের সঙ্গে খেতে বসছে না তার মূল কারণ কি জানিস? আমাদের সঙ্গে বসলেই গল্প শুনতে হবে—এই তার ভয়। এ রকম ভিক্টোরিয়ান মানসিকতা তুই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে কি করে পেলি বল তো? তোর হাজবেন্ড যখন হাত বাড়িয়ে...'

জরী আতংকে নীল হয়ে বলল, 'তোর পায়ে পড়ি নইমা আর বলিস না।'

'সত্যি সত্যি পায়ে ধর নয়তো সেনটেন্স শেষ করব।'

জরী উঠে এসে নইমার দুই হাত ধরল। করুণ গলায় বলল, 'লজ্জা দিস না নইমা, প্লিজ।'

নইমা বলল, 'আচ্ছা যা মাফ করে দিলাম।'

নীরা বলল, 'আনুশকা আমার ডান দিকে একটা খালি চেয়ার রাখতে হবে। আমি সব সময় তাই করি। সুনীল সেই চেয়ারে বসে। ওর একটা হাত থাকে আমার কোলে।'

নইমা বলল, 'সেই হাত নিষ্ক্রিয় না সক্রিয়?'

সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল।

AMARBOI.COM

মনসুর আলি খেতে বসে খুব অবাক হলেন।

জরী মেয়েটি তার সামনে প্লেট নিয়ে বসে আছে।

তিনি বললেন, 'মা তুমি খাও নি?'

'জি না চাচা। আমি আপনার সঙ্গে খাব।'

'আমার সঙ্গে খাবে?'

জরী নিচু গলায় বলল, 'কেউ একা একা খাচ্ছে এটা দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে চাচা।'

'আমি কিন্তু মা সব সময় একাই খাই। জাহাজে জাহাজে থাকি তো, কেবিনে খাবার দিয়ে যায়।'

'সমুদ্র কি আপনার ভালো লাগে চাচা?'

'যখন সমুদ্রে থাকি তখন ভালো লাগে না। কিন্তু সমুদ্র ছেড়ে ডাঙায় আসলেই খুব অস্থির লাগে। সমুদ্রের এক ধরনের নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষায় সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকে। সেই ভাষা বোঝার জন্যে একদিন দু'দিন সমুদ্রে থাকলে হয় না। বৎসরের পর বৎসর থাকতে হয়।'

জরী হালকা গলায় বলল, 'চাচা আমি এখনো সমুদ্র দেখি নি। খুব দেখতে ইচ্ছা করে।'

'ইচ্ছা করাই তো স্বাভাবিক।'

'আমি মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে সমুদ্র স্বপ্নে দেখি।'

'ওদের সঙ্গে গেলে দেখতে পারতে। স্বপ্নের সমুদ্রের চেয়ে বাস্তবের সমুদ্র অনেক বেশি সুন্দর। স্বপ্ন এবং কল্পনা এই একটি জিনিসকে কখনো অতিক্রম করতে পারবে না। মা তুমি ওদের সঙ্গে যাও।'

'আমার পক্ষে সম্ভব হবে না চাচা। বাবা-মা কিছুতেই রাজি হবে না।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা। বাবা-মা'র মত না থাকলে যাওয়া উচিত হবে না। সবচে' ভালো হয় কি জানো মা? সবচে' ভালো হয় স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যদি প্রথম সমুদ্র দেখো।'

জরী কিছু বলল না।

তিনি বললেন, 'আনুশকা বলছিল তোমার নাকি এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে?'

জরী অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'জি।'

'তাহলে বিয়ের পর ঐ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আমি বরং এক কাজ করব। ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে একটা চিঠি লিখে যাব। সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ঐ চিঠি তার কাছে নিয়ে গেলেই তোমাদের দু'জনের জন্যে সমুদ্রগামী জাহাজে ঘুরবার ব্যবস্থা করে দেবে। আমি দেশ ছেড়ে যাবার আগে আনুশকার কাছে চিঠি দিয়ে যাব।'

'থ্যাংক ইউ চাচা।'

'মাই ডিয়ার চাইল্ড, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। মা শোনো, ডিনারের সঙ্গে আমি একটু রেড ওয়াইন খাই, কুড়ি বছরের অভ্যেস। তুমি সামনে বসে আছ বলে অস্বস্তি বোধ করছি।'

'অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই চাচা। আপনি খান।'

'এখন বলো যে ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হলো, সে কি করে?

'ব্যবসা করে।'

'কিসের ব্যবসা?

'কিসের ব্যবসা তা ঠিক জানি না। তবে তাদের অনেক টাকা-পয়সা।'

'অনেক টাকা-পয়সা কথাটা তুমি এমনভাবে বললে যাতে মনে হয় অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা-পয়সা তোমার পছন্দ না।'

জরী চুপ করে রইল।

এখন সে আর ভাত মুখে দিচ্ছে না। শুধু মাখাচ্ছে।

তিনি কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত গলায় বললেন, 'মা ছেলেটিকে কি তোমার পছন্দ হয় নি?'

জরী বেশ স্পষ্ট স্বরে বলল, 'না।'

মনসুর আলি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। জরী আগের চেয়েও স্পষ্ট স্বরে বলল, 'তাকে আমার এতটুকুও পছন্দ হয় নি। বলে সে নিজেই বিস্মিত হলো। সে তার মনের এই কথাগুলি কাউকেই বলে নি। তার মা-বাবাকে বলে নি। বান্ধবীদের বলে নি। তার ডায়েরি যেখানে অনেক গোপন কথা লেখা হয় সেখানেও এই প্রসঙ্গে একটি কথা লেখে নি। অথচ নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষকে কত সহজেই না সে বলল। এই পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের কখনো অপরিচিত মনে হয় না।'

মনসুর আলি বললেন, 'একটা মানুষকে এক ঝলক দেখে বা একদিন দু'দিন দেখে তার সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা ঠিক না। প্রায়ই দেখা যায় শুরুতে একটা মানুষকে খারাপ লাগে, কিছুদিন পর আর লাগে না। অসম্ভব ভালো লাগতে শুরু করে। এই আমাকেই দেখো না কেন—আমাকে দেখে একটা কঠিন, আবেগহীন, রসকষবিবর্জিত মানুষ মনে হবে। আমি যে তা না সেটা বুঝতে হলে আমার সঙ্গে মিশতে হবে।

AMARBOI.COM

জরী বলল, 'চাচা আপনাকে প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনি কেমন মানুষ। আমি এইসব খুব ভালো বুঝতে পারি।'

অপছন্দের কথাটা তাহলে তুমি তোমার বাবা-মা'কে বলো।

'উনাদের বলা সম্ভব না।'

'কেন সম্ভব না, জানতে পারি?'

'আমরা বড় চাচার সঙ্গে থাকি। আমার বাবা কিছুই করেন না। উনি বড় চাচার আশ্রিত বলতে পারেন। এই বিয়ে বড় চাচা ঠিক করেছেন, তাঁর বন্ধুর ছেলে। আমার না বলার কোনো উপায় নেই।'

'তোমার নিজের পছন্দের কোনো ছেলে কি আছে?'

'জি না।'

'কি ধরনের ছেলে তোমার পছন্দ বলো তো শুনি। সব মেয়ের মনে স্বামী সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা থাকে। তোমার ধারণাটা জানতে ইচ্ছা করছে।'

'ঐসব নিয়ে আমি কখনো ভাবি নি চাচা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর আলি সাহেবের মনটাই খারাপ হয়ে গেলে। এই মেয়েটা তাঁর সঙ্গে খেতে না বসলেই ভালো হতো। মেয়েটা তাঁর মন অসম্ভব খারাপ করে দিয়েছে। মন খারাপ হলেই রক্তে শরীরের ডাক প্রবল হয়ে ওঠে। ভালো লাগে না। সমুদ্রের কাছ থেকে তিনি এখন মুক্তি চান। মুক্তি।

আনুশকাদের ঘরে এখন তুমুল ঝগড়া চলছে। ঝগড়া করছে নইমা এবং ইলোরা। ঝগড়ার কারণ হচ্ছে ইলোরা নইমাকে ওয়েল ট্যাংকার বলেছে। নইমাকে ওয়েল ট্যাংকার আজ প্রথম বলা হয় না। আগেও ফিসফিস করে তাকে এই নামে ডাকা হয়েছে। তার শরীরের বিশালত্বের সঙ্গে নামটার একটা যোগসূত্র আছে বলেই নইমা এই নাম সহ্য করতে পারে না।

নইমা এবং ইলোরার বাক্যযুদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চলছে। আনুশকা একটু দূরে হাসি মুখে বসে আছে। নীরা, আনুশকার পাশে। তারা দু'জনে ফিসফিস করছে এবং চাপা হাসি হাসছে। নীরা বলল, 'আনুশকা আজকের বাক্যযুদ্ধে কে জিতবে?'

আনুশকা বলল, 'ইলোরা। ওর সঙ্গে কথায় পারা মুশকিল।'

'উঁহু। জিতবে নইমা। নইমা অশ্লীল ইঙ্গিত করে ইলোরাকে রাগিয়ে দেবে। রাগলে ইলোরার লজিক কাজ করে না। উল্টাপাল্টা কথা বলে। তুই নিজেই দেখ আস্তে আস্তে কেমন রাগাচ্ছে।'

'তুই কি আমার সঙ্গে একশ' টাকা বাজি রাখবি?'

'আচ্ছা বেশ একশ' টাকা বাজি।'

বাজি রেখে দু'জন আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে।

ইলোরা ঠাণ্ডা কথার প্যাঁচে নইমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। নইমা কথা বলছে উঁচু গলায়। আনুশকা ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছে যাতে আওয়াজ বাইরে না যায়। আর কেউ যেন কিছু শুনতে না পায়।

ইলোরা বলছে, 'ওয়েল ট্যাংকার বলায় এত রাগিস কেন? ওয়েল ট্যাংকার বললে তো তোকে অনেক কম বলা হয়। ফুলে-ফেঁপে তুই যা হয়েছিস তোকে হিপোপোটমাস ডাকা উচিত। তোর ঘাড়-গর্দান সব এক হয়ে গেছে।'

'আমার ঘাড়-গর্দান সব এক হয়ে গেছে?'

'হুঁ। তুই যখন রাস্তা দিয়ে যাস তখন আশেপাশের লোকজন তোকে দেখে খুব আনন্দ পায়ে। এই রকম দৃশ্য তো সচরাচর দেখা যায় না।'

'এই রকম দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না?'

'না। যতই দিন যাচ্ছে দৃশ্য ততই মজাদার হচ্ছে। আচ্ছা ডেইলি তোর ওজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত করে বাড়ে? এক কেজি না দু'কেজি?'

'তোর নিজের ধারণা তুই রাজকুমারী?'

'আমাকে নিয়ে তো কথা হচ্ছে না। তোকে নিয়ে কথা হচ্ছে। তুই ওয়েল ট্যাংকার কি-না তাই নিয়ে বিতর্ক।'

নইমা আর পারল না। হঠাৎ কেঁদে ফেলল। ছেলেমানুষের মতো হাউমাউ করে কান্না।

আনুশকা নীরাকে বলল—'দে টাকা দে। তুই বাজিতে হেরেছিস।'

নীরা ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। ওদের অতি প্রিয় একজন বান্ধবী যে শিশুদের মতো কাঁদছে ঐ দিকে তাদের কোনো নজর নেই।

জীবনের এই অংশটা বড়ই মধুর। আনুশকা উঠে গিয়ে ইংরেজি গান দিয়ে দিয়েছে। সুর ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে—

Don't make my brown eyes blue.

নইমা চাপা স্বরে বলল, 'গান বন্ধ কর।'

আনুশকা বলল, 'গান বন্ধ করব কেন? তুই কাঁদছিস বলে আমাদেরও কাঁদতে হবে নাকি?'

ইলোরা এবং নীরা একসঙ্গে হেসে উঠল, সেই হাসিতে নইমাও যোগ দিল।

নীরা বলল, 'তুই চট করে কেঁদে আমার একশ' টাকা লস করিয়ে দিলি। তুই জিতবি, এই নিয়ে একশ' টাকা বাজি ছিল। তুই যত মোটা হচ্ছিস তোর বুদ্ধিও তত মোটা হচ্ছে।'

আবার সবাই হেসে উঠল।

নীরা বলল, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত দে ভাই, ইংরেজি ভালো লাগছে না।'

ইলোরা বলল, 'ফর গডস সেক, রবীন্দ্রসঙ্গীত না। সখী ভালবাসি ভালবাসি এই সব গান আমার অসহ্য।'

অসহ্য হলেও উপায় নেই। আনুশকা রাজেশ্বরী দত্তের রেকর্ড খুঁজতে শুরু করেছে।

আনুশকা বলল, 'শুরুর বাজনাটা শুনে কেউ যদি বলতে পারিস এটা কোন গান তাহলে তাকে আমি পাঁচশ'টাকা দেব। মন দিয়ে শোন-রেকর্ড বাজতে শুরু করেছে। সবাই চুপ করে আছে। সেতারের হালকা কাজ। কোন গান বোঝা যাচ্ছে না।

গান হচ্ছে। রাজশ্বেরী দত্তের কিন্নর কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। চারটি তরুণী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ মঙ্গলবার।

ভোর সাতটা।

চায়ের টেবিলে শুভ্র এবং ইয়াজউদ্দিন সাহেব বসে আছেন। রেহানা নেই। তিনি রান্নাঘরে। ভাপা পিঠা বানানো হচ্ছে। তার তদারকি হচ্ছে। পিঠাগুলি কেন জানি কিছুতেই জোড়া লাগছে না। ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'আজই তো তোমাদের যাত্রা?'

শুভ্র মাথা নাড়ল।

'সব ঠিকঠাক আছে তো?'

'আছে।'

'রাতের ট্রেনে যাচ্ছ?'

'জি।'

'টিকেট কাটা হয়েছে?'

'না। স্টেশনে গিয়ে কাটা হবে।'

'এডভান্স কাটা হলো না কেন?'

'সবাই যাবে কি-না এখনো ফাইন্যাল হয়নি। যাদের যাবার কথা তার চেয়ে কয়েকজন বেশিও হতে পারে। আবার যাদের যাবার কথা তাদের মাঝখানে থেকে কেউ কেউ বাদ পড়তে পারে।'

'অনেক আগে থেকেই তো প্রোগ্রাম করা। বাদ পড়বে কেন?'

'বল্টু বলছিল—সে যাবে কি যাবে না তা মঙ্গলবার রাত আটটার আগে বলতে পারবে না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'বল্টু? বল্টু মানে?'

'সয়েল সায়েন্সে পড়ে একটা ছেলে, আমার বন্ধু।'

'বল্টু নামের ছেলে তোমার বন্ধু?'

'ওর ভালো নাম অয়ন। লম্বায় খাটো বলে সবাই ওকে বল্টু ডাকে।

'সবাই বল্টু ডাকে বলে তুমিও ডাকবে? তুমি নিজেও তো অসম্ভব রোগা। তোমাকে যদি কেউ যক্ষ্মা রোগী ডাকে তোমার ভালো লাগবে?'

'প্রথম কিছুদিন খারাপ লাগবে। তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে। তখন মনে হবে এটাই আমার নাম। তাছাড়া বল্টুর মতো আমারো নাম আছে।'

তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'তোমারও নাম আছে?'

'হ্যাঁ। বাংলা নববর্ষে সবাইকে খেতাব দেয়া হয়। আমাকেও দিয়েছে। এটা এক ধরনের ফান। এতে আপসেট হবার কিছু নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে কি নামে ডাকে?'

'বাদ দাও বাবা, শুনলে তোমার হয়তো খারাপ লাগবে।'

'খারাপ লাগলেও আমি শুনতে চাই।'

'বন্ধুবান্ধবরা আমাকে ডাকে কানা-বাবা। চোখে কম দেখি তো, এই জন্যে।'

ইয়াজউদ্দিন শীতল গলায় বললেন, 'তোমাকে কানা-বাবা ডাকে?'

'জি।'

'যারা তোমাকে কানা-বাবা ডাকে তাদের সঙ্গেই তুমি যাচ্ছ?'

শুভ্র চুপ করে রইল। সামান্য নাম নিয়ে বাবা এত রাগছেন কেন সে বুঝতে পারছে না। কত কুৎসিত কুৎসিত নাম আছে। এই সব নামের তুলনায় কানা-বাবা তো খুব ভদ্র নাম। মজার নাম।

ইয়াজউদ্দিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'কানা-বাবা নাম তোমাকে নববর্ষে খেতাব হিসেবে দেয়া হলো?'

'না। এই নামটা এম্নিতেই চালু হয়ে গেছে।'

'মনে হচ্ছে নাম চালু হয়ে যাওয়ায় তুমি খুব খুশি।'

'নামে কিছু যায় আসে না বাবা। আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে আছে বেশ মোটাসোটা। এই জন্যে তার নাম ওয়েল ট্যাংকার। আরেকটি খুব রোগা মেয়ে আছে, তার নাম সুতা ক্রিমি।'

AMARBOI.COM

'কি বললে সুতা ক্রিমি?'

'জি।'

'এই নামে তাকে ডাকা হয়?'

'হ্যাঁ হয়।'

'সেও কি সুতা ক্রিমি ডাকায় তোমার মতোই খুশি?'

'না সে খুব রাগ করে। কান্নাকাটি করে। এই জন্যে তাকে পুরো নাম ধরে ডাকা হয় না, ছোট করে ডাকা হয়।'

'কি ডাকা হয় জানতে পারি?'

'তাকে আমরা ডাকি "সু-ক্রি"।'

'আমরা ডাকি মানে তুমি নিজেও ডাকো?'

'না আমি কখনো ডাকি না। ওর আসল নামটা খুব সুন্দর। আমি ঐ নামেই ডাকি।'

'এর আসল নামটা কি?'

'নীলাঞ্জনা।'

ইয়াজউদ্দিন সিগারেট হাতে বসে রইলেন। যে মেয়ের নাম নীলাঞ্জনা তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাসের ছেলেরা ডাকছে সুতা ক্রিমি। কোনো মানে হয়?

'শুভ্র।'

'জি।'

'নামকরণের বিষয় নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। শুনতেও চাচ্ছি না। তোমাকে কিছু উপদেশ দেবার জন্যে বসে আছি। উপদেশগুলি দেবার আগে একটা জিনিস জানতে চাই, যে সব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তুমি যাচ্ছ, তারা কি তোমাকে খুব আগ্রহ করে নিচ্ছে?'

'না। খুব আগ্রহ করে নিচ্ছে না। বরং ওরা চাচ্ছে আমি যেন না যাই।'

'এ রকম চাচ্ছে কেন?'

'ওদের ধারণা আমি চোখে দেখতেই পাই না। আমাকে নিয়ে ওরা বিপদে পড়বে। মোতালেব বলে আমার এক বন্ধু আছে, সে বলছে, শুভ্র তুই না গেলে ভালো হয়। তুই যদি যাস তাহলে তোকে কোলে নিয়ে নিয়ে আমাদের ঘুরতে হবে।'

'মোতালেব কি তোমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

'হ্যাঁ। আমি তাই মনে করি। ওরা অবশ্য তা করে না।'

'মোতালেব তোমাকে তুই তুই করে বলে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমিও কি তাই বলো?'

'না। আমি তুই বলতে পারি না।'

'আমার প্রথম উপদেশ হচ্ছে ওদের সঙ্গে মিশতে হলে ওদের মতো হয়ে মিশতে হবে। তুমিও তুই বলবে।'

'দ্বিতীয় উপদেশ কি?'

'দ্বিতীয় উপদেশ হচ্ছে দলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। সবাই তা পারে না। কেউ কেউ পারে। তারা হচ্ছে ন্যাচারাল লিডার। তুমি তা নও। তোমার তেমন বুদ্ধি নেই, অন্যদের মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা নেই। কিন্তু এসব ছাড়াও লিডারশিপ নেয়া যায়।'

'কি ভাবে?'

'টাকা দিয়ে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কি ওদের সবাইকে টাকা দিয়ে বলব—এই নাও টাকা। এখন থেকে আমি তোমাদের লিডার। আমি যা বলব তাই শুনতে হবে।'

'ব্যাপারটা মোটামুটি তাই। তবে করতে হয় আরো সূক্ষ্মভাবে। যেমন ধরো,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা সবাই যখন স্টেশনে উপস্থিত হলে—টিকিট কাটা নিয়ে কথা হচ্ছে। থার্ড ক্লাসে যাওয়া হবে না সেকেন্ড ক্লাসে যাওয়া হবে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তখন তুমি বলবে—তোরা যদি কিছু মনে না করিস আমি একটা প্রথম শ্রেণীর পুরো কামরা রিজার্ভ করে রেখেছি। টিকিট কাটতে হবে না। আয় আমার সঙ্গে। সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠবে। খুব সূক্ষ্ম একটা প্রভাব তুমি ওদের ওপর ফেলবে।'

শুভ্র অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল।

রেহানা পিঠা নিয়ে এসেছেন। তাঁকে খানিকটা লজ্জিত মনে হচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও পিঠাগুলি জোড়া লাগানো সম্ভব হয় নি।

ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'এই বস্তুগুলি কি?'

'ভাপা পিঠা।'

'দয়া করে এগুলি সামনে থেকে নিয়ে যাও।'

রেহানা পিঠার থালা উঠিয়ে চলে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন বললেন, 'ট্রেনে খাবার-দাবারে তুমি কিন্তু একটা পয়সাও খরচ করবে না। সামান্য এক কাপ চা যদি খাও খুব চেষ্টা করবে যেন অন্য কেউ দাম দিয়ে দেয়।'

'আমি পুরো একটা প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করতে পারি আর সামান্য চায়ের পয়সা দিতে পারি না?'

'না পারো না। যেই মুহূর্তে তুমি সব খরচ দিতে শুরু করবে সেই মুহূর্তেই বন্ধুদের কাছে তুমি দুগ্ধবতী বোকা গাভী হিসেবে পরিগণিত হবে। যাকে সব সময় দোহন করা যায়। এতে দলের ওপর কোনো প্রভাব তো পড়বেই না বরং তুমি সবার হাসির খোরাক হবে। সবাই তোমাকে নিয়ে হাসবে।'

শুভ্র এক দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। সে এক ধরনের বিস্ময় অনুভব করছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'চিটাগাং থেকে কক্সবাজার তুমি ওদের ব্যবস্থামতোই যাবে। কিন্তু কক্সবাজার থেকে টেকনাফ যাবার পথে আবার মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করবে। ঝকঝকে মাইক্রোবাস।'

'কি ভাবে করব?'

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। ব্যবস্থা করা থাকবে। এতে যা হবে তা হচ্ছে সবাই জানবে তুমি ইচ্ছা করলেই চমৎকার ব্যবস্থা করতে পারো। কিন্তু সেই ইচ্ছা তোমার সব সময় হয় না। তোমার ওপর এক ধরনের ভরসা তারা করতে শুরু করবে। তোমার প্রত্যক্ষ প্রভাব সবার ওপর পড়তে শুরু করবে।'

'টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাবার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা পাওয়া যায়। ঐ সব নৌকা করেই তুমি যাবে, তবে নৌকা যদি ছোট হয় এবং সমুদ্রে যদি ঢেউ বেশি থাকে তাহলে টেকনাফের বিডিআর ক্যাম্পে যাবে। ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ট্রলার আছে। যে ট্রলারের সাহায্যে ওরা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের বিডিআর আউট পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। ওদের খবর দেয়া আছে। তুমি চাওয়া মাত্র ওরা তোমাকে সাহায্য করবে।'

শুভ্র বলল, 'বাবা আমি এসব কিছুই করতে চাই না।'

'চাও না?

'জি না।'

'ভালো কথা। না চাইলে করতে হবে না। তবে রাতে ট্রেনের কামরা রিজার্ভ থাকবে এবং কক্সবাজারে হোটেল সায়মনের সামনে মাইক্রোবাস থাকবে। তুমি যদি মত বদলাও তাহলে এই সুবিধা নিতে পারো।'

'আমি মত বদলাব না। আমি যেমন আছি তেমন থাকতে চাই বাবা। আমি কারো ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে চাই না।'

'তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি হস্তক্ষেপ করব না—তবে ব্যবস্থা সবই থাকবে।'

টেলিফোনে রিং হচ্ছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। হ্যালো বলতেই ও পাশ থেকে শোনা গেল,

'কে কানা-বাবা? তোর কাছে একটা হ্যান্ড ব্যাগ আছে। আমাকে দিতে পারবি।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'তুমি ধরে থাকো। আমি কানা-বাবাকে দিচ্ছি।'

টেলিফোন করেছিল বল্টু। সে খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

সঞ্জুর জিনিসপত্র গোছগাছ করা হচ্ছে।

গোছানোর কাজটা করছেন ফরিদা। সঞ্জু বলল, 'তুমি কষ্ট করছ কেন মা? দাও আমাকে দাও।'

ফরিদা ধমক দিলেন, 'তুই চুপ করে বস তো। চা খাবি? ও মুনা যা ভাইয়ার জন্যে চা বানিয়ে আন। আমাকেও একটু দিস। আর তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে আয় সে খাবে না-কি।'

সঞ্জু বলল, 'বাবা অফিসে যান নি?'

'না।'

'জ্বর তো কমেছে। জ্বর কমেনি?'

'হ্যাঁ কমেছে। তুই আজ চলে যাচ্ছিস—তাই অফিসে গেল না।'

'সে কি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্জুর সত্যি সত্যি লজ্জা করতে লাগল। বাবা অফিসে না গিয়ে ঘরে বসে থাকার সঙ্গে তার বেড়াতে যাবার সম্পর্কটা সে ঠিক ধরতে পারছে না।

ফরিদা বললেন, 'যা তুই তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে আয়।'

'আমি কি কথা বলব? বাবাকে দেখলেই আমার হার্টবিট স্লো হয়ে যায়।'

'কি যে তুই বলিস। উনি কি জীবনে তোদের বকা দিয়েছেন, না-কি উঁচু গলায় একটা কথা বলেছেন?'

'তবু বাবাকে সাংঘাতিক ভয় লাগে মা। তুমি ঐ বদ-রঙ্গা শালটা দিচ্ছ কেন?'

'তোর বাবা বলেছে সঙ্গে নিয়ে যেতে। নিয়ে যা। না নিলে উনি মনে কষ্ট পাবেন। আর শোন বাবা, যা উনার কাছে গিয়ে বস, একটু গল্পটল্প কর।'

'কি গল্প করব বলো তো?'

'গল্প না করলে না করবি। সামনে গিয়ে বস।'

সঞ্জু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে গেল।

সোবাহান সাহেব খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

সঞ্জুকে ঢুকতে দেখেও খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন না। মৃদু স্বরে বললেন, 'বস।'

সঞ্জু বসল।

এমনভাবে বসল যেন বাবার মুখোমুখি হতে না হয়। সোবাহান সাহেব বললেন, 'সাদ্দামকে তোর কেমন মনে হয়?'

প্রশ্নটি এতই অপ্রত্যাশিত যে সঞ্জু পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। সোবাহান সাহেব বললেন, 'স্কাড জিনিসটা তো দেখি খুবই মারাত্মক।'

কিছু না বললে ভালো দেখায় না বলেই সঞ্জু বলল, 'খুব মারাত্মক না। পেট্রিয়ট দিয়ে তো শেষ করে দিচ্ছে।'

'আরে না। এই সব ওয়েস্টার্ন প্রেসের কথাবার্তা। একটাও বিশ্বাস করবি না। সাদ্দাম সহজ পাত্র না। বুশের কাল ঘাম বের করে দিয়েছে। এই ঝামেলা হবে আগে জানলে সে মিডলইস্টের ত্রিসীমানায় আসত না।'

মিডলইস্টের আলোচনায় যাবার কোনো রকম ইচ্ছা সঞ্জু অনুভব করছে না। অথচ সে বুঝতে পারছে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা খুবই উচিত। বাবা তাই চাচ্ছেন। কেমন বন্ধুর মতো গলায় কথা বলছেন। যিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনো কথা বলেন না তিনি যদি হঠাৎ বন্ধুর মতো আচরণ করতে থাকেন তাহলে বিরাট সমস্যা হয়।

মুনা চা নিয়ে আসায় পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হলো। কিছু একটা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযোগ পাওয়া গেছে। চা খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা যাবে।

চায়ে চিনি হয় নি। বিস্বাদ তিতকুট তরল পদার্থ, যার ওপর খুব কম হলেও চারটা পিঁপড়া ভাসছে। মুনা যতই দিন যাচ্ছে ততই গাধা হচ্ছে। বাবা সামনে না থাকলে ধমক দিয়ে দেয়া যেত। এখন ধমক দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হাসি হাসি মুখ করে চা খেয়ে যেতে হবে। মুড়ি ভিজিয়ে লোকজন যেমন চা খায় তেমনি পিঁপড়া ভিজিয়ে চা খাওয়া। সঞ্জু এক চুমুকে সব ক'টা পিঁপড়া খেয়ে ফেলল।

সোবাহান সাহেব বললেন, 'তোমার মতো বয়সে আমি একবার ঘুরতে বের হয়েছিলাম। দার্জিলিং গিয়েছিলাম। বেনাপোল হয়ে কলকাতায়। সেখান থেকে বাসে করে শিলিগুড়ি।'

সঞ্জু চুপ করে রইল। সোবাহান সাহেব কোলের উপর বালিশ টেনে নিয়েছেন। এটা তাঁর দীর্ঘ আলাপের প্রস্তুতি কি-না তা সঞ্জু বুঝতে পারল না। বাবার সব কথাবার্তাই সংক্ষিপ্ত, আজ কি তাঁকে কথা বলার ভূতে পেয়েছে? এত কথা বলছেন কেন?

'শিলিগুড়িতে একটা ধর্মশালায় এক রাত ছিলাম। ভাড়া কত জানিস? একটাকা। ঐ ধর্মশালাতে থাকাই আমার কাল হলো। সকালে উঠে দেখি টাকা-পয়সা সব চুরি হয়ে গেছে। পাজামা-পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে কম্বলের নিচে শুয়েছিলাম। পাজামা-পাঞ্জাবি ছাড়া আর কিছুই নেই। হা-হা-হা।'

তিনি যে ভাবে হাসছেন তাতে মনে হচ্ছে ঐ সময়কার খারাপ অবস্থাটাও খুব মজার ছিল। যদিও মজার হবার কোনোই কারণ নেই। বিদেশে টাকা-পয়সা চুরি হয়ে যাওয়া তো ভয়াবহ।

'তারপর কি হলো শোন—আমার বিছানার পাশের বিছানায় ঘুমুচ্ছিলেন এক সাধুবাবা। তিনি বললেন, ক্যা হুয়া লেড়কা? আমি বললাম, 'সব চুরি গেছে।'

বাংলায় বললেন?

'না বাংলায় বললে কি বুঝবে? আমি ভাঙাচোরা হিন্দীতে বললাম, 'এক চোরানে সব লে কর ভাগ গিয়া।'

গল্পের এই পর্যায়ে মুনা ঘরে ঢুকে বলল, 'ভাইয়া বল্টু ভাই এসেছে।' সঞ্জু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এখন বাবার সামনে থেকে উঠে যাবার একটা অজুহাত পাওয়া গেল। সে বলল, 'বাবা আমি একটু আসছি।'

বল্টু চুল কাটিয়েছে।

গায়ে মেরুন রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট। শার্ট নতুন কেনা হয়েছে। স্যুয়েটারে একটা ফুটো আছে বলে স্যুয়েটার পরেছে সার্টের নিচে। সঞ্জুকে দেখেই বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘বিরাট কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হয়েছে। শুভ্রকে টেলিফোন করেছিলাম, ধরেছেন শুভ্রর বাবা। উনার গলা অবিকল শুভ্রর মতন। আমি বললাম, কে কানা-বাবা নাকি? তোর কাছে এক্সট্রা হ্যান্ডব্যাগ আছে? কি অবস্থা দেখ তো।’

‘উনি কি বললেন?’

‘কি বললেন ভালো করে শুনতেই পারিনি। ভয়ে তখন আমার ব্রেইন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সঞ্জু তোর কাছে এক্সট্রা হ্যান্ডব্যাগ আছে।’

‘না।’

‘আমি একটা জোগাড় করেছি, সেটার আবার চেইন লাগে না।’

‘তুই তো আর হীরা-মুক্তা নিয়ে যাচ্ছিস না। চেইন না লাগালেও কিছু না।’

‘তা ঠিক।’

‘তোর যাওয়া কি হবে? তুই যে বলছিলি রাত আটটার আগে বলতে পারবি না।’

‘রাত আটটার সময় টাকা পাওয়ার কথা। যদি পাই তবেই যাওয়া হবে। না পেলে না। আমি প্রাইভেট টিউশনি করি না? আমার ছাত্রকে বলে রেখেছি। মানে ধার হিসেবে চেয়েছি। সে বলেছে জোগাড় করে রাখবে। তোর টাকা জোগাড় হয়েছে?’

‘মা'র কাছ থেকে নিচ্ছি।’

‘তুই সুখে আছিস। টাকা চাওয়ার লোক আছে। আমার অবস্থাটা দেখ, ছাত্রের কাছে টাকা ধার চাইছি।’

সঞ্জু বলল, ‘চা খাবি?’

‘না। ব্যাগের সন্ধানে বের হব। সব রেডি রাখি যদি টাকা পাওয়া যায়। তুই মুনাকে একটু ডাক তো। মুনা বলছিল নিউ মার্কেট যাবে। আমি ঝিকাতলা যাব, নিউ মার্কেটে ওকে নামিয়ে দেব।’

মুনার কথা বলতে গিয়ে বল্টুর বুক ধক ধক করছিল। সব সময় মনে হচ্ছিল সঞ্জু আবার কিছু বুঝে ফেলছে না তো? সে অবশ্যি প্রাণপণ চেষ্টা করছে স্বাভাবিক থাকার। কিন্তু মনের ভাব কতদিন আর গোপন থাকবে? মুনার কথা মনে হলে শরীরে কেমন যেন এক ধরনের কাঁপুনি হয়। কথা বলতে গেলে কথা বেধে যায়। কি যে সমস্যা হয়েছে। সঞ্জু তাঁর প্রাণের বন্ধু। সে যদি তার মনের ভাব কোনোদিন জেনে ফেলে খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে। অবশ্যি সঞ্জু এখনো কিছুই বুঝতে পারে নি। সে যে এই বাড়িতে একটু সেজেগুজে আসে তাও লক্ষ করে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে মুনার ব্যাপারটা সে এখনো কিছু বুঝতে পারছে না। বাচ্চা মেয়ে, মাত্র সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে অথচ কথাবার্তার মারপ্যাঁচ অসাধারণ। প্রতিটি কথার দু'টা-তিনটা মানে হয়। কোন মানেটা রাখবে, কোনটা রাখবে না সেটাই সমস্যা।

রিকশায় উঠেই বল্টু রিকশাওয়ালাকে বলল, 'হুড তুলে দাও তো।'

'মুনা বলল হুড তুলতে হবে কেন?'

'কে কি মনে করে।'

মুনা বলল, 'মনে করা করির কি আছে? ভাই-বোন রিকশা করে যাচ্ছি।'

বল্টুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। ভাই-বোন মানে? এসব কি বলছে মুনা? বল্টু মুখের মন খারাপ ভাব আড়াল করার জন্যে সিগারেট ধরাল। মুনা বলল, 'বল্টু ভাই, আজ আপনাকে আরো বাঁটু বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি বলনু তো? আপনি কি কোমরে টাইট করে বেল্ট পরেছেন?'

'তোমাকে কতবার বলেছি আমাকে বল্টু ভাই ডাকবে না। আমার ক্লাসের বন্ধুরা ডাকে সেটা ভিন্ন কথা। তুমি ডাকবে কেন?'

'মনের ভুলে ডেকে ফেলি। আর ভুল হবে না, এখন থেকে অয়ন ভাই ডাকব। আচ্ছা অয়ন মানে কি?'

'ঐ ইয়ে পর্বত।'

'আপনার মতো বাঁটু লোকের নাম পর্বত? আশ্চর্য তো।'

অয়নের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। মুনা বলল, 'আপনি সত্যি জানেন অয়ন মানে পর্বত?'

'জানব না কেন? নিজের নামের মানে জানব না?'

'উঁহু আপনি জানেন না। আমি চলন্তিকায় দেখেছি অয়ন হচ্ছে পথ। সূর্যের গতিপথ। অয়নাংশ মানে সূর্যের গতিপথের অংশ।'

অয়নের মনটা ভালো হয়ে গেল। এই মেয়ের মনে তার প্রতি সিরিয়াস ধরনের ফিলিংস আছে। ফিলিংস না থাকলে চলন্তিকা থেকে নামের মানে বের করত না। অবশ্যিই ফিলিংস আছে। অবশ্যই।

'অয়ন ভাই।'

'কি?'

'আপনার নাম নয়ন হলে ভালো হতো। আপনার চোখ সুন্দর।'

'কি যে তুমি বলো।'

'তবে আলাদা আলাদা করে দেখলে সুন্দর। দু'টো চোখ একত্রে দেখলে মনে হয় একটা একটু ট্যারা। আপনি লক্ষ করেছেন?'

অয়ন কিছু বলল না। পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল মুনার তার প্রতি কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম আকর্ষণ নেই। ফাজলামি করে বেড়াচ্ছে। এর বেশি কিছু না। মাঝে মাঝে আচমকা যে সব আবেগের কথা বলে তাও নিশ্চয়ই এক ধরনের রসিকতা। অল্পবয়সি মেয়েরা ক্রূর রসিকতা পছন্দ করে। বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি অসাধারণ রূপবতী হয় তাহলে তো কথাই নেই।

'মুনা, নিউ মার্কেট এসে গেছে, তুমি এখানে নাম, আমি এই রিকশা নিয়েই চলে যাব।'

'আমি একা একা নিউমার্কেটে ঘুরব? আপনি একটু আসুন না।'

অয়ন নেমে পড়ল। মেয়েটা তাকে পছন্দ করে না তাতে কি। সে তো করে। আরো খানিকটা সময়তো পাওয়া যাচ্ছে মুনার সঙ্গে থাকার। এটাইবা কম কি। অয়ন গম্ভীর গলায় বলল, 'যা কেনার চট করে কেন, আমার কাজ আছে।'

'আমার পাঁচ মিনিট লাগবে।'

'পাঁচ মিনিটেই শেষ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, আমার হাতে ঘণ্টা খানিক সময় আছে।'

'পাঁচ মিনিটও আমার লাগবে না—তিন মিনিটে কেনা শেষ করে ফেলব।'

অয়ন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মনে মনে আশা করতে লাগল তিন মিনিটে নিশ্চয়ই কেনাকাটা শেষ হবে না। মেয়েদের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। মুনা অসম্ভবই করল। দু'মিনিটের ভেতর একটা প্যাকেট হাতে দোকান থেকে বের হয়ে বলল, 'চলুন যাই।'

AMARBOI.COM

'কেনা শেষ?'

'হুঁ।'

'এত তাড়াতাড়ি কি কিনলে?'

'আগে থেকে পছন্দ করা ছিল, শুধু টাকাটা দিলাম। এখন আপনি যেখানে যেতে চান চলে যান, আমি আজিমপুর রীতাদের বাসায় যাব।'

'ইয়ে চা খাবে না-কি? এখানে একটা রেস্টুরেন্টে খুবই ভালো চা বানায়।'

'ভালো চা আপনি খান। আমার চা খাওয়ার শখ নেই। যাই কেমন? ও আচ্ছা ধরুন, আপনার জন্যে একটা চিঠি আছে।'

অয়ন বিস্মিত হয়ে বলল, 'চিঠি?'

'হ্যাঁ চিঠি। আর এই প্যাকেটটা রাখুন। এ রকম ট্যারা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। দেখতে বিশ্রী লাগছে।'

হতচকিত অয়নের হাতে প্যাকেট এবং চিঠি দিয়ে মুনা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। সংক্ষিপ্ত চিঠি। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়ন ভাই,

আপনি পুরো শীতকালটা হাফ হাতা একটা স্যুয়েটার (তাও ফুটো হওয়া) পরে কাটালেন। এই একই স্যুয়েটার আপনি গত শীতেও পরেছেন। আমার খুব কষ্ট হয়। আপনাকে ভালো একটা স্যুয়েটার উপহার দিলাম। সেন্ট মার্টিনে যখন যাবেন তখন এটা যেন গায়ে থাকে।

মুনা।

পুনশ্চ ঃ যতই দিন যাচ্ছে আপনি ততই বাট্টু হচ্ছেন। ব্যাপার কি বলুন তো?

প্যাকেটের ভেতর হালকা আকাশি রঙের একটা ফুল হাতা স্যুয়েটার। যেন দূর আকাশের ছোট্ট একটা অংশ সাদা রঙের পলিথিনের ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। অয়নের কেমন যেন লাগছে। জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে। শরীরে এক ধরনের কম্পন। কেন জানি শুধু মা'র কথা মনে পড়ছে। পনেরো বছর আগে যিনি মারা গেছেন তাঁর কথা হঠাৎ মনে পড়ছে কেন? যিনি খুব শখ করে তার নাম রেখেছিলেন 'অয়ন'। সেই মধুর নামে আজ আর কেউ তাকে ডাকে না। খাওয়ার শেষে কেউ বলে না, অয়ন বাবা পেট ভরেছে? খেয়েছিস ভালো করে?

অয়নের চোখে পানি এসে গেছে

সে সেই অশ্রুজল গোপন করার কোনো চেষ্টা করল না। কিছু কিছু চোখের জলে অহংকার ও আনন্দ মেশা থাকে, সেই জল গোপন করার প্রয়োজন পড়ে না।

AMARBOI.COM

মুনা বাড়িতে পা দেয়া মাত্র ফরিদা ভীত গলায় বললেন, পাউডারের কৌটায় এক হাজার টাকা ছিল। টাকাটা পাচ্ছি না–কি হয়েছে বল তো?

মুনা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'সে কি।'

ফরিদা বললেন, 'আমার তো মা হাত-পা কাঁপছে এখন কি করি?'

'ভালো করে খুঁজে দেখেছ? চলো তো দেখি আমিও খুঁজি।'

ফরিদা বললেন, 'একটা ঠিকা ঝি রেখেছিলাম না? আমার মনে হয় ঐ নিয়ে গেছে।'

'সে তো গেছে দশ দিন আগে এর মধ্যে তুমি খুঁজে দেখনি?'

'না।'

'আজেবাজে জায়গায় তুমি টাকা রাখো কেন মা? পাউডারের কৌটায় কেউ টাকা রাখে? কোথায় ছিল কৌটা?'

'কি হবে বল তো মুনা? সঞ্জুকে দেব টাকাটা। সে তো এখনি চাইবে।'

মুনার মুখ ছাই বর্ণ হয়ে গেল। ভাইয়া, যেতে পারবে না? সে টাকা চুরি করেছে বলে তার ভাইয়া যেতে পারবে না? সে তো টাকা চুরিও করেনি। ধার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছে। আগামী মাসের মাঝামাঝি স্কলারশিপের পনেরশ' টাকা পাবে। সে ঠিক করে রেখেছিল টাকাটা পাওয়া মাত্র সে পনেরশ' টাকাই মা'র কৌটায় রেখে দেবে। মা একদিন কৌটা খুলে অবাক হয়ে বলবেন, 'ও মুনা দু'টা পাঁচশ' টাকার নোট রেখিছিলাম এখন দেখি পনেরশ' টাকা। ব্যাপারটা কি বল তো?'

সে বলবে, 'কি যে তুমি বলো মা। টাকা কি আর ডিম দেয়। তুমি পনেরশ' রেখেছিলে।'

'উঁহু। আমি রেখেছি আমি জানি না।'

'তাহলে নিশ্চয় ভৌতিক কাণ্ড। কোনো পরোপকারী ভূত কিংবা পেত্নী হয়তো রেখে গেছে।'

'তুই রাখিসনি তো?'

'আমি? আমি রাখব কি ভাবে? আমি কি টাকা পাই? হেঁটে হেঁটে কলেজ করি। লোকজনের ধাক্কা খেতে খেতে কলেজে যাওয়া ফিরে আসা। কি যে বিশ্রী তুমি তো জানো না।'

ফরিদা বললেন, 'এখন কি করি মুনা বল তো?'

মুনা বলল, 'বাবার কাছে নেই?'

'উনার কাছে থাকবে কোত্থেকে? উনি তো বেতন পেয়েই সব টাকা আমার কাছে এনে দেন।'

'তাহলে কি বড় মামার অফিসে চলে যাব। বড় মামাকে বলব?'

ফরিদা অকূলে কূল পেলেন। আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'তাই কর মা তাই কর।'

মুনা ঘর থেকে বেরুতেই সঞ্জু বলল, 'টাকা তো মা এখনো দিলো না।

ফরিদা বললেন, 'তুই যাবি সেই রাত দশটায় এখন টাকা দিয়ে কি করবি?'

সঞ্জু শংকিত গলায় বলল, 'সত্যি করে বলো মা। টাকার জোগাড় হয়েছে?'

'হয়েছে বাবা হয়েছে।'

সঞ্জুর মুখ থেকে শংকার ভাব পুরোপুরি দূর হলো না। সে মা'র দিকে তাকিয়ে রইল। ফরিদার মুখ শুকনো। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন। হাসতে পারলেন না। কোনো রকমে বললেন, 'চা খাবি বাবা? চা বানিয়ে দেই?'

৭.

জরী দোতলার বারান্দায় চুল এলিয়ে বসে আছে।

শীতকালে রোদে বসে থাকতে এমন ভালো লাগে। আজ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস ছিল। ভোরবেলাতেই বাবা বলে দিয়েছেন, যেতে হবে না।

সে বলেছে, আচ্ছা। কেন যেতে হবে না জিজ্ঞেস করেনি। এই বাড়ির কারো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গেই কথা বলতে তার ইচ্ছে করে না। বাবার সঙ্গে না, মায়ের সঙ্গে না, ছোট বোনের সঙ্গেও না। তার প্রায়ই মনে হয় সে যদি হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে পারত তাহলে কত চমৎকার হতো। সিঙ্গেল সিটেড একটা রুম। সে একা থাকবে। নিজের মতো করে ঘরটা সাজাবে। তাকে বিরক্ত করার জন্যে কেউ থাকবে না। দুপুর রাতে তার ঘরে দরজা ধাক্কা দিয়ে মা বলবেন না—ও জরী তোর সঙ্গে ঘুমুব। তোর বাবা বিশ্রী ঝগড়া করছে। জরীকে দরজা খুলে বলতে হবে না, সে কি মা। কেঁদো না। দুপুর রাতে এ রকম শব্দ করে কাঁদতে আছে? বাড়ির সবাইকে তুমি জাগাবে।

'তোর বাবা আমাকে কুত্তী বলে গাল দিয়েছে।'

'চুপ করো মা, ছিঃ। গাল দিলেও কি নিজের মেয়ের কাছে বলতে আছে?'

'তোকে না বললে কাকে বলব?'

'অনেক কথা আছে কাউকেই বলতে হয় না। আমি কি আমার সব কথা তোমাকে বলি? কখনো বলি না। কোনোদিন বলবও না।'

এটা খুব সত্যি কথা জরী তার নিজের কথা কাউকেই বলে না। মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে মনে হয় এমন একজন কেউ যদি থাকতো যাকে সব কথা বলা যায়!

রোদে বসে জরী তাই ভাবছিল। তার হাতে একটা ম্যাগাজিন। মাঝে মাঝে সে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে তবে সে কিছু দেখছেও না। হাতে একটা ম্যাগাজিন থাকার অনেক সুবিধা। কেউ এলে ম্যাগাজিন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া যাবে। কথাবার্তায় যোগ দিতে হবে না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে—এখন একটা মজার জিনিস পড়ছি। পরে কথা বলব।

জরীর মা মনোয়ারা দোতলায় উঠে এলেন। খানিকটা উত্তেজিত গলায় বললেন, 'জামাই এসেছে। জামাই।'

জরী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাতে লাগল। যেন সে কিছু শুনতে পায় নি।

'জামাই এসেছে। নিচে বসে আছে।'

জরী শীতল গলায় বলল, 'জামাই বলছ কেন মা? বিয়ে এখনো হয় নি। বিয়ে হোক তারপর বলবে।

'তুই শাড়িটা বদলে নিচে যা।'

'কেন?'

'তোকে নিয়ে বাইরে কোথায় যেন খেতে যাবে বলছে।'

জরী তাকিয়ে রইল। তার খুব রাগ লাগছে। যদিও রাগ করার তেমন কোনো কারণ নেই। এক মাস পর যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সে যদি তাকে নিয়ে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরে বাইরে খেতে যেতে চায় তাতে দোষ ধরার কিছু নেই। এটাই তো স্বাভাবিক।

মনোয়ারা বললেন, 'জামাই পরশু রাতেও এসেছিল। তুই তোর কোনো এক বন্ধুর বাসায় ছিলি। শুনে খুব রাগ করল।'

জরী বলল, 'রাগ করল মানে?'

'না রাগ না ঠিক ঐ বলছিল আর কি—এই বয়েসি মেয়েদের বন্ধুবান্ধবদের বাসায় রাত কাটানো ঠিক না।'

'তুমি কি বললে?'

'আমি কি বলব? আমার সঙ্গে তো কথা হয় নি, তোর বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে।' 'বাবাকে সে উপদেশ দিল?'

'তুই সব কথার এমন প্যাঁচ ধরিস কেন? উপদেশ না। কথার কথা বলেছে। আয় মা চট করে শাড়িটা বদলে আয়।'

'আমি যেতে পারব না।'

'এটা কেমন কথা।'

'যেতে ইচ্ছা করছে না মা।'

'তোর বড় চাচা নিচে বসে আছেন। উনি শুনলে রাগ করবেন।'

জরী উঠে দাঁড়াল। মনোয়ারা বললেন, 'আয় আমি চুলটা আঁচড়ে দেই। তুই শাড়িটা বদলা। গোলাপি জামাদানিটা পর। তোর চাচির মুক্তার দুল জোড়া পরবি? নিয়ে আসব?'

'নিয়ে এসো।'

মনোয়ারা ছুটে গেলেন। মেয়েকে অতি দ্রুত সাজিয়ে দিতে হবে নয়তো জরীর বড় চাচা রাগ করবেন। যাঁর আশ্রয়ে বাস করছেন তাঁকে রাগানো ঠিক হবে না। কিছুতেই ঠিক হবে না। আজ যদি তিনি বলেন, 'অনেক দিন তো হলো এখন তোমরা নিজেরা একটা ব্যবস্থা দেখো।' তখন কি হবে? কোথায় যাবেন তিনি? অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে কার ঘরে উঠবেন?

জরী বেশ যত্ন করে সাজল। কানে দুল পরল। চোখে হালকা করে কাজল দিল। তার চোখ এম্নিতেও সুন্দর, কাজল দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। তবু কাজল দিলেই চোখে একটা হরিণ হরিণ ভাব চলে আসে। অবশ্য সে জানে বসার ঘরের সোফায় বসে অতি দ্রুত যে লোকটি পা নাড়াচ্ছে সে ভুলেও তার চোখের দিকে তাকাবে না। পৃথিবীতে দু'ধরনের পুরুষ আছে। এক ধরনের পুরুষ তাকায় মেয়েদের দিকে। চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে। অন্য দল তাকায় শরীরের দিকে। মনিরুদ্দীন আজ থ্রি পিস স্যুট পরে এসেছে। গা দিয়ে ভুর ভুর করে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই গন্ধের সঙ্গে মিশেছে জর্দার কড়া গন্ধ। তার মুখ ভর্তি পান। পানের লাল রসের খানিকটা ঠোঁটের উপর জমা হয়ে আছে। সে অতি দ্রুত পা নাড়াচ্ছে। জরীকে ঢুকতে দেখে সে তাকাল। সেই দৃষ্টি কয়েকবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নড়চড়া করল। জরীর চাচা বলল, 'বস মা।'

মনিরুদ্দিন বলল, 'চাচাজানের সঙ্গে দেশের অবস্থা নিয়ে কথা বলছিলাম। এই দেশে ভদ্রলোকের ব্যবসা করা সম্ভব না। যারা জেনুইন ব্যবসা করে তাদের জন্যে এই দেশ না। দালালদের জন্যে এই দেশ।'

জরীর চাচা বললেন, 'খুবই সত্য কথা।'

মনিরুদ্দিন বলল, 'কি আছে এই দেশে বলেন দেখি চাচাজান। সামান্য অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসার জন্যে যেতে হয় ব্যাংকক। চিকিৎসা বলে এক জিনিস এই দেশে নাই।'

'ঠিক বলেছ।'

'তারপর ধরেন এডুকেশন। এডুকেশনের "এ"টাও এদেশে নাই।'

জরী মনে মনে বলল, এডুকেশনের "ই"। এ নয়।

'পলিটিসের কথা যদি ধরেন চাচাজান তাহলে বলার কিছুই নাই।'

'খুবই সত্যি কথা।'

'বুঝলেন চাচাজান পুরো বঙ্গোপসাগরটা যদি তেল হয়ে যায় তবু এই দেশের কোনো উন্নতি হবে না। দশজন লুটেপুটে খাবে।'

'কারেক্ট।'

মনিরুদ্দিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'ওকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি।'

'আচ্ছা বাবা যাও।'

জরী উঠে দাঁড়াল। জর্দার কড়া গন্ধে তার মাথা ধরে গেছে। বমি বমি আসছে।

বাসার সামনে বিশাল লাল রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খাকি পোশাক এবং মাথায় টুপি পরা একজন ড্রাইভার।

মনিরুদ্দিন গাড়িতে উঠেই বলল, 'কুদ্দস রবীন্দ্রসঙ্গীত দাও তো। আমার আবার গাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া কিছু ভালো লাগে না। আর শোনো কুদ্দুস, স্লো চালাবে।'

কুদ্দুস রবীন্দ্রসঙ্গীত ক্যাসেট চালু করল। মনিরুদ্দিন জরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'খানিকটা ঘুরাঘুরি করি।'

জরী বলল, 'জি আচ্ছা।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চীন-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ দেখেছ?'

'না।'

'কুদ্দুস ঐ খানে চলো তো।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। পেছনের সিটে এত জায়গা তবু সে বসেছে জরীর সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে। জরী এখন তার গায়ের ঘামের গন্ধ পাচ্ছে।

মনিরুদ্দিন তার ডান হাত জরীর হাঁটুর উপর রেখেছে। গানের তালে তালে সেই হাতে তাল দিচ্ছে।

'পরশু দিন রাতে কোথায় ছিলে?'

'আমার এক বন্ধুর বাসায়।'

'উচিত না।'

'উচিত না কেন?'

'বন্ধুবান্ধব থাকা ভালো। গল্পগুজব করাও ভালো। তাই বলে রাতে থেকে যাওয়া ঠিক না।'

জরী প্রাণপণ চেষ্টা করছে পাশে বসে থাকা মানুষটিকে ভুলে গিয়ে গানে মন দিতে। যেন গানটিই সত্যি। আশেপাশের জগৎ সত্যি নয়। অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর কি অপূর্ব গলা।

মুখ পানে চেয়ে দেখে, ভয় হয় মনে-
ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে।

মুনিরুদ্দিন একটি হাত জরীর কাঁধে তুলে দিয়েছে। পায়ের উপর থেকে সেই হাত কাঁধে উঠে এসেছে। জরী খুব চেষ্টা করছে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে। যা হবার হোক।

মনিরুদ্দিন অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'একটু এদিকে সরে বসো তাহলেই ড্রাইভার ব্যাকভিউ মিররে কিছু দেখবে না। এ রকম শক্ত হয়ে আছ কেন?'

মনিরুদ্দিন জরীর বুক স্পর্শ করল।

জরী শিউরে উঠল।

মনিরুদ্দিন অভয়ের হাসি হেসে বলল, 'গাড়ির কাচ টিনটেড। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।'

জরী চেঁচিয়ে বলল, 'ড্রাইভার সাহেব গাড়ি থামান। আমি নামব। থামান বলছি। এক্ষুনি থামান। এক্ষুনি।'

ড্রাইভার আচমকা ব্রেক করে গাড়ি থামাল।

জরী হকচকিয়ে যাওয়া মনিরুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি একটি কথাও বলবেন না। আমি এই খানে নেমে যাব। আপনি যদি বাধা দিতে চেষ্টা করেন আমি চিৎকার করে লোক জড় করব।'

'তুমি, তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'আমি দারুচিনি দ্বীপে যাব।'

'কি বলছ তুমি? দারুচিনি দ্বীপ কি?'

'আপনি বুঝবেন না।'

জরী গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল।

জরী সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরল।

জরীর মা সম্ভবত সারাক্ষণই গেটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি ছুটে এসে মেয়ের হাত ধরে ভীত গলায় বললেন, 'কি হয়েছে রে মা, কি হয়েছে?'

জরী সহজ গলায় বলল, 'কিছু হয়নি তো।'

'জামাই তোর বড় চাচাকে টেলিফোন করেছিল। তুই নাকি রাগারাগি করে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে নেমে গেছিস। জামাইকে খারাপ খারাপ কথা বলেছিস। অপমান করেছিস। জামাই অসম্ভব রাগ করেছে।'

'রাগ করলে কি আর করা।'

'তোর চাচাও রাগ করছে। খুবই রাগ করেছে। বসে আছে তোর জন্যে।'

জরী বলল, 'মা তোমার কাছে টাকা আছে? আমাকে দেবে। আমি পালিয়ে যাব মা।'

'কি বলছিস পাগলের মতো? আয় ভেতরে আয়। কি হয়েছে বল তো। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেলি কেন? যদি এ্যাকসিডেন্ট হতো?'

'চলন্ত গাড়ি থেকে নামি নি।'

'হয়েছিল কি?'

'কিছু হয় নি।'

তোর বাবা টেলিফোন আসার পর থেকে ছটফট করছেন। তাঁর অসুখ খুব বেড়েছে। আয় প্রথমে তোর বাবার কাছে আয়।

জরীর বাবা হাঁপানির প্রবল আক্রমণে নীল বর্ণ হয়ে গেছে। বিছানায় পড়ে আছেন চোখ বন্ধ করে। নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় তাঁর বুক উঠানামা করছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। জরীর ছোট বোন বাবার মাথার কাছে মুখ কালো করে বসে আছে। জরী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল—এত কষ্ট, এত কষ্ট। এত কষ্টের কোনো মানে হয়? কোনো অর্থ হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জরীর বাবা একবার চোখ তুলে তাকালেন। পরমুহূর্তেই চোখ বন্ধ করে আগের মতোই ছটফট করতে লাগলেন। জরীর মা ফিসফিস করে বললেন, 'জামাইয়ের টেলিফোনের খবর শোনার পর শ্বাসকষ্ট শুরু হলো।'

জরী এই ঘরে আর থাকতে পারছে না। এই কষ্ট দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়। সে এগিয়ে এসে বাবার মাথায় হাত রাখল। তিনি চোখ মেললেন এবং জরীকে অবাক করে দিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন। যেন মেয়েকে দেখে খুশি হয়েছেন।

জরী বলল, 'বাবা আমি ভালো আছি।'

তিনি মাথা নাড়লেন।

মনে হচ্ছে তাঁর কষ্ট খানিকটা কমে এসেছে। বুক আগের মতো উঠানামা করছে না। ওষুধ দেয়া হয়েছিল। সেই অষুধ হয়তো বা কাজ করতে শুরু করেছে। শ্বাসনালির প্রদাহ কমার দিকে। জরী আবার বলল, 'বাবা আমি ভাল আছি।

তিনি ইশারা করে সবাইকে চলে যেতে বললেন, এর অর্থ তাঁর কষ্ট এখন সত্যি কমার দিকে। কষ্টটা কমলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন। সম্ভবত তাঁর ঘুম আসছে। সবাই ঘর খালি করে বের হয়ে এলো।

AMARBOI.COM

জরীর বড় চাচা ইউসুফ সাহেব বসে আছেন থমথমে মুখে।

তাঁর সামনেই জরীর মা এবং জরী।

কথাবার্তা এখনো শুরু হয় নি। ইউসুফ সাহেব চা খাচ্ছেন। কি বলবেন এবং কি ভাবে বলবেন তা হয়তো ঠিক করছেন। মেয়েটার শান্ত মুখের দিকে যতবার তাকাচ্ছেন ততবারই তাঁর রাগ উঠে যাচ্ছে। এতবড় ঘটনার পর মেয়েটা এরকম শান্ত মুখে বসে আছে কি করে? সে ভাবে কি নিজেকে?

তিনি কিছু বলার আগেই জরী বলল, 'চাচা আমি ঐ লোকটাকে বিয়ে করব না।'

ইউসুফ সাহেব জরীর সাহস ও স্পর্ধা দেখে চমকে গেলেন। তিনি রাগ সামলে নিচু গলায় বললেন, 'বিয়ে করবে কি করবে না এই কথা আমি জিজ্ঞেস করি নি। আগ বাড়িয়ে কথা বলছ কেন? কি ভাব নিজেকে? আমি যা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দেবে। কি হয়েছিল যে তুমি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলে?'

জরী চুপ করে রইল।

'তুমি যে ছেলেটাকে অপমান করলে তুমি এদের ক্ষমতা জানো? এদের অর্থবিত্তের খবর রাখো? সে কি করেছে যে তাকে গালাগালি করে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামবে। চিৎকার করে লোক জড় করবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি চিৎকার করে লোক জড় করি নি।'

'তুমি বলতে চাও সে মিথ্যা কথা বলেছে? কথা বলছ না কেন? না-কি বলার মতো কথা পাচ্ছ না?'

ইউসুফ সাহেব জরীকে তুই করে বলেন, আজ তুমি বলছেন। এতে রাগ প্রকাশ পাচ্ছে এবং দূরত্বও প্রকাশ পাচ্ছে।

'শোনো জরী, মনির সব কথাই আমাকে বলেছে। কিছুই গোপন করে নি।'

'কি বলেছে?'

'তোমার সঙ্গে এই নিয়ে ডিসকাস করা উচিত না তবু তুমি যখন শুনতে চাচ্ছ তখন বলছি–সে তার ভাবি স্ত্রীর হাত ধরেছে–এটা এমন কি অপরাধ? আমি যতদূর জানি তোমরা ক্লাসের ছেলের হাত ধরাধরি করে হাঁটো। তখন অপরাধ হয় না? তারা কি পরিমাণ রাগ করেছে তা-কি তুমি জানো? মুনির টেলিফোনে কাঁদছিল। মুনিরের বাবা টেলিফোন করেছেন, মুনিরের এক মামা পুলিশের এআইজি উনি টেলিফোন করেছেন। জিয়ার আমলে পাটমন্ত্রী ছিলেন যে ভদ্রলোক উনিও টেলিফোন করেছেন।'

জরীর মা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'এখন কি করা?'

ইউসুফ সাহেব বললেন, 'এইটা নিয়েই চিন্তা করছি। মুনিরের বাবার সঙ্গে কথা হলো।'

জরী বলল, 'কি কথা হলো?'

'তোমার তা শোনার দরকার নেই। তুমি ঘরে যাও।'

জরী উঠে চলে গেল।

ইউসুফ সাহেব বললেন, 'মুনিরের বাবা বলেছেন তাঁরা কাজি ডাকিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দিতে চান। দেরি করতে চান না, কারণ ছেলে খুব মন খারাপ করেছে।'

জরীর মা বললেন, 'বিয়ের পর ওরা আমার মেয়েটাকে কষ্ট দিবে।'

'কষ্ট দিবে কি জন্যে? বিয়ে হয়ে গেলে সব সমস্যার সমাধান। আর একবার বিয়ে হয়ে গেলে কেউ কিছু মনে রাখবে না।'

'বিয়ে কখন হবে?'

'ওরা পঞ্জিকাটঞ্জিকা দেখছে। যদি শুভ হয় আজ রাতেও হতে পারে।'

'এইসব কি বলছেন ভাইজান।'

'চিন্তাভাবনা করেই বলছি। চিন্তাভাবনা ছাড়া কাজ করা আমার স্বভাব না। জরী যে কাণ্ড করেছে তারপর এ ছাড়া অন্য পথ নেই।'

'মেয়েটার মত নাই।'

'বাজে কথা বলবে না। মত নাই আগে বলল না কেন? এনগেজমেন্টের আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

বলতে পারল না? জরীকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। ওদের টেলিফোন আগে পাই, ওরা যদি আজ রাতে বিয়ের কথা বলে তখন আমি জরীকে বুঝিয়ে বলব।'

জরীর মা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আরো কয়েকটা দিন সময় দিলে মেয়েটা ঠাণ্ডা হতো।'

'আমার মতে আর এক মুহূর্ত সময়ও দেয়া উচিত না। সময় দিলে ক্ষতি। বিরাট ক্ষতি। ওদের কিছু না, ক্ষতি আমাদের ...।'

ইউসুফ সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই টেলিফোন এলো। মুনিরুদ্দিনের বাবা টেলিফোন করেছেন। সবার সাথে কথাটথা বলে ঠিক করেছেন—বিয়ে আজ রাতেই পড়ানো হবে। রাত দশটার মধ্যে বিয়ে পড়ানো হবে। এগারোটার দিকে তারা বৌ নিয়ে চলে যাবেন। সামনের সপ্তাহে হোটেল সোনারগাঁয়ে রিসিপশন।

ইউসুফ সাহেব জরীর মাকে বললেন, 'তুমি তোমার গুণবতী মেয়েকে আমার কাছে পাঠাও।'

'ভাইজান একটা বিষয় যদি বিবেচনা করেন।'

'সব দিক বিবেচনা করা হয়েছে। বিবেচনার আর কিছু বাকি নেই।'

AMARBOI.COM

৮.

মনসুর আলি সাহেব বাগানে গোলাপ গাছের কাছে খুপড়ি হাতে বসেছিলেন। পাঁচটি গোলাপ এই গাছটায় একসঙ্গে ফুটেছে। টকটকে লাল গোলাপ। মনে হচ্ছে গাছে যেন আগুন লেগে গেছে। গাছটা যেন আনন্দ, গর্ব এবং অহংকারের সঙ্গে উঁচু গলায় বলছে দেখো তোমরা আমাকে দেখো।

এরকম একটা গাছের একটু যত্ন নিজের হাতে না করলে ভালো লাগে না। মনসুর সাহেব মাটি আলগা করে দিচ্ছেন। মাটির ফাঁকে ফাঁকে যেন গাছের জীবনদায়িনী নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে যেতে পারে।

মেঘবতী এগিয়ে এলো। খুব ধীর পায়ে আসছে। বেচারির শরীর ভালো না। কাল রাতে সে কিছুই খায়নি। খাবার খানিকক্ষণ শুঁকে নিজের জায়গায় চলে এসেছে। দু'টি থাবার মাঝখানে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিনি মেঘবতীর দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বললেন, 'আয় আয়। দেখ ফুলের বাহার দেখ।'

মেঘবতী কাছে এসে তাঁর পাঞ্জাবির এক কোণ কামড়ে ধরে চুপ করে বসে রইল। তিনি মাটি কুপিয়ে দিতে লাগলেন। বড় ভালো লাগছে। শীতের সকালের এই চমৎকার রোদ, ফুলের গন্ধ, গা ঘেঁষে বসে থাকা প্রিয় প্রাণী। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দের যোগফল বিরাট একটি সংখ্যা। সেই সংখ্যা অসীমের কাছাকাছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর সাহেব খুড়পি নামিয়ে পাঞ্জাবির পকেটে চুরুটের জন্যে হাত দিলেন। মেঘবতী পাঞ্জাবির পকেট এখনো কামড়ে ধরে আছে।

'মেঘবতী, ছাড় তো দেখি, চুরুট নেব।'

মেঘবতী ছাড়ল না।

তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাঁর চোখে পলক পড়ল না। মেঘবতী মরে পড়ে আছে। মৃত্যুর আগে আগে সে কিছু একটা বলতে এসেছিল। বলতে পারে নি। পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর তার হৃদয়ে ভালোবাসা দিয়েছিলেন, মুখে ভাষা দেন নি। মৃত্যুর আগে আগে যে কথাটি সে বলতে এসেছিল তা বলতে পারে নি। সে তার প্রভুর পাঞ্জাবির পকেট কামড়ে ধরে অচেনা-অজানার দিকে যাত্রা করেছে।

মনসুর সাহেব ভাঙা গলায় ডাকলেন, আনুশকা। আনুশকা। আনুশকাকে ডাকতে গিয়ে তার গলা ভেঙে গেল।

আনুশকা ছুটে এলো।

মনসুর সাহেব ভাঙা গলায় বললেন, 'তোমার মেঘবতীর গায়ে একটু হাত রাখো মা।'

আনুশকা কয়েক পলক মেঘবতীর দিকে তাকিয়ে ছুটে গেল নিজের ঘরের দিকে।

এই বিশাল বাড়িতে সে ছিল নিঃসঙ্গ। মেঘবতী তাকে সঙ্গ দিয়েছে। কত রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে ভয় পেয়ে ডেকেছে, মেঘবতী।

ওন্নি জানালার কাছে মেঘবতীর গর্জন শোনা গেছে। সে জানিয়ে গেছে– আছি আমি আছি। তোমার মা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছেন, তোমার বাবা ঘুরছেন জাহাজে জাহাজে। কিন্তু আমি আছি। আমি আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থাকব। আমি পশু, আমি মানুষের মতো প্রিয়জনদের ছেড়ে যাওয়া শিখি নি।

আনুশকা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মনসুর সাহেব আনুশকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

'মা এমন করে কাঁদলে চলবে? রাত ন'টা বাজে। আজ না তোমাদের চারুচিনি দ্বীপে যাবার কথা।'

'আমি কোথাও যাব না।'

'তা তো হয় না মা। তুমি না গেলে তোমার বান্ধবীরা যাবে না। তোমার একার কষ্টের জন্যে তুমি অন্যদের কষ্ট দিতে পারো না। সেই অধিকার তোমার নেই মা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বললাম তো আমি যাব না।'

'তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ মা। মানুষ শুধু একার জন্যে বাঁচে না–মানুষ অন্যদের জন্যেও বাঁচে। এই খানেই মানুষ হয়ে জন্মানোর আনন্দ। এইখানেই মানুষ হয়ে জন্মানোর দুঃখ। মা উঠো। তোমার বান্ধবীরা সব মুখ কালো করে বসে আছে।'

আনুশকা নড়ল না।

মনসুর সাহেব বললেন, 'তোমার মা যেদিন হঠাৎ করে এসে আমাকে বলল, আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে পারছি না। আমি চলে যাচ্ছি। সেদিনও আমি কিন্তু ঠিক সময়ে অফিসে গিয়েছি। মা, তুমি তো আমার মেয়ে। আমার মেয়ে না?'

'হ্যাঁ আমি তোমারই মেয়ে।'

তাহলে তুমি ওঠো তো।

আনুশকা উঠে বসল। মনসুর সাহেব বললেন, 'তোমার আনন্দ তুমি সবাইকে দেখাবে। দুঃখ কাউকে দেখাবে না। তোমার মা আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমি যে দুঃখ পেয়েছিলাম তা কি কখনো কাউকে দেখিয়েছি? আমার এত প্রিয় যে মেয়ে তার কাছেও আজ মাত্র স্বীকার করলাম।'

আনুশকা চোখ মুছে বন্ধুদের কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'এখনো অনেক সময় আছে। চল তো সবাই ছাদে খানিকক্ষণ হৈচৈ করে আসি।'

AMARBOI.COM

৯.

ফরিদা হাসি মুখে বললেন, 'এই নে তোর টাকা গুনে দেখ এক হাজার আছে কি-না। এখন খুশি?'

তাঁর মুখে হাসি। তিনি মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারছেন না। মুনা তার বড় মামার কাছে চাওয়া মাত্র টাকা পেয়েছে। কোনো সমস্যা হয় নি।

'কি গুনে দেখলি না?'

সঞ্জু বলল, 'কি আশ্চর্য গুনে দেখতে হবে কেন? ভাত দিয়ে দাও মা।'

'মাত্র আটটা বাজে। এখনি ভাত খাবি কি? তোর ট্রেন সেই তো রাত সাড়ে দশটা।'

'একটু আগে আগে যাওয়া দরকার। টিকিটের ঝামেলা আছে।'

'তোর বাবাও তো সঙ্গে যাবে।'

সঞ্জু বিস্মিত হয়ে বলল, 'বাবা যাবে মানে? তাঁর যাওয়ার দরকার কি?'

'যেতে চাচ্ছে যাক না। তুই বিরক্ত হচ্ছিস কেন?'

'সবাই বলবে কি? ট্রেনে তুলে দিতে বাবা চলে এসেছেন। আমি কি কচি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোকা না-কি? না মা তোমার পায়ে পড়ি, যে ভাবেই হোক তুমি সামলাও। প্লিজ।'

'বেচারা এত আগ্রহ করে যেতে চাচ্ছে।'

'না-মা, না, প্লিজ। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। এম্নিতেই ওরা আমাকে খোকা বাবু ডাকে।'

'খোকা বাবু ডাকে?'

'হুঁ। কেনইবা ডাকবে না। ইউনিভার্সিটির সব ক'টা পরীক্ষার সময় বাবা উপস্থিত। হাতে কাটা ডাব। পরীক্ষা দিয়ে এসেই ডাব খেতে হবে। কি রকম লজ্জার ব্যাপার বলো তো।'

'লজ্জার কি আছে? ডাবের পানিতে পেটটা ঠাণ্ডা থাকে।'

'উফ মা তুমি বুঝবে না। তুমি বাবাকে সামলাও।'

'আচ্ছা দেখি বলে দেখি।'

মুনা এসে বলল, 'ভাইয়া বাবা তোমাকে ডাকছেন।'

সঞ্জু বাবার ঘরের দিকে রওনা হলো। আবারো হয়তো খানিকক্ষণ ইরাকের যুদ্ধের কথা শুনতে হবে। বাবার ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকার কোনো মানে হয় না। বাবার সঙ্গে তার বলার কোনো কথা নেই। মাঝে মাঝে সে মনেও করতে পারে না বাবাকে আপনি করে বলে না তুমি করে বলে। কলেজে যখন পড়ে তখন একদিন বাবা তাকে ডেকে বললেন, 'তুই আজ আমার অফিসে একটা চিঠি নিয়ে যেতে পারবি?'

সঞ্জু বলল, 'জি স্যার পারব।'

সোবাহান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'স্যার বলছিস কেন?'

সঞ্জু কোনো জবাব দিতে পারে নি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

এখনো সে ঐদিনকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সোবাহান সাহেব বললেন, 'বোস।'

সঞ্জু বসল।

'টাকা-পয়সা কি লাগবে বললি না তো।'

'মা টাকা দিয়েছে।'

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে, নে আরো দু'শ টাকা রেখে দে।'

'লাগবে না বাবা।'

'রেখে দে।'

'লাগবে না। মা এক হাজার টাকা দিয়েছে।'

সোবাহান সাহেবের মন একটু খারাপ হলো। তিনি ভেবেছিলেন, বাড়তি দু'শ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা পেয়ে ছেলে খুশি হবে। তিনি তার আনন্দিত মুখ দেখবেন।

'সঞ্জু তোর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ সিগারেট খায়?'

সঞ্জু অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল। এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মানে কি সে বুঝতে পারছে না। সোবাহান সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, 'আমার অফিসের এক কলিগ ঐ দিন আমাকে এক প্যাকেট ডানহিল সিগারেট দিল। আমি তো সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। প্যাকেটটা পড়ে আছে। তোর বন্ধুবান্ধবদের জন্যে নিয়ে যাবি? অবশ্য সিগারেট খাওয়া ভালো না। বদঅভ্যাস।'

সঞ্জু মিথ্যা করে বলল, 'কেউ সিগারেট খায় না বাবা।'

'ও আচ্ছা। আচ্ছা তাহলে থাক। তোর ট্রেন তো সাড়ে দশটায়?'

'জি।'

'আমি তুলে দিয়ে আসব, কোনো অসুবিধা নেই। সাড়ে ন'টার দিকে বেরুলেই হবে।'

'আপনার যেতে হবে না বাবা।'

সোবাহান সাহেব আর কিছু বললেন না। পত্রিকা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। সঞ্জু বাবার ঘর থেকে বের হয়ে মনে মনে বলল, 'বাঁচলাম'।

১০.

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিলেন।

শুভ্র এসে বলল, 'বাবা আমি যাচ্ছি।'

ইয়াজউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এখন যাচ্ছ মানে? এখন বাজে রাত ন'টা। গাড়িতে স্টেশনে যেতে তোমার সময় লাগবে পাঁচ মিনিট।'

'আমাদের সবারই একটু আগে যাবার কথা। তাছাড়া আমি গাড়ি নিচ্ছি না, রিকশা করে যাচ্ছি।'

'রিকশা করে যাচ্ছ?'

'জি।'

'কেন জানতে পারি?'

'নিজের মতো করে যেতে চাচ্ছি বাবা।'

'গাড়ি নিয়ে গেলে বুঝি পরের মতো করে যাওয়া হবে?'

শুভ্র কিছু বলল না।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'সত্যি করে বলো তো, তুমি কি কোনো কারণে আমার উপর বিরক্ত?'

'বিরক্ত হব কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর আমার পছন্দ না। তুমি আমার ওপর বিরক্ত কি বিরক্ত না সেটা বলো। হ্যাঁ অথবা না।'

'হ্যাঁ।'

ইয়াজউদ্দিন অনেকক্ষণ ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুভ্র হ্যাঁ বলেছে এটা বিশ্বাস করতে তাঁর সময় লাগছে।

'তুমি বিরক্ত কেন?'

'এখন তো আমার সময় নেই বাবা পরে গুছিয়ে বলব।'

'স্টেশনে যেতে তোমার লাগবে পাঁচ মিনিট।'

'আমি তো রিকশা করে যাচ্ছি।'

'রিকশাতেও কুড়ি মিনিটের বেশি লাগার কথা না।'

শুভ্র স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তোমার ওপর কেন বিরক্ত সেটা বলতে আমার সময় লাগবে। আমি ফিরে এসে বলব।'

'অনেক দীর্ঘ কথাও খুব সংক্ষেপে বলা যায়। তিন পাতার যে রচনা তার সাবসটেন্স সাধারণত দু'তিন লাইনের বেশি হয় না।'

শুভ্র বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমার ওপর বিরক্ত কারণ তুমি আমাকে অবিকল তোমার মতো করতে চাও।'

'সব বাবাই কি তাই চায় না!'

'চাওয়াটা ঠিক না। এটা চাওয়া মানে ছেলেদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। অন্যায় প্রভাব ফেলা।'

'আমি তোমার ওপর অন্যায় প্রভাব ফেলছি?'

'চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ না।'

'মনে হচ্ছে মানুষ হিসেবে তুমি আমাকে তেমন পছন্দ করো না।'

'পছন্দ করি, কিন্তু তুমি সব সময় নিজেকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান মনে করো। এটা আমার পছন্দ না।'

'তোমার ধারণা আমি অন্যদের চেয়ে বুদ্ধিমান নই?'

'আমার তাই ধারণা বাবা। তুমি অন্যদের চেয়ে কৌশলী কিন্তু বুদ্ধিমান নও।'

'কি ভাবে বুঝলে আমি বুদ্ধিমান নই?'

'একজন বুদ্ধিমান মানুষ অন্যদের বুদ্ধি খাটো করে দেখে না। একজন বোকা লোকই তা করে। তুমি সব সময় আমার বুদ্ধিকে খাটো করে দেখেছ। মা'কে খাটো করে দেখেছ। আমি যে যথেষ্ট বুদ্ধিমান সেটা তুমি এখন বুঝতে পারছ–আগে না। এর আগ পর্যন্ত তোমার ধারণা ছিল আমি পড়ুয়া একজন ছেলে। বইপত্র ছাড়া কিছুই বুঝি না। আমি জগতের বাইরের একজন মানুষ যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাড়া আর কিছুই পারে না।'

'শুভ্র তুমি বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলি।'

'আমার তো সময় নেই বাবা।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়। আমি বরং তোমার সঙ্গে রিকশা করে যাই। অনেক দিন রিকশা চড়া হয় না। যেতে যেতে কথা বলি।'

'আমি একাই যেতে চাই বাবা।'

'তোমার মনে যে এতটা চাপা ক্ষোভ ছিল তা আমি বুঝি নি।'

'বুদ্ধি কম বলেই বোঝনি। অন্য যে কোনো বাবা সেটা বুঝতেন।'

'আই অ্যাম স্যরি। আই এ্যাপেলোজাইজ।'

শুভ্র নিচু হয়ে বাবাকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে গেল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব ছেলেকে তা করতে দিলেন না, জড়িয়ে ধরলেন।

শুভ্র বলল, 'আমি যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দিও। আমি তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসি বাবা। এই ভালোবাসার মধ্যে কোনো রকম খাদ নেই। একজন মানুষ অন্য একজনকে তার গুণের জন্যে ভালোবাসে। আমি ভালোবাসি তোমার দোষগুলির জন্যে। তুমিই আমার দেখা একমাত্র মানুষ যার দোষগুলিকে গুণ বলে মনে হয়।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ছেলেকে রিকশায় তুলে দিয়ে রিকশাওয়ালাকে বললেন, খুব ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যাও। বলেই তাঁর কি মনে হলো তিনি বললেন, না ঠিক আছে তুমি যে ভাবে যাও সেভাবেই যাবে। ধীরে যেতে হবে না।

রিকশাওয়ালা উল্কার বেগে ছুটল। কমলাপুর রেলস্টেশনের কাছাকাছি এসে স্পিড-ব্রেকার ধাক্কা খেয়ে রিকশা উল্টে গেল। লোকজন ছুটে এসে শুভ্রকে টেনে তুলল। শুভ্র বলল, 'আমার কিছুই হয় নি শুধু চশমাটা ভেঙে গেছে।'

শুভ্র কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আলো এবং ছায়া তার চোখে ভাসছে। চশমা ছাড়া সে সত্যি সত্যি অন্ধ।

শুভ্র বলল, 'আপনারা কেউ কি আমাকে দয়া করে কমলাপুর রেল স্টেশনে নিয়ে যাবেন। আমি চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। প্লিজ আপনারা কেউ আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

১১.

জরী বিছানায় পা তুলে বসে আছে।

মনিরুদ্দীন, তাঁর বাবা এবং বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন চলে এসেছে। বসার ঘরে সবার জায়গা হচ্ছে না। বারান্দায় কিছু বেতের চেয়ার দেয়া হয়েছে। সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছেন। মনিরুদ্দিন সৌদি আরবে সাদ্দামের বাহিনী ঢুকে পড়েছে এই খবরে খুবই উল্লসিত। তিনি নিচু গলায় ভেতরের কিছু খবরও দিচ্ছেন। যেমন বাংলাদেশ টেলিভিশন যে বারবার বলছে সৌদি আরবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল সদস্য ভালো আছে এটা খুবই ভুলো খবর। এরা আসল খবর দিচ্ছে না। আসল খবর হলো স্কার্ড মিজাইলে একাত্তর জন সোলজার শেষ। ঢাকা এয়ারপোর্টে কার্ফিউ দিয়ে এদের ডেড বডি আনা হয়েছে। এটা খুবই পাকা খবর।

সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে। একদফা চা হয়েছে। দ্বিতীয় দফা চায়ের অর্ডার দেয়া হয়েছে। বিয়ে পড়াতে সামান্য দেরি হবে। মগবাজারের কাজি সাহেব এখনো এসে পৌঁছান নি। তাঁকে আনতে গাড়ি গেছে।

বরপক্ষ ছেলের এক খালা বড় একটা স্যুটকেস নিয়ে এসেছেন। তিনি হাসি হাসি মুখে এ বাড়ির মেয়েদের স্যুটকেসের জিনিস দেখাচ্ছেন।

'হুট করে বিয়ে হচ্ছে এই জন্যেই ঘরে যা ছিল তাই আনা হয়েছে। গয়নার এই সেটটা আপনারা একটু দেখেন। কিছুক্ষণ আগে রেডিমেড কেনা হয়েছে। দাম পড়েছে আশি হাজার সাত শ'। মোট পাঁচটা রিয়েল ডায়মন্ড আছে। রিসিটও সঙ্গে এনেছি, পছন্দ না হলে বদলে আনতে পারবেন।'

মেয়েরা চোখ বড় বড় করে জড়োয়া সেটের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকার মতোই জিনিস। ছেলের খালা বললেন,

'বিয়ে পড়ানো হোক। বিয়ে পড়ানো হবার পর মেয়ের গলায় এটা পরাবেন।'

'জরীর বড় চাচী বললেন, 'আগে পরালে অসুবিধা কি?'

ভদ্রমহিলা শুকনো গলায় বললেন, 'আগে না। বিয়ে পড়ানো হোক।'

জরীর বড় চাচি উঠে এলেন। ঢুকলেন জরীর ঘরে। জরী চাচির দিকে তাকাল। কিছু বলল না। চাচিকে সে পছন্দ করে না। ভদ্রমহিলা খুব ঝগড়াটে। জরীরা যে এ বাড়ির আশ্রিত তা তিনি দিনের মধ্যে একবার জরীদের মনে করিয়ে দেন।

বড় চাচি তীক্ষ্ণগলায় বললেন, 'তুই আমাকে ঠিক করে বল তো জরী, তুই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলি কেন?'

'বলতে ইচ্ছা করছে না চাচি।'

'ছেলেটাকে তোর খুব অপছন্দ হয়েছে?'

'জি।'

'আমারও অপছন্দ হয়েছে। এরা ছোটলোকের ঝাড়। তুই বউ সেজে বসে আছিস কেন? পালিয়ে যা না।'

জরী অবাক হয়ে তাকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় চাচি বললেন, 'পেছনের দরজা দিয়ে বের হ। কোনো বান্ধবীর বাসায় চলে যা। তারপর দেখা যাবে।

'আমার সাহসে কুলাচ্ছে না চাচি।'

'তুই আয় তো আমার সাথে। পরের বাড়িতে থেকে থেকে তোদের সব গেছে। সাহস গেছে, মর্যাদাবোধ গেছে, তোদের সাথে আমার কথা বলতে ঘেন্না লাগে। আয় আমার সাথে আয়। টুকুনকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে নিয়ে কোনো এক বান্ধবীর বাড়িতে লুকিয়ে থাক।'

'সত্যি বলছেন?'

'সত্যি বলছি না তো কি তোর সঙ্গে রস করছি? আমার রস করার বয়স?'

বড় চাচি নিজেই পেছনের দরজা দিয়ে জরীকে বের করলেন। তাঁর সেজো ছেলে টুকুনকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

তারা একটা বেবিটেক্সি নিল।

টুকুন বলল, 'তুমি যাবে কোথায় জরী আপা?'

'দারুচিনি দ্বীপে যাব।'

'সেটা কোথায়?'

'অনেক দূর। তুই আমাকে কমলাপুর রেলস্টেশনে নামিয়ে এই বেবিটেক্সি নিয়েই বাসায় ফিরে যাবি। পারবি না?'

'খুব পারব। ঢাকা শহর আমার মতো কেউ চিনে না।'

টুকুনের বয়স দশ, এত বড় দায়িত্ব পেয়ে সে খুবই আনন্দিত।

AMARBOI.COM

১২.

অয়ন একটা স্যুটকেশ এবং হ্যান্ডব্যাগ হাতে সন্ধ্যা থেকেই তার ছাত্রের বাসায় বসে আছে। ছাত্রের খোঁজ নেই। শুধু ছাত্র না, বাড়িতেই কেউ নেই, সবাই দলবেঁধে বিয়ে খেতে গেছে।

কাজের ছেলেটি বলল, 'বসেন মাস্টার সাব। চা খান।' বাড়িতে লোকজন না থাকলে কাজের লোকরা খুব সামাজিক হয়ে ওঠে। আগ্রহ করে চা-টা দেয়। অয়ন জিজ্ঞেস করল, 'কখন ফিরবে?'

'তার কি কোনো ঠিক আছে। বিয়া বাড়ি বইল্যা কথা। রাইত নয়টার আগে না।'

রাত ন'টা হলে অপেক্ষা করা যায়। ন'টা-দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে। একটা বেবিটেক্সি নিলে দশ মিনিটে স্টেশনে চলে আসবে। জিনিসপত্র তো সব সঙ্গেই আছে। অসুবিধা কিছু নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়নের মনে হলো ন'টার আগেই তার ছাত্র চলে আসবে। স্যারের কথা নিশ্চয়ই তার মনে আছে। গতকালই তো সে বলেছে, চিন্তা করবেন না স্যার আমি ব্যবস্থা করে রাখব। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে রেখেছে।

অয়ন বলল, 'বিয়ে কোথায় জানো না-কি করিম?

'জে না। কিছুই জানি না। চা দিমু?'

'আচ্ছা দাও। চা দাও।'

রাত দশটার ভেতর সে সর্বমোট ছ'কাপ চা খেল। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল তার ছাত্রের কালো গাড়ি যদি দেখা যায়।

রাত দশটা পাঁচে কাজের ছেলে এসে বলল, 'তারা আইজ আর আসব না। চইলা গেছে মীর্জাপুর।'

'তুমি বুঝলে কি করে?'

'আম্মা টেলিফোন করছিল।'

'আমি যে বসে আছি এটা বলেছ?'

'জে না। ইয়াদ ছেল না।'

অয়নের মনে আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। এমন তো হতে পারে তার ছাত্র ড্রাইভারকে দিয়ে স্টেশনে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কারণ সে জানে তার স্যার রাত সাড়ে দশটার ট্রেনে যাচ্ছে। বিয়ের তাড়াহুড়োয় মনে ছিল না। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে মনে হয়েছে। সে কি চলে যাবে স্টেশনে?

'করিম?'

'জে মাস্টার সাব।'

'তারা কোত্থেকে টেলিফোন করেছে?'

'তা তো জানি না।'

'এই বাসায় কি কেউ নেই? সব চলে গেছে?'

'জে। বড় সাবের এক ভাই আছেন?'

'তুমি উনাকে একটু জিজ্ঞেস করে আসবে আমার কথা বাবু কিছু বলে গেছে কি-না। আমাকে কিছু টাকা দেয়ার কথা ছিল। বাবু কি উনার কাছে দিয়ে গেল কি-না।'

করিম খোঁজে নিয়ে এলো। বাবু কিছুই বলে নি।

অয়ন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলো বাবু ড্রাইভারকে দিয়ে স্টেশনেই টাকা পাঠিয়েছে। এতক্ষণ এইখানে নষ্ট না করে তার উচিত ছিল স্টেশনে চলে যাওয়া। বিরাট ভুল হয়েছে।

অয়ন ঘর থেকে বের হয়েই বেবিটেক্সি নিল। হাতে সময় একেবারেই নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩.

কমলাপুর রেলস্টেশনে শুভ্র দাঁড়িয়ে আছে।

এত লোকজন চারপাশে সে কাউকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। মানুষগুলিই মনে হচ্ছে ছায়া মূর্তি। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেও সে তিনজনের সঙ্গে ধাক্কা খেল। ভেবেছিল এ রকম সমস্যা হবে। দলের অন্যদেরইবা সে কি করে খুঁজে বের করবে। একমাত্র উপায় যদি ওদের কেউ তাকে দেখতে পায়। এখনো কেউ দেখতে পায় নি। ওরা কি আসে নি? সাড়ে ন'টা বাজে। এর মধ্যে তো এসে পড়া উচিত। এত দেরি করছে কেন?

'আপনি, আপনি এখানে?'

শুভ্র তাকাল। তার সামনে একটি তরুণী মূর্তি তা সে বুঝতে পারছে। কিন্তু চিনতে পারছে না। গলার স্বরও অচেনা। নিশ্চয় ক্লাসের কোনো মেয়ে। ক্লাসের মেয়েরা ছেলেদের তুমি তুমি করে বলে, শুধু শুভ্রের বেলায় আপনি। দোষটা অবশ্যই শুভ্রর। সে ক্লাসের কোনো মেয়েকে তুমি বলতে পারে না।

'আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারছেন না। আমার নাম জরী। সাবসিডিয়ারিতে আমরা একসঙ্গে ক্লাস করি।'

'ও আচ্ছা।'

'এখনো আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি? আপনার সঙ্গে বেশ কয়েকবার আমার কথা হয়েছে।'

শুভ্র অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'আমি চিনতে পেরেছি।'

'তাহলে বলুন আমার নাম কি?'

শুভ্র বিব্রত গলায় বলল, 'আমি চোখে কিছুই দেখতে পারছি না। এই জন্যে কিছু চিনতেও পারছি না। আমার চশমা ভেঙে গেছে। চশমা ছাড়া আমি কিছুই দেখি না।'

জরী বলল, 'আমরা সবাই এই খবর খুব ভালো জানি। আপনার নাম হচ্ছে কানা বাবা। আমরা মেয়েরা অবশ্য কানা-বাবা বলি না।'

'আপনারা কি বলেন?'

আমরা বলি—'The learned blind father.'

'Learned?'

'লারনেড না ডেকে উপায় আছে। যে ছেলে জীবনে কোনো দিন কোনো পরীক্ষায় ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয় নি তাকে ইচ্ছে না থাকলেও লারনেড ডাকতে হয়।'

শুভ্র অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিব্রত বোধ করার প্রধান কারণ সে এখনো মেয়েটিকে চিনতে পারে নি।

জরী বলল, 'আপনি কি দারুচিনি দ্বীপে যাচ্ছেন?'

'জি।'

'আমাকে এত সম্মান করে জি বলতে হবে না। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এই প্লাটফরম থেকে ময়মনসিংহ লাইনের গাড়ি যায়। আপনার গাড়ি ছাড়বে চার নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে।'

শুভ্র হাসি মুখে বলল, 'আমি তো এ সবের কিছুই জানি না। একজন লোক হাত ধরে ধরে এখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। তারপর থেকে দাঁড়িয়েই আছি।'

জরী বলল, 'চলুন হাত ধরে ধরে আপনাকে চার নম্বর প্ল্যাটফরমে নিয়ে যাই। ধরুন হাত ধরুন। সংকোচ করার কিছু নেই। আপনি হচ্ছেন কানা-বাবা।

জরী ভেবে পেল না সে হঠাৎ এত কথা বলছে কেন? সে তো চুপচাপ ধরনের মেয়ে। এত কথা তো সে কখনো বলে না। আজ তার হয়েছেটা কি?

শুভ্র হাত ধরল। খানিকটা ইতস্তত করে বলল, 'আপনিইবা কেন এদিকে এলেন? আপনারওতো চার নম্বর প্ল্যাটফরমে থাকার কথা।'

'কেউ এখনো আসে নি তাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আচ্ছা আপনার চোখ এত খারাপ আপনার তো উচিত বাড়তি চশমা রাখা।'

শুভ্র বলল, 'এক্সট্রা চশমা বাড়িতে আছে।'

জরী বলল, 'আপনার ব্যাগ কে গুছিয়ে দিয়েছে বলুন তো?'

'আমার মা।'

'তাহলে ব্যাগ খুললেই বাড়তি চশমা পাওয়া যাবে। দেখি আপনার ব্যাগটা খুলি। চাবি দিন তো।'

শুভ্র বলল, 'আমার মনে হয় না মা বাড়তি চশমা দিয়েছেন।'

'অবশ্যই দিয়েছেন। কোনো মা এত বড় ভুল করবে না। দিন চাবি দিন।'

ব্যাগ খুলতেই খাপে মোড়া দু'টা চশমা পাওয়া গেল।

চোখে চশমা দিয়ে শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি এত সেজেছেন কেন?'

'আজ রাতে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল। এটা হচ্ছে বিয়ের সাজ। বিয়ে হয় নি বলেই যেতে পারছি।'

শুভ্র বলল, 'ভাগ্যিস হয় নি। বিয়ে হলে আপনার সঙ্গে দেখা হতো না। আমারো দারুচিনি দ্বীপে যাওয়া হতো না। বোকার মতো একা একা ভুল প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কেউ আমাকে খুঁজে পেত না। আর পেলেও কেউ বুদ্ধি করে বলতে পারত না যে আমার ব্যাগে এক্সট্রা চশমা আছে। আমাকে যেতে হতো অন্ধের মতো।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জরী হাসল।

এখন তার সব কিছুই ভালো লাগছে। পৃথিবীটা অনেক বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। স্টেশনের হৈচৈ আলো সব মিলিয়ে কেমন যেন নেশা ধরে যাচ্ছে। বারবার মনে হচ্ছে পৃথিবী এত সুন্দর কেন? আরেকটু কম সুন্দর হলে তো ক্ষতি ছিল না। দু'জন হাঁটছে ছোট ছোট পা ফেলে। শুভ্র হঠাৎ কি মনে করে বলে ফেললে, 'চশমাটা পাওয়া না গেলেই ভাল হতো।'

'কেন?'

'আপনি আমাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যেতেন। আপনি যখন আমার হাত ধরে হাঁটছিলেন আমার অসম্ভব ভালো লাগছিল। কিছু মনে করবেন না, কথাটা বলে ফেললাম। বেশির ভাগ সময় আমরা মনের কথা বলতে পারি না বলে কষ্ট পাই। আমি ঠিক করেছি আমি এই ভুল কখনো করব না। যা বলতে ইচ্ছা করে–তা বলব। আপনি কি রাগ করলেন?'

জরী সহজ গলায় বলল, 'না রাগ করি নি। আপনি বরং এক কাজ করুন, চশমাটা খুলে পকেটে রেখে দিন। আমি আপনাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাই। নয়ত ওরা দেখলে হাসাহাসি করবে।'

শুভ্র চশমা খুলে পকেটে রাখল।

জরী তাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দলটির সঙ্গে দেখা হলো। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—কানা-বাবা! কানা-বাবা।

আনুশকা ছুটে এসে বলল, 'জরী তোর তো যাওয়ার কথা ছিল না।'

জরী বলল, 'চলে এলাম।'

'খুব ভাল করেছিস। খুব ভালো। তুই কানা-বাবাকে কোথায় পেলি?'

'পেয়ে গেলাম। বেচারা চশমা ভেঙে ফেলেছে। হাত ধরে আনা ছাড়া উপায় কি?'

দলের সবাই আবার চেঁচিয়ে উঠল—কানা-বাবা। কানা-বাবা।

সঞ্জুর বাবাও এসেছেন।

সঙ্গে মুনাকে নিয়ে এসেছেন। সঞ্জু খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

সে বুঝতে পারছে তাকে নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে গা টেপাটেপি হচ্ছে। মোতালেব ফিসফিস করে বলল, দেখ সবাই দেখ খোকাবাবুর বাবা ফিডিং বোতল হাতে চলে এসেছে। লোকটার কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই?

সবাই ট্রেনে উঠছে। প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরায় নয়। থার্ড ক্লাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে কারোর আনন্দে ভাটা পড়ছে না। হাসাহাসি, আনন্দ উল্লাসের সীমা নেই। আনুশকা পাশের অচেনা এক ভদ্রলোককে বলল, 'ব্রাদার আপনি কি সেন্ট মেখেছেন গন্ধ বমি এসে যাচ্ছে।' সেই লোক হতভম্ব।

জরী শুভ্রকে বলল, 'আপনি চশমা পরছেন না কেন?'

শুভ্র হাসিমুখে বলল, 'আমি চশমা পরব না বলে ঠিক করেছি।'

'বেশ তাহলে হাত ধরুন। আপনাকে ট্রেনে নিয়ে তুলি।'

মোতালেব চেঁচিয়ে বলল, ভাইসব রাস্তা করে দিন, 'কানা-বাবা আসছে কানা-বাবা। দি লারনেড ব্লাইন্ড ফাদার।'

নীরা চেঁচিয়ে বলল, 'অবিকল এই রকম একটা দৃশ্য আমার কল্পনায় ছিল। সুনীল অন্ধ হয়ে গেছে। আমি তার হাত ধরে ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুনীল এই পৃথিবীকে দেখছে আমার চোখ দিয়ে। বানিয়ে বলছি না। বিশ্বাস কর। এই দ্যাখ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

আনুশকা বলল, 'লারনেড ব্লাইন্ড ফাদারকে সারাক্ষণ হাত ধরে ধরে কে টানবে? চিটাগাং নেমেই ওর জন্যে চশমার ব্যবস্থা করতে হবে। শুনুন লারনেড ব্লাইন্ড ফাদার, সব সময় আমরা আপনাকে আপনি বলেছি, এখন আর বলব না। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।'

শুভ্র হাসল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি খুব খুশি হব যদি তা করেন।'

'আরেকটা কথা, এমন ফরম্যাল ভঙ্গিতে বলবেন না, বললে চিমটি খাবেন।'

'জি আচ্ছা। আর বলব না।'

রানা বলল, 'একটা গান ধরলে কেমন হয়?'

নীরা বলল, 'খুব খারাপ হয়। আচ্ছা আমি বসব কোথায়? আমার তো বসার জায়গা নেই।'

রানা বলল, 'তুমি এবং সুনীল তোমরা দু'জন দাঁড়িয়ে যাও। হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকো।'

'আমার দাঁড়িয়ে যেতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সুনীলকে বসতে দাও। জানালার পাশে বসতে দাও। বেচারা কবি মানুষ।'

সত্যি সত্যি জানালার পাশে খানিকটা জায়গা খালি করা হলো। সেখানে কেউ বসল না।

মুনা লক্ষ করল সবাই আছে শুধু অয়ন নেই।

সে কি যাচ্ছে না? কাউকে জিজ্ঞেস করতে তার খুব লজ্জা লাগছে তবু লজ্জা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে মোতালেবকে জিজ্ঞেস করল।

মোতালেব বিরক্ত মুখে বলল, যাওয়ার তো কথা, গাধাটা এখনো কেন আসছে না কে জানে। ট্রেন মিস করবে। গাধারা সব সময় এ রকম করে। আগে একবার পিকনিকে গেলাম। সে গেল না। পরে শুনি চাঁদার টাকা জোগাড় হয় নি। আরে একজন চাঁদা না দিলে কি হয়। সবাই তো দিচ্ছি।

মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'উনার কি টাকার জোগাড় হয় নি?'

মোতালেব বলল, 'কি করে বলব। আমাকে তো কিছু বলে নি।'

মুনা অসম্ভব রকম মন খারাপ করে বাবার কাছে চলে এলো। আর তখনি সে অয়নকে দেখল। অয়ন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় সে চাচ্ছে না কেউ তাকে দেখে ফেলুক। মুনা চেঁচিয়ে ডাকল, 'অয়ন ভাই। অয়ন ভাই।'

অয়ন প্ল্যাটফর্মে গাদা করে রাখা প্যাকিং বাক্সগুলির আড়ালে সরে গেল। মুনা এগিয়ে গেল। পিছনে পিছনে এলেন সোবাহান সাহেব।

মুনা বলল, 'অয়ন ভাই আপনি যাচ্ছেন না। ট্রেন তো ছেড়ে দিচ্ছে।'

অয়ন কি বলবে ভেবে পেল না। সোবাহান সাহেব উত্তেজিত গলায় বললেন, 'দৌড়ে গিয়ে উঠো। সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে।'

অয়ন নিচু গলায় বলল, 'চাচা আমি যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছ না কেন?

'টাকা জোগাড় করতে পারি নি। একজনের দেয়ার কথা ছিল সে শেষ পর্যন্ত ... '

গার্ড বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে। ট্রেন নড়তে শুরু করেছে। অয়ন ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

মুনার চোখে পানি এসে গেছে। সে জল ভেজা চোখে তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

সোবাহান সাহেব পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে শান্তগলায় বললেন, 'বাবা এই নাও এখানে ছয়শ' টাকা আছে। তুমি যাও, দৌড়াও।'

অয়ন ধরা গলায় বলল, বাদ দিন চাচা। আমি যাব না।

তার খুব কষ্ট হচ্ছে, সে কখনোই কোথাও যেতে পারে না। তার জন্যে খুব কষ্ট তো তার হয় না। আজ কেন হচ্ছে?

সোবাহান সাহেব বললেন, 'এক থাপ্পড় দেব। বেয়াদব ছেলে। দৌড় দাও। দৌড় দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুনা বলল, 'যান অয়ন ভাই যান। প্লিজ।'

অয়ন টাকা নিল।

সে দৌড়াতে শুরু করেছে। তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে মুনা। সে কেন ছুটছে তা সে নিজেও জানে না।

দলের সবাই জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাচ্ছে। মোতালেব এবং সঞ্জু হাত বের করে রেখেছে—কাছাকাছি এলেই টেনে তুলে ফেলবে। এই তো আর একটু। আর একটু ...।

সোবাহান সাহেব চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছেন-'হে মঙ্গলময় ঈশ্বর। এই ছেলেটিকে দারুচিনি দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা তুমি করে দাও।'

ট্রেনের গতি বাড়ছে।

গতি বাড়ছে অয়নের। আর ঠিক তার পাশাপাশি ছুটছে মুনা। সে কিছুতেই অয়নকে ট্রেন মিস করতে দেবে না। কিছুতেই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

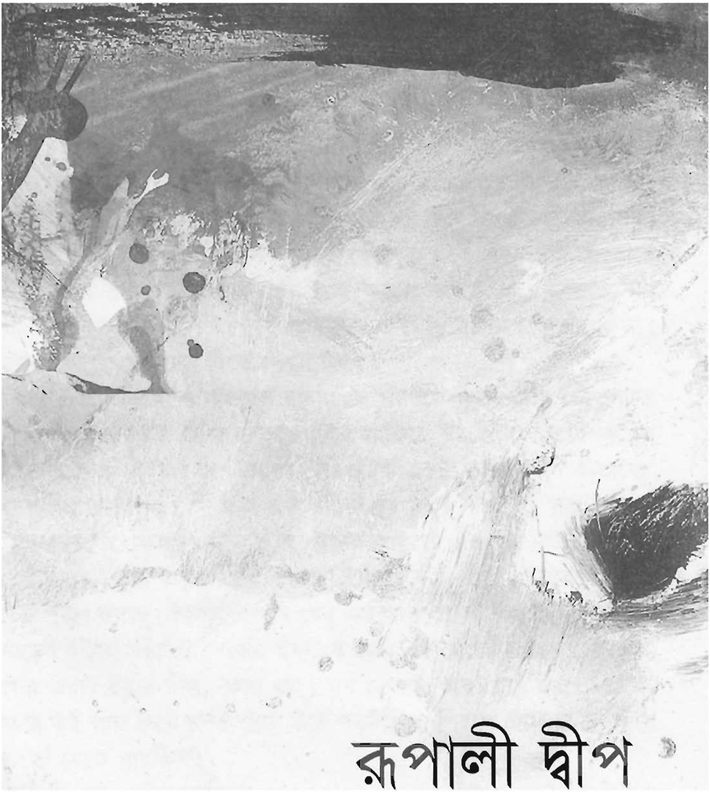

রূপালী দ্বীপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাবনা

একুশ খুব অদ্ভুত একটা বয়স।

এই বয়সে মাথায় বিচিত্র সব পাগলামি ভর করে। বুকের ভেতর থাকে এক ধরনের অস্থিরতা। সেই অস্থিরতার একটি রূপ হলো—"কী যেন নেই", "কী যেন নেই" অনুভূতি। সেই "কী যেন নেই"-কে খোঁজার চেষ্টাও এই বয়সেই প্রথম দেখা দেয়। পৃথিবীর বেশিরভাগ সাধুসন্ত এই বয়সে গৃহত্যাগ করেন।

চার বছর আগে জানুয়ারি মাসের এক প্রচণ্ড শীতের রাতে একুশ বছর বয়েসি একদল ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে বসেছিলাম। উপন্যাসের নাম 'দারুচিনি দ্বীপ'। সেই উপন্যাসে একদল ছেলেমেয়ে ঠিক করল, তারা দল বেঁধে বেড়াতে যাবে প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে। সেখানে কাটাবে পূর্ণচন্দ্রের একটি অপূর্ব রাত। আমি উপন্যাস শেষ করব জোছনার সুন্দর একটা বর্ণনা দিয়ে।

পাত্র-পাত্রীদের আমি কিন্তু প্রবাল দ্বীপ পর্যন্ত নিতে পারিনি। তার আগেই উপন্যাস শেষ করতে হয়েছে, কারণ—আমি নিজে তখনো দ্বীপে যাইনি। স্বপ্নের সেই দ্বীপ কেমন আমি জানতাম না।

এখন জানি। সেই অপূর্ব দ্বীপে আমি নিজে এক টুকরো জমি কিনে কাঠের একটা ছোট্ট ঘর বানিয়েছি। তার নাম দিয়েছি "সমুদ্র বিলাস"। ফিনিক-ফোটা জোছনায় আমি দেখেছি জ্বলন্ত সমুদ্র-ফেনা। আহা, কী দৃশ্য! সেই প্রায় পরাবাস্তব ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, ঐ তরুণ-তরুণীদের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাই-না সমুদ্রের কাছে!

যেখানে শেষ করেছিলাম 'দারুচিনি দ্বীপ' সেখান থেকেই শুরু হোক নতুন গল্প 'রূপালী দ্বীপ'। আসুন, রূপালী দ্বীপের পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ঘণ্টা পড়ে গেছে। কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে এক্ষুনি ছেড়ে দেবে চিটাগাং মেল। দারুচিনি দ্বীপের যাত্রীরা সবাই উঠে পড়েছে ট্রেনে। একজন শুধু ওঠেনি। সে হলো বল্টু। বল্টুর ভালো নাম অয়ন। অর্থাৎ পর্বত। পর্বত নাম হলেও এই ছোটখাটো মানুষটা মাথা নিচু করে প্ল্যাটফর্মের অন্ধকার কোণায় দাঁড়িয়ে। সে যাচ্ছে না, অথচ তারই যাবার আগ্রহ ছিল সবচে' বেশি। সে চাঁদার টাকাটা জোগাড় করতে পারে নি। অথচ তার আশা ছিল, শেষ মুহূর্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেও টাকা জোগাড় হবে। হয় নি।

প্ল্যাটফর্মে দারুচিনি দ্বীপের দলটাকে বিদায় জানাতে মুনা এসেছে বাবার সঙ্গে। মুনার ভাই সঞ্জু যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, মুনা তার ভাইকে বিদায় জানাতেই এসেছে। এই প্রকাশ্য কারণের বাইরে আছে একটি অপ্রকাশ্য কারণ। প্রকাশ্য কারণ হলো—অয়ন। মুনা আসলে এসেছে অয়নকে বিদায় জানাতে। অতি প্রিয়জনদের হাত নেড়ে বিদায় জানাতে খুব কষ্ট হয়, আবার এই কষ্টের সঙ্গে এক ধরনের আনন্দও থাকে। মুনা মা'র কাছ থেকে টাকা চুরি করে অয়নকে একটা হালকা নীল রঙের স্যুয়েটার কিনে দিয়েছে। কথা ছিল এই স্যুয়েটার গায়ে সে ট্রেনে উঠবে। মুনা কল্পনার দৃষ্টিতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—অয়ন নীল রঙের স্যুয়েটার পরে ট্রেনের কামরা থেকে গলা বের করে তার দিকে তাকিয়ে খুব হাত নাড়ছে। আর সে দেখেও না দেখার ভান করছে। সে, ঠিক করে রেখেছে, ভালো করে তাকাবেও না। অয়ন ভাইয়ের দিকে ভালো করে তাকালেই তার চোখে পানি এসে যায়। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা কেন হয় কে জানে? আজ সে এটা হতে দেবে না। কিছুতেই তাকাবে না। দরকার হলে চোখ বন্ধ করে রাখবে।

গার্ড সবুজ ফ্ল্যাগ দোলাচ্ছে। সবাই ট্রেনে উঠে পড়েছে। শুধু মোতালেব প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চোখে এদিক-ওদিক দেখছে। সবাই আছে। এক্ষুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে। তাহলে কি অয়ন যাচ্ছে না? মোতালেব ভাইকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা লাগছে। মুনার ধারণা, প্রশ্নটা করলেই মোতালেব ভাই অনেক কিছু টের পেয়ে যাবেন। তিনি ভুরু কুঁচকে তাকাবেন। যে তাকানোর অর্থ হচ্ছে–হঠাৎ করে অয়নের কথা কেন? ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা যে কী তা মুনা কাউকে বলতে চায় না। কাউকে না। অয়নকে তো কখনোই না। মরে গেলেও সে তার গোপন ভালোবাসা কাউকে জানাবে না। অন্যদের মতো অয়নকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে। অন্যরা যেমন ডাকে বল্টু। সেও ডাকবে বল্টু ভাই।

মোতালেব ট্রেনের কামরায় উঠতে যাচ্ছে। মুনা আর থাকতে পারল না। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'মোতালেব ভাই, অয়ন ভাইকে তো দেখছি না। উনি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?'

মোতালেব বিরক্ত মুখে বলল, 'যাওয়ার তো কথা, গাধাটা এখনো কেন আসছে না কে জানে? ট্রেন মিস করবে। গাধাটা সবসময় এরকম করে। আগে একবার পিকনিকে গেলাম। সে গেল না। পরে শুনি চাঁদার টাকা জোগাড় হয় নি। আরে, একজন চাঁদা না দিলে কী হয়? সবাই তো দিচ্ছি।

মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'ওনার কি টাকার জোগাড় হয় নি?'

মোতালেব বলল, 'কী করে বলব আমাকে তো কিছু বলেনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুনা অসম্ভব রকম মন-খারাপ করে বাবার কাছে চলে এলো। আর তখনি সে অয়নকে দেখল। অয়ন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়, সে চাচ্ছে না কেউ তাকে দেখে ফেলুক। মুনা চেঁচিয়ে ডাকল, 'অয়ন ভাই! অয়ন ভাই!'

অয়ন প্ল্যাটফর্মে গাদা করে রাখা প্যাকিং বাক্সগুলির আড়ালে সরে গেল। মুনা এগিয়ে গেল। পিছনে এলেন সোবাহান সাহেব।

মুনা বলল, 'অয়ন ভাই, আপনি যাচ্ছেন না? ট্রেন তো ছেড়ে দিচ্ছে।'

অয়ন কী বলবে ভেবে পেল না। সোবাহান সাহেব উত্তেজিত গলায় বললেন, 'দৌড়ে গিয়ে ওঠো। সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে।'

অয়ন নিচু গলায় বলল, 'চাচা, আমি যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছ না কেন?'

'টাকা জোগাড় করতে পারিনি। একজনের দেয়ার কথা ছিল, সে শেষ পর্যন্ত....'

গার্ড বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে। ট্রেন নড়তে শুরু করেছে। অয়ন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

মুনার চোখে পানি এসে গেছে। সে ভেজা চোখে তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

সোবাহান সাহেব পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে শান্তগলায় বললেন, 'বাবা, এই নাও, এখানে ছয়শ' টাকা আছে। তুমি যাও। দৌড়াও।'

অয়ন ধরা গলায় বলল, 'বাদ দিন চাচা। আমি যাব না।'

অয়নের খুব কষ্ট হচ্ছে। সে কখনোই কোথাও যেতে পারে না, সে জন্যে খুব কষ্ট তো তার হয় না। আজ কেন হচ্ছে?

সোবাহান সাহেব বললেন, 'এক থাপ্পড় দেব। বেয়াদব ছেলে। দৌড় দাও। দৌড় দাও।'

মুনা বলল, 'যান অয়ন ভাই, যান। প্লিজ।'

অয়ন টাকা নিল।

সে দৌড়াতে শুরু করেছে। তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে মুনা। কেন ছুটছে তা সে নিজেও জানে না।

দলের সবাই জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাচ্ছে। মোতালেব এবং সঞ্জু হাত বের করে রেখেছে—কাছাকাছি এলেই টেনে তুলে ফেলবে। এই তো আর একটু। আর একটু......।

সোবাহান সাহেব চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছেন -'হে মঙ্গলময়! এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটিকে দারুচিনি দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা তুমি করে দাও।'

ট্রেনের গতি বাড়ছে।

গতি বাড়ছে অয়নের। আর ঠিক তার পাশাপাশি ছুটছে মুনা। সে কিছুতেই অয়নকে ট্রেন মিস করতে দেবে না। কিছুতেই না।

এখন থেকেই শুরু হলো আমাদের নতুন গল্প....

বেঁটে মানুষ ভালো দৌড়তে পারে না। বেঁটে মানুষের পা থাকে খাটো। খাটো পায়ে লম্বা স্টেপ নেয়া যায় না। কিন্তু বল্টু প্রায় উড়ে যাচ্ছে। যে অসাধ্য সাধন করল, ছুটন্ত ট্রেন প্রায় ধরে ফেলল। তার বন্ধুরা ট্রেনের দরজা-জানালায় ভিড় করে আছে। রানা হাত বের করে আছে। একবার বল্টুর হাত ধরতে পারলেই টেনে তুলে ফেলবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে—বল্টুর পাশাপাশি ছুটছে মুনা। ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বের করে যারা উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে তাদের সবার মনে প্রশ্ন—এই মেয়েটা পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে কেন? এর তো দারুচিনি দ্বীপে যাবার কথা না। মুনাও যে শেষ মুহূর্তে বল্টুর সঙ্গে দৌড়াতে থাকবে এবং অবিকল বল্টুর মতোই ট্রেনের দরজার হাতল চেপে ধরবে, তা সে নিজেও বুঝতে পারে নি। যখন বুঝতে পেরেছে তখন আর সময় নেই। ট্রেনের চাকায় গতির কাঁপন। বেগ ক্রমেই বাড়ছে। এখন প্ল্যাটফর্মে নেমে যাবার উপায় নেই।

প্ল্যাটফর্মে হতভম্ব মুখে মুনার বাবা সোবাহান সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি এখনো পুরো ঘটনাটা বুঝতে পারছেন না। মেয়েটা হঠাৎ তার পাশ থেকে এমন ছুটতে শুরু করল কেন? কেনইবা দৌড়ে ট্রেনে উঠে পড়ল? ট্রেনে তার বড় ভাই আছে, এটা একটা ভরসা। অবশ্য সঞ্জু না থাকলেও সমস্যা হতো না। এই ছেলেমেয়েরা তাঁর মেয়েটার কোনো অনাদর করবে না। এরা সঞ্জুর বন্ধু, তিনি এদের খুব ভালো করেই চেনেন। মুনা ট্রেনের জানালা থেকে মুখ বের করে বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। সোবহান সাহেব এত দূর থেকে সেই হাসি দেখলেন না। তবে তিনি হাত নাড়লেন। হাত নেড়ে একধরনের অভয় দিলেন, বলার চেষ্টা করলেন, 'সব ঠিক আছে।'

বাবার দিকে তাকিয়ে মুনার কান্না পাচ্ছে। একা একা দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে কী অসহায় দেখাচ্ছে! যেন একজন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মানুষ, যার সব প্রিয়জন একটু আগেই ট্রেনে করে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে, যাদের আর কখনোই ফিরে পাওয়া যাবে না।

মুনার মনে হচ্ছে, তার বাবা কাঁদছেন। তিনি অল্পতেই কাঁদেন। মুনা যখন এসএসসি পরীক্ষা দিতে গেল সেদিনও তিনি কাঁদলেন। চোখ মুছতে মুছতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, আহা, দেখতে দেখতে মেয়েটা এত বড় হয়ে গেল! আজ এসএসসি দিচ্ছে। দু'দিন পরে বিয়ে দিতে হবে।

যেদিন এসএসসির রেজাল্ট হলো সেদিনও কাঁদলেন। রুমাল চোখে চেপে ধরে গাঢ় স্বরে বললেন, 'আমি খুব খুশি হয়েছি মা, খুবই খুশি। সেকেন্ড ডিভিশন এমন খারাপ কিছু না, ম্যাট্রিকের সেকেন্ড ডিভিশনও খুব টাফ।' বাবা তার জন্যে রাজশাহী সিল্কের শাড়ি কিনে আনলেন। পরীক্ষা পাসের উপহার। মুনার জীবনের প্রথম শাড়ি। সারা জীবনে মুনা নিশ্চয়ই অনেক জামা-কাপড় কিনবে। অনেক শাড়ি কিনবে—কিন্তু জীবনের প্রথম শাড়িটার কথা কখনো ভুলবে না। আচ্ছা, এই তথ্য কি বাবা জানেন?

বাতাসে মুনার চুল উড়ছে, গায়ের ওড়না উড়ছে। আর সে মনে মনে বলছে, কেন আমার বাবা এত ভালো মানুষ হলেন? কেন? কেন?

দলের সবাই চোখ বড় বড় করে মুনার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কথা বলছে না। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটাতে সময় নিচ্ছে। ট্রেনের অন্য যাত্রীরাও ব্যাপারটা বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখছে। মুনাকে তেমন বিচলিত মনে হচ্ছে না। দৌড়ে ট্রেনে এসে ওঠার পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সারা মুখে ঘাম। ওড়নার প্রান্ত দিয়ে সে মুখের ঘাম মুছল। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে রানার সামনে। বসার জায়গা আছে। ইচ্ছে করলে বসতে পারে, বসছে না। ছেলেরা সিগারেট খাবে বলে আলাদা বসেছে। মুনা মেয়েদের দেখতে পারছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েদের দিকে পেছন ফিরে।

AMARBOI.COM

সবার প্রথমে নিজেকে সামলাল রানা। সে থমথমে গলায় প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'তুই কী মনে করে ট্রেনে লাফিয়ে উঠলি? চুপ করে আছিস কেন? জবাব দে। আনসার মি। এরকম ইডিওটিক একটা কাজ করলি কীভাবে?'

মুনা কিছু বলল না। সে তার বড় ভাই সঞ্জুর দিকে তাকাল। সঞ্জু জানালা দিয়ে মুখ বের করে আছে। মনে হচ্ছে ট্রেনের কামরায় এত বড় নাটকীয় ঘটনা যে ঘটে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সঞ্জুর কোনো যোগ নেই। সে বাইরের অন্ধকার দেখতেই পছন্দ করছে। ভাবটা এরকম যেন অন্ধকারে অনেক কিছু দেখার আছে। মুনা নামের ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী এই মেয়েটিকে সে চেনে না।

রানা এবার হুঙ্কার দিল, 'কথা বল। মুখ সেলাই করে রেখেছিস কেন? কী মনে করে তুই লাফ দিয়ে চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়লি? পা পিছলে চাকার নিচে গিয়ে মরেও তো যেতে পারতিস।'

'মরি নি তো। বেঁচে আছি।'

'ভাগ্যক্রমে বেঁচে আছিস। কেন উঠলি এখন বল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুনা সহজ গলায় বলল, 'আমি নিজেও জানি না কেন উঠেছি। জানলে বলতাম। ঝোঁকের মাথায় উঠেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? ক্ষমা চাইতে হবে? কার কাছে ক্ষমা চাইব? তোমাদের কাছে, না ট্রেনের কাছে?'

'কথা ঘোরাচ্ছিস কেন? স্ট্রেইট কথার স্ট্রেইট জবাব দে।'

আনুশকা বলল, 'রানা, আপাতত তোমার জেরা বন্ধ রাখো। মেয়েটা হাঁপাচ্ছে। ও শান্ত হোক। মুনা, তুমি এখানে বসো।'

'আমি বসব না।'

'বসবে না কেন?'

'আমি তেজগাঁ স্টেশনে নেমে যাব। আমাকে নিয়ে আপনাদের কাউকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

রানা গম্ভীর গলায় বলল, 'তেজগাঁ নেমে যাবি মানে? এই ট্রেন তেজগাঁ থামে না। ফার্স্ট স্টপেজ ভৈরব।'

'আমি চেইন টেনে ট্রেন থামাব। তারপর বেবিট্যাক্সি নিয়ে বাসায় চলে যাব।'

রানা হুংকার দিয়ে বলল, 'তোর সাহস বেশি হয়ে যাচ্ছে মুনা। তুই টু মাচ সাহস দেখাচ্ছিস। মেয়েদের টু মাচ কারেজ ভয়ংকর।'

মুনা ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'তুমি উল্টা-পাল্টা ইংরেজি বলবে না তো রানা ভাই, অসহ্য লাগে।'

'আমি উল্টা-পাল্টা ইংরেজি বলি?'

'হ্যাঁ, বলো। আর অকারণে ধমক দাও। শুধু শুধু আমাকে ধমকাচ্ছ কেন? আমি কী করেছি?'

'কথা নেই, বার্তা নেই, তুই লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লি আর এখন বলছিস, আমি কী করেছি?'

'বলেছি তো, নেমে যাব। বলার পরেও ধমকাচ্ছ কেন?'

মুনার গলা ভারি হয়ে এলো। নিজেকে সামলানোর আগেই চোখে পানি এসে গেল। অয়ন ভাই দেখে ফেলছে না তো? সে বিবর্ণ মুখে অয়নের দিকে তাকাল। যা ভয় করেছিল, তাই। অয়ন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। মুনা কান্না চাপতে গিয়ে আরো সমস্যায় পড়ল। সমস্ত শরীর ভেঙে কান্না আসছে।

রানা বিব্রত গলায় বলল, 'কান্না শুরু করলি কী মনে করে? স্টপ ক্রাইং। শেষে ধাবড়া খাবি।'

মুনা আরো শব্দ করে কেঁদে উঠল।

ট্রেনের গতি কমে আসছে। তেজগাঁ চলে এলো বোধহয়। ট্রেন থামবে না, তবে ধীরগতিতে এগুবে। মুনা দরজার দিকে এগুচ্ছে। রানা বলল, 'তুই যাচ্ছিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায়?' মুনা জবাব দিল না। আনুশকা উঠে এলো। মুনার পিঠে হাত রেখে কোমল গলায় বলল, 'মুনা, তুমি আমার পাশে এসে বসো। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ।'

মুনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি আপনাদের সঙ্গে গিয়ে কী করব? আপনারা বন্ধুরা গল্প করতে করতে যাবেন। আমি কী করব? আমি কার সঙ্গে গল্প করব?'

আনুশকা মুনার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমার কিন্তু ধারণা, গল্প করার মানুষ তোমারও আছে। তোমাকে কাঁদতে দেখে সে খুব অস্থির হয়ে পড়েছে। তুমি যদি তেজগাঁ স্টেশনে নেমে পড়ো সেও নেমে পড়বে।'

'আপা, আপনি চুপ করুন তো!'

'বেশ, চুপ করলাম। তুমিও শান্ত হয়ে বসো। আমার পাশে বসতে ইচ্ছা না হলে যেখানে ইচ্ছা বসো। বসবে আমার পাশে?'

'না।'

মুনা করিডোর ধরে এগুচ্ছে। রানা যাচ্ছে তার পেছনে পেছনে। এই মেয়েকে চোখের আড়াল করা ঠিক হবে না। ডেঞ্জারাস মেয়ে। কী করে বসে কে জানে? হয়তো ফট করে লাফ দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে গেল। যে চলন্ত ট্রেনে উঠতে পারে, সে নামতেও পারে। রানা নরম গলায় বলল, 'মুনা শোন, আমার ওপর রাগ করিস না। এতগুলি লোক নিয়ে যাচ্ছি, টেনশানে মেজাজ হট হয়ে থাকে—যাচ্ছিস কোথায়? বোস—জানালার কাছে একটা সিট খালি আছে।

মুনা বসল। রানা তার পাশে বসতে বসতে বলল, 'তোর পাশে কিছুক্ষণ বসি, তোর রাগ কমলে উঠে যাব।'

'আমার রাগ কমেছে। তুমি উঠে যেতে চাইলে উঠে যেতে পারো।'

'এতগুলি মানুষকে গাইড করে নিয়ে যাওয়ার টেনশান তুই বুঝবি না।'

'তুমি গাইড করে নিচ্ছ মানে? গাইড করে নেয়ার এর মধ্যে কী আছে? সবাই ট্রেনে উঠেছে—ট্রেন যাচ্ছে।'

'ব্যাপারটা এত সোজা না রে মুনা। একটা দলকে নিয়ে বেড়াতে যাবার কী সমস্যা তা শুধু দলপতিই জানে। আর কেউ জানে না। দলপতি হলো একটা দলের সবচে' লোনলি মানুষ। নিঃসঙ্গ শেরপা।'

'তুমি বুঝি দলপতি?'

বলতে বলতে মুনা ফিক করে হেসে ফেলল। রানার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বড় ফিচেল টাইপ মেয়ে। এই মেয়ে ভোগাবে বলে মনে হয়। তেজগাঁ স্টেশনে চেইন টেনে তাকে নামিয়ে দেয়াই ভালো ছিল। রানা সিগারেট ধরাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরাতে বলল, 'টিকেট চেকার এলে কী বলব বুঝতে পারছি না। দু'জন যাচ্ছে উইদাউট টিকেট। তুই আর জরী। একজনেরটা হলে সামাল দেয়া যেত। দু'জনেরটা কীভাবে সামলাব?'

'জরী আপার টিকেট নেই?'

'ওর টিকেট থাকবে কেন? ওর কি যাওয়ার কথা? ওকে স্টেশনে দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। টেনশানে ব্রহ্মতালু শুকিয়ে গেছে। অথচ সবাই নির্বিকার। যেন কিছুই হয় নি। এদের নিয়ে বের হওয়াটাই চূড়ান্ত বোকামি হয়েছে। ভেরি গ্রেট মিসটেক মিসটেক অব দ্য সেনচুরি।'

জরী বসেছে জানালার পাশে। সে জানালা দিয়ে মুখ বের করেছে। নিজেকে আড়াল করার জন্যে বড় করে ঘোমটাও দিয়েছে। তাকে লাগছে নতুন বৌয়ের মতোই। আর আসলেই তো সে নতুন বৌ। আজ তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। সব ঠিকঠাক মতো হলে এতক্ষণে সে থাকত বাসরঘরে, স্বামীর সঙ্গে। স্বামীর অধিকার ফলাবার জন্যে লোকটা হয়ত এতক্ষণ তাকে নিয়ে চটকা-চটকি শুরু করত।

জরী বিয়ের আসর থেকে পালিয়েছে। তার দু'হাতে মেহেদির সুন্দর ডিজাইন। গায়ের শাড়িটি লাল বেনারসি। গয়না যা ছিল সে খুলে হাতব্যাগে রেখেছে। শাড়ি বদলানো হয় নি। আনুশকার একটা শাড়ি নিয়ে ট্রেনের বাথরুমে গিয়ে বদলে এলে হয়। ইচ্ছা করছে না। বেনারসি পরে ট্রেনের জানালায় মাথা রেখে চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগছে। অনেক দিন পর নিজেকে মুক্ত লাগছে। জরী তার বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করছে। তার বন্ধুরা কেউ এখনো জিজ্ঞেস করে নি, কেন জরী বিয়ের আসর ছেড়ে পালিয়ে এলো। সবাই এমন ভাব করছে যেন এটাই স্বাভাবিক। এখানে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। জরী ঠিক করেছে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না, সে নিজ থেকেই বলবে। কিছুই সে গোপন করবে না, কারণ তারা যাচ্ছে দারুচিনি দ্বীপ। তারা ঠিক করে রেখেছে, দারুচিনি দ্বীপে তাদের মধ্যে কোনো আড়াল থাকবে না। তারা তাদের মধ্যকার সব ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা দূর করবে।

জরীর পাশে বেশ কিছু খালি জায়গা। মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই সবাই মিলে জরীকে আলাদা থাকতে দিচ্ছে। সবচে' ভালো হতো সে যদি অন্য কোনো কামরায় খানিকক্ষণ বসে থাকতে পারত। তা সম্ভব না। বিয়ের সাজে সাজা একটি মেয়ে কোনো-এক কামরায় সঙ্গীহীন একা বসে আছে, এই দৃশ্য কেউ সহজভাবে নিতে পারবে না, বরং এই-ই ভালো। সে আছে বন্ধুদের মাঝে। বন্ধুরা তাকে আলাদা থাকতে দিচ্ছে। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছেও না। এখন তারা চা খাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রেনের বুফে কারের কুৎসিত চা। কিছুক্ষণ পরপর তাই খাওয়া হচ্ছে। মহানন্দে খাওয়া হচ্ছে। সেই খাওয়ারও একেক সময় একেক কায়দা, এখন খাওয়া হচ্ছে পিরিচে। দশজন ছেলেমেয়ে পিরিচে ঢেলে শব্দ করে চা খাচ্ছে। মোটামুটি অদ্ভুত দৃশ্য। কামরার অন্য যাত্রীরা কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না। কুড়ি-একুশ বছরের একদল ছেলেমেয়েকে সবসময়ই বিপজ্জনক ধরা হয়। এদের কেউ ঘাঁটাতে চায় না।

যাত্রীদের মধ্যে একজনের কৌতূহল প্রবল হওয়ায় সে বিপজ্জনক কাজটি করে ফেলল। মোতালেবকে বলল, 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

মোতালেব তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন করেছেন। মানব সম্প্রদায় কোথায় যাচ্ছে তা সে জানে না। জানলে মানব সম্প্রদায়ের আজ এই দুর্গতি হত না।'

যাত্রীদের বেশির ভাগই হাসছে। শুধু প্রশ্নকর্তা এবং মোতালেব এই দুজন গম্ভীর মুখে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। মোতালেবের অনেক দায়িত্বের একটা হচ্ছে পুরো দলটাকে হাসাতে হাসাতে নিয়ে যাওয়া। সে এই দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করছে।

সবাই হাসছে, শুধু জরী হাসছে না। সে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। এক সময় সে মনে মনে বলল, 'আল্লাহ্ তুমি আমার মনটা ভাল করে দাও।'

আনুশকা বলল, 'জরী, তোর ঠাণ্ডা লাগবে। মাথা ভেতরে টেনে নে। কচ্ছপের মতো সারাক্ষণ মাথা বের করে রেখেছিস কেন?'

জরী বলল, 'আমার ঠাণ্ডা লাগছে না।'

'বাইরে দেখার কিছু নেই, অন্ধকারে শুধু শুধু তাকিয়ে আছিস।'

জরী শান্ত গলায় বলল, 'এই মুহূর্তে আমার অন্ধকার দেখতেই ভাল লাগছে।'

'ফিলসফারের মতো কথা বলছিস যে?'

'আচ্ছা, আর বলব না।'

'চল, তোকে নিয়ে চা খেয়ে আসি।'

'জায়গা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছা করছে না।'

'আয় তো তুই।'

জরী উঠল। আনুশকা জরীর হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, চোখ মোছ। তোর চোখে পানি। মুখের হাসি সবাইকে দেখানো যায়, চোখের পানি কাউকে দেখাতে নেই।

'তুই নিজেও তো ফিলসফারের মতো কথা বলছিস।'

'ফিলসফি ছোঁয়াচে রোগের মতো। একজনকে ধরলে সবাইকে ধরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ পরে দেখবি, আমাদের বল্টুও ফিলসফারের মতো কথা বলা শুরু করবে।'

তারা দুজন একই সঙ্গে বল্টুর দিকে তাকাল। বল্টু বলল, 'তোমরা যাচ্ছ কোথায়?'

'চা খেতে যাচ্ছি।'

'চলো, আমিও যাব। তোমাদের বডিগার্ড হিসেবে যাব।'

'বল্টু, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি যেখানে বসে আছ সেখানে বসে থাক। নো মুভমেন্ট।'

'বল্টু নামটা না ডাকলে হয় না? আমার সুন্দর একটা নাম আছে–অয়ন।'

আনুশকা বলল, 'এমন কাব্যিক নাম তোমাকে মানায় না। বল্টু হলো তোমার জন্যে সবচে' লাগসই নাম। বল্টু। মি. ব।

বুফেকার একেবারে শেষ মাথায়। এদের অনেকক্ষণ হাঁটতে হল। আনুশকা এখনো জরীর হাত ধরে আছে। হাত ধরাধরি করে এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়া বেশ ঝামেলার ব্যাপার, কিন্তু আনুশকা হাত ছাড়ছে না। আনুশকা বলল, 'জরী, তোর কোন জার্নিটা সবচে' ইন্টারেস্টিং মনে হয়?'

'ট্রেন জার্নি।'

'আমারো, কী জন্যে বল তো?'

'চারদিকে দেখতে দেখতে যাওয়া যায়।'

'হয় নি। ট্রেনে চলার সময় ঝিক ঝিক শব্দ হতে থাকে। এক ধরনের তাল তৈরি হয়, নাচের তাল। এইজন্যেই ভাল লাগে।'

'আমি এইভাবে কখনো ভাবিনি।'

'আমিও ভাবিনি। বাবার কাছে শুনেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, এটাই বোধহয় ট্রেন জার্নি ভাল লাগার আসল কারণ।'

'কামরায় গাড়িভরা ঘুম, রজনী নিঝুম।'

ট্রেনে উঠলেই আনুশকার এই লাইনগুলো মনে হয়। এখনো মনে হচ্ছে, যদিও কারো চোখেই ঘুম নেই–রজনীও নিঝুম নয়। ট্রেনের শব্দ ছাড়াও আকাশে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি কি হবে? হলে খুব ভাল হয়। আনুশকা বলল, এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাবার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং না?

জরী বলল, 'হুঁ। সায় দেবার জন্যে সায় দেয়া। সে আসলে কিছু শুনছে না। তার শুনতে ইচ্ছা করছে না। সব মানুষই দিনের কিছু সময় নিজের সঙ্গে কথা বলে। পাশের অতি প্রিয়জনও কী বলছে না বলছে তা কানে যায় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুশকা বলল, 'এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাবার ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং কেন বল তো?'

'জানি না।'

'প্রতিটি কামরার আলাদা অস্তিত্ব আছে। এক-একটি কামরা পার হচ্ছি, আর মনে হচ্ছে—আমরা আলাদা অস্তিত্ব অতিক্রম করে করে এগুচ্ছি।'

'হুঁ।'

'তুই আমার কথা কিছুই শুনছিস না। মন দিয়ে শুনলে হেসে ফেলতি। কারণ আমি খুব সস্তা ধরনের ফিলসফি করছি।'

'আচ্ছা।'

বুফেকারের ম্যানেজার বলল, 'কাটলেট আর বোম্বাই টোস্ট ছাড়া কিছু নেই।' আনুশকা বলল, 'কাটলেট এবং বোম্বাই টোস্ট খাবার জন্যে আমরা আসি নি। আমরা চা খেতে এসেছি।'

'চা নাই। ওভালটিন আছে।'

'ওভালটিন, ওভালটিন কে খায়? বাংলাদেশ হচ্ছে চায়ের দেশ। এখানে পাওয়া যাবে চা। বিদেশিদের জন্যে কফি। ওভালটিন কেন?'

ম্যানেজার হাই তুলল। জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না। ওভালটিন বিক্রি করলে লাভ অনেক বেশি থাকে। এই তথ্য মেয়ে দুটিকে দেবার তার প্রয়োজন নেই। আনুশকা বলল, 'ভাই, আপনি এমন বিশ্রী করে হাই তুলবেন না। আমরা চা খেতে এসেছি। চা খাব। আপনি কোত্থেকে জোগাড় করবেন তা আপনার ব্যাপার।'

'এগারোটার পর সার্ভিস বন্ধ।'

'বন্ধ সার্ভিস চালু করুন। আমরা ঐ কোণায় বসছি। চা না খেয়ে যাব না। শুনুন, চিনি যেন কম হয়। গাদাখানিক চিনি দিয়ে সরবত বানিয়ে ফেলবেন না।'

ম্যানেজারের কোনো ভাবান্তর হলো না। সে আবার হাই তুলল। চলতি ট্রেনে ছোটখাটো ঝামেলা হয়। এসব পাত্তা দিলে চলে না। চা অবশ্য সে সহজেই দিতে পারে। টি-ব্যাগ আছে, গরম পানি আছে। কিন্তু দরকারটা কী? মেয়ে দুটি খানিকক্ষণ বসে থেকে বিরক্ত হয়ে চলে যাবে। রাগারাগিও হয়তো করবে। করুক না। অসুবিধা কী?

সুন্দরী মেয়ে রাগারাগি করলেও দেখতে ভালো লাগে। ম্যানেজার মনে মনে অতি কুৎসিত একটা গালি দিল। সুন্দর সুন্দর মেয়েদের এইসব গালি দিতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগে। ওদের শুনিয়ে গালিটা দিতে পারলে হয়তো আরো ভালো লাগত। সেটা সম্ভব না।

জরী এবং আনুশকা মুখোমুখি বসেছে। জানালা খোলা। খোলা জানালায় হু হু করে হাওয়া আসছে। এদের শাড়ির আঁচল পতাকার মতো পতপত করে উড়ছে। আনুশকা বলল, 'কী বাতাস দেখেছিস?'

'হুঁ।

'আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ—দারুণ বৃষ্টি হবে। ঝমঝমিয়ে একটা বৃষ্টি দরকার। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলেই তোর মনের মেঘ কেটে যাবে।'

'মন বিশেষজ্ঞ হলি কবে থেকে?'

'অনেক দিন থেকে। আমি নিজেই রোগী, নিজেই ডাক্তার। আমার নিজের মন কীভাবে খারাপ হয়, কীভাবে ভালো হয়, তা আমি মনিটার করি। মনিটার করতে করতে আমার এখন একধরনের ক্ষমতা হয়েছে। মন ভালো করার কৌশল আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না।'

'বৃষ্টি নামলেই আমার মন ভালো হয়ে যাবে?'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'তোর মন হয়তো ভালো হবে। কিন্তু সবার মন তো আর তোর মতো না। আমরা সবাই আলাদা আলাদা।'

'আলাদা হলেও এক ধরনের মিল আছে। দুঃখ পেলে সবারই মন খারাপ হয়। সবাই কাঁদে। কেউ শব্দ করে, কেউ নিঃশব্দে।'

জরী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সবাই যে কাঁদে তা কিন্তু না, কেউ কেউ হেসেও ফেলে।'

আনুশকা চুপ করে গেল। জরী বলল, 'চা কিন্তু এখনো দেয়নি। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে দেবে না। দেখ দেখ, কী বিশ্রী করে তাকাচ্ছে!'

আনুশকা বলল, 'কী ব্যাপার, এখনো যে চা আসছে না?'

ম্যানেজার বলল, একবার তো বলেছি এগারোটা বাজে, সব বন্ধ।

'আমরা কিন্তু চা না খেয়ে যাব না।'

ম্যানেজার মনে মনে তার প্রিয় গালটা দিল। আফসোস, এরা শুনতে পাচ্ছে না। শুনতে পেলে দৌড়ে পালিয়ে যেত। সে যেখানে বসেছে সেখান থেকে মেয়ে দুটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তাতে অসুবিধা নেই। পেছন দিক থেকে একজনের পেটের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ফর্সা পেট দেখতে ভালো লাগছে। এখান থেকে অনুমান করা যায় গোটা শরীরটা কেমন।

আনুশকা ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'কী, চা দেবেন না?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যানেজার বলল, 'না।'

আনুশকা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'না' শব্দটা শুনতে কী খারাপ লাগে লক্ষ করেছিস জরী? এথচ এই শব্দটাই আমরা সবচে' বেশি শুনি।'

'আমরা নিজেরাও প্রচুর বলি।'

'আমি বলি না। আমি সব সময় "হ্যাঁ" বলার চেষ্টা করি।'

'সবার সাহস তো তোর মতো না।'

আনুশকা বলল, 'আমি আসলে কিন্তু ভীতু ধরনের একটি মেয়ে। সবসময় সাহসী মুখোশ পরে থাকি। আমাদের মধ্যে সত্যিকার সাহসী যদি কেউ থাকে, সে হল তুই নিজে।'

'আমাকে সাহসী বলছিস কেন?'

'বিয়ের আসর থেকে তুই পালিয়ে এসেছিস। তোর গায়ে এখনো বেনারসী শাড়ি। ক'টা মেয়ে এই কাজ করতে পারবে?'

'কাজটা কী আমি ঠিক করেছি?'

'তা তো আমি বলতে পারব ন। তুই বলতে পারবি। আমি বাইরে থেকে তোর ব্যাপারে কি মতামত দেব?'

'যে ছেলেটার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছিল সেই ছেলেটা ভাল না, মন্দ ছেলে।'

'মানুষের ভাল-মন্দ চট করে বোঝা যায় না। তোর সঙ্গে তো ছেলেটার পরিচয়ই হয়নি। তুই বুঝলি কী করে সে মন্দ?'

'বিয়ের দু'দিন আগে সে আমাকে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িতে করে যাচ্ছি, হঠাৎ সে আমার গায়ে হাত দেয়। ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা পেছনের সীটে।'

'গায়ে হাত দেয় মানে কী? হাতে হাত রাখে? যে ছেলে জানে দু'দিন পর তোর সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, সে অবশ্যই তোর হাতে হাত রাখতে পারে। আমি তাতে কোনো সমস্যা দেখি না।'

'হাতে হাত রাখা নয়। অন্য ব্যাপার, কুৎসিত ব্যাপার। আমি মুখে বলতে পারব না। এবং এই ব্যাপারটা ড্রাইভারের সামনে ঘটে। ড্রাইভার গাড়ির ব্যাক-ভিউ মিররে পুরো ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছিল। সে ছিল নির্বিকার, কারণ এ-জাতীয় ঘটনা এই গাড়িতে আরও ঘটেছে। এটা ড্রাইভারের কাছে নতুন কিছু ছিল না।'

'তুই তখন কী করলি?'

'কঠিন গলায় ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। তারপর গাড়ির দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম।'

'কী ঘটেছিল বাসার সবাইকে বললি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, বিয়ে ভেঙে দেয়ার জন্য আমি আমার বড় চাচার পা পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে কাঁদলাম। বড় চাচা রাজি হলেন না, কারণ ছেলের নাকি মস্তানদের সঙ্গে ভাল কানেকশন। এরকম কিছু করলে ভয়ংকর ক্ষতি হবে।'

'জেনেশুনে তোর বড় চাচা এমন একজন ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক করলেন?'

'হ্যাঁ, করলেন। কারণ ঐ ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে চাচার ব্যবসার সুবিধা হয়।'

'বিয়ের আসর থেকে তুই পালিয়ে এলি কীভাবে?'

'বড় চাচী ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে বসেছিলাম। বড় চাচী পালিয়ে যেতে বললেন।'

'আগে তো শুনেছিলাম, তোর এই চাচী তোকে দেখতে পারে না।'

'মানুষকে চট করে চেনা যায় না, আনুশকা। এই চাচী আমাকে সত্যি সত্যি অপছন্দ করতেন। সারাক্ষণ কঠিন সব অপমান করতেন। আমরা যে তাঁর বাড়ির আশ্রিত অন্নদাস এই কথা দিনের মধ্যে খুব কম হলেও দশবার মনে করিয়ে দিতেন। অথচ এই তিনিই আমার চরম দুঃসময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমার মা আমার পাশে এসে দাঁড়াল না, আমার বাবাও না। কে পাশে এসে দাঁড়াল? আমার বড় চাচী।'

আনুশকা বলল, চা'র ব্যাপারটা মন থেকে তাড়াতে পারছি না। মনে হচ্ছে, এক কাপ চা খেতে না পারলে মরে যাব। কী করা যায় বল তো?

জরী বলল, এখন আর শুধু একটা জিনিসই করা যেতে পারে। ঐ লোকটার পায়ে ধরা। সেটা কি ঠিক হবে? সামান্য এক কাপ চায়ের জন্যে পা ধরা? তাও যদি সুন্দর পা হত একটা কথা ছিল।

আনুশকা অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা'–এই দুটা লাইন রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পে আছে বল তো?

'জানি না। বলতে পারব না। হঠাৎ কবিতার লাইন কেন?'

আনুশকা বলল, তোর পায়ে ধরার কথা থেকে মনে এল। আমাদের মন বিচিত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছোটাছুটি করে।

'গল্পগুচ্ছে আছে জানি, কিন্তু কোন গল্প মনে পড়ছে না। আমার কিছু মনে না এলে খুব অস্থির লাগে। মাথায় চাপা যন্ত্রণা হয়। আমার ইচ্ছা করছে ডেকে ডেকে সবাইকে জিজ্ঞেস করি।'

'হ্যালো ম্যানেজার সাহেব, বলুন তো 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা'–এই লাইন দুটো রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের কোন গল্পে আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যানেজার কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। জরী বলল, শুভ্র বলতে পারবে। যদি কেউ জানে শুভ্র জানবে।

শুভ্র শুকনো মুখে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেট ধরানোর অস্বস্তিতে সে প্রায় মরে যাচ্ছে। মোতালেবের চাপাচাপিতে এটা করতে হয়েছে। মোতালেব হুঙ্কার দিয়ে বলেছে–খাবি না মানে? খেতে হবে। গুড বয় হয়ে অনেক দিন পার করেছিস। আর না। এখন আমরা ব্যাড বয় হব।

'ব্যাড বয় হলে সিগারেট খেতে হবে?'

'অবশ্যই খেতে হবে। সিগারেট খেতে হবে। গাঁজা খেতে হবে। শার্টের বুকের বোতাম খোলা রাখতে হবে। মেয়েরা আশেপাশে থাকলে অশ্লীল রসিকতা করতে হবে। খোল, শার্টের বুকের বোতাম খোল, যাতে বুকের লোম দেখা যায়। তোর বুকে লোম আছে?'

শুভ্রর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। মোতালেব বলল, 'লজ্জায় তুই দেখি টমেটোর মতো হয়ে গেছিস। ফুসফুস ভর্তি করে সিগারেটের ধোঁয়া নে, দেখবি লজ্জা কেটে যাবে। লাজুক মানুষ এইজন্যেই সিগারেট বেশি খায়। লজ্জা ঢাকার জন্যে খায়। গাঁজা খেলে কী হয় জানিস?'

'না।'

'লজ্জা বেড়ে যায়। গাঁজা হলো লজ্জাবর্ধক। বিরাট বডিবিল্ডারও দেখবি গাঁজার কল্কেতে টান দিয়ে মিহি মেয়েলি গলায় কথা বলবে। গাঁজার অন্য মজা।'

শুভ্র বলল, 'তুই গাঁজা খেয়েছিস?'

'অবশ্যই খেয়েছি। গাঁজা খেয়েছি। কালিপূজার সময় ভাং-এর যে সরবত করে তাও খেয়েছি। ভাং-এর সরবত খেলে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়। কী হয় শুনতে চাস?'

'চাই।'

'এই তো পথে আসছিস। আমার ধারণা ছিল তুই বলবি শুনতে চাই না। দাঁড়া, তোকে বলব কী হয়। তার আগে জরী আর আনুশকাকে নিয়ে আসি। ওরা কোথায়?'

'চা খেতে গিয়েছে বুফেকারে।'

'চল, ওদের নিয়ে আসি। ভাং খেলে কী হয় এটা শুনলে মেয়েরা খুব মজা পায়। এটা বলতে হবে মেয়েদের সামনে।'

শুভ্রর খেতে ইচ্ছা করছে না। সিগারেট হাতে নিয়ে হাঁটতে লজ্জা-লজ্জা লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, সে কোনো অপরাধ করে ফেলেছে এবং মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিষ্কার দেখছেন। এক্ষুনি যেন তিনি বলবেন, শুভ্র বাবা, তোমার হাতে কী?

মোতালেব বলল, 'সবাই মিলে ছাদে বসে যেতে পারলে ইন্টারেস্টিং হতো। ট্রেনের ছাদে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকলে দারুণ লাগে।'

শুভ্র বলল, 'ভয় লাগে না?'

'প্রথম দু'তিন মিনিট ভয় লাগে। তারপর আর লাগে না।'

আনুশকা ওদের দেখেই বলল, 'ঐ ম্যানেজার আমাদের চা দিচ্ছে না। আধ ঘণ্টার মতো বসে আছি। একটু বলে দেখো না।'

মোতালেব বলল, 'তোমার মতো রূপবতীকে চা দেয় নি, আমাকে দেবে? হাতি-ঘোড়া গেল তল, মোতালেব বলে কত জল?'

'তোমার তো অনেক টেকনিক আছে।'

'আচ্ছা দেখি। একটা নিউ টেকনিক অ্যাপ্লাই করে দেখি। শুভ্র, তুই আয় আমার সঙ্গে। এই টেকনিকে ম্যান পাওয়ার লাগে।'

শুভ্র বাধ্য ছেলের মতো রওনা হলো। সে ভেবেছিল, তার হাতে সিগারেট দেখে জরী বা আনুশকা কিছু বলবে। তারা কিছু বলে নি। শুধু জরী সিগারেটের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসে। বাচ্চা ছেলে বাবার জুতায় পা ঢুকিয়ে হাঁটার চেষ্টা করলে মা'রা যেমন ভঙ্গিতে হাসে অনেকটা সেই ভঙ্গির হাসি।

মোতালেব কাঁচুমাচু মুখে ম্যানেজারকে বলল, 'ভাইজান, রূপবতী দুই মহিলা আধ ঘণ্টার উপর বসে আছে। এদের চা দিচ্ছেন না কেন?'

'বুফেকার বন্ধ।'

'এখানে আসার পথে দেখলাম টি-পটে চা নিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের দিকে যাচ্ছে।'

'আগে অর্ডার ছিল।'

'ভাই, আমরা গল্পগুজব করতে করতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। দেন না। দশটা টাকা না হয় বেশি রাখেন। নো প্রবলেম।'

'বললাম তো, হবে না।'

'এরা আমাদের দু'জনকে আশা করে পাঠিয়েছে। এর নাম শুভ্র। অতি ভালো ছেলে। শুভ্রর প্রেস্টিজের একটা ব্যাপারও আছে। চা নিয়ে যেতে না পারলে মেয়েগুলির সামনে শুভ্রর মান থাকবে না।'

'এক কথা কয়বার বলব? আপনারা কেন বিরক্ত করছেন?'

'তাহলে কি এদের নিয়ে উঠে চলে যাব?'

'সেটা আপনার ইচ্ছা।'

'ভাইজান, আমরা কিন্তু মানুষ ভালো না। এখন আমরা দুইজন আপনার গায়ে থুথু দেব। থু করে একদলা থুথু ফেলব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতভম্ব ম্যানেজার বলল, 'কি বললেন?'

'আপনার গায়ে থুথু ফেলব।'

'ফাজলামি করছেন নাকি?'

'জি না ব্রাদার, ফাজলামি করছি না। শুভ্র, এর গায়ে থুথু ফেল তো।'

শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে থু করে থু থু ফেলল। এবং থুথু ফেলে তার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রইল না। এটা সে কি করল? কীভাবে করতে পারল?

ম্যানেজার লোকটা কী অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে!

শুভ্র করুণ চোখে তাকাল মোতালেবের দিকে।

মোতালেব সহজ গলায় বলল, এখন আমরা যাই। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে যাই। আরো পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব। পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি চা না আসে তা হলে ট্রেনের দরজা খুলে ধাক্কা দিয়ে তোকে নিচে ফেলে দেব। আমার ভাল নাম মোতালেব। বন্ধুরা বলে মোতা মিয়া। একবার এক পাজীর গায়ে পিসাব করে দিয়েছিলাম। সেই থেকে মোতা মিয়া নাম।

মোতালেবরা জরীদের কাছে ফিরে গেল। জরী বলল, চা আসছে?

মোতালেব বলল, বুঝতে পারছি না। তবে সম্ভাবনা আছে। অষুধ দিয়ে এসেছি। অষুধে কাজ হবে কি না জানি না। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আবার উল্টা অ্যাকশানও হতে পারে।

'অষুধটা কী?'

'মাইল্ড ডোজের সালফা ড্রাগ দেয়া হয়েছে। সালফা ড্রাগে কাজ না হলে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হবে। ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক।'

জরী বলল, শুভ্রর মুখটা এমন মলিন লাগছে কেন? কী হয়েছে শুভ্র?

শুভ্র জবাব দিল না। চোখ নিচে নামিয়ে নিল। লজ্জায় সে মাথা তুলতে পারছে না।

আনুশকা বলল, আচ্ছা শুভ্র, এই লাইন দু'টা কোথায় আছে বলতে পারবে?

"পায়ে ধরে সাধা
রা নাহি দেয় রাধা।"

শুভ্র ক্ষীণ গলায় বলল, 'গল্পগুচ্ছে আছে।'

'গল্পের নাম কী?'

'গুপ্তধন।'

'Thank you learned কানাবাবা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

প্রশংসাবাক্যেও শুভ্রের কিছু হল না। তার মুখ মলিন হয়েই রইল। তার শুধু মনে হচ্ছে, যদি কোনোদিন মা এই ঘটনা জানতে পারেন তার কেমন লাগবে? মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই জানতে চাইবেন সে কেমন করে এই কাজটা সে করল? তখন সে কী বলবে? কিংবা মা হয়তো কিছুই জানতে চাইবেন না। শুধু শান্ত চোখে তাকিয়ে থাকবেন। সে তো আরো ভয়াবহ।

শুভ্রর মা রাহেলার ব্লাডপ্রেশার হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে দাঁত মাজছিলেন, হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল। তিনি দেয়াল ধরে টাল সামলালেন। এরকম অবস্থায় কোথাও বসে যাওয়া উচিত। আশেপাশে বসার কিছু নেই। বসতে হলে মেঝেতে বসতে হয়। রাহেলা ক্ষীণ স্বরে ডাকলেন, মধুর মা, মধুর মা!

মধুর মা একতলায় ছিল। রাহেলার গলার স্বর এতদূর পৌঁছানোর কথা না, কিন্তু মধুর মার কান খুব পরিষ্কার। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। রাহেলা প্রায় ফিসফিস করে বললেন, বেতের চেয়ারটা এনে দাও। বসব। আমার মাথা ঘুরছে।

মধুর মা বেতের চেয়ার এনে দিল।

'বরফ মিশিয়ে আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও।'

'শরীর বেশি খারাপ আম্মা? ডাক্তার খবর দিমু?'

'ডাক্তার লাগবে না। শুভ্রের ঘরে বাতি জ্বলছে কেন? বাতি জ্বালাল কে? যাও, বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে আসো। পানি পরে আনবে।'

'দরজায় তালা দিমু আম্মা?'

'হ্যাঁ, তালা দাও।'

মধুর মা শুভ্রের ঘরে ঢুকল। রাহেলা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শুভ্রের ঘরে কেউ ঢুকলে তাঁর ভাল লাগে না। শুভ্র বাড়ি ছেড়ে গেছে তিন ঘণ্টাও হয়নি। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে অনন্তকাল পার হয়ে গেছে। এই প্রথম শুভ্রের বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাওয়া। শুভ্র আর দশটা ছেলের মতো হলে তিনি এতটা বিচলিত হতেন না। সে আর দশটা ছেলের মতো নয়। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললে সে কিছুই দেখে না। একজনকে সারাক্ষণ তার চশমা খুঁজে দিতে হয়। তার ওপর শুভ্রের চশমা-ভাঙা রোগ আছে। অকারণে হোঁচট খেয়ে পড়ে চশমা ভেঙে ফেলবে। তিনি অবশ্যি শুভ্রের ব্যাগে দু'টি বাড়তি চশমা দিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজনের সময় সেই চশমা দুটি শুভ্র কি খুঁজে পাবে?

মধুর মা গ্লাসে করে হিম-শীতল পানি নিয়ে এল। এক চুমুক পানি খেয়েই রাহেলার মনে হলো, তাঁর আসলে পিপাসা পায় নি। রাহেলা বললেন, মজিদ কি এসেছে মধুর মা?

'জি আসছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কতক্ষণ হলো এসেছে?'

'অনেকক্ষণ।'

'আমাকে বলোনি কেন?'

রাহেলা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথা অবশ্য এখনো ঘুরছে। আজ সকালে ব্লাড-প্রেশারের অষুধ কি তিনি খেয়েছেন? রাহেলা মনে করতে পারলেন না। মজিদকে পাঠাতে হবে ডাক্তার সাহেবকে আনার জন্যে। রাহেলার এক দূর সম্পর্কের চাচা তাঁর ডাক্তার। ওঁর বাসায় টেলিফোন নেই, খবর দিতে কাউকে পাঠাতে হয়।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মজিদ খুকখুক করে কাশল। রাহেলা বললেন, 'মজিদ, তুমি কখন এসেছ?'

'অনেকক্ষণ হইল আসছি।'

'খবর দাওনি কেন?'

মজিদ অন্যদিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে। এ বাড়ির সব ক'টা কাজের মানুষ এমন গাধা কেন? মজিদকে স্টেশনে পাঠানো হয়েছিল দূর থেকে দেখার জন্যে শুভ্র ঠিকমতো ট্রেনে উঠতে পারল কি-না। এই খবর সে বাসায় এসে দেবে না?

'শুভ্র কি ট্রেনে ঠিকমতো উঠেছে?'

'জি আম্মা।'

'ওর বন্ধুরা সব ছিল?'

'জি, ছিল।'

'শুভ্র তোমাকে দেখতে পায় নি তো?'

'জি না। ছোট ভাইজানের চোখে চশমা ছিল না।'

রাহেলা হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই গাধা কী বলছে। চোখে চশমা ছিল না মানে কী? গাধাটা কি জানে না চশমা ছাড়া শুভ্র অন্ধ? নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ ভঙ্গিতে রাহেলা বললেন, 'চোখে চশমা ছিল না?'

'জি না।'

'চশমা ছাড়া সে ট্রেনে গিয়ে উঠল কীভাবে?'

'একজন সুন্দরমতো আপা উনার হাত ধইরা টেরেইনে নিয়ে তুলছেন।'

'তুমি জিজ্ঞেস করো নি আপনার চশমা কোথায়?

'জি না। আপনে বলছেন দূর থাইক্যা দেখতে।'

গাধাটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। রাহেলা দোতলায় উঠে এলেন। এইটুকু সিঁড়ি ভাঙতেই তাঁর দম আটকে আসছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যাবেন। মধুর মাকে দিয়ে খবর পাঠালেন যেন ডাক্তার আনা হয়। ঘড়ি

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলেন, শুভ্রর বাবার আসার সময় হয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথা বললে রাহেলার মনের অস্থিরতা কিছুটা কমবে। মানুষটা হয়তো যুক্তি দিয়ে বোঝাবে, চশমা ছাড়া শুভ্রের তেমন অসুবিধা হবে না। কিংবা কোনো ব্যবস্থা করবে যেন ট্রেনেই শুভ্র চশমা পেয়ে যায়। 'সুন্দরমতো একজন আপা শুভ্রের হাত ধরে টেনে তুলেছে।' সেই সুন্দরমতো আপাটা কে? শুভ্রর কোনো মেয়েবন্ধু আছে বলে তিনি জানেন না। এ বাড়িতে মেয়েরা কখনো আসে নি। কারো সঙ্গে ভাব থাকলে শুভ্র নিশ্চয়ই তাকে এ বাড়িতে আসতে বলত। রাহেলার খুব শরীর খারাপ লাগছে। আবার পিপাসা হচ্ছে। হাত কাঁপছে।

শুভ্রর বাবা বাড়ি ফিরলেন রাত বারোটা দশ মিনিটে। এত রাতে তিনি কখনো বাড়ি ফিরেন না। তাঁর টঙ্গী সিরামিক্স কারখানার সমস্যা হচ্ছে বলে গত কয়েক রাত ফিরতে দেরি হচ্ছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব দোতলায় উঠে দেখলেন শুভ্রর ঘরে বাতি জ্বলছে। তিনি বিস্মিত হয়ে উঁকি দিলেন। শুভ্রর বিছানায় রাহেলা পা তুলে বসে আছেন। রাহেলার মাথার চুল ভেজা। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই মাথায় পানি ঢালা হয়েছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'কী ব্যাপার?'

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'শুভ্র তার চশমা হারিয়ে ফেলেছে।'

'শুভ্রের কথা জানতে চাচ্ছি না। তোমার কী হয়েছে?'

'আমার খুব অস্থির লাগছে।'

'প্রেশার বেড়েছে?'

'হুঁ।'

'ডাক্তার এসেছিল?'

'হুঁ'।

'প্রেশার এখন কত?'

'উনি বলেননি। অষুধ খেতে দিয়েছেন।'

'খেয়েছ?'

'হুঁ'।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব চেয়ার টেনে রাহেলার মুখোমুখি বসলেন।

'ভাত খেয়েছ রাহেলা?'

'না।'

'উঠে খাবার দিতে বলো। আমি গোসল করে চারটা খাব। খাবার টেবিলে কথা হবে। শুভ্রের চশমার ব্যাপারে এত চিন্তিত হবার কিছু দেখছি না। তুমি কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে বাড়তি চশমা দাওনি?'

'ওর হ্যান্ডব্যাগে দু'টা আছে। কিন্তু ওকে তো বলা হয়নি।'

'না বললেও অসুবিধে হবে না। একসময়-না এক-সময় ও ব্যাগ খুলবে। ব্যাগ খুললেই পেয়ে যাবে।'

রাহেলা ফিসফিস করে বললেন, যদি ব্যাগটা হারিয়ে ফেলে? চোখে তো এখন দেখছে না। নিজের ব্যাগ চিনবে কী করে?

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ধৈর্য হারালেন না। শান্ত গলায় বললেন, চিটাগাং নেমে নতুন চশমা বানিয়ে নেবে। প্রেসক্রিপশন সবসময় শুভ্রর মানিব্যাগে থাকে। থাকে না?'

'হুঁ।'

'নামো তো বিছানা থেকে। নামো।'

'আমার খুব অস্থির লাগছে।'

'শোনো রাহেলা, আমি বরং এক কাজ করি। আমাদের চিটাগাং অফিসের সিদ্দিককে বলে দিই, সে ভোরবেলা চিটাগাং রেল স্টেশনে যাবে এবং শুভ্রকে বলবে, তার হ্যান্ডব্যাগের সাইড পকেটে চশমা আছে।'

'আচ্ছা।'

'তোমার অস্থিরতা কি এখন একটু কমেছে?'

রাহেলা জবাব দিলেন না। ইয়াজউদ্দিন সাহেব শান্ত গলায় বললেন, আমি ট্রেনে একজন লোক রেখেছি। সে সবসময় শুভ্রের উপর লক্ষ রাখবে। তোমাকে এই খবরটা জানাতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু প্রেশার-ট্রেশার বেড়ে তোমার যা অবস্থা হয়েছে, আমার মনে হল জানানো উচিত।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর হাত ধরে তাঁকে নিচে নামালেন। রাহেলা বললেন, 'মজিদ বলছিল, সুন্দরমতো একটা মেয়ে নাকি শুভ্রের হাত ধরে তাকে ট্রেনে নিয়ে তুলছে।

'ভালই তো। সমস্যার সময়ে বন্ধুর মতো কাউকে কাছে পাচ্ছে।'

'আমার কেন জানি খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটবে।'

'ভয়ংকর কিছুটা কী হবে বলে মনে করছ?'

'ওরা সমুদ্রে নামবে, তারপর চোরাবালিতে আটকে যাবে।'

'ও তো একা যাচ্ছে না। ওর আট-ন'জন বন্ধু আছে। একজন চোরাবালিতে আটকালে অন্যরা টেনে তুলবে।'

'বিপদের সময় কাউকে কাছে পাওয়া যায় না।'

'ঐ মেয়েটিকে পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোন মেয়ে?'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, সুন্দরমতো মেয়েটি। যে শুভ্রের হাত ধরে তাকে ট্রেনে তুলে নিল। তুমি এখনো এত অস্থির হয়ে আছ কেন? যাও, নিচে গিয়ে খাবার গরম করতে বল। আমি চিটাগাং টেলিফোন করছি।

'ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে আমিও কথা বলব।'

'তোমার কথা বলার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। যা বলার আমি গুছিয়ে বলব।'

'চশমাটা আছে ওর হ্যান্ডব্যাগের ডান দিকের পকেটে। ডিসপোসেবল রেজার, শেভিং ক্রীম, সাবান, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ সব আছে বাঁ দিকের পকেটে।'

'আমি বলে দেব।'

রাহেলা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, শুভ্রের জন্যে আমার এই যে ভীতি, তোমার কাছে তা কি অস্বাভাবিক মনে হয়?

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, না। অন্য সবার কাছে মনে হবে তুমি বাড়াবাড়ি করছ। কিন্তু আমার কাছে মনে হবে, না। কারণ অন্যরা জানে না, কিন্তু আমরা জানি, শুভ্রের চোখের নার্ভ শুকিয়ে আসছে। অতি দ্রুত তার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। সে কিছুই দেখবে না।

রাহেলা থমথমে গলায় বললেন, 'বারবার তুমি এই কথা মনে করিয়ে দাও কেন?'

'তোমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্যেই করি। বড় ধরনের ক্যালামিটির জন্যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার। মানসিক প্রস্তুতি থাকে না বলেই আমরা কোনো বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না।'

'তুমি পার?'

'হ্যাঁ, আমি পারি।'

রাহেলার মাথা ঘুরে উঠল। তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, আমার কেমন জানি লাগছে!

ইয়াজউদ্দিন রাহেলার হাত ধরে ফেললেন। ঠাণ্ডা হাত। সেই হাত থরথর করে কাঁপছে।

রাত বাজে দু'টার মতো।

কথা ছিল সারা রাত সবাই জেগে থাকবে। হৈচৈ করতে করতে যাবে। মনে হচ্ছে সবার উৎসাহে ভাটা পড়েছে। বল্টু গোড়া থেকেই মনমরা ছিল। তার মনমরা ভাব রাত একটার দিকে কাটল। সে মোতালেবের কাছ থেকে ক্যাসেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেয়ার নিয়ে ফুল ভল্যুমে ক্যাসেট চালু করল। বন্যার রবীন্দ্রসঙ্গীত। তবে ক্যাসেটে দোষ আছে। মনে হচ্ছে বন্যার গলায় ল্যারিনজাইটিস। ভাঙা গলায় গান—

সখী বয়ে গেল বেলা
শুধু হাসি খেলা আর কি ভাল লাগে?

চশমাপরা দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক হঠাৎ পেছন থেকে উঠে এসে কঠিন গলায় বললেন, 'আপনি কি গান বন্ধ করবেন?'

বল্টু বলল, 'কেন বন্ধ করব?'

'বন্ধ করবেন, কারণ, রাত দুটা বাজে। এখন গানের সময় না। এখন ঘুমুবার সময়।'

'আপনার জন্যে ঘুমুবার সময়। আপনি কোলবালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমাদের এখন জেগে থাকার সময়।'

চশমাওয়ালা লোক সমর্থনের আশায় চারদিকে তাকাচ্ছে। কাজেই সমর্থন পাবার আগেই বল্টুকে সাপোর্ট দেবার জন্যে মোতালেব বলল, 'গানের পরেপরেই আছে নৃত্যানুষ্ঠান। আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। আমাদের দলে কয়েকজন নৃত্যশিল্পী আছেন। নইমা, নাচের জন্যে তৈরি হও।'

নইমার জন্যে অত্যন্ত অপমানসূচক কথা। তার বিশাল শরীরের দিকে লক্ষ করেই তাকে নৃত্যশিল্পী বলা হচ্ছে। অতিবড় বোকাও এটা বুঝবে। নইমার পাশে নীরা বসেছিল। সে খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছে, যেন এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রসিকতাটা সে এইমাত্র শুনল।

চশমাপরা ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা আমাদের সারারাত বিরক্ত করবেন, তা তো হয় না।'

বল্টু বলল, 'প্রতিরাতেই যে ঘুমতে হবে তার কি কোনো মানে আছে? একটা রাত না ঘুমিয়ে দেখুন কেমন লাগে। খারাপ লাগবে না।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে রানা উঠে বলল, 'নো মিউজিক। গান বন্ধ। অন্য যাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধাও আমাদের দেখতে হবে।'

সে চশমাপরা লোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ওল্ড ব্রাদার, নো অফেন্স। যান, শুয়ে পড়ুন।'

মোতালেবের গা জ্বলে গেল। ট্রেন ছাড়ার পর থেকেই রানা এই আলগা মাতব্বরিটা করছে। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। কষে এর পাছায় একটা লাথি বসিয়ে দেয়া দরকার। লোকজনের সামনেই দেয়া দরকার, যাতে গাধাটার একটা শিক্ষা হয়। মাতব্বর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুনা জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখছিল। অন্ধকারে দেখার কিছু নেই, তবু ভালো লাগছিল। ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিও দেখা যাচ্ছে না। তবে বৃষ্টির শব্দ শুনতে খুব সুন্দর লাগছে। চলন্ত ট্রেন থেকে বৃষ্টির শব্দ যে এত সুন্দর লাগে কে জানত?

রানা এসে খট করে মুনার জানালা বন্ধ করে বলল, 'নো বৃষ্টিতে ভিজাভিজি। ঘুমা। ঘুমিয়ে পড়।'

রানা এসে বসল সঞ্জুর পাশে। সঞ্জুকে খুব মনমরা লাগছে। দলের কেউ কোনো কারণে বিষণ্ণ হলে সেটা দেখার দায়িত্বও তার।

'কী হয়েছে রে সঞ্জু?'

'কই, কিছু হয়নি তো।'

'মন-খারাপ করে বসে আছিস কেন? কী হয়েছে বল।'

'কিছু হয় নি।'

'মুনা লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছে এইজন্যে মন খারাপ? বাদ দে, বাচ্চা মেয়ে, মিসটেক করে ফেলেছে। হেভি বকা দিয়ে দিয়েছি। তুই যদি মুখ ভোঁতা করে রাখিস—তাহলে মুনা ভাববে তার জন্যে তোর মন খারাপ। এই কাজটা সে করল কী করে তাই আমি এখনো বুঝতে পারছি না। এমন তো না যে বেকুব মেয়ে .... নে সঞ্জু, সিগারেট নে।'

সঞ্জু সিগারেট নিল। মুনা কী জন্যে লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠেছে তা সে না জানলেও অনুমান করতে পারছে। মুনার জন্যে তার খুব মায়া লাগছে।

'বি হ্যাপি সঞ্জু, বি হ্যাপি। মন খারাপ করে থাকবি না। আমি যাই, টিটির সঙ্গে ম্যানেজ করে আসি। টাকা খাইয়ে আসি।'

'টাকা খাওয়াবি কেন?'

'আমাদের মধ্যে দু'জন আছে না টিকেট ছাড়া? টাকা না খাওয়ালে হবে কীভাবে? আমি অবশ্যি প্রিলিমিনারি আলাপ করে রেখেছি। চোখ-টিপি দিয়ে দিয়েছি। এইসব লক্ষ রাখতে হবে না? নয়তো চিটাগাং নামতেই ঝামেলায় পড়ে যেতাম। আমি ম্যানেজ না করলে এতসব ঝামেলা তোরা মেটাবি কী করে? তোরা তো আবার সব ভদ্রলোক। এই দেখ না, বৃষ্টি হচ্ছে অথচ সবার জানালা খোলা। ঠাণ্ডা লেগে বুকে কফ বসে গেলে অবস্থাটা কী হবে? কোথায় পাব ডাক্তার? কোথায় পাব অষুধ?'

রানা ব্যস্ত পায়ে উঠে চলে গেল। রানা চলে যেতেই মুনা আবার তার জানালা খুলে দিল। জানালা খোলার সময় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। সঞ্জুও হাসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে।

জরীর পাশের জানালা খোলা। বৃষ্টির ছাট আসছে। আনুশকা বলল, 'জরী, তুই ভিজে যাচ্ছিস। জানালা বন্ধ করে দে।'

জরী বলল, 'আমার ভিজতে ভালো লাগছে।'

'অসুখ বাঁধাবি। নিউমোনিয়া হবে। আমাদের সব প্রোগ্রাম বানচাল হবে।'

'সেটাও মন্দ না। মানুষের জীবনে প্রোগ্রাম ছাড়া কিছু কিছু অংশ থাকা দরকার। যে অংশে আগেভাগে কিছু ভাবা হবে না। যা হবার হবে।'

আনুশকা হাসিমুখে বলল, 'এটা কি কোনো দার্শনিক তত্ত্ব?'

'খুবই সাধারণ তত্ত্ব। দার্শনিক-ফার্শনিক না।'

'জরী, তুই কিন্তু ভিজে ন্যাতা-ন্যাতা হয়ে গেছিস।'

জরী হালকা গলায় বলল, 'তুই একটা প্রসঙ্গ নিয়ে এত কথা বলিস যে রাগ লাগে। কথা বলার তো আরো বিষয় আছে।'

'আচ্ছা যা, এই প্রসঙ্গে আর কথা বলব না। শুভ্রকে দেখছি না কেন রে জরী? শুভ্র কোথায় গেল?'

'যাবে আবার কোথায়? ট্রেনেই আছে। মনে হয় এক কামরা থেকে আরেক কামরায় সিগারেট হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'ওর এমন একা ঘুরে বেড়ানো ঠিক না। চোখে কম দেখে।'

জরী হেসে ফেলল। আনুশকা বলল, 'হাসছিস কেন?'

'তোর মাতৃভাব দেখে হাসছি। তোর মধ্যে একটা দলপতি-দলপতি ব্যাপার আছে। সব সময় লক্ষ করেছি, আমরা কোথাও গেলেই তুই দলপতি সেজে ফেলিস। সব চিন্তা-ভাবনা নিজের মাথায়। আমাকে নিয়ে ভাবছিস, আবার শুভ্রকে নিয়ে ভাবছিস। এত কিসের ভাবাভাবি? আমরা সবাই রাজা।'

'আচ্ছা যা, আর ভাবব না।'

'না ভেবে তুই পারবি না। ব্যাপারটা রক্তের মধ্যে ঢুকে আছে।'

আনুশকা বলল, 'জানালা পুরোটা খোলা না রেখে হাফ খুলে রাখ। তুই একেবারে গোসল করে ফেলেছিস।'

জরী জানালা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। আনুশকা বলল, 'যাচ্ছিস কোথায়?'

'অন্য কোথাও গিয়ে বসব। যেখানে আমার মাতৃসম কেউ থাকবে না। কেউ আমাকে ক্রমাগত উপদেশ দেবে না।'

'স্যরি। এখানেই বোস। জানালা পুরোপুরি খুলে দে। আমি আর কিছু বলব না। ওয়ার্ড অব অনার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, তোর পাশে বসব না।'

জরী হাঁটতে শুরু করল। দলের পুরুষদের মধ্যে শুধু মোতালেবকে দেখা যাচ্ছে। সে ইতোমধ্যে শোবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তার পাশের সিটের ভদ্রলোককে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দুটা সিট দখল করে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে। দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায় সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। অথচ কথা ছিল সারারাত কেউ ঘুমুবে না। জরীর মনে হলো—শেষটায় দেখা যাবে শুধু সে-ই জেগে আছে, আর সবাই ঘুমে। কামরায় গাড়িভরা ঘুম, রজনী নিঝুম।

রাত কত হয়েছে? জরীর হাতে ঘড়ি ছিল। এখন ঘড়ি নেই। কোথাও খুলে-টুলে পড়ে গেছে। ভালোই হয়েছে। ঘড়িটা ঐ মানুষের দেয়া। দামি ঘড়ি। লোকটা কৃপণ না। সে তার স্ত্রীকে দামি-দামি জিনিসপত্র দিয়েই সাজিয়েছে। পরনের শাড়িটাও দামি। কত দাম জরী জানে না। লোকটার বোন এই শাড়ি তাকে পরাতে পরাতে বলেছিল, বেস্ট কোয়ালিটি, বালুচরি কাতান।

সেই বেস্ট কোয়ালিটি বালুচরি কাতান ভিজে এখন গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। জরীর এখন নিজেকে অশুচি লাগছে। মনে হচ্ছে ঐ লোকটা যেন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে।

একজন সাধারণ মেয়ের জীবনেও কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। জরী কি নিজেই ভেবেছিল সে এমন একটা কাণ্ড করতে পারবে? বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে আসবে?

যদি পালাতে না পারত তাহলে কী হতো? তাহলে এই রাতটা হতো তাদের বাসররাত। লোকটা তার শরীর নিয়ে কিছুক্ষণ ছানাছানি করে সিগারেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। আর সে সারারাত জেগে বৃষ্টি দেখত। আচ্ছা, ঢাকায় কি এখন বৃষ্টি হচ্ছে?

ঐ লোকটা কী করছে? ঘুমুতে নিশ্চয়ই পারছে না। কিংবা কে জানে মদ-ফদ খেয়ে হয়তো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। তবে সেই ঘুম নিশ্চয়ই সুখের ঘুম না। নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে তার শরীর জ্বলে যাচ্ছে।

শুভ্র লক্ষ করল, ভেজা শাড়ির এক অংশ চাদরের মতো গায়ে জড়িয়ে জরী হন-হন করে যাচ্ছে। তার একবার ইচ্ছা হলো জরীকে ডাকে। কিন্তু জরীর হাঁটার মধ্যে এমন এক আত্মমগ্ন ভঙ্গি যে, মনে হয় ডাকলেও সে থামবে না। একটা স্যুটকেসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জরীর পড়ে যাবার মতো হলো। সে নিজেকে সামলে নিয়ে হাসল। কার দিকে তাকিয়ে হাসল?

শুভ্রর হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। আজ এক রাতের মধ্যে অনেকগুলি সিগারেট খাওয়া হয়েছে। বমি-বমি লাগছে, বুক জ্বালা করছে এবং মাথা কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালকা লাগছে। এই হালকা বোধ হওয়াটাই কি সিগারেটের নেশা? গাঁজা খেলে লজ্জা বাড়ে, ভাং-এর সরবত খেলে কী হয় এখনো জানা হয় নি।

'স্যার, একটু শুনবেন?'

শুভ্র চমকে উঠে বলল, 'আমাকে বলছেন?'

'জি, আপনাকেই বলছি।'

অপরিচিত একজন মানুষ। লম্বা, রোগা। মাথায় চুলের বংশও নেই। পরনে সাফারি। মেয়েলি গলার স্বর। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। এই লোককে আগে কখনো দেখেছে বলে শুভ্র মনে করতে পারল না।

'আমি কি আপনাকে চিনি?'

'জি না স্যার।'

'আপনি আমাকে চেনেন?

'জি স্যার, চিনি। আপনার বাবা ইয়াজউদ্দিন সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'বুঝতে পারছি না। তিনি আপনাকে হঠাৎ করে কীভাবে পাঠাবেন?'

'আপনার দেখাশোনা করার জন্যে আমি ঢাকা থেকেই গাড়িতে উঠেছি।'

শুভ্র শুকনো গলায় বলল, 'ও আচ্ছা। তাহলে আপনি ঠিকমতই দেখাশোনা করে যাচ্ছেন? বাবাকে খবর পাঠাচ্ছেন কীভাবে, ওয়্যারলেসে?'

'স্যার, আপনি শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছেন।'

'আমি আপনার ওপর রাগ করছি না, রাগ করছি বাবার ওপর। আমি কল্পনাও করি নি বাবা একজন স্পাই পাঠাবেন।'

'স্যার, আপনি ভুল করছেন। আমি স্পাই না, আপনার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্যই আমি যাচ্ছি। আমাকে বলা হয়েছে, বড় রকমের কোনো সমস্যায় পড়লেই শুধু আপনাকে আমার পরিচয় দিতে।'

শুভ্র মন-খারাপ করা গলায় বলল, 'আমি কি বড় রকমের কোনো সমস্যায় পড়েছি?'

'জি স্যার, পড়েছেন।'

'আমি তা কোনো সমস্যা দেখছি না।'

'আপনার ঘুমের অসুবিধা হচ্ছে।'

'আমার ঘুমের অসুবিধা একটা বড় ধরনের সমস্যা। আপনি আমার ঘুমের ব্যবস্থা করেছেন?'

'জি।' তিনটা এয়ার কন্ডিশান্ড কোচ আপনার নামে রিজার্ভ করা আছে। খালি যাচ্ছে। আপনারা ঘুমাতে পারেন।'

'আমি তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সারারাত জেগে থেকে পরদিন জার্নি করলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন স্যার। আপনার শরীর তো ভালো না।'

'যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি আপনি নিশ্চয়ই ডাক্তারের ব্যবস্থাও করে ফেলবেন। কাজেই আমি কোনো সমস্যা দেখছি না।'

'আপনি স্যার শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছেন। আমি হুকুমের চাকর।'

'আমি আপনার ওপর রাগ করছি না। তবে আবার যদি কখনো আপনাকে আমার পেছনে ঘুরঘুর করতে দেখি তাহলে রাগ করব। খুব রাগ করব। আপনার নাম কী?'

'স্যার, আমার নাম সুলেমান।'

'সুলেমান সাহেব, আপনি দয়া করে বিদায় হোন। আমাকে আমার মতো থাকতে দিন।'

'জি আচ্ছা, লাইটারটা রাখুন স্যার।'

'লাইটার দিয়ে কী করব?'

'আপনার সিগারেট নিভে গেছে।'

শুভ্র লাইটার হাতে নিজের জায়গায় ফিরে এলো। আনুশকা বলল, 'শুভ্র, তুমি কি জরীকে দেখেছ? সে কোথায় জানো?'

'এখন কোথায় জানি না। তবে তাকে যেতে দেখেছি। হনহন করে যাচ্ছিল। একটা স্যুটকেসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে।'

'ও আমার ওপর রাগ করে উঠে চলে গেছে।'

'কী নিয়ে রাগ করল?'

'কোনোকিছু নিয়ে না। রাগটা ওর মনে ছিল। বের হয়ে এসেছে। তুমি কি রাগ ভাঙিয়ে ওকে নিয়ে আসবে?'

'আমি গেলে ওর রাগ ভাঙবে?'

'হ্যাঁ, ভাঙবে।'

শুভ্র জরীকে খুঁজতে বের হলো। আশ্চর্য কাণ্ড! জরী কোথাও নেই। একজন মানুষ তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। কোথায় গেল সে? আখাউড়ায় ট্রেন কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিল। জরী কি তখন নেমে গেছে? শুভ্রর বুক কাঁপছে। সে আবার খুঁজতে শুরু করল।

'স্যার, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

'না, কাউকে খুঁজছি না। আপনাকে না বলেছি আমার পেছনে ঘুরঘুর করবেন না?'

সুলেমান এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি ছায়ার মতো শুভ্রকে অনুসরণ করছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলেমান ইতস্তত করে বলল, 'ভেজা শাড়িপরা মেয়েটি স্যার বুফেকারে আছে।'

'ও আচ্ছা, থ্যাংক য়্যু। আপনি কি সারাক্ষণই আমার পেছনে পেছনে আছেন?'

'আমি স্যার দূর থেকে লক্ষ রাখছি।'

'আমি কী করছি না করছি সব দেখছেন?'

'জি স্যার।'

'আমি যে বুফে কারের ম্যানেজারের গায়ে থুথু দিয়েছি, তাও দেখেছেন?'

সুলেমান কিছু বলল না। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শুভ্র একবার ভাবল বলে, এই ব্যাপারটা আপনি দয়া করে বাবাকে বলবেন না। তারপর মনে হলো, এটা বলা ঠিক হবে না। অন্যায় অনুরোধ। অন্যায় অনুরোধ আর যে-ই করুক, সে করতে পারে না।

বুফেকার অন্ধকার। টেবিলগুলির উপর বালিশ এবং চাদর বিছিয়ে বুফেকারের লোকজন শুয়ে আছে। একটি টেবিলই শুধু ছিল। তারই এক কোণায় জড়সড় হয়ে জরী বসে আছে। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাট আসছে।

শুভ্র ডাকল, 'জরী।'

জরী খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এসো। বসো আমার সামনে।'

'একা একা কী করছ?'

'ভাবছি।'

'কী ভাবছ?'

'শৈশব থেকে ভাবা শুরু করেছি। চার বছর বয়স থেকে আরম্ভ করেছি, যেসব স্মৃতি মাথায় জমা আছে সেগুলি দেখার চেষ্টা করছি।'

'কোন পর্যন্ত এসেছ?'

'ক্লাস টেন। ক্লাস টেনে এসেই বাধা পড়ল। তুমি উদয় হলে।'

'শীত লাগছে না?'

'লাগছে। শীতে মরে যাচ্ছি। মনে হয় জ্বরও এসেছে। দেখো তো গায়ে জ্বর আছে কি-না।'

জরী হাত বাড়িয়ে দিল। কত সহজেই না সে তার হাত বাড়িয়েছে। দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। বরং একধরনের নির্ভরতা আছে।

শুভ্র বলল, 'তোমার গায়ে জ্বর।'

'বেশি জ্বর?'

'হ্যাঁ, বেশি। অনেক জ্বর। তোমার বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক হয় নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বৃষ্টিতে না ভিজলেও আমার জ্বর আসত। আমি যখন বড় ধরনের কোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পাই, তখন আমার জ্বর এসে যায়।'

'সেই জ্বর কতদিন থাকে?'

'সে হিসাব করি নি।'

'ভেজা কাপড় বদলাবে না?'

'বদলাতে পারলে ভালো হতো। নিজেকে অশুচি লাগছে, তবে নোংরা বাথরুমে ঢুকে কাপড় বদলাতে ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে কী করবে? ভেজা কাপড়ে বসে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'আনুশকা মন খারাপ করে আছে। তুমি নাকি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছ?'

জরী কিছু বলল না। জানালার অন্ধকারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জরী হাই তুলতে তুলতে বলল, 'প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে। ইস, একটা পুরো কামরা যদি আমার একার থাকত, তাহলে দরজা বন্ধ করে হাত-পা ছড়িয়ে কী আরাম করে ঘুমুতাম!'

শুভ্র ইতস্তত করে বলল, 'আমি একটা খালি কামরার ব্যবস্থা করতে পারি। করব?'

'একটা পুরো কামরা শুধু আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে করবে?'

'কীভাবে করব তা তোমার জানার দরকার নেই। করব কি-না সেটাই জানতে চাচ্ছি।'

'প্লিজ শুভ্র, করো। কীভাবে করবে?'

'ম্যাজিক। বড়লোকদের হাতে অনেক ধরনের ম্যাজিক থাকে।'

শুভ্র বুফেকারের বাইরে এসে দেখে, সুলেমান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। সুলেমান মনে হলো শুভ্রকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে। সে চলে যেতে চেয়েছিল, শুভ্র বলল, 'একটা কামরার ব্যবস্থা করুন।'

সুলেমান হতভম্ব গলায় বলল, 'আপনাদের দু'জনের জন্যে?'

'না, একজন শুধু যাবে। তার শরীর খারাপ।'

'ও আচ্ছা। আমি স্যার ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'ভয় পাবার কিছু নেই।'

'একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা কি স্যার করব?'

'আপনি কি ডাক্তারও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জি না স্যার। খুঁজে বের করব। এত বড় ট্রেন, একজন-না-একজন ডাক্তার তো থাকবেনই। ডাক্তার কি লাগবে স্যার?'

'না।'

'আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হবেন না স্যার।'

শুভ্র বিস্মিত হয়ে তাকাল। লোকটাকে এখন আর তার এত খারাপ লাগছে না। কী রকম বিনীত ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে।

ট্রেন এসে চাটগাঁয়ে থামল ভোর পাঁচটায়। চারদিক অন্ধকার। ভোরের কোনো আভাস দেখা যাচ্ছে না। প্লাটফর্মের আলো কামরায় ঢুকছে। এই আলোটুকুই ভরসা, কারণ, ট্রেন প্লাটফর্মে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনের সব বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছে।

রানার হাতে একটা পেনসিল-টর্চ। প্রয়োজনের সময় কোনো জিনিসই কাজ করে না। রানার পেনসিল-টর্চও কাজ করছে না। বোতাম টিপে টিপে তার হাত ব্যথা হয়ে গেছে। অথচ এই পেনসিল-টর্চ রওনা হবার আগের দিন কেনা হয়েছে। রানা উঁচু গলায় বলল, 'কেউ ট্রেন থেকে নামবে না, আনটিল ফার্দার অর্ডার। যে যেখানে আছ সেখানেই থাকো। মালের দিকে লক্ষ রাখো। নো মুভমেন্ট।'

আনুশকা বলল, 'খামাখা চিৎকার কোরো না তো। শুধু শুধু হৈচৈ করছ কেন?'

'শুধু শুধু হৈচৈ করছি? বাতি নেই কিছু নেই, এর মধ্যে একটা-কিছু যদি হয়?'

'কী হবে?'

'অনেক কিছুই হতে পারে। জরী কোথায়? জরীকে তো দেখছি না।'

'রানা, তোমার আলগা মাতব্বরি অসহ্য লাগছে।'

'অসহ্য লাগলেও কিছু করার নেই। সহ্য করে নিতে হবে। জরী কোথায়?'

শুভ্র বলল, 'জরী অন্য কামরায় ঘুমুচ্ছে। তার শরীর ভালো না।'

রানা রাগী গলায় বলল, 'অন্য কামরায় ঘুমুচ্ছে মানে? কে ডিসিশান দিল? আমি কিছুই জানি না, আর দলের একজন মেম্বার অন্য কামরায় চলে গেল!'

আনুশকা বলল, 'চিৎকার বন্ধ করো তো রানা। যথেষ্ট চিৎকার হয়েছে। তুমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানো। ইতোমধ্যে ভোর হবে। আমরা নামব।'

'দলের ভালোমন্দ আমি দেখব না?'

'তোমাকে কিছু দেখতে হবে না। অনেক দেখেছ।'

রানা রাগ করে ট্রেন থেকে নেমে গেল। নামার সময় নইমার পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল। ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু নইমার ধারণা, রানা এই কাজটা ইচ্ছা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেই করেছে। নইমা অল্পতেই কাতর হয়। পায়ের ব্যথায় সে কাতরাচ্ছে। নীরা বলল, 'তুই এমনভাবে চিৎকার করছিস, তাতে মনে হচ্ছে হাঁটুর নিচ থেকে তোর পা খুলে পড়ে গেছে।

'ব্যথা পেলে চিৎকার করব না?'

'এমন কিছু ব্যথা পাস নি যে ট্রেনের সব মানুষকে সেটা জানাতে হবে।'

'খামাখা ঝগড়া করছিস কেন? পায়ের চামড়া খুলে গেছে—আর .... '

'তোর এত নরম চামড়ার পা তুই ফেলে ছড়িয়ে বসে আছিস কেন? কোলে নিয়ে বসে থাকলেই হতো।'

নইমা কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। পায়ে স্যান্ডেল পরল। আনুশকা বলল, 'যাচ্ছিস কোথায়? নইমা বলল, দ্যাটস নান অব ইয়োর বিজনেস।'

নইমা ট্রেন থেকে নেমে গেল। সে হাঁটতে শুরু করেছে ওভারব্রিজের দিকে।

জরীর খুব ভালো ঘুম হয়েছে। এসি দেয়া স্লিপিং বার্থের ব্যবস্থা ভালো। শুধু কামরাটা বেশি ঠাণ্ডা। কামরার অ্যাটেনডেন্ট বালিশ এবং কম্বল দিয়েছে। একা একটা কামরার দরজা বন্ধ করে ঘুমানোর আলাদা আনন্দ আছে। জরী অনেক দিন পর খুব আরাম করে ঘুমুল। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখল—সেইসব স্বপ্নও আনন্দময় স্বপ্ন। ভয়ংকর কোনো দুঃস্বপ্ন নয়।

এখন ট্রেন থেমে আছে। চিটাগাং এসে গেছে এটা সে বুঝতে পারছে। তার পরেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। জীবনের আনন্দময় সময়ের একটি হচ্ছে ঘুম-ঘুম ভাব নিয়ে শুয়ে থাকা।

দু'বার টোকা পড়ল দরজায়। জরী বলল, 'কে?'

'আমি। আমি শুভ্র। আমরা এসে গেছি।'

জরী পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'ও, আচ্ছা।'

শুভ্র বলল, 'এখন আমরা নামব।'

জরী হাই তুলতে তুলতে বলল, 'আমি আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতে চাই শুভ্র। এই ধরো, পাঁচ মিনিট।'

'তোমার গায়ে কি জ্বর আছে?'

'বুঝতে পারছি না। মনে হয় আছে। শুভ্র, তুমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না। তুমি নেমে যাও। আমি নিজে নিজেই নামব।'

'আচ্ছা। রাতে তোমার কি ভালো ঘুম হয়েছে?'

'খুব ভালো ঘুম হয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। মাথায় রক্ত ওঠার মতো অনেকগুলি কারণের একটি হচ্ছে নইমা ট্রেন থেকে নেমে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা ওভারব্রিজে উঠে গেছে। রানার একবার ইচ্ছা করছিল, ডেকে জিজ্ঞেস করে—যাচ্ছ কোথায়? শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে নি। কী দরকার? যাক যেখানে ইচ্ছা। তার দায়িত্ব কী? সে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে গেলে সবাই রেগে যায়। কী দরকার সবাইকে রাগিয়ে? হু কেয়ারস? গো টু হেল।

রানা খানিকক্ষণ নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করেছে। শেষটায় রওনা হয়েছে খোঁজ নিতে। ওদের ভালো লাগুক বা না লাগুক, খোঁজ তো রাখতেই হবে। রানা পুরো স্টেশন খুঁজে এলো। নইমা নেই। কোনো মানে হয়? জলজ্যান্ত একটা মেয়ে তো হারিয়ে যেতে পারে না বা বাতাসেও মিলিয়ে যেতে পারে না। হয়েছেটা কী? আনুশকাকে ঘটনাটা জানানো দরকার। সে শুনে হয়তো এমন কিছু বলবে, যাতে আবার মাথায় রক্ত উঠে যাবে।

রানা আনুশকাদের কামরার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। আনুশকা বলল, 'কিছু বলবে?'

'নইমা কোথায়?'

'প্ল্যাটফর্মে নেমেছে।'

'আমি তো কোথাও দেখলাম না।'

আনুশকা হাই তুলতে তুলতে বলল, 'আছে কোথাও। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।'

'একটা মেয়ের কোনো "ট্রেস" নেই আর আমি ব্যস্ত হব না?'

'ট্রেস থাকবে না কেন? ট্রেস ঠিকই আছে। তুমি খুঁজে পাচ্ছ না।'

রানা রাগ সামলাতে একটু দূরে সরে গেল। সিগারেট ধরাল। আর তখন দু'জন পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখল। তাদের সঙ্গে সাদা পোশাকের একজন। সেও যে পুলিশের তা বোঝা যাচ্ছে। তারা থমকে দাঁড়াল। সাদা পোশাক পরা লোকটি এগিয়ে এলো।

'আপনি কি ঢাকা থেকে আসছেন?'

'জি।'

'কয়েকজনের একটা পিকনিক পার্টি?'

'জি।'

'চারটি মেয়ে আছে আপনাদের দলে?'

'ওদের একজনের নাম জরী?'

'জি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনাদের সবাইকে থানায় যেতে হবে।'

'কী বললেন?'

'আপনাদের থানায় যেতে হবে।'

'কেন?'

'ঢাকা থেকে ম্যাসেজ এসেছে, আপনারা মনিরুজ্জামান সাহেবের স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে চলে এসেছেন।'

'কী বলছেন এসব!'

'আমাদের কাছে ইনফরমেশন যা আছে তাই বলছি।'

রানার হাতের সিগারেট নিভে গেছে। সে নেভা সিগারেটই টানছে। তার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। এ কী সমস্যা! এই সমস্যায় উদ্ধারের পথ কী? পুলিশের সঙ্গে প্রতিটি কথা মেপে বলতে হয়। বিচার-বিবেচনা করে বলতে হয়। মাথায় কোনো বুদ্ধি, কোনো বিচার-বিবেচনা আসছে না। বরং হঠাৎ করে প্রচণ্ড বাথরুম পেয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে বাথরুমে ছুটে না গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। প্যান্ট ভিজে কেলেঙ্কারি হবে। রানা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'স্যার, আপনারা ঠিক বলছেন?'

সাদা পোশাকের ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমরা ঠিক বলছি না ভুল বলছি তার বিবেচনায় আপনাকে যেতে হবে না। আমরা যে খবর পেয়েছি সেই হিসাবে কাজ করছি। আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে চলে এসেছেন।'

AMARBOI.COM

'খবরটা সত্য না স্যার। বিয়ে হয় নি।'

'আপনাদের খবরের উপর আমরা নির্ভর করি না। আমরা খবর পেয়েছি অনেক উপরের লেভেল থেকে।'

'ও, আচ্ছা।'

'মিসেস মনিরুজ্জামান কি আপনাদের সঙ্গে আছেন?'

'জি স্যার।'

'মিসেস মনিরুজ্জামান যে আপনাদের সঙ্গে আছেন তা তো আপনারা একবাক্যেই স্বীকার করলেন। তার পরেও বলছেন ভুল বলছি?'

'স্যার, আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি জরীকে নিয়ে আসছি।'

'শুধু তাকে আনলে হবে না। আপনাদের সবাইকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আপনারা যে কত বড় যন্ত্রণায় পড়েছেন সে সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণা নেই। আপনার সিগারেট নেভা। আপনি নেভা সিগারেট টানছেন।'

রানা বলল, 'স্যার, সিগারেট খাবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, সিগারেট খাব না।'

আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। ট্রেনের লোক সবাই প্রায় নেমে এসেছে। রানা কাঁপা পায়ে কামরায় উঠল। আনুশকার সঙ্গে কথা বলা দরকার। তারও আগে বাথরুমে যাওয়া দরকার। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ বাথরুম পেয়ে গেছে। একেই বলে শিকারের সময় কুত্তার ল্যাট্রিন।

'আনুশকা, একটু নিচে নেমে আসো। খুব জরুরি কথা আছে। এক্সট্রিম ইমার্জেন্সি।

'নাইমাকে এখনো পাওয়া যায় নি?'

'নইমা-টইমা বাদ। অন্য ব্যাপার। সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'অল্পতে অস্থির হয়ো না তো রানা। তোমার কি ব্লাডপ্রেশারের কোনো সমস্যা আছে? হাত কাঁপছে কেন?'

কঠিন কিছু কথা রানার মুখে এসেছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে সহজ ভঙ্গিতেই ব্যাপারটা আনুশকাকে বলল। নিচু গলায় বলল, অন্যদের শোনার এখন কিছু নেই। আনুশকার কোনো ভাবান্তর হলো না। সে সহজ ভঙ্গিতেই এগিয়ে গেল। সাদা পোশাকের পুলিশ বলল, 'আপনি কি মিসেস মনিরুজ্জামান?'

AMARBOI.COM

'আমার নাম আনুশকা। মিসেস মনিরুজ্জামানকে আমি চিনি না।'

'আপনাদের আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'কোনো ওয়ারেন্ট আছে?'

'পুলিশ যদি থানায় যেতে বলে তাহলে যেতে হয়। পুলিশের কাজে বাধা দিলে অ্যারেস্ট করা কোনো ব্যাপার না।'

আনুশকা সহজ গলায় বলল, 'আপনাদের পেছনে কি কোনো বড় কর্তাব্যক্তি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আপনার হাতে কি ওয়াকিটকি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার পরিচয় কি আপনি জানেন?'

'অকারণ কথা বলে আপনি আমাদের সময় নষ্ট করছেন।'

'আমার পরিচয় জানতে পারলে আপনার হাত থেকে ওয়াকিটকি মাটিতে পড়ে যাবে। কাজেই আমি অকারণ কথা বলছি না। বাঘের উপর যে থাকে তার নাম টাগ। তিমির উপর তিমিঙ্গল। আপনি কিছু জানেন না বলেই এমন কড়া গলায় আমার সঙ্গে কথা বলার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন।'

পুলিশ অফিসার হকচকিয়ে গেল। সমস্যা এদিক দিয়ে আসবে ভাবা যায় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দেখি আরেক যন্ত্রণায় পড়া গেল! আনুশকা বলল, 'আপনি কি অতি দ্রুত ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব।'

'তাহলে দয়া করে আমার হয়ে একটা ইনফরমেশন ঢাকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। পুলিশের আইজিকে খবর পাঠাতে হবে। আনুশকা নামের একটা মেয়েকে পুলিশ বিরক্ত করছে। নুরুদ্দিন সাহেব আমার ছোট মামা।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'বিশ্বাস না হবার কী আছে? মানে আপা, সমস্যাটা হলো .... ।'

'কোনো সমস্যা হয় নি। বরং আমাদের একটা সমস্যা হয়েছে। আমাদের এক বান্ধবী—নইমা তার নাম। নইমাকে পাচ্ছি না। প্ল্যাটফরমেই আছে। ওকে দয়া করে একটু খুঁজে বের করে দিন।'

পুলিশের দলটা খানিকক্ষণ কোনো কথা বলল না। আনুশকা বলল, 'রানা, এসো তো, জিনিসপত্র নামাতে হবে। চা খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সকালবেলা চা না খেলে আমার মাথা ধরে যায়।' রানা ফিসফিস করে বলল, 'আইজি নুরুদ্দিন সাহেব তোমার মামা?' আনুশকা বলল, 'আরে দূর। পুলিশে আমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। কিছুক্ষণের জন্যে ওদের পিলে চমকে দিয়েছি। এরা খোঁজখবর করবে। এই ফাঁকে আমরা কেটে পড়ব।'

'আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না।'

'আমার লাগছে। অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার ভাব হচ্ছে।'

আনুশকা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

'হাসছ কেন? হোয়াই লাফিং?'

'তুমি বড় বিরক্ত করছ রানা। পুলিশের চেয়েও বেশি বিরক্ত করছ। শান্ত হও-শান্ত।'

'শান্ত হব?'

আনুশকা আবারো শব্দ করে হাসল। রানা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। পৃথিবীতে মেয়ে জাতটার সৃষ্টি কেন হলো, সে ভেবে পাচ্ছে না।

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। টেলিফোন ধরার আগে তিনি ঘড়ি দেখলেন। ভোর ৬টা ৪০ মিনিট। এত ভোরে টেলিফোন! কোনো কি সমস্যা হয়েছে? তিনি টেলিফোন ধরলেন।

'স্যার, আমি সুলেমান।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভালো আছ সুলেমান?'

'জি স্যার।'

'বলো কী বলবে।'

'ছোট সাহেবের বিষয়ে কথা বলব।'

'বলো, আমি শুনছি।'

'ওনারা স্যার চিটাগাং পৌঁছেছেন।'

'ভালো কথা। ঢাকা থেকে যখন রওনা হয়েছে তখন চিটাগাং তো পৌঁছবেই। এ ছাড়া কোনো খবর আছে?'

'একটু সমস্যা হচ্ছে স্যার।'

'তুমি ভেঙে ভেঙে না বলে একনাগাড়ে বলে যাও। কী ব্যাপার?'

'পুলিশ ঝামেলা করছে। সকালবেলা একদল পুলিশ এসে উপস্থিত—উনারা নাকি কার স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছেন। ভদ্রমহিলার স্বামী মামলা করেছেন। উনার কানেকশন ভালো। উপরের লেভেল থেকে চাপ আসছে।'

'আর কিছু?'

'জি না স্যার, আর কিছু না।'

'ওদের কি থানায় নিয়ে গেছে?'

'থানায় নিয়ে যায় নি, তবে নিয়ে যাবে বলে মনে হয়।'

'শুভ্র কেমন আছে?'

'জি ভালো আছেন।'

'ও এই ঘটনায় নার্ভাস হয় নি?'

'উনি এইসব ব্যাপারে এখনো কিছু জানেন না।'

'ওর চোখে কি চশমা দেখেছ?'

'জি।'

'ভেরি গুড। তুমি আরো কিছু বলবে, না টেলিফোন রেখে দেব?'

'আমাকে কিছু করতে বলছেন স্যার?

'না, কিছু করতে বলছি না। তুমি শুধু লক্ষ রাখো।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

'টেলিফোন তাহলে রাখি?'

'স্যার, আরেকটা খবর ছিল—বুফে কারের ম্যানেজার, তার নাম রশীদউদ্দিন ভুঁইয়া—সে রেলওয়ে পুলিশের কাছে এজাহার দিয়েছে—ছোট সাহেবের বিরুদ্ধে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শোনো সুলেমান, তুমি সব কথা একবারে বলছ না কেন? ভেঙে ভেঙে কেন বলছ? রশীদউদ্দিন ভুঁইয়া শুভ্রর বিরুদ্ধে এজাহার কেন দেবে? শুভ্র কী করেছে?'

'উনি কিছু করেন নি।'

'কিছু করেন নি, শুধু শুধু এজাহার!'

'স্যার, ছোট সাহেব উনার গায়ে থুথু দিয়েছেন।'

'কী বললে? শুভ্র তার গায়ে থুথু দিয়েছে? শুভ্র?'

'জি স্যার।'

'সত্যি দিয়েছে?'

'জি স্যার, সত্যি?'

'কেন থুথু দিল?'

'চা চেয়েছিলেন, দিতে দেরি করেছিলেন, এই জন্যে থুথু।'

'চা দিতে দেরি করেছে, শুধু এই কারণে গায়ে থুথু দিয়েছে?'

'জি। তবে স্যার রশীদউদ্দিন অত্যন্ত বদ টাইপের লোক। সে লিখিত অভিযোগ করেছে মারপিটের।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব টেলিফোন রাখলেন। রাহেলার ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি ভীত গলায় বললেন, 'কার টেলিফোন? শুভ্রর?'

'না। সুলেমান টেলিফোন করেছিল। শুভ্রর খবরাখবর দিল।'

'শুভ্র ভালো আছে?'

'হ্যাঁ, ভালো আছে।'

'ওর চশমা? হ্যান্ডব্যাগের সাইড পকেটে যে চশমা, সেটা বলেছ?'

'না, বলিনি।'

'বলোনি কেন?'

'সুলেমান বলল, ও দেখেছে শুভ্রের চোখে চশমা আছে, কাজেই চশমার কথা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন মনে করি নি। রাহেলা, তুমি আমাকে খুব কড়া করে এক কাপ কফি করে দাও তো!'

রাহেলা চিন্তিত গলায় বললেন, খালি পেটে হঠাৎ কফি চাচ্ছ কেন? কখনও তো খাও না!'

ইয়াজউদ্দিন বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কখনো খাই না বলে কোনো দিনও খাওয়া যাবে না তা তো না। এখন খেতে ইচ্ছা করছে। দুধ-চিনি কিছুই দেবে না। 'র' কফি।'

রাহেলা কফি বানাতে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন টেলিফোন করলেন রফিককে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিক তাঁর ঢাকা অফিসের জেনারেল ম্যানেজার। নির্ভর করার মতো একজন মানুষ। কোনো জটিল সমস্যাই রফিকের কাছে সমস্যা না।

'হ্যালো রফিক।'

'স্লামালিকুম স্যার।'

'দুঃখিত যে এত সকালে তোমার ঘুম ভাঙালাম।'

'কোনো সমস্যা নেই তো স্যার? কী ব্যাপার?'

'তোমাকে একটু চিটাগাং যেতে হবে।'

'স্যার আমি ফার্স্ট ফ্লাইটে চলে যাব।'

'শুভ্র বোধহয় কী-একটা সমস্যায় পড়েছে। তুমি দূর থেকে সমস্যাটা লক্ষ করবে। সমস্যাটা কি বলব?'

'আপনার বলার দরকার নেই স্যার, আমি জেনে নেব।'

'রাখি রফিক।'

'জি আচ্ছা। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি।'

'থ্যাংক য়্যু।'

রাহেলা কফি নিয়ে এসে দেখেন ইয়াজউদ্দিন সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন। বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছেন।

AMARBOI.COM

গল্প-উপন্যাসের অ্যাডভেঞ্চার এবং বাস্তব জীবনের অ্যাডভেঞ্চার একরকমের হয় না। গল্প-উপন্যাসের পুলিশরা সর্বসময়ই বোকা ধরনের থাকে। অল্প ধমক-ধামকে তারা ভড়কে যায়। হাস্যকর সব কাণ্ড করে। বাস্তবের পুলিশরা মোটেই সেরকমের নয়। ধমক-ধামকে তারা অভ্যস্ত। এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না।

পুলিশের আইজি আনুশকার ছোটমামা শুনেও তারা তেমন ঘাবড়াল না। বিশ্বাস করল না, আবার অবিশ্বাসও করল না। রানা লক্ষ করল, এরা প্ল্যাটফর্মে আছে। শুধু একজন নেই। সে খুব সম্ভবত টেলিফোন করতে গেছে। সে ফিরে এলে কী হবে কে জানে? সবাইকে থানায় যেতে হলে কেলেঙ্কারি। রানা একবার বাথরুম করে এসেছে। আবার বাথরুম পেয়ে গেছে। শরীরের সব জলীয় পদার্থ বের হয়ে যাচ্ছে।

এরকম একটা টেনশানের ব্যাপার, কিন্তু দলের মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই। অবশ্যি আনুশকা ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। কাউকে বলা হয় নি। আনুশকার ভেতর খানিকটা ভয়-ভীতি থাকা উচিত। এবং আনুশকার উচিত সবাইকে জানানো। সে তা করছে না। বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্ল্যাটফর্মে মালপত্র নামাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই জরী খুব হাসি-খুশি। সে রানাকে এসে বলল, 'আমাকে একটা টুথব্রাশ এনে দিতে পারবে?'

রানা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'টুথব্রাশ দিয়ে কী করবে?'

জরী বলল, 'খেলব।'

'খেলব মানে কি?'

জরী বলল, 'টুথব্রাশ দিয়ে মানুষ কী করে তুমি জানো রানা। শুধু শুধু জিজ্ঞেস করলে কেন টুথব্রাশ দিয়ে কী করব? আমি কিছুই আনি নি, কাজেই আমার টুথব্রাশ লাগবে, পেস্ট লাগবে, আয়না লাগবে, চিরুনি লাগবে।'

রাগে রানার গা জ্বলে যাচ্ছে। এত বড় বিপদ সামনে, অথচ মেয়েটা কিছুই বুঝতে পারছে না। বোঝার চেষ্টাও করছে না। চেষ্টা করলে রানার শুকনো মুখ থেকে এতক্ষণে ঘটনা আঁচ করে ফেলত। মেয়েরা যে আয়নায় নিজের মুখ ছাড়া অন্য কোনো মুখের দিকেই ভালোমতো তাকায় না এটাই বোধহয় ঠিক। হোয়াট এ সেলফিস ক্রিয়েচার! হযরত আদম যে এত বড় শাস্তি পেলেন, এদের জন্যেই পেয়েছেন।

জরী বলল, 'কী হয়েছে? এমন পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? টুথব্রাশ একটা কিনে নিয়ে এসো। দাঁত মেজে চা খাব। চা আনতে কেউ কি গেছে?'

'চা-ফার কথা ভুলে যাও। ফরগেট এবাউট টি। সামনে গজব।'

'গজব মানে?'

'আনুশকাকে জিজ্ঞেস করো "সামনে গজব"-এর মানে কী। সে তোমাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবে। তখন আর দাঁত মাজতে ইচ্ছা হবে না। ইচ্ছা করবে সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত টেনে তুলে ফেলতে।'

জরী আনুশকার কাছে গিয়ে বলল, 'কোনো সমস্যা হয়েছে?'

আনুশকা বিরক্ত গলায় বলল, 'সমস্যা হবে কেন? কে বলেছে সমস্যার কথা?'

'রানা বলছে। ওকে একটা টুথব্রাশ আনতে বলেছিলাম, ও ভয়ংকর গলায় বলল—সামনে নাকি গজব।'

আনুশকা বলল, 'তুই ওর কথায় কান দিবি না। টুথব্রাশের কথা ভুলে যা। আঙুলের ডগায় পেস্ট দিয়ে দাঁত মেজে ফেল। মোতালেব কোথায়, মোতালেব? ওর না মাইক্রোবাস ঠিক করার কথা?'

রানা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। আনুশকার কথায় রাগে আবার তার গা জ্বলে গেল। মাইক্রোবাস ঠিক করার দায়িত্ব মোতালেবের না, তার। সে ঠিক করেও রেখেছে। এক ফাঁকে দেখে এসেছে, বাস স্টেশনে চলে এসেছে। পুলিশের নাকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর দিয়ে মাইক্রোবাসে চড়ে বসা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি-না তা বুঝতে পারছে না বলেই সে চুপচাপ আছে। নয়তো এতক্ষণে জিনিসপত্র বাসে তুলে ফেলতো। রানার বাথরুমে যাওয়াটা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। এদেরকে পুলিশের হাতে ফেলে যেতেও ইচ্ছা করছে না। কী থেকে কী হয়ে যাবে কে জানে? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুঁয়ে দিলে আঠারো দু'গুণে ছত্রিশ ঘা। প্লাস দু'ঘা এক্সট্রা। সব মিলিয়ে আটত্রিশ ঘা।

প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের দলটি থেকে একজন এদিকেই আসছে। রানার পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেছে। বুক খাঁ-খাঁ করছে।

পুলিশ অফিসার আনুশকার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আনুশকা তার চামড়ার ব্যাগের ফিতা লাগাচ্ছিল। সে পুলিশ অফিসারের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'কিছু বলবেন?'

'আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?'

'রাঙ্গামাটি।'

'ওখানে কি হল্ট করবেন?'

'জায়গা পছন্দ হলে করব। পছন্দ না হলে করব না।'

'থাকবেন কোথায়?'

'হোটেল নিশ্চয়ই আছে। আছে না?'

'পর্যটনের মোটেল আছে।'

'তাহলে পর্যটনের মোটেলেই থাকব।'

'রুম কি বুক করা আছে?'

'এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'এত কথা জিজ্ঞেস করেছি, কারণ আপনাদের দলেরই একজন খানিকক্ষণ আগে বললেন—আপনারা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাচ্ছেন। যিনি বলেছেন তাঁর নাম মোতালেব।'

জরী হাই তুলতে তুলতে বলল, 'ও কিছু জানে না। শুরুতে আমাদের সেন্ট মার্টিন যাবার প্ল্যান ছিল, পরে বদলানো হয়েছে। মোতালেব শেষ খবর পায় নি। আমরা যখন ফাইন্যাল ডিসিশন নিই তখন সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল।

পুলিশ অফিসার আগের মতোই সহজ গলায় বললেন, 'আপনাদের নেবার জন্য স্টেশনে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। বাসটা রাঙ্গামাটি যাবে না। বাস যাবে টেকনাফ।'

'এত খবর নিয়ে ফেলেছেন?'

'পুলিশে চাকরি করি। আমাদের কাজই হলো খবর নেয়া!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর কী খবর নিলেন?'

'আরেকটা খবর হচ্ছে—নইমা বলে আপনার যে বান্ধবীকে পাওয়া যাচ্ছে না বলছিলেন তিনি চা খাচ্ছেন। স্টেশনের বাইরে টি-স্টল আছে। সেখানে চা খাচ্ছেন।'

'তাকে কি বলেছেন যে, আমরা তার খোঁজ করছি?'

'জি, বলা হয়েছে।'

'থ্যাংক য়্যু। থ্যাংক য়্যু ভেরি মাচ।'

'আমরা আরেকটা খবর নিয়েছি। ঢাকায় ওয়্যারলেস করে জেনেছি আইজি নুরুদ্দিন সাহেবের আনুশকা নামে কোনো ভাগ্নী নেই।'

আনুশকা মোটেই চমকাল না। সে এত স্বাভাবিকভাবে তার ব্যাগ ঠিক করছে যে রানা মুগ্ধ হয়ে গেল। একেই বোধহয় বলে ইস্পাতের নার্ভ। এই নার্ভ কতক্ষণ ঠিক থাকে তা দেখার ব্যাপার। বেশি টেনশানে ইস্পাতের নার্ভেরও ছিঁড়ে যাবার কথা। আনুশকার নার্ভ কখন ছিঁড়বে? রানা সেই দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে পারছে না। তার বাথরুমে না গেলেই নয়। সে বাথরুমের সন্ধানে রওনা হলো।

পুলিশ অফিসার বললেন, 'আপনারা কি আমাদের সঙ্গে থানায় যাবেন?'

আনুশকা বলল, 'হ্যাঁ, যাব।'

'তাহলে চলুন।'

'এখন তো যেতে পারব না। হাত-মুখ ধোব, চা খাব, তারপর যাব। আপনারা এতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?'

'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি। আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।'

শুভ্র এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। সে অবাক হয়ে বলল, 'কথাবার্তা কী হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'থানায় চলুন। থানায় যাওয়ামাত্রই সব জলের মতো পরিষ্কার বুঝে যাবেন। পুলিশের অনেক কথাই বাইরে অর্থহীন মনে হয়। থানা হাজতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি শব্দের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়।'

'থানায় যেতে হবে কেন?'

'সেটাও থানায় গেলেই জানতে পারবেন।'

এতক্ষণে গাড়ি থেকে সবাই নেমে এসেছে। পুলিশের কথাবার্তা যথেষ্ট উদ্বেগের সঙ্গে শুনে যাচ্ছে। জরীর চোখে-মুখে হতভম্ব ভাব। রানা তাহলে ভুল বলে নি। সমস্যা কিছু একটা হয়েছে। জরী বলল, 'ব্যাপার কী রে আনুশকা? উনি আমাদের থানায় যেতে বলছেন কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুশকা সহজ গলায় বলল, 'ওনার ধারণা, আমরা মনিরুজ্জামান নামের এক ভদ্রলোকের স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছি। এই জন্যেই আমাদের থানায় যেতে বলছেন।'

জরী আগের চেয়েও অবাক গলায় বলল, 'মনিরুজ্জামানের স্ত্রীটি কে?'

'মনে হচ্ছে তুই। যে বদমাশটার সঙ্গে তোর বিয়ে হবার কথা ছিল ওর নামই তো মনিরুজ্জামান, তাই না?'

জরীর মুখে কোনো কথা ফুটল না। সে বড়ই অবাক হয়েছে। আনুশকা বলল, 'তোরা সবাই হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে। আমরা থানায় যাচ্ছি। চা ওখানেই খাব।'

নীরা ভীত গলায় বলল, 'এসব কী হচ্ছে? শুধু শুধু থানায় যাব কেন?'

পুলিশ অফিসার অমায়িক ভঙ্গিতে হাসলেন।

আনুশকা বলল, 'আমরা আমাদের মালপত্র কী করব? এখানে রেখে যাব, না সঙ্গে নিয়ে যাব?'

'সেটা আপনাদের ব্যাপার। আপনারা ঠিক করবেন। দেরি করবেন না, চলুন।'

আনুশকা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'রানা কোথায় গেল? ও হচ্ছে আমাদের টিম লিডার। মালপত্রের ব্যাপারে ওর ডিসিশান লাগবে।

রানা টয়লেট খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিপদের সময় কিছুই পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত দু'জনকে জিজ্ঞেস করল, টয়লেট কোথায়? দু'জনই এমনভাবে তাকাল যেন এই শব্দটা জীবনে প্রথম শুনছে। টয়লেট শব্দের মানে কী জানে না। স্টেশনের কাউকে ধরা দরকার। এরাও সব উধাও। নইমাকে দেখা যাচ্ছে। বেশ হাসি-খুশি মুখে আসছে। হাতে পত্রিকা। নইমা বলল, 'এই রানা, যাচ্ছ কোথায়?'

'টয়লেট খুঁজছি। টয়লেটটা কোথায় জানো?'

'আমি কী করে জানব?'

'না জানলে বলো জানি না। রেগে যাচ্ছ কেন?'

'মেয়েদের টয়লেট সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করাই অভদ্রতা। এই জন্যে রেগে যাচ্ছি। তোমার কি ইমারজেন্সি?'

'হ্যাঁ, ইমারজেন্সি।'

'বড় টয়লেট, না ছোট টয়লেট?'

'কী যন্ত্রণা! ছোট।'

'তাহলে কোনো একটা ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়লেই হয়। ছুটে বেড়াচ্ছ কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপদের সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়, এটা খুবই সত্যি। সাধারণ ব্যাপারটা তার মাথায় আসে নি কেন? রানা লাফ দিয়ে সামনের একটা ট্রেনের কামরায় উঠে গেল।

নইমা অপেক্ষা করছে। রানা নামলে তাকে একটা মজার জিনিস দেখাবে। রানা রাজি থাকলে তাকে নিয়ে আরেক কাপ চা খাবে। ওরা নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ টেনশানে ভুগুক। হু কেয়ারস?

রানা নামতেই নইমা বলল, 'চাটগাঁর লোকরা 'ঘুমুচ্ছি'-কে কী বলে জানো? তারা বলে, 'ঘুম পাড়ি'। ঘুম কি ডিম নাকি যে ডিম পাড়ার মতো ঘুম পাড়বে? হি-হি-হি।'

রানা ধমকের সুরে বলল, 'হাসি বন্ধ করো।'

'হাসি বন্ধ করব মানে?'

'কেলেংকেরিয়াস ব্যাপার হয়ে গেছে। পুলিশ আমাদের অ্যারেস্ট করেছে।'

'তুমি এত ফালতু কথা বলো কেন?'

'মোটেও ফালতু কথা বলছি না। অবস্থা সিরিয়াস। উই আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

'আমরা কী করেছি? ডাকাতি করেছি?'

'তোমরা ডাকাতির চেয়েও বড় জিনিস করেছ। অন্যের বউ ভাগিয়ে নিয়ে চলে এসেছ।'

'রানা, তোমার ব্রেইনের নাট-বল্টু সব খুলে পড়ে গেছে। তুমি ঢাকায় গিয়েই ধোলাইখালে চলে যাবে। নাট-বল্টু লাগায়ে নেবে। তোমার যা সাইজ, রেডিমেড পাওয়া যাবে না। লেদ মেশিনে বানাতে হবে।'

রানা আগুন-চোখে তাকাল। সে ভেবে পাচ্ছে না পুরুষ এবং মেয়ের মস্তিষ্কের ঘিলুর পরিমাণ সমান হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা পৃথিবীর কিছুই বোঝে না কেন?

যে বাস ওদের টেকনাফ নিয়ে যাবে বলে এসেছে সেই বাসে করেই ওরা থানায় যাচ্ছে। পুলিশের দু'জন লোক বাসে আছে। একজন বসেছে ড্রাইভারের পাশে, অন্যজন আনুশকাদের সঙ্গে। নইমা সেই পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বলল, 'আচ্ছা, চিটাগাং-এর লোকরা 'ঘুমাচ্ছি' না বলে 'ঘুম পাড়ি' বলে কেন? ঘুম কি ডিম যে পাড়তে হয়?' সবাই হো-হো করে হাসছে। পুলিশ অফিসারটি হাসছে না।

সে তাকিয়ে আছে শুভ্রর দিকে। শুভ্র বলল, 'আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, বলব। আপনার নাম শুভ্র?'

'জি।'

'আপনার বিরুদ্ধে আলাদা স্পেসিফিক অভিযোগ আছে। গুণ্ডামির অভিযোগ। আপনি রশীদউদ্দিন ভুঁইয়া নামে বুফেকারের কেয়ারটেকারকে মারধর করেছেন। চাকু দিয়ে ভয় দেখিয়েছেন এবং এক পর্যায়ে তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে নিচে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছেন।'

শুভ্র শুধু একবার বলল—'আমি?'

বলেই সে চুপ করে গেল। অন্য সবাই চুপ। শুধু নইমা এখনো হেসে যাচ্ছে। চিটাগাং-এর লোকেরা ঘুমিয়ে পড়াকে কেন 'ঘুম পাড়ি' বলে—এটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না।

অয়ন বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুনার পাশে খালি জায়গা আছে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে মুনার পাশের জায়গাটাই সবচে' কাছে। কাজেই অয়ন যদি সেখানে গিয়ে বসে কেউ অন্য কিছু মনে করবে না। সে ঠিক ভরসাও পাচ্ছে না। মুনা যদি ফট করে কিছু বলে বসে।

রানা বলল, 'তুই হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বোস না।'

অয়ন মুনার পাশে বসতে গেল। মুনা বলল—'আপনার গা থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে। অন্য কোথাও গিয়ে বসুন।'

অয়ন আগের জায়গায় ফিরে গেল।

AMARBOI.COM

ওসি সাহেব তাদের থানার লকআপে ঢুকিয়ে দিলেন। ছেলেরা এবং মেয়েরা আলাদা হয়ে গেল। এই ওসি সাহেবকে স্টেশনে দেখা যায় নি। তিনি স্টেশনে যাননি। ভদ্রলোকের বয়স বেশি না। ভদ্র চেহারা। পুলিশের ভদ্র চেহারা হলে অস্বস্তি লাগে। মনে হয় কিছু একটা ঝামেলা আছে। তা ছাড়া ভদ্রলোক পাঞ্জাবি পরে আছেন। পুলিশের লোক থানার ভেতরে পাঞ্জাবি পরবেন কেন?

জেনানা ওয়ার্ডে এক অল্পবয়স্ক পাগলীকে রাখা হয়েছে। সে বমি করে পুরোটা ভাসিয়ে ফেলেছে। সে শুধু বমি করেই ক্ষান্ত হয়নি—মনের আনন্দে নিজের বমিতে গড়াগড়ি করছে। ভয়ংকর গন্ধ। কোনো স্বাভাবিক মানুষ এর মধ্যে থাকতে পারে না। প্রথমে নইমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। ফিসফিস করে বলল, 'এখানে এক ঘণ্টা থাকলে আমি মরে যাব। আমি সত্যি মরে যাব। কেন আমি তোদের সঙ্গে এলাম! কেন এলাম? কেন এলাম?' নইমার হিস্টিরিয়ার মতো হয়ে গেল।

আনুশকা বলল, 'ন্যাকামি করবি না। এখন ন্যাকামির সময় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি ন্যাকামি করছি? আমি করছি ন্যাকামি? আমি ন্যাকামি করছি?'

'চুপ কর। এক কথা বারবার বলবি না।'

নইমা ওয়াক ওয়াক করতে লাগল। সে যেভাবে ওয়াক ওয়াক করছে—মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে তার পাকস্থলির পুরোটা বের হয়ে আসবে।

আনুশকা কঠিন গলায় বলল, 'তুই যদি ওয়াক ওয়াক বন্ধ না করিস তাহলে আই স্যোয়ার বাই দ্য নেম অব গড—এই বমির খানিকটা তোকে খাইয়ে দেব।' নইমা ওয়াক ওয়াক বন্ধ করল। তবে সে বসে পড়ল। মনে হচ্ছে সে সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আনুশকা আমি মরে যাচ্ছি। আমি সত্যি মরে যাচ্ছি। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। তালাবদ্ধ ঘরে আমি থাকতে পারি না। আমার ক্লস্টোফোবিয়া আছে।'

মুনা নইমাকে ধরে রেখেছে। তার হাতে একটা ম্যাগাজিন। সে ম্যাগাজিনটা পাখার মতো করে ক্রমাগত নইমার মাথায় বাতাস করে যাচ্ছে।

নীরা মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। সেও কাঁপছে থরথর করে। জরী একদৃষ্টিতে পাগলী মেয়েটাকে দেখছে। মেয়েটা কুৎসিত নোংরায় মাখামাখি হয়ে আছে। মাথার চুল ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটা। তার পরেও এই মেয়েটি যে রূপবতী তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

নইমা গোঙানির মতো শব্দ করতে লাগল। মুনা ভয় পেয়ে আনুশকাকে বলল, 'আপা, উনি কেমন জানি করছেন।' আনুশকা গলা উঁচিয়ে ডাকতে লাগল—'কে আছেন এখানে? কে আছেন? ওসি সাহেব! ওসি সাহেব!'

ওসি সাহেব এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। মুখের ভঙ্গি অত্যন্ত শান্ত। যেন কিছুই হয় নি।

'হৈচৈ করছেন কেন?'

'সঙ্গত কারণেই হৈচৈ করছি। কেন করছি সেটা আপনার না বুঝতে পারার কোনো কারণ নেই। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি বুদ্ধিমান। তবে বুদ্ধিমান লোকরা মাঝে মাঝে খুব কাঁচা কাজ করে। আপনি আমাদের হাজতে ঢুকিয়ে যে কাঁচা কাজটি করেছেন তা ফলাফল সুদূরপ্রসারী হবার সম্ভাবনা।'

ওসি সাহেব আগের চেয়েও শান্ত গলায় বললেন, 'মিস আনুশকা, কাঁচা কাজ আমাদের প্রায়ই করতে হয়। কাঁচা কাজ করতে যে আমরা ভালোবাসি কিংবা ইচ্ছা করে করি তা না। উপরের নির্দেশ পেয়েই করি।'

'উপরের নির্দেশ পেয়েছেন বলে আমাদের একটা পাগলীর সঙ্গে খাঁচার ভেতর আটকে রাখতে হচ্ছে?'

'অবশ্যই। আপনাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে—আপনাদের ক্ষমতা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের যোগাযোগ ভালো। খোদ প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গেও আপনাদের কারোর আত্মীয়তা থাকা মোটেই বিচিত্র না। আমি শখ করে আপনাদের এখানে ঢোকাব কেন?'

'আপনি আমাদের আটকে রাখবেন?'

'জি। আমার ওপর সেরকমই নির্দেশ। আপনাদের বিরুদ্ধে কিডন্যাপিংয়ের মামলা আছে। একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে আপনারা কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছেন। তার গায়ে চার লক্ষ টাকার গয়না আছে। কোর্ট থেকে আপনাদের গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে। আমরা করেছি। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনাদের কোর্টে হাজির করব। তখন কোর্ট যদি আপনাদের জামিন দেয়— আপনারা যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে চলে যাবেন। আমরা কাজ করছি According to the Book.'

'আমি কয়েকটা টেলিফোন করব।'

'আমাদের টেলিফোন নষ্ট।'

'অর্থাৎ আপনি আমাদের টেলিফোন করতেও দেবেন না?'

'বললাম তো, আমাদের টেলিফোন নষ্ট। ডায়াল টোন নেই।'

'কতক্ষণ আমাদের এভাবে আটকে রাখবেন?

'মনিরুজ্জামান সাহেব ঢাকা থেকে রওনা হয়েছেন। উনি এসে পৌছার পরই ব্যবস্থা হবে?'

'উনি কখন এসে পৌছেবেন?'

'সেটা নির্ভর করে উনি কিসে আসেন তার ওপর। ফার্স্ট ফ্লাইটে এলে বেলা নটার মধ্যে পৌছে যাবার কথা। যদি হেঁটে আসেন তাহলে দিন দশেক লাগার কথা।'

'আপনি কি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন ওসি সাহেব?'

'জি, করছি। শুধু আপনারাই রসিকতা করতে পারবেন আর আমরা পুলিশের চাকরি করি বলে রসিকতা করতে পারব না—তা তো হয় না।'

আনুশকা হাল ছেড়ে দিল। ওসি সাহেব চলে যেতে চাইলেন, তখন জরী নরম গলায় ডাকল, 'ওসি সাহেব, আপনি কি আমার কিছু কথা শুনবেন?'

'জি শুনব। বাংলাদেশের পুলিশের বর্তমানে প্রধান কাজ হচ্ছে কথা শোনা। আমরা সবার কথা শুনি। বলুন কী বলবেন?'

'সমস্যাটা তো আমাকে নিয়ে? আমি তো আছিই। আমাকে যেখানে রাখবেন আমি সেখানেই থাকব এবং মনিরুজ্জামান সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করব। আপনি এদের ছেড়ে দিন। আর ছেড়ে দিতে না পারলে অফিসে নিয়ে বসান। প্লিজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে দেখুন—আমাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।'

'আপনাদের কষ্ট করতেই হবে। উপায় নেই।'

আনুশকা বলল, 'খুব ভালো কথা। আমাদের ছাড়তে না পারেন—ঐ পাগলীটাকে ছাড়ুন। তাকে ধরে রেখেছেন কেন? সেও কি কাউকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে?'

'না, সে কাউকে কিডন্যাপ করে আনে নি।'

'তাহলে তাকে হাজতে ভরে রেখেছেন কেন? হাতের কাছে সুন্দরী মেয়েছেলে না থাকলে ভাল লাগে না?'

'দেখুন মিস আনুশকা, আপনি সকাল থেকেই অত্যন্ত আপত্তিকর কথা বলে যাচ্ছেন।'

'যতক্ষণ আমাদের না ছাড়বেন ততক্ষণ বলব। তা ছাড়া আপনারা রূপবতী বিকৃতমস্তিষ্ক একটি মেয়েকে অকারণে ধরে রেখে দেবেন, আমরা কিছু বলতেও পারব না?'

'অকারণে ধরে রাখি নি। পাগল গ্রেফতার করার বিধান আছে। তাছাড়া মেয়েটি সুন্দরী। পাড়ার মাস্তানদের হাতে ঘন ঘন রেপ্‌ড হবার কপাল নিয়ে এসেছে। তাকে বাঁচানোর জন্যেই এখানে এনে রেখেছি।'

'যারা রেপ করছে তাদের কিছু বলছেন না, যে রেপ্‌ড হচ্ছে তাকে হাজতে ভরে রেখেছেন। আপনারা তো অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করছেন। শুনুন ওসি, আমি অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনীত ভাষায় আপনার কাছে একটি অনুরোধ করছি—তাকিয়ে দেখুন, হাত জোড় করে বলছি। এই পাগলীটাকে ছাড়তে হবে না। একে হাজতেই রাখুন—তবে দয়া করে একে ভালো করে সাবান দিয়ে একটি গোসল দিন। আমি টাকা দিচ্ছি—বাজার থেকে কিনে নতুন শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। ওর গায়ে যেসব কাপড় আছে সেগুলি হয় মাটির নিচে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করুন, কিংবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিন। আগুন জ্বালাবার খরচও আমি দেব। তারপর আপনি যা করবেন তা হচ্ছে—বড় দু'বালতি পানি পাঠাবেন, একটা শলার ঝাড়ু পাঠাবেন এবং এক লিটারের একটা ফিনাইলের কৌটা পাঠাবেন। আমি নিজেই এই হাজতখানা ধোব। আমি নিজে যে ধোব, তার জন্যেও আপনাকে খরচপাতি দেব। এইখানেই শেষ না—পরবর্তী সময়ে আপনাকে পুরস্কৃত করব।'

'আমাকে পুরস্কৃত করবেন?'

'জি। আপনাকে এমন এক জায়গায় ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করব যেখানে খুনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়াছড়ি। প্রতি সপ্তাহে একটা করে মার্ডার হয়—তিনটি রেপ—গোটা দশেক ডাকাতি প্লাস চোরাচালানি। এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবেন না ওসি সাহেব। Chance of lite time.'

মুনা খিলখিল করে হাসছে। এমন আনন্দিত ভঙ্গিতে সে অনেক দিন হাসে নি। তাকে হাসতে দেখে পাগলীটাও হাসছে। ওসি সাহেব কিছু বললেন না। যেরকম শান্ত ভঙ্গিতে এসেছিলেন সে রকম শান্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক বালতি পানি এবং ঝাঁটা নিয়ে জমাদার উপস্থিত হলো। দাঁত বের করে বলল, 'ওসি সাহেব বলছেন, শাড়ি তেল সাবান কী কী জানি কিনবেন—টেকা দেন।'

আনুশকা তার পার্স খুলে টাকা বের করল। জরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'জরী শোন, তুই কোনো ভয় পাচ্ছিস না তো? না, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই ওসি মানুষটা খারাপ না। তোর কোনো বিপদ ওই ওসি হতে দেবে না।'

'এরকম মনে হবার কারণ কি?'

'কোনো কারণ নেই—ইনট্যুশন।'

AMARBOI.COM

এরকম যে কিছু ঘটবে রানা জানত। বিপদের ইঙ্গিত মানুষের কাছে আগে আগে পৌঁছে। আল্লাহ্পাক মানুষকে ইশারা দেন। রানাকেও দিয়েছেন। রানা সেই ইশারা বুঝতে পারে নি। চিটাগাং রওনা হবার সময় সে দেখেছে টেবিলে খালি পানির জগ। এটা হলো প্রথম ইশারা। দ্বিতীয় ইশারা হলো, সে যে বেবিট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো মাঝপথে সেটার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। কার্বোরেটার দিয়ে তেল পাস করছে না। এটা হলো দ্বিতীয় ইশারা। সে নিতান্ত বেকুব বলেই পরিষ্কার ইশারাও ধরতে পারে নি। এতক্ষণে তারা কক্সবাজার পৌঁছে যেত। তার বদলে থানা-হাজতে বসে আছে।

রানার আবার বাথরুম পেয়েছে। এক রাতের টেনশানে ডায়াবেটিস হয়ে গেল নাকি? টেনশানে নানান ধরনের অসুখ-বিসুখ হয়, ডায়াবেটিসও হতে পারে। ঢাকায় পৌঁছেই সুগার টেস্ট করাতে হবে। হাজতে ঢোকার পর এর মধ্যে দু'বার বাথরুমে গেছে। তৃতীয় বার যেতে চাওয়া কি ঠিক হবে? শেষে এরা বিরক্ত হয়ে বলবে—'পিসাব-পায়খানা' যা করার এইখানেই করেন। থানাওয়ালাদের এখন বিরক্ত করা যাবে না। কিছুতেই না। এই সাধারণ সত্যটা দলের কেউ বুঝতে পারছে না। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তারা এখানেও পিকনিক করছে। এদের ধরে ধরে চাবকাতে হবে।

মোতালেব এর মধ্যে পুলিশ-সেন্ট্রিকে হাত ইশারা করে ডেকে বলেছে—'মটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইয়া, চায়ের ব্যবস্থা করা যায়?' এই পুলিশের স্বাস্থ্য একটু ভালোর দিকে। ভালোর দিকে বলেই তাকে 'মটু ভাইয়া' বলতে হবে? পুলিশের হাজতে বসে পুলিশকে 'মটু ভাইয়া' বলা! রানা ভেবে পাচ্ছে না এদের সবার একসঙ্গে ব্রেইন শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে কি-না। এত বড় একটা বিপদ যাচ্ছে, সেই বিপদ নিয়ে চিন্তা নেই। কী করে উদ্ধার পাওয়া যায় তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। মেয়েগুলিকে আলাদা করে ফেলেছে এটাও চিন্তার বিষয়। বিরাট চিন্তার বিষয়। কে চিন্তা করবে? সব চিন্তা কি সে একা করবে? শুভ্র গাধাটা একটা বই নিয়ে কোণায় বসে আছে। এটা কি বই পড়ার সময়? বল্টু কম্বলে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে ঘুমুচ্ছে। সঞ্জুকে দেখেও মনে হচ্ছে না সে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুঁলে বত্রিশ ঘা—এই সত্য যে কোনো বাচ্চাছেলেও জানে। এরা মনে হয় জানে না।

সঞ্জু বলল, 'রানা ক'টা বাজে?'

রানা জবাব দিল না। ফালতু কথা বলার সে কোনো প্রয়োজন দেখছে না। ক'টা বাজে এটা জেনে হবে কী?

'কথা বলছিস না কেন?'

'চুপ থাক গাধা।'

সঞ্জু বলল, 'তুই আমার ওপর রাগ করছিস কেন? আমি কি তোদের এনে জেলে ঢুকিয়েছি?'

'বললাম তো চুপ করে থাক।'

রানার কথাবার্তা বলতে ভালো লাগছে না। উদ্ধার পাওয়ার বুদ্ধি বের করতে হবে। মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে না। সবার আগে যা করতে হবে তা হলো- থানাওয়ালার সঙ্গে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসা। যদি হাজতে রাত কাটাতে হয়—তাহলে কম্বল-টম্বল লাগবে। খাওয়াদাওয়া লাগবে। এইসব কাজে পয়সা খরচ করতে হয়।

রানা বলল, 'বল্টু ঘুমাচ্ছে নাকি? আশ্চর্য! সঞ্জু, বল্টুটাকে কানে ধরে তোল তো।'

'কেন? ঘুমাচ্ছে ঘুমাক না। ট্রেনে সারারাত ঘুম হয় নি।'

'তোল বললাম।'

'তুই এমন টেনশানে আছিস কেন? কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে বুঝতে পারছিস না?'

'না।'

'ভালো। তাহলে তুই আর শুধু শুধু জেগে আছিস কেন? তুইও ঘুমিয়ে পড়। আয়, আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমা।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুধু শুধু টেনশান করে তো কোনো লাভ নেই।'

শুভ্র বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'ওরা একটা ভুল করেছে। ভুলটা যখন ধরা পড়বে তখন লজ্জিত হয়ে আমাদের ছেড়ে দেবে।'

রানা বলল, 'গাধার মতো কথা বলবি না শুভ্র। গাধামি কথা বন্ধ করে যা করছিস তাই কর। বই পড়। জ্ঞান বাড়া। কী বই এটা?'

'ব্রিফ হিস্টরি অব টাইম। সময় ব্যাপারটা আসলে কী তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে।'

মোতালেব কৌতূহলী হয়ে বলল, 'সময় ব্যাপারটা কী?'

শুভ্র বেশ আগ্রহের সঙ্গে সময় কী তা বলতে শুরু করল। সঞ্জু এবং মোতালেব দু'জনই শুনছে। বেশ মন দিয়েই শুনছে।

রানা ভেবে পাচ্ছে না কেন সে একদল গাধাকে নিয়ে রওনা হলো? এই বুদ্ধি কে তাকে দিল? সে ঠিক করেছে, এই ঝামেলা থেকে একবার বের হতে পারলে কানে হাত ধরে দশ বার উঠ-বোস করবে। কোরান শরিফ হাতে নিয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে বলবে, আর কোনোদিন এই জাতীয় দায়িত্ব নেবে না।

সেন্ট্রি-পুলিশ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রানা বলল, 'ভাই সাহেব, কাইন্ডলি একটু শুনবেন? ওসি সাহেবের সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা বলতে চাই—একটু কি বলবেন ওসি সাহেবকে?'

'ওসি সাহেব চেয়ারে নাই।'

'চেয়ারে যখন আসবেন তখন কি বলবেন?'

'আচ্ছা দেখি।'

'দেখাদেখি নয় ভাই, এই কাজটা করতেই হবে। ছোট ভাই হিসেবে এটা আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, আবদার। আর শুনুন ভাই, একটু কাছে আসুন।'

সেন্ট্রি-পুলিশ কাছে এলো।

রানা দলা পাকিয়ে একটা একশ' টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'রেখে দিন, পান খাবেন।'

পান খাবার ব্যাপারে পুলিশের কোনো আপত্তি দেখা গেল না। রানা চোখ বন্ধ করে ভাবছে। পরিষ্কার কিছু ভাবতে পারছে না। মাথা জ্যাম হয়ে আছে। শুধু জ্যাম না—যন্ত্রণাও করছে। শুভ্র বকবক করেই যাচ্ছে—

'বস্তুত গতি যখন আলোর গতির সমান হয়ে যায়, তখন আইনস্টাইনের রিলেটিভিস্টিক সূত্র অনুযায়ী বস্তুর ভর হয় অসীম। সূত্রটা হচ্ছে—এম ইকুয়েলস টু এম নট, স্কয়ার রুট অব .... '

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এরা সুখেই আছে। কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। সে ঘড়ি দেখল—এগারোটা বাজে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা কেটে গেল হাজতে .... ।

দেখতে দেখতে দুপুর হবে, তারপর সন্ধ্যা হবে, রাত হবে, সকাল হবে, আবার দুপুর হবে, আবার সন্ধা ....

রানার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। বাথরুমের বেগ প্রবল হয়েছে। আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। এখন একবার যেতেই হবে। সে সেন্ট্রিকে হাসিমুখে ডাকল, 'এই যে পুলিশ সাহেব, পুলিশ সাহেব।'

'কি হইছে?'

'একটু ভাই বাথরুমে যাওয়া দরকার।'

'টাট্টি করবেন?'

'জ্বি না। ছোটটা করব।'

'একটু আগেই তো করছেন। মিনিটে মিনিটে পিসাব করলে তো হবে না।'

রানা হতভম্ব হয়ে দেখল সেন্ট্রি পুলিশ চলে যাচ্ছে। অথচ তাকে একটু আগে পান খাওয়ার জন্যে একশ' টাকা দেয়া হয়েছে। রানা শুকনো মুখে সিগারেট ধরাল। বল্টু উঠে বসেছে। মনে হচ্ছে, সে চোখ বন্ধ করে মটকা মেরে পড়ে ছিল। বল্টু রানার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'রানা শোন, বেগ খুব বেশি হলে এখানেই ছেড়ে দে। খামাখা রিকোয়েস্ট-ফিকোয়েস্ট করে লাভ কী? যে দেশের যে নিয়ম। ওদের টাইম টেবিল অনুযায়ী তো আর আমাদের পিসাব ধরবে না। কী আর করা।'

রানা শুনেও না শুনার ভান করল। শুভ্র সমানে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে—'আমাদের প্রচলিত ধারণা হলো, সময় প্রবহমান। নদী যেমন প্রবাহিত হচ্ছে—সময়ও প্রবাহিত হচ্ছে। সময়ের প্রবাহ শুরু হয়েছিল সৃষ্টির আদিতে at the time of Big Bang. সেই প্রবাহ চলছে। নদীর প্রবাহ শেষ হয় সমুদ্রে-সময়ের প্রবাহের শেষ কোথায়? এখন ব্যাপারটা বোঝার জন্যে একটা কাজ করা যাক—একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করা যাক ....'

রানার ইচ্ছা হচ্ছে, থাবড়া মেরে শুভ্রের বক্তৃতা বন্ধ করে দিতে। এই 'প্যাচাল বেশিক্ষণ শোনা সম্ভব না। সময়ের শুরু কোথায় হয়েছে তা দিয়ে কিছু যায়-আসে না। তাদের সময়টা কীভাবে যাচ্ছে এটাই বড় কথা।'

ব্লাডারের চাপ যে হারে বাড়ছে তাতে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে দুটা ছোট ছোট এক্সপ্লোশান হবে এবং দুটা ব্লাডারই ফেটে যাবে। মানুষের ব্লাডার ক'টা থাকে? দুটা, না একটা? এই তথ্যটা শুভ্রের কাছ থেকে জেনে নেয়া দরকার। যে সময় নিয়ে এত প্যাঁচাল পাড়তে পারে সে নিশ্চয়ই মানুষের ব্লাডারের সংখ্যা জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানা করুণ গলায় ডাকল—'পুলিশ সাহেব! ভাই, একটু কাইন্ডলি শুনে যান তো!

সেন্ট্রি অন্য দিকে তাকিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। সে এখন মনে হয় কানেও শুনতে পারছে না। পান খাওয়ার জন্যে একশ' টাকা না দিয়ে দুশ' টাকা দেয়ার দরকার ছিল। অ্যামাউন্ট কম হয়েছে।

'এই যে ভাই, প্লিজ। ছোট একটা কথা শুনে যান।'

সেন্ট্রি গভীর মনোযোগে দাঁত খোঁচাচ্ছে। দাঁত খোঁচানো শেষ হলে নিশ্চয়ই কান খোঁচাবে। খোঁচাখুঁচি যাদের স্বভাব তারা স্থির থাকতে পারে না। তাদের সবসময় কিছু—না কিছু খোঁচাতে হয়।

রানা আবার করুণ গলায় ডাকল—'পুলিশ সাহেব। ব্রাদার। একটু শুনবেন?'

মনিরুজ্জামান ওসি সাহেবের সামনে বসে আছে। মনিরুজ্জামানের গায়ে থ্রি পিস স্যুট, লাল টাই। কোটের বাটন হোলে পাতাসহ গোলাপের কুঁড়ি। গোলাপটা ঠিক আছে—পাতা দুটি মরে গেছে। মনিরুজ্জামানের মুখে তেলতেলে ভাব হাসি। সে আজ সারা দিনে প্রচুর পান খেয়েছে বলে মনে হয়। দাঁত খয়েরি বর্ণ ধারণ করেছে। ঠোঁট দুটিও লাল। মনিরুজ্জামানের হাতে সাদা রুমাল। কিছুক্ষণ পরপর ঠোঁট মোছার জন্যে রুমাল ব্যবহার করতে হচ্ছে।

মনিরুজ্জামানের পাশে আছে হারুনুর রশীদ। হারুনুর রশীদের কাজ হচ্ছে মনিরুজ্জামানকে ছায়ার মতো অনুসরণ করা। হারুনুর রশীদ পাতলা একটা পাঞ্জাবি পরে আছে। নিচে গেঞ্জি নেই বলে পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে তার লোমভর্তি বুক দেখা যাচ্ছে। হারুনুর রশীদের মুখ খুব গম্ভীর। সেই তুলনায় মনিরুজ্জামানের মুখ হাসি-হাসি।

মনিরুজ্জামান বলল, 'তারপর ওসি সাহেব, ভাই, কেমন আছেন বলেন দেখি।'

'জি, ভাল আছি।'

'সকালে চলে আসতাম—ফার্স্ট ফ্লাইট পেলাম না। গাড়িতে রওনা হলে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকাল হবে। সেকেন্ড ফ্লাইটে এসেছি।'

'ভালো করেছেন।'

'আমি এসেই আপনার বিষয়ে খোঁজখবর করেছি। খবর যা পেয়েছি তাতে মনটা ভালো হয়েছে। আমি হারুনুর রশীদকে বললাম, এরকম অফিসার যদি দশটা থাকে, তাহলে দেশ ঠিক হয়ে যায়। কী হারুন, বলি নাই?'

হারুন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হচ্ছে সে কথা কম বলে। কিংবা মাথা নাড়াই তার চাকরি।

'দেশের আজ যে অবস্থা তা কিন্তু দেশের জনগণের জন্যে না। খারাপ অফিসারের জন্যে। জনগণ কখনো ভুল করে না।'

'আপনি আমার বিষয়ে কী খোঁজ পেয়েছেন?'

'সব খোঁজই পেয়েছি ভাই। প্রদীপ জ্বলে উঠলে দূর থেকে টের পাওয়া যায়—আলো দেখা যায়। বুঝলেন রহমান সাহেব, আমি খবর পেয়েছি, আপনি অত্যন্ত অনেস্ট অফিসার। ঘুষ খান না। অন্যায় করেন না। ঠিক শুনি নাই রহমান সাহেব?'

'জি, ঠিকই শুনেছেন।'

'আপনার নাম রহমান তো?'

'আব্দুর রহমান আমার নাম।'

'এত বড় একটা কাজ যে আপনি করলেন, অনেস্ট অফিসার বলেই করতে পারলেন। ঘুষ-খায় অফিসারের আত্মা থাকে ছোট—সাহস থাকে না। কী হারুন, আমি এই কথা বলি নাই?'

হারুন আবার হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল।

মনিরুজ্জামান গলা নিচু করে বলল, 'এত বড় একটা কাজ সুন্দরভাবে করার জন্যে আমি ছোটভাই হিসেবে আপনাকে সামান্য উপহার দিতে চাই। না করবেন না। না করলে মনে ব্যথা পাব।'

AMARBOI.COM

মনিরুজ্জামান হারুনুর রশীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। হারুনুর রশীদ ব্রিফকেস খুলে ব্রাউন পেপারের একটা মোটা মোড়ক ওসি সাহেবের ফাইলের কাছে রেখে ভারি গলায় বলল—'ফিফটি আছে।'

ওসি সাহেব বললেন, 'ফিফটি কি?'

'ফিফটি থাউজেন্ড স্যার।'

মনিরুজ্জামান বলল, 'উপহার কী কিনব, কী আপনার পছন্দ, তা তো জানি না। এই জন্যেই ক্যাশ। পছন্দমতো একটা কিছু কিনে নেবেন ভাই সাহেব। ছোট ভাইয়ের ওপর মনে কিছু নিবেন না।'

'আচ্ছা।'

'বুঝলেন ভাই সাহেব, খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। আপনি রাগই করেন কি-না। উপহার এক জিনিস আর ঘুষ ভিন্ন জিনিস।'

'তা তো বটেই।'

'এখন ভাই সাহেব, মেয়েটাকে বের করে দেন—ঢাকায় নিয়ে যাই।'

'মেয়েটাকে বলছেন কেন? বলুন স্ত্রীকে বের করে দিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। অল্পদিন হয়েছে বিয়ে, এখনো অভ্যস্ত হই নি। যাই হোক, আমি স্ত্রীকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার স্ত্রীর যে বড় চাচা উনিও আসছেন। বাই রোডে আসছেন।'

ওসি সাহেব শান্ত গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা আপনি যত সহজ ভাবছেন তত সহজ না। সামান্য জটিলতা আছে।'

'কী জটিলতা?' মনিরুজ্জামান চোখ সরু করে বলল।

'আপনার স্ত্রী জবানবন্দি দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে বিয়ে হয় নি। যে রাতে বিয়ে হবার কথা সেই রাতে উনি পালিয়ে গেছেন।'

'ও বললে তো হবে না। ও তো এখন এরকম বলবেই। আরো যে জঘন্য কিছু বলে নাই সেটাই আমার সৌভাগ্য। বিয়ে যে হয়েছে তার কাগজপত্র আছে। দেখতে পারেন। হারুন, কাবিননামাটা দেখাও তো।'

হারুন ব্রিফকেস খুলে কাবিননামা বের করল।

মনিরুজ্জামান বলল, 'খুব ভালো করে দেখেন। আমার স্ত্রীর দস্তখত আছে। দেখতে পাচ্ছেন?'

'জি।'

'চারজন সাক্ষী আছে। সাক্ষী কারা এইটাও একটু লক্ষ করুন। আপনারা পুলিশের লোক, কিছুই আপনাদের চোখ এড়াবে না। তবু মনে করিয়ে দেয়া। একজন আছেন মিনিস্টার, প্রতিমন্ত্রী না, আসল মন্ত্রী। একজন আর্মির ব্রিগেডিয়ার, একজন হচ্ছেন ইউনিভার্সিটির ফুল প্রফেসর। আরেকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি এ আর খান। নাম শুনেছেন আশা করি।'

'বলেন কী! এঁরা সবাই কি আপনার আত্মীয়?

'জি না। তবে পরিচিত।'

'সাধারণত দেখা যায়, বিয়েতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনরা সাক্ষী হয়। আপনার বেলাতেই ব্যতিক্রম দেখলাম।'

'আমার সবই ব্যতিক্রম। দেখলেন না—বৌকে বিয়ের পরেই ভাগিয়ে নিয়ে চলে গেল। তবে হজম করতে পারে নাই—বদহজম হয়ে গেছে। হা-হা-হা।'

'আপনাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে।'

'অবশ্যই আনন্দিত। আম ছালা সব ধরা পড়ে গেছে। সাথের বদগুলোকে মাইন্ড পিটন দিয়েছেন তো?'

'জি না, দেই নাই। ভদ্রলোকের ছেলেপুলে, পিটন দিয়ে শেষে কোন বিপদে পড়ি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনো বিপদে পড়বেন না। আমি তো আছি আপনার পিছনে। আমি মানুষটা ছোটখাটো কিন্তু আল্লাহ্‌র দয়ায় আমার যোগাযোগ ভালো।'

'সেটা বুঝতে পারছি।'

'অনেকেই বুঝতে পারে না। প্রয়োজন বোধ করলে হেভি পিটন দিয়ে দেন। এদের চুরির মামলায় ফেলে নাকানি-চুবানি খাওয়ানো যায় না? আমার স্ত্রীর গায়ে চার লাখ টাকার জড়োয়া গয়না ছিল—এই মামলা .... ধান দেখেছে, বুলবুলি দেখে নাই। এইবার বুলবুলি দেখবে। ছোট্ট বুলবুলি।'

হারুনুর রশীদ বলল, 'স্যার আপনি কাইন্ডলি বেগম সাহেবকে রিলিজ করে দেন। আমরা ঢাকার দিকে রওনা হয়ে যাই। বেলাবেলি পৌঁছতে হবে।'

'এত সহজে তো ভাই হবে না। মামলা করেছেন, আমরা আসামি কোর্টে চালান দেব। কোর্ট যা করার করবে।'

'সে কী?'

'আপনি মামলা করেছেন ঢাকায়—আমরা আসামি ঢাকা পাঠাব।'

'তাহলে এত যন্ত্রণার প্রয়োজন নাই। মামলা তুলে নিব। আপনি আমার স্ত্রীকে শুধু রিলিজ করে দিন।'

'সেটাও সম্ভব না। একটা বেড়াছেড়া লেগে যাবে বলে মনে হয়।'

'কী বেড়াছেড়া?'

'যাদের থানা-হাজতে আটকে রেখেছি তারা এত সহজে ছেড়ে দেবে তা মনে হয় না।'

'যারা আমার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে ওদের ওপর আমার কোনো রাগ নাই। ছেলেমানুষ ভুল করেছে। মানুষমাত্রই ভুল করে। তাছাড়া সমস্যাটা মূলত তৈরি করেছে আমার স্ত্রী। কাজেই শাস্তি যা দেবার আমি আমার স্ত্রীকেই দেব। আপনি ওদের ছেড়ে দিন। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাই।'

'আপনি বিকেলে আসুন।'

'বিকেলে আসব কেন?'

'আমি আসতে বলছি এইজন্যে আসবেন।'

'ওসি সাহেব, আপনি তো ঝামেলা করছেন। আমি ঝামেলা পছন্দ করি না।'

'ঝামেলা আমিও পছন্দ করি না। মহিলাকে আমি ছেড়ে দিলাম, আপনিও গাড়িতে করে জোর করে নিয়ে গেলেন, পরে দেখা গেল আসলেই আপনাদের বিয়ে হয় নি।'

'কাগজপত্র দেখালাম না?'

'কাগজপত্রের দাম নাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনিরুজ্জামান সাহেব, পুলিশে কাজ করছি দশ বছর ধরে—এই দশ বছরে একটা জিনিস শিখেছি—মানুষের চেয়ে বেশি মিথ্যা বলে কাগজ।'

'সিগনেচার আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'জি না।'

'আমি কিন্তু জানি কী করে বিশ্বাস করাতে হয়। বিশ্বাস করাবার মতো ব্যবস্থা নিয়ে আসব।'

'আসুন। বিশ্বাস করাতে পারলে আমি ওনাকে ছেড়ে দেব। আপনি নিয়ে চলে যাবেন। শাস্তি দিতে চাইলে দেবেন। পথেই কোথাও গলা টিপে মেরে ফেলতে পারেন। আপনার সমস্যা হবে না। ডাক্তাররা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আপনার কথামতো দেবে। পুলিশও ফাইনাল রিপোর্ট যা চাইবেন তাই দেবে।'

'শুধু আপনি দিবেন না?'

'জি না।'

'কেন দিবেন না?

'কারণ আমি মানুষটা খারাপ।'

'আমি ঠিক এক ঘণ্টা পরে আসব।'

'এক ঘন্টা পরে এলে হবে না। আপনাকে বিকেলে আসতে বলেছি—আপনি বিকেলে আসবেন।'

'হাতিঘোড়া গেল তল, চার পয়সার ওসি বলে কত জল?'

ওসি সাহেব হাই তুললেন। মনিরুজ্জামান বলল, 'মেয়েটা কোথায়? আমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব। নাকি আমাকে কথাও বলতে দেবেন না?'

'দেব। কথা বলতে দেব।'

মনিরুজ্জামান হারুনুর রশীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল।

হারুনুর রশীদ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্রাউন পেপারের প্যাকেট হাতে নিয়ে ঝট করে ব্রিফকেসে ভরে ফেলল। কাজটা সে করল দেখার মতো দ্রুততায়।

পাগলী নতুন শাড়ি পরেছে। মাথায় চুল আঁচড়েছে। তাকে আর চেনা যাচ্ছে না। সে নিজেও মনে হয় হকচকিয়ে গেছে। চুপচাপ বসে আছে, কোনোরকম হৈচৈ করছে না। কিছুক্ষণ পরপর নিজের দুটা হাত তার চোখের সামনে ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী যেন দেখছে। জরী বলল, 'তুমি কী দেখো?

পাগলী হাসল।

'নাম কী তোমার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাগলী জবাব দিল না।

'তোমার কি শাড়িটা পছন্দ হয়েছে?'

পাগলী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল এবং আবারও তার দুটা হাত চোখের সামনে মেলে ধরল।

মুনা বলল, 'জরী আপা, মেয়েটাকে কী সুন্দর লাগছে দেখছেন?'

'হুঁ, দেখছি।'

'এত সুন্দর একটা মেয়ে পথে ঘোরে! আশ্চর্য!'

নইমা শুয়ে আছে। কম্বল বিছানো হয়েছে। কম্বলের উপর ফুলতোলা নতুন চাদর। নতুন বালিশ। সবই আনানো হয়েছে। নইমা বালিশে মাথা রেখেই ঘুমুচ্ছে। তার জ্বর এসেছে। মুনা বসে আছে নইমার মাথার কাছে।

আনুশকা বলল, 'ওর জ্বর কি বেশি মুনা?'

'হুঁ।'

'সমস্যা হয়ে গেল তো!'

'আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না আপা কোনো সমস্যা আছে। শান্তমুখে বসে আছেন।'

আনুশকা হাসল। মুনা বলল, 'আপা, আমাদেরকে কি ওরা এখানে রাতেও আটকে রাখবে?'

'না, ছেড়ে দেবে। সন্ধ্যার আগেই ছেড়ে দেবে।'

'কীভাবে বলছেন?'

'আমাদের সঙ্গে শুভ্র আছে না? শুভ্রর কোনো সমস্যা তার বাবা-মা হতে দেবেন না।'

'ওনারা তো আর জানেন না এখানে কী হচ্ছে।'

'ইতোমধ্যে জেনে গেছেন বলে আমার ধারণা। তাঁরা তাঁদের ছেলের ওপর লক্ষ রাখবেন না, তা হয় না।'

আনুশকার কথার মাঝখানেই মনিরুজ্জামান এসে দাঁড়াল। জরী হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। ভূত দেখলেও কেউ এত চমকায় না।

মনিরুজ্জামান বলল, 'খেল তো ভালো দেখালে। যাই হোক, এখন সমস্ত খেলার অবসান হয়েছে। বিকেলে তোমাকে নিয়ে ঢাকা রওনা হব।

'আমাকে নিয়ে ঢাকা রওনা হবেন মানে? আমি আপনার সঙ্গে ঢাকা যাব কেন?'

'স্বামীর সঙ্গে কোথাও যাবে না, এটা কেমন কথা?'

'আপনি আমার স্বামী?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবশ্যই। বিয়ের কাবিননামাও নিয়ে এসেছি। ওসি সাহেবকে দেখালাম।'

'বিয়ের কাবিননামা?'

'এক লক্ষ এক টাকা কাবিনের কাবিননামা। বিকেলের মধ্যে তোমার বড় চাচাও চলে আসবেন।'

জরীর মুখে কথা আটকে গেল। কী একটা কথা অনেক বার বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

মনিরুজ্জামান হৃষ্ট গলায় বলল, 'আচ্ছা যাই—দেখা হবে বিকেলে।'

জরী তাকাল আনুশকার দিকে। আনুশকা হাসছে। আনুশকার হাসি দেখে পাগলীও হাসতে লাগল। এতে নইমার ঘুম ভেঙে গেলো। সে উঠে বসল এবং আনন্দিত গলায় বলল, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?'

মনিরুজ্জামান আর দাঁড়াল না। তার অনেক কাজ বাকি আছে। কাজ শেষ করতে হবে। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। ওসির স্ক্রু টাইট দিতে হবে, তবে যাবার আগে দলের ছেলেগুলিকে দেখে যাওয়া দরকার।

রানা দেখল, থ্রি পিস স্যুট পরা এক ভদ্রলোক আসছেন। সে উৎসাহের সঙ্গে উঠে বসল। মনে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কেউ আসছে। তাদের মুক্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। রানাই আগ বাড়িয়ে বলল, 'স্লামালিকুম।'

মনিরুজ্জামান বলল, 'ওয়ালাইকুম সালাম। আপনারা ভালো?'

'জি স্যার, আছি মোটামুটি।'

'কষ্ট হয় নি তো?'

মোতালেব বলল, 'কোনো কষ্ট হয় নি। অত্যন্ত আনন্দে সময় কাটছে। "সময়" কি ব্যাপার আগে জানতাম না। এখন জানি। আরো বৎসরখানেক এখানে থাকতে পারলে সায়েন্সের অনেক কিছু শিখতাম। আপনাকে তো ভাই চিনতে পারিছ না—আপনার পরিচয়?'

'আমার নাম মনিরুজ্জামান। আমি জরীর হাসবেন্ড।'

'কার হাসবেন্ড?'

'জরীর। আমি তাকে নিতে এসেছি। বিকেলে ওকে নিয়ে চলে যাব। আপনারা যেখানে যাচ্ছেন চলে যান। আপনাদের ওপর আমার কোনো রাগ নেই। আপনাদের একটু সমস্যা হলো—তার জন্যে আমার স্ত্রীর হয়ে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

রানা বলল, 'কী বললেন? আপনি কে?'

'জরীর হাসবেন্ড।'

শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, 'জরী তো বিয়ে করে নি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনিরুজ্জামান হাসিমুখে বলল, 'আপনাদের তাই বুঝিয়েছে, ঘটনা ভিন্ন। বিয়ে হয়েছে, কাবিন হয়েছে। এক লক্ষ এক টাকা মোহরানা। যাই, কেমন? খোদা হাফেজ।'

মনিরুজ্জামান হনহন করে এগুচ্ছে। তার পেছনে হারুনুর রশীদ। হারুনুর রশীদ যে এতটা লম্বা তা আগে বোঝা যায় নি। এখন বোঝা যাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, একটা তালগাছ ব্রিফকেস হাতে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দলের সবাই খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। সঞ্জু বলল, 'অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। শুভ্র, তুই কি একটা কাজ করবি?'

'কী কাজ?'

'তুই তোর বাবাকে টেলিফোন করে ঘটনাটা বলবি? জরীকে একটা লোক জোর করে ধরে নিয়ে চলে যাবে-আর আমরা যাব দারুচিনি দ্বীপে! তা কী করে হয়?'

শুভ্র চুপ করে আছে। সঞ্জু বলল, 'কথা বলছিস না কেন?'

'বাবাকে কী বলব?'

'তোর কিছু বলতে হবে না। তোর বাবাই তোর ভেতর থেকে সব কথা টেনে বের করে নিয়ে আসবেন।'

শুভ্র অস্বস্তির সঙ্গে চুপ করে আছে। রানা রাগী ভঙ্গিতে বলল, 'তুই এমন স্টোন ফেস হয়ে গেলি কেন? বাবার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা লাগছে?'

শুভ্র বলল, 'বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই।'

'বলার দরকার নেই কেন?'

'আমার ধারণা বাবা সবই জানেন।'

'গাধার মতো কথা বলবি না শুভ্র। তোর বাবা কোনো পীর-ফকির না যে সব জানে। তোকে টেলিফোন করতে বলা হয়েছে, তুই টেলিফোন করবি এবং কাঁদো-কাঁদো গলায় বলবি, আমাদের রক্ষা করো। এস ও এস। বাঁচাও বাঁচাও।'

'এরা কি আমাদের টেলিফোন করতে দেবে?'

'এইটা একটা টেকনিক্যাল কথা বলেছিস। তোকে টেলিফোন করতে দেবে কি-না সেটা হচ্ছে কথা। সম্ভবত দেবে না—তবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'

বল্টু বলল, 'প্রয়োজনে আমি ওসি সাহেবের পা চেপে ধরব। অনেক ধরনের মানুষের পা ধরেছি, পুলিশের পা কখনো ধরি নি। পা ধরে সবচে' বেশি মজা কখন পেয়েছিলাম জানিস? একবার এক পীর সাহেবের পা ধরেছিলাম—কী মোলায়েম পা! ধরলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র ওসি সাহেবের সামনে বসে আছে। ওসি সাহেব টেলিফোন সেট তার দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'নিন, টেলিফোন করুন।'

শুভ্র বিব্রত মুখে বলল, 'আমি নাম্বার ভুলে গেছি।'

'নাম্বার ভুলে গেছেন মানে? নিজের বাসার নাম্বার মনে নেই?'

'জি না। বাসায় তো কখনো টেলিফোন করা হয় না। তবে আমার হ্যান্ডব্যাগের পকেটে একটা ডায়েরি আছে—সেখানে নাম্বার লেখা আছে।'

'আচ্ছা, হ্যান্ডব্যাগ আনিয়ে দিচ্ছি।'

শুভ্র ডায়েরির জন্যে অপেক্ষা করছে। ওসি সাহেব কৌতূহল এবং আগ্রহ নিয়ে শুভ্রকে দেখছেন।

টেলিফোন ধরলেন শুভ্রর মা। শুভ্র বলল, 'মা, কেমন আছ?'

রাহেলা প্রায় হাহাকার করে উঠলেন, 'তুই কেমন আছিস বাবা?'

'ভালো।'

'তোর চশমা! তোর চশমা আছে?'

'হুঁ, আছে।'

'খাওয়া-দাওয়ার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে?'

'না, কোনো সমস্যা হচ্ছে না।'

'বাইরের পানি খাচ্ছিস না তো?'

'উঁহু।'

'একসঙ্গে বেশি করে পানির বোতল কিনে নে।'

'আচ্ছা মা, নেব।'

'গত রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?'

'হুঁ।'

'এদিকে আমি সারারাত ঘুমুতে পারি নি। শুধু দুঃস্বপ্ন দেখেছি। শুভ্র, তুই ভালো আছিস তো?'

'আমি ভালো আছি মা।'

'তোর বন্ধুরা? ওরা ভালো আছে তো?'

'হ্যাঁ, ওরাও ভালো আছে। আচ্ছা মা, বাবা কি অফিসে, না বাসায়?'

'তোর বাবা বাসায়। আজ কোথাও যায় নি। ওর শরীরটা নাকি ভালো না।'

বাবা কী করছেন?

'বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেস্ট নিচ্ছে। বই পড়ছে।'

'কী বই পড়ছেন মা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী বই পড়ছে তা তো দেখিনি—দেখে আসব?'

'না, তুমি বাবাকে দাও।'

'তুই আমার সঙ্গে আরেকটু কথা বল শুভ্র। তারপর তোর বাবাকে দেব।'

'উঁহু, তুমি আগে বাবাকে দাও। তারপর আমি আবার তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'তুই কি আমাকে মিস করছিস শুভ্র?'

'হুঁ। মা, তুমি বাবাকে দাও।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব টেলিফোন-রিসিভার হাতে নিয়ে ভারি গলায় বললেন, 'হ্যালো।'

শুভ্র বলল, 'বাবা, তুমি কী বই পড়ছ? তোমার হাতে এখন কী বই?'

'বইটার নাম হলো "Moon is down".'

শুভ্র খুশি-খুশি গলায় বলল, 'তুমি আমার টেবিল থেকে বইটা নিয়েছ, তাই না?'

'হুঁ।'

'এটা তোমার জন্মদিনে দেবো বলে আনিয়ে রেখেছিলাম। প্যাকেট করা বই তুমি খুললে কেন? না বলে প্যাকেট খোলা তো নিষেধ।'

'মানুষের প্রকৃতি এমন যে সে সব সময় নিষেধ অমান্য করে।'

'বইটা তোমার কেমন লাগছে বাবা?'

'ভালো, খুব ভালো।'

'তোমার কি চোখে পানি এসেছে?'

'এখনো আসেনি।'

'পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পর থেকে দেখবে—একটু পরপর চোখ ভিজে উঠেছে। তুমি ক' পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছ?'

'কুড়ি-পঁচিশ পৃষ্ঠা হবে।'

'বাবা তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কয়েকটা কথা আছে।'

'এখন তুমি ছুটি কাটাতে গেছ, এখন আবার জরুরি কথা কী? এখন শুধু হালকা কথা বলবে।'

'কথাটা খুব জরুরি বাবা।'

'আমি তোমার কোনো জরুরি কথা শুনতে চাচ্ছি না।'

'বাবা, আমরা খুব বিপদে পড়েছি।'

'মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ, বিপদে তো পড়বেই। বিপদে পড়বে, আবার বিপদ থেকে বের হয়ে আসবে। আবার পড়বে। দিস ইজ দ্য গেম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পুলিশ আমাদের ধরে এনে হাজতে রেখে দিয়েছে।'

'ও, আচ্ছা।'

আমাদের সঙ্গে জরী নামের যে মেয়েটি আছে—তার হাসবেন্ড এসেছে তাকে নিয়ে যেতে।'

'হাসবেন্ড নিয়ে যেতে চাইলে তো তোমরা কিছু করতে পারবে না। পুরুষ-শাসিত সমাজে স্বামীর অধিকার স্বীকৃত।'

'লোকটির সঙ্গে জরীর বিয়ে হয় নি। লোকটা মিথ্যা কথা বলছে। মিথ্যা কথা বলে মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।'

'উল্টোটাও তো হতে পারে। হয়তো মেয়েটাই মিথ্যা বলছে। মেয়েরা পুরুষদের চেয়েও গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। একজন পুরুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন বোঝা যায় সে মিথ্যা বলছে। কিন্তু একটা মেয়ে যখন মিথ্যা বলে তখন বোঝার কোনো উপায়ই নেই সে মিথ্যা বলছে।'

'তুমি খুবই অদ্ভুত কথা বলছ বাবা।'

'এটা আমার কথা না। যে বইটা এই মুহূর্তে আমি পড়ছি সেই বইয়ের নায়ক বলছে, তোর প্রিয় বই Moon is down-এই এটা লেখা।'

'ঐ লোকটা একটা ফ্রড বাবা। ওর প্রতিটি কথাই মিথ্যা।'

'ও, আচ্ছা।'

'বাবা শোনো—আমরা ভয়ংকর বিপদে পড়েছি। তুমি কি কিছু করতে পারো আমাদের জন্যে?'

'না।'

'না কেন?'

'আমি তোমাকে বিপদে ফেলি নি, কাজেই বিপদ থেকে তোমাকে টেনে তোলার দায়িত্বও আমার নয়। তুমি স্বাধীনতা চেয়েছ, তোমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে রওনা হয়েছ। এখন তুমি হুট করে আমার সাহায্য চাইতে পারো না।'

শুভ্র চুপ করে রইল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'তা ছাড়া আমি সারা জীবন বেঁচে থাকব না। এ জীবনে আমি যা সঞ্চয় করেছি সেইসব রক্ষার দায়িত্ব তোমার। আজ যদি এই সামান্য বিপদ থেকে নিজের চেষ্টায় বের হতে না পারো, তাহলে ভবিষ্যতে বড় বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে কী করে? বুঝতে পারছ আমি কী বলছি?'

'পারছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যখন কোনো সমস্যা আসবে তখন সমস্যাটাকে একটা বস্তুর মতো তোমার সামনের টেবিলে রাখবে। নানান দিক থেকে সমস্যাটা দেখবে। এক সময় লক্ষ করবে সমস্যাটির একটা দুর্বল দিক আছে। তুমি আক্রমণ করবে দুর্বল দিকে।'

'আমার সমস্যার দুর্বল দিক কোনটা বাবা?'

'যে লোক সমস্যা তৈরি করেছে, মেয়েটির হাসবেন্ড বলে যে নিজেকে দাবি করছে সেই সবচে' দুর্বল। সে দুর্গ তৈরি করেছে মিথ্যার উপর। এ জাতীয় লোকেরা ভীতু প্রকৃতির হয়। এদের ভয় দেখালে এরা অসম্ভব ভয় পায়। এদের ভয় দেখাতে হয়। ছোটখাটো ভয় না। বড় ধরনের ভয়।'

'ভয় কীভাবে দেখাব?'

'সেটা তুমি জানো কীভাবে ভয় দেখাবে।'

'আমি ভয় দেখালেই সে ভয় পাবে কেন?'

'তুমি ভয় দেখালে সে ভয় পাবে, যদি সে জানে তুমি কে। তোমার ক্ষমতা কী?'

'বাবা, আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই?'

'তোমার ক্ষমতা হচ্ছে তোমার অর্থ। তোমার সঙ্গে চেকবই আছে না?'

'জি, আছে।'

'তুমি যদি চেকবই বের করে এক কোটি টাকার একটা চেক লিখে দাও, সেই চেক ফেরত আসবে না। ব্যাংক সেই চেক অনার করবে। এইখানেই তোমার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা দিয়ে তুমি যে কোনো মানুষকে ভয় দেখাতে পারো।'

'কিন্তু বাবা, এই ক্ষমতা তো মিথ্যা ক্ষমতা।'

'হ্যাঁ, এই ক্ষমতা মিথ্যা। কোনো ক্ষমতাবান লোকই এই ব্যাপারটা জানে না। তুমি জানো। That's the thing about you. শুভ্র, অনেকক্ষণ কথা হলো, এখন টেলিফোন রাখি?'

'তুমি আর কিছু বলবে না বাবা?'

'হ্যাঁ, বলব। I love you my son. এবং তুমি তোমার "মুন ইজ ডাউন" বইটিতে আমার সম্পর্কে যে উক্তি করেছ তা আমি পড়েছি। থ্যাংক য়্যু।'

ইয়াজউদ্দিন টেলিফোন নামিয়ে রেখে হাতের বই খুললেন। প্রথম পাতায় শুভ্র সবুজ কালি দিয়ে লিখে রেখেছে—

> বাবা,
> জন্মদিন শুভেচ্ছা।
> আমার খুব ইচ্ছা করে আমি তোমার মতো হই।
> শুভ্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজউদ্দিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, শুভ্র শুভ্রর মতোই থাকুক। ওকে আমার মতো হতে হবে না।

রাহেলা বললেন, 'তুমি টেলিফোন রেখে দিলে কেন? আমি শুভ্রের সঙ্গে কথা বলতাম।'

'স্যরি। আমি আবার যোগাযোগ করে দিচ্ছি।'

'না লাগবে না।'

রাহেলার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখ মুছছেন।

ওসি সাহেব বললেন, 'শুভ্র সাহেব, আপনার টেলিফোনের কথা তো শেষ হয়েছে।'

'জি।'

'কী বললেন আপনার বাবা?'

'বাবা আমাকে মনিরুজ্জামান নামের ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বললেন।'

'কথা বলবেন?'

'জি, কথা বলব।'

'উনি চলে এসেছেন। আমি ডেকে দিচ্ছি। আপনারা কথা বলুন। নিরিবিলি কথা বলুন।'

'ওসি সাহেব, আপনিও থাকতে পারেন।'

মনিরুজ্জামান এসে বসল শুভ্রর সামনের চেয়ারে। মনিরুজ্জামানের পাশে বসেছে হারুনুর রশীদ। সে কৌতূহলী হয়ে শুভ্রকে দেখছে।

শুভ্র বলল, 'স্লামালেকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। আমি আপনাকে চিনতে পারি নি ভাই। আপনি ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ছেলে। বাহ্ ভালো। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। ছি ছি, এটা তো বিরাট লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেল, ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ছেলে কি-না হাজতে। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের কাছে তো মুখ দেখাতে পারব না।'

শুভ্র বলল, 'আপনি আমাদের এই ঝামেলা দূর করবেন, আশা করি।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আমি ওসি সাহেবকে বলে দিয়েছি। আপনাদের ওপর থেকে যত চার্জ ছিল সব তুলে নেয়া হয়েছে। আপনারা আপনাদের মতো বেড়াতে যাবেন। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যাব।'

'জরী ও আমাদের সঙ্গে যাবে।'

'কী বললেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র শান্তমুখে বলল, 'আপনি যথেষ্ট যন্ত্রণা করেছেন। তার পরেও আপনাকে ক্ষমা করেছি। এরচে' বেশি যন্ত্রণা করার চেষ্টা করলে ক্ষমা করব না।'

'কী করবেন?'

'আপনি জীবিত ঢাকা ফিরবেন না।'

'কী বললেন?'

'এই বাক্যটি আমি দ্বিতীয় বার বলব না। তবে যে বাক্যটি বলা হয়েছে—তা কার্যকর করার সমস্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই তথ্যটা আপনার জানা থাকা দরকার।'

শুভ্র উঠে দাঁড়াল। মনিরুজ্জামান বলল, 'আরে বসেন, বসেন। রাগ করে উঠে যাচ্ছেন কেন? চা খান। ওসি সাহেব, আমাদের একটু চা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন না রে ভাই।'

শুভ্র বলল, 'আমি চা খাই না।'

মনিরুজ্জামান হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে ফেলল। হাসিমুখে বলল, 'আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি থাকবে এটা কেমন কথা? আমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ....'

'এখানে আলাপ-আলোচনার কিছু নেই।'

'আচ্ছা, না থাকলে নাই। চা তো খাওয়া যাবে। আমার সঙ্গে চা খেতে তো অসুবিধা নেই?'

'অসুবিধা আছে।'

ওসি সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'শুভ্র সাহেব, ঢাকা থেকে আপনার কাছে এক ভদ্রলোক এসেছেন। রফিক নাম। উনি থানার বাইরে অপেক্ষা করছেন। আপনি কি ওনার সঙ্গে কথা বলবেন?'

শুভ্র বলল, 'ওনাকে অপেক্ষা করতে বলুন।'

মনিরুজ্জামানের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। সে পরপর দু'বার ঢোঁক গিলল।

শুভ্র দেখল তার বাবার কথাই ঠিক হয়েছে। ভয় কাজ করছে।

থানার সামনে পর্যটনের এসি বসানো মাইক্রোবাস অপেক্ষা করছে। মাইক্রোবাসের পেছনে একটি পাজেরো গাড়ি। পাজেরোতে সুলেমান অপেক্ষা করছে। সে টেকনাফ পর্যন্ত যাবে। সুলেমানের সঙ্গে আরো দু'জন। এই দু'জনের চোখ ছোট ছোট, হাবভাব কেমন কেমন। এরা কখনো চোখে চোখে তাকায় না। কথা বলে মাটির দিকে তাকিয়ে। দু'জনের গায়েই চামড়ার জ্যাকেট। থানার বারান্দায় রফিক সাহেবও হাঁটাহাঁটি করছেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র বের হতেই রফিক সাহেব এগিয়ে গেলেন। শুভ্র বলল, 'আপনি এখানে?'

রফিক সহজভাবে বললেন, 'টিচাগাং-এ একটা কাজ ছিল—এসেছিলাম। আজই ঢাকা ফিরে যাব। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। স্যারকে কিছু বলতে হবে?'

'না, কিছু বলতে হবে না।'

'আপনারা কি আজ রাতটা চিটাগাং থাকবেন। নাকি রাতেই কক্সবাজার চলে যাবেন?'

'বুঝতে পারছি না। আমার বন্ধু রানা এইসব দেখছে। সে যা ঠিক করে, তাই।'

'সুলেমান একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমার মনে হয় সেইটাই ভালো ব্যবস্থা হবে। ছোটখাটো সমস্যা যেহেতু হচ্ছে ...'

'কী ব্যবস্থা?'

'পর্যটনের মাইক্রোবাস যাবে। আপনারা সবাই বেশ আরাম করে যেতে পারবেন। পেছনে পেছনে সুলেমান যাবে পাজেরো জিপ নিয়ে। দু'জন বডিগার্ডও আছে। এ ছাড়াও এসপি সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি পুলিশ এসকর্টের ব্যবস্থা করেছেন। পুলিশের একটা জিপ আগে আগে যাবে। টেকনাফ পর্যন্ত যাবে। আমি বলছি কি— আপনারা সবাই খাওয়াদাওয়া করে মাইক্রোবাসে উঠে বসুন এবং এক টানে চলে যান টেকনাফ। এটাই সবচে' ভালো বুদ্ধি।'

'ভালো বুদ্ধি মন্দ বুদ্ধি না। আমাদের টিম লিডার হলো রানা। ও যা বলে তাই করা হবে। আপনি গাড়ি-টারি নিয়ে চলে যান।'

'জি, আচ্ছা।'

'আর সুলেমানকে বলুন সে যেন আর আমার পেছনে পেছনে না আসে।'

'জি আচ্ছা, বলে দিচ্ছি। আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা শুধু করি— সারা দিন খান নি, আমারই খারাপ লাগছে।'

'কিচ্ছু করতে হবে না।'

'আমি ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।'

'না। প্লিজ না।'

'খাবারগুলি প্যাকেট করে পৌঁছে দিই?'

'আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না।'

'আমি কি তাহলে চলে যাব?'

'হ্যাঁ, চলে যাবেন। দলবল নিয়ে যাবেন Leave us alone.'

'জি আচ্ছা। আপনার খুব কষ্ট হলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কষ্ট কিছু হয় নি। আমি অনেক কিছু শিখেছি। রফিক সাহেব, আপনার সঙ্গে কি সিগারেট আছে? একটা সিগারেট দিন তো।'

রফিক বিস্মিত হয়ে তাকালেন। তাঁর কাছে সিগারেট ছিল না। তিনি সিগারেট আনতে নিজেই চলে গেলেন। শুভ্র দাঁড়িয়ে আছে।

হাজতের দরজা খোলা হয়েছে। ওসি সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আনুশকার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা বের হয়ে আসুন।'

'আমাদের কি ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'জি।'

'জরীর কী হবে? ও কি ঐ বাদমাশটার সঙ্গে যাবে, না আমাদের সঙ্গে যাবে?'

'সেটা উনি ঠিক করবেন। উনি যদি আপনাদের সঙ্গে যেতে চান, তাহলে যাবেন। আবার যদি মনিরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে যেতে চান, তাও যেতে পারেন।'

'থ্যাংক য়্যু ওসি সাহেব। আপনি কি আরেকটা ছোট্ট কাজ করবেন?'

'কাজটা কী বলুন, দেখি পারি কি-না।'

'আমি এই পাগলীটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

'ওকে নিয়ে কী করবেন?'

'আমি ওর চিকিৎসা করাব। সুস্থ করে তুলব।'

'মিস আনুশকা, এইসব শখ ক্ষণস্থায়ী হয়। কিছুদিন পর দেখবেন অসহ্য বোধ হচ্ছে। না পারছেন গিলতে, না পারছেন উগরে ফেলে দিতে। বরং সে এখানে থাকুক। আমি কোনো—একটা মহিলা সংগঠনে পাঠিয়ে দেব। যোগাযোগও করছি।'

'আমার সঙ্গে দিয়ে দিতে আইনগত কোনো বাধা আছে?'

'না, আইনগত কোনো বাধা নেই।'

'তাহলে ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।'

ওসি সাহেব হেসে ফেললেন। আনুশকা বলল, 'মেয়েটার নাম কী?'

'ওর নাম-টাম নেই—বা থাকলেও এখন কেউ জানে না।'

'না থাকলেই ভালো। আমি ওর নতুন একটা নাম দেব।'

নইমা ঘুমুচ্ছে। মুনা অনেক চেষ্টা করেও তার ঘুম ভাঙাতে পারছে না। আনুশকা বলল, 'মুনা ভালো করে দেখ, মরে-টরে যায় নি তো?'

মুনা হেসে উঠল খিলখিল করে। মুনার সঙ্গে পাগলীটাও হাসতে শুরু করল। তার হাসি আর থামে না। হাসির শব্দে ঘুম ভাঙল নইমার। সে হতচকিত গলায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?' মুনা হাসতে হাসতে বলল, 'আপা, আমাদের ছুটি হয়ে গেছে। আমরা এখন যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছি?'

'দারুচিনি দ্বীপ।'

'আমি কোথাও যাব না। আমি ঢাকা চলে যাব। আনুশকা, আমাকে ঢাকা পাঠাবার ব্যবস্থা কর। অসম্ভব, আমি তোদের সঙ্গে যাব না। মরে গেলেও না। মরে গেলেও না। মরে গেলেও না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোকে ঢাকা পাঠাব। এরকম করিস না তো! গায়ে কি এখনো জ্বর আছে?'

মুনা বলল, 'হ্যাঁ আপা, জ্বর আছে। বেশ জ্বর।'

জরী বলল, 'আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আমরা রেল স্টেশনে বসে আছি কেন?'

রানা রাগী গলায় বলল, 'রেল স্টেশনে বসে আছি, কারণ এক জায়গায় বসে আলাপ-আলোচনা করে ডিসিশান নিতে হবে।'

'কী ডিসিশান?'

'ডিসিশান হচ্ছে—আমরা কি আজ রাতেই কক্সবাজার রওনা হব, না আজ রাতটা চিটাগাং-এ থেকে পরদিন ভোরে রওনা হব।'

'ডিসিশান নিচ্ছ না কেন?'

'হুট করে তো আর ডিসিশান নেয়া যায় না। চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার আছে। আনুশকা, তোমার কী মত?'

আনুশকা হাই তুলতে তুলতে বলল, 'তুমি হচ্ছ দলপতি। তুমি ডিসিশান নেবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি যদি বলো, রাত তিনটায় রওনা হবে—ফাইন উইথ মি।'

বল্টু বলল, 'আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কী হবে রে রানা? খিদেয় মরে যাচ্ছি।'

'খিদেয় মরে যাবি কী জন্যে? একটু আগে সবাইকে দেড় ফুট সাইজের একটা কলা খাওয়ালাম না?'

'এই কলাই কি আমাদের ডিনার?

'আচ্ছা একটা কথা, আমরা কি খাওয়া-দাওয়া করার জন্যে বের হয়েছি, না আমাদের অন্য উদ্দেশ্যও আছে?'

নীরা বলল, 'ক্ষুধার্ত অবস্থায় কিছুই ভালো লাগে না রানা। সুকান্তের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির কাছেও ক্ষুধার্ত অবস্থায় পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটির মতো মনে হয়েছে।'

'হবে, খাবার ব্যবস্থাও হবে। আগে বাসার খোঁজখবর করে দেখি। মোতালেব, তুই আয় আমার সঙ্গে।'

'আমি যাব কী জন্যে? আমি তো আর দলপতি না, কিংবা দলপতির অ্যাসিসটেন্টও না।'

রানা রাগ করেও বের হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন কক্সবাজারে রওনা হওয়া ঠিক হবে না। পথে কোনো বিপদ-আপদ হয় কি-না কে বলবে? জঙ্গলের ভেতর গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেলো। চাকা ঠিক করা হচ্ছে, এর মধ্যে বেরিয়ে এলো একদল ডাকাত। সঙ্গে এতগুলি মেয়ে....রিস্ক নেয়া যাবে না। রাতটা এখানেই থাকতে হবে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটাতে হবে। হোটেল নেয়ার প্রশ্নই আসে না। এত টাকা হোটেলওয়াকে সে কেন খামাখা দেবে? তা ছাড়া অনেক টাকা বাজেটের অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। আগে যে বাসা ঠিক করা হয়েছিল তাকে টাকা দিতে হয়েছে। আর একটা রাত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটানো এমন কিছু না।

রানা ভোরে রওনা হবার জন্যে বারো সিটারের একটি লক্কর মুড়ির টিন মার্কা মাইক্রোবাস ঠিক করল। সে-ই সবচে' কম ভাড়ায় যেতে রাজি হয়েছে।

রাতের খাবার কিনে ফিরল। পরোটা-গোশত।

আনুশকা পরোটা হাতে নিয়ে বলল, 'গোল গোল এই জিনিসগুলি কি?'

রানা থমথমে গলায় বলল, 'কেন, পরোটা কখনো খাওনি?'

'খেয়েছি। লোহার তৈরি পরোটা খাই নি। এইগুলি কীভাবে খায়?'

'খেতে না চাইলে খাবে না। আমাকে বাজেটের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। পোলাও-কোর্মা খাওয়ানো সম্ভব না। খিদে লাগলে খাবে, না লাগলে নাই।'

'গোশতগুলিও তো মনে হচ্ছে প্লাস্টিকের।'

রানা বলল, 'সবাই হাতে হাতে নিয়ে নাও—পারহেড দু'টা করে পরোটা।'

নইমা কিছুই খেল না। সে ঢাকা চলে যাবে। কিছুতেই থাকবে না। তাকে টিকেট কেটে রাতের ট্রেনে তুলে দিলেই হবে। তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, সে বুঝ মানছে না।

নীরা বলল, 'এত কাছে এসে ফিরে যাবি?'

'হ্যাঁ, ফিরে যাব।'

'এখন তো আর কোনো সমস্যা নেই।'

'সমস্যা নেই, সমস্যা হবে। আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরা বলল, 'দেখ নইমা, দারুচিনি দ্বীপ হচ্ছে আমাদের জন্যে একধরনের তীর্থ। তীর্থে যাবার জন্যে সবাই মন ঠিক করে অনেকে রওনাও হয়, কিন্তু তার পরেও সবার তীর্থ-দর্শন হয় না। তুই এত বড় সুযোগ হেলায় হারাবি?'

'হ্যাঁ, হারাব। আমি এত পুণ্যবান নই যে তীর্থ-দর্শন করব। তোরা যা।'

'তুই সত্যি যাবি না?'

'না।'

ঠিক হলো, নইমা ঢাকায় ফিরে যাবে। তার গায়ে জ্বর এবং বেশ ভালো জ্বর। তাকে একা একা ছেড়ে দেয়া যায় না। ছেলেদের একজন-কাউকে সঙ্গে যেতে হবে। কে যাবে সঙ্গে? রানা বলল, লটারি হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে, সে যাবে। এটা ফাইন্যাল ডিসিশান। এ ছাড়া উপায় নেই। কাগজের টুকরায় সব ছেলের নাম লেখা থাকবে। নইমা চোখ বন্ধ করে একটা নাম তুলবে। যার নাম উঠবে তাকে যেতেই হবে।

লটারি হল। নাম উঠল রানার। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

সঞ্জু বলল, 'দলপতি চলে গেলে আমাদের হবে কী করে? দলপতিকে তো যেতেই হবে। রানা থাকুক, আমি যাব।'

রানা ক্ষীণ গলায় বলল, 'তুই যাবি?'

সঞ্জু বলল, যে সব ব্যবস্থা করল, তা ছাড়া আমার চাকরির একটা ইন্টারভ্যুও আছে। তার প্রিপারেশন দরকার।

রানা বলল, 'তোরা ঠিক মিষ্টিপান খাবি? পান নিয়ে আসি।' রানা পান আনার কথা বলে সরে পড়েছে—কারণ তার চোখে পানি এসে গেছে। সঞ্জুটা এত ভালো কেন?

মানুষকে এত ভালো হতে নেই। মানুষকে কিছুটা খারাপ হতে হয়। সঞ্জুর ইন্টারভ্যু—এইসব বাজে কথা। সে এই কাজটা করল তার দিকে তাকিয়ে।

ঢাকাগামী তূর্ণা নিশীথা ছেড়ে দিচ্ছে। দরজা ধরে সঞ্জু দাঁড়িয়ে আছে। সঞ্জুর মুখ হাসি হাসি। সে হাত নাড়ছে। রানার খুব ইচ্ছা করছে টেনে সঞ্জুকে নামিয়ে সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু সে জানে এই কাজটা সে পারবে না। সবার লোভ হয়, করতে পারে না। এই পৃথিবীতে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই আছে যারা জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয় না। সে সেই অল্প ক'জনের একজন নয়। তার জন্ম হয়েছে—লোভের কাছে, মোহের কাছে বারবার পরাজিত হবার জন্য।

ইঞ্জিন বসানো ছিপছিপে ধরনের নৌকা। মাথার উপর একচিলতে ছাদ। ছাদের নিচে ইঞ্জিন। দেখলে বিশ্বাস হয় না এরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। কিন্তু মাঝি যখন বলছে তখন বিশ্বাস করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকায় বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ উড়ছে। সেন্ট মার্টিন যেতে হলে বার্মার আকিয়াব শহরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। জলযানগুলিতে সে কারণেই পতাকা ওড়াতে হয়। যাতে দূর থেকে বোঝা যায়—কোন নৌকা বাংলাদেশের, কোন্‌গুলি বার্মার।

নৌকার মাঝি চিটাগাংয়ের প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় বোঝাল—'ইয়ান নাফ নদী, ইয়ানর অর্ধেক আঁরার, অর্ধেক বার্মার।'

মোতালেব বলল, 'অত্যন্ত আপত্তিজনক কথা—নদীর আবার অর্ধেক অর্ধেক ভাগাভাগি কী? নদী হচ্ছে প্রেমিকার মতো। প্রেমিকার আবার ভাগাভাগি! এটা কি মগের মুল্লুক?'

মাঝি দাঁত বের করে বলল, 'ইয়ান মগের মুল্লুক। বার্মাইয়ারা বেগ্‌গুন মগ।'

আনুশকা বলল, 'ঢেউ কেমন?'

'আছে, ছোড ছোড গইর।'

'কী বলছেন, বাংলা ভাষায় বলুন—ছোড ছোড গইর মানে কী?'

মাঝি আনন্দিত গলায় বলল, 'অল্প বিস্তর ঢেউ।'

ঢেউ যা উঠছে তাকে অল্প বিস্তর বলাটা ঠিক হচ্ছে না। নীরা মুখ কালো করে ঢেউ দেখছে।

মুনা বলল, 'কী নীল পানি দেখছেন আপা? নদীর পানি এত নীল হয়? আশ্চর্য!'

নীরা জবাব দিল না। নাফ নদীর নীল পানি তাকে অভিভূত করতে পারছে না। হঠাৎ তার মনে পড়েছে, সে সাঁতার জানে না। সে রানার দিকে তাকাল।

রানা খুব ব্যস্ত হয়ে নৌকায় জিনিসপত্র তুলছে। মালামালের সঙ্গে প্রচুর ডাবও যাচ্ছে। রানা কোত্থেকে যেন সস্তা দরে আঠারোটা ডাব কিনেছে। সাগরে মিষ্টি পানির সাপ্লাই।

মোতালেব রানাকে সাহায্য করছে। বল্টু দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। বল্টুর মন খুব খারাপ। ট্রেনে ওঠার পর থেকে মুনা তার সঙ্গে একটা কথাও বলে নি। এর মানে সে বুঝতে পারছে না।

মুনার পুরো ব্যাপারটাই সবসময় তার কাছে এক ধরনের রহস্য। মেয়েটা তাকে পছন্দ করে, না করে না? তাকে সে একটা স্যুয়েটার কিনে দিয়েছে। ধরে নেয়া যেতে পারে, পছন্দ করে বলেই দিয়েছে। কিন্তু কথাবার্তায় কিংবা আচার-আচরণে তার কোনো প্রমাণ নেই।

বল্টুর একবার ধারণা হয়েছিল, তার বড় ভাই উপস্থিত বলেই মুনা তার সঙ্গে কথা বলছে না। মেয়েরা আড়াল পছন্দ করে। কিন্তু সঞ্জু তো কাল রাতেই চলে গেছে। এর পরেও মুনা কথা বলবে না কেন? বল্টু নিজ থেকে উদ্যোগ নিয়ে আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরবেলা কথা বলার চেষ্টা করেছে। মুনাকে গিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে বলেছে—'মুনা, চা খেতে যাবি? একটা দোকানে দেখলাম গুড়ের চা বানাচ্ছে।'

মুনা বলল, 'গুড়ের চা খাবার জন্যে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে আছি আপনাকে কে বলল? চিনির চা-ই খাই না, তো গুড়ের চা।'

'চা না খেলে না খাবি—চল, হেঁটে আসি।'

'আপনার সঙ্গে হাঁটতে যাব?'

'হ্যাঁ। অসুবিধা আছে?'

'অবশ্যই অসুবিধা আছে। বাঁটকু লোকের সঙ্গে আমি হাঁটি না। লোকজন দেখে ফিক ফিক করে হাসে। তারা মনে মনে বলে—লম্বা মেয়েটা এই বাঁটকুটার সঙ্গে হাঁটছে কেন?'

বল্টুর মন এই কথায় অত্যন্ত খারাপ হলো। এই জাতীয় কথা কি কেউ বলতে পারে? বলতে পারা কি উচিত? মুনার দেয়া স্যুয়েটার সে এখন পরে আছে। ইচ্ছা করছে স্যুয়েটারটা খুলে টেকনাফের নদীতে ফেলে দিতে। দরকার নেই শালার স্যুয়েটারের!

রানা বিরক্ত গলায় বলল, 'তোরা সব হাবার মতো তীরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমাদের কি রওনা দেয়া লাগবে না? জোয়ার-ভাটার ব্যাপার আছে। যাকে বলে সমুদ্রযাত্রা। এক্ষুনি রওনা দিতে হবে। নো ডিলে।'

নীরা নিচু গলায় বলল, 'আমি যাচ্ছি না।'[

রানা হতভম্ব হয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি না মানে?'

'আমি সাঁতার জানি না'।

'আমরা তো সাঁতরে যাচ্ছি না। নৌকায় করে যাচ্ছি।'

'আমার ভয় লাগছে। আমি যাব না।'

রানা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বলার চেষ্টা করল—'ঢেউ যা একটু নদীতেই দেখা যাচ্ছে—নৌকা সমুদ্রে পড়লেই সব শান্ত। তাই না মাঝি?'

মাঝি হাসিমুখে বলল, 'উল্টা কথা ন-কইও। সাগরে ডাঙ্গর ডাঙ্গর গইর ঢেউ। তুঁই ন-জানো?'

নীরা বলল, 'অসম্ভব, আমি যাব না। আমাকে বঁটি দিয়ে কুচিকুচি করে কেটে ফেললেও যাব না।'

আনুশকা বলল, 'শোন নীরা, তীর্থস্থানে সবার যাবার সৌভাগ্য হয় না। অনেকেই খুব কাছ থেকে ফিরে যায়....'

নীরা আনুশকাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যারি, এক সময় আমি এরকম কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলাম। আমি সবার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি যাব না। প্লিজ, না।'

নীরার গলায় এমন কিছু ছিল যে সবাই বুঝল নীরা যাবে না। কেউ কিছু বলল না। দীর্ঘ সময় সবাই চুপচাপ। রানার চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছে না।

জরী বলল, 'নীরা, সত্যি যাবে না?'

'না জরী। আমি যাব না। নৌকায় উঠলেই আমি ভয়ে মরে যাব। আমি পানি অসম্ভব ভয় পাই। তোদের সঙ্গে ঠিক করেছি কিন্তু আসল কথাটাই কখনো মনে আসে নি।'

মুনা বলল, 'তাহলে কী হবে?'

'আমাকে নিয়ে কাউকে চিন্তা করতে হবে না। আমি একটা বাস ধরে কক্সবাজার চলে যাব। সেখান থেকে ঢাকা।'

আনুশকা বলল, 'এটা একটা কথা হল?'

'আমি যা করছি খুব অন্যায় করছি। আমি সেটা জানি।'

'ভয়কে জয় করতে হয় নীরা।'

'সব ভয় জয় করা যায় না।'

রানা বলল, 'এখন তাহলে কী করা? নীরাকে একা একা যেতে দেয়া যায় না। একজন-কাউকে নীরার সঙ্গে যেতে হবে। কে যাবে?'

বল্টু বলল, 'আমি। আমি নিয়ে যাব।'

মুনা অবাক হয়ে বল্টুর দিকে তাকিয়ে আছে। কী বলছে এই মানুষটা? সে কি মুনার ওপর রাগ করে বলছে? এত রাগ কেন? মুনার সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। তাঁর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করল—অয়ন ভাই, আপনি যাবেন না। প্লিজ, প্লিজ। আমি নিতান্তই দরিদ্র পরিবারের একটা মেয়ে। আপনিও হতদরিদ্র একজন মানুষ। কোনোদিন যে আবার আমরা সমুদ্রের কাছে আসতে পারব—আমার মনে হয় না। কী সুন্দর একটা সুযোগ! আমার ওপর রাগ করে আপনি এই সুযোগটা নষ্ট করবেন না। আমি জানি, আমি নানাভাবে আপনাকে কষ্ট দিই। আপনাকে আহত করি। কেন করি আমি নিজেও জানি না। প্রতিবার কষ্ট পেয়ে আপনি যখন মুখ কালো করেন তখন আমার ইচ্ছা করে খুব উঁচু একটা বিল্ডিং-এ উঠে সেখান থেকে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে যেতে। অয়ন ভাই, বলুন তো আমার স্বভাবটা উল্টো হলো কেন? কেন আমি আর দশটা মেয়ের মতো স্বাভাবিক হলাম না? আমার ধারণা, আমি খুব বাজে ধরনের একটা মেয়ে। আপনার এই ধারণা সত্যি নয়। খুব ভুল ধারণা। আমি যে কত ভালো একটা মেয়ে সে জানে শুধু আমার মা। একদিন আপনিও জানবেন। সেই দিনটির জন্যে আমি কত যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অয়ন ভাই, আমাদের আর্থিক অবস্থাটা যে কত খারাপ সেটা তো আপনি জানেন—তার পরেও মা'র সংসার-খরচের টাকা চুরি করে আপনার জন্যে একটা স্যুয়েটার কিনলাম। আপনার একটাই স্যুয়েটার। সেটাও অনেকখানি ছেঁড়া। ছেঁড়া ঢাকার জন্যে আপনি সবসময় স্যুয়েটারের উপর একটা শার্ট পরেন। একদিন আমাকে বললেন—মানুষ কেন যে শার্টের উপর স্যুয়েটার পরে আমি জানি না। কী বিশ্রী লাগে দেখতে! মনে হয় শার্টের উপর একটা ভারি গেঞ্জি পরে আছে।

আপনার কথা শুনে আমি সেদিন কী কষ্ট যে পেয়েছিলাম! সারা রাত কেঁদেছি আর বলেছি, কেন একজন মানুষ আপনার মতো দরিদ্র হয়—আর কেন আরেকজন হয় শুভ্র ভাইয়ার মতো ধনী?

নানা ধরনের কষ্টের মধ্যে আমি বড় হচ্ছি। একধরনের আশা নিয়ে বড় হচ্ছি—গভীর রাতে ঘুম ভেঙে হঠাৎ মনে হয়—হয়তো সামনের দিনগুলি অন্যরকম হবে।

অয়ন ভাই, আমি একটা ঘোরের মধ্যে আপনার সঙ্গে দৌড়াতে দৌড়াতে ট্রেনে উঠে পড়লাম। সবাই আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছিল। আমি কিন্তু একটুও লজ্জা পেলাম না। মনে মনে বললাম—এই ব্যাপারটা নিয়তি সাজিয়ে রেখেছে। নিয়তি চাচ্ছে আমি যাই আপনার সঙ্গে।

রাতে একসময় আপনারা সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি কিন্তু জেগে রইলাম। জেগে জেগে ঠিক করলাম দারুচিনি দ্বীপে নেমে আমি কী করব। কী করব জানেন? আমি আপনার কাছে গিয়ে বলব—অয়ন ভাই, আসুন তো আমার সঙ্গে। আমি এক সময় বলব, আমার কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। আপনি আমার হাতটা একটু ধরুন তো! আপনি হাত ধরবেন আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বলব—অয়ন ভাই, আমি আপনাকে নিয়ে এত ঠাট্টা-তামাশা করি। আমি জানি আপনি খুব রাগ করেন। কিন্তু আমি যে আপনাকে কতটা ভালোবাসি তা কি আপনি জানেন? এই সমুদ্রে যতটা পানি আছে, বিশ্বাস করুন অয়ন ভাই, আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা তারচে' অনেক অনেক গুণ বেশি। অয়ন ভাই, এখন যদি আপনি চলে যান তাহলে আমি কথাগুলি কীভাবে বলব?

মুনা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রানা নীরার স্যুটকেস নামিয়ে দিচ্ছে। রানা বলল, 'মুনা, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? উঠে আয়। মুনা উঠে এল।'

নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। ইঞ্জিনের ভট্ ভট্ শব্দ হচ্ছে। ভালো দুলুনি হচ্ছে। নীরা হাত নাড়ছে। বল্টু হাত নাড়ছে না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

আনুশকা বলল, 'যেভাবে মানুষজন কমছে শেষ পর্যন্ত ক'জন গিয়ে দারুচিনি দ্বীপে পৌঁছব কে জানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদীর মোহনা ছেড়ে নৌকা সাগরে পড়ল। গাঢ় নীল সমুদ্র।

যেন এক জীবন্ত নীলকান্ত মণি। শুভ্র মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, 'এত সুন্দর! এত সুন্দর!'

বড় বড় ঢেউ উঠতে শুরু করেছে। নৌকা খুবই দুলছে। রানা ভীত গলায় বলল, 'আমরা সবাই কি মারা পড়ব নাকি? ভয়াবহ অবস্থা দেখি! জরী, তোমার ভয় লাগছে?'

জরী বলল, 'না।'

এক-একটা বড় ঢেউ আসছে। পাগলী মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠছে।

আনুশকা বলল, 'এই মেয়েটার একটা নাম দেয়া দরকার। কী নাম দেয়া যায়? মোতালেব, একটা নাম বলো তো!'

মোতালেব বলল, 'নিজে বেঁচে থাকলে তারপর অন্যের নাম। অবস্থা যা দেখছি বাঁচব বলে তো মনে হয় না। মাঝি ভাই, বলেন তো নৌকা ডোবে কখনও?'

মাঝি সহজ গলায় বলল, 'ডুবে। আকছার ডুবে।'

'নিশ্চয় ঝড়-তুফানের সময় ডোবে। আজ তো ঝড়-তুফান নেই। তাই না মাঝি?'

'আশ্বিন মাসে সাগর মাঝেমইধ্যে বিনা কারণে পাগলা অয়। তখন বড়ই সমস্যা।'

'আজ কি সাগর পাগলা হয়েছে?'

'হেই রকমই মনে লয়।'

রানা বলল, 'ফিরে যাবার আইডিয়াটা তোমাদের কাছে কেমন মনে হচ্ছে আনুশকা?'

'খুব খারাপ মনে হচ্ছে। যে ফিরে যেতে চায় তাকে ফিরতে হবে সাঁতার দিয়ে।'

মোতালেব বলল, 'ভয় যে পরিমাণ লাগছে—ভয়ের চোটে একটা কেলেঙ্কারি না করে ফেলি—কিংবা কে জানে হয়তো ইতোমধ্যেই কেলেঙ্কারি করে ফেলেছি। শরীরটা হালকা হালকা লাগছে।'

জরী হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'ভয়ের মধ্যেও তোমার সেন্স অব হিউমার যে নষ্ট হয় নি সেটা খুব ভালো লক্ষণ না।'

আনুশকা বলল, 'আচ্ছা, আমরা এই মেয়েটার কেউ কোনো নাম দিচ্ছি না কেন? শুভ্র, তুমি এর একটা নাম দাও—'

'আমি ওর নাম দিলাম—ঊর্মি। ঢেউ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জরী, তোর মাথায় কি কোনো নাম আসছে?'

'না, আমার মাথায় কোনো নাম আসছে না। আমার এখন কেমন জানি ভয়-ভয় লাগছে। মাঝি, নৌকা উল্টাবে না তো?'

'সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা আম্মা।'

ঢেউয়ের পানি পাহাড়ের মতো সারি বেঁধে ছুটে আসছে। শুভ্র মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, 'কি সুন্দর, অথচ কী ভয়ংকর!'

মাঝি চেঁচিয়ে বলল, নৌকা ধর, গরি ধরিঅরে বইয়। অবস্থা ভালো ন-দেকির।

শুভ্র নৌকা ধরল না। সে চেঁচিয়ে বলল, 'দেখো দেখো, সমুদ্র-সারস। সমুদ্র-সারস। তারা নৌকাকে ঘিরে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। মনে হচ্ছে তারা যাচ্ছে কোনো-এক অজানা দারুচিনি দ্বীপে।'

আনুশকা বলল, দ্বীপটা কি দেখা যায়?

মাঝি আঙুল তুলে দেখাল। 'হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ঐ তো দেখা যায়। এত সুন্দর! আশ্চর্য, এত সুন্দর!'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ঠিক করে রেখেছিলেন সারা দিন ঘরেই কাটাবেন। রাতে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন। বন্ধুবান্ধবের বাসায় নয়। তেমন কোনো বন্ধুবান্ধব তাঁর নেই। গাড়িতে উঠে বসবেন—ড্রাইভারকে বলবেন, ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়ে ধরে খানিকক্ষণ যাও। অতি দ্রুত রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরলে ভালো লাগে। মানুষের জন্মই হয়েছে দ্রুত চলার জন্যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে না। গাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। মানুষ গাছ নয়।

তিনি অপেক্ষা করছেন টেলিফোন কলের জন্যে। রফিকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি খবর পেয়েছেন, তারা হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছে। তিনি কথা বলতে চান মনিরুজ্জামানের সঙ্গে। ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টেলিফোন বাজছে।

তিনি রিসিভার কানে ধরলেন। মৃদু গলায় বললেন, 'কে কথা বলছেন?'

'স্যার আমি—আমি মনিরুজ্জামান।'

'কী ব্যাপার?'

'স্যার, আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি, আমি ... '

'ঠিক আছে, আপনাকে ক্ষমা করা হলো—ঐ মেয়েটির যদি কোনোরকম সমস্যা হয় ... '

'স্যার, কোনো সমস্যা হবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গুড।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। 'মুন ইজ ডাউন' বইটির শেষ পাতাটা পড়া বাকি ছিল। শেষ পাতা পড়লেন। বইটা তাঁর ভালো লাগেনি। তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো শেষ পাতায় নতুন কিছু বলা হবে। তাও না। বইটিতে এমন এক জগতের কথা বলা হয়েছে, যে জগতের অস্তিত্ব আছে শুধুই কল্পনায়। বাস্তব পৃথিবী এমন নয়। বাস্তব পৃথিবীতে মনিরুজ্জামানরা বাস করে। শুভ্র এই সত্যটা কখন বুঝবে? যদি বুঝতে পারত তাহলে এই বইটি ডাস্টবিনে ফেলে দিত। তাঁর নিজের সেরকমই ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু শুভ্র বই তাঁকে দিয়েছে জন্মদিনের উপহার হিসেবে। অসম্ভব সুন্দর একটি বাক্য লিখে দিয়েছে। এত সুন্দর কথা লেখা একটা বই তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে শুভ্রর প্রসেসমেন্ট ঠিক নয়। তিনি আদর্শ মানুষ নন। একজন আদর্শ মানুষ কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে পারে না। আমাদের প্রফেট আদর্শ মানুষ ছিলেন। তাঁর ছিল দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা।

আচ্ছা, শুভ্র কি আদর্শ মানুষ হবে? যদি হয় একদিন তারও তো তাহলে দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা হবে। তিনি কি তা সহ্য করতে পারবেন? কিন্তু তিনি চান শুভ্র আদর্শ মানুষ হোক। শুভ্রর যে রাতে জন্ম হলো সে রাতে তিনি বড় ধরনের একটা অন্যায় করে বিশাল অঙ্কের টাকা পেয়ে গেলেন। ব্রিফকেস ভর্তি টাকা নিয়ে হাসপাতালে গেলেন ছেলেকে দেখতে—আহা, কী সুন্দর, কী ফুটফুটে ছেলে। নবজাতক শিশু হাসতে পারে না, কিন্তু তিনি পরিষ্কার দেখলেন যে, ফুলের মতো শিশু তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। হয়তো তাঁর চোখের ভুল। হয়তো তাঁর কল্পনা। কিন্তু তিনি দেখলেন। নার্স বলল, 'বাচ্চা কোলে নেবেন?'

তাঁর হাত অশুচি হয়ে আছে। এই অশুচি হাতে বেহেশতের ফুল স্পর্শ করা যায় না। তবু তিনি দু'হাত বাড়িয়ে বললেন—'দিন। আমার কোলে দিন।'

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে তিনি তার নাম রাখলেন—শুভ্র। তিনি মনে মনে বললেন-আমার এই ছেলেকে যেন পৃথিবীর কোনো মালিন্য, কোনো নোংরামি কখনো স্পর্শ না করে—সে যেন তার নামের মতোই হয়।

আচ্ছা, শুভ্র কি পারবে? নিশ্চয়ই পারবে। কেন পারবে না? সৎ প্রবৃত্তি নিয়েই মানুষ জন্মায়। চারপাশের মানুষ তাকে অসৎ করে। তিনি শুভ্রকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছেন। পৃথিবীর কোনো মালিন্য শুভ্রের কাছে ভিড়তে দেন নি।

তিনি কোটি কোটি টাকা শুভ্রের জন্যে রেখে যাচ্ছেন। টাকার পরিমাণ কল্পনার উপরে। এই অর্থ সৎ অর্থ নয়। শুভ্র এই অর্থ দিয়ে কী করে তা তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখার ইচ্ছা। মৃত্যুর পর কোনো—একটা জগৎ যদি সত্যি থাকে তাহলে সেখান থেকে তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখবেন।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ি বের করতে বলে স্ত্রীর খোঁজে গেলেন। নিশিরাতে হাইওয়েতে ছুটে বেড়ানো রাহেলার পছন্দের কর্মকাণ্ডের একটি নয়। তিনি হয়তো যেতে চাইবেন না।

রাহেলার ঘর অন্ধকার। তিনি বাতি জ্বালালেন। অন্ধকার ঘরে খাটের ঠিক মাঝখানে জবুথবু হয়ে রাহেলা বসে আছেন।

'কী হয়েছে?'

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'কিছু না।'

'ঘর অন্ধকার করে এভাবে বসে আছ কেন?'

'আমার শুভ্রের জন্যে খুব খারাপ লাগছে।'

'আবার দুশ্চিন্তা করছ?'

রাহেলা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'একদিন তুমি, আমি আমরা কেউ থাকব না। আমার এই ছেলের চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। কে তখন দেখবে আমাদের শুভ্রকে?'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলো, ঘুরে আসি। ১০০ কিমি স্পিডে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাব। আমি চালাব, তুমি বসে থাকবে পাশে। আর শোনো রাহেলা—যা হবার তাই হবে—"কে সারা সারা"।'

AMARBOI.COM

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'এখনো জানি না কোথায় যাচ্ছি। আগে চলো গাড়িতে উঠি।'

'আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।'

'তোমার শরীর ঠিকই আছে। আসলে তোমার মন ভালো নেই। গাড়িতে উঠলেই তোমার মন ভালো হতে শুরু করবে। মন ভালো হয়ে গেলেই শরীর ভালো লাগতে শুরু হবে।

ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব এক্সিলেটারের চাপ ক্রমেই বাড়াচ্ছেন। রাহেলা বসে আছেন মূর্তির মতো। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'তোমার কি ভয় লাগছে রাহেলা?'

রাহেলা যন্ত্রের মতো বললেন, 'না।'

'গুড। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখো কত সুন্দর চাঁদ উঠেছে। চাঁদটাও ছুটছে আমাদের সঙ্গে। দেখছ?'

'হুঁ।'

'তোমার কি মনে হয় হাত বাড়ালেই চাঁদটাকে ছোঁয়া যায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহেলা এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে?'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ির স্পিড আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিলে বললেন, 'আমি কখনো তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলি নি।'

'তাহলে বলো, শুভ্র আর কতদিন পরে চোখে দেখতে পাবে? ডাক্তারের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে। তুমি এটা জানো। আমাকে বলো।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ির গতি কমিয়ে একসময় গাড়ি থামিয়ে ফেললেন। যতদূর দৃষ্টি যায়—ধানক্ষেত। ধানক্ষেতের মাথার উপর বিশাল চাঁদ। ইয়াজউদ্দিন সাহেব গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, 'রাহেলা, তুমিও নামো।'

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও নি। জবাব দাও।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে প্রশ্নটা শুনতে পান নি। রাহেলা গাড়ির ড্যাসবোর্ডে মাথা রেখে কাঁদছেন।

দারুচিনি দ্বীপে জোছনার ফিনিক ফুটেছে। দ্বীপের চারপাশের জলরাশিতে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো। এই আলো স্থলভূমির আলোর চেয়েও অনেক রহস্যময়। তীব্র অথচ শান্ত। এই আলো কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে সরাসরি হৃদয়ের অন্ধকার কুঠরিতে চলে যায়। মানুষের মনে তীব্র এক হাহাকার জেগে ওঠে। সেই হাহাকারের কারণ মানুষ জানে না। প্রকৃতি তার সব রহস্য মানুষের কাছে প্রকাশ করে না।

AMARBOI.COM

শুভ্র বসেছে একেবারে জরীর গা ঘেঁষে। জরীর অন্য পাশে আনুশকা। তাদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি মুনা আছে। মোতালেব এবং রানা অস্থির ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে। তাদের দৃষ্টি বড় একটা প্রবাল খণ্ডের উপর বসে থাকা পাগলী মেয়েটির দিকে। মেয়ের ভাবভঙ্গি ভালো লাগছে না। মাথা ঠিক নেই কখন কি করে বসে। হয়তো ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল।

আনুশকা শুভ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন লাগছে শুভ্র?'

'খুব খারাপ লাগছে?'

আনুশকা বিস্মিত হয়ে বলল, 'খারাপ লাগছে কেন?'

শুভ্র সহজ গলায় বলল, 'এত সুন্দর পৃথিবী কিন্তু আমি এই সুন্দর বেশিদিন দেখব না। আমার চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর অল্প কিছুদিন, তারপর আমি সত্যি সত্যি কানা-বাবা হয়ে যাব।'

জরী বলল, 'কি বলছ তুমি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সত্যি কথা বলছি। আমি তো কখনো মিথ্যা বলি না। যার নাম শুভ্র সে মিথ্যা বলবে কি করে? আমার চোখের নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে।'

আনুশকা বলল, 'এই প্রসঙ্গটা থাক। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলা যাক। এসো আমরা সবাই আমাদের জীবনের একটা সুন্দর অভিজ্ঞতার গল্প বলি। ডাকো ডাকো সবাইকে ডাকো। এই তোমরা আসো।'

সবাই এলো। শুধু পাগলী বসে রইল। পাথরের উপর। আমি আমার জীবনের একটা সুন্দর অভিজ্ঞতার গল্প বলব—তারপর তোমরা বলবে। তারপর সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে সমুদ্রে নামব। গল্পটা হচ্ছে—ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর আমার মা মারা যান। আমি খুব একলা হয়ে পড়ি। তখন আমার বাবা প্রায়ই আমাকে নিয়ে গ্রামে ঘুরতে যেতেন। একবার নেত্রকোনার এক গ্রামে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা এক বাউলের ঘরে বাবা আমাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। কি যে সুন্দর সেই বাউলের চেহারা—অবিকল শুভ্রর মতো। বড় বড় চোখ, কি অদ্ভুত দৃষ্টি। বাবা বললেন—আমার এই মেয়ের মনটা খুব খারাপ। আপনি গান গেয়ে আমার মেয়েটার মন ভালো করে দিন। বাউল এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গান ধরল—

"তুই যদি আমার হইতি
আমি হইতাম তোর।
কোলেতে বসাইয়া তোরে করিতাম আদর
বন্ধুরে .... "

'কি যে অদ্ভুত গান—আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। ইচ্ছে করল কাঁদতে কাঁদতে বাউলকে বলি—আমি আপনার কোলে বসছি—নিন আমাকে আদর করুন।'

বলতে বলতে আনুশকার চোখে পানি এসে গেল। সে চোখ মুছল না। জলভরা চোখে জরীর দিকে তাকিয়ে হাসল।

জরী ছটফটে গলায় বলল, 'আমার কেমন জানি লাগছে। শুভ্র, আমার কেমন জানি লাগছে।'

আনুশকা জরীর হাত ধরে ফেলল। ভীত গলায় বলল, 'তুই এমন করছিস কেন? তোর হাত-পা-কাঁপছে!'

জরী বলল, 'তুই আমার হাত ছাড়, আমি সমুদ্রে নামব।'

'অসম্ভব! আমি তোকে ছাড়ব না।'

নীরা বলল, 'পাগলী মেয়েটাকে তো দেখছি না। ও কোথায়?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতালেব আঙুলের ইশারা করে দেখাল—ঐ তো, মেয়েটা সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ছুটে যাচ্ছে।

আনুশকা বলল, 'ওকে তোমরা আটকাও। কী করছে এই মেয়ে?'

মোতালেব অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'আনুশকা মেয়েটার কাছে তুমি একা যাও। বুঝতে পারছ না ও সব কাপড় খুলে ফেলেছে? ও নগ্ন হয়ে দৌড়াচ্ছে।'

আনুশকা বলল, 'তোমরা আমার সঙ্গে আসো। আমার একা যেতে ভয় লাগছে। কী হচ্ছে এসব?'

আনুশকা ছুটে যাচ্ছে। পাগলী মেয়েটার খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আনুশকার পেছনে পেছনে যাচ্ছে মোতালেব এবং রানা।

জরী বলল, 'শুভ্র, সমুদ্রে নামবে? এসো।'

শুভ্র বলল, 'এখন সমুদ্রে নেমো না জরী। আমার কেন জানি ভালো লাগছে না। যদি নামতে হয় আমরা সবাই হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে নামব।

'না, আমি এখন নামব।'

'প্লিজ জরি, প্লিজ।'

মধ্যরাতে তারা সবাই হাত ধরে একসঙ্গে সমুদ্রে নামল। আনুশকা বলল, 'তোমরা সবাই তোমাদের জীবনের সবচে' কষ্টের কথাটা সমুদ্রকে বলো। আমরা আমাদের সব কষ্ট সমুদ্রের কাছে জমা রেখে ডাঙায় উঠে আসব। বলো মুনা, তুমি প্রথম বলো—'

মুনা শান্ত গলায় বলল, 'আমার কোনো দুঃখ নেই।'

মুনার কথা শেষ হবার আগেই সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ এসে সবাইকে ভিজিয়ে দিল। সমুদ্র মনে হয় মিথ্যা কথা বুঝতে পারে। পাগলী মেয়েটি হেসে উঠল খিলখিল করে।

শুভ্র হঠাৎ আতঙ্কিত গলায় বলল, 'আচ্ছা, জোছনা হঠাৎ কমে গেল কেন?'

জোছনা কমে নি, জোছনা আরো তীব্র হয়েছে। মনে হচ্ছে সারা দ্বীপে হঠাৎ করে সাদা রঙের আগুন লেগে গেছে। কিন্তু শুভ্র কিছু দেখতে পাচ্ছে না কেন? শুভ্রের হাত ধরে জরী দাঁড়িয়ে—এত কাছে, কিন্তু কই—জরীকে সে তো দেখতে পাচ্ছে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

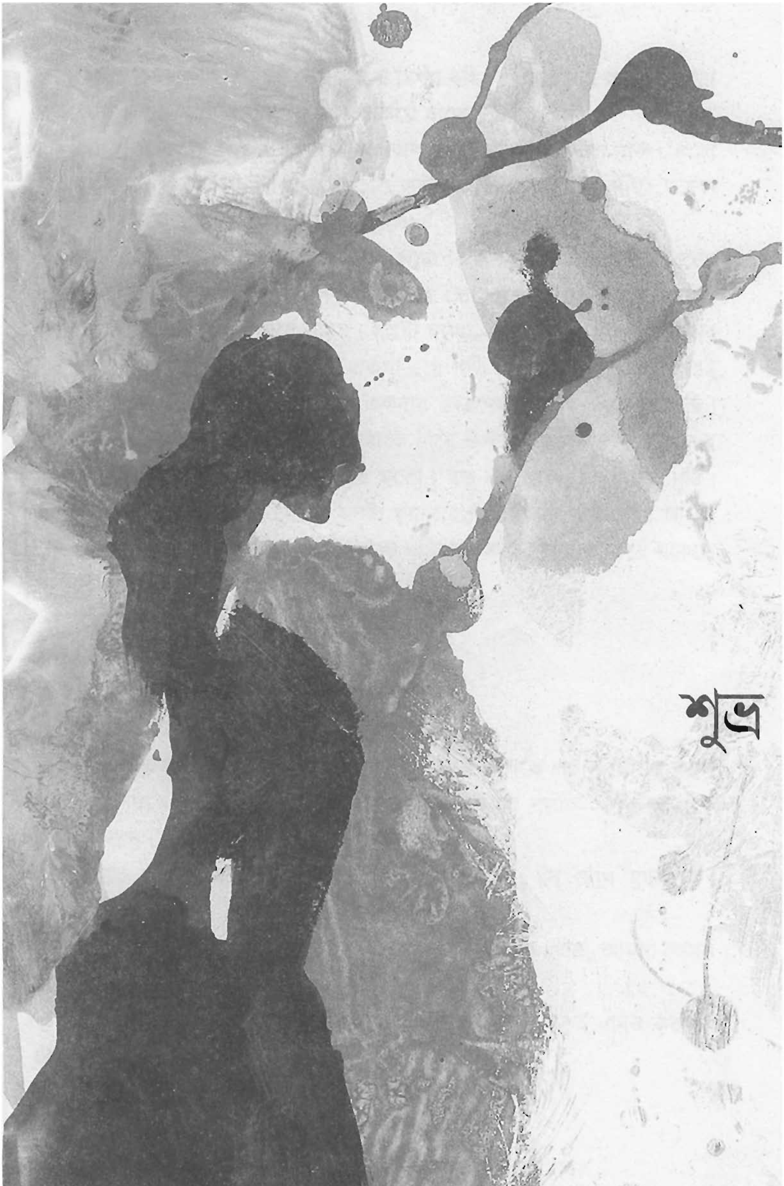

শুভ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্রর একটা বিশ্রী সমস্যা হয়েছে।

রোজ ঠিক রাত তিনটায় অবধারিতভাবে তার ঘুম ভেঙে যায়। কাঁটায় কাঁটায় তিনটায়। পাঁচ মিনিট আগেও না, পরেও না। মনে হচ্ছে কোনো অদ্ভুত উপায়ে তার শরীরের ভেতর একটা এলার্ম ক্লক ঢুকে গেছে। এলার্ম ক্লকটা রাত তিনটা বাজার মিনিট তিনেক আগে বেজে ওঠে। রাত তিনটায় শুভ্র ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর এলার্ম ক্লক থামে।

গভীর রাতে অনেকেরই ঘুম ভাঙে। তাদের ঘুম ভাঙার সঙ্গে শুভ্রর ঘুম ভাঙার কোনো মিল নেই। তারা পানি খেয়ে, বাথরুম করে আবার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। শুভ্র পারে না। তার ঘুম আসতে আসতে ছ'টা। তিনটা থেকে ছ'টা–এই তিন ঘণ্টা সময় কাটানো খুব কষ্টের। আগে পড়াশোনা ছিল, হাত-মুখ ধুয়ে বই নিয়ে বসলে সময় কেটে যেত। এখন পরীক্ষা শেষ। থিসিসের ওপর ভাইবাও হয়ে গেছে। তিন ঘণ্টা জেগে থেকে সে করবে কী? তিন ঘণ্টা তো কম সময় না। দশ হাজার আটশ' সেকেন্ড। এই সময়ে আলো ১,৮৬,০০০ × ১০,৮০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করবে। পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে যাবে। পৃথিবীতে অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের আয়ু তিন ঘণ্টারও কম। তিন ঘণ্টা তুচ্ছ করার ব্যাপার না। শুভ্র তুচ্ছ করতে পারছে না। করতে পারলে ভালো হতো।

শুভ্র সময় কাটানোর মোটামুটি একটা রুটিন করে ফেলেছে। পনেরো মিনিট– বাথরুম, দাঁত ব্রাশ করা, হাত-মুখ ধোয়া, পানি খাওয়া। পনেরো মিনিট– গান এবং চা পান। চা-টা সে নিজেই বানায়। ইলেকট্রিক হিটারে পানি গরম করে, বড় একটা মগে দুটো টি ব্যাগ দিয়ে মগ ভর্তি চা বানিয়ে গান শুনতে বসে। হিন্দি গান। গভীর রাতে হিন্দি গান ছাড়া অন্য কোনো গান কেন জানি শুনতে ভালো লাগে না। খুব লো ভল্যুমে সিডি প্লেয়ারে গান বাজে। গানের ভল্যুম একটু বাড়লেই শুভ্রর বাবা মোতাহার সাহেবের পাতলা ঘুম ভেঙে যাবে। তিনি মহাব্যস্ত হয়ে শুভ্রর ঘরে উপস্থিত হবেন এবং আতংকিত গলায় বলবেন, 'কী হয়েছে বাবা? ঘুম আসছে না? বলিস কী? ঘুম আসবে না কেন?'

যেন শুভ্রর ঘুম না হওয়াটা ভয়ংকর একটা ঘটনা। পৃথিবীর আহ্নিক গতি বন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যাবার মতো বড় ঘটনা। গান পর্ব শেষ হবার পরের এক ঘণ্টা পড়াশোনা। ইন্টারেস্টিং কোনো বই; যেমন– Life in Space, Magic of Number, Birth of God। এখন সে পড়ছে ব্রেইলি পদ্ধতির ওপর একটা বই। অন্ধরা হাতের আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কীভাবে পড়ে খুব সুন্দর করে উদাহরণ দিয়ে বইটাতে ব্যাখ্যা করা। এই বইটা শুভ্র খুব আনন্দের সঙ্গে পড়ছে এবং ব্রেইলি পদ্ধতিতে পড়া প্রায় শিখে ফেলেছে। একটা উঁচু ফোঁটা মানে A, দুটো ফোঁটা একটি উপরে একটি নিচে B, দুটো ফোঁটা পাশাপাশি C, কোনাকুনি দুটো ফোঁটা মানে E। সমস্যা হলো A-এর জন্য যে চিহ্ন, ফুলস্টপের জন্যে একই চিহ্ন। ব্রেইলি পদ্ধতি শুভ্র খুব আগ্রহ করে শিখছে কারণ তার চোখ ভয়ংকর খারাপ। চশমা ছাড়া সে কিছুই দেখে না। চশমা চোখে শুভ্রকে প্রথম যে দেখে সেও একটা ধাক্কার মতো খায়। শুভ্রর চোখের দিকে যেই তাকাবে তার কাছে মনে হবে কাচের সমুদ্রে দুটো চোখ ভাসছে। শুধু যে ভাসছে তা না, ঢেউ-এর মতো খানিকটা ওঠা-নামাও করছে। শুভ্রর ধারণা– কোনো এক ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে সে কিছুই দেখবে না। ব্রেইলি পদ্ধতির পড়া এখন কাজে না লাগলেও তখন কাজে লাগবে।

পড়াশোনার পর্ব শেষ করার পরের অংশ হলো বারান্দা। বারান্দায় সে এক ঘণ্টা থাকবে। এই এক ঘণ্টায় সকাল হতে শুরু করবে। সকাল দেখাটা মন্দ না। অন্ধকার থেকে আলোয় আসার পর্বটা এত সুন্দরভাবে হয় যে শুভ্র প্রতিবারই মুগ্ধ হয়। সবচে' আশ্চর্যের ব্যাপার হলো একটা সকালের সঙ্গে আরেকটা সকালের কোনোই মিল নেই। প্রতিটি সকালই আলাদা।

AMARBOI.COM

সকাল হওয়া দেখে শুভ্র আবারো বাথরুমে যায়। হাত-মুখ ধোয়। আবারো দাঁত ব্রাশ করে। তারপর পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঘুম আসতে তখন আর দেরি হয় না।

আজ শুভ্রর ঘুম ভাঙল তিনটার অনেক আগে। সে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হতভম্ব। রাত বাজছে বারোটা দশ। সে ঘুমুতে গেছে দশটা চল্লিশে। অর্থাৎ সে মাত্র দেড় ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। এর মধ্যেই ঘুম ভেঙে গেল। কারণটা কী? শরীরের ভেতরের এলার্ম ক্লকে কি কোনো গণ্ডগোল হয়েছে? যিনি এলার্ম ক্লকে চাবি দেন সেই তিনি চাবি দিতে ভুলে গেছেন? শুভ্র বিছানা থেকে নামল আর তখনি শুনল খুব স্পষ্ট গলায় কে যেন ক্রমাগত বলছে–

শুভ্র ভাত খাইছ?

শুভ্র ভাত খাইছ?

শুভ্র ভাত খাইছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলার স্বরটা অনেকটাই তার বাবার মতো। একটু শুধু চিকন। শব্দটা আসছে তার ঘরের বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে। বাবা কি দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন? তার পুত্র ভাত খেয়েছে কি-না জানতে চাচ্ছেন? তা কী করে হয়! শুভ্র বিস্মিত গলায় বলল, কে?

দরজার ওপাশের শব্দ সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। ভৌতিক কিছু? না-কি হঠাৎ ঘুম ভাঙার কারণে শুভ্রর মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে, হেলুসিনেশন হচ্ছে। শব্দের হেলুসিনেশন। শরীরে হঠাৎ করে অক্সিজেনের অভাব হলে হেলুসিনেশন হয়। দরজা-জানালা বন্ধ করে শোয়ায় কি অক্সিজেনের ঘাটতি হলো? তা হবার কথা না। শুভ্র বাথরুমে ঢুকল। চোখে-মুখে পানি দিয়ে বাথরুম থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আবারো সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা–

শুভ্র ভাত খাইছ?

শুভ্র ভাত খাইছ?

শুভ্র 'মা' বলে আতংকিত শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দিয়ে শুভ্রর মা জাহানারা বললেন, ও খোকন আমি এখানে, ভয় পেয়েছিস? দরজা খোল। শুভ্র হড়বড় করে বলল, মা কে যেন কথা বলছে। জাহানারা বললেন, দরজাটা খোল খোকন। আমি ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি।

শুভ্র দরজা খুলছে না। বিড়বিড় করছে। অস্পষ্টভাবে সে মা'কে ডাকছে। তার পা কাঁপছে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে। জাহানারা ব্যাকুল গলায় বললেন, ও খোকন ভয়ের কিছু নেই। এটা একটা ময়না পাখি। তোর বাবা এনেছে। দরজা খোল বোকা।

দরজা খুলে শুভ্র বের হয়ে মা'কে দেখল। খাঁচা হাতে তিনিই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে এই জন্যে তিনি বিব্রত। জাহানারা বললেন, এত ভয় পেয়েছিস কেন রে বোকা? ইস মুখটুখ শুকিয়ে কী হয়েছে! এই দেখ ময়না। কথা বলা ময়না। ময়না কথা বলছিল।

শুভ্র ময়নার দিকে তাকাল। ময়না যন্ত্রের মতো বলল–

শুভ্র ভাত খাইছ?

শুভ্র ভাত খাইছ?

জাহানারা ছেলের হাত ধরলেন। এবং কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন। ভয়ে ছেলের জ্বর এসে যায় নি তো? জ্বর দেখার কাজটা তিনি সব সময় করেন। জ্বর থাকলেও করেন, না থাকলেও করেন। অনেক দিনের অভ্যাস থেকে এরকম হয়েছে। ছোটবেলায় শুভ্রর হঠাৎ করে জ্বর আসত। ছেলে দিব্যি নিজের মনে হাসছে-খেলছে– কপালে হাত দিলেই দেখা যেত আকাশ-পাতাল জ্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা কোমল গলায় বললেন, খুব ভয় পেয়েছিলি?

শুভ্র হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। বাড়াবাড়ি রকমের ভয় পাওয়ায় তার একটু লজ্জার মতো লাগছে।

জাহানারা বললেন, তুই কি ভেবেছিলি ভূত?

কিছু ভাবি নি। তবে ভয় পেয়েছি।

তোর বাবা তিন মাস আগে ময়নাটা কিনেছে। অফিসে রেখে কথা শিখিয়েছে। আমাকে বলেছে ঠিক যেন বারোটা এক মিনিটে পাখিটা নিয়ে তোর দরজার সামনে দাঁড়াই। আমি তাই করলাম। তুই এত ভয় পাবি বুঝতে পারি নি।

শুভ্র ময়নার খাঁচার সামনে বসে পড়েছে। পাখিটা অবিকল তার বাবার গলায় কথা বলছে। কী বিস্ময়কর ঘটনা! জীবন্ত ভয়েস রেকর্ডার।

খোকন।

উঁ।

ময়না পছন্দ হয়েছে?

পছন্দ হয় নি। খাঁচায় বন্দি পাখি দেখতে খারাপ লাগে, তবে খুব অদ্ভুত লাগছে- মা, ময়না পাখি কি যা শুনে তাই বলতে পারে?

হ্যাঁ পারে। তুই মজার মজার কথা শিখাবি- ও সুন্দর করে বলবে।

আমি শুধু Talking bird-এর কথা শুনেছি, এই প্রথম ওদেরকে কথা বলতে শুনলাম। ব্যাপারটা যে এত ইন্টারেস্টিং হবে জানতাম না। বাবার গলাটা তো খুব সুন্দর নকল করেছে।

AMARBOI.COM

তুই খুশি হয়েছিস শুভ্র?

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, খুশি হব কেন?

তোর একটা শখের জিনিস তোর বাবা তোকে প্রেজেন্ট করল এই জন্যে।

হ্যাঁ খুশি হয়েছি।

জাহানারা ছেলের দিকে তাকিয়ে রহস্যপূর্ণ গলায় বললেন, খোকন বল তো ঠিক বারোটা এক মিনিটে তোর ঘরের দরজার সামনে কেন দাঁড়িয়েছিলাম? দেখি তুই বলতে পারিস কি-না।

শুভ্র কারণটা জানে। আজ তার জন্মদিন। জন্মদিনে মা রাত বারোটায় এই ধরনের ছেলেমানুষী করেন। বাবারও তাতে সায় থাকে। শুভ্র মা'র দিকে তাকাল। জাহানারার চোখ চকচক করছে। শুভ্র জানে মা জন্মদিনের খবরটা দিয়ে তাকে চমকে দিতে চাচ্ছেন। মাকে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। জাহানারা আবার বললেন, কি রে জানিস, কেন রাত বারোটা এক মিনিট তোর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি না।

আরে বোকারাম আজ তোর জন্মদিন। আচ্ছা তুই সব সময় নিজের জন্মদিন ভুলে যাস কেন? গতবারও ভুলে গেলি। তোর সব কিছু মনে থাকে আর জন্মদিন মনে থাকে না? অন্যদিন রাত এগারোটার সময় ঘুমুতে যাস আজ ঘুমুতে গেলি সাড়ে দশটায়।

জাহানারা ছেলের পাশে বসলেন। তাঁর একটু মন খারাপ, কারণ শুভ্র তার দিকে একবারও তাকাচ্ছে না– শুভ্রর যাবতীয় কৌতূহল ময়নাটার দিকে। শুভ্র বলল, ময়নাটা আর কোনো কথা জানে না?

আমি তো একটা কথাই বারবার শুনছি।

কী অদ্ভুত ব্যাপার তাই না? একটা পাখি অবিকল মানুষের গলায় কথা বলছে।

শুভ্রর কথার মাঝখানে পাখি বলল–

শুভ্র ভাত খাইছ?

শুভ্র ভাত খাইছ?

শুভ্র বিস্মিত গলায় বলল, শুভ্রর মতো যুক্তাক্ষর কত স্পষ্ট করে বলছে দেখছ মা? কোনোরকম সমস্যা হচ্ছে না। একজন আমেরিকান বা বিলেতি সাহেব দু'তিন বছর চেষ্টাচরিত্র করার পরও শুভ্র বলতে পারবে না। বলবে 'সুবরু'।

জাহানারা বললেন, তোর পাখি সাহেবদের চেয়েও সুন্দর করে শুভ্র বলছে ঠিকই, কিন্তু 'খাইছ' শুনতে বিশ্রী লাগছে না? তোর বাবা ইচ্ছা করলেই 'খাইছ' না শিখিয়ে 'খেয়েছ' শেখাতে পারত। তোর বাবার গ্রাম্যতা দূর হলো না। ময়না যখন কথা বলে তখন মনে হয় কাজের বুয়া কথা বলছে। সুন্দর কিছু শিখাবে– তা না।

শুভ্র বলল, 'ভাত খাইছ' শুনতে আমার কাছে খারাপ লাগছে না। মিথ্যা করে হলেও মনে হচ্ছে পাখিটা আমার ব্যাপারে কনসার্ন। আমি ভাত খেয়েছি কি-না তা জানতে চায়।

তোর বাবাকে থ্যাংকস দিবি না?

বাবা কি জেগে আছেন?

হ্যাঁ জেগে আছে। তোকে 'হ্যাপি বার্থ ডে' বলার জন্যে জেগে আছে। তার শরীরটা অবশ্যি খারাপ। জ্বর এসেছে। ঘুমিয়ে পড়লে ভালো করত।

বাবাকে ঘুমিয়ে পড়তে বলো মা। আমি সকালে থ্যাংকস দেব।

তোর জন্যে জেগে বসে আছে– তুই সকালে থ্যাংক দিবি এটা কেমন কথা? অসুস্থ একজন মানুষ। অপেক্ষা করে আছে। আর আমি নিজেও তো তোর জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাওনের চালের পায়েস বানিয়েছি। আয় সবাই মিলে খাব। তুই আমাদের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে দোয়া নিবি না?

তুমি যাও। আমি আসছি, তবে পায়েস খাব না। আর কদমবুসিও করতে পারব না। লজ্জা লাগে।

শুভ্র গভীর আগ্রহের সঙ্গে পাখির দিকে তাকিয়ে আছে। পাখিটার কী সুন্দর, চকচকে কালো গা। যেন গা থেকে কালো আলো বের হচ্ছে। শুভ্র নিজের মনেই হাসল– কালো আলো আবার কী? আলো কখনো কালো হয় না। পাখিটাকে মজার কিছু শেখাতে হবে। অদ্ভুত কিছু। যেন পাখির কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। এক লাইন গান শেখালে কেমন হয়?

বধূ কোন আলো লাগল চোখে।

যে পাখি 'শুভ্র ভাত খাইছ' বলতে পারে সে নিশ্চয় 'বধূ কোন আলো লাগল চোখে'ও বলতে পারবে। কিংবা আরেকটা জিনিস শেখানো যায়– খিলখিল হাসি। পাখিটা একটু পর পর খিলখিল করে হেসে উঠবে। শুভ্রর পরিচিত মানুষদের মধ্যে সবচে' সুন্দর করে হাসে মীরা। একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে মীরার হাসি রেকর্ড করে নিয়ে এলে হয়। রেকর্ড করা হাসি বারবার পাখিকে শুনানো হবে। মীরাকে আগে বলা যাবে না কেন তার হাসি রেকর্ড করা হচ্ছে। একদিন তার হাসি তাকে ফেরত দিয়ে চমকে দেয়া যাবে।

AMARBOI.COM

শুভ্রর বাবা মোতাহার সাহেবের শরীর ক'দিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। তাঁর ডায়াবেটিস আছে। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এসিডিটি। মানুষের শরীরে কোনো রোগ একা বাস করতে পারে না। কিছু দিনের মধ্যেই সে তার সঙ্গী জুটিয়ে ফেলে। যার ডায়াবেটিস আছে তাকে ধরে এজমায়।

মোতাহার সাহেব নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করেন। সকালে নিয়ম করে এক ঘণ্টা হাঁটেন। দুপুরে চায়ের কাপে এক কাপ ভাতের বেশি কখনো খান না। তারপরেও রক্তে সুগারের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ডাক্তার ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে বলছে। ইনজেকশনের ব্যাপারে মোতাহার সাহেবের সীমাহীন ভীতি আছে। রোজ ইনজেকশন নিতে হবে– এই ভয়েই তিনি কাতর হয়ে আছেন।

আজ তাঁর জ্বর এসেছে। তেমন কিছু না, নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ। পঞ্চাশ বছর বয়সে এই জ্বরই মানুষকে কাহিল করে দেয়। সন্ধ্যার দিকে মনে হচ্ছিল তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুক ভার, নিঃশ্বাসে কষ্ট। সেই যন্ত্রণা এখন নেই। শুধু মাথা ভার ভার হয়ে আছে এবং চোখ জ্বালা করছে।

তিনি খাটে চাদর গায়ে শুয়ে আছেন। ঘর ঠাণ্ডা, এসি চলছে। খাটের পাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। আলো চোখে লাগে বলে টেবিল ল্যাম্পের ওপর একটা টাওয়েল দেয়া আছে। টাওয়েলের রঙ সবুজ বলেই ঘরে কেমন সবুজ সবুজ আলো। তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন, জাহানারা ঘরে ঢোকার পরেও চোখ না মেলেই বললেন, শুভ্র খুশি হয়েছে?

জাহানারা বললেন, খুশি মানে। বাচ্চাদের মতো খুশি। খাঁচার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। এখনই তোমাকে থ্যাংকস দিতে আসবে।

থ্যাংকসের কী আছে? জন্মদিনের সামান্য উপহার।

জাহানারা অবাক হয়ে বললেন, সামান্য উপহার? তুমি কলমাকান্দা থেকে পাখি আনিয়েছ। অফিসে তিন মাস রেখে কথা শিখিয়েছ। এটা সামান্য হলো? বাংলাদেশের ক'টা বাবা এ রকম করে?

শুভ্রর বয়স কত হলো?

তেইশ। আচ্ছা শোনো, আমি শুভ্রর বিয়ে দিতে চাই।

মাত্র তেইশ বছর বয়স, এখনই কীসের বিয়ে?

তুমি নিজে কিন্তু তেইশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। আমি শুভ্রকে এখনই বিয়ে দেব। ওর জন্যে শক্ত টাইপের একটা মেয়ে দরকার। শুভ্র হচ্ছে লতানো গাছ, ওর দরকার শক্ত খুঁটি।

তা ঠিক। জাহানারা একটু পান দাও তো, পান খাই।

পান পরে খাও। শুভ্র আসুক, আমরা আগে একসঙ্গে পায়েস খাব। তোমার জন্যে আলাদা করে স্যাকারিন দিয়ে পায়েস বানিয়েছি।

স্যাকারিন মিষ্টিটা আমার শরীরে সহ্য হয় না। খেলেই বমি বমি ভাব হয়।

তুমি যখন আগে থেকে জানো যে স্যাকারিন দেয়া হয়েছে তখনই বমি বমি ভাব হয়। না জানলে হয় না। যে দু'দিন তোমাকে না জানিয়ে চিনির চা বলে স্যাকারিনের চা খাইয়েছি তুমি কিছু বুঝতে পারো নি।

মোতাহার সাহেব শোয়া থেকে উঠে বসলেন। এতক্ষণ চোখ বন্ধ করেই কথা বলছিলেন, এখন চোখ মেললেন। ঘরে আলো নেই বললেই হয়। সবুজ তোয়ালে সব আলো চুষে নিয়েছে, তারপরও চোখ জ্বালা করছে। তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কই শুভ্র তো আসছে না?

পাখি নিয়ে এখনো বোধহয় খেলছে। ছেলেটা কী যে মজা পেয়েছে। একেবারে বাচ্চাদের স্বভাব। ডেকে নিয়ে আসি?

না থাক ডাকতে হবে না। আসুক নিজের মতো করে। তুমি কি সত্যি শুভ্রর বিয়ে দিতে চাও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা আগ্রহের সঙ্গে বললেন, অবশ্যই চাই। এ বাড়িতে একটা বউ আমার জন্যেও দরকার। তুমি থাকো তোমার ব্যবসা নিয়ে, শুভ্র থাকে তার পড়াশোনা নিয়ে, আমার কে আছে বলো? আমি থাকব কী নিয়ে? শুভ্রর বউ থাকলে আমি যখন-তখন তার সঙ্গে গল্প করতে পারব। তাকে নিয়ে টুকটাক শপিং-এ যেতে পারব।

তা ঠিক।

আমি বউমাকে হাতে ধরে রান্নাও শেখাব। তারপর দু'জনে মিলে রান্না করব। একটা আইটেম সে করল, একটা আইটেম করলাম আমি। তোমরা খেয়ে বলবে কোনটা কে রেঁধেছে। কোনটা ফার্স্ট, কোনটা সেকেন্ড।

শুভ্র কি বিয়ে করতে রাজি হবে?

কেন রাজি হবে না! তুমি বললেই রাজি হবে। আজই বলো। আজ একটা শুভ দিন। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি ছেলের বিয়ে দিয়ে দেব।

মোতাহার সাহেব প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। জাহানারা বললেন, তুমি হাসবে না। আমি কিন্তু সিরিয়াস। ঘোমটাপরা লাজুক একটা মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবতেই কেমন লাগে।

আজকালকার মেয়েরা কি আর ঘোমটা দিয়ে ঘুরবে? লজ্জার ঘোমটা না, প্যাশানের ঘোমটা।

আমার ছেলের বউ ঘুরবে।

দরজায় টোকা পড়ছে। খোলা দরজা, শুভ্র ইচ্ছা করলেই ঢুকতে পারে, তা সে করবে না। দরজায় টোকা দেবে। বাবার ঘরে ঢোকার আগে কোনো ছেলে কি টোকা দেয়?

শুভ্রর গলা শোনা গেল, বাবা আসব? মোতাহার সাহেব বললেন, আয়।

শুভ্র ঘরে ঢুকেই বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল।

মোতাহার সাহেব মুগ্ধ হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী সুন্দর গায়ের রঙ। মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল। পাতলা ঠোঁট লালচে হয়ে আছে। মনে হচ্ছে খুব হালকা করে লিপস্টিক দেয়া। মোতাহার সাহেব এবং জাহানারা দু'জনেরই গায়ের রঙ ময়লা। তাদের বংশে কারোর কোঁকড়ানো চুল নেই। ছেলে এত সব সুন্দর সুন্দর জিনিস কোত্থেকে পেল? জাহানারা প্রায়ই বলেন, ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হতো কত ভালো হতো। আমি কত সুন্দর একটা মেয়ে পেতাম। তেমন সুন্দরী মেয়ে তো আজকাল দেখাই যায় না। শুভ্র যদি মেয়ে হতো আমি তার নাম রাখতাম জুঁই। বিছানায় যখন শুয়ে থাকে তখন মনে হয় কেউ এক খলুই জুঁই ফুল ঢেলে রেখেছে। ছেলে হবার জন্য কঠিন একটা নাম রাখতে হলো। উচ্চারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে গিয়ে দাঁত ভেঙে যায়। শুভ্র! নামটা উচ্চারণ করার পর শেষ হয় না। মুখের ভেতর র র র করে কিছুক্ষণ বাজে।

মোতাহার সাহেব বলেছিলেন, ছেলের নাম টগর রাখলে কেমন হয়? টগর সাদা ফুল। নামের বানানও কঠিন না। যুক্তাক্ষর নেই।

জাহানারা ফুলের নামে ছেলের নাম রাখতে রাজি হলেন না। ফুলের নামে ছেলের নাম রাখলে সেই ছেলে মেয়েলি স্বভাবের হয়। সামান্য কিছুতেই খুনখুন করে কাঁদে। কথা বলার সময় মাথা কাত করে রাখে। নাইন-টেনে পড়ার সময় পাছা দুলিয়ে হাঁটা রপ্ত করে। ছিঃ।

শুভ্রর মধ্যে একটু বোধহয় মেয়েলি স্বভাব আছে। অতি সামান্য কারণে তার চোখ ছলছল করে। মাঝে মাঝে টপ করে চোখ থেকে পানি পড়েও যায়। যদিও শুভ্র তার মাকে বলেছে– চোখ খারাপের জন্যে তার চোখে পানি জমে থাকে। জাহানারা ছেলের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। কত মানুষেরই তো চোখ খারাপ থাকে। তাদের সবার চোখ দিয়েই টপ্‌ টপ্‌ করে পানি পড়ে না-কি?

শুভ্র বাবার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বসতে না বলা পর্যন্ত বসবে না। মোতাহার সাহেব বললেন, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, চেয়ার টেনে বোস।

শুভ্র চেয়ার টানল না। চেয়ার যেখানে রাখা ছিল সেখানে বসতে বসতে বলল, বাবা তোমার কি শরীর খারাপ?

মোতাহার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ শরীরটা খারাপ। বেশ খারাপ। আজ অবশ্যি জ্বর এসেছে। জ্বর না এলেও বলতাম শরীর খারাপ।

শুভ্র কিছু বলল না। মোতাহার সাহেব একটু মন খারাপ করলেন। কেউ যদি তার শরীর খারাপ বলে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাস করতে হয়– কী হয়েছে? অথচ শুভ্র কিছুই জিজ্ঞেস করছে না। চুপ করে চেয়ারে বসে আছে। জাহানারা বললেন, শুভ জন্মদিন শুভ্র। তোর তেইশ বছর বয়স হয়ে গেছে কল্পনাই করা যায় না।

শুভ্র মার দিকে তাকিয়ে হাসল। জাহানারা বললেন, একটু আগে তোর বাবার সঙ্গে কী নিয়ে কথা হচ্ছিল জানিস– তোর বিয়ে নিয়ে। আমরা দু'জন মিলে ঠিক করেছি তোর বিয়ে দিয়ে দেব। বাড়িতে বালিকা বধূ নিয়ে আসব। বউমা'কে বলা থাকবে সে যেন সব সময় পায়ে নূপুর পরে থাকে। যেখানে যাবে ঝমঝম করে নূপুর বাজবে।

শুভ্র আবারো হাসল। এই হাসির মানে কী? যেহেতু শুভ্রর চোখ মোটা চশমার আড়ালে ঢাকা থাকে তার হাসির মানে বোঝা যায় না।

জাহানারা বললেন, তোর পছন্দের কেউ আছে? থাকলে বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র বাবার দিকে ফিরে খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল, ময়না কী খায় বাবা?

বিয়ের প্রসঙ্গে সে একবারও গেল না। হ্যাঁ-না- কিছু না। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে এলো। মোতাহার সাহেব বললেন, ফলমূল খায়। কলা, আপেল, ধানও খায়। তবে কম। মাঝে মধ্যে শুকনো মরিচের বিচি খায়।

পাখিটা আমার পছন্দ হয়েছে।

মোতাহার সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, পছন্দ ক'দিন থাকে এটা হচ্ছে কথা। পশু-পাখি পোষা যন্ত্রণার মতো।

জাহানারা বললেন, তোর বাবার উপহার তোর খুব পছন্দ সেটা বুঝতে পারছি। আমার উপহারটা পছন্দ হয় কি-না দেখ তো।

মোতাহার সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, তুমি কী দিচ্ছ?

আগে বলব কেন? ও গিফট র‍্যাপ খুলে নিজেই দেখুক।

জাহানারা গিফটের ছোট্ট প্যাকেটটা ছেলের দিকে দিলেন। শুভ্র প্যাকেট খুলছে। জাহানারা ধরার চেষ্টা করছেন- ছেলেটা প্যাকেট খোলার কাজটা কি আনন্দের সঙ্গে করছে। না-কি অনাগ্রহের সঙ্গে করছে। মনে হয় না খুব আগ্রহের সঙ্গে খুলছে। হাত দিয়ে প্যাকেট খুলছে, তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। আগ্রহ নিয়ে খুললে প্যাকেটের দিকেই তাকিয়ে থাকত।

তিনি ছেলের জন্য একটা দামি সিগারেট লাইটার কিনেছেন। পাথরের লাইটার। ঘণ্টায় পনেরো কিলোমিটার বেগে বাতাস বইলেও এই লাইটার জ্বালানো যাবে। তিনি জানেন শুভ্র সিগারেট খায় না। তাতে কী- কখনোসখনো খাবে। ছেলেকে লাইটার উপহার দেবার পেছনে আরেকটা কারণ আছে। তিনি বলতে চাচ্ছেন- শুভ্র তুমি বড় হয়েছ। লাইটার পেয়ে ছেলে কী করে কে জানে। শুভ্র যখন ক্লাস টেনে পড়ে তখন তাকে শেভিং রেজার কিনে দিয়েছিলেন। শেভিং রেজার, শেভিং ক্রিম, ব্রাশ। শুভ কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিল- মা, শেভিং-এর জিনিসপত্র কিনে দিলে কেন? তিনি বললেন, ওমা গাল ভর্তি ফিনফিনে দাড়ি। নাকের নিচে গোঁফ- তুই শেভ করবি না? দাড়ি-গোঁফ রেখে সন্ন্যাসী হবি? এই কথায় শুভ্রর চোখে পানি এসে গেল এবং সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমি কোনোদিন দাড়ি-গোঁফ ফেলব না। আশ্চর্য কাণ্ড সত্যি সত্যি সে তাই করল। কলেজের পুরো দু'বছর মুখভর্তি ফিনফিনে দাড়ি। কী বিশ্রী অবস্থা! সবাই হাসাহাসি করে। এর মধ্যে তাদের এক টিচার শুভ্রকে ডেকে বললেন- যারা জীবনে কখনোই দাড়ি-গোঁফ ফেলে না তারা বেহেশতে লাইলী-মজনুর বিয়ে খেতে পারে বলে শুনেছি। তুমি ঐ বিয়ের দাওয়াত খাবার ব্যবস্থা করছ?

কে জানে আজ সে সিগারেট লাইটার নিয়ে কী করে। মনে হয় না কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে। সে তো আর ছেলে মানুষ শুভ্র না। বড় হয়েছে।

শুভ্র লাইটার হাতে নিল। মা'র দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, মা আমি সিগারেট খাই না।

জাহানারা আনন্দিত গলায় বললেন, সেটা তোকে বলতে হবে না, আমি জানি। শখে পড়ে যদি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কখনো খাস। আর না খেলেও থাকল একটা লাইটার। মাঝে মধ্যে আগুন জ্বালাবার দরকার পড়ে না! ধর ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। মোম খুঁজে পেয়েছিস কিন্তু দেয়াশলাই পাচ্ছিস না।

তোমাকে এত ব্যাখ্যা করতে হবে না মা। তোমার উপহার আমার পছন্দ হয়েছে।

পাথরটা সুন্দর না?

হ্যাঁ পাথরটা সুন্দর। এই পাথরটার নাম ম্যালাকাইট। ম্যালাকাইট খুব সুন্দর পাথর।

মোতাহার সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, কী নাম বললি?

ম্যালাকাইট।

তুই পাথর চিনিস না-কি?

সব পাথর চিনি না। দু'একটা চিনি। তুমি আঙুলে যে আংটি পরে আছ তার পাথরটা হলো Agate, বাংলায় বলে আকিক।

রাসুলাল্লাহ আকিক পাথর পরতেন। এক পামিস্টকে হাত দেখিয়েছিলাম। সে বলেছিল চুনি পাথর পরতে, তাহলে স্বাস্থ্যটা ভালো থাকবে। চুনি পাথর দেখলে চিনতে পারবি?

পারব। লাল পাথর। তবে পাথরে স্বাস্থ্য ভালো হয় না। সব পাথরই আসলে এলুমিনিয়াম অক্সাইড। কোনো এলুমিনিয়াম অক্সাইডে সামান্য লোহা থাকে, কোনোটায় কপার। চুনি পাথরও যা নীলাও তা। সব পাথর আসলে এক।

মোতাহার সাহেব বললেন, সব মানুষই তো এক রকম। নাক-মুখ-চোখ নিয়ে মানুষ। তার পরেও একজনের সঙ্গে আরেকজনের কোনো মিল আছে? তোর মতো আরেকজন শুভ্র কি আছে?

বাবা আমি তো পাথর না। আমি মানুষ।

জাহানারা বললেন, এত জ্ঞানী কথা শুনতে ভালো লাগছে না, চল পায়েস খেতে যাই।

মোতাহার সাহেব বললেন, এখানে আনতে পারবে না?

জাহানারা বললেন, এখানে আনতে পারব না। খাবার ঘরে চলো। শোবার ঘরে খাওয়া-দাওয়া আমার একটুও পছন্দ না। খাবার পড়ে থাকে, পিঁপড়া ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতাহার সাহেবের উঠতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু জাহানারা গোপনে তাঁকে চোখ ইশারা করলেন। খাবার ঘরে জন্মদিন উপলক্ষে অন্য কিছু আছে। মনে হয় মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। কেকও থাকতে পারে। গত বছর ছিল।

জাহানারা খাবার ঘরে ঢুকে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। বিনুকে যেভাবে সব গুছিয়ে রাখতে বলেছিলেন সে সেভাবে কিছুই করে নি। কেকের চারপাশের তিনটা মোমবাতি বাঁকা হয়ে আছে। টপটপ করে কেকের ওপর মোম গলে গলে পড়ছে। পায়েস খাবার জন্যে লাল বাটি বের করতে বলেছিলেন, সে বের করেছে নীল বাটি। তারা তিনজন মানুষ, তিনটা বাটি বের করার কথা। সে বের করেছে চারটা। তার মানে কী? মেয়েটা কি মনে করেছে সে নিজেও সবার সঙ্গে পায়েস খাবে! এত সাহস কেন হবে? জাহানারা বিনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে তুমি এখন ঘুমুতে যাও। যাবার আগে পায়েসের বাটি বদলে দিয়ে যাও। লাল বাটি দিতে বলেছিলাম না? কী বলি মন দিয়ে আগে শুনবে না? মানুষ তিনজন আর তুমি চারটা বাটি কেন বের করলে?

বিনু মোতাহার সাহেবের দূর সম্পর্কের ভাগ্নী। সে নেত্রকোনো থেকে ঢাকা এসেছে ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দিতে। ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। সে এখনও ফিরে যাচ্ছে না কারণ তার বাবা তাকে নিতে আসে নি। জাহানারা অত্যন্ত খুশি যে বিনুর ভর্তি পরীক্ষা খারাপ হয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া মানে প্রথম দেড়-দুই বছর হরে সিট পাবে না। মেয়েটাকে এ বাড়িতে রাখতে হবে। নানান যন্ত্রণা। জাহানারা যন্ত্রণা পছন্দ করেন না। তাঁর ছিমছাম সংসার। এখানে যন্ত্রণার স্থান নেই।

AMARBOI.COM

জাহানারা ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মন বেশ খারাপ হয়েছে, কারণ শুভ্রকে দেখে মনে হচ্ছে না জন্মদিনের কেক, মোমবাতি এইসব দেখে সে খুশি হয়েছে। তার বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। সে দু'বার হাই তুলল। মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, কেকটা খেতে ইচ্ছা করছে না মা।

জাহানারা গম্ভীর গলায় বললেন, খেতে ইচ্ছা না হলে খাবি না। এটা তো ওষুধ না যে জবরদস্তি করে খাওয়াতে হবে।

তুমি রাগ করছ না-কি?

তুই কেক খাবি না এতে আমার রাগ করার কী আছে?

ঠিক আছে মা, তুমি আমাকে ছোট্ট দেখে একটা পিস দাও।

ইচ্ছে করছে না, শুধু শুধু খাবি কেন?

তোমাকে খুশি করবার জন্যে খাব। মাকে খুশি করার জন্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দামোদর নদী সাঁতরে পার হয়েছিলেন। আমি না হয় এক পিস কেকই খেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতাহার সাহেব বললেন, মাকে খুশি করার জন্যে বিদ্যাসাগর এই কাজ করেন নি। তাঁর মাকে দেখতে যেতে ইচ্ছা করছিল। খেয়া নৌকা ছিল না। তাই নদী সাঁতরে পার হয়েছেন।

শুভ্র বলল, এই খবর জেনে তাঁর মা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন।

যে কোনো মা-ই খুশি হবে।

শুভ্র হাসি হাসি মুখে বলল, তাহলে বাবা আমার স্টেটমেন্টে তো ভুল নেই।

জাহানারা বিরক্ত গলায় বললেন, এইসব জ্ঞানী ধরনের তর্কাতর্কি আমার অসহ্য লাগছে।

শুভ্র কেক খাচ্ছে। জাহানারার মনে হলো কেকটা শুভ্র খুব আগ্রহ করেই খাচ্ছে। এই পিস শেষ করার পর সে হয়তো আরেকটা পিস খেতে চাইবে। জাহানারা বললেন, খেতে কেমন লাগছে রে শুভ্র?

ভালো।

আরেক পিস খাবি?

খাব। আচ্ছা মা, বিনু মেয়েটাকে কখনো হাসতে শুনেছ?

জাহানারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। স্বামীর দিকেও একবার তাকালেন। শুভ্র বিনুর প্রসঙ্গে কথা বলছে কেন? বিনু কে? ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছে। পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে, এখন চলে যাবে। তার সম্পর্কে কথা কেন?

শুভ্র বলল, মা তুমি বিনুর হাসি কি শুনেছ?

জানতে চাচ্ছিস কেন?

আমার একটা দরকার আছে। এখন তোমাকে বলা যাবে না। তোমাদের জন্যে একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। বিনুর হাসি কি তুমি শুনেছ?

জাহানারা বললেন, না শুনি নি। সবার হাসি শুনে বেড়ানোর সময় আমার নেই। বিনুর সাথে কি তোর প্রায়ই কথা হয়?

মাঝে মাঝে হয়, তবে ওকে কখনও খিলখিল করে হাসতে শুনি নি।

জাহানারার ভুরু কুঞ্চিত হলো। মোতাহার সাহেব ছেলের দিকে তাকালেন। শুভ্র বলল, তোমরা এত অবাক হচ্ছ কেন মা? বিনুর সঙ্গে কথা বলা কি নিষিদ্ধ? জাহানারা কিছু বললেন না। শুভ্র খুব সহজ ভঙ্গিতে বলল, আমি এখনো বিয়ের কথা ভাবছি না। ভাবলে...।

জাহানারা কঠিন গলায় বলেন, ভাবলে কী?

শুভ্র বলল, না কিছু না।

শুভ্রর মুখ হাসি হাসি। তার চোখে রহস্যময় আলো। এই সবের মানে কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসুস্থ মানুষের সঙ্গে ঘুমুতে গেলে জাহানারার নিজেকে অসুস্থ লাগে। অসুখটাকে জীবন্ত মনে হয়। মনে হয় জীবন্ত অসুখ হাত বাড়িয়ে তাঁকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। কেমন ঘেন্না ঘেন্না লাগে। ঘেন্না লাগলেও উপায় নেই অসুস্থ স্বামীকে এক বিছানায় রেখে তিনি অন্য বিছানায় শোবেন তা হয় না। সমাজে বাস করলে সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে বাস করতে হয়।

জাহানারা শুয়ে আছেন, তাঁর ঘুম আসছে না। নিজেকে কেমন অশুচি অশুচি লাগছে। তিনি ঠিকমত নিঃশ্বাসও নিতে পারছেন না। খারাপ একটা গন্ধ পাচ্ছেন। সব রোগের গন্ধ আছে। কেউ সেই গন্ধ পায় না। কিন্তু তিনি পান। মোতাহার সাহেবের গা থেকে অসুখের গন্ধটা খুব কড়া করে তাঁর নাকে আসছে। নিশ্চয়ই অসুখ বেড়েছে। জাহানারা নিচু গলায় বললেন, এই ঘুমিয়ে পড়েছ?

মোতাহার সাহেব জবাব দিলেন না। জাহানারা খুব সাবধানে উঠে বসলেন। অসুস্থ মানুষের পাশে জেগে শুয়ে থাকার চেয়ে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করা ভালো। হাঁটাহাঁটির জন্য এ বাড়ির বারান্দাটা ভালো। বিরাট বারান্দা। শুধু পূর্ব-পশ্চিম খোলা। সেই দুই দিকে গ্রিল নেই। দক্ষিণ দিকে দুটা বড় ঘর। একটাতে থাকছে শুভ্র। অন্যটায় আপাতত বিনু থাকছে। বিনু যে ঘরে আছে সেই ঘরটা শুভ্রর ঘরের চেয়েও সুন্দর। ফালতু টাইপ একটা মেয়েকে এত বড় ঘরে থাকতে দেয়া উচিত না। কিন্তু জাহানারা থাকতে দিয়েছেন। কারণ এই ঘরটা ভালো না। জাহানারার শ্বশুর মেরাজ উদ্দিন এই ঘরে থাকতেন। শেষ বয়সে তিনি পুরোপুরি পাগল হয়ে যান। মারা যান দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে। ঘরটা সেই কারণেই দোষী। বিনুদের মতো মেয়েদের জন্য দোষী ঘরই ভালো। উত্তর দিকে রান্নাঘর ছাড়াই পাঁচটা কামরা। একটাতে তিনি থাকেন। অন্য সব ঘর খালি। এর মধ্যে একটা বসার ঘর। যদিও বসার ঘরে কাউকেই বসানো হয় না।

একতলায় সুন্দর একটা বসার ঘর আছে। কেউ এলে সেই বসার ঘরে বসানো হয়। তাদেরকে দোতলায় আনা হয় না। বাইরের কেউ দোতলায় উঠুক এটা জাহানারার খুবই অপছন্দ। যত কাছের আত্মীয়ই হোক তাদের বসতে হবে একতলার বসার ঘরে। জাহানারাকে খবর দিলে তিনি দোতলা থেকে নিচে নামবেন। গ্রামের আত্মীয়-স্বজন কেউ যদি এক দু'রাত থেকে যায় তাদের জন্যে একতলাতেই ব্যবস্থা আছে। মোতাহার সাহেবের অফিসের কিছু লোকজন একতলায় থাকে। তাদের জন্যেও দোতলা নিষিদ্ধ।

জাহানারা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। বারান্দায় আলো আছে। শুভ্রর ঘরেও আলো জ্বলছে। শুভ্র জেগে আছে। তারপরেও জাহানারার গা সামান্য ছমছম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। এই বারান্দায় তিনি কিছু কিছু ভৌতিক ব্যাপার নিজে দেখেছেন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা রোগা একটা মেয়েকে দেখেছেন বারান্দার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত হেঁটে যেতে। শেষবার দেখেছেন গত বৎসর নভেম্বর মাসে। মেয়েটা হাঁটছে, মাথা নিচু করে হাঁটছে, মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে জাহানারার দিকে তাকাল। তারপর আবার আগের মতো হাঁটতে শুরু করল। যেন জাহানারার উপস্থিতিতে তার কিছুই যায়-আসে না। মেয়েটা মিলিয়ে গেল গ্রিলের কাছে গিয়ে।

পুরনো ধরনের বাড়িতে বাস্তু সাপের মতো বাস্তু ভূতও থাকে। এরা মাঝে মাঝে দেখা দেয় কিন্তু কারো কোনো ক্ষতি করে না। জাহানারাদের এই দোতলা বাড়ি খুব কম করে হলেও দু'শ বছরের পুরনো বাড়ি। মোতাহার সাহেবের দাদা আফসার উদ্দিন জজকোর্টের পেশকার দয়াল দাসের কাছ থেকে বাড়িটা সেই আমলে আঠারো হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। দয়াল দাস বাড়ি বিক্রির দলিলে সই করার দিয়ে বললেন– বাড়িতে একটা প্রেত আনাগোনা করে তবে ভয়ের কিছু নেই। আমরা প্রতি অমাবস্যায় প্রেতটাকে ভোগ দিতাম। বড় শোল মাছ ভাজা। আপনারা মুসলমান, আপনারা তো প্রেতকে ভোগ দিবেন না। তবে দয়া করে দুর্ব্যবহার করবেন না। বাড়ি বন্ধক দিয়ে তাকে দূর করাবার চেষ্টাও করবেন না। সে অনেকদিন এই বাড়িতে আছে। তাকে দূর করার দরকার নাই। সে থাকবে তার মতো, আপনারা আপনাদের মতো।

জাহানারার ধারণা তালগাছের মতো রোগা লম্বা মেয়েটাই প্রেত। তিনি এই প্রেতটাকে যেমন দেখেছেন, আরো অনেকেই দেখেছে। সবচে' বেশি দেখেছেন তাঁর শ্বশুর মেরাজ উদ্দিন। গভীর রাতে তাঁর ঘর থেকে চাপা গলা শব্দ শোনা যেত। মেরাজউদ্দিন বলতেন– এই দূর হ। দূর হ মাগী। দূর হ। শ্বশুরের গলা শুনে জাহানারার ভয় ভয় লাগত। কাকে তিনি দূর হতে বলছেন– ঘরে তো কোনো মেয়ে নেই। থাকার মধ্যে আছে জুলহাস। মেরাজ উদ্দিনের খাস খেদমতগার। জাহানারার খুব ইচ্ছা করত রাতে একবার গিয়ে শ্বশুরের ঘরে উঁকি দিতে। দেখার জন্যে, কাকে তিনি দূর হতে বলছেন। মোতাহার সাহেবের কারণে সেটি সম্ভব হয় নি। বিয়ের রাতেই মোতাহার সাহেব স্ত্রীকে বলেছেন– সন্ধ্যার পর কখনো বাবার ঘরে উঁকি দিবে না। বারান্দাতেও যাবে না। জাহানারা বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, কেন?

সন্ধ্যার পরে বাবা সামান্য নেশা-টেশা করেন। মাথা ঠিক থাকে না। তোমাকে হঠাৎ চিনতে না পেরে কী বলতে কী বলে ফেলবেন দরকার কী? খবর্দার যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা, আমি যাব না।

দিনের বেলা বাবার কাছে যাবে। তাঁর সেবা-যত্ন করবে। সন্ধ্যার পর কখনো না।

জাহানারার বিয়ের এক মাসের মাথায় তাঁর শ্বশুর দেয়ালে মাথা ফাটিয়ে মারা যান। তিনি যদি আরো কয়েক মাস বেঁচে থাকতেন তাহলে জাহানারা অবশ্যই কোনো এক রাতে উঁকি দিয়ে শ্বশুরের কাণ্ডকারখানা দেখে আসতেন। তাঁর কৌতূহল খুব বেশি।

বারান্দায় বিনুর ঘরের সামনে তারের ওপর সাদা রঙের কী যেন দুলছে। জাহানারার বুকে ধক করে ধাক্কা লাগল– ব্রা'র মতো দেখতে। বিনু তার ব্রা ঝুলিয়ে রাখে নি তো? জিনিসটা এমন জায়গায় ঝুলছে যেখান থেকে জানালা খুললেই শুভ্র দেখতে পাবে। এই পাজি মেয়েটা এমন জঘন্য একটা কাণ্ড করতে পারল? ব্রা ঝুলিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা– ছিঃ ছিঃ। জাহানারা এগিয়ে গেলেন। এখন রাত বাজছে তিনটা। যত রাতই হোক জিনিসটা যদি ব্রা হয় তিনি বিনুকে ডেকে তুলবেন এবং এমন কিছু কথা বলবেন যা মেয়েটার সারাজীবন মনে থাকবে। ব্যাপারটা শুধু কথা দিয়েই শেষ হবে না, সকালবেলা বিনুকে চলে যেতে হবে। তার বাবা তাকে নিতে আসে নি তাতে কী? তিনি ম্যানেজার সাহেবকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। জাহানারা কাছে গিয়ে দেখলেন তারের উপর সাদা তোয়ালে ঝুলছে। তবে তিনি যে ভেবেছিলেন শুভ্রর জানালা খুললে এই জায়গাটা দেখা যায়। কারণ তিনি শুভ্রকে দেখতে পাচ্ছেন। সে খাটে বসে আছে। বই পড়ছে। তার কোলে মোটা একটা বই। আচ্ছা বিনু কি এখানে দাঁড়িয়ে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে থাকে। মন ভুলানোর চেষ্টা করে? ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে। কিংবা শুভ্রকে বলতে হবে এই দিকের জানালা যেন বন্ধ রাখে।

জাহানারা শুভ্রর জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শুভ্র বই থেকে মুখ না তুলে বলল, মা এত রাতে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছ কেন? শেষে তোমার সঙ্গে মহিলা ভূতটার দেখা হয়ে যাবে। তুমি ভয়টয় পাবে। ঘুমুতে যাও।

তুই ঘুমুচ্ছিস না কেন?

শুভ্র বই থেকে মুখ তুলে হাসিমুখে বলল, মা শোনো, জেগে যখন আছ একটা কাজ করতে পারবে– চা খাওয়াতে পারবে? চা খেতে ইচ্ছা করছে। আমি নিজেই বানাতাম, এখন বই ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছ না।

কী বই পড়ছিস?

অন্ধদের লেখাপড়া শেখার বই। যখন অন্ধ হয়ে যাব তখন এই বইয়ের বিদ্যা খুব কাজে লাগবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র হো হো করে হাসছে। যেন অন্ধ হয়ে যাওয়াটা খুব মজার ব্যাপার। ময়না পাখিটা ঘুমুচ্ছিল, সে হাসির শব্দে জেগে উঠে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

মোতাহের সাহেব তাঁর অফিস ঘরে বসে আছেন। পুরানা পল্টনের গলির ভেতর অফিস। অফিসটা যে বেশ বড়সড় বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। ভেতরে অনেক জায়গা। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ভেতরে প্রেস আছে। প্রেসের মালিক 'নতুন যামানা' ধরনের নামের কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। যদিও অফিস ঘরের একটা সাইনবোর্ড আছে– M. Khan and Sons General Merchant. সাইনবোর্ডটা শ্বেতপাথরে লেখা। সেই শ্বেতপাথর অফিসের গেটে বসানো। এম খান হলেন মেরাজ উদ্দিন। মোতাহার উদ্দিনের বাবা। তাঁর দুই ছেলের একজন দেশে আছে– অন্যজন সাবের খান থাকেন নিউজার্সিতে। একুশ বছর বয়সে দেশ ছেড়েছিলেন, এখন তাঁর বয়স পাঁচপঞ্চাশ। এর মধ্যে দেশে আসেন নি। দেশের কারোর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগও নেই।

মোতাহার সাহেবের অফিস ঘর অন্য সব অফিস ঘরের মতো না। বৈঠকখানা বৈঠকখানা ভাব। চেয়ার-টেবিলের সঙ্গে একটা সিঙ্গেল খাটও এক পাশে পাতা। খাটে মশারির স্ট্যান্ড লাগানো। মোতাহার সাহেব মাঝে মাঝে দুপুরে খাটে শুয়ে থাকেন। তখন মাছি খুব বিরক্ত করে বলে মশারি খাটান। তাঁর খাস বেয়ারা মঞ্জু মশারির বাইরে বসে হাত বাড়িয়ে তাঁর পায়ের আঙুল টেনে দেয়। অফিস ঘরের দুটা বড় জানালা আছে। বাইরের হৈচৈ, বিশেষ করে ট্রাকের হর্ন মোতাহার সাহেবের অসহ্য লাগে বলে জানালা সব সময় বন্ধ থাকে। শুধু বন্ধ না, জানালায় ভারী পর্দা টেনে দেয়া থাকে। কাজেই অফিস ঘরে সারাক্ষণ বাতি জ্বলে। লোড শেডিং-এর সময় মঞ্জু মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে যায়। হলুদ রঙের মোমবাতি। কোনো এক বিচিত্র কারণে মোতাহার সাহেব সাদা মোমবাতি সহ্য করতে পারেন না।

আজ সকাল থেকেই লোড শেডিং। মোতাহার সাহেব পা তুলে কাঠের চেয়ারে বসে আছেন (গদিওয়ালা চেয়ারে তিনি বসতে পারেন না; তাঁর নাকি সুড়সুড়ি লাগে)। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। মোতাহার সাহেব নাক কুঁচকে মোমবাতির দিকে তাকিয়ে আছেন। মোমবাতির শিখা ঠিকমত জ্বলছে না। বাঁকা হয়ে জ্বলছে বলে প্রচুর মোম গলে গলে পড়ছে। অন্যসময় হলে শিখাটা ঠিক করে দিতেন। আজ তা করছেন না, কারণ তাঁর শরীর খুবই খারাপ লাগছে। গায়ে জ্বর নেই, কিন্তু থার্মোমিটার ধরতে পারে না এমন জ্বরে শরীর কাহিল হয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরের ভেতরে শীত লাগছ। শরীরের বাইরে লাগছ না। বাইরে বরং সামান্য গরম লাগছে। তিনি বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছেন। যে কোনো বড় ধরনের অসুখের আগে আগে মোতাহার সাহেব এ রকম গন্ধ পান। টাইফয়েড হবার আগে পেয়েছেন, জণ্ডিস হবার আগে পেয়েছেন। সেই দু'বারই তাঁর জীবন সংশয় হয়েছিল।

তিনি টেবিলে লাগানো কলিংবেল কয়েক বার টিপলেন। মঞ্জু ঘরে ঢুকল না। ইলেকট্রিসিটি নেই বলে কলিংবেল কাজ করছে না– এটা তাঁর মাথায় নেই। ডাকা-মাত্র মঞ্জুকে না দেখলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি রাগী গলায় ডাকলেন, মঞ্জু, মঞ্জু।

মঞ্জু দরজা টেনে প্রায় ঝড়ের মতো এসে উপস্থিত হলো। মঞ্জুকে তিনি কেন ডেকেছেন মনে করতে পারলেন না। তিনি মনে করার চেষ্টা করলেন, মনেও পড়ল না। তিনি খুবই বিরক্ত হলেন। দুর্গন্ধটা আরো কড়া হয়ে নাকে আসছে। কোনো ইঁদুর কি মরে পড়ে আছে? মঞ্জু করে কী! ভালোমত দেখবে না। তিনি মঞ্জুর ওপর রাগটা কমানোর চেষ্টা করছেন। কমাতে পারছেন না। রাগটা পুরোপুরি না কমা পর্যন্ত মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলা ঠিক হবে না। মনে রাগ নিয়ে তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। এটা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস।

AMARBOI.COM

মঞ্জু।

জে।

পচা গন্ধ পাচ্ছিস?

জে না।

আমি তো পাচ্ছি। তুই পাচ্ছিস না কেন? নাক বন্ধ?

মঞ্জু জবাব দিল না। মাথা নিচু করে রাখল। মোতাহার সাহেব বললেন, চা দে।

মঞ্জু ঘর ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় খুব সাবধানে দরজা বন্ধ করল। দরজা বন্ধের শব্দ মোতাহের সাহেবের অসহ্য লাগে। দরজায় প্যাডের মতো লাগানো হয়েছে। তারপরেও দরজা বন্ধ করলে-খুললে ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ হয়। সেই শব্দও তাঁর সহ্য হয় না।

পিরিচে ঢাকা চায়ের কাপ টেবিলে রাখতে রাখতে মঞ্জু বলল, ম্যানেজার সাহেব কথা বলতে চান। আসতে বলব?

মোতাহার সাহেব মাথা কাত করলেন। পিরিচে ঢাকা চায়ের কাপ পড়ে আছে। তিনি চা খাচ্ছেন না। এটা নতুন কিছু না। তিনি প্রায়ই চা চান। তাঁকে চা দেয়া হয়। পিরিচে ঢাকা চায়ের কাপ সামনে পড়ে থাকে, তিনি ছুঁয়েও দেখেন না।

ম্যানেজার ছালেহ ঘরে ঢুকলেন। চেয়ার টেনে সাবধানে বসলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের উপর। মোটা থলথলে শরীর। বয়স যত বাড়ছে তাঁর শরীর তত বাড়ছে। মোতাহার সাহেব তাঁর এই ম্যানেজারকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। ম্যানেজার শ্রেণীর মানুষ কখনো সৎ হয় না। এই মানুষটা সৎ। ব্যবসা অত্যন্ত ভালো বুঝেন। হাস্যমুখী মানুষ। মুখের কাটাটা এমন যে সব সময় মনে হয় ভদ্রলোক হাসছেন। মোতাহার সাহেব যেমন কখনোই রাগেন না, ইনি আবার অন্যরকম, চট করে রেগে যান।

মোতাহার সাহেব সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, ছালেহ কেমন আছ?

জি ভালো।

কোনো খবর আছে?

ম্যানেজারের মুখে হাসি দেখা গেল। আসল হাসি। মুখে লেগে থাকা সার্বক্ষণিক হাসি না।

পনেরো লাখ টাকার চেকটা ক্যাশ হয়েছে। আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

ক্যাশ হয়েছে?

জি। ব্যাংকের ম্যানেজার সাহেব কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করেছিলেন।

মোতাহার সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ভালো খবর। তুমি অসাধ্য সাধন করেছ।

স্যার আপনার কি শরীর খারাপ?

শরীরটা ভালো লাগছে না।

বাসায় চলে যান।

শরীর যদি ভালো না লাগে, কোনোখানে ভালো লাগবে না।

প্রেসারটা মাপবেন? ডাক্তার সাহেবকে খবর দেই?

মোতাহার সাহেব জবাব দিলেন না। ছালেহ উদ্দিন বললেন, এক কাজ করুন, শুয়ে থাকুন, মঞ্জুকে বলি পা টিপে দিক।

আচ্ছা বলো।

ছালেহ উঠতে যাচ্ছিলেন, মোতাহার সাহেব বললেন, তুমি বসো। তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে।

ছালেহ সাথে সাথে বসে পড়লেন। মোতাহার সাহেব জরুরি কথা কিছু বললেন না। আগের মতো মাথা নিচু করে বসে রইলেন। ছালেহ বললেন, ছোট বাবু কি ময়না পাখিটা পছন্দ করেছে?

হুঁ করেছে। খুব পছন্দ করেছে। সে খুবই খুশি।

ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। ফ্যানের বাতাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোমবাতি নিভে গেছে। ফ্যান থেকে খটখট শব্দ আসছে। ফ্যানের এই আওয়াজ মোতাহার সাহেবের খুবই অপছন্দ। এসির আওয়াজ তার চেয়েও বেশি অপছন্দ। প্রচণ্ড গরমেও এই ঘরে ফ্যান কিংবা এসি চলে না। যদিও নিজের বাড়িতে এসি চলে। সেই শব্দে তাঁর কোনো সমস্যা হয় না। মঞ্জু হাত পাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করে। ঝালর দেয়া বিরাট একটা তালপাখা এই ঘরে ঝুলানো আছে।

ছালেহ বললেন, স্যার ফ্যান বন্ধ করে দেব?

মোতাহার সাহেব বললেন, না থাক।

জরুরি কথা কী বলবেন বলছিলেন।

মোতাহার সাহেব পা নামিয়ে বসলেন। তিনি বসেছিলেন রিভলভিং চেয়ারে। সেই চেয়ার খুব সাবধানে ম্যানেজারের দিকে ঘুরালেন যেন চেয়ারে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ না হয়। তারপরেও শব্দ হলো।

ছালেহ।

জি।

শুভ্রকে তোমার কেমন ছেলে মনে হয়?

ছালেহ কিছুক্ষণ তাঁর বড় সাহেবের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, আপনার প্রশ্নটা বুঝলাম না। শুভ্র কেমন ছেলে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। মালিকের ছেলে বলে না.... এই জীবনে আমি অনেক ছেলেপুলে দেখেছি, এরকম দেখি নাই।

তোমার কি মনে হয় আমার মৃত্যুর পর শুভ্র আমার ব্যবসা দেখবে?

জি না স্যার, দেখবে না। তবে...

তবে আবার কী?

মানুষ বদলায়...

মোতাহার সাহেব আবারো চেয়ারে পা তুলতে তুলতে বললেন, এটা তো ছালেহ তুমি ভুল কথা বললে। কিছুই বদলায় না। একটা বড় পাথর ক্ষয় হয়ে ছোট পাথর হয় কিন্তু পাথর পাথরই থাকে। মানুষের বেলাতেও এটা সত্যি। মানুষও পাথরের মতো। শুভ্র বদলাবে না। এখন যে রকম আছে পঞ্চাশ বছর পরেও তাই থাকবে।

ঠিক বলেছেন। ছোট বাবুর জন্যে কথাটা খুব সত্যি।

শুধু ছোট বাবুর জন্যে সত্যি না। সব বাবুর জন্যেই সত্যি। যে সৎ সে জন্ম থেকেই সৎ, যে অসৎ সে জন্ম থেকেই অসৎ।

ছালেহ কিছু বললেন না। তাঁর চোখের উদ্বেগ আরো বাড়ল। বড় সাহেবের শরীর খারাপটা কোন পর্যায়ের তা তিনি ধরতে চেষ্টা করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতাহার সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমার ব্যবসা কে দেখবে?

ছালেহ চুপ করে রইলেন। মঞ্জু ঘরে ঢুকল। তার হাতে কর্ডলেস টেলিফোনের রিসিভার। মঞ্জু কাচুমাচু মুখে বলল, আম্মার ফোন। টেলিফোনের শব্দে মোতাহার সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরে যায় বলে টেলিফোন সেট দোতলায় রাখা। জরুরি টেলিফোন হলেই মঞ্জু রিসিভার নিয়ে ছুটে আসে। নিতান্ত জরুরি না হলে মোতাহার সাহেব টেলিফোন ধরেন না। টেলিফোনে সূক্ষ্ম এক ধরনের শব্দ হয়– যে শব্দ অন্য কেউ শুনতে পায় না। কিন্তু তিনি শুনতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে।

মোতাহার সাহেব রিসিভার কানে দিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন, হ্যালো জাহানারা কী ব্যাপার?

জাহানারা উত্তেজিত গলায় বললেন, তুমি কি আজ দুপুরে বাসায় খাবে?

কেন?

ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটেছে, তোমার আসা দরকার। অফিসে যদি তেমন কোনো কাজ না থাকে তুমি চলে এসো।

ঘটনাটা কী?

বাসায় আসো তারপর বলি। সব কিছু কি আর টেলিফোনে বলা যায়!

জরুরি কাজ আছে, আসতে পারব না। ঘটনা কী বলো।

টাকা চুরি গেছে।

ও আচ্ছা।

পাঁচশ' টাকার তিনটা নোট। খাবার ঘরে যে হলুদ ম্যাট আছে। ম্যাটের নিচে রেখেছিলাম। দুধের বিলের টাকা। দুধের বিল প্লাস টাকা। বিলটা আছে, নোট তিনটা নেই।

ও।

টাকাটা কে নিয়েছে আমি বের করেছি। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। টাকাটা নিয়েছে বিনু। উচ্চ শিক্ষার জন্যে যিনি ঢাকা এসে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছেন সেই বিনু।

তুমি তাকে কিছু বলেছ?

এখনো কিছু বলি নি।

ভালো করেছ। আমি এসে যা বলার বলব। টাকা চুরি গেছে এটা সে জানে?

হ্যাঁ জানে। ভালো মানুষের মতো সে নিজেও খোঁজাখুঁজি করছে। এই খাটের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচে ঝাঁট দিচ্ছে, এই বালিশ উল্টাচ্ছে। কত বড় হারামজাদী! ভাবছে তার অভিনয় কেউ বুঝতে পারছে না।

তুমি কিছু বলো না।

আমি বলব না কিন্তু এই চুরনী মেয়েকে তুমি আজই বিদায় করবে। দরকার হলে হোটেলে ঘর ঠিক করে দিবে। হোটেলে থাকবে। এই চুরনীর সঙ্গে আমি এক ছাদের নিচে থাকব না।

আচ্ছা। শুভ্র কোথায়?

ঘরেই আছে। কথা বলবে?

না।

তুমি কি শুভ্রকে বিকেলে গাড়ি দিতে পারবে? সে তার কোন বন্ধুর বাসায় যাবে। শুভ্র অবশ্য বলছে গাড়ি নেবে না। কিন্তু গাড়ি ছাড়া ওকে আমি কোথাও যেতে দেব না। আজই পত্রিকায় দেখেছি– রিকশা করে এক হাসবেন্ড-ওয়াইফ যাচ্ছিল, পেছন থেকে ট্রাক ধাক্কা দিয়েছে, মেয়েটা মারা গেছে। ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় নিউজটা আছে। ছবি দিয়ে ছেপেছে। তোমার অফিসে ইত্তেফাক রাখা হয়?

না।

তাহলে কাউকে দিয়ে ইত্তেফাকটা আনিয়ে নিউজটা পড়ো।

আচ্ছা পড়ব।

টেলিফোনের পাতলা রিনরিনে শব্দ মোতাহার সাহেবকে যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছে। এতক্ষণ তিনি রিসিভার কানের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছিলেন, এখন একটু দূরে সরিয়ে রাখলেন। জাহানারার সঙ্গে কথা বলার প্রধান সমস্যা হলো জাহানারা কিছুতেই টেলিফোন ছাড়তে চায় না। কথা বলার মতো প্রসঙ্গ তার থাকেই।

হ্যালো হ্যালো।

শুনতে পাচ্ছি।

তোমার অফিস থেকে কাউকে বলবে যেন একজন গ্যাসের চুলার মিস্ত্রি নিয়ে আসে। চুলাটার কী হয়েছে গ্যাসের কোনো প্রেসার নেই।

বলব।

তোমার গলার স্বর এরকম কেন? শরীর খারাপ করছে?

না, শরীর ঠিক আছে। জাহানারা এখন রাখি– একটা জরুরি কাজ করছি।

মোতাহার সাহেব টেলিফোন রিসিভার মঞ্জুর হাতে দিতে দিতে বললেন, মঞ্জু আরেক কাপ চাপ দে। কড়া করে দিস। পানসে চা খেতে পারি না।

মঞ্জু আগের কাপটা নিয়ে চলে গেল। ভরা কাপ। মোতাহার সাহেব একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুমুকও দেন নি। ছালেহ্ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, স্যার একজন ডাক্তার নিয়ে আসি, প্রেসারটা মাপুক।

মোতাহার সাহেব 'ডাক্তার লাগবে না' এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর শরীরটা দ্রুত খারাপ করছে। আগে বমি ভাব ছিল না। এখন বমি ভাব হচ্ছে। বিশ্রী গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে নাকে আসছে বলেই বমি ভাব হচ্ছে।

ছালেহ।

জি স্যার।

বাসায় একজন গ্যাসের চুলার মিস্ত্রি পাঠাতে হবে।

জি আচ্ছা।

তুমি একটু ব্যাংকে যাও– কিছু ক্যাশ টাকা নিয়ে আসো। ব্যাংক খোলা আছে না?

জি খোলা আছে।

নতুন নোট আনবে। একশ' টাকার নতুন নোট।

জি আচ্ছা।

পঞ্চাশ টাকার নোটও এনো। নতুন হয় যেন। পুরনো না। ব্যাংকে যদি নতুন নোট না থাকে তুমি মানি চেঞ্জারদেরকে দিয়ে নতুন নোটের ব্যবস্থা করবে।

জি আচ্ছা।

মোতাহার সাহেব মানিব্যাগ খুলে চেক বের করে দিলেন। চেক আগেই লেখা ছিল। ছালেহ্ চেকের ওপর চোখ বুলিয়ে বিস্মিত চোখে তাকাল। তিন লাখ টাকার চেক। হঠাৎ করে এত ক্যাশ টাকার দরকার পড়ল কেন? তাও সব নতুন নোট!

মোতাহার সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, গাড়ি নিয়ে যাও। টাকা ক্যাশ করে নিজের কাছে রেখে দিও। আমাকে দেয়ার দরকার নেই। আমি পরে চেয়ে নেব। বুঝতে পারছ?

জি।

কাজ শেষ করে গাড়ি বাসায় পাঠিয়ে দিও। শুভ্র কোথায় যেন যাবে।

জি আচ্ছা। স্যার আপনার কি শরীর বেশি খারাপ?

মোতাহার সাহেব জবাব দিলেন না। মঞ্জু দ্বিতীয় চায়ের কাপ এনে সামনে রেখেছে। সে বড় সাহেবের দিকে ভীত চোখে তাকাচ্ছে। মোতাহার সাহেব চায়ের কাপের দিকে ফিরেও তাকালেন না। তিনি বারবার নাক কুঞ্চিত করছেন। তিনি দুর্গন্ধ এখনো পাচ্ছেন। তবে এখন আগের চেয়ে কিছু কম। সিলিং ফ্যানের খটখট শব্দটাও এখন আর আগের মতো কানে লাগছে না।

তিনি বিছানায় শুতে গেলেন– কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে যদি শরীর ভালো লাগে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্জু মশারি খাটিয়ে দিল। সে হাত বাড়িয়ে পায়ের আঙুল টানতে শুরু করেছে। মোতাহার সাহেব ঘুমুতে চেষ্টা করছেন। ঘুম আসছে না। এতক্ষণ মাথা ঘুরছিল না। এখন মাথাও ঘুরছে। এটা হচ্ছে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে। অসুস্থ অবস্থায় ঘুরন্ত কোনো কিছুর দিকে তাকাতে নেই। বাইরের ঘূর্ণি মাথার ভেতর ঢুকে যায়। তিনি মঞ্জুকে ফ্যান বন্ধ করতে বললেন। মঞ্জু লাফ দিয়ে উঠে ফ্যান বন্ধ করল। তখন তাঁর গরম লাগতে লাগল। মনে হচ্ছে। তিনি ভাদ্রর দুপুরে নৌকার ওপর ছাতা ছাড়া বসে আছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৌকার দুলুনি। মঞ্জুকে তিনি আবার ফ্যান চালু করতে বললেন। মঞ্জু ফ্যান চালু করল। তিনি অসহিষ্ণু গলায় বললেন, মঞ্জু স্পিড বাড়িয়ে দে। বাতাস লাগছে না।

মঞ্জু ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে সঙ্কুচিত গলায় বলল, বড় সাহেব একজন ডাক্তার ডেকে আনি?

মোতাহার সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দরকার নাই। তুই আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি এনে দে। বরফ দিয়ে খুব ভালোমত ঠাণ্ডা করে আনবি।

মঞ্জু পানি নিয়ে এসে দেখে বড় সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে খুব সাবধানে পানির গ্লাস টেবিলে রেখে বের হয়ে গেল। বড় সাহেব ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর ঘুম ভাঙানো নিষেধ। শুধু নিষেধ না, কঠিন নিষেধ। তখন জরুরি টেলিফোনও তাঁকে দেয়া যায় না। বলা আছে, শুধু যদি ছোট বাবু টেলিফোন করেন তবেই তাঁর ঘুম ভাঙানো যাবে। তবে ছোট বাবু কখনো টেলিফোন করেন না। মঞ্জুর কি উচিত বড় সাহেবের বাড়িতে টেলিফোন করে তাঁর অসুখের খবরটা দেয়া? উচিত তো বটেই, কিন্তু সমস্যা আছে। অফিসের কারোরই কোনো অবস্থাতেই বড় সাহেবের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের অনুমতি নেই। বৎসর খানেক আগেই এই সামান্য কারণে একজনের চাকরি চলে গিয়েছিল। তার অপরাধ হলো সে টেলিফোনে জানতে চেয়েছিল– বড় সাহেব কখন অফিসে আসবেন।

জাহানারা আসরের নামাজে বসার প্রায় সাথে সাথে ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। তিনি তখন সূরা ফাতেহার মাঝামাঝি। তিনি খুবই অস্থির বোধ করলেন। এই বাড়িটা এমন যে বৃষ্টি এলেই পূর্ব দিকের বারান্দার গ্রিল দিয়ে বৃষ্টির পানি ঘরে ঢুকে। রান্নাঘর আর শুভ্রর ঘরে পানি থৈথৈ করতে থাকে। শুভ্র তাতে খুবই মজা পায়। তিনি অস্থির বোধ করেন।

বাড়িতে দু'দিন ধরে কোনো কাজের লোক নেই যে, এরা বুদ্ধি করে জানালা বন্ধ করবে। আর শুভ্র এমন ছেলে যে হাঁ করে বৃষ্টি দেখবে– জানালা বন্ধ করবে না। তারপর বৃষ্টির পানিতে নিজেই হোঁচট খেয়ে পড়বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামাজ ছেড়ে উঠে যাওয়া ঠিক হবে না– বড় রকমের গুনাহ্‌র কাজ হবে। জাহানারা অতি দ্রুত সূরা শেষ করতে চেষ্টা করলেন। এতে সব কিছু আরো জট পাকিয়ে যেতে লাগল। সূরা ফাতিহা আবার প্রথম থেকে ধরলেন। সূরা শেষ করার আগেই মনে হলো– প্রথম রাকাতটা কি পড়া হয়েছে? না, হয় নি। একই সঙ্গে বৃষ্টি কোন দিক থেকে আসছে তিনি ধরতে চেষ্টা করছেন। উত্তর দিক থেকে এলে তেমন সমস্যা নেই। কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বিনু হাঁটছে। মেয়েটার মতলবটা কী? বৃষ্টি হচ্ছে জানালা বন্ধ করতে হবে– এই অজুহাতে সে শুভ্রর ঘরে ঢুকে যাবে না তো? যে সব গ্রামের মেয়ে শহরে পড়তে আসে তারা তলে তলে হাড় বজ্জাত হয়। মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু আখের গোছাতে তারা ওস্তাদ। তার চেয়েও ওস্তাদ অজুহাত তৈরি করতে। রাত তিনটার সময়ও যদি এই মেয়েকে শুভ্রর ঘরে পাওয়া যায় সে শুকনো মুখে এমন এক অজুহাত দেবে যে মনে হবে রাত তিনটায় শুভ্রর ঘরে থাকা খুব প্রয়োজন ছিল। তিনি হয়তো তার জন্যে বিনুকে ধন্যবাদও দেবেন। শুভ্রর সঙ্গে এই মেয়ের ভালোই যোগাযোগ আছে। এটা থাকবেই। এই মেয়ে শুভ্রর মতো ছেলেকে যে কোনো মূল্যে হাতে রাখবে।

জাহানারার নামাজে গণ্ডগোল হয়ে গেল– তিনি সিজদায় গিয়ে আত্তাহিয়াতু পড়তে শুরু করলেন। ভুল নামাজ চালিয়ে যাবার অর্থ হয় না। তিনি নামাজ বাদ দিয়ে উঠে পড়লেন। মাগরেবের সময় কাজা পড়ে নিলেই হবে। ভুলভাল নামাজ পড়লে সোয়াবের চেয়ে গুনা বেশি হয়। দরকার কী?

বৃষ্টি পূর্ব দিক থেকেই এসেছে। তবে ঘরে পানি ঢুকে নি। এতক্ষণ ঘরে যে হাঁটাহাঁটির শব্দ শুনছিলেন সেটাও কানের ভুল। বিনুর ঘর বন্ধ। শুভ্রর ঘরও বন্ধ।

তিনি শুভ্রর ঘরের দরজায় হাত রাখতেই দরজা খুলে গেল। ঘর অন্ধকার। সব ক'টা জানালা বন্ধ। শুভ্র ইজিচেয়ারে মূর্তির মতো বসে আছে। খুবই অস্বাভাবিক দৃশ্য। বৃষ্টি হবে আর শুভ্র জানালা খুলে বৃষ্টি দেখবে না, এটা হতেই পারে না।

কী হয়েছে রে শুভ্র?

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, কিছু হয় নি তো! কিছু কি হবার কথা?

এরকম ঝিম ধরে বসে আছিস কেন?

একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ভাবছিলাম মা। ঝুমঝুম করে বৃষ্টি নামতেই মনে হলো– ময়না পাখি শুধু কি মানুষের কথা নকল করে না-কি প্রাকৃতিক শব্দও নকল করে! যেমন ধরো বৃষ্টির শব্দ। কিংবা ঝড়ের শব্দ। সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা ছেলের খাটের এক কোনায় বসলেন। শুভ্রর উদ্ভট উদ্ভট কথা শুনতে তাঁর খুবই ভালো লাগে। উদ্ভট কথাগুলি সে বলে এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে!

তোর যে বাইরে যাবার কথা যাবি না?

যাব।

কখন যাবি?

বৃষ্টি থামলেই যাব। আজ আমার ইচ্ছা করছে হুড খুলে রিকশা করে যেতে। বৃষ্টি থাকলে ভিজে যাব। কাকভেজা হয়ে তো কারোর বাসায় উপস্থিত হওয়া যায় না। কিন্তু আমার ইচ্ছা করছে এইভাবে যেতে।

রিকশা করে যাবি কেন? তোর বাবা গাড়ি পাঠাচ্ছে।

গাড়িতে যাব না মা। তোমাকে কী বললাম, আজ আমার রিকশা করে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। মা তুমি কি একটা কাজ করবে– বিনুকে বলবে একটু আসতে?

জাহানারা অবাক হয়ে বললেন, কেন?

ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

কী কথা?

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, কথাটা তোমাকে বলা যাবে না মা। যার কথা তাকেই বলতে হবে। তোমাকে বলা গেলে আমি নিশ্চয়ই বিনুকে ডাকতাম না।

এমন কী কথা যে আমাকে বলা যাবে না?

শুভ্র হাসল। মিষ্টি করে হাসল। জাহানারার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে শুরু করল– বিনুর প্রসঙ্গে ছেলেটা এমন মিষ্টি করে হাসছে কেন? কোনো ঘটনা নেই তো?

জাহানারা গম্ভীর মুখে বললেন, শুভ্র এখন তোকে একটা কথা বলব। না বললেও হতো– কিন্তু বলা দরকার। বিনু প্রসঙ্গে একটা কথা।

বলো শুনি।

জাহানারা নিচু গলায় বললেন, মেয়েটা ভালো না।

শুভ্র হাসি হাসি মুখে বলল, ভালো না কেন?

ওর অনেক আজেবাজে স্বভাব আছে। আমার কাছে যেটা সবচে' খারাপ লাগছে সেটা হচ্ছে– মেয়েটা চোর। বিরাট চোর। গরিবের ঘরে জন্মেছে তো।

শুভ্র যতটা অবাক হবে বলে জাহানারা ভেবেছিলেন সে ততটা অবাক হলো না। বরং স্বাভাবিক গলায় বলল, বিনু চোর না-কি? ইন্টারেস্টিং তো! কী চুরি করে?

জাহানারা গুছিয়ে গল্প শুরু করলেন। শুভ্র খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। তবে তার মুখ হাসি হাসি।

জাহানারা চাপা গলায় বললেন, খাবার ঘরের টেবিলে চায়ের কাপে চাপা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে তিনটা পাঁচশ' টাকার নোট রেখেছিলাম দুধের বিল দেব বলে। কিছুক্ষণ পরে এসে দেখি নোট তিনটা নেই। শুধু দুধের বিলটা আছে। কাজের মেয়েটা ছুটিতে। ঘরে মানুষ বলতে তুই, আমি আর বিনু। বাতাসে নোট তিনটা উড়ে জানালা দিয়ে চলে যায় নি। যদি যেত দুধের বিলটাও যেত। দুধের বিল ঠিকই আছে, নোট তিনটা নেই। টাকাটা নিলে হয় আমি নেব, নয়তো তুই নিবি, কিংবা বিনু। তুই নিশ্চয় টাকা নিয়ে যাস নি!

শুভ্র হাসছে। শব্দ করে হাসছে। যেন জাহানারা এই মাত্র মজার কোনো গল্প বলে শেষ করেছেন। জাহানারা রাগী গলায় বললেন, তুই হাসছিস কেন?

তুমি বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প বলছ– এই জন্য হাসছি। তোমার ফেব্রিকেটেড লাইনগুলি খুবই হাস্যকর হয়।

জাহানারা থমথমে গলায় বললেন, বানিয়ে গল্প বলছি মানে?

শুভ্র শান্ত গলায় বলল, মা আজ হচ্ছে মাসের ২৮ তারিখ। আজ তুমি দুধের বিল দেয়ার জন্যে টাকা বের করবে না। এটা ৩১-এ মাস, দুধওয়ালা দুধের বিলই দেয় নি।

জাহানারা ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। শুভ্র খুব সহজ গলায় বলল, মা, আমি খুব ছোটবেলা থেকে লক্ষ করছি– তুমি বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলো। এবং এক সময় তোমার বানানো কথা তুমি নিজে বিশ্বাস করতে শুরু করো। আমার মনে হয় এটা তোমার এক ধরনের অসুখ।

জাহানারা যন্ত্রের মতো বললেন, আমার অসুখ?

হ্যাঁ অসুখ। আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি তখন স্কুলের সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে ব্যথা পেয়েছিলাম। চশমা ভেঙে গিয়েছিল। চশমার কাচে কপাল কেটে গিয়েছিল। তুমি সবাইকে বলেছ– রিকশায় করে বাসায় ফেরার সময় আমি এ্যাকসিডেন্ট করেছি। পেছন থেকে একটা প্রাইভেট কার ধাক্কা দিয়ে আমার রিকশা ফেলে দিয়েছে। কত বছর আগের ব্যাপার অথচ এই ঘটনা সেদিনও তুমি আমার ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের বললে।

কখন বললাম?

আমার হাম হয়েছিল। সবাই দলবেঁধে আমাকে দেখতে এসেছিল, তখন বললে।

যখন বলেছিলাম তখন তুই আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলি না কেন! তখন কেন বললি না– আমার মা মিথ্যে কথা বলছে। আমার মা মিথ্যাবাদী।

শুভ্র বলল, মা তুমি রাগ করছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলবি আর আমি রাগ করতে পারব না? তুই চুপ করে বসে থাক, নড়বি না। আমি দুধের বিল নিয়ে আসছি। এই নতুন দুধওয়ালা প্রতি মাসেই পঁচিশ-ছাব্বিশের দিকে দুধের বিল দিয়ে দেয়। এখন আমি ডেইরি ফার্ম থেকে দুধ নিচ্ছি। ওরা খুব নিয়মকানুন মেনে চলে।

শুভ্র বলল, একটা মিথ্যা বললে পরপর অনেকগুলি মিথ্যা বলতে হয় মা। তুমি দুধওয়ালা বদলাও নি, আগের দুধওয়ালাই দুধ দিচ্ছে। গতকালও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

আচ্ছা যা আমি মিথ্যাবাদী। এখন আমাকে কী করতে হবে? তোর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না বিনুর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে?

শুভ্র বিব্রত গলায় বলল, মা শোনো, তাকাও আমার দিকে।

জাহানারা তাকালেন না। ছেলের ঘর থেকে উঠে চলে এলেন। তাঁর মনে আশা ছিল শুভ্র তাঁর পেছনে পেছনে উঠে আসবে। শুভ্র তা করল না। জাহানারা খুবই অবাক হয়ে দেখলেন বৃষ্টি নামা মাত্র শুভ্র বের হয়ে গেল।

জাহানারা আড়চোখে লক্ষ করলেন, বেড়াতে যাচ্ছে অথচ সে পরেছে ইস্ত্রি ছাড়া একটা শার্ট। চুল আঁচড়েছে, কিন্তু আঁচড়ানো ভালো হয় নি। সিঁথি বাঁকা হয়েছে। রিকশা করে যে সে যাচ্ছে, মানিব্যাগ কি সঙ্গে নিয়েছে? আর সঙ্গে নিলেও মানিব্যাগে কি ভাংতি টাকা আছে? দশ টাকা ভাড়া দেবার জন্যে সে হয়তো পাঁচশ' টাকার একটা নোট বের করবে। রিকশাওয়ালাকে টাকা ভাঙিয়ে আনতে বলবে। সে টাকা নিয়ে ভেগে চলে যাবে।

জাহানারা শুভ্রর ঘরে ঢুকলেন। তিনি যা ভেবেছিলেন তাই। শুভ্র মানিব্যাগ ফেলে গেছে। বিছানার ঠিক মাঝখানে মানিব্যাগ এবং রুমাল পড়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে শেষ মুহূর্তে সে মানিব্যাগ এবং রুমাল নিতে ভুলে গেছে।

জাহানারা বিনুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিনুকে খুব কঠিন কিছু কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কঠিন কথাগুলি গুছিয়ে নিতে পারলে ভালো হতো। কিছু গোছানো নেই। অবশ্য কথা গোছানো থাকারও সমস্যা আছে। তিনি লক্ষ করেছেন গোছানো কথা তিনি প্রায় কখনোই বলতে পারেন না।

বিনুর ঘরের দরজা ভেজানো। জাহানারা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন। বিনু বিছানায় শুয়েছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। জাহানারা বিকেলে অস্পষ্ট আলোতেও লক্ষ করলেন মেয়েটার চোখ ভেজা। নিশ্চয়ই শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল। জাহানারা গলার স্বর যতদূর সম্ভব কঠিন করে বললেন, আসর ওয়াক্তে শুয়ে ঘুমাচ্ছ কেন? আসর ওয়াক্তে শুয়ে থাকা যে কত বড় অলুক্ষণে এই শিক্ষা কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা-মা দেয় নাই? নামাজও তো কখনো পড়তে দেখি না। তোমাদের বাড়িতে নামাজের চল নাই? তোমার বাবা নামাজ পড়েন?

বিনু নিচু গলায় বলল, জি পড়েন।

আমার তো মনে হয় না তুমি ঠিক বলছ। আমাদের এখানে যখন এলেন আমি খেয়াল করেছি– মাগরেবের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, তিনি গল্পই করছেন গল্পই করছেন।

বিনু চুপ করে আছে। তার চোখের পানি এখনো বন্ধ হয় নি। জাহানারা লক্ষ করলেন মেয়েটা অন্যদিকে তাকিয়ে চোখ মোছার চেষ্টা করছে এবং চোখের পানি বন্ধ করার চেষ্টা করছে। চোখে পানি কেন– এই প্রশ্ন কি করবেন? জাহানারা বুঝতে পারছেন না।

তোমার বাবা তো আজও এলেন না। ব্যাপারটা কী বলো তো? মেয়েকে এখানে ফেলে রেখে মেয়ের ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছে। নাকি কারো বাড়িতে গিয়ে গল্পে মজে গেছে। এমন গল্পবাজ মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি নি। কী মনে হয়– তোমার বাবা কবে আসবে? নাকি কোনোদিন আসবেই না।

বাবা বৃহস্পতিবার আসবেন।

কী করে বললে? গনা শুনে?

বাবার চিঠি পেয়েছি।

বাবার চিঠি পেয়েছ বৃহস্পতিবারে আসবে এই খবরটা আমাকে জানাবে না?

চিঠিটা আজ দুপুরে পেয়েছি।

চিঠিতে কী লিখেছেন?

লিখেছেন বৃহস্পতিবারে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আর বলেছেন আপনাকে সালাম দিতে।

দেখি চিঠিটা।

বিনু অবাক হয়ে তাকাল। জাহানারা বললেন, চিঠিটা দাও দেখি কী লেখা। বাবা নিশ্চয়ই চিঠিতে মেয়েকে এমন কিছু লিখবে না যে সেই চিঠি অন্য কেউ পড়তে পারবে না।

বালিশের নিচ থেকে বিনু চিঠি বের করে দিল। জাহানারা বুঝতে পারছেন চিঠি পড়া উচিত হচ্ছে না কিন্তু তিনি কৌতূহল আটকাতে পারছেন না। বিনু যে ভর সন্ধ্যায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে তার সঙ্গে বাবার কাছ থেকে আসা চিঠির নিশ্চয়ই কোনো সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা জানতে ইচ্ছে করছে। মেয়েকে এই বাড়িতে রেখে ইউনিভার্সিটিতে পড়াবে এ ধরনের ইঙ্গিত তো চিঠিতে থাকতে পারে। যদি থাকে তাহলে এ বিষয়েও আগেভাগে ব্যবস্থা নিতে হবে। জাহানারা চিঠি পড়লেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার অতীব আদরের কন্যা
মোসাম্মত হামিদা বানু (বিনু)
মাগো আমার

আমার শতসহস্র দোয়া এবং আদর নিও। পর সমাচার এই যে মা– তোমাকে আমি যে যথাসময়ে বাড়িতে নিতে পারি নাই তার জন্যে আমার দুঃখের সীমা নাই। ইনশাল্লাহ আমি আগামী বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে চলিয়া আসিব। এবং সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হইব (ইনশাল্লাহ)। মাগো, ঢাকায় আসা-যাওয়ার ভাড়া জোগাড় করিতে পারি নাই বলিয়া এই সমস্যা হইয়াছে। সব সমস্যার যেমন সমাধান আছে, এই সমস্যারও সমাধান আছে। বুধবার নাগাদ প্রয়োজনীয় টাকার ব্যবস্থা হইবে। এই বিষয়ে তুমি কোনোরকম দুশ্চিন্তা করিও না। বাকি আল্লাহপাকের ইচ্ছা।

ভাবি সাহেবাকে আমার সালাম দিবে। অতি মহীয়সী মহিলা। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলিয়া আমার অন্তর জুড়াইয়া গিয়াছে। নিজের মাতার মতোই তাঁহাকে দেখিবে এবং তাঁহার দোয়া নিবে। মাগো, আমরা অতি দরিদ্র– মানুষের দোয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল।

এখন একটা সুসংবাদ দেই– তুমি লিচু গাছের যে চারাটি রোপণ করিয়াছিলে সেই চারাতে এই বৎসর মুকুল আসিয়াছে। ইনশাল্লাহ তুমি এই বছর তোমর নিজের রোপণ করা গাছের লিচু খাইতে পারিবে। ইহা বিরল সৌভাগ্যের বিষয়। যদিও তোমার মা গাছ কাটাইয়া ফেলিবার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করিতেছে, কারণ আমাদের অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে বসতবাড়িতে লিচু গাছ বপন করা হয় সেই বাড়িতে বংশে বাতি দিবার কেহ থাকে না। তবে আমার ধারণা ইহা কথার কথা। গাছের সাথে বংশের কোনো সম্পর্ক নাই। তুমি মোটেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবে না। আমার অতি আদরের কন্যা মোসাম্মত হামিদা বানু যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে আমার জীবন থাকিতে কেহ সেই বৃক্ষের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

দোয়াগো
তোমার পিতা
মোহম্মদ হাবীবুর রহমান

মীরাদের বাড়িতে শুভ্র এই প্রথম এসেছে। হুলস্থুল ধরনের বাড়ি। মীরাকে দেখে কে বলবে ঢাকা শহরে তাদের এত বড় বাড়ি আছে। অতিসাধারণ শাড়ি পরে সে ইউনিভার্সিটিতে আসে। শুধু শাড়ি না, তার সবকিছুই সাধারণ। পায়ের স্যান্ডেল জোড়া ডালা থেকে কেনা। কাঁধের চামড়ার ব্যাগটা দেখে মনে হয় এই ব্যাগ মীরা নিজেই চামড়া কেটে ঘরে বানিয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে যখন থাকে তখন দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় অফ পিরিয়ডে সে নানাজনের কাছে ছোটাছুটি করছে কেউ তাকে ক্যান্টিনে নিয়ে যদি এক কাপ চা খাওয়ায়। কোনো মেয়ে হয়তো এক বোতল কোক কিনল, মীরা অবশ্যই বলবে, দেখি এক চুমুক খেয়ে দেখি। সেই মেয়ের এত বড় বাড়ি? একে বাড়ি বলাও তো ভুল– এটা হলো রাজপ্রাসাদ।

বাড়ির গেটে পুলিশের পোশাক পরা দারোয়ান। দারোয়ানের পাশেই শিকল দিয়ে বাঁধা মস্ত বড় কুকুর। কুকুরটার শরীর মস্ত বড় হলেও তার চোখ গরুর চোখের মতো শান্ত। বাড়ির সামনে শুধু যে বাগান আছে তাই না, ছোট্ট একটা ফোয়ারাও আছে। ফোয়ারার মাঝখানে পাথরের পরীমূর্তি। পরীর একটা ডানা ভাঙা। ডানা ভাঙা হলেও কী যে অপূর্ব সেই মূর্তি! মূর্তির পা থেকে ঝিরঝির করে পানি বের হচ্ছে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শুভ্রর মনে হলো– এই বাড়ি মানুষ থাকার জন্যে বানানো হয় নি– ছবির শুটিং-এর জন্যে বানানো। তাও সব ধরনের ছবি না। রূপকথা জাতীয় ছবি। হেনসেল এন্ড গ্রেটেলের রূপকথা। দারোয়ান বলল, কাকে চান? দারোয়ানের চোখও কুকুরটার চোখের মতো শান্ত। ধমক দেয়া দারোয়ান না। ধমক দেয়া দারোয়ান বা ভয়ংকর চোখের কুকুর এ বাড়িতে মানাত না।

শুভ্র পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে বলল, এটা কি মীরাদের বাড়ি? ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। এপ্লায়েড ফিজিক্স।

দারোয়ান বলল, জি। যান ভেতরে যান।

শুভ্র বলল, আমি রিকশা করে এসেছি কিন্তু রিকশা ভাড়া দিতে পারছি না। মানিব্যাগ ফেলে এসেছি। মীরার কাছ থেকে রিকশা ভাড়া আনতে হবে।

দারোয়ানকে এইসব কথা বলা অর্থহীন। শুভ্র কেন বলছে নিজেও বুঝতে পারছে না। কোনো কোনো মানুষ আছে যাদের দেখলেই বেশি কথা বলতে ইচ্ছা করে। মীরাদের বাড়ির দারোয়ান মনে হয় সেই গোত্রের। শুভ্র বলল, এই কুকুরটা কি এলশেশিয়ান?

জি না। এটা জার্মান ডোভার।

আমি এক্ষুনি রিকশা ভাড়া নিয়ে ফিরে আসছি। আপনি যদি দেখেন রিকশাঅলা অস্থির হয়ে গেছে তাকে শান্ত করবেন। পারবেন না?

দারোয়ান মাথা নাড়ল। শুভ্র লন পার হয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো। শুভ্রর মনে হচ্ছে জার্মান ডোভার নামের ভয়ংকর কুকুরটা তার পেছনে পেছনে আসছে। যদিও সে পরিষ্কার দেখেছে কুকুরটা শিকল দিয়ে বাঁধা। এইটুকু পথ পার হতে শুভ্র কয়েকবার পেছনে তাকাল। প্রতিবারই দেখল কুকুরটা তার দিকে তাকিয়ে আছে, দারোয়ান তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং রিকশাওয়ালা তার দিকে তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। রিকশাওয়ালা তার বিষয়ে কী ভাবছে তা সে অনুমান করতে পারছে, কিন্তু দারোয়ান এবং কুকুরটা তার বিষয়ে কী ভাবছে কে জানে!

মীরাদের বাড়িতে আজ কোনো একটা উৎসব। হলঘরের মতো বিরাট বসার ঘরে মানুষ গিজগিজ করছে। সবার গায়ে উৎসবের পোশাক। মনে হচ্ছে রঙের মেলা বসেছে। শুভ্রর মনে প্রথম যে চিন্তাটা এলো তা হচ্ছে এত অতিথি নিশ্চই হেঁটে হেঁটে আসে নি, গাড়ি করে এসেছে। গাড়িগুলি কোথায় রাখা হয়েছে? বাড়ির সামনে তো একটা গাড়িও ছিল না। বাড়ির সামনে শুধু তার রিকশাটা অপেক্ষা করছে। রিকশাওয়ালাকে পনেরো টাকা ভাড়া দিতে হবে। ভাংতি পনেরো টাকা কি মীরার কাছে আছে! এত বড় বাড়িতে যারা থাকে তাদের কাছে ভাংতি টাকা থাকার কথা না। তবে না থাকলেও সে জোগাড় করে দেবে। অবশ্যি মীরার যা স্বভাব সে হয়তো বলে ফেলতে পারে যা ভাগ, আমি তোকে টাকা দেব কেন?

শুভ্র দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগে সে যখন লন পার হচ্ছিল তখন তিনজন তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। দু'জন মানুষ আর একটা কুকুর। আর এখন হল ভর্তি মানুষ অথচ কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। সবাই ব্যস্ত। সবাই কথা বলছে। ঘরের একেবারে শেষ মাথায় স্টেজ তৈরি করা হয়েছে। বোধহয় গানবাজনা হবে। স্টেজের ঠিক মাঝখানে বিরক্ত মুখে মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোক বসে আছেন। মনে হচ্ছে তিনিই গায়ক। এবং বেশ নামি গায়ক। নামি গায়করা গান শুরু করার আগ পর্যন্ত খুব বিরক্ত হয়ে থাকেন। শুধুমাত্র গান করার সময় হাসিমুখে গান করেন। গায়ক ভদ্রলোকের দু'পাশে বাদ্যযন্ত্রের লোক। তারা সবাই বেশ হাসি-খুশি। মীরা আছে স্টেজের সামনে। সে দুটা স্পট লাইট নিয়ে স্টেজে আলো ফেলার চেষ্টা করছে। একটা স্পট লাইটের আলো পড়বে গায়কের মুখে, অন্য স্পট লাইটের আলো বাদ্যযন্ত্রীদের মুখে। বাদ্যযন্ত্রীরা দু'ভাগ হয়ে বসেছে বলে একটা স্পট লাইটে হচ্ছে না।

মীরা শুভ্রকে দেখল এবং তার কাজ বন্ধ করে হাসিমুখে শুভ্রর দিকে এগিয়ে এলো। মীরাকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ড্রেস এজ ইউ লাইক খেলায় সে সাদা পরী সেজেছে। সে সেজেছে তাদের বাড়ির সামনের লনের পরীটার বড় বোন। লনের পরীটার একটা পাখা ভাঙা। তার দুটা পাখাই ভাঙা। মীরা পরেছে সাদা শিফনের শাড়ি। পায়ের স্যান্ডেল জোড়া সাদা আর কানে দুলছে পায়রার ডিমের মতো দুটা সাদা পাথর। গলায় ঠিক সেই সাইজের পাথরের মালা। চুল খোঁপা করে বাঁধা। খোঁপায় বেলী ফুলের মালা। দুই হাতেও চুড়ির মতো করে পরা বেলী ফুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্রর কাছাকাছি এসেই মীরা হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, এই শুভ্র আমি কি আজ তোকে আসতে বলেছি? [মীরা তার ক্লাসের সবাইকে 'তুই' করে বলে। শুভ্র কাউকেই 'তুই' বলতে পারে না।]

শুভ্র বলল, না।

এতদিন থাকতে বেছে বেছে আজই হুট করে এসে পড়লি কী মনে করে?

আজ কী?

আজ আমার বাবা-মা'র পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকী। আমরা কিছু সিলেক্টেড গেস্টকে বলেছি। তুই সিলেক্টেডদের তালিকায় নেই।

চলে যাব?

এসেছিস যখন এক পিস কেক আর এক কাপ চা খেয়ে যা। গানবাজনা আছে। গান শুনবি?

না।

তাহলে আয় বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি উৎসবে বাবা খুব মন খারাপ করে থাকেন। এটা খেয়াল রেখে বাবার সঙ্গে কথা বলবি।

শুভ্র বলল, মন খারাপ করে থাকেন কেন?

মীরা হাসি মুখে বলল, বিবাহবার্ষিকী আসলে দু'জনের উৎসব। বাবাকে সেই উৎসব একা একা পালন করতে হয়।

শুভ্র তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। মীরা বলল, জিজ্ঞেস কর কেন বাবাকে একা একা উৎসব পালন করতে হয়।

কেন?

কারণ আমার মা তাঁর তিন নম্বর কন্যার জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। বাবা তখন পত্নীপ্রেমে শরৎচন্দ্রের নায়কের মতো হয়ে যান। বিরাট একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেন– বাকি জীবন বিবাহ করব না। বুকে স্ত্রীর স্মৃতি রেখে কন্যাদের বড় করব।

ও।

বাবার ক্যারেক্টার তোর কি ইন্টাররেস্টিং মনে হচ্ছে?

হুঁ।

বাবার চরিত্রের মধ্যে ইন্টারেস্টিং কোনো ব্যাপারই নেই। বাবা খুবই বোরিং টাইপের মানুষ। এক অর্থে মা ভাগ্যবতী, দীর্ঘদিন একজন বিরক্তিকর স্বামীর সঙ্গে থাকতে হলো না। চল যাই বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। জাস্ট হ্যালো বলে বাবার কাছ থেকে ছুটে আসবি। বাবা কিন্তু তোকে আটকে ফেলার চেষ্টা করবে। আটকা পড়ে গেলে তোর নিজেরই ক্ষতি। বাবা পাঁচশ'র মতো বোরিং গল্প জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে চেষ্টা করবে সবই তোকে শুনিয়ে ফেলতে। আগেভাগে বলে দিলাম। যাতে পরে আমাকে দোষ দিতে না পারিস।

মীরার বাবা ব্যারিস্টার ইয়াসিন তাঁর শোবার ঘরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছেন। মানুষটা অত্যন্ত সুপুরুষ। মাথায় সব চুল পেকে ধবধবে সাদা। সাদা চুলের যে আলাদা সৌন্দর্য আছে তা ইয়াসিন সাহেবকে না দেখলে কেউ তেমন জোরের সঙ্গে বলতে পারবে না। তিনি পরেছেন ধবধবে সাদা রঙের পাজামা-পাঞ্জাবি। মনে হচ্ছে এই পোশাকেই তাঁকে সবচে' মানায়; তবে শুভ্রর ধারণা, এই মানুষটা যে পোশাকই পরবে মনে হবে সেই পোশাকে তাকে সবচে' ভালো মানায়।

ইয়াসিন সাহেবের গায়ের রঙ বিদেশীদের মতো লালচে ধরনের সাদা। স্বাস্থ্য ভালো। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি আসলে একজন যুবা পুরুষ। কোনো এক সিনেমায় বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। মেকাপম্যান ভালো মেকআপ দিতে পারে নি বলে চেহারায় যুবা ভাব রয়ে গেছে।

মীরা বলল, বাবা একজনকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এনেছি। তাকে ভালো করে দেখে বলো দেখি সে কে?

ইয়াসিন সাহেব বালিশের উপর রাখা চশমা চোখে দিয়ে পরীক্ষকের ভঙ্গিতে শুভ্রর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, এর নাম 'শুভ্র'। হয়েছে?

হ্যাঁ, হয়েছে! কী করে বললে?

চশমা দেখে বললাম, তুই বলেছিলি শুভ্র খুব ভারী কাচের চশমা পরে। শুভ্র, বাবা তুমি বসো। চেয়ারটা টেনে বসো।

শুভ্র কিছু বলার আগেই মীরা বলল, শুভ্র বসবে না বাবা। ও চলে যাবে।

চলে যাবে কেন?

শুভ্রকে আসলে দাওয়াত করা হয় নি। ও নিজে নিজে কী মনে করে যেন চলে এসেছে। এখন অপরিচিত সব লোকজন দেখে খুব অস্বস্তি বোধ করছে। তাই না শুভ্র? তুই অস্বস্তি বোধ করছিস না?

শুভ্র হাসল, কিছু বলল না। ইয়াসিন সাহেব বললেন, অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে কথা না বললে পরিচিত হবে কীভাবে? তাছাড়া আমি তো আর এখন অপরিচিত না। ও আমার সঙ্গে গল্প করুক। তুই যা আমাদের জন্যে চট করে দু'কাপ চা পাঠিয়ে দে।

তোমার ম্যারেজ এনিভার্সারি উপলক্ষে লোকজন এসেছে আর তুমি মুখ ভোঁতা করে শোবার ঘরে বসে আছ এটা কেমন কথা। তুমি দয়া করে বসার ঘরে যাও। এক্ষুনি গান শুরু হবে। অর শুভ্র এখানে তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি। বোরিং গল্প সে সহ্যই করতে পারে না। তাছাড়া শুভ্র কখনো কোনো কাজ ছাড়া কোথাও যায় না। এখানে যে এসেছে কোনো একটা কাজে এসেছে বলে আমার ধারণা। শুভ্র বল দেখি কী জন্যে তুই এসেছিস?

শুভ্র একটু হকচকিয়ে গেল। মীরা বলল, বাবার সামনে বলতে লজ্জা লাগলে আয় বারান্দায় চলে আয়। বাবা শোনো, তুমি দয়া করে বসার ঘরে গিয়ে বসো, আমি শুভ্রর কথা শুনে তাকে বিদায় করে তারপর আসছি।

বসার ঘরের মতো বারান্দাতেও অনেক লোকজন। বেশিরভাগই মেয়ে। ফিল্মের নামকরা এক নায়িকা এসেছেন। বারান্দায় জটলাটা তাকে ঘিরে। নায়িকারা অনেক লোকজনের মাঝখানে সহজে মুখ খুলেন না। ইনি সে রকম না। বেশ আগ্রহ নিয়ে গল্প করছেন। সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতার গল্প বলছেন। সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনছে। একবার তিনি মোস্তফার দোকানে শপিং করতে গিয়েছেন। হঠাৎ সিঙ্গাপুরে প্রবাসী বাঙালিরা তাকে চিনে ফেলে ঘিরে ধরল। দোকানের লোকজন ভাবল– অন্য কিছু। তারা পুলিশে খবর দিয়ে দিল। ইতিমধ্যে বাঙালির সংখ্যা আরো বাড়ছে। ম্যাডাম হঠাৎ ভয়ে এবং দুশ্চিন্তায় ফেইন্ট হয়ে মেঝেয় পড়ে গেলেন। সেখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করে তাকে নিয়ে গেল এলিজাবেথ হাসপাতালে। এলিজাবেথ হাসপাতাল হচ্ছে সিঙ্গাপুরের সবচে' বড় হাসপাতাল। সব আমেরিকান ডাক্তার। কাজেই এক অর্থে আমেরিকান হাসপাতাল। দীর্ঘ ক্লান্তিকর গল্প। কিন্তু সবাই শুনছে খুব আগ্রহ নিয়ে।

মীরা শুভ্রকে বারান্দার এক কোনায় নিয়ে গিয়ে বলল, এখন বল আমার কাছে এসেছিস কী জন্যে? সৌজন্য সাক্ষাৎ? নাকি অন্য কিছু? আমার প্রেমে তুই হাবুডুবু খাচ্ছিস এ ধরনের সস্তা ডায়ালগ দিবি না তো?

শুভ্র ইতস্তত করে বলল, তোমাদের বাসায় কি ক্যাসেট রেকর্ডার আছে?

মীরা বলল, আছে। অডিও ভিডিও সবধরনের রেকর্ডার আছে। কোনটা দরকার?

একটা ব্ল্যাংক ক্যাসেটে তুমি কি তোমার হাসি রেকর্ড করে আমাকে দিতে পারো?

অবশ্যই পারি। কেন পারব না! কতক্ষণের হাসি? এক মিনিট, দু'মিনিট না টানা তিন মিনিট?

ধরো দু'মিনিট।

দু'মিনিট ধরে হাসা অসম্ভব ব্যাপার। আমার এত দম নেই। এক মিনিটে হবে?

হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসির রেকর্ডটা কি এখনই দরকার?

পরে হলেও হবে।

পরে কেন, এসেছিস যখন আজই নিয়ে যা। ঝামেলা শেষ হয়ে যাক। একটু অপেক্ষা কর।

আচ্ছা।

এক কাজ কর। পার্টিতে খুব ইন্টারেস্টিং একজন ভদ্রলোক আছেন। নাম আখলাক। তোর উল্টো পিঠ। তুই তার সঙ্গে গল্প কর। আমি হাসি রেকর্ড করে নিয়ে আসি।

শুভ্র বলল, আমার উল্টো পিঠ মানে কী?

তুই পূর্ব হলে সে পশ্চিম। তুই সুমেরু হলে সে কুমেরু। খুবই মন্দ টাইপ মানুষ।

আমি কি ভালো টাইপ?

হুঁ।

মীরা আখলাক সাহেবকে খুঁজছে। তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে শুভ্র। শুভ্র ভেবে বের করার চেষ্টা করছে– মীরা অন্য মেয়েদের থেকে কি একটু আলাদা? নাকি সে আলাদা হবার ভাব করে? অন্য যে কোনো মেয়ে জানতে চাইত হাসির রেকর্ড দিয়ে কী হবে। মীরা জানতে চাইছে না। তার কি আসলেই জানতে ইচ্ছে করছে না? নাকি সে মনের ইচ্ছেটা চাপা দিয়ে রেখেছে?

AMARBOI.COM

আখলাক সাহেব বসার ঘরের এক কোনায় একা একা বসে আছেন। তাঁর হাতে এক গ্লাস পানি। তিনি পানিতে খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছেন। যেন তিনি পানি খাচ্ছেন না, হুইস্কি খাচ্ছেন। ভদ্রলোকের চেহারা সাধারণ। পোশাক-পরিচ্ছদও সাধারণ। ছাই রঙের ইস্ত্রিবিহীন হাফ শার্টের সঙ্গে লাল টাই। টাই রঙের সার্টের কারণে লাল টাইটা খুব ফুটেছে। চশমা পরেছেন। চশমা নাকের ডগার কাছাকাছি চলে এসেছে। তিনি তাকাচ্ছেন চশমার ফাঁক দিয়ে। শুভ্র ছোটবেলায় একটা বই পড়েছিল, নাম 'শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা'। এই বইয়ের প্রচ্ছদে চশমা চোখে এক শিয়ালের ছবি ছিল। ভদ্রলোককে দেখাচ্ছে শিয়ালের মতো।

মীরাকে দেখে তিনি নিচু গলায় বললেন, তোমাদের গান শুরু হতে কত দেরি?

মীরা বলল, জানি না। আপনি একটু শুভ্রকে কোম্প্যানি দিন তো। ও খুব বোর ফিল করছ। বলেই মীরা প্রায় উড়ে চলে গেল।

আখলাকে সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। শুভ্রর দিকে হাত বাড়িয়ে আন্তরিক ভঙ্গিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, আমার নাম আখলাক। পেশায় আমি একজন আর্কিটেক্ট। সবার কাছে দুষ্টলোক হিসেবে পরিচিত। ফেরেশতাদের কোম্প্যানি ইন্টারেস্টিং হয় না, দুষ্টলোকদের কোম্প্যানি ইন্টারেস্টিং হয়। বসুন দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

শুভ্র বসল। বয়স্ক একজন মানুষ তাকে আপনি আপনি করছেন, সম্মানের সঙ্গে কথা বলছেন, পরিচয় করিয়ে দেবার সময় উঠে দাঁড়ালেন। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা একটু যেন অস্বস্তিকর।

শুভ্র সাহেব!

জি।

শুভ্র নামের শেষে সাহেব ব্যবহার করছি আপনার অস্বস্তি লাগছে না?

জি লাগছে।

লাগাই উচিত। আমার ধারণা শুভ্র সাহেব বলে এর আগে কেউ আপনাকে ডাকে নি। আমি কি ঠিক বলেছি?

জি।

মীরা আপনার সঙ্গে পড়ে?

জি।

আপনাকে কি সে খুব পছন্দ করে?

আমি জানি না।

আপনার তো জানা উচিত। কেন জানেন না? একটা মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে দেয়া যায় সে আপনাকে পছন্দ করছে বা করছে না। সে আপনার সঙ্গ কামনা করছে না কি করছে না।

আপনি পারেন?

অবশ্যই পারি। এই কাজটা দুষ্টলোকরা শুধু যে ভালো পারে তা-না, খুব ভালো পারে। কেন পারে জানেন?

জি না।

কারণ দুষ্টলোকদের মেয়েদের চোখের ভাষা পড়তে শেখাটা খুব জরুরি। তাকে মেয়েদের চোখের ভাষা পড়ে ভবিষ্যৎ কর্ম পদ্ধতি ঠিক করতে হয়।

ও আচ্ছা।

মীরা যখন আপনাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তখন দেখলাম মমতা এবং ভালোবাসায় তার চোখ টনটন করছে। কাজেই আমার ধারণা সে আপনাকে খুবই পছন্দ করে।

শুভ্র সহজ গলায় বলল, আপনি কি পুরুষদের চোখের ভাষা পড়তে পারেন?

আখলাক সাহেব পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, না। পুরুষদের চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ভাষা থাকে না। কাজেই পুরুষের চোখের ভাষা পড়া অসম্ভব। শুভ্র সাহেব?

জি।

ধূমপান করেন?

জি না।

কখনো করেন কি?

জি না।

ভালো করে মনে করে দেখুন। কোনো বিয়ের দাওয়াতে গেছেন, খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে খুব কাশছেন। এমন কখনো হয় নি?

জি না, হয় নি।

মদপান করেছেন?

জি না।

আখলাক সাহেব সহজ গলায় বললেন, আমার প্রশ্ন শুনে অস্বস্তি বোধ করছেন?

জি না।

আমার প্রশ্ন করা শেষ হয়েছে। এখন আপনি যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান, জিজ্ঞেস করতে পারেন। আপনার অবগতির জন্যে বলছি অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দিতেই আমি সবচে' স্বস্তি বোধ করি।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি না।

আপনার বাসা কোথায়?

ইংলিশ রোডে।

ইংলিশ রোডের কোথায়? ঐ অঞ্চলটা আমার খুব ভালো করে চেনা। চিত্রামহল সিনেমা হলের কোন দিকে?

পশ্চিম দিকে।

গোলাপপাল রোডের আগে?

গোলাপপাল রোডে। দশের এক গোলাপপাল রোড।

আখলাক সাহেব একটু ঝুঁকে এসে আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আপনাদের কাছেই বড় একটা পতিতালয় আছে না?

শুভ্র চুপ করে রইল। আখলাক সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন– আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আপনার বাড়ির পাশে পতিতালয়, সেই দোষ তো আপনার না। আপনি তো আর পতিতালয় দেন নি। কিংবা ইচ্ছা করে পতিতালয়ের পাশে বাড়ি ভাড়া নেন নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীরা ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে এসেছে। শুভ্র উঠে দাঁড়াল। মীরা বলল, এখন ইচ্ছা করলেও যেতে পারবি না। গান শুরু হচ্ছে। টেবিলে খাবার লাগানো হয়েছে। খেতে খেতে গান শোন। নাকি খুব বেশি বোর ফিল করছিস?

আমার গান শুনতে ইচ্ছা করছে না।

তোর একার না। এখানে কারোরই গান শুনতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু দেখবি গান শুরু হলেই সবাই এমন ভাব করবে যেন স্বর্গ সুখ অনুভব করছে।

মীরা বলল, আখলাক সাহেবের সঙ্গে কী নিয়ে গল্প হচ্ছিল?

শুভ্র এই প্রশ্নের জবাব দিল না। আখলাক সাহেব বললেন, বাংলাদেশের সবচে' বড় পতিতালয়টি শুভ্রদের বাড়ির ঠিক পেছনে। এক সময় ঐ অঞ্চলে আমার সামান্য যাতায়াত ছিল। এই নিয়েই আমরা কথা বলছিলাম। তোমার বন্ধু অবশ্যি আমার কথায় একটু মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে।

শুভ্র উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি এখন বাসায় যাব।

মীরা বলল, গান শুনবি না?

না।

বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। তুই কি সঙ্গে গাড়ি এনেছিস? নাকি তোকে গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিতে হবে?

শুভ্রর বুকে ধক করে ধাক্কা লাগল। গাড়ির কথাতে মনে পড়েছে সে গাড়ি আনে নি। রিকশা করে এসেছে। সেই রিকশা ভাড়া দেয়া হয় নি। রিকশাওয়ালা হয়তো এখনো অপেক্ষা করছে।

আখলাক সাহেব বললেন, শুভ্র, ইজ এনিথিং রং? হঠাৎ করে আপনার মুখের ভাব বদলে গেল এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি।

শুভ্র বলল, আমি রিকশা ভাড়া দেই নি। টাকা ছিল না, ভেবেছিলাম মীরার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দেব। ভুলে গেছি। এখন খুবই লজ্জা লাগছে।

এটা এমন কোনো ভয়ংকর অপরাধ না যে মুখ শুকিয়ে ফেলতে হবে। রিকশাওয়ালা যদি অপেক্ষা করে থাকে তাহলে সে তার ওয়েটিং চার্জ পাবে। আর যদি ভাড়া না নিয়ে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে সে বোকা। বোকারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। কাজেই আপসেট হবার কিছু নেই।

আখলাক সাহেব পা নাচাতে নাচাতে বললেন, শুভ্র, আপনার সঙ্গে এক হাজার টাকা বাজি– আপনি বারান্দায় গিয়ে দেখবেন, রিকশাওয়ালা আপনার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। চলে গেছে। রাখবেন বাজি?

শুভ্র কথার জবাব না দিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে এলো। বারান্দা থেকে গেট দেখা যাচ্ছে। গেটের পাশে কোনো রিকশাওয়ালা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসার ঘরে গান শুরু হয়ে গেছে। বিরক্ত মুখের গায়ক এখন হাস্যমুখী হয়ে কীর্তন গাইছেন। ভদ্রলোকের গলা অবিকল মেয়েদের মতো। "শ্যাম ছাড়া আমি বাঁচিব কেমনে" এই আকুলতা তাঁর গলায় খুব মানিয়ে গেছে। তাঁর গলা একটু পুরুষালী হলে গানটা এত ভালো লাগত না।

আখলাক সাহেব বারান্দায় চলে এসেছেন। তাঁর হাতে এখনো সেই পানির গ্লাস। তিনি তীক্ষ্ণ চোখে শুভ্রকে দেখছেন।

শুভ্র বলল, কিছু বলবেন?

না, কিছু বলব না। রিকশাওয়ালা চলে গেছে?

জি।

বাজি ধরলে হেরে যেতেন। বাজি না ধরে ভালো করেছেন।

আপনি কি সব কিছু নিয়েই বাজি ধরেন?

হ্যাঁ, ধরি! শুনুন শুভ্র, আপনাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে। রাগ করবেন কি-না এটা ভেবে জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হচ্ছে।

রাগ করব না। জিজ্ঞেস করুন।

ঢাকা শহরের সবচে' বড় পতিতালয়ের সঙ্গেই আপনাদের বাড়ি। আপনার কি কখনো সেখানে যেতে ইচ্ছা করে নি?

না, আমার কখনো যেতে ইচ্ছা করে নি।

আখলাক সাহেব শান্ত গলায় বললেন, আপনার কথার ধরন থেকেই বুঝতে পারছি আপনি সত্যি কথা বলছেন। আপনি সত্যবাদী মানুষ এটা আমার পছন্দ হয়েছে। আমার এক প্রাইভেট টিচার ছিলেন– যামিনি বাবু। উনি বলতেন– সত্যবাদী মানুষ কখনো খারাপ হতে পারে না। ছোটবেলায় স্যারের কথাটাকে ধ্রুব সত্য বলে মনে হতো। এখন জানি কথাটা পুরোপুরি মিথ্যা। আমি খুবই সত্যবাদী। একটাও মিথ্যা বলি না। কিন্তু আমার চেয়ে খারাপ মানুষ এই শহরে খুব নেই।

শুভ্র বলল, আমি আজ যাই। অন্য অনেক দিন আপনার সঙ্গে কথা হবে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। শুভ্র পথে নেমে গেল।

শুভ্রদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা কিছুদূর গিয়েই নাম নিয়েছে ইংলিশ রোড। অন্যটা গিয়েছে সরাসরি পতিতালয়ের দিকে। এই রাস্তাটা ভাঙা। খানাখন্দে ভরা। মিউনিসিপালটি এইসব অঞ্চলের রাস্তাঘাট নিয়ে মাথা ঘামায় না। লাইটপোস্টের কোনোটিতে বাতি নেই। বাতি না থাকার জন্যে কোনো অসুবিধা অবশ্যি হয় না। রাস্তার দু'পাশে পান-সিগারেটের দোকানে বাতি জ্বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকানগুলি সারারাতই খোলা থাকে।

আকাশে মেঘ জমছে। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। শুভ্রর হাতে এক ফোঁটা পড়ল। সে মাথা উঁচু করে আকাশ দেখল। আকাশের কোন জায়গাটা থেকে বৃষ্টি পড়ছে এটাই বোধহয় দেখার ইচ্ছা। শুভ্র তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

নিশিপল্লীতে লোকজন যাওয়া শুরু করেছে। এদের দিকে তাকানোর ইচ্ছা শুভ্রর কখনো মনে হয় নি। আজ সে দেখছে। এর কারণ কী আখলাক সাহেব? এরা যেভাবে যাচ্ছে আখলাক সাহেব কি সে ভাবেই যেতেন? বেশিরভাগ মানুষের চোখে-মুখে কোনো আনন্দ নেই। যা আছে তার নাম ভীতি। গরমের মধ্যেও অনেকের গায়ে চাদর। চাদর মাথার ওপর তুলে দেয়ায় মুখ ঢাকা পড়েছে। কেউ কেউ রাতেই সানগ্লাস পরেছে। মানুষ হাঁটার সময় দু'পাশে তাকায়। না ডাকলে কখনো পেছনের দিকে তাকায় না। এরা এই রাস্তায় যখন হাঁটে– কিছুক্ষণ পর পর এমন ভঙ্গিতে পেছনের দিকে তাকায় যেন কেউ পেছন থেকে তাদের ডাকছে।

ছোট বাবু!

শুভ্র চমকে উঠল। বাড়ির নাইটগার্ড রহমত মিয়া ঠিক তার কানের কাছে এসে ছোটবাবু বলছে।

এইখানে দাঁড়াইয়া আছেন কেন?

দেখি।

কী দেখেন?

লোকজন যে যাচ্ছে সবাইকে দেখছি একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন কিনছে। কী কিনছে?

পান।

সবাই এক দোকান থেকে পান কিনছে কেন?

এইটা হইল হাফিজের দোকান। হাফিজের দোকানের পান খুবই বিখ্যাত।

শুভ্র বলল, রহমত মিয়া তুমি একটা কাজ করো তো। হাফিজের দোকানের একটা পান কিনে আনো। হাফিজের দোকানের পান খেতে ইচ্ছা করছে।

রহমত মিয়া বলল, আপনে ঘরে যান, আমি পান দিয়া আসব।

রহমত মিয়া তীব্র চোখে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। পশুদের চোখের জ্বলজ্বলে ভাব একসময় নাইটগার্ডদের চোখেও চলে আসে। পশুদের সঙ্গে কোথাও বোধহয় তাদের মিল আছে।

খিলখিল করে কে যেন হাসছে।

জাহানারা একতলা থেকে দোতলায় উঠেছিলেন– তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসির শব্দ শুভ্রর ঘর থেকে আসছে। শুভ্রর ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার ওপাশে তরুণী কোনো মেয়ে হেসে ভেঙে পড়ছে। এর মানে কী? জাহানারার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। এখনো তিনি দোতলায় পুরোপুরি ওঠেন নি। চারটা ধাপ বাকি আছে। মনে হচ্ছে এই চারটা ধাপ আর উঠতে পারবেন না। শেষ ধাপে পা দেবার আগেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। তিনি বুকে একটা চাপ ব্যথা অনুভব করলেন।

বিনু মেয়েটা কি গিয়েছে শুভ্রর ঘরে। রাত একটার সময় এই মেয়ে তার ছেলের ঘরে কেন থাকবে? আর মেয়ের এত সাহস সে খিলখিল করে হাসবে?

জাহানারা শুভ্রর বন্ধ দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হয়তো দরজা বন্ধ না, হয়তো দরজা ভেজানো। জাহানারা দরজার গায়ে হাত রাখলেন। দরজার পাল্লা খানিকটা ভেতরের দিকে সরে গেল। এই তো শুভ্রকে দেখা যাচ্ছে। চেয়ারে বসে আছে। পা তুলে দিয়েছে বিছানায়। তার হাতে বই। টেবিলে ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। শুভ্র পরেছে সাদার উপর ফুলতোলা শার্টটা। এই শার্টটা তাকে খুব মানায়। শার্টটায় ইস্ত্রি নেই। তাঁর লক্ষ করা উচিত ছিল।

ঘরে কোনো মেয়ে নেই। ঘরে আর কেউ থাকলে শুভ্র নিশ্চয়ই এত মন দিয়ে বই পড়ত না। জাহানারা নিশ্চয়ই ভুল শুনেছেন। হয়তো বিনু মেয়েটা তার ঘরে হাসছে। বাতাসে সেই হাসি এমনভাবে ভেসে এসেছে যে মনে হয়েছে হারামজাদী মেয়ে শুভ্রর ঘরে। জাহানারা দরজাটা আরেকটু ফাঁক করলেন। দরজায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো– শুভ্র দরজার দিকে তাকাল না।

শুভ্র!

শুভ্র বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, ভেতরে এসো মা।

তুই এখনো ঘুমুস নি?

উঁহু।

জাহানারা ঘরে ঢুকলেন। ফাঁকা ঘর। তিনি লজ্জিত বোধ করলেন। ঘর তো ফাঁকাই থাকবে। তিনি কি ভেবেছিলেন কেউ একজন ঘরে বসে থাকবে? ছিঃ ছিঃ। শুভ্র কি এমন ছেলে? সে তার নামের মতোই শুভ্র।

এত মন দিয়ে কী বই পড়ছিস?

প্রাচীন কথামালা।

সেটা আবার কী?

প্রবচন। উদাহরণ দিলে বুঝবে– একটা আরবি প্রবচন হলো, If you meet a blindman, kick him. Why should you be kinder than God?

বুঝতে পারলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করো তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ। হঠাৎ একটা অন্ধ লোক দেখলে। তখন তোমার উচিত তাকে একটা লাথি মারা।

কেন?

কারণ আল্লাহর চেয়ে বেশি দয়ালু হবার তোমার দরকার কী?

এখনো তো কিছু বুঝলাম না।

থাক বুঝতে হবে না। এটা শুধু মনে রাখলেই চলবে– আমি যখন অন্ধ হয়ে যাব তখন আমাকে দেখলেই হয় লাথি দেবে নয় চড় বসাবে।

এই সব কী ধরনের কথা? তুই অন্ধ হবি কোন দুঃখে। আর তোকে আমি খামাখা চড়-লাথিইবা মারব কেন?

শুভ্র মিটমিট করে হাসছে। মানুষের হাসি এত সুন্দর হয়! জাহানারা ছেলের সামনে বসলেন। শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে পা নামিয়ে নিল। জাহানারা বললেন– আমি একতলা থেকে দোতলায় উঠছি হঠাৎ মনে হলো তোর ঘর থেকে হাসির শব্দ আসছে। মনে হলো একটা মেয়ে খিলখিল করে হাসছে।

তোমার বুকে একটা ধাক্কার মতো লাগল তাই না মা?

ধাক্কার মতো লাগবে কেন?

রাত একটার সময় তোমার ছেলের ঘর থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসছে, তোমার তো মা হার্ট এ্যাটাক হবার কথা।

আমার সম্পর্কে তোর ধারণাটা কী বল তো শুভ্র?

তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা হচ্ছে তুমি খুবই সন্দেহপ্রবণ একজন মহিলা। তবে সরল টাইপ। তোমার মনে যদি কোনো সন্দেহ হয় সেই সন্দেহ লুকিয়ে রাখার কায়দা-কানুনও তোমার জানা নেই। তুমি নিজেকে খুব বুদ্ধিমতী মনে করো। তুমি কিন্তু তা না। বোকা টাইপ মাদার।

জাহানারা চুপ করে রইলেন। তাঁর খুবই অবাক লাগছে। ছেলে তো অবলীলায় তার মা সম্পর্কে কঠিন কঠিন কথা বলছে। শুভ্র কি বদলে যাচ্ছে? বদলে যাবার পেছনে বিনু মেয়েটার হাত নেই তো? একজন খারাপ মানুষ অতি দ্রুত একজন ভালো মানুষকে খারাপ বানিয়ে ফেলতে পারে।

মা তুমি রাগ করেছ?

না।

আমার ঘর থেকে যে হাসির শব্দ শুনলে সেই হাসি কেমন ছিল? মিষ্টি ছিল?

জানি না।

আরেকবার শুনে দেখো তো মা। মন দিয়ে শুনে আমাকে বলবে হাসিটা কেমন। রেডি গেট সেট, ওয়ান-টু-থ্রি গো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছেন। শুভ্র তার পাশে রাখা ক্যাসেট প্লেয়ার কোলে তুলে নিল। বোতাম টেপা মাত্র খিলখিল হাসি শোনা গেল। শুভ্র বলল, ময়নাটাকে শেখানোর জন্যে হাসি রেকর্ড করে রেখেছি। ময়নার খাঁচার পাশে এই ক্যাসেট প্লেয়ার রেখে দেব। ময়না অসংখ্য বার এই হাসি শুনবে। তারপর একদিন দেখা যাবে সে হাসতে শিখে গেছে। হাসিটা কেমন মা?

ভালো।

তোমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে করে ফেল।

কী প্রশ্ন?

অনেকগুলি প্রশ্নই তো তোমার মনে এসেছে। যেমন— রেকর্ড করা হাসিটা কোন মেয়ের? তার পরিচয় কী? বয়স কত? মেয়েটার বাবা কী করেন? বাড়ির অবস্থা কী? ইত্যাদি ইত্যাদি।

জাহানারা দুঃখিত গলায় বললেন, তুই আমাকে দেখতে পারিস না তাই না?

দেখতে পারব না কেন? আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।

জাহানারা নিজেকে সামলে নিয়ে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোর বাবার শরীরটা আজ আবার খারাপ করছে।

শুভ্র বলল, ও।

ভাত খায় নি, শুয়ে পড়েছে।

উপোস অসুখের জন্যে ভালো মা। উপোসী মানুষের অসুখ-বিসুখ খুব কম হয়।

কে বলেছে?

কেউ বলে নি। আমি ভেবে ভেবে বের করেছি। মুনী-ঋষিদের অসুখ-বিসুখ হয় না। কারণ তারা বেশিরভাগ সময়ই উপোস থাকেন। খেলেও এক বেলা খান। আবার ভিক্ষুকরাও তেমন খেতে পায় না বলে ওদের অসুখ-বিসুখ হয় না।

ভিক্ষুকদের অসুখ-বিসুখ হয় না, তোকে কে বলল?

আমার মনে হয়। আমার ধারণা সব ভিক্ষুক শরীরের দিক দিয়ে খুব ফিট। সারাদিন হাঁটাহাঁটি করে তো ভালো একসারসাইজ হয়।

ভিক্ষুকদের ব্যাপারে তুই মনে হয় অনেক কিছু জেনে ফেলেছিস।

শুভ্র মা'র দিকে ঝুঁকে এসে বলল, মা বলো তো দেখি আমরা সবচে' বেশি ক্ষমা চাই কাদের কাছে।

জাহানারা ভুরু কুঁচকে বললেন, ক্ষমা চাইব কেন? ক্ষমা চাইবার মতো অপরাধ কী করলাম?

অপরাধ না করেও ক্ষমা চাও। বলো দেখি কার কাছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহ্‌র কাছে?

হয় নি ভিক্ষুকদের কাছে– দিনের মধ্যে অনেক বার তোমাকে বলতে হয়– "মাফ করো। ভিক্ষা নাই।" তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো ভিক্ষুকদের কাছে তাই না?

জাহানারা চুপ করে আছেন। শুভ্র হাসছে। সে ক্যাসেট প্লেয়ার আবার চালু করেছে। ক্যাসেটের মেয়েটাও হাসছে।

জাহানারার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। পানি কেন আসছে কে জানে? চোখে পানি আসার মতো কোনো ঘটনা তো ঘটে নি। তিনি চট করে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের এক কোনায় কালো পর্দায় ঢাকা ময়নার খাঁচা। লোকজনের কথাবার্তায় বেচারার ঘুম ভেঙে গেল। সে কয়েক বার ডানা ঝাপ্টাল। তারপর পরিষ্কার গলায় বলল,

শুভ্র ভাত খাইছ?

শুভ্র ভাত খাইছ?

শুভ্র ভাত খাইছ?

মোতাহার সাহেব এতক্ষণ কাত হয়ে ছিলেন, এখন চিৎ হলেন। এই সামান্য কাজটা করতে গিয়ে তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। কপালে ঘাম জমল। এর মানে কী? তিনি কি মারা যাচ্ছেন? দরজার বাইরে কি আজরাইল এসে দাঁড়িয়েছে? আজরাইলের চেহারা দেখতে কেমন? সবার ধারণা তার চেহারা হবে কুৎসিত। কিন্তু তাঁর কেন জানি মনে হচ্ছে আজরাইল হবে সুপুরুষ যুবা। আজরাইল হচ্ছে ফেরেশতা। তাঁকে আল্লাহ কেন কুৎসিত করে বানাবেন?

কোমরের কাছে ব্যথার মতো হচ্ছিল। সুঁচ ফুটানার মতো ব্যথা। ব্যথাটা দ্রুত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। হাত-পা অসাড় হয়ে গেল। যেন কয়েকজন মিলে একটা শীতল ভারী পাথর পায়ের উপর দিয়ে দিয়েছে। এই পাথর নাড়ানোর সাধ্য তাঁর নেই। মৃত্যু কি এ রকম? শরীরে পাথর বসানো দিয়ে এর শুরু? প্রচণ্ড ভারী একটা পাথর পায়ের উপর নিয়েই তিনি কাত অবস্থা থেকে চিৎ হয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় পাথরটা গড়িয়ে পড়ে যাবার কথা। তা পড়ে নি বরং পাথরটা আরো ভালোমত বসেছে। তাঁর মন বলছে কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেকটা ভারী পাথর তাঁর বুকের উপর দিয়ে দেয়া হবে। তিনি বুক ভর্তি করে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করবেন। বুকের উপর ভারী পাথরের কারণে তা পারবেন না। তিনি যতই নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করবেন পাথর ততই চেপে বসবে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর মৃত্যু হবার কথা না। ভাই পাগলা পীর তাকে স্পষ্ট করে বলেছে– তোর মৃত্যু 'একসিডেনে'। 'একসিডেন' মানে এক্সিডেন্ট। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী রকম এক্সিডেন্ট? রোড এক্সিডেন্ট না অন্য কিছু? ভাই পাগলা পীর মিচকি মিচকি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "অন্য কিছু। অনেক রক্ত বাইর হইব বুঝছস। রক্তের মইধ্যে তুই সিনান করবি।" মোতাহার সাহেব চিন্তিত এবং ভীত গলায় বলেছিলেন, "হুজুর আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন।" ভাই পাগলা পীর পিচ করে একদলা থুথু ফেলে বললেন, "দূর ব্যাটা আমি দোয়া করি না। আর দোয়া কইরা কোনো ফায়দা নাই। আল্লাহপাক তাঁর চিকন কলম দিয়া তোর কপালে যা লেখছেন তাই হইব। তোর কপালে যদি লেখা তাকে মিত্যুর আগে গরম রক্ত দিয়া সিনান, তাইলে তাই হইব। দোয়া না করলেও হইব। করলেও হইব। খামাখা সময় নষ্ট কইরা ফয়দা কী?"

ভাই পাগলা পীর সাহেবের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। তিনি মারা যাচ্ছেন। কাজেই তিনি পীর সাহেবকে গিয়ে বলতে পারবেন না– হুজুর আপনের কথা সত্য হয় নাই। আমার মৃত্যু হয়েছে বিছানায়। সবাই বলে ভাই পাগলা পীর সাহেবের কথা কখনো মিথ্যা হয় না। এইবার কেন হচ্ছে?

তাঁর পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। তিনি এই তৃষ্ণাকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছেন। মৃত্যুর আগে আগে তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাবার মতো হয়, কিন্তু তখন পানি খাওয়া যায় না। পানির স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, পানি তিতা লাগে।

মোতাহার সাহেব তাঁর স্ত্রীকে ডাকার চেষ্টা করলেন। গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছে না। একজন ডাক্তার ডাকা দরকার। হাসপাতালে তাকে নেবার প্রয়োজন হতে পারে। ড্রাইভার কি আছে? এই ড্রাইভারের চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। রাতে তার একতলায় কোনার ঘরটায় শুয়ে ঘুমানোর কথা। তিনি খবর পেয়েছেন প্রায়ই সে তা করে না। বাইরে রাত কাটিয়ে ফজরের নামাজের সময় উপস্থিত হয়। আজও হয়তো সে নেই।

হাসপাতালে তিনি যেতে চান না। তাঁদের পরিবারের একটা ধারা আছে। এই পরিবারের মানুষ যদি হাসপাতালে যায় তাহলে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে না। মোতাহার সাহেবের বাবা ফিরেন নি। তাঁর বড় ভাই ফিরেন নি।

কাজেই হাসপাতালে যদি যেতেই হয় কিছু জরুরি কথা ফিসফিস করে হলেও বলে যেতে হবে। শুভ্রকে একটা কথা বলা দরকার। শুভ্র যেন তার ওপর রাগ না করে। তাকে ঘৃণা না করে। সব সহ্য করা যায়, কিন্তু পুত্র এবং কন্যার ঘৃণা সহ্য করা যায় না। "যে ব্যক্তিকে তাহার পুত্র এবং কন্যা ঘৃণা করে দোজখের অগ্নিও তাহাকে ঘৃণা করে।" কথাটা কে বলেছে? কার কাছ থেকে শুনেছেন? ভাই পাগলা পীর সাহেবের কাছ থেকে?

ভাই পাগলা পীর সাহেব মজার মজার কথা বলেন। দোজখের প্রসঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতেন– "দূর ব্যাটা। দোজখের আগুন দোজখের আগুন। সব দোজখে আগুন আছে নাকি? আগুন নাই এমন দোজখও আছে। ঠাণ্ডা দোজখ। বড়ই ঠাণ্ডা। সেই দোজখের নাম জাহিম। বড়ই ভয়ংকর সেই ঠাণ্ডা দোজখ। জাহিম দোজখবাসী চিৎকার কইরা কী বলে জানস? বলে ওগো দয়াল আল্লা। দয়া করো আমারে কোনো আগুনের দোজখে নিয়া পুড়াও।"

মোতাহার সাহেবের দিকে তাকিয়ে খিকখিক করে হাসতে হাসতে ভাই পাগলা পীর বলেছিলেন– "দোজখের নামগুলি মুখস্থ করে রাখ, তুই তো সেইখানেই যাবি। হি-হি-হি।" আশ্চর্যের ব্যাপার সাতটা দোজখের নাম তাঁর ঠিকই জানা– জাহান্নাম, হাবিয়া, সাক্কার, হুতামাহ, সায়ির, জাহিম, লাজা।

বেহেশতের নামগুলির মধ্যে শুধু দুটার নাম জানেন– জান্নাতুল ফেরদাউস এবং জান্নাতুল মাওয়া।

মোতাহার সাহেবের ওপর আরেকটা ভারী পাথর চাপানো হয়েছে। এই পাথর আগেরটার মতো না। এর ওজন বাড়ে-কমে। যখন কমে তখন মনে হয়– ওজনহীন একটা পাথর বুকে নিয়ে থাকা কতই না আনন্দের।

মোতাহার সাহেব লক্ষ করলেন জাহানারা ঘরে ঢুকছেন। জাহানারা ঘরে ঢুকলেন। তার হাতে কফির মগ। শোবার আগে তিনি মগ ভর্তি কফি খান। এই অভ্যাস আগে ছিল না। কোন পত্রিকায় পড়েছেন যাদের অনিদ্রা রোগ আছে, শোবার আগে কফি খেলে তাদের সুনিদ্রা হয়। জাহানারার অনিদ্রা রোগ সেরে যাবে। বিছানায় যাবার আগে তাকে গোসল করতে হবে না। তিনটা-চারটা ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হবে না, মগ ভর্তি কফি খেতে হবে না।

কফির গন্ধ মোতাহার সাহেবের নাকে আসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রবল কষ্টের মধ্যেও গন্ধটা ভালো লাগছে। ইস এখন যদি সহজ-স্বাভাবিক মানুষের মতো এক মগ কফি হাতে নিয়ে একটা সিগারেট ধরানো যেত। ভাই পাগলা পীর সাহেবকে একদিন কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল– হুজুর বেহেশতে কি সিগারেট আছে? পীর সাহেব বললেন, "আছে। দশ ফুটি সিগারেট। এক এক শলা দশ ফুট লম্বা। তবে বেহেশতে আগুন নাই তো। এই কারণে সিগারেট ধরানো যাবে না। সিগারেট ধরানোর জন্য যাওয়া লাগবে দোজখে। হি হি হি।"

মোতাহার সাহেব গভীর বিস্ময় নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন। কফির কাপ নিয়ে ঘরের ভেতর হাঁটছে জাহানারা। বুঝতেও পাছে না, কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। একবার সে যদি তাঁর দিকে তাকাত তাহলেই বুঝতে পারত। সে তাকাচ্ছে না। মোতাহার সাহেব স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কিছু করতে পারছেন না। না, জাহানারার দোষ নেই। তিনি আছেন মশারির ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা তাকে দেখতে পারছে না। অথচ তিনি জাহানারাকে দেখতে পারছেন। জাহানারার বিছানায় আসতে অনেক সময় লাগবে। সে তার কফি শেষ করবে, তারপর তার ভেজা চুল হেয়ার ড্রায়ারে শুকাবে। এই কাজটা সে করবে অন্য ঘরে যাতে হেয়ার ড্রায়ারের শব্দে তাঁর ঘুম না ভাঙে। এই তো জাহানারা চলে যাচ্ছে। মোতাহার সাহেব প্রাণপণে ডাকলেন– জাহানারা। জাহানারা। না গলায় স্বর নেই। মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুল না।

পায়ের কাছের মশারিটা কে যেন তুলছে। অপরিচিত একজন মানুষের মুখ। মোতাহার সাহেব আতংকে অস্থির হলেন। মশারির ভেতর মাথা ঢুকিয়ে কে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে? মাথার কাছের মশারিটা এখন উঁচু হচ্ছে। আরেকজন কেউ মাথা বের করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এই তো আরেকটা মুখ দেখা যাচ্ছে। এই মুখটাও অচেনা। দু'জনই তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তাদের দৃষ্টিতে ভালোবাসা নেই, মমতা নেই, করুণা নেই। পায়ের ডান পাশের মশারি উঁচু হচ্ছে– তৃতীয় একজনের মাথা দেখা যাচ্ছে। মোতাহার সাহেব চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। তাও পারলেন না।

আতংক এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন তার চারপাশের অসংখ্য মুখের দিকে। এদের সবাইকেই তিনি একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন এটাও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। হেয়ার ড্রায়ারের একঘেয়ে শব্দ তাঁর কানে আসছে। শব্দটা কী কুৎসিত! কী কুৎসিত! একটা মশা ঠিক তাঁর চোখের সামনে এসে উড়ছে। মশারও চোখ আছে। সেই চোখ টানা টানা না– মনে হয় কাজল পরানো। মোতাহার সাহেব এই তথ্য আজ প্রথম জানলেন। মশাটা তাঁর চোখের মণির ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছে। মোতাহার সাহেব ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে গভীর অতলে তলিয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

মোতাহার সাহেব মারা গেছেন এই ব্যাপারটা ধরা পড়ল সকালে। জাহানারা না, কাজের মেয়ে চা নিয়ে ডাকতে এসে হতভম্ব গলায় বলল, খালুজানের কী হইছে?

জাহানারা বাথরুম থেকে বললেন, চায়ের কাপ পিরিচ দিয়ে ঢেকে রেখে চলে যা। চিৎকার করে ঘুম ভাঙাবি না।

কাজের মেয়ে তখন হাত থেকে চায়ের কাপ ফেলে বিকট চিৎকার করল। জাহানারা ভেজা শরীরে বাথরুম থেকে বের হলেন। মোতাহার সাহেবের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। মানুষটা এখন মারা যায় নি। অনেক আগেই মারা গেছে। তিনি সারারাত মৃত মানুষটাকে পাশে নিয়ে শুয়েছিলেন। রাতে জাহানারার ভালো ঘুম হয় না, কিন্তু কাল রাতে তাঁর সুনিদ্রা হয়েছে। শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতে বৃষ্টি নেমে ঘর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তিনি পায়ের কাছে রাখা পাতলা চাদর গায়ে দিয়েছেন। শুধু নিজের গায়েই দেন নি স্বামীর গায়েও তুলে দিয়েছেন। একজন মৃত মানুষের সঙ্গে একটা চাদরের নিচে রাত কাটিয়েছেন। কী ভয়ংকর কথা! জাহানারার শরীর যেন কী রকম করছে। পেটের কাছে পাক দিচ্ছে। তিনি ছুটে গিয়ে বেসিন ভর্তি করে বমি করলেন। কী ভয়ংকর বমি। মনে হচ্ছে পাকস্থলি উঠে আসছে। বিনু ছুটে এসে তাঁকে ধরেছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। ভয়ে তাঁর শরীর কাঁপছে। শুভ্রর বাবা মারা গেছেন তার জন্যে ভয় না। এক চাদরের নিচে একজন মৃত মানুষকে নিয়ে শুয়ে ছিলেন সেই কারণে ভয়। ভয়টা কিছুতেই যাচ্ছে না।

খবরটা শুভ্রকে দিতে হবে। কীভাবে দেবেন। শুভ্রইবা খবর শুনে কী করবে? চিৎকার করে কেঁদে উঠবে? কেঁদে উঠবে তো অবশ্যই। কিন্তু তাঁর নিজের কান্না আসছে না কেন?

দরজার কাছে বিনু দাঁড়িয়ে আছে। সকালের নরম আলোয় সব কিছুই দেখতে সুন্দর লাগে। বিনুকেও দেখতে সুন্দর লাগছে। শুভ্রর মনে হলো বিনু গোসল করেছে। মেয়েরা গোসল করলেই তাদের চেহারায় এক ধরনের স্নিগ্ধতা চলে আসে। শুভ্র স্বাভাবিক গলায় বলল, বিনু তুমি কি গোসল করেছ?

বিনু বলল, না।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র গোসল করলে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভেতরে এসে বসো।

বিনু ভেতরে ঢুকল না। বিনুর খুবই অবাক লাগছে– এই মানুষটা কিছুক্ষণ আগে তার বাবা মারা যাবার খবর শুনেছে। চিৎকার করে কাঁদছে না, হৈচৈ করছে না। চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে। কথা বলছে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।

বিনু!

জি।

চা খেতে ইচ্ছা করছে। চা খাওয়াতে পারবে?

বিনু কিছু বলল না। আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল। শুভ্র বলল, আচ্ছা বিনু আমার আচরণ কি তোমার কাছে খুব অস্বাভাবিক লাগছে? বাবা মারা গেছেন এই খবর শোনার পরও চুপ করে বসে আছি। এখনও তাঁকে দেখতে যাই নি। সত্যি করে বলো, তোমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে?

লাগছে।

আমার নিজের কাছে কিন্তু লাগছে না। বড় ধরনে দুঃখ বা বড় ধরনের আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ নিতে পারে না। বড় ধনের ঘটনার মুখোমুখি হলে মানুষ রবোটিক আচরণ করে। আমি রবোটিক আচরণ করছি। তার মানে এই না যে আমি বাবাকে ভালোবাসি না।

খাঁচার ভেতর ময়নাটা খচমচ করছ। শুভ্র তাকিয়ে আছে ময়নাটার দিকে। আজ সারাদিন এ বাড়িতে অনেক ঝামেলা যাবে। ঝামেলার ভেতর ময়নাটাকে হয়তো খাওয়া দিতে ভুলে যাবে। সেও কাউকে মনে করিয়ে দিতে পারবে না– যে ময়নাকে খাবার দেয়া হয় নি।

বিনু!

জি।

ময়নাটাকে খাবার দেয়ার ব্যাপারটা তুমি আজ খেয়াল রেখো। মৃত মানুষের বাড়ি হলো নানান ঝামেলার বাড়ি। ময়নাকে খাবার দেবার কথা হয়তো কারোর মনেই থাকবে না।

আমি লক্ষ রাখব।

মা কোথায় জানো?

বারান্দায়। ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন।

আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেয়া হয়েছে কি-না জানো?

এখনো খবর দেয়া হয় নি। ম্যানেজার সাহেবকে খবর দেয়া হয়েছে। উনি এসে সবাইকে খবর দেবেন।

ও আচ্ছা।

আমার এক চাচা থাকেন দেশের বাইরে। তাঁকেও যেন খবর দেয়া হয়। ম্যানেজার সাহেবকে মনে করিয়ে দিও।

জি দেব।

মানুষের জন্ম-সংবাদ যেমন সবাইকে দিতে হয়; মৃত্যু-সংবাদও দিতে হয়।

বিনু বলল, আপনি উঠে হাত-মুখ ধোন। আমি চা নিয়ে আসছি।

হঠাৎ করেই ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার শব্দ পাওয়া গেল। শুভ্র চমকে উঠে বলল, কে কাঁদছে?

বিনু বলল, বুয়া কাঁদছে।

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। বাবা মারা গেছেন, অথচ আমি কাঁদছি না, মা কাঁদছেন না– কাঁদছে কাজের মেয়েটা। মেয়েটা এসেছে মাত্র গতকাল।

বিনু বলল, সে দায়িত্ব মনে করে কাঁদছে। আপনি কাঁদবেন দুঃখে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারটা বাদ দাও। মা কেন কাঁদছে না এটাই আমার প্রশ্ন। তুমি কি জানো মা কেন কাঁদছে না?

আপনি চাচির সামনে দাঁড়ালেই উনি কাঁদতে শুরু করবেন। তার আগে না।

আমি সামনে না যাওয়া পর্যন্ত মা কাঁদবে না?

না।

আর আমি, আমি কখন কাঁদব?

আপনি কাঁদবেন অনেক দিন পর।

শুভ্র বিছানা থেকে নামল। ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। বিনুর কথা ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। তাকে দেখে মা কাঁদতে শুরু করবে এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু সে কাঁদবে না, এটা ঠিক না। মা'কে কাঁদতে দেখেই তার চোখে পানি আসবে।

জাহানারা চোখ বন্ধ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। একটু আগে মাথায় পানি দিয়ে এসেছেন বলে তাঁর মাথা ভেজা। শাড়িও ভেজা। ভেজা শাড়ি মাথায় দিয়ে তিনি শুয়ে আছেন। তাঁকে বউ বউ লাগছে। শুভ্রকে দেখেই তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। শুভ্র এগিয়ে গিয়ে মা'র হাত ধরল। জাহানারা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। কিন্তু শুভ্রর চোখ একটু ছলছল পর্যন্ত করছে না। তার খুবই লজ্জা লাগছে। তার মনে হচ্ছে এই অস্বাভাবিক দৃশ্যটা তার বাবাও দেখছেন। শুভ্র লজ্জা পাচ্ছে দেখে তিনি সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছেন। তিনি যেন বলছেন সব মানুষ কি এক রকম হয়? তুই একটু আলাদা। আলাদা হবার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। চোখে পানি আসছে না তাতে কী হয়েছে। চোখের পানি এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। তুই হলি অন্যরকম। আলাদা।

আলাদা হবার মধ্যে যেমন লজ্জার কিছু নেই তেমন আনন্দেরও কিছু নেই। যারা আলাদা তাদের সবাই অন্য চোখে দেখে। খুব যারা আলাদা তাদের রেখে দেয়া হয় পাগলাগারদে।

বিনু চা নিয়ে এসেছে। জাহানারা বিনুর দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, এই অবস্থায় তুমি চা-নাশতা নিয়ে এসেছ? তোমার কাণ্ডজ্ঞান কোনোদিন হবে না?

শুভ্র বলল, মা আমি চা চেয়েছি। ও নিজে থেকে আনে নি।

জাহানারা চট করে রাগ সামলে নিয়ে বললেন, আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও।

বিনু শান্ত গলায় বলল, আপনাকেও চা দেই। কড়া এক কাপ চা খেলে ভালো লাগবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা হ্যাঁ-না কিছু বললেন না। বিনু চা আনতে গেল।

আশ্চর্যের ব্যাপার আজকের চা অসাধারণ হয়েছে। শুভ্র চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। সব দিনের চা এমন হয় না। কোনোদিন লিকার বেশি থাকে, কোনোদিন চিনি কম হয়। আবার কোনোদিন সবই ঠিক আছে কিন্তু হয় ঠাণ্ডা।

শুভ্র হঠাৎ বলল, মা, তোমার বিয়ে হয়েছে কত দিন?

জাহানারা বললেন, ছাব্বিশ বছর। কেন জিজ্ঞেস করছিস?

এম্নি।

মা'র মানসিক অবস্থা শুভ্র চিন্তা করতে চেষ্টা করছে। একজন মানুষের সঙ্গে ছাব্বিশ বছর কাটানোর পরে এই মহিলার আজ কেমন লাগছে? খুব কষ্ট তো লাগছেই– সেই কষ্টের সঙ্গে কি সামান্য আনন্দও নেই? মুক্তির আনন্দ। এই মহিলা আজ রাতে যখন ঘুমুতে যাবেন তখন একটু কি ভালো লাগবে না এই ভেবে যে তাঁকে এখন আর সারাক্ষণ সাবধান থাকতে হবে না। পাশের মানুষটার ঘুম ভেঙে গেল কি গেল না তা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে না। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুতে পারবেন। রাত-দুপুরে বাতি জ্বালালে কেউ বলবে না– এ-কী বাতি নেভাও। চোখে আলো লাগছে। সব আনন্দের সঙ্গে যেমন কষ্ট মিশে থাকে– সব কষ্টের মধ্যেও তেমনি কিছু আনন্দ থাকে।

বিনু চা নিয়ে এসেছে। জাহানারা কঠিন গলায় বললেন, চা এনেছ কেন? আজ আমার চা-কফি খাওয়ার দিন?

শুভ্র বলল, খাও মা। ভালো লাগবে।

জাহানারা চায়ের কাপ হাতে নিলেন। বিনুর দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা করলেন চলে যেতে। বিনু চলে গেল। শুভ্র বলল, বাবার মধ্যে সবচে' ভালো জিনিস কী ছিল মা?

জাহানারা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, রাগ এক বস্তু তাঁর মধ্যে ছিল না। কখনো রাগ করত না। তাঁকে কেউ উঁচু গলায় কথা বলতে শুনে নি।

এটা তো কোনো ভালো ব্যাপার না মা। যে মানুষ রাগ করে না সে তো রোবট। আমি নিজেও রাগ করি না। কিন্তু আমি এটাকে কোনো গুণ বলে মনে করি না। বাবার মধ্যে ভালো আর কী আছে?

জাহানারা জবাব দিচ্ছেন না। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। শুভ্রর মনে হলো, মা ভালো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না।

বাড়ির সামনে একটা বেবিট্যাক্সি এসে থেমেছে।

বেবিট্যাক্সি থেকে ম্যানেজার ছালেহ নামছেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ লাল এবং ফোলা ফোলা। মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করছেন। পুরুষ মানুষ সামান্য কাঁদলেই চোখ ফুলে যায়। ম্যানেজার সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে হঠাৎ করে তাঁর বয়সও বেড়ে গেছে। হাঁটছেন কুঁজো হয়ে।

লোকজন আসতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ভর্তি হয়ে যাবে। শুভ্র চায়ের কাপ হাতে বারান্দার রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল। মৃত বাড়িতে কে কীভাবে ঢুকবে তার দেখতে ইচ্ছা করছে। কেউ কেউ কাঁদতে কাঁদতে ঢুকবে। কারো কান্না হবে মেকি। কারো কান্না হবে আসল। আসল এবং মেকি কান্নার ভেতর প্রভেদ করা কি যাবে? না, যাবে না। এ রকম কোনো ব্যবস্থা যদি থাকত যে দুঃখের কান্নায় অশ্রু হবে হালকা নীল রঙের তাহলে ভালো হতো। চোখের জলের রঙ দেখে আসল দুঃখ না বানানো দুঃখ বোঝা যেত।

কাপের চা শেষ হয়ে গেছে। শুভ্র খালি কাপেই চুমুক দিচ্ছে। সে চোখের জলের রঙ নিয়ে গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে। তার বাবার মৃতদেহ বিছানায় পড়ে আছে। সে এখনো তাঁকে দেখতে যায় নি। সে নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাবছে। তবে তার জন্যে সে লজ্জিত বোধ করছে না কারণ সে জানে প্রবল শোকের সময় মস্তিষ্ক শোক ভুলিয়ে রাখার জন্যে নানান উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করে। চোখের জলের রঙ নিয়ে উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা মস্তিষ্ক তাঁকে দিয়ে করাচ্ছে।

গভীর দুঃখের চোখের জলের রঙ : গাঢ় নীল
মোটামুটি ধরনের দুঃখের অশ্রুজল : হালকা নীল
শারীরিক ব্যথার অশ্রু : কালো
আনন্দের অশ্রু : গোলাপি

চিন্তা নিয়ে বেশি দূর আগানো গেল না। ম্যানেজার সাহেব শুভ্রর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। কাঁধে হাত রেখে বললেন– ছোট বাবু তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

শুভ্র বলল, কী কথা?

তোমার ঘরে চলো। নিরিবিলিতে বলি।

শুভ্রর বারান্দা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। আরো দুটা বেবিট্যাক্সি এসে থেমেছে। গাড়ি এসে থেমেছে। লোকজন নামছে। এদের সবার মুখের দিকে সে আলাদা করে তাকাতে চায়। বেশিরভাগ মানুষকেই সে চেনে না। গাড়ি থেকে বৃদ্ধ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে উনিশ-কুড়ি বছরের দুটা মেয়ে নেমেছে। দু'জনই খুব হাসছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাদের কী যেন বললেন। তারা হাসি থামিয়ে ঘরে ঢুকছে। মেয়ে দুটির হাসি দেখতে ভালো লাগছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছালেহ্ গম্ভীর গলায় বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। এসো আমার সঙ্গে।

শুভ্র নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বারান্দা থেকে ঘরে এলো।

ম্যানেজার সাহেব বসেছেন চেয়ারে। শুভ্র বসেছে তাঁর সামনের খাটে। ছালেহ সরাসরি শুভ্রর চোখের দিকে তাকালেন। শুভ্রর কাছে মনে হলো– ভদ্রলোক খানিকটা বিরক্ত। এই বিরক্তির কারণটা কী– শুভ্র ধরতে পারছে না।

ছোট বাবু!

জি।

খুবই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটনার ওপর আমাদের হাত নাই।

জি।

এখন ঠাণ্ডা মাথায় বাকি কাজগুলি করতে হবে। মৃত্যুর পর স্যারকে কোথায় কবর দেয়া হবে এই সম্পর্কে স্যার কি কিছু বলে গেছেন?

জি না।

কোথায় কবর দিতে চাও?

এই সম্পর্কে কিছু ভাবি নি।

তোমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে। কারণ দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। আজ আবার ছুটির দিন।

AMARBOI.COM

ছুটির দিনে নিশ্চয়ই কবরস্থান বন্ধ থাকে না?

কবরস্থান বন্ধ থাকে না। কিন্তু ব্যাংক বন্ধ থাকে। সব কিছুতেই টাকা লাগে। জন্মের সময় টাকা লাগে। মৃত্যুর সময়ও টাকা লাগে।

তা ঠিক।

টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। স্যার টাকা তুলে রেখে গেছেন। আমার কাছে টাকা আছে।

তাহলে তো ভালোই।

স্যারের সমস্ত একাউন্ট– জয়েন্ট একাউন্ট। তোমার সঙ্গে জয়েন্ট একাউন্ট। তুমি ইচ্ছা করলেই টাকা তুলতে পারবে।

বাবার সঙ্গে আমি কোনো জয়েন্ট একাউন্ট করেছি বলে আমার মনে পড়ে না।

আমি নিজে এসে তোমার কাছ থেকে কিছু সিগনেচার নিয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে জয়েন্ট একাউন্ট খোলার কথা কিছু বলা হয় নি।

ও আচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার উইল করে তাঁর সমস্ত ব্যবসার মালিক তোমাকে করে গেছেন। উইলের কপি উকিলের কাছে আছে। আমাদের অফিসেও আছে। এর মধ্যে স্যারের একটা ব্যবসা আছে খুবই সেনসিটিভ। এই বিষয়ে তোমাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সম্ভব হলে আজই নিতে হবে।

কী সিদ্ধান্ত?

ব্যবসাটা তুমি রাখবে না ছেড়ে দেবে? যদি বলো এই ব্যবসা তুমি রাখবে না– আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবসা বিক্রি করে দেব। ব্যবসা হাতবদল হয়ে যাবে। কেউ কিছু জানবেও না। আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হব না।

শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, কী ব্যবসা?

ছালেহ ভুরু কুঁচকে সিগারেট ধরালেন। তাঁর মুখের বিরক্তির ভাব আরো প্রবল হয়েছে। অতিরিক্ত রকমের বিরক্ত হলে মানুষের মুখে থু থু জমে। ভদ্রলোকের মুখে থু থু জমেছে। তিনি জানালার কাছে গিয়ে থু থু ফেলে আবার এসে চেয়ারে বসলেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন খারাপ পাড়ার তিনটা বাড়ি স্যারের। তিনটা বাড়িতে বাহান্ন জন মেয়ে থাকে। এটা তোমাদের তিন পুরুষের ব্যবসা। তোমার দাদাজান তার বাবার কাছ থেকে এই বাড়ি তিনটা পেয়েছিলেন। এখন উত্তরাধিকারবলে তুমি। ভেবে দেখো– এই ব্যবসা তুমি রাখবে কি-না।

শুভ্র তাকিয়ে আছে। তার চোখে পলক পড়ছে না। ম্যানেজার সাহেব বললেন, আমি কী বলছি তুমি কি বুঝতে পারছ?

পারছি।

একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে জানাও। দুটা পার্টির সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়ে আছে।

আমার মা কি বাবার এই ব্যবসার কথা জানেন?

অবশ্যই জানেন।

বাড়ির ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

অনেক লোকজন চলে এসেছে এখন কান্নাকাটি হবেই। ছালেহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুভ্রকে দেখছেন। ময়না পাখি হঠাৎ বলে উঠল– শুভ্র ভাত খাইছ?

এই কথাটা পাখি সব সময় তিন বার করে বলে– আজ বলল একবার।

ছালেহ হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরাতে ধরাতে বললেন, আজ তোমার বড় দুঃখের দিন। এই দিনে ব্যবসার কথা বলা উচিত না। আমি নিরুপায় হয়ে বললাম। খারাপ পাড়ার ব্যবসার বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তুমি যদি আমার কোনো পরামর্শ চাও, পরামর্শ দিতে পারি।

শুভ্র শান্ত গলায় বলল, আমি আপনার কাছ থেকে কোনো পরামর্শ চাচ্ছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র চেয়ারে বসে আছে। তার চোখে চশমা নেই। চশমা খুলে সে দৃশ্যমান জগৎ থেকে নিজেকে আলাদা করেছে। কিন্তু পৃথিবী শব্দময়। শব্দময় পৃথিবী থেকে নিজেকে আলাদা করার সহজ কোনো উপায় নেই। সব কিছু থেকেই নিজেকে আলাদা করে ফেলার তীব্র ইচ্ছায় শুভ্রের শরীর কাঁপছে। ভয়ঙ্কর কিছু করতে হচ্ছে। ভয়ঙ্কর কিছু।

বারান্দায় কোরানপাঠ হচ্ছে। যে ক্বারি সাহেব কোরান পাঠ করছেন তাঁর গলা অসম্ভব সুরেলা। একটু পর পর সেই বিখ্যাত বাক্যটি ফিরে ফিরে আসছে– ফাবিয়ায়ে আলা ওয়া রাব্বিকুমা তুকাজজিবান। শুভ্রর ইচ্ছা করছে কোরান পাঠের মাঝখানে সে উপস্থিত হয়। ক্বারি সাহেবকে বলে– ভাই আপনি হয়তো জানেন না। আমার বাবা নোংরা মানুষ ছিলেন। তাঁর মঙ্গলের জন্যে আপনি প্রার্থনা করবেন না।

বন্ধ দরজায় টোকা পড়ছে। শুভ্র বলল, কে?

ওপাশ থেকে বিনু ক্ষীণ গলায় বলল, আমি।

কি চাও?

চাচি আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি কী করছেন দেখে যাবার জন্যে।

আমি কিছুই করছি না। চুপচাপ চেয়ারে বসে আছি। বিনু তুমি কী মা'কে একটু পাঠাবে আমার কাছে।

জি আচ্ছা।

শুভ্র টেবিল থেকে চশমা নিয়ে চোখে দিল। মা'কে সে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবে। সেই সময় মা'র চেহারাটা কেমন বদলায় তার দেখার ইচ্ছা। না বেশি প্রশ্ন না। মোটে তিনটা প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্ন, মা তুমি বাবার এই ভয়ঙ্কর ব্যবসার কথা জানতে। তুমি তাকে এর থেকে মুক্ত করার চেষ্টা কেন করো নি।

মা'র উত্তর হবে– চেষ্টা করেছিলাম। পারি নি। ওদের কয়েক পুরুষের ব্যবসা।

তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে– যখন পারলে না তখন বাবাকে ছেড়ে আমাকে নিয়ে চলে গেলে না কেন?

এর সম্ভাব্য উত্তর হবে, আমার কোথাও যাবার জায়গা ছিল না।

তখন শেষ প্রশ্ন।

মা আমাকে কিছু জানাও নি কেন? তুমি কি মনে মনে চাচ্ছিলে বাবার পর তার এই ব্যবসা আমি দেখব? এখন বলো আমি যদি তাই ঠিক করি তুমি কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে? পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ঐ ভয়ঙ্কর বাড়িগুলিতে আমি যদি রাত্রি যাপন করা শুরু করি তোমার কেমন লাগবে?

জাহানারা শুভ্রর ঘরে ঢুকলেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, বাবারে তুই এমনভাবে বসে আছিস কেন? একদিনে তোর চোখ-মুখ কেমন হয়ে গেছে। তুই শুয়ে থাক। আয় তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দেই।

শুভ্র চোখ থেকে চশমা নামিয়ে ফেলল।

জাহানারা বললেন, তুই এমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? তোকে পাগল পাগল লাগছে।

শুভ্র বলল, মা আমি ঠিক আছি। তুমি এখন যাও। আমি কিছুক্ষণ একলা বসে থাকব। বলেই শুভ্র তার সুন্দর হাসিটা হাসল।

আমার নাম শুভ্র।

এখন আমি আমাদের লাল রঙের গাড়িটার পেছনের সিটে বসে আছি। আমার মা আমার হাত ধরে আছেন। যেহেতু আমার কিছুই করার নেই আমি মনে মনে ডায়েরি লিখছি। এই কাজটা আমি খুব ভালো করি। আমি কল্পনা করে নেই আমার সামনে মস্ত বড় সাদা একটা কাগজ। সেই কাগজে আমি পেন্সিল দিয়ে লিখছি। পেন্সিলের রঙ নীল। তার লেখাও নীল। লেখা পছন্দ না হলে কাটাকুটিও করছি। কিছু লেখা আবার ইরেজার দিয়ে মুছে নতুন করে লিখছি। সব বয়স্ক মানুষের কিছু কিছু ছেলেমানুষী খেলা থাকে। এও আমার এক ধরনের খেলা।

কাগজ-কলম দিয়ে কিছু লিখতে আমার ভালো লাগে না, তবে মনে মনে ডায়েরি লিখতে আমার ভালো লাগে।

'আমার নাম শুভ্র' এই বাক্যটি দিয়ে আমি লেখা শুরু করেছি। শুরুতেই ভুল করেছি– শুরুর বাক্যটা হওয়া উচিত ছিল– আজ আমার বাবা মারা গেছেন। এখন আমরা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে বনানী গোরস্থানের দিকে যাচ্ছি। বনানী গোরস্থানে বাবার জন্যে জায়গা কেনা আছে। সেখানে তাঁর কবর হবে। কবর বাঁধানো হবে। শ্বেতপাথরের নামফলক বাঁধানো কবরে লাগিয়ে দেয়া হবে। যতবার আমরা গোরস্থানে আসব নামফলকের নাম আগ্রহ নিয়ে পড়ব। জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ পড়ব। এক সময় তাঁর চেহারা আমাদের কাছে অস্পষ্ট হতে শুরু করবে। শ্বেতপাথরের লেখাটাও নষ্ট হতে থাকবে। মোতাহার-এর র-এর ফোঁটা উঠে গিয়ে হয়ে যাবে– মোতাহাব।

আমার কাছে এখনই বাবাকে অস্পষ্ট লাগছে। তিনি চুলে কীভাবে সিঁথি করতেন? আশ্চর্য! মনে পড়ছে না তো। মাকে কি জিজ্ঞেস করব? মা এখন শান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গিতেই বসে আছেন। মাঝে মধ্যে সরু চোখে আমাকে দেখছেন। বনানী যেতে সময় লাগবে। গাড়ি জামে পড়বে, মহাখালী রেল ক্রসিং-এ গেট পড়ে যাবে। এতক্ষণ কি আমরা চুপচাপ বসে থাকব!

শুভ্র পানি খাবি?

মা'র কথা শুনে চমকে উঠলাম। কেন চমকালাম– আমি কি ধরেই নিয়েছি মা সারাপথ কথা বলবেন না। চোখ এবং নাক মুছতে মুছতে সময় পার করবেন।

আমি মা'র প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না। মা খয়েরি রঙের ব্যাগের ভেতর থেকে পানির বোতল বের করলেন। গ্লাস বের করলেন। পানি ঠাণ্ডা। ফ্রিজ থেকে বোতল নিয়ে এসেছেন। আমার যে এতটা তৃষ্ণা পেয়েছিল বুঝতে পারি নি। পরপর দু'গ্লাস পানি খেয়ে ফেললাম। তারপরেও মনে হলো তৃষ্ণা যায় নি। আরো এক গ্লাস পানি খেতে পারব।

মা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। পিতার মৃত্যু-শোকে আমি কতটা কাতর হয়েছি এই কি বুঝতে চেষ্টা করছেন? নাকি অন্য কিছু?

খালি পেটে দু'গ্লাস পানি খাবার জন্যেই বোধহয় এখন কেমন বমি বমি আসছে।

গাড়ি থামিয়ে পানের দোকান থেকে আমি কি একটা পান কিনে নেব? মিষ্টি পান। খুবই হাস্যকর ব্যাপার হবে না? সাদা রঙের পিকআপ ভ্যানে বাবার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার পেছনে পেছনে যাচ্ছি আমি। পথে গাড়ি থামিয়ে আমার একটা মিষ্টি পান কিনে নেয়াটা খুব কি দোষণীয় হবে?

কথা ছিল মৃতদেহের সঙ্গে আমি যাব। তাই না-কি নিয়ম– অতি প্রিয়জনরা মৃতদেহের সঙ্গে যায়। আমিও খুব আগ্রহের সঙ্গেই যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু মা রাজি হলেন না। তিনি বললেন, না না খোকন ভয় পাবে। 'শুভ্র ভয় পাবে' না বলে তিনি বললেন, খোকন ভয় পাবে। হঠাৎ হঠাৎ মা আমাকে শুভ্র না ডেকে খোকন ডাকেন। কেন ডাকেন? মানুষের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের পেছনে কারণ থাকে। শুভ্র না ডেকে খোকন ডাকার পেছনে কারণ কী?

আমি মা'র দিকে তাকালাম। মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কী রে শরীর খারাপ লাগছে?

না।

একটু পরপর ঠোঁট চাটছিস কেন?

শরীর খারাপ লাগছে মা, বমি বমি লাগছে। পান খেতে ইচ্ছা করছে।

মা আবারো তাঁর খয়েরি ব্যাগে হাত দিলেন। ব্যাগ থেকে এখন কি মিষ্টি পান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের হবে? আর কী আছে এই ব্যাগে? চা আছে? মা কি ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে এসেছেন? নোনতা বিসকিট? মাথা ধরার এসপিরিন ট্যাবলেট?

মিষ্টি পান না, সুপারির কৌটা বের হলো। সুপারি মুখে দিতে দিতে বললাম, মা আমার শুভ নাম কে রেখেছে? তুমি?

না। তোর বাবা।

তুমি যে মাঝে মাঝে আমাকে খোকন ডাকো। খোকন নাম কে রেখেছে?

কেউ রাখে নি। খোকন, বাবু এইসব নাম রাখতে হয় না। আপনা আপনি হয়ে যায়।

বলতে বলতে মা নিজেও দু'টুকরা সুপরি মুখে দিলেন। এতক্ষণ তাঁর মাথায় ঘোমটার মতো শাড়ির আঁচল ছিল। এখন সেই আঁচল পড়ে গেল। তিনি আঁচল তুলে দিলেন। তাঁকে এখন কত সহজ-স্বাভাবিক লাগছে। মনেই হচ্ছে না এই মহিলা তাঁর স্বামীর মৃতদেহ কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছেন। বরং মনে হচ্ছে তিনি তাঁর ছেলেকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে কোনো এক কফি শপের কাছে গাড়ি থামাবেন। মাতা ও পুত্র গাড়িতে বসে থাকবে। ড্রাইভার এক দৌড়ে পেপার কাপে দু'জনের জন্যে কফি নিয়ে আসবে। ফেনা ওঠা এক্সপ্রেসো কফি।

গাড়ি জামে আটকা পড়েছে। ট্রাফিক পুলিশ, ট্রাফিক সার্জেন্টরা ছোটাছুটি করছে। ক্রমাগত বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে। একজন রিকশাওয়ালাকে কোনো কারণ ছাড়াই ধাক্কা দিয়ে রিকশা থেকে ফেলে দিল। যানজট খুলে দেবার জন্যে তাদের এ ব্যস্ততার কারণটা কী? প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি কি এই পথে যাবে? আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি। যদি প্রধানমন্ত্রীকে এক ঝলক দেখা যায়। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের দেখতে আমাদের ভালো লাগে। তারা কেমন 'হুস' করে সামনে দিয়ে চলে যান। পুরোপুরি দেখা যায় না। রবার্ট ফ্রস্টের একটা কবিতা আছে– যেসব দৃশ্য আমরা খুব মন লাগিয়ে দেখতে চাই সেসব দৃশ্য কখনো ভালোভাবে দেখতে পারি না। সেই সব দৃশ্য অতি দ্রুত চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়।

Heaven gives its glimses only to those
Not in position to look too close.

গাড়ির বহরের মাঝখানে হাসি হাসি মুখ করে বসে থাকা প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে আমার ভালো লাগে। পুরনো দিনের কথা মনে হয়। হাতির পিঠে করে রাজা যাচ্ছেন। সামনে-পেছনে পাইক-বরকন্দাজ। রাজার মুখে কোমল হাসি। রাজার চোখ প্রজাদের জন্যে করুণায় আর্দ্র। বিয়ে করে বর তার স্ত্রীকে নিয়ে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে- এই দৃশ্য দেখতেও ভালো লাগে। খুব ইচ্ছা করে নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েটির মুখ আমি ভালো করে দেখি। কখনো দেখা হয় না। নতুন বউ ঘোমটা দিয়ে থাকে। মাথা নিচু করে বসে থাকে। বরের মুখ সব সময় দেখা যায়, শুধু কনেরটাই দেখা যায় না।

মৃতদেহ নিয়ে যে গাড়ি যায় সেই গাড়ির দিকেও সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে তাকায়। গাড়িতে একটা লাল নিশান ওড়ে। লাল নিশান মানেই শব বহনকারী গাড়ি। তবে সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকালেও মৃতদেহের মুখ কেউ দেখতে চায় না। মৃতদেহ নিয়ে যারা যাচ্ছে তাদেরকে দেখতে চায়। মৃত মানুষকে দেখে কী হবে? মৃত মানুষের কোনো গল্প থাকে না। মানুষ গল্প চায়।

খোকন।

মা আমার আরো কাছে সরে এলেন। আমি মা'র দিকে তাকালাম।

মা ফিসফিস করে বললেন, তোর বাবার ওপর তুই কোনো রাগ রাখিস না। মৃত মানুষের ওপর কোনো রাগ রাখতে নেই।

আমার কোনো রাগ নেই।

তোর বাবা মানুষ খারাপ ছিল না।

খারাপ থাকবে কেন?

মা কথা ঘুরিয়ে বললেন, তোর বমি বমি ভাবটা কি দূর হয়েছে?

হ্যাঁ।

আমাদের ঠিক সামনেই সাদা পিকআপ ভ্যান। সেই ভ্যানে বাবার অফিসের কর্মচারীরা বসে আছে। তাদের মাঝখানে বাবার মৃতদেহ। এইসব কর্মচারীরা এক সময় বাবার ভয়ে অস্থির ছিল। এখনো তারা ভয় পাচ্ছে। তাদের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা ভয় পাচ্ছে। মৃত মানুষকে সবাই ভয় পায়।

রাস্তার যানজট পরিষ্কার হয়েছে। তবে পুলিশ আমাদের গাড়ি আটকে রেখেছে। শুধু লাশ বহনকারী পিকআপ ছেড়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী বা এই পর্যায়ের কেউ যাবেন। মা বললেন, ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল দেখি।

আমার মনে হচ্ছে এটা মায়ের কথার কথা। তাঁর সামনে থেকে লাশের গাড়িটা চলে গেছে এই ঘটনায় তিনি আনন্দিত।

শুভ্র!

হুঁ।

শুভ্র নামটা আসলে তোর বাবা রাখে নি। এখন মনে পড়েছে। তোর বাবার এক বন্ধু তোকে দেখে অবাক হয়ে বলেছিল- ছেলের কী অদ্ভুত গায়ের রঙ! একেবারে তুষার-শুভ্র। এই থেকে তোর নাম শুভ্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবার ঐ বন্ধুর নাম কী?

রহমান সাহেব।

খুব ছোটবেলায় দেখেছিস। রোড একসিডেন্টে মারা গেছেন।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। গাড়ির ড্যাম বোর্ডের ঘড়িতে চারটা চল্লিশ বাজে। আকাশ অন্ধকার। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির পানিতে কবর ভর্তি হয়ে যাবে। পানির ভেতর কফিন নামিয়ে মাটি চাপা দিয়ে আমরা চলে আসব। ব্যস শেষ।

শুভ্র, তোর কি মাথা ধরেছে?

না।

চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে শুয়ে থাক, ভালো লাগবে।

আমি মাতৃভক্ত সন্তানের মতো চোখ বন্ধ করে গাড়ির পেছনের সিটে হেলান দিয়ে শুয়ে আছি। ডায়েরি লেখা এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। কারণ আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। শেষ অংশে ইন্টারেস্টিং কিছু লিখতে হবে।

এখন বাজছে চারটা পঞ্চাশ। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টিকে শুভ ও মঙ্গলময় ধরা হয়। মৃত্যুও শুভ এবং মঙ্গলময়। আমার বাবা মোতাহার হোসেন সাহেব মঙ্গলময় বৃষ্টিতে তাঁর যাত্রা শুরু করবেন। এটা মন্দ না। পুত্র হিসেবে তাঁর প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। একজন মানুষকে এই পৃথিবীতে নানান ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। পিতার ভূমিকায়, স্বামীর ভূমিকায়, বন্ধুর ভূমিকায়...। সবাই সব অভিনয় ভালো পারে না। যে পিতার ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করে দেখা যায় স্বামীর ভূমিকায় তার অভিনয় খুব খারাপ হচ্ছে। অভিনয় এতই খারাপ হয় যে তাকে অভিনয় করতে দেয়া হয় না। স্টেজ থেকে নামিয়ে দেয়া হলো। বাবা নিশ্চয়ই কিছু কিছু চরিত্রে খুব ভালো অভিনয় করেছেন। পিতার চরিত্রে তাঁর অভিনয় ভালো ছিল।

আমরা এসে পৌঁছে গেছি। গেটের কাছে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বাবার অফিসের ম্যানেজার এগিয়ে আসছে। তার মুখ গম্ভীর। সে হাঁটছেও মাথা নিচু করে। বেচারা বোধহয় তাড়াহুড়ার কারণে টুপি আনতে ভুলে গেছে। হলুদ রঙের একটা রুমাল মাথায় দিয়েছে।

আমি মা'র দিকে তাকিয়ে বললাম, আচ্ছা মা, একটা কথা– স্বামী হিসেবে বাবা কেমন ছিল?

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ভালো।

ভালো মানে কতটুকু ভালো?

মা একটু থেমে বললেন, তোর বাবা ছিল আদর্শ স্বামী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা'কে আমার আরো একটা প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল। প্রশ্ন করা হলো না। ম্যানেজার সাহেব এসে গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছেন। বৃষ্টি বেশ ভালোই নেমেছে। আজকের বৃষ্টিটা মনে হয় আকাশের অনেক উপরের থেকে আসছে– খুব ঠাণ্ডা। গা শিরশির করছে। খাটিয়া নামিয়ে রাখা হয়েছে। খাটিয়ার উপর দু'জন মানুষ ছাতা ধরে আছেন। শবদেহে যেন বৃষ্টির ফোঁটা না পড়ে। খাটিয়ার পাশে হাতলওয়ালা এক চেয়ার। সেখানে মৌলানা সাহেব বসে আছেন। তাঁর গায়ে সৌদিদের মতো পোশাক। আজকাল মৌলানাদের মধ্যে এই জাতীয় পোশাকের খুব চল হয়েছে। মৌলানা সাহেব বিরক্ত মুখে গাড়ি দেখছেন। মনে হচ্ছে তাঁর অন্য কোনো এপয়েন্টমেন্ট আছে। আর কেউ হয়তো মারা গেছে। তাকেও কবরে নামাতে হবে।

'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসে শবদেহ সমাধিস্থ করার সুন্দর বর্ণনা আছে– ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে শবদেহ কবরে নামানো হলো। কবরে কয়েকটা জীবন্ত ব্যাঙ। ব্যাঙসহই মাটি চাপা দেয়া হলো। বাচ্চা একটা মেয়ে দৃশ্যটি দেখছে। তার মাথায় ঘুরছে শুধুই জীবন্ত ব্যাঙগুলির কথা।

বৃষ্টি আরো বাড়ছে। ম্যানেজার সাহেব একটা ছাতা এনে মায়ের মাথার সামনে ধরেছেন। আমার মাথায় কবিতার লাইন ঘুরছে–

'বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।'

আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছি, কারণ এই দুটা লাইন আজ আমার মাথায় ঢুকে যাবে। আমার মগজের ভেতর বসে কেউ একজন টানা টানা গলায় ক্রমাগত বলতে থাকবে–

'বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।'

কবর ঘেঁষে বিনু দাঁড়িয়ে আছে। বিনুর বাবা তার মাথার উপর ছাতি ধরে আছেন। ভদ্রলোকের নাম যেন কী? নামটা মনে পড়ছে না– তবে একটু পরেই মনে পড়বে। আমি অন্যকিছু ভাবব আর আমার মস্তিষ্ক স্মৃতির ফাইল ঘেঁটে ভদ্রলোকের নাম বের করে আমাকে জানাবে, হুট করে বলবে, হ্যালো মিস্টার নাম পাওয়া গেছে। বিনু মেয়েটার বাবার নাম হলো...।

বিনুর বাবা ভিজছেন। তিনি ভিজবেন কিন্তু মেয়েকে ভিজতে দেবেন না। ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে নিয়ে যেতে এসে ফেঁসে গেছেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে হয়তো কবরস্থানে আসতে হয়েছে। বিনু কি আজ রাতে চলে যাবে? হয়তো যাবে। আমি আর মা এই দু'জন বাড়ি ফিরে যাব। পুরো দু'তলাটা থাকবে খালি। কাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটাকে মা আজ দুপুরে বিদেয় করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সে কোনো একটা অপরাধ করেছে। মা'র চোখে মস্ত বড় অপরাধ। তবে মা'র চোখে মস্ত বড় অপরাধগুলি আসলে হয় তুচ্ছ অপরাধ। নিতান্তই তুচ্ছ কোনো কারণে বেচারির চাকরি গেছে। সেই কারণটা এক সময় মা'র কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। আচ্ছা কাজের মেয়েটার নাম যেন কী? এই মেয়েটার নামও তো জানতাম। আজ দেখি সবই ভুলে যাচ্ছি। বিনুর বাবার নাম এখনো আমার মস্তিষ্ক খুঁজে বের করতে পারে নি। মীরাদের বাড়িতে যে আর্কিটেক্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর নাম কী?

হ্যাঁ তাঁর নামটা মনে আছে– আখলাক সাহেব। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলে বলতে হবে– ভাই শুনুন, আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা পতিতালয় আছে কি-না আপনি জানতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম আছে। কিন্তু আসল খবরটা দেয়া হয় নি। সেই পতিতালয়ের একটা অংশের মালিক উত্তরাধিকার সূত্রে আমি। পতিতালয়ের ভেতর তিনটা বাড়ি আছে আমাদের। তিনটা বাড়িতে তিনজন মাসি। তারাই মূল ব্যবসা দেখাশোনা করে। মেয়েদের রোজগারের পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমরা পাই। মেয়ের সংখ্যা সব মিলিয়ে বাহান্ন। একদিন আসুন আপনাকে নিয়ে যাব।

মীরাকেও খবরটা দিতে হবে। আজ রাতেই খবরটা দেয়া ভালো।

কাজের মেয়েটার নাম মনে পড়েছে। রমিজা। বিনুর বাবার নামও মনে পড়েছে। হাবীবুর রহমান। মানুষের মস্তিষ্কের কাজকর্মের ধারা তো অদ্ভুত। তাকে প্রথম খুঁজতে বলা হয়েছে বিনুর বাবার নাম। তারপর কাজের মেয়েটার নাম। সে আগে খুঁজে বের করেছে কাজের মেয়েটার নাম। আশ্চর্য তো।

ম্যানেজার ছালেহ একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কী দেখছেন? শোকে কাতর সন্তানের মুখ? আমাকে দেখে কি শোকে কাতর মনে হচ্ছে? তবে মা'কে মনে হচ্ছে। তিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে।

বাবাকে কবরে নামানো হচ্ছে। মৃত মানুষকে বাবা ডাকছি এটা কি ঠিক হচ্ছে? মৃত মানুষ বাবা হতে পারে না। মা হতে পারে না। মৃত হলো মৃত।

কবরে মাটি ছুড়ে দেয়ার নিয়ম। কেউ একজন এসে আমার হাতে এক মুঠ মাটি এনে দিল। মাটি ছুড়ে দেবার সময় কি বলতে হয় Dust to dust? না এটা তো খ্রিস্টানদের ব্যাপার। মুসলমানরা নিশ্চয়ই অন্য কিছু বলে–

বাবার সম্পর্কে সুখময় কোনো স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করছি। মনে পড়ছে না। মনে হচ্ছে বাবার সম্পর্কে আমার মনে কোনো সুখ-স্মৃতি নেই। একটা কিছু মনে করতে চাই। সুখ-স্মৃতি। মন দ্রবীভূত হয়ে যাবার মতো কোনো স্মৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ছে না। কিছুই মনে পড়ছে না। ম্যানেজার ছালেহ হাউমাউ করে কাঁদছেন। তার সঙ্গে আরো অনেকেই কাঁদছে। বাবার অফিসের লোকজন। তাদের এই শোক লোক দেখানো নয়। এই শোক হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে এসেছে। বাবাকে এরা যে ভালোবাসত এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

যে ব্যক্ত দশজন ব্যক্তির সত্যিকার ভালোবাসা পাইয়াছে তাহার বিষয়ে সাবধান। কারণ সে ঈশ্বরের অংশ।

এটা কার কথা? স্বামী বিবেকানন্দ নাকি রামকৃষ্ণ পরমহংস? মনে পড়ছে না। আমি মা'র দিকে তাকালাম। মা ক্ষীণ গলায় বললেন, তোমরা কেউ আমার খোকনকে ধরো। ও কেমন কাঁপছে দেখো। পড়ে যাবে তো।

হাবীবুর রহমানের মুখ দুশ্চিন্তায় এতটুকু হয়ে গেছে। মনে মনে ক্রমাগত দোয়া ইউনুস পড়ছেন। মহাবিপদে পড়লে এই দোয়া খুব কাজে লাগে। তিনি অতীতেও কয়েকবার বড় ধরনের বিপদে পড়েছিলেন। এই দোয়া পড়ে উদ্ধার পেয়েছেন। এবার কি পাবেন? আল্লাহ বারবার মানুষকে উদ্ধার করেন না। একজনকে তিনি কত বার উদ্ধার করবেন? ইউনুস নবীকে তিনি একবারই মাছের পেট থেকে নাজাত করেছিলেন। তিনি যদি আরো কয়েক বার মাছের পেটে ঢুকতেন তাহলে তাকে উদ্ধার করতেন কি-না কে জানে।

হাবীবুর রহমানের বিপদের কারণ হলো তিনি খালি হাতে ঢাকায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভেবে রেখেছেন মোতাহার সাহেবের কাছে যাবেন, তাকে বিপদের কথা বলবেন। তিনি নেত্রকোনায় ফিরে যাবার ভাড়ার টাকা দিয়ে দেবেন। মোতাহার সাহেবের মতো মানুষের জন্যে এটা কোনো ব্যাপারই না।

আল্লাহপাকের কাজ বোঝা মুশকিল। এসে দেখেন– সাড়ে সর্বনাশ। মড়া বাড়ি। যার কাছে টাকা চাইবেন সে মরে পড়ে আছে। মানকের নোকরের সোয়াল-জওয়াবের অপেক্ষা করছে। পুলছিরাত কীভাবে পার হবে সেই ভাবনাতেই সে অস্থির। তার কাছে টাকা চাইবে কী? সে নিজেই পাড়ের কড়ির চিন্তায় অস্থির।

যে বাড়িতে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে সে বাড়িতে অন্য কারোর কাছেও টাকা ধার চাওয়া যায় না। হাবীবুর রহমান ভেবেই পেলেন না তিনি মেয়েকে নিয়ে নেত্রকোনায় কীভাবে ফিরবেন। তাঁর কাছে সর্বমোট আঠারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা আছে। এই টাকায় হয়তোবা কমলাপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া যাবে। তারপর? রেলে টিকিট কীভাবে কাটবেন? বিনা টিকিটে যে ট্রেনে উঠবেন সে উপায়ও নেই। কমলাপুর ইস্টিশনে ব্যবস্থা ভিন্ন। স্টেশনে ঢোকার আগেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিকিট চায়। ধরা গেল কোনো এক কৌশলে বিনা টিকিটেই স্টেশন ঢুকলেন, এখানেই বিপদের শেষ না। ট্রেনে চেকিং হবে। টিকিট চেকার যখন টিকিট চাইবে তখন তিনি কী বলবেন? এত বড় মেয়ের সামনে টিকিট চেকার যখন তাকে ট্রেন থেকে নামাবে তখনইবা তিনি কী করবেন? টিকিট চেকার খারাপ ধরনের অপমানও করতে পারে। তাঁর পরিষ্কার মনে আছে একবার নান্দাইল রোড স্টেশনে বোবাইল কোর্ট বসেছে। বিনা টিকিটের বিশ-একুশ জন যাত্রী পাওয়া গেল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুমে তারা কানে ধরে দশ বার উঠবস করেছে। তিনি ট্রেনের জানালা থেকে এই দৃশ্য দেখে খুবই মজা পেয়ে বলেছিলেন– "উচিত শিক্ষা হয়েছে।"

আল্লাহপাক মনে হয় এতদিন পর সেই ঘটনার শোধ নিচ্ছেন। সেদিন তিনি নিশ্চয়ই তার ওপর খুবই রাগ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন– হে বান্দা তুমি অন্যের অপমান দেখে মজা পেয়েছ। অন্যের লজ্জা দেখে আনন্দ করেছ। ইহা উচিত কর্ম নহে। একদিন এই অবস্থার ভিতর দিয়ে তোমাকেও যাইতে হইবে। ইহাই আমার বিধান।

গ্রামের কথা আছে– যে যার নিন্দে, তার দুয়ারে বসে কান্দে।

হাবীবুর রহমান পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে তাঁর কপালে এই দুর্দশা আছে। দুয়ারে বসে গলা ছেড়ে তাকেই কাঁদতে হবে।

কমলাপুর রেলস্টেশনে ঢুকতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নি। টিকিট চেকার অন্যদের কাছে টিকিট চাইলেও তাঁর কাছে চায় নি। ট্রেনের কামরায় তিনি ভালো সিটও পেয়ে গেলেন। জানালার পাশে সিট। কামরাও ফাঁকা, ভিড় তেমন নেই।

সব কিছুই ঠিকঠাকমতো এগুচ্ছে। এর ফল শুভ নাও হতে পারে। হাবীবুর রহমান ট্রেন ছাড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত স্টেশনের প্লাটফর্মে হাঁটাহাঁটি করলেন। তাঁর দেখার বিষয় একটাই। টিকিট চেকার কোন কামরায় ওঠে। তাঁর মন একবার বলছে, এত ভয় পাবার কিছু নেই। পাকিস্তান আমলে ট্রেনে যত কড়া চেকিং হতো, এখন তত কড়া চেকিং হয় না। পরক্ষণেই মন বলছে– জীবনের সবচে' বড় অপমান আজই হতে হবে। মেয়ের সামনে তাকে নিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে দেবে।

হাবীবুর রহমানের হাতের শেষ সম্বল পাঁচ টাকাটা তিনি খরচ করে ফেললেন। মেয়ের জন্যে একটা সাগর কলা, একটা বিসকিট এবং এক কাপ চা কিনলেন। ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে। বিনু কিছু খাওয়া-দাওয়া করে নিক। মেয়েটা মড়া বাড়ি থেকে আসছে– সারাদিন নিশ্চয়ই কিছু খায় নি।

বিনু কোনোরকম আপত্তি না করে কলাটা খেল। চায়ে ডুবিয়ে বিসকিট খেল। চায়ের শেষ ফোঁটাটা পর্যন্ত খেল। মেয়েটা এত আগ্রহ করে খাচ্ছে দেখে হাবীবুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমানের চোখে পানি এসে গেল। আহা বেচারি, নিশ্চয়ই খুব খিদে লেগেছে। বোঝাই যাচ্ছে মড়া বড়িতে সারাদিন সে কিছুই খায় নি। তাঁর কাছে টাকা থাকলে মেয়েটার জন্যে এক প্যাকেট বিরিয়ানি কিনে আনতেন। তিনি দেখেছেন রেল স্টেশনের স্টলে প্যাকেট বিরিয়ানি বিক্রি হচ্ছে। ফুল প্লেট পঞ্চাশ। হাফ প্লেট ত্রিশ টাকা। হাপ প্লেটে দুই পিস মাংস, একটা চপ এবং অর্ধেকটা ডিম আছে।

হাবীবুর রহমান বললেন, মা রে পান খাবি?

বিনু বলল, খাব।

হাবীবুর রহমান মেয়ের জন্যে মিষ্টিপান কিনে আনলেন।

বিনু বলল, বাবা তুমি প্লাটফর্মে হাঁটাহাঁটি করছ কেন? উঠে এসো। হাবীবুর রহমান বললেন, ট্রেনের বগির ভিতর কেমন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। ট্রেন ছাড়ার আগে আগে উঠব রে মা।

তাহলে জানলার কাছে থাকো। তুমি দূরে গেলে আমার অস্থির লাগে।

এই কথাতেও হাবীবুর রহমানের চোখ ভিজে গেল। তিনি দূরে গেলে মেয়েটার অস্থির লাগে। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে। সে তো দূরে চলে যাবেই। আহা রে বেচারি! খুব অস্থির থাকবে।

বিনু বলল, বাবা তোমাকে এত চিন্তিত লাগছে কেন?

হাবীবুর রহমান বিব্রত গলায় বললেন, চিন্তি না রে মা। মনটা খারাপ। মানুষটা মরে গেল। একটা ভালো মানুষ পৃথিবী থেকে কমে গেল।

উনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন বাবা?

অত্যধিক ভালো ছিলেন রে মা। বিপদে পড়ে যত বার তাঁর কাছে সাহায্যের জন্যে গিয়েছি তত বার তিনি সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমার যে ঋণ সেই ঋণ কীভাবে শোধ দিব তাই ভাবতেছি।

সব ঋণ শোধ করতে হয় না।

তাও ঠিক। তবে মা আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি গ্রামে ফিরেই উনার জন্যে কোরান মজিদ খতম দিব। কিছু ফকির-মিসকিন খাওয়াব।

বিনু বলল, তুমি আবার ফকির-মিসকিন কি খাওয়াবা? তুমি নিজেই তো ফকির-মিসকিন।

তাও সত্যি মা। অতি সত্য কথা।

বাবা তুমি কি টিকিট করেছ? তোমাকে টিকিট করতে দেখলাম না।

হাবীবুর রহমান চুপ করে রইলেন, কিছু বললেন না। বিনু বলল, তোমার কাছে কি টিকিট কিনার টাকা নাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবীবুর রহমান এই কথারও জবাব দিলেন না। লজ্জায় তাঁর মরে যেতে ইচ্ছা করছে। বিনু বলল, যাও টিকিট কেটে আনো। আমার কাছে টাকা আছে।

তুই টাকা কোথায় পেলি?

চাচি দিয়েছেন।

হঠাৎ তোকে টাকা দিলেন কেন? তুই চেয়েছিলি?

ছিঃ আমি চাইব কেন? তুমি একটা চিঠি লিখেছিলে না টাকা নেই বলে আমাকে নিতে আসতে পারছ না। এই চিঠিটা উনি পড়েছিলেন। আমার মনে হয় এই জন্যেই দিয়েছেন। আমি নিতে চাই নি। উনি জোর করেই দিয়েছেন।

কত টাকা?

দুই হাজার টাকা।

হাবীবুর রহমান ধরা গলায় বললেন, অতি মহীয়সী মহিলা। ঠিক না রে মা? কত বড় বিপদ তাঁর মাথার ওপর। স্বামী মারা গেছে। সব আউলাঝাউলা। এর মধ্যেও মনে রেখেছেন তোর হাতখালি। আল্লাহপাক যে বেহেশতো তৈরি করে রেখেছেন সেই বেহেশতো আমার মতো নাদানের জন্যে না। এইসব মানুষের জন্যে। বুঝলি মা আমি ঠিক করেছি– শুভ্র সাহেবের মা'র জন্যেও আমি কোরান খতম দিব। ফকির-মিসকিন খাওয়াব।

যাকে তোমার পছন্দ হয় তার জন্যেই তুমি কোরান খতম দাও। ফকির-মিসকিন খাওয়াও। তোমার জীবন তো কেটে যাবে কোরান খতম দিতে দিতে। আর ফকির- মিসকিন খাওয়াতে খাওয়াতে।

মাগো এইটাও আল্লাহপাকের নির্ধারণ করা। আল্লাহপাক আমার জন্যে কোরান পাঠ নির্ধারণ করে রেখেছেন। আমি কী করব বল?

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। হাবীবুর রহমান মেয়ের পাশে বসে আছেন। তাঁর মন আনন্দে পরিপূর্ণ। কারণ তিনি টিকিট কেটেছেন। হাফ প্লেট বিরিয়ানি কিনে মেয়েকে খাইয়েছেন। মেয়ে বাবার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যে মেয়েটা বোধহয় দুঃস্বপ্ন দেখছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাবীবুর রহমান জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। জানালার বাইরে ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকার দেখতেও তাঁর ভালো লাগছে। তিনি মনে মনে তাঁর মেয়ের জন্য পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করছেন–

হে আল্লাহপাক। হে গাফুরুর রহিম, ইয়া জালজালালে ওয়াল একরাম– তুমি দয়া করো আমার মেয়েকে। বড়ই ভালো মেয়ে, বড়ই লক্ষ্মী মেয়ে। তাঁর জীবনটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি আনন্দে পরিপূর্ণ করে দাও। তোমার অসীম দয়া। তার এক বিন্দু যদি তুমি আমার মেয়েকে দাও– তোমার দয়া তাতে কমবে নাগো– পারওয়ার দেগার। এই নিশিরাতে আমি আমার মেয়ের হয়ে তোমার দরবারে হাত তুললাম।

জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছে। হাবীবুর রহমান চিন্তিত বোধ করছেন। মেয়েটার না আবার ঠাণ্ডা লেগে যায়। পাতলা চাদর থাকরে মেয়েটাকে ঢেকে দিতে পারতেন। ট্রেনের খোলা জানালার হাওয়া খুব খারাপ জিনিস। ঠাণ্ডাটা বুকে বসে যায়। তাঁর একবার এইরকম করে ঠাণ্ডা লেগে গেল। তবল্লিগ জামাতে মুসুল্লিদের সঙ্গে চিটাগাং যাচ্ছিলেন। জানালার কাছে বসেছিলেন। ঠাণ্ডা একেবারে বুকে বসে গেল। জীবন-মরণ সমস্যা। মুসুল্লিরা তাকে চিটাগাং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বারান্দায় রেখে বান্দারবান চলে গেল। চিটাগাং-এ তিনি কাউকে চেনেন না। সঙ্গে টাকা-পয়সা না থাকার মতো। আল্লাহর অসীম মেহেরবানী ডাক্তাররা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নিল। তাঁর চিকিৎসা করল খুবই অল্প বয়েসি একজন মেয়ে ডাক্তার। এক রাতে তিনি মোটামুটি নিশ্চিতই হলেন মারা যাচ্ছেন। অল্পবয়েসি ডাক্তার মেয়েটা ছোটাছুটি শুরু করল অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্যে। মেয়েটাকে দেখে মনে হলো খুব ভয় পেয়েছে। তিনি মনে মনে বললেন, মাগো তুমি ভয় পেও না। মৃত্যু আল্লাহপাকের বিধান। কোরান মজিদে তিনি স্পষ্ট বলেছেন– "প্রতিটি জীবিত প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে।" মাগো তুমি যে সেবা এই অচেনা-অজানা মানুষটার জন্য করেছ আল্লাহপাক তোমাকে তার পুরস্কার অতি অবশ্য দিবেন। আমি নিজেও খাস দিলে অন্তর থেকে তোমাকে দোয়া দিলাম। আমি নাদান হয়তো পুলসিরাত পার হতে পারব না। কিন্তু মা তুমি হাসিমুখে পার হবা।

সেই যাত্রা আল্লাহপাকের দরবারে তাঁর হায়াত মঞ্জুর হয়েছিল। তিনি সুস্থ হয়ে বিছানায় উঠে বসতে পেরেছিলেন।

ডাক্তার মেয়েটা শাসনের ভঙ্গিতে আঙুল উঁচিয়ে বলেছিল– এরকম ঠাণ্ডা আর লাগাবেন না। আপনার নিউমোনিয়া হয়েছিল। দুটা লাঙ্গই এফেকটেড হয়ে কী বিশ্রী অবস্থা। না না হাসবেন না। আপনার হাসি আমার একেবারেই ভালো লাগছে না। আপনি কী মনে করে শীতের কাপড় ছাড়া বাড়ি থেকে বের হলেন?

তাঁর তখন বলতে ইচ্ছা করছিল– মাগো আমার অন্তরের একটা ইচ্ছা যে পিতামাতা তোমার মতো সুসন্তানের জন্ম দিয়েছে তাঁদের সঙ্গে মোলাকাত করা। তিনি তাঁর মনের কথা মেয়েটিকে বলতে পারেন নি, সাহসে কুলায় নি, কারণ ডাক্তার মেয়েটা বদরাগী। কথায় কথায় সবাইকে ধমকাধমকি করে।

আচ্ছা বিনু প্রসঙ্গেও কি কোনোদিন লোকজন বলবে– বিনুর মতো সুসন্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে পিতামাতা জন্ম দিয়েছেন তাদের দেখতে পারলে ভালো হতো। অবশ্যই বলবে। বিনু সেই জাতের মেয়ে। কে জানে হয়তো শুভ্রর বাবা-মাও এমন কথা বলবেন। শুভ্রর মা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবেন– এ রকম একটা মেয়ে তাঁর ছেলের বউ হলে ভালো হতো।

বিনু ঘুম ভেঙে উঠে বসল। হাবীবুর রহমান ব্যস্ত হয়ে বললেন, পানি খাবি মা? এক বোতল পানি কিনে রেখেছি।

বিনু বলল, পানি খাব না।

জানালার কাচটা নামায় দেই? ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।

জানালা খোলা থাকুক। বাবা দেখো তো আমার জ্বর কি-না।

হাবীবুর রহমান মেয়ের কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন। কপালটা গরম। চিন্তিত হবার মতো কিছু না, কিন্তু তাঁর চিন্তা লাগছে। তিনি বললেন, আমার পিঠে মাথা রেখে শুয়ে থাক।

উঁহু। ঘুম কেটে গেছে।

হাবীবুর রহমান মেয়ের দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, শুভ্রর মা তোকে খুবই পছন্দ করেন তাই না রে?

হুঁ, করেন।

অতি মহীয়সী মহিলা। নিজের এত বড় বিপদেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে তোকে টাকাটা দিলেন। ভাবা যায় না।

টাকা আছে– দিয়েছে।

উনাকে অসম্মান করে এ ধরনের কথা বলবি না। টাকা অনেকেরই আছে। কয়জন আর টাকা বিলায়? ঠিক বলেছি না?

হুঁ।

মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। ভালোটার কথা বলতে হয়। মন্দটা চেপে যেতে হয়। সহি হাদিস আছে– যে ব্যক্তি অন্যের ভালো গুণ নিয়া আলোচনা করে, মন্দ বিষয়ে নীরব থাকে, আল্লাহপাক তার ভেতর থেকে মন্দ উঠিয়ে নেন।

তাহলে তো বাবা তোমার মধ্যে কোনো মন্দ নেই। আল্লাহপাক সব উঠায়ে নিয়েছেন। তোমার চোখে তো সব মানুষই ভালো।

মানুষ যদি ভালো হয় আমি কী করব বল? যে ভালো আমি তো তাকে জোর করে মন্দ বলতে পারি না।

হাবীবুর রহমান আবারো মেয়ের কপালে হাত দিলেন। জ্বর সামান্য বেড়েছে। বাড়তে যখন শুরু করেছে তখন আরো বাড়বে। আল্লাহপাকের সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজের পেছনে ভালো কিছু আছে। এই যে মেয়েটার জ্বর বাড়ছে এরও ভালো দিক অবশ্যই আছে। তিনি ধরতে পারছেন না।

বিনু।

হুঁ।

শরীর বেশি খারাপ লাগছে?

না।

আমরা মনে হয় মা একটা ভুল করলাম।

কী ভুল!

একটা মানুষ মারা গেছে। পরিবারের অন্যদের কত বড় দুঃখের ব্যাপার। এই সময় আমাদের উচিত ছিল তাদের পাশে থাকা। সান্ত্বনা দেয়া। বিশেষ করে শুভ্র।

উনার সান্ত্বনার দরকার নেই বাবা।

কেন?

উনি তোমার-আমার মতো না। খুব আলাদা। একটা ঘটনা বললেই বুঝবে— উনার বাবা মারা গেছেন, উনি সেই খবর পেয়েছেন। খবর পাওয়ার পর খুব স্বাভাবিকভাবে মা'র সঙ্গে বসে চা খেলেন। তার কিছুক্ষণ পরই আমাকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন।

কী বক্তৃতা?

উনি বললেন— রাস্তায় যে ইলেকট্রিক পোলগুলি দেখছ সেগুলির দুটা তার আছে। একটা দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস করে। কোনো পাখি যখন সেই তার স্পর্শ করে তার অবধারিত মৃত্যু। পাখিরা এই ঘটনা জানে। এসো নিজের চোখে দেখো কাক ইলেকট্রিক তারে বসার আগে কী করে। এই বলে তিনি আমাকে কাক দেখাতে লাগলেন।

হাবীবুর রহমান আগ্রহের সঙ্গে বললেন, শুভ্র কি তোকে খুব পছন্দ করে?

বিনু হাই তুলতে তুলতে বলল, উনি কাউকে পছন্দও করেন না, আবার অপছন্দও করেন না।

ট্রেন দ্রুত গতিতে ছুটছে। বিনু জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। চলমান অন্ধকার দেখছে।

বিনু

কী?

একটু দুঃসংবাদ আছে রে মা।

বলো শুনি।

থাক বাড়িতে গিয়ে শুনবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃসংবাদ শুনে এখন আমার কিছু হবে না। মস্ত বড় দুঃসংবাদেও মাথা ঠাণ্ডা রাখার কৌশল আমি শিখেছি।

শুভ্রর কাছে শিখেছিস?

হ্যাঁ। আমি একেকজনের কাছ থেকে একেকটা জিনিস শিখি। এখন বলো দুঃসংবাদটা কী?

লিচু গাছটা তোর মা কাটায়ে ফেলেছে।

ও।

কাজটা সে খুবই অন্যায় করেছে। তুই তোর মা'র ওপর কোনো রাগ রাখবি না। মা যত বড় অন্যায়ই করুক তার ওপর রাগ করা কঠিন নিষেধ আছে। পিতা অন্যায় করলে তার ওপর রাগ করা যায়। মা'র ওপর করা যায় না।

আমি রাগ করি নি।

আলহামদুলিল্লাহ, শুনে বড় খুশি হলাম মা। বড়ই খুশি হয়েছি।

বিনু আবারো জানালা দিয়ে মুখ বের করল। তার খুবই কান্না পাচ্ছে। কেন কান্না পাচ্ছে সে বুঝতে পারছে না।

শুভ্রর বাসায় কেউ একজন একটা চিরকুট পাঠিয়েছে। কে পাঠিয়েছে শুভ্র ধরতে পারছে না। চিরকুটটা ইংরেজিতে লেখা। টাইপ রাইটারে টাইপ করা। কোনো নাম সই করা নেই। হাতের লেখা হলে– লেখা থেকে প্রেরক কে আন্দাজ করা যেত। যে পাঠিয়েছে সে নিশ্চয়ই চায় না শুভ্র তার নাম জানুক। চিরকুটে লেখা– Please come to the department, tomorrow.

AMARBOI.COM

শুভ্র ডিপার্টমেন্টে এসে প্রথম যে কথাটা শুনল তা হচ্ছে– রেজাল্ট হয়েছে। ফার্স্ট হয়েছে মীরা। শুভ্রর লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। মীরা প্রথম হয়েছে শুনে তার নিজের ভালো লাগছে। এতটা ভালো যে করবে তা ভাবা যায় নি। পড়াশোনা নিয়ে মীরাকে কখনো সিরিয়াস মনে হয় নি। তার নজর ছিল হুজুগের দিকে। হৈচৈয়ের দিকে। নাটকের একটা দলও পরীক্ষার আগে আগে করে ফেলল। নাটক লেখাও হলো। নাটকের নাম 'নিউক্লিয়াস'। নিউক্লিয়াসের ভেতরের প্রোটন এবং নিউট্রন নিয়ে গল্প। প্রেমের জটিল পর্যায়ে মেয়েটি হঠাৎ ছেলে হয়ে যায়। তাদের প্রেম তাতে নষ্ট হয় না। অন্যরূপ নেয়। সব নিয়ে ভয়াবহ নাটক। 'নিউক্লিয়াস'-এর গল্প মীরার লেখা। নাটকের পরিচালকও সে। এই মেয়ে পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে ভাবা যায় না।

শুভ্র তার নিজের রেজাল্ট এখনো জানে না। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও অস্বস্তি লাগছে। নোটিশ বোর্ডে রেজাল্ট টানানো হয় নি। চেয়ারম্যান স্যারের ঘরে ঢুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়া যায়। ঢুকতে ইচ্ছা করছে না। নিজের রেজাল্ট জানার জন্যে যে প্রচণ্ড আগ্রহ হচ্ছে তাও না। তবে কেন জানি খুব হৈচৈ করতে ইচ্ছা করছে। রেজাল্টের পরপর সব ছেলেমেয়েরা মিলে খানিকক্ষণ খুব চেঁচামেচি করে। দল বেঁধে চায়নিজ খেতে যায়। এমন দলের সঙ্গে মিশে যেতে পারলে ভালো হতো। মীরা যে নাটকটা করছে সেই নাটকের একটা পাট পাওয়া গেলে মন্দ হতো না। মূল চরিত্র সে করতে পারবে না। পার্শ্ব চরিত্র– যেমন হাই এনার্জি গামা রশ্মি। কিংবা আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক।

এই শুভ্র।

শুভ্র চমকে তাকাল।

চেয়ারম্যান স্যারের ঘর থেকে মীরা বের হয়ে আসছে। সে কি জানত আজ তার রেজাল্ট হবে? চিরকুটটা কি সেই পাঠিয়েছে? আগুন রঙা শাড়ি পরে এসেছে। তাকে লাগছে ইন্দ্রানীর মতো। শুভ্র বলল, ডিপার্টমেন্টে আসার জন্যে চিরকুটটা কি তুমি পাঠিয়েছিলে?

মীরা বলল, না। আমি কাউকে চিরকুট পাঠাই না। সরাসরি উপস্থিত হই। শুভ্র শোনো এত ভালো রেজাল্ট করলাম, কই তুই তো এখনো আমাকে কনগ্রাচুলেট করলি না।

শুভ্র বলল, কনগ্রাচুলেশান্স।

মীরা বলল, থ্যাংকস। আমরা ঠিক করেছিলাম দল বেঁধে সবাই তোর বাসায় যাব। চেয়ারম্যান স্যারও বলছিলেন যাবেন। এই নিয়েই কথা হচ্ছিল। আমরা খুব মন খারাপ করেছি।

কেন?

তোর জন্যে খুব ভালো খবর আছে। আমি খবরটা তোকে দিতে পারতাম। কিন্তু চেয়ারম্যান স্যার খবরটা দিতে চাচ্ছেন।

তোমার কাছ থেকে একবার শুনি– তারপর স্যারের কাছ থেকে শুনব।

তুই এখন কে এন এস। কালী নারায়ণ স্কলার। তুই রেকর্ড নাম্বার পেয়েছিস। চেয়ারম্যান স্যারের ধারণা তোর এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারবে না।

শুভ্র একটু হকচকিয়ে গেল। এতক্ষণ যে শুনছে মীরা ফার্স্ট হয়েছে সেটা তাহলে কী?

মীরা বলল, আমি আজ ইউনিভার্সিটিতে এসেই শুনি আমি ফার্স্ট হয়েছি। আমি তো হতভম্ব। চেয়ারম্যান স্যারের কাছে গেলাম। স্যার বললেন– মীরা মিষ্টি খাওয়াও। প্রথম হবার মিষ্টি। আমি বললাম, শুভ্র! শুভ্রর রেজাল্ট কী? তখন স্যার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন– ওকে হিসাবের বাইরে রেখে তুমি ফার্স্ট। স্যারের কথা শুনে আমার খুশি হওয়া উচিত ছিল। আমি খুশি হই নি। বরং আমার রাগ লাগছে।

রাগ লাগছে?

অবশ্যই রাগ লাগছে। ছাত্রদের মধ্যে কেউ পড়াশোনায় ভালো হবে, কেউ মন্দ হবে। এই ভালো-মন্দের মধ্যেও একটা মিল থাকবে। কিন্তু যদি দেখা যায় এমন কেউ আছে যাকে দলের মধ্যেই ফেলা যাচ্ছে না। তাকে বাদ দিয়ে হিসাব করতে হচ্ছে। তখন মন খারাপ হয়। শুভ্র তুই কি জানিস কেউ তোকে পছন্দ করে না?

না জানি না।

একদল পাতি হাঁসের মাঝে যদি একটা রাজহাঁস থাকে তখন সেই রাজহাঁসটাকে কেউ পছন্দ করে না। তুই হচ্ছিস রাজহাঁস। তাও সাধারণ রাজহাঁস না, সাইজে বড় রাজহাঁস। যে ময়ূরের মতো পেখম ধরতে পারে।

ও আচ্ছা। আমি যে রাজহাঁস সেটা কিন্তু আমি জানি না।

আমরা যতটা না জানি– তুই তারচে' বেশি জানিস। আমরা ক্লাসের ছেলেমেয়েরা সবাই সবাইকে 'তুই' করে বলি। তুই নিজে কিন্তু সবাইকে 'তুমি' বলিস।

তাতেই প্রমাণিত হলো আমি রাজহাঁস?

এটা একটা পয়েন্ট তো বটেই। এটা ছাড়াও আমার হাতে আরো ন'টা পয়েন্ট আছে। আজ না, আরেক দিন বলব।

আরেক দিন কখন?

আজ রাতে। সিদ্দিকের বাসায় তো আজ রাতে আমরা সবাই যাচ্ছি। সারারাত জেগে হৈচৈ করছি। হৈচৈয়ের কোনো এক ফাঁকে বাকি ন'টা পয়েন্ট বলব।

শুভ্র চুপ করে আছে। ইউনিভার্সিটিতে পা দিয়েই সিদ্দিকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। সিদ্দিকই তাকে মীরার ফার্স্ট হবার খবর দিয়েছে। কিন্তু সিদ্দিক রাতে তার বাড়িতে খাবার কথা কিছু বলে নি। নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। ভুলটা কি সে জেনেশুনে করেছে?

অনেক দিন পর যখন আবার সিদ্দিকের সঙ্গে দেখা হবে, সে চোখ-মুখ কুঁচকে বলবে– আচ্ছা শুভ্র, রেজাল্টের দিন রাতের ডিনারে সবাই এলো তুই এলি না। ব্যাপারটা কী বল তো? আমি সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি বলে কি আমার কুষ্ঠ রোগ হয়েছে? না-কি এইডস হয়েছে যে আমাকে এভয়েড করতে হবে? ফর ইওর ইনফরমেশন কুষ্ঠ এবং এইডস—এর কোনোটাই ছোঁয়াছে না। শুভ্র যদি বলে, তুমি আমাকে যেতে বলো নি। তাহলে সিদ্দিক খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে বলবে, তোকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলি নি! মানে? কী বলছিস তুই! একবার না পরপর দুই বার বললাম। আশ্চর্য! আমি সবাইকে বলব আর তোকে বলব না? তুই আমাকে এত ছোট ভাবলি?

বাধ্য হয়ে শুভ্রকে তখন বলতে হবে– তুমি নিশ্চয়ই বলেছ। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম। শুনতে পাই নি।

সিদ্দিক বলবে, এই তো পথে এসেছিস। ঝেড়ে কাশছিস। তোর ভাবভঙ্গি দেখে আমারই তো মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল। আমি ভাবছিলাম– হয়তো আমিই বলতে ভুলে গেছি।

মীরা বলল, শুভ্র তুই চেয়ারম্যান স্যারের সঙ্গে দেখা করে আয়। স্যার তোর কথা খুব বলছিলেন। আরেকটা কথা– তুই কিন্তু অবশ্যই সিদ্দিকের বাসায় আসবি। আমরা খুব ফান করব। একজন আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মিডিয়ামকে আনা হচ্ছে।

তাই না-কি?

হ্যাঁ। ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ধ্যান করে তারপর অতীত বলে দেয়। তুই সিদ্দিকের বাসা কোথায় জানিস?

না।

আমার বাড়িতে চলে আসিস। আমি নিয়ে যাব।

শুভ্র চেয়ারম্যান স্যারের সঙ্গে কথা বলতে গেল। ফলিত পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যান আলতাফুর রহমান সাহেব খুবই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। গম্ভীর এবং রাগী। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত রসিকতা হচ্ছে তিনি ছাত্রজীবনে যে মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করছেন তাকে প্রেমের কথাগুলি বলেছেন ধমকের সঙ্গে। মেয়েটিকে বিয়ের জন্যে প্রপোজ করার পর সেই মেয়ে নাকি বলেছে, আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান শুনে ভালো লাগছে। কিন্তু আপনি আমাকে ধমকাচ্ছেন কেন? ধমক দেবার মতো কিছু তো আমি করি নি।

আলতাফ সাহেব শুভ্রকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বিদেশে স্ট্যান্ডিং অভেসন দেবার নিয়ম আছে। আমি তোমার জন্যে নিয়মটা চালু করলাম। উঠে দাঁড়ালাম।

শুভ্র লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

তোমাকে যে আমি কতটুকু পছন্দ করি তা কি তুমি জানো?

জানি।

না, জানো না। তবে আমার স্ত্রী জানে। ফিজিক্সের বাইরে আমি কোনো গল্প করতে পারি না। ফিজিক্সের বাইরে একটি বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করি– সেই বিষয়টা হচ্ছে তুমি। তুমি কি আমার কথায় লজ্জা পাচ্ছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি পাচ্ছি।

আমি তোমার জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। তুমি ডিপার্টমেন্টে জয়েন করবে। এডহক ভিত্তিতে জয়েন করবে। আমি পরে সব রেগুলারাইজ করে নেব। তুমি আজই জয়েন করো।

শুভ্র তাকিয়ে রইল। আলতাফ সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন– তুমি আজ জয়েন করবে এবং বিকেলে প্রাকটিক্যাল ক্লাস নেবে। যাতে আমরা পরে বলতে পারি শুভ্র নামে আমাদের এমন একজন ছাত্র ছিল যে যেদিন রেজাল্ট হয় সেদিনই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করে। ও আচ্ছা আসল কথা ভুলে গেছি– তুমি কি জানো তুমি কালি নারায়ণ স্কলার?

শুভ্র কিছু বলল না। চুপ করে রইল। আলতাফ সাহেব বললেন, তুমি মন খারাপ করে বসে আছ কেন? ইজ এনিথিং রং?

শুভ্র বলল, স্যার আমি ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে পারব না।

আলতাফ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কেন?

আমাকে আমার বাবার ব্যবসা দেখতে হবে।

সেই ব্যবসা দেখার আর লোক নেই? তোমাকেই দেখতে হবে? ব্যবসাই যদি করতে হয় তাহলে এত পড়াশোনা করার মানে কী?

শুভ্র নিচু গলায় বলল, জি স্যার আমাকেই দেখতে হবে। বেশ কিছু লোকজন আমার বাবার ব্যবসার ওপর নির্ভর করে আছে। ওরা তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

কী ব্যবসা?

আমি পুরোপুরি এখনো জানি না– একটা শুধু জানি– ঢাকা শহরের সবচে' বড় যে পতিতালয় আছে, তার একটা অংশের আমি মালিক। সেখানে তিনটা বাড়ি আছে। তিনটা বাড়িতে বাহান্ন জন মেয়ে থাকে। আমাদের অর্থবিত্তের সবই এসেছে এইসব মেয়েদের রোজগার থেকে। ওরা যা আয় করে তার পঞ্চাশ পারসেন্ট আমরা নিয়ে নেই।

আলতাফ সাহেব শুভ্রর দিকে তাকিয়ে আছেন। শুভ্রও তাঁর স্যারের দিকে তাকিয়ে আছে। দু'জনের কেউই চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না।

চেয়ারম্যান স্যারের ঘর থেকে বের হতেই মীরা তাকে ধরল। ঝলমলে মুখে বলল, স্যার তোকে কী বলল?

শুভ্র বলল, তেমন কিছু না।

তেমন কিছু না-টা কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র হাসছে। মীরা বলল, তোর হাসি দেখতে ভালো লাগছে না। তোর কি কোনো সমস্যা হয়েছে? এরকম করে হাসছিস কেন?

সামান্য সমস্যা হয়েছে।

আমি কি শুনতে পারি?

না।

না কেন?

শুভ্র শান্ত গলায় বলল, আমাদের সমস্যাগুলি পরীক্ষার মতো। নিজের পরীক্ষা নিজেরই দিতে হয়। পরীক্ষার হলে যখন বসি তখন একজন নিশ্চয়ই অন্যজনের পরীক্ষা দেয় না।

তুই বলতে চাচ্ছিস আমরা কখনো কোনো সমস্যায় অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নেব না? এই মহাজ্ঞান তুই পেয়ে গেছিস?

হ্যাঁ।

মীরা বলল, তোর সম্পর্কে আমার নিজের ধারণা হলো, তুই অহঙ্কারী এবং বোকা। তোর অহঙ্কারটা প্রকাশিত হয় বিনয়ে এবং বোকামিটা প্রকাশিত হয় জ্ঞানে। মিথ্যা জ্ঞানে।

রেগে যাচ্ছ কেন মীরা?

রাগ উঠছে এই জন্যে রেগে যাচ্ছি। তুই কি হৈচৈ করার জন্যে আজ আমাদের সঙ্গে যাবি?

না।

তুই কী করবি? বাড়িতে চলে যাবি? কোনো বই মুখের সামনে ধরে থাকবি?

তা করতে পারি।

কী বই পড়বি জানতে পারি? Octavio Paz-এর কবিতা না-কি String theory of Universe.

শুভ্র আবারো হাসল। মীরা বলল, তোর বইপত্র আজকের দিনটার জন্যে তোলা থাক। আয় আজ আমরা হৈচৈ করি। তুই তোর ব্যক্তিগত পরীক্ষা দে। কিন্তু আজকের দিনটা বাদ থাক। মনে কর আজ পরীক্ষা হচ্ছে না। হরতালের কারণে ছুটি হয়ে গেছে।

শুভ্র বলল, না। আজ আমার অন্য কাজ আছে। আজ আমি রাস্তায় রাস্তায় হাঁটব।

আজ কোনো ছুটির দিন না। আওয়ামী লীগ, বিএনপিদের কেউ হরতালও ডাকে নি। তবু রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। শুভ্র ফুটপাত ছেড়ে পিচের রাস্তায় নেমে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল। ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে ভালো লাগছে না। রাজপথই ভালো। মাঝে মাঝে ঝড়ের মতো কিছু ট্রাক অবিশ্যি গা ঘেঁষে যাচ্ছে। ড্রাইভাররা বিরক্ত চোখে শুভ্রকে দেখছে। এ ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা নেই। শুভ্রর মনে হলো রাস্তার রঙ সব সময় কালো কেন? নীল রঙের রাস্তা হলো না কেন? পিচের সঙ্গে নীল রঙ মিশিয়ে রাস্তা নীল করাটা খুবই কঠিন কিছু তো না। নীল রঙের রাস্তা মানেই নদী নদী ভাব। ভবিষ্যতের পৃথিবীর রাস্তার রঙ কেমন হবে? কালোই থাকবে না, নীল হলুদ-গোলপি হবে?

শুভ্রর ইচ্ছা করছে তার কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হতে। দরজার কড়া নাড়বে। অনেকক্ষণ পর একজন কেউ দরজা খুলে অবাক হয়ে বলবে, আরে কে, শুভ্র না? তারপর সেই মানুষটা ভেতরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলবে, দেখে যাও কে এসেছে! দেখে যাও।

তার সে ধরনের আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাদের ঠিকানা শুভ্র জানে না। শুভ্র তাদের কাউকেই চেনে না তারাও হয়তো শুভ্রকে চেনে না।

একদিন আলতাফুর রহমান স্যার ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি মাঝপথে লেকচার থামিয়ে হঠাৎ বললেন তোমরা কেউ কি বলতে পারবে মানুষ তার সমস্ত জীবনে সবচে' বেশি কোন শব্দটা বলে? কেউ উত্তর দিল না। স্যার চক দিয়ে ব্লাকবোর্ডে বড় বড় করে লিখলেন– 'না'।

'না' শব্দটা মানুষ সবচে' বেশি বার বলে।

তুমি ভালো আছ?

না।

মন ভালো?

না।

বেড়াতে যাবে?

না।

মানুষের পৃথিবী হচ্ছে 'না'-ময় অথচ মানুষকে তৈরি করা হয়েছে 'হ্যাঁ' বলার মতো করে।

Listen my boy. মানুষ যেন কখনো 'হ্যাঁ' ছাড়া না বলতে না পারে প্রকৃতি সেই ব্যবস্থা কিন্তু করে রেখেছে। তোমরা একটু ভেবে দেখো– নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর ভাব।

হে মানব সম্প্রদায়, তোমরা কি ক্যান্সারের ওষুধ বের করতে পারবে?

হ্যাঁ পারব।

এইডসের ওষুধ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ পারব।

তুমি নক্ষত্রমণ্ডল জয় করতে পারবে?

হ্যাঁ পারব।

জরা রোধ করতে পারবে?

হ্যাঁ পারব।

মৃত্যু। মৃত্যু রোধ করতে পারবে?

হ্যাঁ পারব।

মজার ব্যাপার দেখো, কোনো প্রশ্নের উত্তরে মানুষ কিন্তু 'না' বলছে না। অথচ সেই মানুষই তার ব্যক্তি জীবন 'না' বলে বলে কাটিয়ে দিচ্ছে। মানুষের ভেতর যত কনট্রাডিকশন আছে– আর কোনো কিছুতেই এত কনট্রাডিকশন নেই। এইটা মনে রেখো। দেখবে জীবনযাত্রা সামান্য হলেও সহজ হবে।

শুভ্রর জীবনযাত্রা সহজই ছিল। এখন থাকবে কি-না সে বুঝতে পারছে না। দ্রুতগতিতে একটা ট্রাক আসছে। ট্রাকের ড্রাইভার একবার অবহেলার দৃষ্টিতে শুভ্রর দিকে তাকাল। শুভ্রর হঠাৎ ইচ্ছা করল– আচমকা ট্রাকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। আচ্ছা এই রকম একটা চিন্তা কি শুরু থেকেই তার মাথায় ছিল? হয়তো ছিল। না হলে ফুটপাত ছেড়ে সে রাস্তায় নেমে হাঁটছে কেন?

ট্রাক ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। সেই হর্নের শব্দ বিকট। শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরে যায়। শুভ্রর মাথা ধরে গেছে।

এই শুভ্র! এই!

শুভ্র চমকে তাকাল। বুড়োমত এক ভদ্রলোক ফুটপাত থেকে তাকে ডাকছে। বুড়োর গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি। মুখ ভর্তি পান। পানের রস গড়িয়ে থুতনিতে পড়েছে। বুড়ো দু'হাত উঁচিয়ে শুভ্রকে ডাকছেন। শুভ্র ফুটপাতে উঠে এলো।

আমাকে চিনেছ?

জি না।

আমি তোমার শিক্ষক ছিলাম। যখন ছোট ছিলা তখন তোমাদের বাসায় প্রাইভেট পড়াতে যেতাম। আমার নাম আহমেদ উল্লাহ। আমারে চিনতে পারো নাই?

জি না।

আমি তোমারে দেখেই চিনেছি। তোমার চেহারা বদলায় নাই। আগে যেমন ছিলা এখনও তেমন আছ। তোমারে দুই মাস পড়ায়েছি। তারপর জানি না কী কারণে তোমার বাবা আমারে পছন্দ করল না। থাক এইসব ইতিহাস। আছ কেমন বলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি ভালো।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায়ে ছিলা কেন? রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায়ে থাকবা না। একসিডেন্ট হবে। যাই হোক বাবা শোনো– খুবই খারাপ অবস্থায় আছি, পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারবা? না পারলে বিশ-পঁচিশ যা পারো দাও। শিক্ষককে সাহায্য করা সোয়াবের ব্যাপার। এবং কর্তব্যও বটে। শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড।

শুভ্র মানিব্যাগ খুলল। আহমদ উল্লাহ্ মানিব্যাগের দিকে তাকিয়ে বললে, আর একটু বেশি দিতে পারলে খুবই ভালো হয় বাবা। দুইশ টাকা দাও।

শুভ্র দুটা একশ' টাকার নোট দিল। আহমদ উল্লাহ্ সাহেব নোট দুটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এখনো তার চোখ শুভ্রর মানিব্যাগের দিকে। মানিব্যাগে বেশ কিছু পঁচিশ' টাকার নোট দেখা যাচ্ছে। প্রথম বার পঞ্চাশ টাকা না চেয়ে পাঁচশ' টাকা চাওয়া দরকার ছিল। শুভ্র বলল, স্যার যাই।

আহমদ উল্লাহ্ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর দিনটাই নষ্ট হয়ে গেছে। শুভ্র আবারো ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামল। দ্রুতগামী কোনো গাড়ির সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও কাজটা করতে হবে। এটা না করলে ইচ্ছাটা মনের ভেতর থেকে যাবে। এবং ইচ্ছাটা বাড়বে। যে কোনো ইচ্ছা মনের ভেতর পুষলেই দ্রুত বাড়ে। এক সময় মানুষ তার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তখন মানুষ ইচ্ছার পিঠে চাপে না। ইচ্ছা মানুষের পিঠে চাপে।

শুভ্র যে ঘরে বসে আছে সেটা বেশ বড়। মোটামুটিভাবে পরিচ্ছন্ন। শুভ্র আসবে এই জন্যেই কি ঘর পরিষ্কার করা হয়েছে? কার্পেটের ধুলা ঝাড়া হয়েছে? তিনটা গদি আটা চেয়ার। চেয়ারে গদির ভেলভেটের লাল রঙ চটে গিয়েছে। তাতে অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ সাদা কাপড়ের কভার লাগানো হয়েছে। কভারগুলি ধুয়ে ইস্ত্রি করা। পরিষ্কার-পরিষ্কার গন্ধ বের হচ্ছে।

শুভ্র বসেছে মাঝখানের চেয়ারে। ম্যানেজার সাহেব সঙ্গে এসেছেন। তিনি ইচ্ছা করলেই শুভ্রর পাশের কোনো একটা চেয়ারে বসতে পারতেন। তিনি তা করেন নি– শুভ্রর বাঁ পাশে ডিভানে বসেছেন। সেই ডিভানেও সাদা কাপড়ের চাদর। এই চাদরও ধুয়ে ইস্ত্রি করা। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। ফ্যানে বাতাসের চেয়ে শব্দ হচ্ছে বেশি। পুরনো কালো রঙের একটা ওয়ারডোব দেয়ালের সঙ্গে লাগানো। ওয়ারডোবের ওপর বড় ক্যাসেট প্লেয়ার। ক্যাসেট প্লেয়ারটা নতুন। দুটা সাউন্ডবক্স ওয়ারডোবের দু'পাশে মেঝেতে নামানো। ক্যাসেট প্লেয়ারের ওপর গাদা করে রাখা ক্যাসেট।

শুভ্রর ডান পাশে বেতের বড় ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারে একটা বালিশ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোলবালিশ। দুটাতেই সাদা ওয়ার। ইজিচেয়ারটা দেখে শুভ্রর খানিকটা অস্বস্তি লাগছে। ঠিক এ রকম একটা ইজিচেয়ার তাদের বাড়িতে আছে। বারান্দায় থাকে। মোতাহার সাহেব এই চেয়ারে অনেক সময় কাটিয়েছেন। তবে সেই চেয়ারে বালিশ বা কোলবালিশ কোনোটাই নেই। এ রকম একটা চেয়ার শুভ্র তার বাবার অফিসেও দেখেছে। সেখানে বালিশ আছে কি-না শুভ্র মনে করতে পারছে না।

শুভ্রর বাবা কি এই বাড়িতে প্রায়ই আসতেন? এই বড় ঘরটা কি বিশেষভাবেই তাঁর জন্যে সাজানো? ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে। এই মুহূর্তে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলেও জানা যাবে। মোতাহার সাহেবের খাস বেয়ারা মঞ্জু শুভ্রর সঙ্গে এসেছে। সে ভেতরে ঢুকে নি, বারান্দায় মোড়ায় বসে আছে। এবং একটু পর পরই মাথা ঘুরিয়ে শুভ্রকে দেখার চেষ্টা করছে। মঞ্জুর ভাবভঙ্গি দেখে শুভ্রর মনে হচ্ছে তার বাবা যতবার এই বাড়িতে এসেছেন, মঞ্জুও ততবার এসেছে। তবে কখনো ঘরে ঢুকে নি। মঞ্জুকে ঘরের বাইরে মোড়াতে বসেই সময় কাটাতে হয়েছে।

শুভ্র ঘরের দৃশ্য দেখায় মন দিল। দেয়ালে তিনটা ছবি আছে। তিনটা ছবিই রঙ পেন্সিলে আঁকা। ছবির নিচে শিল্পীর নামের আদ্যক্ষর ইংরেজিতে লেখা– 'A', চার বছর আগের তারিখ দেয়া। শিল্পীর পছন্দের বিষয়বস্তু মনে হয় সূর্যাস্ত। নদীতে সূর্যাস্ত হচ্ছে। পাখি উড়ে যাচ্ছে। মেঘের ওপর সূর্যের লাল আলো পড়েছে। ছবিগুলি কাঁচা তারপরেও দেখতে ভালো লাগছে। ঘরে মোট তিনটা দরজা। একটা বাইরে থেকে ঘরে ঢোকার জন্যে। আর দুটা দরজা অন্দরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে। তিনটা দরজাতেই লাল ভেলভেটের পর্দা। মনে হচ্ছে লাল ভেলভেটের পর্দা এদের খুব পছন্দ। ঘরের দেয়াল ঝকঝক করছে। খুব সম্ভব অল্প কিছুদিন হলো প্লাস্টিক পেইন্ট করা হয়েছে। রঙের গন্ধ ঘরের ভেতর আটকা পড়ে আছে, এখনো যায় নি। শুভ্রর ঠিক মুখোমুখি একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। পেন্ডুলাম ঘড়ি– তবে ঘড়ির ঘণ্টা নষ্ট। কিছুক্ষণ আগে এগারোটা বেজেছে। কিন্তু কোনো ঘণ্টা বাজে নি। দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলাম বাক্সে লেখা– Swing Burn Company Clacutta. ঘরে কোনো ফুলদানি দেখা গেল না। তাঁর কেন জানি মনে হচ্ছিল ফুল ভর্তি ফুলদানি দেখবে। হলুদ রঙের বড় বড় ফুল। সূর্যমুখী ফুল। এত ফুল থাকতে সূর্যমুখী ফুলের কথা তার মনে হচ্ছে কেন তাও পরিষ্কার হচ্ছে না।

কোনো গ্রান্ডমাস্টারের আঁকা ব্রথেল হাউসের ছবির রিপ্রিন্ট-এ কি সে সূর্যমুখী ফুলের ছবি দেখেছে। শুভ্র মনে করতে পারল না। সূর্যমুখী ফুলের ছবি সবচে' বেশি কে এঁকেছেন? গঁগিন। কান কেটে প্রেমিকাকে তিনিই কি পাঠিয়েছিলেন?

শুভ্রর নিজের কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে। আজ রবিবার, সময় সকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারোটা। সে তার ম্যানেজার এবং অফিসের খাস বেয়ারা নিয়ে এসেছে তার মৃত বাবার একটি বিশেষ ধরনের ব্যবসার খোঁজখবর করতে। পুরো ব্যাপারটায় এক ধরনের সূক্ষ্ম হিউমার আছে। হিউমারটা ঠিক কোথায় শুভ্র ধরতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারছে তার কেন জানি হাসি পাচ্ছে। মানুষ পৈতৃক সূত্রে অনেক কিছু পায়। কেউ পায় বৈভব, কেউ দেনা, কেউ সম্মান, কেউবা অসম্মান। সে পৈতৃক সূত্রে ছোটখাটো একটা ব্রোথেল পেয়েছে। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। চোরাকারবারির মতো কোনো বেআইনি ব্যবসা না। খুবই আইনসম্মত ব্যবসা। এর জন্যে যথারীতি ট্যাক্স দেয়া হয়। এই বাড়িতে একটা লিকার হাউস আছে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স পাওয়া লিকার হাউস। ক্যাশিয়ার সাহেবের কাছে শুভ্র শুনেছে– এই ব্যবসাটাই সবচে' লাভের এবং ঝামেলা সবচে' কম। লিকার শপটাও শুভ্র'র দেখার শখ ছিল। অফিস থেকে বলা হয়েছে, লিকার শপ দেখার কিছু নাই। ছোটখাটো গুদামের মতো। দু'জন কর্মচারী লিকার শপ চালায়। যার দরকার বোতল কিনে নিয়ে যায়। বাকিতে কোনো বিক্রি হয় না। দোকান খুলে সন্ধ্যার পর, চালু থাকে সারারাত। ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে দোকান বন্ধ হয়ে যায়। শুভ্র অবাক হয়ে বলেছে– দোকান যারা চালায় তারা ঘুমায় না?

ম্যানেজার সাহেব বলেছেন, দিনে ঘুমায়।

খারাপ লাগে না?

খারাপ লাগবে কেন? অভ্যাস হয়ে গেছে।

লিকার শপ যে চালায় তার নাম কী?

তার নাম সগীর মিয়া। সে আসবে। তাকে বলেছি এইখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

এখন তো দিন, সগীর মিয়া নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছে।

জি ঘুমাচ্ছে।

এই বাড়ির মেয়েগুলিও নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছে।

না তারা ঘুমায় নাই। আপনি আজ আসবেন সবাই জানে।

শুভ্র তাকিয়ে আছে দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলামের দিকে। পেন্ডুলাম দুলছে। পেন্ডুলামের টাইম পিরিয়ড T ইজ ইকুয়েলস টু...

আচ্ছা সে এইসব ভাবছে কেন? তার চিন্তা স্থির হচ্ছে না। দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে। ব্রোথেল হাউসের কোনো ঘড়ি দেখে যদি মনে হয় টাইম পিরিয়ড T ইকুয়েলস টু তাহলে তো মুশকিল। আচ্ছা মস্ত বড় একটা পেন্ডুলাম তৈরি করলে কেমন হয়? পেণ্ডুলামের কেন্দ্রবিন্দু থাকবে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রবিন্দুতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেন্ডুলামের দৈর্ঘ্য ধরা যাক দশ আলোকবর্ষ। পেন্ডুলামের দোলনপথ যদি দশ আলোকবর্ষ হয় তাহলে টাইম পিরিয়ড T কত হবে? এই দোলকের দোলনকালের ওপর দর্শকের কোনো ভূমিকা কি থাকবে না? দর্শক যদি পেন্ডুলামের ওপর বসে থাকে তাহলে কী হবে? শুভ্রর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। মাথার ভেতরের চিন্তাগুলি জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

"তোমার চারদিকে আমি অসংখ্য ছোট ছোট ধাঁধা তৈরি করে রেখেছি। এইসব ধাঁধা যদি তোমার চোখে পড়ে তাহলে সমাধান করতে শুরু করো। তখন তোমাকে জটিল ধাঁধা দেয়া হবে। তোমার যদি ভাগ্য ভালো হয় তাহলে তোমাকে এমন ধাঁধা দেব যার সমাধান আমি নিজেও করি নি।"

'দ্য ব্লাইন্ড কসমস' নামের এক উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কথাগুলি বলছে। প্রধান চরিত্র মানুষ না, সে একটি কম্প্যুটার। আচ্ছা হঠাৎ করে 'ব্লাইন্ড কসমস'-এর নায়কের কথা মনে হলো কেন? সে কি নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে এসব ভাবছে?

ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে একজন মহিলা ঢুকছেন। তাঁর বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের ভেতর। গোলগাল মুখ। মাথা ভর্তি চুল। চুল কালো না, লালচে ভাব আছে। স্বাস্থ্য ভালো। তিনি তেমন কোনো সাজসজ্জা করেন নি, তবে চোখে গাঢ় করে কাজল দিয়েছেন। মহিলা সাধারণ বাঙালি মেয়েদের চেয়ে লম্বা। গায়ের রঙ গোলাপি না হলেও গোলাপির কাছাকাছি। শুভ্র কী করবে? উঠে দাঁড়াবে? উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখানো একটি প্রাচীন নিয়ম। এই সম্মান শুধু মেয়ে বলেই কাউকে দেখানো হচ্ছে না– মেয়ের ভেতরে একজন 'মা' বাস করছেন, তাঁকে দেখানো হচ্ছে। সম্মান দেখানোর এই নিয়মটা সুন্দর এবং শোভন। শুভ্র উঠে দাঁড়াল। ম্যানেজার সাহেব অবাক হয়ে শুভ্রর দিকে তাকালেন। তাঁর উঠে দাঁড়ানো হয়তো ঠিক হয় নি। মহিলাও মনে হয় লজ্জা পেয়ে গেছেন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ম্যানেজার সাহেব ধমকের গলায় বললেন, তোমার মা কোথায়?

মা'র শরীর খুব খারাপ। একশ' তিন জ্বর।

ম্যানেজার বিরক্ত মুখে বলেন, যখনি আসি শুনি জ্বর। আজ ছোট সাহেবকে নিয়ে এসেছি। উনার কিছু জরুরি কথা ছিল। আসতে বলো।

শুভ্র বলল, না না আমার কোনো জরুরি কথা নেই। আমি শুধু ইনাদের দেখতে চেয়েছিলাম। এর বেশি কিছু না।

মহিলা বসতে বসতে বললেন, সবাইরে ডাক দিব। দেখবেন?

না দরকার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যানেজার শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার কী সব প্রশ্ন ছিল। আপনি জিজ্ঞেস করেন। এই মেয়ের নাম আসমানী।

আসমানী বসেছে মেঝের কার্পেটে। তার মনে হয় কার্পেটে বসে অভ্যাস আছে। সে সুন্দর করে বসেছে এবং খুবই কৌতূহলী চোখে শুভ্রকে দেখছে। শুভ্র অনেক কিছু বলবে বলে ভেবে এসেছিল, এখন কোনো কিছুই মনে আসছে না। বরং মেয়েটির কৌতূহলী চোখের সামনে নিজেকে খুবই অসহায় লাগছে। মেয়েটা এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে না থাকলে হয়তো তার ভালো লাগত। শুভ্র নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তারপর মনে হলো এই কাজটাও ঠিক হয় নি। সে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবে আর তাকিয়ে থাকবে Swing Born Company-র ঘড়ির দিকে। এটা কেমন কথা? মেয়েটা কানে সাদা পাথরের দুল পরেছে। দুলগুলি সুন্দর। ঝকঝক করছে। শুভ্র বলল, আপনি ভালো আছেন?

আসমানী হেসে ফেলে বলল, ভালো আছি।

ম্যানেজার সিগারেট ধরাতে ধরাতে বিরক্ত মুখে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, এদেরকে আপনি করে বলার দরকার নাই।

আসমানী এবার শব্দ করে হেসে ফেলল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসি থামিয়ে শুভ্রকে বলল, আপনের ময়না পাখিটা কি বেঁচে আছে?

শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, ময়না পাখির খবর আপনি জানেন কীভাবে?

আসমানী বলল, পাখিটা আমার মা আমার জন্যে কলমাকান্দা থেকে আনছিল। বড় সাহেবের পাখিটা দেখে খুব পছন্দ হলো। তিনি নিয়ে গেলেন। কাজটা ঠিক হয় নাই। একজনের পছন্দের জিনিস আরেকজনরে দিতে নাই। বড় সাহেব যখন দোজখে যাবেন তখন এই ময়না পক্ষী ঠোকর দিয়া তাঁর চোখ গেলে দিবে। হি হি হি।

শুভ্র আসমানীর হাসি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, বাবা কি প্রায়ই এখানে আসতেন?

মাঝে মধ্যে আসতেন।

বাবা মানুষ কেমন ছিলেন?

আসমানী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সহজ গলায় বলল, একেকজন মানুষ একেকজনের কাছে একেক রকম। আপনের বাবা আপনের কাছে এক রকম, আপনের মা'র কাছে আরেক রকম আবার আমার কাছে অন্য আরেক রকম।

শুভ্র মেয়েটির কথায় সামান্য ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেল। সে বেশ গুছিয়ে কথা বলছে। কথা বলার মধ্যে সামান্য গ্রাম্য টান আছে, তবে অস্পষ্টতা নেই।

শুভ্র বলল, আপনি পড়াশোনা কতদূর করেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য।

সামান্যটা কতটুকু?

বাংলা বই পড়তে পারি। স্কুল-কলেজে কোনোদিন যাই নাই।

আপনে কি গান জানেন?

না, আমি গান জানি না।

আসমানী আবারো শব্দ করে হাসতে গিয়েও হাসল না। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, আপনে যে কথা বলেছেন, বড় সাহেবও যেদিন আমাকে প্রথম দেখলেন এই কথা বললেন। বললেন, আসমানী তুমি গান জানো? আমি যখন বললাম, না– তখন তিনি মনে দুঃখ পেলেন।

দুঃখ পেলেন বুঝলেন কী করে?

দেখে বুঝলাম। কেউ দুঃখ পেলে বোঝা যায়।

সব সময় বোঝা যায় না। আমি আপনাকে দেখে খুবই দুঃখ পাচ্ছি। কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না।

আসমানী কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল।

শুভ্র বলল, বাবা কি আপনাকে খুব পছন্দ করতেন?

জানি না। কোনোদিন জিজ্ঞাস করি নাই। তবে আমার বুক তাঁর খুব পছন্দ ছিল। আপনেরও পছন্দ হবে। ব্লাউজ খুলব? বুক দেখবেন?

ম্যানেজার ছালেহ উদ্দিন ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, আসমানী খবরদার। তোমার বেয়াদবি অনেক সহ্য করেছি। আর না।

আসমানী মিষ্টি করে হাসল। ম্যানেজারের কথায় সে ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। শুভ্র বলল, বাব মারা গেছেন এই খবর শুনে কি আপনার মন খারাপ হয়েছিল?

না হয় নাই। আমার দুঃখ-কষ্ট কম।

শুধু আপনারই দুঃখ কষ্ট কম না-কি আপনার মতো যারা এখানে থাকেন তাদের সবারই দুঃখ-কষ্ট কম?

সবারই কম। তবে আমার একটু বেশি কম।

ম্যানেজার শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আসল কথা যা বলতে এসেছ বলে শেষ করো। চলো যাই। এইখানকার মেয়েরা সব দুষ্ট প্রকৃতির। আসল কথাটা বলো।

আসমানী বলল, আসল কথাটা কী?

শুভ্র বলল, আসল কথাটা আমি এসেছি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যে। আমি কোনোদিন কল্পনাও করি নি যে এমন কিছুর সঙ্গে আমরা যুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনে আর যুক্ত থাকবেন না?

না।

আমরা যাব কোথায়? আমাদের যাবার কোনো জায়গা নাই। আমাদের দেশের বাড়ি বলে কিছু নাই। বাড়িঘর বলে কিছু নাই। এইটাই আমাদের ঠিকানা।

আমি আপনাদের সবার জন্যে ব্যবস্থা করে দেব। বলতে পারেন ক্ষতিপূরণ।

কী দিয়া ক্ষতিপূরণ করবেন? টাকা দিয়া?

যেভাবেই হোক আমি ক্ষতি পূরণ করব।

আচ্ছা ভালো। আর কিছু বলবেন?

শুভ্র বলল, দেয়ালের এই ছবি তিনটা কি আপনার আঁকা?

আসমানী বলল, না। পুরুষ মানুষের সঙ্গে শোয়া ছাড়া আমার অন্য কোনো গুণ নাই। আমি আপনের বাবার সঙ্গে বিছানায় গেছি– আপনে চাইলে আপনার সঙ্গে যাব।

আসমানী তীক্ষ্ণ এবং তীব্র দৃষ্টিতে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টিতে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই। শুভ্র এই ঘৃণার কারণ ধরতে পারল না। ম্যানেজার শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো তো উঠি, যথেষ্ট হয়েছে। তোমাকে এখানে আনা ভুল হয়েছে। বিরাট ভুল।

শুভ্র উঠে দাঁড়াল। সে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অস্বস্তি বোধ করছে। তার বারবারই মনে হচ্ছে কী একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। জিজ্ঞেস করা হয় নি। কথাটা এখন মনে পড়ছে না, পরে মনে পড়বে; তখন খুব কষ্ট লাগবে। এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্নটা সাধারণত খুবই তুচ্ছ ধরনের হয়। তুচ্ছ প্রশ্ন বলেই মস্তিষ্ক প্রশ্নটা উপস্থিত সময়ে ভুলে যায়, পরে মনে করে। তখন তুচ্ছ প্রশ্ন আর তুচ্ছ থাকে না। ভারী একটা প্রশ্ন হয়ে মাথায় চাপ ফেলতে থাকে।

রাস্তার পাশেই গাড়ি দাঁড়ানো। সরু রাস্তা, ছোট্ট গাড়িতেই রাস্তা আটকে গেছে। রিকশাওয়ালা গালি দিতে দিতে অনেক কষ্টে গাড়ির পাশ দিয়ে রিকশা পার করছে। শুভ্র ম্যানেজারকে বলল, গাড়িকে চলে যেতে বলুন, আমি হেঁটে যাব।

ম্যানেজার বলল, হাঁটার দরকার কী?

দরকার নেই তবু হাঁটব। এমন কিছু দূর তো না। দেখতে দেখতে যাই।

ছালেহ উদ্দিন বললেন, এইসব জায়গায় দেখার কিছু নাই। নোংরা, ময়লা। ডাস্টবিন পরিষ্কার করার জন্যে মিউনিসিপালটির গাড়ি পর্যন্ত আসে না। নরকের রাস্তাঘাট এরকমই থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্জু গাড়ির দিকে ছুটে গেল। ড্রাইভারকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলে আবারো ছুটে ছোট সাহেবের কাছে চলে এলো। মঞ্জু গত এক সপ্তাহ ধরে ছোট সাহেবকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। সম্ভবত তাকে কিছু বলা হয়েছে। মঞ্জু এখন আর অফিসে ঘুমায় না। ছোট সাহেবের বাড়ির বারান্দায় শুয়ে থাকে। সে রাতে ঘুমায় না বলেও মনে হয়। রাতে শুভ্র যতবার দরজা খুলে বাইরে আসে ততবারই মঞ্জু বিছানায় উঠে বসে শুভ্রর দিকে তাকায়। শুভ্র আবার ঘরে ঢুকলে মঞ্জু শুয়ে পড়ে।

রাস্তার লোকজন শুভ্রর দলটার দিকে তাকাচ্ছে। তাদের চোখে কৌতূহল। কৌতূহলের সঙ্গে চাপা কৌতুক। রাস্তার পাশের পান-সিগারেটের ছোট ছোট দোকানগুলির মালিকরা কি শুভ্রকে চিনে? তারা প্রত্যেকেই শুভকে সালাম দিল। দোকানিদের আরেকটা ব্যাপারও শুভ্রকে বিস্মিত করল। তাদের সবার মাথায় টুপি। সবার চেহারাতেই ধার্মিক ভাব। কারো কারো চোখে সুরমা।

ছালেহ উদ্দিন শুভ্রর পাশে পাশে হাঁটছেন। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেটের ধোঁয়ায় শুভ্রর কষ্ট হচ্ছে। শুভ্র আগে তাঁকে কখনো সিগারেট খেতে দেখেনি। বাবার মৃত্যুর দিন দেখেছে আর আজ দেখছে। আজ তাঁকে মনে হচ্ছে চেইন স্মোকার। সে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। মুখের সামনে ধোঁয়া না থাকলে লোকটার মনে হয় ভালো লাগে না। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে কথা বলতেই তার বোধহয় ভালো লাগে।

ছোট সাহেব।

জি।

শুনেছেন বোধহয় সাপ মাঝে মাঝে ব্যাঙ গিলে খুব অসুবিধায় পড়ে। না পারে ব্যাঙটাকে পুরোপুরি গিলতে, না পারে পুরোপুরি উগরে ফেলতে।

হ্যাঁ শুনেছি।

আমাদের হয়েছে সাপে ব্যাঙ গেলার অবস্থা। আমরা ব্যাঙ গিলতেও পারব না, উগরাতেও পারব না। আমাদের পক্ষে হাজার চেষ্টা করেও এই ব্যবসা থেকে বের হওয়া সম্ভব না।

আপনি এক সময় বলেছেন সম্ভব। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর সম্ভব। আপনার হাতে পার্টি আছে। তাদেরকে ব্যবসা বিক্রি করে দেবেন।

আপনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলেছিলাম। আসলে সম্ভব না। আমাদের ব্যাঙ গিলে ফেলেছি। ছোটখাটো ব্যাঙ না, বিরাট গঁতা ব্যাঙ।

এরকম অবস্থা যখন হয় তখন সাপটার কী হয়? সাপটা কি ব্যাঙ মুখে নিয়ে মারা যায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছালেহ উদ্দিন কিছু বললেন না। তাকিয়ে রইলেন। তার ভুরু কুঁচকে আছে। তাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে। সেই তুলনায় শুভ্রকে হাসি-খুশি দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে তার দল নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে।

ম্যানেজার সাহেব।

জি।

চা খেতে ইচ্ছা করছে। ঐ যে দোকানটায় চা বানাচ্ছে, লোকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে– ওদের খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে চা-টা ভালো। চলুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাই।

শুভ্রর ধারণা হয়েছিল ম্যানেজার আপত্তি করবে। তা করল না। শুভ্রর মনে হলো– ম্যানেজার ভদ্রলোকের বুদ্ধি আছে। একজন বুদ্ধিমান ম্যানেজার মালিকের প্রতিটি ইচ্ছা পালন করবে। শুধু বিশেষ বিশেষ ইচ্ছার ক্ষেত্রে বলবে– 'না'। সেই 'না' বলা হবে শক্ত গলায়। সেই 'না' কখনো 'হ্যাঁ' হবে না।

ম্যানেজার সাহেব।

জি।

আপনার ধারণা বাবার এই ব্যবসা থেকে আমরা মুক্তি পাব না?

পাব না কেন, অবশ্যই পাব। তবে সময় লাগবে।

কত সময় লাগবে?

এখনো বুঝতে পারছি না।

এটা কি বুঝতে পারছেন যে আমি এই ব্যবসা থেকে মুক্তি চাই?

বুঝতে পারছি।

একটা কাজ করতে পারবেন?

কী কাজ বলুন। দেখি পারি কি-না।

যে ক'টি মেয়ে ঐ বাড়িতে থাকে তাদের সবার নাম, বয়স, কে কোত্থেকে এখানে এসেছে, তাদের পড়াশোনা, তাদের শখ, তাদের স্বপ্ন এইসব খুব গুছিয়ে লিখে আমাকে দিতে পারবেন?

তার দরকার কী?

দরকার আছে।

আচ্ছা আমি দেব।

কবে দেবেন?

খুব শিগগিরই দেব। তুমি কি চা খেয়ে অফিসে আসবে? অফিসের কাগজপত্র তোমাকে বুঝে নিতে হবে।

আজ থাক। আরেক দিন যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা থাক।

আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে।

বলো কী কাজ।

ময়না পাখিটা আসমানীকে পৌঁছে দেবেন।

আচ্ছা।

চায়ের দোকানি শুভ্রকে দেখে খুবই অবাক হলো। চা বানানো বন্ধ করে সে ছুটে গিয়ে কোত্থেকে যেন একটা টুল নিয়ে এলো শুভ্র বলল, আপনি কি আমাকে চেনেন?

দোকানদার হাসি মুখে বলল, জি চিনি।

আমার নাম জানেন?

জি না। নাম জানি না।

আমার নাম শুভ্র। আপনার নাম কী?

আমার নাম কেরামত আলি।

আপনি আমার নাম জানেন না, অথচ আমাকে চেনেন। এটা কীভাবে হলো?

আপনার পিতাকে চিনতাম। সেইভাবে আপনারে চিনি।

আমার বাবা কি আপনার দোকানে কখনো চা খেয়েছেন?

জি না।

আপনার সঙ্গে তাঁর কি কখনো কোনো কথা হয়েছে?

জি না।

তারপরেও আপনি তাকে চেনেন? আমার বাবা তাহলে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন?

জি অবশ্যই।

একজন বিখ্যাত মানুষের পুত্র আপনার দোকানে এসে চা খাচ্ছে। আপনার সঙ্গে গল্প করছে। আপনার ভালো লাগছে না?

কেরামত কিছু বলল না। ভীত চোখে তাকাল ম্যানেজারের দিকে। ম্যানেজার সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় সে তার মুখ ঢেকে ফেলেছে।

চা খেতে ভালো হয় নি। গাদাখানিক চিনি দেয়া হয়েছে। সর ভাসছে। কিন্তু শুভ্র আগ্রহ করেই সেই চায়ে চুমুক দিচ্ছে। সে হঠাৎ চায়ের কাপ নামিয়ে কেরামতের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার দোকানে আগরবাতি পুড়ছে কেন? শুধু আপনার দোকানে না– সব দোকানেই দেখছি আগরবাতি। কারণটা জানতে পারি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কারণ নাই। অনেকদিন থাইকাই চলতাছে। আমার বাপজানরেও দেখছি আগরবাতি জ্বালাইতে। আমিও জ্বালাই।

আপনার বাপজান এখন কোথায়?

উনার ইন্তেকাল হয়েছে।

বাবার পর আপনি এইখানেই দোকান দিলেন।

জে। এই জাগায় একবার যে বসে হে আর বাইর হইতে পারে না। বড় কঠিন জায়গা।

ছালেহ বলল, শুভ্র চা খাওয়া তো হয়েছে। চলো এখন উঠি।

শুভ্র বলল, আমি পান খাব। হাফিজ মিয়ার দোকানের পান। আর আমি এখন যাব না। কেরামতের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করব। আপনার কাজ থাকলে চলে যান।

ম্যানেজার গেলেন না। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। তিনি বিরক্তি সামলাতে পারছেন না। মঞ্জু ছুটে গেছে পান আনতে।

শুভ্র কেরামতের দিকে তাকিয়ে বলল, এই জায়গাটা সম্পর্কে কিছু বলুন তো শুনি।

কী বলব কন? এইটা সাক্ষাৎ হাবিয়া দোজখ।

আপনার রুটিরুজি সবই এইখানে– আপনার তো হাবিয়া দোজখ বলা উচিত না।

কেরামত নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এই জায়গা থাকব না। এইটা উইঠা যাইব।

কেন?

পরিষ্কার আলামত আছে। অন্য কেউ বুঝুক না বুঝুক আমরা বুঝি।

কীভাবে বুঝেন?

এইসব জায়গায় সব সময় কিছু হিজড়া থাকে। এরার নিজেরার কোনো ভাগ্য নাই বইল্যা এরা যে জায়গায় থাকে সেই জায়গার জন্যে ভাগ্য নিয়া আসে। এইখান থাইক্যা সব হিজড়াগো উঠাইয়া দিছে।

উঠিয়ে দিল কেন?

জানি না। জানার চেষ্টাও করি না। আমি দোকানদার মানুষ। অত জানলে আমার পুষে না। আমি চা বেচি আর রঙ দেখি।

শুভ্র উঠে দাঁড়াল। চায়ের দাম দিতে গেল। কেরামত জোড়হস্ত করে বিনীত গলায় বলল, চায়ের দাম দিলে মনে কষ্ট পাব ছোট সাহেব। বড়ই কষ্ট পাব।

শুভ্র তার মনে কষ্ট দিল না। চায়ের দাম না দিয়েই রওনা হলো। তার এখন বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করছে না। অফিসেও যেতে ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছে করছে পরিচিত কারো সঙ্গে গল্প করতে। মীরার সঙ্গে গল্প করতে পারলে ভালো হয়। অনেকদিন মীরার সঙ্গে গল্প করা হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যানেজার সাহেব।
জি।
একটা টেলিফোন করা দরকার।
বাসায় চলে যান। বাসা থেকে কথা বলেন।
না বাসায় যাব না। অফিসেও যাব না।
আচ্ছা ব্যবস্থা করছি।

টেলিফোন ধরলেন ইয়াসিন সাহেব। শুভ্রর হ্যালো বলা শুনেই বললেন, কে শুভ্র না?

শুভ্র বলল, জি।

কেমন আছ তুমি?

ভালো।

মীরার কাছে তোমার অসাধারণ রেজাল্টের কথা শুনেছি। আমি মীরাকে বললাম, ছেলেটাকে একদিন নিয়ে আয়। সারাদিন থাকবে, তার সঙ্গে গল্প করব। মীরা মনে হয় তোমাকে কিছু বলে নি।

জি না।

তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে টেলিফোন করো নি। মীরাকে দেব?

জি দিন।

ও টেলিফোন ধরবে কি-না বলতে পারছি না। ওর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে বলে স্টিমেটিল খেয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে। আমাকে বলে গেছে কিছুতেই তাকে ডাকা যাবে না।

তাহলে থাক।

উঁহু তুমি ধরে থাকো। প্রিয় মানুষের সঙ্গে কথা বলা মাথা ধরার সবচে' ভালো অষুধ। তবে শোনো ও যদি টেলিফোন না ধরে তুমি কিন্তু মন খারাপ করো না।

মীরা এসে টেলিফোন ধরল। শুভ্র বলল, তোমার নাকি খুব মাথাব্যথা?

আরে দূর মাথাব্যথা ফ্যথা কিছু না। বাবা সকাল থেকে এমন বকবক শুরু করেছে। বাবার হাত থেকে বাঁচার জন্যেই মাথাব্যথার কথা বলে দরজা বন্ধ করে গান শুনছিলাম।

কী গান?

ট্রাম্পেট। তুই বোধহয় জানিস না ট্রাম্পেট আমার খুব প্রিয় বাজনা।

আগে জানতাম না। এখন জানলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর খবর কী?

ভালো।

কী রকম ভালো?

বেশ ভালো।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না তুই খুব ভালো আছিস। আমার ধারণা তুই বদলে যাচ্ছিস। দ্রুত বদলাচ্ছিস।

এ রকম ধারণা হচ্ছে কেন?

কেন হচ্ছে বলতে পারছি না। আমার কোনো সিক্সথ সেন্স নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। আমি কি তোকে একটা ছোট্ট উপদেশ দিতে পারি? উপদেশ যে তোকে কাজে লাগাতে হবে তা না। দেব উপদেশ?

না।

না কেন?

উপদেশ মানুষকে কন্ডিশান্ড করে ফেলে। আমি কিছু সময় প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকতে চাই। যে কোনো বড় এক্সপেরিমেন্ট প্রভাবমুক্ত হয়ে করতে হয়।

তোর ধারণা তুই বড় কোনো এক্সপেরিমেন্ট করছিস?

হ্যাঁ।

শুভ্র তুই কিন্তু বোকা। আমরা ক্লাসের সবাই তোকে বোকা হিসেবে জানি। যখন তোর চারপাশে বইপত্র থাকে তখন তুই অসম্ভব বুদ্ধিমান। কিন্তু সেই বুদ্ধি শুধুমাত্র পড়াশোনাতেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে তোর কোনো বুদ্ধি নেই।

পড়াশোনার বাইরে আমার বুদ্ধির কোনো পরীক্ষা হয় নি। এবার হবে।

যদি হয় তার ফলাফল মারাত্মক হবে।

শুভ্র হাসল। মীরা বলল, তোর হাসি আগের মতো নেই। অন্যরকম হয়ে গেছে।

বোকা বোকা আগেই ছিল। এখন তার সঙ্গে ধূর্ততা মিশেছে বলে মনে হচ্ছে।

ও আচ্ছা।

শুভ্র তুই কি আমার কথায় রাগ করছিস?

না।

রাগ করছিস না কেন? আমি তোকে রাগাতে চাচ্ছি।

আমি টেলিফোন ধরে আছি। মীরা তুমি চেষ্টা চালিয়ে যাও। আমি নিজেও রাগ করতে চাচ্ছি। পারছি না।

রাত ন'টার সময় বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি, বৃষ্টিরই সময়। তবে এবারের আষাঢ় বৃষ্টিবিহীন। মাঝে মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টি যে হয় নি তা-না। সেই বৃষ্টিকে আর যাই বলা যাক আষাঢ়ের বৃষ্টি বলা যাবে না। আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টি সম্ভবত আজকেরটাই। মনে হচ্ছে আজ ঢাকা শহর ডুবে যাবে।

ব্যারিস্টার ইয়াসিন আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিপাত উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ছাদের চিলেকোঠায় ঘরে সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা হয়েছে। দুটা বড় স্পিকারে ফুল ভল্যুমে গান দেয়া হবে। বর্ষার গান–

এসো কর স্নান নব ধারা জলে
এসো নীপ বনে ছায়াবীথি তলে।

অন্ধকারে বৃষ্টি দেখা যায় না বলে ফ্লাড লাইট ফেলার ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। আলোতে বৃষ্টির ফোঁটা দেখা যাবে। ইয়াসিন সাহেব তাঁর কন্যাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজবেন। মাথার চুল ভিজলেই তাঁর ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে তিনি মাথায় শাওয়ার ক্যাপ পরে আছেন। ছাদে টব ভর্তি বড় বড় গাছ। এই গাছগুলিকে কদম্ব গাছ কল্পনা করে নিতে বাধা নেই। চিলেকোঠার ঘরে গরম কফির ফ্লাস্ক রাখা হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগলে গরম কফি খেয়ে শরীর গরম করে নেয়া হবে।

সব আয়োজন শেষ করে তিনি মীরাকে খবর দিতে গেলেন। তাঁর ভয় একটাই– এখন প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। এই বর্ষণ আবার থেমে না যায়। অবশ্যি ওয়েদার ফোরকাস্টে বলা হয়েছে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের কথা। আগে ওয়েদার ফোরকাস্ট মিলত না। আজকাল স্যাটেলাই ফ্যাটেলাইট হওয়ায় আবহাওয়া দপ্তর অনেক কিছু বলতে পারে।

মীরা নেলপলিশ রিমুভার দিয়ে নেলপলিশ তুলছিল। সে তার বাবার আয়োজনের কথা বাবার দিকে না তাকিয়েই শুনল। তারপর শান্ত গলায় বলল– বাবা সামনের চেয়ারটায় চুপ করে বসো। আমি হাতের কাজ সেরে নেই।

ইয়াসিন সাহেব বললেন, তাড়াতাড়ি কররে মা। বৃষ্টি থেমে যাবে।

মীরা বলল, আজ সারারাত বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি থামবে না। তুমি শান্ত হয়ে বসো তো। তোমার বয়সের সঙ্গে ছটফটানিটা যাচ্ছে না।

ইয়াসিন সাহেব বসলেন। মীরা বলল, বাবা তুমি কি জানো তুমি খুবই বোরিং ধরনের মানুষ!

ইয়াসিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, তোর মুখে এই কথাটা অনেকবার শুনেছি। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না।

তুমি নিজেও তা বিশ্বাস করো। আর বিশ্বাস করো বলেই তুমি যে বোরিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাইপ না এটা প্রমাণ করার জন্যে হাস্যকর সব কাণ্ডকারখানা করো। আজকের বৃষ্টি-স্নান পরিকল্পনা তারই এক নমুনা।

নবধারা জলে স্নান তোর কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে?

বৃষ্টিতে ভেজাটা হাস্যকর না, তবে বৃষ্টি ভেজার পেছনের আয়োজনটা হাস্যকর। ফ্লাড লাইট, গান, মাথায় শাওয়ার ক্যাপ পরে বৃষ্টিতে ভেজা- Oh my god.

বেশ তো আয় গান, ফ্লাড সাব বাদ দেই। মাথায় শাওয়ার ক্যাপ রাখতেই হবে। এই বয়সে চুল ভেজালে উপায় নেই।

স্যরি বাবা, আমি বৃষ্টিতে ভিজব না।

কেন। তুই তো বৃষ্টিতে ভিজতে পছন্দ করিস।

সব মেয়েরাই করে। তাই বলে কোনো মেয়েকেই দেখবে না বুড়ো বাবাকে নিয়ে ধেই ধেই করে বৃষ্টিতে ভিজছে। বৃষ্টিতে ভেজার জন্যে সবচে' খারাপ কোম্প্যানি হলো বুড়ো বাবা।

ইয়াসিন সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মা তুই কি কোনো কারণে আমার ওপর রাগ করেছিস?

উঁহু। তুমি এমন এক ব্যক্তি যে রাগ করার মতো কিছু কখনোই করে না। আবার...।

AMARBOI.COM

আবার কী?

না থাক। কিছু না।

বৃষ্টিতে ভিজবি না?

না। ইচ্ছা করছে না?

আমি নিজে যদি বোরিং ধরনের মানুষ হই তুইও কিন্তু তাহলে কঠিন ধরনের মেয়ে। পাথর কন্যা।

ঠিক বলেছ।

নিজের ইচ্ছা, নিজের ভালো লাগাটাই তোর কাছে ইম্পর্টেন্ট। আমি খুব আগ্রহ করে বৃষ্টিতে ভিজতে চাচ্ছি- যেহেতু তোর ইচ্ছা করছে না, সেহেতু তুই সেই কাজটা করবি না।

ভান করতে আমার ভালো লাগে না বাবা। তোমার ভান করতে ভালো লাগে। আমার লাগে না। এই যে তুমি আয়োজন করে বৃষ্টিতে ভেজার ব্যবস্থা করেছ- এটা পুরোপুরি ভান। এই ভানটা তুমি করছ নিজের সঙ্গে।

ও আচ্ছা।

আমি নিজে ভান করি না। কেউ ভান করলে সেটা আমার ভালো লাগে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ মাত্রই ভান করে। ভান করে না এমন মানুষ তুই পাবি না।

একদম যে পাব না তা না। আমি তিনজনকে চিনি যারা ভান করে না। একজন হলো শুভ্র। আরেকজন আর্কিটেক্ট আখলাক সাহেব।

তৃতীয় জনটা কে?

তৃতীয় জন আমি।

তিনজনে মিলে একটা ক্লাব করে ফেল। মেন্টেসা ক্লাবের মতো ভান-মুক্ত ক্লাব। যার সদস্য হতে হলে মুক্ত মানুষ হতে হবে।

মীরা হাসল। ইয়াসিন সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোর ভান-মুক্ত ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে মাত্র একজনকে এ বাড়িতে প্রায়ই আসতে দেখি। শুভ্রকে আসতে দেখি না। এর কারণ কী?

ওকে আসতে বলি না বলে ও আসে না।

আসতে বলিস না কেন? শুভ্রকে কি তুই পছন্দ করিস না?

খুব পছন্দ করি। পছন্দ করি বলেই আসতে বলি না।

তোর লজিকটা বুঝতে পারছি না। যাকে পছন্দ করবি তার সঙ্গ কামনা করবি না?

না। প্রেম আমার খুব অপছন্দের ব্যাপার। আমি কারোর প্রেমে পড়তে চাই না।

AMARBOI.COM

প্রেমে পড়তে চাস না কেন?

প্রেমে পড়া মানে নির্ভরশীল হয়ে যাওয়া। আমি যার প্রেমে পড়ব সে আমার জগতের বিরাট একটা অংশ নিয়ে নেবে। আমার জগৎটা ছোট হয়ে যাবে। তুমি তোমার নিজেকে দিয়ে বিচার করো। তুমি মা'র প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলে। তোমার জগতের সবটাই মা নিয়ে নিয়েছিল। মা যখন মারা গেল সে তার সঙ্গে সেই জগৎটা নিয়ে গেল। তুমি শূন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গেলে। ঠিক বলেছি বাবা?

ঠিক বলছিস কি-না জানি না তবে কথা যে গুছিয়ে বলছিস তা বুঝতে পারছি। ফিজিক্স না পড়ে তোর আইন পড়া উচিত ছিল। তোর মা ছিল বোকা টাইপের মেয়ে। তুই এমন ক্ষুরের মতো বুদ্ধি কীভাবে পেলি? ক্ষুরের এক দিকে থাকে ধার। তোর দুই দিকেই ধার।

মা বোকা ছিল?

খুবই বোকা ছিল। বোকা বলাটা ঠিক হচ্ছে না। সরল মহিলা ছিল। পৃথিবীর জটিলতা কিছুই বুঝত না। আমি যা বলতাম তাই বিশ্বাস করত।

মীরা হেসে ফেলল। ইয়াসিন সাহেব বললেন, হাসছিস কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা'র সম্পর্কে তোমার উদ্ভট ধারণার কথা শুনে হাসছি। বাবা শোনো, মা সারাজীবন তোমার সঙ্গে বোকা এবং সরল মেয়ের অভিনয় করে গেছে।

কেন?

কারণ মা ছিল ভয়ঙ্কর বুদ্ধিমতী। মা তার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছে তোমার প্রেম পেতে হলে বোকা এবং সরল মেয়ে সাজতে হবে। মা হলো বহুরূপী গিরগিটি। বহুরূপী গিরগিটি কী করে জানো? যে গাছে সে বাস করে সেই গাছের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে নিজের রঙ বদলায়। যাতে কেউ গাছ থেকে তাকে আলাদা করতে না পারে। মা তোমার সঙ্গে রঙ মিলিয় নিজের রঙ বদলিয়েছে।

তোর কি ধারণা আমি বোকা?

অবশ্যই।

আমি বোকা বলেই তোর মা বোকা সেজে আমার সঙ্গে জীবন কাটিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

ইয়াসিন সাহেব অবাক হওয়া গলায় বললেন, মারে আমি তো তোর কথাবার্তা প্রায় বিশ্বাস করা শুরু করেছি।

আমার ওপর রাগ করছ না তো?

না। রাগ করছি না। তোকে খুবই পছন্দ হচ্ছে। তোর ধারণা আমি সত্যি বোকা।

মানবিক সম্পর্কের ব্যাপারগুলিতে তুমি বোকা। তুমি যদি বোকা না হতে আমার জন্যে খুব লাভ হতো। আমি আমার কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে পারতাম। আমি আলাপ করি না, কারণ আমি জানি আলাপ করে কোনো লাভ নেই।

ইয়াসিন সাহেব কৌতূহলী গলায় বললেন, লাভ না হলেও তোর একটা সমস্যা আমাকে বল তো শুনি। দেখি আমি বুদ্ধিমানের মতো কোনো সাজেশন দিতে পারি কি-না।

পারবে না।

স্বীকার করলাম পারব না। তবু শুনি।

সত্যি শুনতে চাও?

হুঁ।

মীরা বিছানা থেকে উঠে বাবার সামনে চেয়ার টেনে বসল। ইয়াসিন সাহেব গভীর আগ্রহ নিয়ে মেয়ের কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছেন। তিনি জানেন তাঁর মেয়েটা আর দশটা মেয়ের মতো না। কিন্তু সে যে এতটা আলাদা তা বুঝতে পারেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীরা শান্ত গলায় বলল, বাবা শোনো, শুভ্র মস্ত বড় বিপদে পড়েছে। আমি তাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু আমি চাই না সে জানুক যে আমি তাকে সাহায্য করছি। সেটা কীভাবে করব তা বুঝতে পারছি না।

সে কী বিপদে পড়েছে?

শুভ্রর বাবা মারা গেছেন।

এটা কোনো বিপদ না। সবার বাবাই মারা যায়। আমিও মারা যাব– তার মানে এই না যে তুই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যাবি।

শুভ্রর বাবা তোমার মতো না বাবা। তিনি একটু আলাদা। আলাদা বলেই সমস্যা।

কী রকম?

শুভ্রর বাবার একটা ব্রোথেল আছ। তাঁর মৃত্যুর পর শুভ্র উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ব্রোথেলের মালিক হয়েছে।

কী আছে বললি? ব্রোথেল?

হ্যাঁ, ব্রোথেল এ হোর হাউজ, যেখানে ফিফটি টু নিশিকন্যা থাকে।

কী বলছিস তুই! শুভ্রর বাবা...

হ্যাঁ, শুভ্রর বাবা।

সর্বনাশ! শুনেই তো আমার সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

বাবা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ– শুভ্র এই ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তার পুরো ভুবন এলোমেলো হয়ে গেছে। এখন বলো– আমি তার ভুবন ঠিকঠাক করার জন্যে কীভাবে সাহায্য করব?

কারোরই এখানে করার কিছু নেই। যা করার শুভ্রকে করতে হবে। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করবে।

বাবা শোনো, শুভ্র যদি সাধারণ কেউ হতো সে তা-ই করত। সে সাধারণ কেউ না। কাজেই সে কী করবে জানো? সে বাবার ব্যবসা উঠিয়ে দিবে না। সে গভীর আগ্রহের সঙ্গেই ব্যবসাটা দেখবে। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করবে। বারবার মেয়েগুলির কাছে যাবে। তাদের বিচিত্র জগৎ বোঝার জন্যে নিজেকে সেই জগতের অংশ করার চেষ্টা করবে। শুভ্র একশ' ভাগ বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানের ছাত্র জানে– কোনো সিস্টেমকে বুঝতে হলে সিস্টেমের অংশ হতে হয়। আমি তার ধ্বংসটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে কীভাবে সাহায্য করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তুমি কি পারছ?

ইয়াসিন সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, না।

মীরা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, চলো যাই বর্ষা যাপন করি। বৃষ্টিতে ভিজি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টিতে ভিজবি?

হ্যাঁ। আমি নাচ জানলে খুব ভালো হতো। আমার কী ধারণা জানো বাবা– বৃষ্টিতে নাচ খুব ভালো হবে। পায়ে নূপুর বাজবে– বৃষ্টির শব্দও নূপুরের শব্দের মতোই। বাবা কথা বলছ না কেন?

ইয়াসিন সাহেব ঘোরলাগা মানুষের গলায় বললেন, শুভ্র সম্পর্কে কথাগুলি এখনো হজম করতে পারছি না।

শুভ্র সম্পর্কে এখন না ভাবলেও হবে। ঐ সুইচটা অফ করে দিয়ে বর্ষা যাপনের সুইচটা অন করো।

ইচ্ছামত সুইচ অন-অফ করা যায়?

অবশ্যই যায়। চেষ্টা করে দেখো। আমি পারি, তুমি কেন পারবে না?

ইয়াসিন সাহেব মেয়েকে নিয়ে ছাদে বৃষ্টিতে ভিজতে গেলেন।

জাহানারাকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর বয়স কমে গেছে। চোখ-মুখ উজ্জ্বল। মুখের চামড়ায় খসখসে ভাব নেই। চোখের নিচে কালি পড়ে থাকত। সেই কালি দূর হয়েছে। পিঙ্গল চুলে কালচে ভাব এসেছে। শুভ্র চশমার ভেতর দিয়ে খুব আগ্রহ নিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে আছে। জাহানারা বললেন, এই তুই কী দেখছিস?

শুভ্র চোখ থেকে চশমা নামিয়ে নিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার করতে করতে বলল, তোমাকে দেখছি।

আমাকে দেখার কী আছে?

অনেক কিছুই আছে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স কমে গেছে।

বয়স আবার কমবে কী? তুই সব সময় পাগলের মতো কথা বলিস।

শুভ্র চশমা চোখে দিয়ে পরীক্ষকের চোখে মা'র দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাসিমুখে বলল, সত্যি তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স কমেছে এবং তুমি আনন্দে আছ।

জাহানারা রাগী গলায় বললে, আনন্দে থাকব কেন? আনন্দে থাকার মতো কিছু হয়েছে?

অবশ্যই হয়েছে। মানুষের জন্মই হয়েছে আনন্দে থাকার জন্যে। কাজেই আনন্দে থাকাটা অপরাধ না। নিরানন্দে থাকাটাই অপরাধ।

তাহলে তুই নিরানন্দে থাকিস কেন? তোকে দেখেই মনে হয় তোর জন্ম হয়েছে নিরানন্দে থাকার জন্যে। সারাক্ষণ মুখ ভোঁতা করে বসে থাকিস। আর শোন, এই বিশ্রী অভ্যাসটা করেছিস কবে থেকে? দেখলেই রাগ লাগে।

কোন অভ্যাসটার কথা বলছ?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে একটু পরপর চোখ থেকে চশমা খুলছিস। চশমার কাছ ঘষাঘষি করছিস।

শুভ্র আগ্রহী গলায় বলল, তুমি সারাক্ষণই আমার দিকে তাকিয়ে থাকো। তাই না মা? আমি কী করছি না করছি কিছুই তোমার চোখ এড়ায় না। ঠিক বলছি?

জাহানারা কিছু বললেন না। শুভ্রর খাটে এসে বসলেন। এখন বাজছে বিকেল তিনটা। এই সময়টা রোজই তিনি ঘুমুতেন। কিছুদিন হলো দুপুরের ঘুম না হয়ে ভালোই হচ্ছে। গল্পগুজব করার সময় পাওয়া যাচ্ছে। শুভ্রর সঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বলা হয় না। কেন জানি ছেলেকে তিনি আজকাল সামান্য ভয়ও পান। তারপরেও এই ক'দিনে গুটুর গুটুর করে অনেক গল্প করে ফেলেছেন। ছোটবেলায় সিলেটে থাকতেন। একবার চা বাগানে বেড়াতে গিয়ে তিনি হারিয়ে গেলেন। তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল রাত দশটায়। সন্ধ্যার দিকে তাঁর খুবই ভয় লাগছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কারণে ভয় কমতে লাগল। এইসব হাবিজাবি গল্প। শুভ্র গল্পগুলি শুনেছেও খুব আগ্রহ নিয়ে। আজও মনে হয় সে রকম হবে। শুভ্র খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। আজ কি গল্প করা যায়?

শুভ্র।

বলো।

তোকে ক'দিন ধরেই খুব জরুরি একটা কথা বলব বলে ভাবছি।

বলে ফেলো।

তুই আবার রাগই করিস কি-না সেটাই আমার ভয়।

শুধু শুধু রাগ করব কেন?

বিরক্তও হতে পারিস।

যা বলতে চাচ্ছ চট করে বলে ফেলো।

জাহানারা এতক্ষণ পা ঝুলিয়ে খাটে বসেছিলেন, এখন পা তুলে বসলেন। শুভ্র হাসি হাসি মুখে মা'র দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখের ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে সে জানে মা কোন প্রসঙ্গে কথা বলবেন।

বিনুর বিয়ে ঠিক হয়েছে জানিস না-কি?

না জানি না।

আমিও জানতাম না। অথচ বিয়ে সব ঠিকঠাক। শ্রাবণ মাসে বিয়ে। ছেলে স্কুল টিচার। ছেলের গ্রামের বাড়িতেই স্কুল। ছেলের জমিজমা আছে। মনে হয় বেশ অবস্থাসম্পন্ন।

ভালো তো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা শুভ্রর দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, সব ঘটেছে আমার নাকের ডগার সামনে। অথচ আমি কিছুই জানতে পারি নি।

তোমার এত বুদ্ধি কোনো কাজে এলো না?

আমার এত বুদ্ধি মানে? ঠাট্টা করছিস?

মোটেই ঠাট্টা করছি না। আমার ধারণা তোমার অনেক বুদ্ধি। যে নিজেকে যত বেশি আড়াল করে রাখতে পারে তার তত বেশি বুদ্ধি। তুমি শুধু যে নিজেকে আড়াল করে রাখো তাই না, আমাকেও আড়াল করে রাখো। কাজেই তোমার ডাবল বুদ্ধি।

তুই তোর জ্ঞানের কথাগুলি বন্ধ কর।

বন্ধ করলাম।

শুভ্র আবার চোখ থেকে চশমা খুলেছে। জাহানারা বিরক্ত মুখে ছেলের কাণ্ড দেখছেন। বিনুর ব্যাপার নিয়ে ছেলের সঙ্গে মজা করে কিছু কথা বলবেন ভেবেছিলেন, মনে হচ্ছে শুভ্রর তেমন উৎসাহ নেই। গল্প ঠিকমত শুরু হলে ছেলের উৎসাহ তৈরি হতে পারে। জাহানারা আবারো গল্প শুরু করলেন−

বুঝলি শুভ, আমি তো বিনু মেয়েটাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। যে ছেলেটার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা ফাইনাল হয়েছে সেই ছেলে এই বাসায় এসেছে মেয়ে দেখার জন্যে। বিনু তাকে চা বানিয়ে দিয়েছে। বোম্বাই টোস্ট বানিয়ে দিয়েছে। অথচ আমি কিছুই জানি না। মেয়ে আমাকে কিছুই বলে নি।

তুমি জানলে কীভাবে?

মেয়ের বাবার চিঠিতে সব জানলাম। ইন্টারেস্টিং চিঠি। পড়বি?

শুভ্র কিছুক্ষণ মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে বলল, দাও চিঠি পড়ে দেখি।

জাহানারা বললেন, চিঠি কি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি? আমার ড্রয়ারে আছে। ড্রয়ার থেকে অনতে হবে

শুভ্র বলল, চিঠি তোমার সঙ্গেই আছে মা। আমাকে চিঠিটা পড়াবার জন্যেই তুমি এখন এসেছ। চিঠি তোমার আঁচলে বাঁধা।

শুভ্র মিটিমিটি হাসছে। জাহানারা খুবই বিব্রত বোধ করছেন। ছেলের হাতে ধরা পড়া লজ্জার ব্যাপার। এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার উপায় দ্রুত খুঁজে বের করতে হবে। মাথায় কিছু আসছে না। জাহানারা হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বললেন, ঠিকই তো, চিঠিটা পড়ে যে আঁচলে বেঁধে ছিলাম ভুলেই গেছি। নে পড়ে দেখ।

জাহানারা তীব্র দৃষ্টিতে ছেলেকে দেখছেন। চিঠি পড়তে পড়তে ছেলের মুখের ভাবে কিছু পরিবর্তন হবে বলে তিনি আশা করছেন। এই পরিবর্তনগুলি তিনি দেখতে চান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি সম্মানীয়া

ভাবী সাহেবা,

আসসালাম। পর সমাচার আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশল। আপনাকে একটি আনন্দ সংবাদ দিবার জন্যে আমি অধম হাতে কলম নিয়াছি। যদিও উচিত ছিল নিজে আসিয়া আপনাকে কদমবুসির মাধ্যমে সংবাদ দেয়া। বাত ব্যাধির প্রবল সংক্রমণের কারণে তাহা না পারিয়া বড়ই মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতেছি।

এক্ষণে আনন্দ সংবাদটি বলি– আমার বড় কন্যা বিনুর বিবাহ ইনশাল্লাহ ঠিক হইয়াছে। পাত্র স্কুল শিক্ষক, সদ্বংশজাত। পিতামাতার এক সন্তান। আল্লাহপাকের অনুগ্রহে তাহার বিষয়-সম্পত্তি ভালো। স্কুল শিক্ষকতা না করিলেও তাহার দুই বেলা শাকান্ন খাইবার সামর্থ্য আছে। ছেলে দেখতেও মাশাল্লাহ খারাপ না।

জনাব মোতাহার হোসেন ভাই সাহেবকে আনন্দ সংবাদটি দিতে পারিলাম না ইহা আমার জন্য অতিব বেদনাদায়ক। কারণ উনি একবার আমাকে খবর দিয়া অফিসে নিয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় আমি কন্যার বিবাহ নিয়া খুব পেরেসানির মধ্যে ছিলাম। ভাই সাহেব চা-পান দিয়া আমাকে বিশেষ রকম যত্ন করিবার পর বলিলেন– বিনুর বিবাহ নিয়া তুমি চিন্তা করিও না। তোমার কন্যার বিবাহের দায়িত্ব আমার। আমি তার অতি ভালো বিবাহ দিব। ছেলে তোমার এবং তোমার কন্যার পছন্দ হবে।

আজ বড়ই আফসোস উনি জীবিত নাই। সবই আল্লাহপাকের বিধান এবং উনার হিসাব যাহা আমরা অতি ক্ষুদ্র মানুষ বুঝিতে পারি না। কারণ উনার বিধান এবং হিসাব বোঝা অতি জটিল।

যাহা হউক ভাবী সাহেবা, আপনি আমার মেয়েটিকে একটু খাস দিলে দোয়া করিবেন। কিন্তু সর্বদাই আপনার কথা বলে। সে আপনার কথা যত বলে নিজ মাতার কথাও তত বলে কি-না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

ভাবী শুভ্রকে আমার আন্তরিক দোয়া এবং স্নেহাশীষ দিবেন। শেষবার যখন তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে তখন তাহার মধুর ব্যবহারে বড়ই শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া সে বড়ই মনস্তাপে পতিত হইয়াছে। ইহাও অতিব আফসোসের বিষয়। আল্লাহপাকের সমস্ত কাজের পিছনে মঙ্গল থাকে। ইহা ভাবিয়াই শান্তি পাইতে হইবে।

ভাবী সাহেবা, পত্রের ভুলত্রুটি মার্জনীয়। বাবা শুভ্রকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি

আপনার স্নেহধন্য নাদান

হাবীবুর রহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র চিঠি শেষ করে মা'র দিকে তাকাল। জাহানারা বললেন, কিছু বলবি?

শুভ্র বলল, না, কী বলব? বিনু চা বানিয়ে দিয়েছে, বোম্বাই টোস্ট বানিয়েছে– এসব কথা তো চিঠিতে কিছু পেলাম না।

এই খবর আমি অন্য সোর্সে পেয়েছি। এখন তুই বল চিঠিটা পড়ে তোর কাছে খটকা লাগে নি?

উঁহু। খটকা লাগার মতো কিছু কী আছে?

অবশ্যই আছে। আমার তো ধারণা পুরো চিঠিতে বানিয়ে বানিয়ে অনেক মিথ্যা কথা বলা। বাপটা মেয়ের মতোই মিথ্যাবাদী।

আমার সে রকম মনে হচ্ছে না মা।

জাহানারা শীতল গলায় বললেন, চিঠিতে লেখা শেষবার যখন তোর সঙ্গে দেখা তখন তুই অনেক যত্নটত্ন করেছিস। মধুর ব্যবহার করেছিস। মধুর ব্যবহার করা তোর ধাতে নেই। মনে করে দেখ তো তুই কী করেছিলি? পিঠ চুলকে দিয়েছিস না মাথা মালিশ করেছিস?

শুভ্র মাথার চুল টানতে টানতে বলল, কী করেছি মনে পড়ছে না। হয়তো হাসি মুখে তাকিয়েছি। হয়তো বলেছি– আপনি কেমন আছেন। এতেই বেচারা মহাখুশি হয়েছে। কিছু মানুষ আছে খুব অল্পতে খুশি হয়।

তোর বাবা তাকে খাতির করে অফিসে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেল। বিতং করে বলল, মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে। এটা আরেকটা মিথ্যা না? লোকটা মারা গেছে এখন তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তা বলা যায়। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার উপায় নেই। তোর বাপ তো আর কবর থেকে উঠে এসে বলবে না– ইহা মিথ্যা।

মৃত একজন মানুষকে নিয়ে উনি শুধু শুধু মিথ্যা কথা কেনইবা বলবেন?

যার মিথ্যা বলার অভ্যাস সে মৃত মানুষ নিয়েও বলবে, জীবিত মানুষ নিয়েও বলবে।

শুভ্র বলল, আমার নিজের ধারণা ভদ্রলোক সত্যি কথাই বলেছেন। বাবা নিশ্চয়ই চাচ্ছিলেন বিনু মেয়েটার ভালো একটা বিয়ে দিতে।

কার সাথে বিয়ে দেবে? তোর বাবা কি কোলে পাত্র নিয়ে বসে ছিল?

শুভ্র হাসি মুখে বলল, একটা পাত্র বাবার হাতে অবশ্যই ছিল। আমি ছিলাম। আমি মোটামুটি নিশ্চিত বাবা বিনু মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন।

জাহানারা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুভ্র এত সহজে এমন ভয়ঙ্কর একটা কথা বলে ফেলতে পারে এটা তাঁর ধারণার মধ্যেই নেই। তাঁর মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো তিনি ভালোমত নিঃশ্বাসও নিতে পারছেন না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, শুভ্র তুই এমন উদ্ভট কথা কী করে বললি?

শুভ্র বলল, মা আমি যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভট একটা ছেলে। যে কথাটা তোমার কাছে খুব উদ্ভট মনে হয়েছে তার চেয়ে অনেক উদ্ভট কথা আমি মাথায় নিয়ে ঘুরি। অন্য কেউ তাতে খুব কষ্ট পেত, আমি তেমন কষ্টও পাই না।

জাহানারা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তুই কী কথা মাথায় নিয়ে ঘুরিস?

আরেক দিন বলব মা। আজ থাক।

না আজই বল। এখুনি বল।

উঁহু আজ বলব না। আজ তুমি খুবই রেগে গেছ। তোমার রাগ আজ আর বাড়াব না। কফি খেতে ইচ্ছা করছে। কফি খাবার ব্যবস্থা করো তো মা।

জাহানারা যেমন বসে ছিলেন তেমনই বসে রইলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন– এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন না। শুভ্র বলল, মা শোনো আমি যা বলি খুব চিন্তা-ভাবনা করে বলি। একটা কিছু আমার মনে এলো আর আমি হুট করে বলে ফেললাম তা কিন্তু কখনো হয় না। আমার ধারণা আমি আমার এই অভ্যাস পেয়েছি বাবার কাছ থেকে। বাবাও খুব চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাঁকে দেখে তা মনে হতো না। তিনি যে বিনুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার সলিড গ্রাউন্ড ছিল। সে সম্পর্কে জানতে চাও?

জাহানারা বললেন, না, জানতে চাই না। এক সংসারে এতগুলি জ্ঞানী হবার দরকার নেই। তুই জ্ঞানী হয়েছিস, মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর হয়েছিস– এই যথেষ্ট।

শুভ্র বলল, বাবা কী কারণে ভদ্রলোককে তার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন এটা তুমি শুনলে তোমার রাগ একটু কমবে।

আমার রাগ কমানোর জন্যে তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এমন কেউ না। আমার রাগে কারো কোনো ক্ষতি হবে না।

শুভ্র মা'কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজের মনের কথা বলে যেতে লাগল। জাহানারা খুব চেষ্টা করলেন ছেলে কী বলছে না বলছে সেদিকে নজর না দিতে। তা পারলেন না। তাঁকে ছেলের কথা খুব মন দিয়ে শুনতে হলো।

শুভ্র বলছে– বুঝলে মা, বাবা ছিলেন দারুণ চিন্তাশীল মানুষ। যে কোনো সমস্যা তিনি নানা দিক দিয়ে ভেবে একটা সমাধানে আসতেন। এ ধরনের গুণ খুব কম মানুষের তাকে। পৃথিবীতে বড় বড় বিজ্ঞানী যারা ছিলেন তাঁদের সবারই এই গুণ ছিল। সমস্যাকে তাঁরা জটিল অঙ্ক মনে করতেন। তারপর শুরু হতো অঙ্কের সমাধান। অঙ্কের একটাই কিন্তু সমাধান। সেই সমাধানে নানানভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছানো যায়। বিজ্ঞানীরা প্রতিটি সমাধান পরীক্ষা করে দেখেন। বাবাও ছিলেন ঠিক তাদের মতো। বাবা দেখলেন, তার ছেলে শুভ্রর এমন একটি মেয়ে দরকার যে শুভ্রর ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাবে না। শুভ্রর বাবা কী ছিলেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। পৈত্রিক সূত্রে শুভ্র কী পেল তা নিয়ে চিন্তিত হবে না। মেয়েটির সমগ্র চেহারায় শুধু মানুষ শুভ্র থাকবে। আর কিছু থাকবে না। সে হবে শুভ্রর ছায়া, শুভ্রর সঙ্গে থাকতে পারার আনন্দেই সে আনন্দিত হবে। বাবা আমার ব্যাপারে কোনো রিস্ক নিতে রাজি হন নি। বিনু হচ্ছে এমন একটি মেয়ে যাকে নিয়ে কোনো রিস্ক নেই।

জাহানারা বললেন, তুই তোর বাবাকে পুরোপুরি বুঝে ফেলেছিস?

শুভ্র বলল, না। উনি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত জটিল। এত সহজে তাঁকে বোঝা যাবে না। তবে আমি চেষ্টা করছি। মা তুমি শুনো হয়তো খুশি হবে আমি আগামী সপ্তাহ থেকে বাবার অফিসে নিয়মিত বসব বলে ঠিক করেছি।

জাহানারা ছেলেকে দেখছেন। এই তো মোটা কাচের চশমা পরা ছেলে। মাথাভর্তি চুল। সেই চুল হাওয়ায় উড়ছে। অনেক দূরে বসেও তিনি ছেলের গায়ের গন্ধ পাচ্ছেন অথচ ছেলেকে চিনতে পারছেন না। নিজের ছেলে তাঁর কাছে অচেনা হয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

কতদিন পর বাবার অফিসে এসেছে তা শুভ্র মনে করতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে অনেক দিন পর এসেছে। ছোটবেলায় প্রায়ই আসত। খুব বুড়ো এক ভদ্রলোক তাকে রিকশা করে স্কুল থেকে অফিসে নিয়ে আসতেন। তিনি কড়া গন্ধওয়ালা জর্দা খেতেন। জর্দার গন্ধে শুভ্রর মাথা ধরে যেত। আবার গন্ধটা ভালোও লাগত। অতিরিক্ত জর্দা এবং অতিরিক্ত পান খাওয়ার জন্যে ভদ্রলোকের জিহ্বা মোটা হয়ে গিয়েছিল। তিনি শুভ্র বলতে পারতেন না। শুভ্রকে বলতেন– 'শুবরু'।

রিকশায় আসার সারা পথ তিনি 'শুবরু'র সঙ্গে গল্প করতেন। হাতটাত নেড়ে গল্প। যেন শ্রোতা শুধু শুভ্র একা না, আরো অনেকে। অধিকাংশ গল্পই ধর্ম বিষয়ক।

বুঝলা শুবরু, দুই ফিরিস্তা ছিল নাম হারুত আর মারুত। দুইজনেই ছিল বড় পবিত্র।

পবিত্র কী?

পবিত্র বুঝলা না? যেটা নোংরা ময়লা সেই অপবিত্র, যেটা পরিষ্কার সেটা পবিত্র। এই যে তুমি সুন্দর জামা-কাপড় পরে রিকশায় বসে আছ তুমি পবিত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি যদি রিকশায় না বসে নর্দমায় দূষিত পানিতে বসে থাকতা তুমি হইতা অপবিত্র।

দূষিত পানি কী?

দূষিত পানি হইল অপবিত্র পানি। পবিত্র পানি হইল টলটলা পানি।

টলটলা পানি কী?

টলটলা পানি হইল...

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ধৈর্য ছিল সীমাহীন। তিনি ব্যাখ্যা করতে করতে গল্প নিয়ে এগুতেন। শুভ্র তাঁকে কখনোই বিরক্ত হতে দেখে নি। ধৈর্যহারা হতে দেখে নি। ভদ্রলোক তাকে অফিসে এনে চেয়ারে বসাতেন। রিকশা থেকে নামিয়ে চেয়ারে বসানো কাজটা করতে তাঁর কষ্ট হতো কারণ শুভ্রকে তিনি কোল থেকে নামাতেন না। শুভ্র যতই বলত আমি হেঁটে যেতে পারব তিনি বলতেন, অবশ্যই পারবা, কেন পারবা না? তুমি যেমন হেঁটে যেতে পারবা আমিও তেমন কোলে করে নিতে পারব।

শৈশবে শুভ্রকে প্রায়ই সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবার অফিসে থাকতে হতো। জাহানারা বেশিরভাগ সময় খুবই অসুস্থ থাকতেন। কোনো একটা অপারেশন হয়েছে যে কারণে হাসপাতালে, কিংবা অপারেশন ছাড়াই হাসপাতালে। মোতাহার সাহেবের হাসপাতাল ভীতি ছিল। তিনি কিছুতেই ছেলেকে হাসপাতালে পাঠাতেন না। হাসপাতাল কাউকে একবার ছুঁয়ে দিলে তাকে বারবার হাসপাতালে যেতে হয়। মোতাহার সাহেব এই তথ্য মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

অফিস ঘরে বসে থাকতে শুভ্রর খুব খারাপ লাগত না। বৃদ্ধ ভদ্রলোক নানানভাবে শুভ্রকে ব্যস্ত রাখতেন। বেশিরভাগই গল্প বলে–

বুঝলা শুবরু সইন্ধ্যাকালে আসমানে যে তারা দেখা যায় তার নাম জানো?

ইভিনিং স্টার?

হয়েছে। বাংলায় বলে শুকতারা। আরবিতে বলে– আয জোহ্‌রা। আসলে এটা তারা না।

এটা কী?

আয জোহ্‌রা হলো এক আরব রমণী। সে মস্ত বড় একটা পাপ করেছিল বলে তাকে তারা বানায়ে আকাশে ঝুলায়ে দেয়া হয়েছে। তার জন্যে শাস্তি।

কে ঝুলায়েছে?

কে আবার? আল্লাহ্‌পাক ঝুলায়েছেন। রোজ হাশর পর্যন্ত তাকে এইভাবে ঝুলে থাকতে হবে।

রোজ হাশর কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোজ হাশর হলো মহাবিচারের দিন।

মহাবিচার কী?

মহাবিচার হলো আল্লাহপাকের বিচার... উনার বিচারকে ভয় পাবার কিছু নাই। উনি দয়ালু বিচারক। অপরাধ করলেও উনি ক্ষমা দিয়ে দেন। সবাই তাঁর কাছে মাফ পায়। নামেই তিনি বিচারক, আসলে তিনি ক্ষমারক।

ক্ষমারক কী?

যিনি ক্ষমা করেন তিনিই ক্ষমারক।

বৃদ্ধ শুভ্রর সকল প্রশ্নের জবাবই হয়তো দিতেন, কিন্তু তিনি এক বর্ষাকালে অসুখে পড়ে গেলেন। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল সর্দি জ্বর। বৃষ্টি পানি বৃদ্ধদের সহ্য করে না। বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছে। পরে দেখা গেল ব্যাপার তার চেয়েও জটিল। এক সময় ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন ক্যানসার। বৃদ্ধ মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। এবং তিনটি জিনিসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন–

মৃত্যু
জর্দা ভর্তি পান
এবং শুভ্র

জর্দা দিয়ে পান তাঁর জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন শেষ সময়ে দয়াপরবশ হয়ে কেউ হয়তো মুঠো ভর্তি জর্দা দিয়ে এক খিলি পান বানিয়ে তাকে দেবে। শুভ্রকে তাঁর কাছে আসতে দেয়া হবে না, এটা কখনো ভাবেন নি। দিনের পর দিন তিনি খবর পাঠাতেন– পাঁচ মিনিটের জন্যে কি শুভ্রকে তার কাছে পাঠানো যায়। মাত্র পাঁচ মিনিট তিনি ছেলেটার সঙ্গে দুটা কথা বলবেন। এর বেশি কিছু না।

জাহানারা ক্যানসার রোগীর কাছে ছেলেকে পাঠানোর চিন্তা এক সেকেন্ডের জন্যেও মনে স্থান দিলেন না। অবোধ শিশু মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ দেখে ভয় পাবে। কী দরকার? শৈশবের ভয় চিরস্থায়ী হয়ে যায়। মানুষের মনে নানান ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। জটিলতার ভেতর দিয়ে যাবার কোনো দরকার নেই।

শুভ্র জানতেও পারল না মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধ কী গভীর মমতা নিয়েই না তার জন্যে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করেছে।

শুভ্র আজ অফিসে আসবে এই খবরটা অফিসের সবাই জানে। ঝাড়ুদার সকালবেলা একবার অফিসে ঝাড়ু দিয়েছিল। এগারোটার দিকে আবার অফিস ঝাড়ু দিয়ে ফেলল। মোতাহার সাহেবের খাস কামরা শুধু যে ঝাঁট দেয়া হয়েছে তাই না, পুরো এক কৌটা এয়ার ফ্রেশনার ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। জানালা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজায় নতুন পর্দা লাগানো হয়েছে। বড় বড় ফুল তোলা রঙিন পর্দা। অফিসের কর্মচারীরাও আজ একটু ফিটফাট হয়ে এসেছে। আজ একটা বিশেষ দিন। অফিসের মালিকানা বদল হচ্ছে। ছোট সাহেব অফিসে বসবেন। কে জানে আগের চেয়ে সব কিছু হয়তো অনেক ভালোভাবে চলবে। অন্তত আশা করতে তো দোষের কিছু নেই।

মোতাহার সাহেবের ঘরে শুভ্র বসেছে। এসি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এসিতে গ্যাস নেই বলে শোঁ শোঁ শব্দই হচ্ছে, ঘর ঠাণ্ডা হচ্ছে না। শুভ্রর সামনে খালি একটা গ্লাস। গ্লাসের পাশে মিনারেল ওয়াটারের বোতল। বোতলটা ফ্রিজ থেকে বের করা হয়েছে। বোতলের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমছে। দেখতে ভালো লাগছে। শুভ্র এমনভাবে বোতলের দিকে তাকিয়ে আছে যেন বোতলের গায়ে পানি জমার অপূর্ব দৃশ্য সে অনেকদিন দেখে নি।

শুভ্রর সামনে ম্যানেজার ছালেহ উদ্দিন বসেছেন। তাঁর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। শুভ্র ক'দিন থেকেই ম্যানেজারের দুশ্চিন্তা লক্ষ করছে। কিছু জিজ্ঞেস করে নি। ছালেহ উদ্দিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ছোট বাবু চা বা কফি খাবে?

শুভ্র পানির বোতল থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বলল, না।

অফিসের সবাইকে ডাকি। সবার সঙ্গে কথা বলো।

কথা বলার দরকার কী?

দরকার আছে। সবাই অপেক্ষা করে আছে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

আপনাকে এত চিন্তিত লাগছে কেন?

চিন্তার অনেক কারণ আছে।

কারণগুলি বলুন শুনি।

অনেক টাকা বাইরে। আদায় বন্ধ।

কেন?

বড় সাহেব মারা গেছেন, সবাই ভাবছে ব্যবসা শেষ।

বাবার কী কী ব্যবসা ছিল?

ইটের ভাটা আছে, আর ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা কিছুদিন করেছেন। এখন বন্ধ। চারটা ট্রাক ছিল, তিনটা স্যার থাকতেই বিক্রি হয়ে গেছে। কনস্ট্রাকশানের ব্যবসা মাঝে করেছেন। স্যারের ব্যবসাবুদ্ধি ভালো ছিল না। স্যারের একটা ব্যাপার ছিল লোকজন পছন্দ করতেন। তিনি থাকতেন নিজের মতো কিন্তু চাইতেন অনেক লোকজন আশেপাশে থাকবে। রোজ ন'টার আগে অফিসে আসতেন থাকতেন সন্ধ্যা পর্যন্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ কী করতেন? আমি যে চেয়ারে বসে আছি সেই চেয়ারে বসে থাকতেন?

চেয়ারে বসে থাকতেন। বিছানায় শুয়ে থাকতেন। তিনি ঝামেলা পছন্দ করতেন না।

শুভ্র পানির বোতল খুলে গ্লাসে পানি ঢালল। তার পানি তৃষ্ণা হয় নি কিন্তু ভরা পানির বোতল দেখে এক চুমুক পানি খেতে ইচ্ছা করছে।

ম্যানেজার সাহেব!

বলো, কী বলবা।

ছোটবেলায় আমি প্রায় এই অফিসে আসতাম।

জানি।

বুড়ো এক ভদ্রলোক আমাকে স্কুল থেকে অফিসে নিয়ে আসতেন। ভদ্রলোক খুব জর্দা খেতেন। আপনি কি ঐ বুড়ো ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছু জানেন?

না।

বাবার অফিসেই চাকরি করতেন। অফিসের পুরনো কর্মচারীরা হয়তো জানবে। কিংবা অফিসে রেকর্ডপত্রও থাকতে পারে। একটু খোঁজ করে দেখবেন? আজই দেখবেন।

কারণটা কী?

কোনো কারণ নেই, এম্নি খোঁজ করা।

ও আচ্ছা।

বাবার অফিসে অনেক দিনের পুরনো কর্মচারী কারা আছেন?

কেউ নেই। স্যারের একটা স্বভাব হলো বেশিদিন কাউকে চাকরিতে রাখতেন না। স্যার বেঁচে থাকলে আমার চাকরিও থাকত না।

বাবার মৃত্যু তাহলে আপনার জন্যে ভালোই হয়েছে।

ছিঃ ছিঃ এইসব কী বলো?

আমি ঠাট্টা করছি। আপনি এখন ঘর থেকে যান। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকব। দুপুরে আমি অফিসেই খাব।

ব্যাংকের হিসাবপত্র দেখবে বলেছিলে, ক্যাশিয়ারকে আসতে বলব?

না। দুপুরের পর।

আচ্ছা। দুপুরে কী খাবে?

বাবা কী খেতেন?

স্যার তো দুপুরে কিছু খেতেন না। কয়েক টুকরা পেঁপে, একটা টোস্ট বিসকিট, এক কাপ চা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও তাই খাব। বাবার জীবনধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখব।

আচ্ছা।

শুভ্র চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ম্যানেজার সাহেব, আমি আরেকটা ব্যাপার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি– বাবা কি কোনো নেশা করতেন?

না।

শুভ্র বলল, আমার ধারণা করতেন। মদের নেশার কথা বলছি না, তার চেয়েও খারাপ কোনো নেশা। যেমন ধরুন আফিং। তিনি কি মাঝে মধ্যে আফিং খেতেন?

ম্যানেজার নিচু গলায় বলল, আমি জানি না।

অফিসের সবাইকে নিয়ে বিকেলের দিকে বসব। চা খাব। সব মিলিয়ে আপনারা কত জন?

পনেরো-বিশ জন হবে।

সবাইকে ডাকবেন। কেউ যেন বাদ না পড়ে।

আচ্ছা। ওসি সাহেবকে আসতে বলে দিয়েছি, উনি দুপুরের দিকে আসবেন।

ওসি সাহেবকে কেন?

থানাওয়ালা ছাড়া আমাদের গতি নাই। উনাদের সাথে আমাদের মাসিক বন্দোবস্ত আছে।

তাদের কী পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়?

ভালোই দেয়া হয়।

টাকা-পয়সার লেনদেন কে করে? ক্যাশিয়ার সাহেব না আপনি?

আমি। পুলিশের আরো বড় অফিসার যারা আছে ওদের সাথে সড় সাহেব লেনদেন করতেন। এখন তুমি করবা। তুমি করতে না চাইলে আমি তো আছিই।

বড় অফিসাররাও এর মধ্যে আছে?

আছে। আমাদের যোগাযোগ কনস্টেবল থেকে শুরু করে এক্কেবারে মাথা পর্যন্ত।

ভালো তো। লেজ থেকে মাথা।

নারকোটিসওয়ালাদের টাকা খাওয়াতে হয়। বলতে গেলে টাকার খেলা।

ভালো।

পলিটিক্যাল পার্টিকে টাকা দেই। মাস্তান আছে কিছু। এরা অবশ্যি আমাদের নিজেদের।

আমাদের নিজেদের মানে?

আমাদের ব্যবসার যা ধাত এতে মাস্তান পুষতে হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত জন আছে?

আছে কিছু।

সংখ্যাটা কত?

আট-নয় জন হবে। কমও হতে পারে।

সঠিক সংখ্যা বলতে পারবেন না?

না। লিডারের উপর নির্ভর। আমরা লিডার রেখে দেই সে তার দল চালায়। দলে কত জন থাকবে না থাকবে এটা তার ব্যাপার।

আমাদের যে লিডার তার নাম কী?

চায়না ভাই।

কী ভাই?

চায়না ভাই। ডাবল মার্ডারের আসামি। থানায় তার নামে এগারোটা মামলা আছে। খুনের মামলা তিনটা।

আমাদের দলের লিডার হলো খুনের মামলার পলাতক আসামি!

হুঁ।

পুলিশ তাকে ধরছে না?

ধরবে কী ভাবে? পুলিশও তো আমাদের। চায়না ভাইয়ের বাড়িতে মাঝে মধ্যে পুলিশ রেড হয়। পুলিশ আগেভাগে আমাদের খবর দিয়ে রাখে। কোনো অসুবিধা হয় না।

ভয়ঙ্কর একজন ফেরারি আসামিকে দলের লিডার বানাতে হলো?

যে রকম দল সে রকম লিডার। তবলিগ জামাতের লিডার দিয়ে তো আর মাস্তানদের দল চালানো যায় না? নৌকা যেমন মাঝিও লাগে সে রকম। পানসি নৌকার একরকম মাঝি। দৌড়ের নৌকার আরেক রকম মাঝি। চায়না ভাই অফিসে এসেছে। তুমি কথা বলবে?

হ্যাঁ কথা বলব।

এখন কথা বলবে? না পরে পাঠাব?

এখনই বলব।

তোমাকে আরেকটা কথা বলা হয় নাই। আমরা নতুন একটা মেয়ে খরিদ করেছি। পঁচিশ হাজার টাকায় খরিদ করেছি।

তার মানে?

আমাদের যে ব্যবসা তাতে সব সময় নতুন মুখ লাগে। মেয়েটা খুবই সুন্দরী। বয়স পনেরো-ষোল। ফরিদপুরের মেয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন তাহলে আমাদের মেয়ের সংখ্যা তিপ্পান্ন?

জি।

চায়না ভাই ঘরে ঢুকে শুভ্রর পায়ের উপর উপুড় হয়ে গেল। শুভ্র কিছু বোঝার আগেই সে শুভ্রর দু'পায়ের পাতায় চুমু খেয়ে ফেলল। শুভ্র পা সরিয়ে নিল না। যদিও আঁৎকে উঠে পা সরিয়ে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক রিফ্লেক্স একশান।

শুভ্র শান্ত গলায় বলল, কেমন আছ চায়না?

চায়না মাথা নিচু করে বলল, ছোট সাহেবের দোয়া।

শুভ্র বলল, মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলবে না। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলো। আমি চোখের উপর চোখ না রাখলে কথা বলতে পারি না।

চায়না তাকাল। স্বাভাবিক মানুষের চোখ। কোনো বিশেষত্ব নেই, কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। চেহারাও সাধারণ। রোগা, লম্বা। শুধু গলাটা অস্বাভাবিক লম্বা। গায়ের রঙ ফর্সা। রোদে পুড়ে রঙ জ্বলে গেছে। গায়ে খয়েরি রঙের গেঞ্জি। পরনে ঢোলা প্যান্ট। পায়ে কাপড়ের জুতা। জুতা জোড়া মনে হচ্ছে আজই কেনা হয়েছে। ঝকঝক করছে।

চায়না তোমার বয়স কত?

হিসাব নাই। চল্লিশ হতে পারে। আবার বেশিও হইতে পারে।

বিয়ে করেছ?

জি।

ছেলেমেয়ে আছে?

একটা মেয়ে।

মেয়ের নাম কী?

জরিনা বেগম।

জরিনা বেগমের বয়স কত?

হিসাব নাই। এগারো-বারো বছর হইব।

তোমার ভালো নামটা কী?

ভালো নাম ফজলু। এই নামে কেউ চিনে না। সবাই আমারে চায়না ভাই নামে জানে।

নামের পেছনে ভাই কেন?

আমারে খাতির কইরা ভাই ভাই ডাকত। এই ভাই ভাই ডাক থাইক্যা আমি হইলাম চায়না ভাই।

চায়না নামটা কী চীন থেকে এসেছ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জে না। বাপ মা চায় না, এই থাইক্যা চায়না।

সবাই এখন চায়না ভাই ডাকে?

জি।

জরিনাও কি তোমাকে চায়না ভাই ডাকে?

জরিনা কে?

জরিনা হচ্ছে তোমার মেয়ে। জরিনা বেগম যার বয়স দশ-এগারো।

চায়না কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ সব দাঁত বের করে হেসে ফেলল। ছোট সাহেবের সামনে বেয়াদবি হচ্ছে। সে হাসি সামলাবার চেষ্টা করল। পারল না। হাসির মধ্যেই বলল– ছোট সাহেব এক্কেবারে আসল জায়গায় হাত দিছেন। জরিনাও আমারে চায়না ভাই ডাকে। একদিন দিলাম ধমক। বললাম, বাপরে ভাই ডাকছ? এমন আছাড় দিব। মেয়ে খলবলাইয়া হাসে। এই একজনরে দেখলাম আমারে ভয় পায় না।

আর সবাই ভয় পায়?

জি পায়।

আমার বাবা কি ভয় পেতেন?

বললে বেয়াদবি হবে। কিন্তু সত্য কথা হইল উনি ভয় পাইতেন।

আমি আমি কি তোমাকে ভয় পাচ্ছি?

জি না।

কেন ভয় পাচ্ছি না সেটা বলতে পারবে?

যে নিজেরে ভয় পায় সে অন্যেরে ভয় পায়। যে নিজেরে ভয় পায় না, সে কারোরেই ভয় পায় না।

আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও। চায়না শোনো আমার পায়ের পাতায় আর কখনো চুমু খাবে না। আমার ভালো লাগে না।

কদমবুসি করি?

করো।

চায়না ভাই শুভ্রকে কদমবুসি করে বের হয়ে গেল। তাকে উৎফুল্ল এবং আনন্দিত মনে হলো। নতুন মালিক তার পছন্দ হয়েছে। বেশ পছন্দ হয়েছে।

শুভ্র সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসের কাগজপত্র দেখল। পুরনো ফাইল ঘাঁটল। ক্যাশিয়ারের সঙ্গে কয়েক দফা বসল। এর মধ্যে লালবাগ থানার ওসি সাহেব এসেছিলেন। [খালি হাতে আসেন নি, ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছিলেন], তাঁর সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করল। টেলিফোনে কথা হলো ওয়ার্ড কমিশনার সাহেবের সঙ্গে [হাজি সুরত আলী]। ওয়ার্ড কমিশনার আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন– আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার পিতা অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের আপনার মানুষ। আপনিও আমাদের নিজের লোক। সুখে-শান্তিতে বাস করতে হলে মিল-মুহব্বতটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইনশাল্লাহ মিল-মুহব্বতের সঙ্গে আমরা কাজ করব। আপনি আমারে দেখবেন। আমি দেখব আপনারে। এবং আমাদের দুইজনরে দেখবেন আল্লাহপাক। যিনি দিন দুনিয়ার মালিক। ভদ্রলোক টেলিফোন কাঁপিয়ে হাসলেন। শুভ্রও তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসল।

সন্ধ্যার পর শুভ্র ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাল। ছালেহ ঘরে ঢুকে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কোন সকালে এসেছ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন বাসায় যাও।

শুভ্র বলল, যাচ্ছি। যাবার আগে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলে যাই। আপনি বসুন।

মাগরেবের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। যা বলার তাড়াতাড়ি বলো।

কথা অল্পই বলব আপনার নামাজের ওয়াক্ত থাকবে। দাঁড়িয়ে থাকবেন না। বসুন।

ছালেহ বসল। শুভ্র শান্ত গলায় বলল, আপনাকে আমি বলেছিলাম ময়না পাখির খাঁচাটা আসমানীকে ফেরত দিতে। আপনি ফেরত দেন নাই।

কোনো প্রয়োজন নাই।

প্রয়োজন আছে কি-না সেটা বড় কথা না। বড় কথা হলো আপনাকে যে কাজটা করতে বলা হয়েছে সেই কাজটা আপনি করেন নি।

কিছু কাজকর্ম আছে নিজের বিবেচনায় করতে হয়।

এই অফিসে কাজ করত একজন বুড়ো লোকের খোঁজ বের করতে বলেছিলাম। সেটি করেছেন?

আজই তো বললা। এত তাড়াহুড়ার কী আছে?

যাই হোক আমি ভদ্রলোকের ঠিকানা খুঁজে বের করেছি। আপনি অফিসে সারাদিন বসেই ছিলেন, এর মধ্যে কাজটা করে ফেলা যেত।

আমার কাজকর্ম কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

আপনি বাবার পুরনো কর্মচারী এবং অত্যন্ত বিশ্বাসী। ব্যবসা খুব ভালো বুঝেন। কিন্তু আপনার কাজকর্ম আমার পছন্দ না। আপনাকে আমি অফিসে রাখব না। অনেকগুলি কারণে রাখব না, তার মধ্যে একটা তুচ্ছ কারণও আছে। তুচ্ছ কারণটা হলো আপনি ছোটবেলা থেকে আমাকে দেখেছেন। তখন তুমি তুমি করে বলতেন। এখনো বলেন। কোনো কর্মচারী মালিককে তুমি করে বললে অন্যদের ওপর তার প্রভাব পড়ে। পড়ে না?

পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনকে বরখাস্ত করার আরেকটা কারণ বলি। এই কারণটা তুচ্ছ না, বড় কারণ। কারণটা মন দিয়ে শুনুন– আপনি অফিসের খুবই ক্ষমতাবান একজন মানুষ। এই অফিসে আমাকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলে ক্ষমতাধর একজনকে তাৎক্ষণিকভাবে সরাতে হবে। তবেই বাকি সবাই ধাক্কার মতো খাবে। আমার কথাগুলি কি বুঝতে পারছেন?

পারতেছি।

না পারার কোনোই কারণ নেই। অংকটা জটিল না। সহজ অংক। শুধুই যোগ- বিয়োগ। আপনার মতো বুদ্ধিমান একজন মানুষ সহজ যোগ-বিয়োগ জানবেন না তা হয় না। আচ্ছা যান আপনার নামাজের সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

আমার তাহলে চাকরি নাই?

না।

এই মাসটা তো আমি থাকব?

না থাকবেন না। মাগরেবের নামাজ পর্যন্ত আপনার চাকরি। নামাজের পর চাকরি নেই।

ছোট বাবু তুমি ভুল করতেছ।

হয়তো করছি। শুদ্ধ করে করে কিছু শেখা যায় না। আমাকে শিখতে হবে ভুল করতে করতে। যত বড় ভুল করব তত বেশি শিখব। আচ্ছা আপনি এখন যান।

তুমি কি আছ কিছুক্ষণ, না বাসায় চলে যাবে?

বাসায় এখন যাব না। আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে। আর্কিটেক্ট আখলাক সাহেব আমাকে দাওয়াত করেছেন। সেখানে যাব। সেখান থেকে বাসায় ফিরব।

বন্ধুর বাসায় কখন যাবে?

এখনই যাব।

একটু দেরি করে যাও। তোমাকে খুবই জরুরি কিছু কথা বলা দরকার। আমাদের যে ব্যবসা সেখানে নানান রকম গ্রুপিং আছে। এগুলি জানা না থাকলে খুব সমস্যা। আমি এমন অনেক কিছু জানি যা বড় সাহেবও জানতেন না।

একটা বিষয় কর্মচারী জানবে অথচ মালিক জানবে না এটা তো ঠিক না।

তোমার বাবা ছিলেন এক রকম মানুষ, তুমি অন্য রকম। তোমার বিষয়ে ভিন্ন ব্যবস্থা হবে। তোমার এডমিনস্ট্রেশনে কর্মচারী যা জানবে মালিকও তাই জানবে।

না। আমার এডমিনস্ট্রেশনে তার মালিক কর্মচারীদের চেয়েও অনেক বেশি জানবে। আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যান। মাগরেবের ওয়াক্ত খুব অল্প সময়ের জন্যে থাকে। আপনার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছালেহ দাঁড়িয়ে আছেন। যাচ্ছেন না। শুভ্র বলল, কিছু বলবেন?

ছালেহ শান্ত গলায় বললেন, তুমি তোমার বাবার ব্যবসা ভালোই চালাবে।

শুভ্র বলল, থ্যাংক য়্যু।

আপনি একা থাকেন?

না। এই তো এখন আপনি আছেন। আপনাকে নিয়ে দু'জন।

আখলাক সাহেব হাসলেন। ভদ্রলোকের দাঁত সুন্দর। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মতো না হলেও সুন্দর। যারা খুব সিগারেট খায় তাদের দাঁত এত পরিষ্কার থাকে না। হলুদ ছোপ পড়ে– স্মোকারস টিথ। আখলাক সাহেব খুব সিগারেট খান। দশ মিনিটও হয় নি শুভ্র এ বাড়িতে এসেছে। এর মধ্যেই আখলাক সাহেব তিনটা সিগারেট শেষ করে চতুর্থ সিগারেট ধরাচ্ছেন। তাঁর দাঁত এত পরিষ্কার থাকার কথা না।

শুভ্র আমার বাড়িটা কেমন?

খুব সুন্দর।

আপনি যদি কখনো বাড়ি বানান তাহলে কি এরকম একটা বাড়ি বানাবেন?

না।

বাড়িটা যদি খুব সুন্দর হয়ে থাকে তাহলে এমন বাড়ি বানাবেন না কেন?

শুভ্র বলর, বাড়িটা অচেনা লাগছে।

আখলাক সাহেব বললেন, কিছুদিন বাস করলে কি চেনা লাগবে না?

না লাগবে না। যে বাড়ি প্রথমদিন অচেনা লাগে সেই বাড়ি শেষ দিনও অচেনা লাগে।

আখলাক সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সহজ গলায় বললেন, আপনার কথা ঠিক। পেতলের ঘণ্টায় আপনি বাড়ি দিলেন। একটা শব্দ হলো। প্রথম বাড়িতে যে শব্দটা হবে, শেষবাড়িতেও একই শব্দ হবে।

শুভ্র বলল, আমি কি অনেক আগে চলে এসেছি?

আখলাক সাহেব বললেন, না, আপনি ঠিক সময়মতই এসেছেন। আমি একেকজনকে একেক সময়ে আসতে বলেছি।

পার্টি শুরু হবে কখন?

পার্টি শুরু হয়ে গেছে। যেই মুহূর্তে আপনি কলিং বেলে হাত দিলেন, পার্টি শুরু হয়ে গেল। আপনাকে সবার আগে আসতে বলেছি কারণ আপনার সঙ্গে আমি বেশি সময় কাটাতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্টিতে কারা আসবেন?

অনেকেই আসবে। একজন দু'জন ছাড়া আপনি কউকে চেনেন বলে মনে হয় না। এটাই মজার। কেউ কাউকে চেনে না, আবার সবাই সবাইকে চেনে। আচ্ছা শুভ্র আপনি কি পাঁচ মিনিট এক একা বসে থাকতে পারবেন?

পারব।

আমি গত তিনদিন ধরে মেশকাত নামের একজনকে ধরার চেষ্টা করছি। তাকে পার্টিতে হাজির করতে পারলে দারুণ ব্যাপার হবে। মেশকাত ভবিষ্যৎ বলতে পারে। একটা মোবাইল নাম্বার কিছুক্ষণ আগে পেয়েছি, চেষ্টা করে দেখি। আপনি বরং কফি খান। কফি পটে কফি আছে। আমি বানিয়ে দেব?

না আমি বানিয়ে নেব। You take your time.

আখলাক সাহেব দোতলায় উঠে গেলেন। বাড়িটা ডুপ্লেক্স টাইপ। একতলা-দোতলা মিলিয়ে থাকার ব্যবস্থা। একতলায় রান্নাঘর এবং হলঘরের মতো বড় একটা বসার ঘর। বসার ঘর জাপানি কায়দায় সাজানো। সোফা নেই– কার্পেট এবং কার্পেটের নানান ধরনের বাহারি গদি। দেয়ালে কিছু পেইনটিং আছে– সবই জাপানি ছবি। চেরি ফুল ফুটেছে। জাপানি ললনা কিমানো পরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ছোট ছোট চোখে রাজ্যের বিস্ময়। পাতলা ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

বসার ঘরের সঙ্গেই খাবার ঘর। খাবার ঘরটা তুলনামূলকভাবে ছোট। ঘরের মাঝখানে বড় একটা ডাইনিং টেবিল। ডাইনিং টেবিলের সঙ্গে কোনো চেয়ার নেই। টেবিল ভর্তি স্নেকস জাতীয় খাবার, পটেটো চিপস, পনীর, শুকনো মাংস, নানান ধরনের ভাজাভুজি। ডাইনিং রুমের দেয়ালে দামি ফ্রেমে একটাই ছবি। যে কারণে চট করে ছবির দিকে চোখ যায়। ছবিটা জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবি। ডাস্টবিনে মানুষ এবং কুকুর একসঙ্গে খাবার খুঁজছে। খাবার ঘরে এ রকম একটা ছবি ঝুলিয়ে রাখার পেছনে আখলাক সাহেবের নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। ভদ্রলোক উদ্দেশ্যহীন কোনো কাজ করেন বলে মনে হয় না। কিংবা হয়তো উদ্দেশ্যহীনভাবেই সব কাজ করেন অথচ মনে হয় কাজটার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে।

বাড়িটা বেশ বড় হলেও লোকজন নেই। এপ্রন পরা একটি মেয়েকে রান্নাঘরে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা আখলাক সাহেবের কোনো আত্মীয়া না কাজের মেয়ে তা শুভ্র ঠিক বুঝতে পারছে না। মেয়েটা দেখতে সুন্দর। চেহারায় মায়া ভাব অত্যন্ত প্রবল। শুভ্রর সঙ্গে একবার মেয়েটির চোখাচোখি হলো। মেয়েটি ভুরু কুঁচকে এমনভাবে তাকাল যার অর্থ– এই যে ভদ্রলোক! আপনি এভাবে আমাকে দেখছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? আমি আমার কাজ করছি। আপনি আপনার কজ করুন। শুভ্র লজ্জা পেয়ে কফির মগ হাতে বসার ঘরে চলে এলো।

শুভ্র তাকাল। আখলাক সাহেব ঘরে ঢুকেছেন। ভদ্রলোক এর মধ্যেই পোশাক বদলেছেন। কালো প্যান্টের উপর লাল টকটকে হাফ শার্ট। হাফ শার্টের উপর সামার কোটের মতো কোট। সামার কোট পরার মতো গরম নেই কিন্তু ভদ্রলোককে সুন্দর লাগছে। লাল রঙের শার্টটা না পরলে তাঁকে এত সুন্দর লাগত বলে মনে হয় না।

শুভ্র আপনার ভাগ্যটা খুব ভালো। মেশকাতকে পাওয়া গেছে।

আমার ভাগ্য ভালো বলছেন কেন? তিনি কি বিশেষ করে আমার ভাগ্য বলার জন্যেই আসছেন?

উনি সবার ভাগ্য বলবেন। তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। পার্টি জমানোর জন্যে এ রকম দু'একজন মানুষ দরকার।

উনি কি সত্যি ভাগ্য বলতে পারেন?

আরে দূর। ভাগ্য কোথেকে বলবে? তবে যা বলে খুবই বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলে। শুনলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। মজাটা এইখানেই। একজন অন্ধ মানুষ। সাদা চুল, সাদা দাড়ি। ঋষি ঋষি চেহারা। গলার স্বরও অদ্ভুত। সব কিছু মিলিয়ে একটা রহস্য তৈরি হয়। রহস্যের কারণে সে কথা বললেই শুনতে ইচ্ছা করে।

পার্টি জমানোর জন্যে আপনি সব সময় এরকম কিছু মানুষ রাখেন?

হ্যাঁ রাখি। রাখতে হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিয়ের কথাবার্তা অনুষ্ঠানে কিছু লোক ভাড়া করে আনা হয়। তাদের কাজ হচ্ছে গল্পগুজব করে আসর জমিয়ে দেয়া। এদের নাম 'আলাপী'। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন পার্টি জমানোর ব্যাপারটা আমাদের কালচারেরই অংশ।

শুভ্র হাসল। আখলাক সাহেব বললেন, আমি একা থাকি। আমার জন্যে পার্টি খুব দরকার। প্রচুর লোকজন, প্রচুর হৈচৈ। পার্টি যখন খুব জমে তখন আমি আবারো একা হয়ে যাই। জনতার মধ্যেই আছে নির্জনতা। সেই নির্জনতা অন্য রকম। আমার খুব পছন্দের নির্জনতা।

আখলাক সাহেব ঘড়ি দেখলেন। শুভ্র বলল, আপনার লোকজন কখন আসবে?

দেরি আছে। আচ্ছা শুভ্র আমি তো বয়সে অনেক বড়। আমি তোমাকে তুমি করে বলি?

বলুন। প্রথম যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিনও শুরুতে আপনি আপনি করে বললেন পরে তুমিতে চলে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে তো ঠিকই আছে। তাহলে তুমি শুরু করা যাক। কেমন আছ শুভ্র?

ভালো।

তোমাকে অনেক আগে আসতে বলেছি কেন আন্দাজ করতে পারো?

জি না। আমার অনুমান শক্তি ভালো না।

তোমাকে মীরা সম্পর্কে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যেই আরো আগে আসতে বলেছি। তুমি ইচ্ছা করলে জবাব দিতে পারো। আবার নাও দিতে পারো। প্রশ্নগুলি করব?

জি করুন।

প্রথম প্রশ্ন, তুমি কি মীরাকে বিয়ে করছ?

শুভ্র খুবই অবাক হয়ে বলল, এই প্রশ্নটি করার কারণ কী?

কারণ হচ্ছে মীরাকে আমার দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে আমি নানান ধরনের কায়দা-কানুন করছি। কোনোটিই তেমন কাজ করছে না বলে আমার ধারণা হয়েছে সম্ভবত তুমি সূত্রধর।

সূত্রধর মানে?

সূত্রধর মানে, মীরার সুতা অনেকখানি তোমার হাতে। তুমি সুতা নাড়ছ বলে সে নড়ছে।

আপনার এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। কারোর সুতাই আমার হাতে নেই। এমনকি আমার নিজেরটাও না।

এটা তো ভালোই বলেছ।

আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?

না। আমার প্রশ্নের জবাব সহজভাবে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। এখন তুমি যদি কোনো প্রশ্ন করতে চাও করতে পারো।

আমি কোনো প্রশ্ন করতে চাচ্ছি না। এবং পার্টিতেও থাকতে চাচ্ছি না। যে জন্যে আমাকে ডেকেছিলেন সেটা তো হয়েছে। আমাকে তো আর দরকার নেই।

খুব দরকার আছে। আমাকে মীরা একটি দায়িত্ব দিয়েছে, সেই দায়িত্ব এখনো পালন করতে পারি নি। পার্টি জমে উঠলে সেই দায়িত্ব পালন করব। কাজেই তোমাকে থাকতে হবে।

কলিং বেল বাজছে। আখলাক সাহেব বললেন, মীরা এসেছে। বলেই তিনি শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার নিম্ন ধরনের কিছু আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। বেলের শব্দ শুনে কে বেল টিপছে তা বলে দিতে পারা হচ্ছে তার একটি। শুভ্র তুমি কি আমার হয়ে দরজাটা খুলবে? মীরা দরজা খুলেই তোমাকে দেখে খুব খুশি হবে এই জন্যে বলছি। I want to make her happy.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র দরজা খুলল, মীরা আসে নি, মোটাসোটা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে দুটা শপিং ব্যাগ। শুভ্র তাকাল আখলাক সাহেবের দিকে। তিনি হাসছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কাজ করে নি দেখে মনে হচ্ছে তিনি খুশি।

পার্টি জমে উঠেছে। শুভ্র গুনে দেখেছে সব মিলিয়ে মোট আঠারো জন মানুষ। আঠারো জনের মধ্যে মীরাকে নিয়ে সাতজন মেয়ে। এই সাতজনের মধ্যে দু'জনের বয়স খুবই কম। কিছুতেই সতেরো-আঠারোর বেশি না। একজন মহিলার বয়স পঞ্চাশের উপরে। ইনি খুবই হাসি-খুশি। সারাক্ষণ হাসছেন। গায়ে হাত না দিয়ে তিনি মনে হয় কথা বলতে পারেন না। যার সঙ্গে কথা বলছেন তারই হাত ধরে বা কাঁধে হাত রেখে কথা বলছেন। শুভ্রর সঙ্গেও তাঁর কথা হলো। শুভ্রের পিঠে হাত রেখে বললেন, এক্সকিউজ মি। আপনার নাম শুভ্র না?

জি।

আপনার সঙ্গে আগে কখনো দেখা হয় নি কেন? এই বাড়ির পার্টিতে যারা আসেন তাদের সবার সঙ্গেই আমার পরিচয়। আমার নাম এলা।

ও।

আমার যখন ত্রিশ বছর বয়স তখন আমার স্বামী মারা যান। তারপর আর বিয়ে করি নি। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে অভিজ্ঞতার জন্যে একটা মেয়ের একটি পুরুষই যথেষ্ট। একটা পুরুষকে চেনা মানে সব পুরুষকে চেনা।

সবাই এক রকম?

অবশ্যই। আপনার পরিচয়টা বলুন।

আমার কোনো পরিচয় নেই। আমার নাম শুভ্র। নাম তো আপনি এর মধ্যেই জেনেছেন। মীরার সঙ্গে আমি এ বছর পাস করেছি।

তাহলে তো তোমাকে কিছুতেই আপনি বলা যায় না। মীরা আমাকে রাগাবার জন্যে গ্রান্ড মা ডাকে। ইচ্ছা করলে তুমিও গ্রান্ড মা ডাকতে পারো। ভালো কথা, আখলাকের পার্টিতে যারা আসে তাদের সবারই কোনো-না-কোনো স্পেশালিটি থাকে। তোমার স্পেশালিটি কী?

আমার কোনো স্পেশালিটি নেই।

অবশ্যই আছে। যাই হোক যদি কিছু থাকে তাহলে জানা যাবে। দোষ এবং গুণ দুটার কোনোটাই মানুষ লুকিয়ে রাখতে পারে না।

আপনার স্পেশালিটি কী?

আমার স্পেশালিটি হচ্ছে আমি আখলাকের খালা। আখলাকের অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একমাত্র আত্মীয় যে আখলাককে পছন্দ করে। আখলাক কোনো পার্টি দিয়েছে সেখানে আমি নেই তা কখনো হয় নি।

ও আচ্ছা।

আমাকে দেখে মনে হচ্ছে না আমি মদপান করি, নানান রকম হুল্লোর করি? তা কিন্তু না। আমি মদপান করি না। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে এক ওয়াক্তও নামাজ কাজা হয় নি। তোমার সঙ্গে পরে আবারো কথা হবে।

জি আচ্ছা।

তুমি চুপচাপ বসে আছ কেন? সবার সঙ্গে গল্পগুজব করো। আজকের পার্টির স্পেশাল ফিচার কী তুমি জানো?

জানি না।

আমিও জানি না। আখলাক বলেছে স্পেশাল ফিচার রাত দশটার দিকে বলবে। এতক্ষণ আমি থাকতে পারব না। আমার এক কাজিন আসছে, তাকে রিসিভ করতে হবে।

উনার পার্টিতে কি সবসময় কোনো স্পেশাল কিছু থাকে?

হ্যাঁ থাকে। এবং প্রতিবারই আখলাক আমাকে আগেভাগে বলে শুধু আজ কিছু বলছে না। স্পেশাল ফিচার না জেনে চলে গেলে মনে খুঁতখুঁতানি থাকবে।

আপনি টেলিফোন করে জেনে নেবেন।

টেলিফোন তো ও ধরবে না। তুমি বোধহয় আখলাককে চেনো না। আখলাক বাসায় কখনো টেলিফোন ধরে না। যত ইমার্জেন্সিই হোক ও টেলিফোন ধরবে না।

এলা এগিয়ে গেলেন। তিনি যাচ্ছেন মীরার দিকে। শুভ্রর ধারণা তিনি মীরার কাছে যাচ্ছেন কারণ মীরার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন। শুভ্র বিষয়ক তথ্য। একদল মানুষ আছেন তথ্য সংগ্রহেই যাদের আনন্দ। ভ্রমর ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে চাক ভর্তি করে। এরা সংগ্রহ করেন তথ্য।

অন্ধ মেশকাত সাহেব জমিয়ে বসেছেন। পার্টির মূল কেন্দ্রবিন্দু মনে হচ্ছে তিনি। ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে তাঁকে ঋষি ঋষি লাগছে। পাজামা-পাঞ্জাবির মতো তাঁর চুল-দাড়ি সবই সাদা। তিনি একটা পাতলা চাদর মাথার উপর দিয়ে রেখেছেন। অন্ধ মানুষ সাধারণত সানগ্লাস পরে চোখ ঢেকে রাখে। তাঁর চোখ খোলা। অন্ধদের চোখের মণি খুব একটা নড়াচড়া করে না। প্রয়োজন নেই বলেই নড়াচড়া করেন না। যে কোনো একটি দিকে দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোকের দৃষ্টি সে রকম না। সাধারণ মানুষের মতো তাঁর দৃষ্টি এদিক-ওদিক ঘুরছে। দৃষ্টিহীনের চোখের অস্বাভাবিকতা তার চোখে নেই।

ব্যাপার কী ঘটছে দেখার জন্যে শুভ্র এগিয়ে গেল। মেশকাত সাহেবের সামনে এক ভদ্রলোক কার্পেটে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। ভারিক্কী শরীরের মানুষ। চেয়ারে বসতে অভ্যস্ত বলে কার্পেটে বসে ঠিক আরাম পাচ্ছেন না। তাঁর চোখে-মুখে এক ধরনের শঙ্কার ভাব। ডেন্টিসের কাছে রোগী গেলে যেমন হয় তেমন।

মেশকাত সাহেব সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, জনাব আপনার নাম?

আমার নাম সাজ্জাদ। সাজ্জাদ হোসেন।

দেখি জনাব আপনার হাতটা।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন। মেশকাত সেই হাত ধরলেন। অন্ধের হাতড়ে হাতড়ে ধরা না। সরাসরি ধরা। মেশকাত সাহেব হাত ধরেই ছেড়ে দিয়ে বললেন, এই হাত না জনাব। ডান হাত।

সাজ্জাদ সাহেব অপ্রস্তুত গলায় বললেন, স্যরি। আমি লেফট হ্যান্ডেড বলে সব সময় বাঁ হাত এগিয়ে দেই।

তিনি ডান হাত বাড়ালেন। এবার মেশকাত সাহেব হাত ধরলেন না। বাড়িয়ে রাখা ডান হাতের উল্টো পিঠে আতর মাখিয়ে দিলেন।

জনাব আতরের গন্ধটা কেমন বলুন তো?

আতরের গন্ধ যে রকম হয় সে রকম। কড়া গন্ধ।

এই আতরের নাম মেশকাতে আম্বর।

সাজ্জাদ সাহেব একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, এখন আমার সম্পর্কে কিছু বলুন।

কী বলব?

এই ধরুন আমার স্বভাব-চরিত্র এই সব।

আপনার স্বভাব-চরিত্র তো আপনি সবচে' ভালো জানেন। আমি নতুন করে কী বলব?

আচ্ছা ঠিক আছে আমার অতীত সম্পর্কে কিছু বলুন।

আপনার অতীতও তো আপনি জানেন। এমন তো না যে আপনার অতীত আপনি জানেন না।

আমি জানলেও আপনার কাছ থেকে শুনি। আপনার ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক শুনেছি। পরীক্ষা হয়ে যাক।

জনাব আমি তো পরীক্ষা দেবার জন্যে আসি নাই। আমি ছাত্র না, আর আপনারাও শিক্ষক না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের একজন বললেন, এ রকম করছেন কেন। দু'একটা কথা বলুন আমরা শুনে মজা পাই। ফর ফানস সেক।

একটু পরে বলি?

না না এখনি বলুন।

দেখি আপনার ডান হাতটা আরেকবার।

সাজ্জাদ সাহেব ডান হাত বাড়ালেন। মেশকাত দু'হাতে ডান হাত ধরে চোখ বন্ধ করে কিছু সময় স্থির হয়ে থাকলেন।

আপনার ছেলে মেয়ে কী?

দুই মেয়ে।

ছোট মেয়েটির নাম কী?

সীমা।

সীমা কোন ক্লাসে পড়ে?

সে এ বছর ইন্টারমিডিয়েট দেবে।

সীমা কেমন আছে?

ভালো।

কেমন ভালো?

এ বয়সের মেয়েরা যতটা ভালো থাকে ততটা ভালো। গান শুনছে। হৈচৈ করছে। কলেজে যাচ্ছে।

সে কি গতকাল কলেজে গিয়েছিল?

আমার পক্ষে তো মেয়ে রোজ রোজ কলেজে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না সেই খোঁজ নেয়া সম্ভব না। হয়তো গিয়েছে।

সে তো গত কয়েকদিন ধরেই বিছানায় পড়ে আছে। তার তো বিছানা থেকে নামার শক্তি নেই।

কী বলছেন আপনি? আমার নিজের মেয়ে অসুস্থ আর আমি জানব না!

আপনি জানবেন না কেন, আপনি জানেন। খুব ভালো করেই জানেন। এখন না জানার ভান করছেন।

সাজ্জাদ সাহেব বিস্মিত এবং খানিকটা ভীত চোখে তাকাচ্ছেন। শুভ্রের কাছে মনে হচ্ছে মেশকাত নামের অন্ধ মানুষটি পুরো পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। তার সামনে বসা সবাইকে খানিকটা অসহায় লাগছে। মেশকাত গম্ভীর স্বরে বললেন, সাজ্জাদ সাহেব! আপনার সঙ্গে টেলিফোন আছে না। মোবাইল টেলিফোন।

জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই টেলিফোনে মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? কথা বলে তারপর আমাদেরকে জানান– সে কেমন আছে?

আমি তার দরকার দেখি না। আমার মেয়ে কেমন আছে, না আছে সেটা আমার ব্যাপার। You have no business there.

আমিও আপনাকে শুরুতে তাই বলছিলাম। আপনি মানুষটা কেমন? আপনার অতীত কী? তা আপনার ব্যাপার। সেই নিজের ব্যাপার অন্যের কাছ থেকে জানতে চাওয়া ঠিক না।

সাজ্জাদ সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখ থমথম করছে। মনে হচ্ছে তিনি পার্টি ছেড়ে চলে যাবেন। শুভ্র লক্ষ করল দূর থেকে আখলাক সাহেব পুরো ব্যাপারটা দেখছেন। তাঁর ঠোঁটের কোনায় অস্পষ্ট হাসির রেখা। আখলাক সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, যাদের গলা শুকিয়ে গেছে তারা প্রয়োজন বোধ করলে গলা ভেজাতে পারেন। মিনি বার ওপেন হয়েছে। একটা পাঞ্চ আমি নিজে বানিয়েছি ভারমুখ– অরেঞ্জ জুস- টাকিলা এবং গোলমরিচ দিয়ে বানানো, এক চামুচ করে হলেও সবাই চেখে দেখবেন।

লোকজন সবাই যেন একটু নড়েচড়ে বসল। শুভ্রর কাঁধে কে হাত রেখেছে। এলা নামের সেই মহিলা না-কি? শুভ্র অস্বস্তির সঙ্গে মাথা ফিরিয়ে দেখে মীরা। মীরার মুখ হাসি হাসি। এর অর্থ মীরা রেগে আছে। তার মুখ যখন খুব হাসি হাসি থাকে তখন বুঝতে হবে সে রেগে আছে। হাসি দিয়ে সে রাগ চাপার চেষ্টা করছে।

শুভ্র আমার সঙ্গে একটু আয় তো।

শুভ্র মীরাকে অনুসরণ করল। মীরা নিতান্ত পরিচিত ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে একতলা থেকে দোতলায় উঠছে। অন্য কোনো অতিথিকে শুভ্র দোতলায় উঠতে দেখে নি। দোতলায় উঠেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বড় টিভি আছে। টিভিতে কার্টুন চলছে। মিকি ইঁদুর তাড়া করছে। টিভিতে কোনো শব্দ নেই। টিভির কোনো দর্শকও নেই।

মীরা বলল, তোকে এ বাড়িতে দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছি।

শুভ্র বলল, কেন?

তুই এখানে এসেছিস কেন?

তুমি যেমন নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছ আমিও তাই।

তুই এ বাড়িতে কখনো আসবি না। নেভার এভার... বুঝতে পারছিস?

না।

এটা খুব স্ট্রেঞ্জ একটা জায়গা। এখানে আসা ঠিক না।

তুমি তো আসছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এসেছি বলেই আমি জানি।

চলে যেতে বলছ?

হ্যাঁ।

পার্টিটা শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে ইচ্ছা করছে।

কিছু দেখতে হবে না। তুই এক্ষুনি আমার সঙ্গে রওনা হবি। আমি তোকে তোর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।

মীরা সিঁড়ি বেয়ে নামছে। মীরার পেছনে পেছনে নামছে শুভ্র। দরজার কাছে আখলাক সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। মীরা বলল, আমি শুভ্রকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি, ওর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

আখলাক সাহেব বললেন, তুমি কি ফিরে আসছ?

মীরা বলল, হ্যাঁ ফিরছি।

আখলাক সাহেব শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, আবার দেখা হবে।

গাড়ি চালাচ্ছে মীরা। তার মুখ থমথম করছে। শুভ্র মীরার পাশে বসেছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা না। প্রচুর ট্রাফিক। মীরা গাড়িতে স্পিড দিতে পারছে না। তাকে খানিকটা বিরক্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার ইচ্ছা অতি দ্রুত শুভ্রকে নামিয়ে দিয়ে চলে আসা।

শুভ্র বলল, আমাকে এখানে কোথাও নামিয়ে দিলেই হবে। আমার বাড়ি পর্যন্ত গেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। দেখবে পার্টি শেষ।

মীরা জবাব দিল না। শুভ্র বলল, আচ্ছা মেশকাত নামের ঐ লোকটাকে তুমি কি আগে দেখেছ?

মীরা বলল, হ্যাঁ।

শুভ্র বলল, লোকটার কি কোনো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে?

মনে হয় আছে।

লোকটা কি অন্ধ?

হ্যাঁ।

শুভ্র বলল, আমার মনে হয় না। সাজ্জাদ সাহেব নামের এক ভদ্রলোকের হাতে তিনি আতর দিয়ে দিলেন। যেখানে আতর মাখানো হয় তিনি ঠিক সেখানে আতর মাখালেন। হাতের তালুতে না উল্টো পিঠে। কোনো অন্ধ এই কাজটা পারবে না।

মীরা বিরক্ত মুখে বলল, লোকটা অন্ধ।

ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরি কিছু কথা আছে। তুই কি কোনো একদিন আমাদের বাড়িতে চলে আসবি?

হ্যাঁ আসব।

তুই আছিস কেমন?

ভালো।

বাবার ব্যবসা দেখছিস?

হ্যাঁ।

কোনো সমস্যা বোধ করছিস?

এখনো না।

তোর কী মনে হয়– তোর কোনো সাহায্য বা পরামর্শ দরকার? প্রশ্নটা আগে একবার করেছিলাম। এখন আবার করলাম।

না মনে হয় না। সমস্যাগুলি আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। সমস্যাগুলিকে আমি দেখছি সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়েল ইকুয়েসনের মতো। যার দুটা সলিউশন– দুটা উত্তর। একটা উত্তর রিয়েল আরেকটা ইমাজিনারি। অর্থাৎ একটা সত্যি উত্তর একটা মিথ্যা। আমার কাজ হচ্ছে কোন উত্তরটা সত্যি তা বের করা।

তোর কাছে পুরো ব্যাপারটা খুব এক্সাইটিং লাগছে?

হ্যাঁ।

তোর বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি– একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে। করব?

হ্যাঁ করো।

যে বাহান্নজন মেয়ের কথা বলেছিলি তাদের সঙ্গে কি তোর দেখা হয়েছে?

বাহান্ন না এখন তিপান্ন– আমরা নতুন একটা মেয়ে কিনেছি।

মেয়ে কিনেছি মানে?

এগারো হাজার টাকায় অল্প বয়সি একটা মেয়ে কিনেছি। আমাদের এ ধরনের ব্যবসায় সব সময় নতুন মুখ দরকার।

ও আচ্ছা।

মীরা হাত বাড়িয়ে গাড়ির ক্যাসেট চালু করল। তবলা এবং পাখোয়াজের যুগলবন্দি। শুনতে ইন্টারেস্টিং লাগছে। কিছুক্ষণ পর পর একজন আবার মুখে বোল দিচ্ছে। মূল তবলার চেয়ে বোলগুলি শুনতে ভালো লাগছে।

স্বপ্ন মনে রাখার ক্ষমতা জাহানারার অসাধারণ। অতি তুচ্ছ স্বপ্নও তাঁর মনে থাকে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই স্বপ্ন নিয়ে ভাবতে বসেন। স্বপ্ন তথ্যের ওপর তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটা বই আছে। একটার নাম 'স্বপ্ন ও তিলতত্ত্ব', অন্যটার নাম 'সোলেমানি খাবনামা'। 'সোলেমানি খাবনামা' বইটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। কারণ তাঁর বেশ কিছু স্বপ্ন 'সোলেমানি খাবনামা'য় দেয়া স্বপ্নের অর্থের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। 'সোলেমানি খাবনামা'য় লেখা মাঢ়ির দাঁত পড়তে দেখলে মুরুব্বি মারা যায়। জাহানারা একবার মাঢ়ির দাঁত পড়া স্বপ্ন দেখলেন। তার এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর দাদিজান মারা গেলেন।

গতরাতে জাহানারা একটা স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটা বেশ জটিল। সোলেমানি খাবনামায় জটিল স্বপ্ন নেই। জাহানারা খুবই চিন্তিত বোধ করছেন। বাড়িতে এমন কেউ নেই যে স্বপ্ন নিয়ে কথা বলবেন। শুভ্র আছে। স্বপ্ন নিয়ে শুভ্রের কাছে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া স্বপ্নটা শুভ্রকে নিয়েই দেখা।

যেন শুভ্রর বিয়ে হচ্ছে। বর-কনে পাশাপাশি বসা। আয়নায় মুখ দেখাদেখি হবে। একজন একটা আয়না নিয়ে এলো। সেই আয়নায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। কাচের পারা উঠে গেছে। শুভ্র বলল, মা এটা কী আয়না? এখানে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তিনি এসে আয়না হাতে নিয়ে দেখেন– আয়না না, শুধু কাঠের একটা ফ্রেম। ফ্রেমটা সুন্দর। জাফরি কাটা। তাতে কী? শুভ্র রাগী রাগী গলায় বলল, কেউ কি একটা আয়না আনবে না? হাঁটু গেড়ে কতক্ষণ বসে থাকব? আমার পা ধরে গেছে। সবাই ছোটাছুটি করছে। কেউ আয়না খুঁজে পাচ্ছে না। শেষে বিনু একটা আয়না নিয়ে এলো। এই হলো স্বপ্ন।

সোলেমানি খাবনামায় আছে– 'আয়নায় মুখ দেখিলে চরিত্রহানী হয়।' তিনি নিজে আয়নায় মুখ দেখেন নি। কাজেই খাবনামার এই অর্থ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না। জাহানারা চিন্তিত মুখে বিছানা থেকে নামলেন। মুক্তার মা'কে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠাতে হবে। মুরগি কিনে আনবে। তিনি সদকা দেবেন। জাহানারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহপাকের ইশারা। তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের সাবধান করে দেন। কেউ আয়না খুঁজে পেল না। বিনু খুঁজে পেল– এর মানে কি এই যে বিনু মেয়েটি চরিত্রহীনা? আয়নার সঙ্গে চরিত্রের একটা যোগ নিশ্চয়ই আছে।

জাহানারা বাথরুমে ঢুকলেন। অজু করে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। বেশ কিছুদিন হলো তাঁর ফজরের নামাজ কাজা হচ্ছে না। আজানের আগেই ঘুম ভাঙছে। এখানেও আল্লাহপাকের হাত আছে। আল্লাহপাক তাঁর পছন্দের বান্দাদের ফজর ওয়াক্তে ঘুম ভাঙিয়ে দেন। দুষ্ট লোকদের কাছে শয়তান চলে আসে। শয়তান তাদের পায়ে সুড়সুড়ি দেয়। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কাজেই ফজর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াক্তে তারা কিছুতেই ঘুম থেকে উঠতে পারে না। দুষ্ট লোকদের রাতের ঘুম ভালো হয় না, কিন্তু সোবেহ সাদেকের সময় গাঢ় ঘুম হয়।

নামাজে দাঁড়িয়ে জাহানারা শুনলেন বারান্দায় মেয়েলি গলার আওয়াজ। চুড়ির শব্দ। আবার যেন চায়ের কাপে চামচ নাড়ার শব্দও হচ্ছে। ব্যাপারটা কী? শুক্তার মা তো হতেই পারে না। তার ঘুম ভাঙাতে হবে ধাক্কাধাক্কি করে। তাছাড়া মুক্তার মা নিশ্চয়ই বারান্দায় বসে চা খাবে না। চুড়ির টুংটাং শব্দ মুক্তার মা'র হতে পারে। তার হাত ভর্তি চুড়ি। জাহানারা সূরা পাঠে ভুল করে ফেললেন। তিনি নতুন করে সূরা ফাতেহা ধরলেন আর তখন স্পষ্ট শুনলেন, কে যেন হাসছে। গলা অবিকল বিনুর মতো। কিন্তু বিনু দেশের বাড়িতে। এতদিনে তার বিয়ে হয়ে যাবার কথা। সে থাকবে শ্বশুরবাড়িতে। এই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসবে না। জাহানারা আবারো সূরা ফাতেহা ভুল করলেন। ভুলভাল নামাজ পড়ার কোনো মানে হয় না। ব্যাপার কী– সেই খোঁজ নিয়ে এসে নামাজ শুরু করলে হয়। নামাজ একাগ্রতার ব্যাপার। আল্লাহকে ডাকতে হবে এক মনে। মাঝখানে যদি বিনু ঢুকে পড়ে তাহলে কীভাবে হবে! জাহানারা নামাজ বন্ধ করে বারান্দায় এসে দেখেন বেতের ইজিচেয়ারে শুভ্র আধশোয়া হয়ে আছে। তার হাতে মগ। সে চুকচুক করে কফি খাচ্ছে। কফির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কে তাকে কফি বানিয়ে দিল? মুক্তার মা কফি বানাতে পারে না।

AMARBOI.COM

শুভ্র মা'কে দেখে বলল, গুটেন টাগ।

জাহানারা বললেন, গুটেন টাগ আবার কী?

শুভ্র বলল, জার্মান ভাষায় গুটেন টাগ হচ্ছে– 'শুভ দিন'।

তুই আজ এত সকালে ঘুম থেকে উঠেছিস কীভাবে?

সারারাত ঘুমাই নি। কাজেই ঘুম থেকে ওঠার প্রশ্ন আসে না।

ঘুমাস নি কেন?

ঘুম আসে নি বলে ঘুমাইনি। আমি কী করি জানো মা? পুরোপুরি যখন ঘুম আসে তখন ঘুমুতে যাই। অনেকে আছে চোখে ঘুম নেই, বিছানায় পড়ে আছে। ভেড়া গুনছে। আমি ভেড়া গোণার দলে নাই। ঘুম ভালো মত আসবে– তারপর বিছানায় যাব।

জাহানারার কাছে মনে হলো শুভ্র বেশি কথা বলছে। হড়বড় করছে। সে তো হড়বড় করার ছেলে না। তাছাড়া তার রাতে ঘুম কেন হবে না? ঘুম হবে না বুড়ো মানুষদের! এই বয়সের ছেলে বিছানায় যাবে আর ঘুমিয়ে পড়বে।

তুই কি কফি খাচ্ছিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুঁ। তুমি খাবে?

কফি বানিয়ে দিল কে?

বিনু।

জাহানারা হতভম্ব গলায় বললেন, বিনু মানে? বিনু কোত্থেকে এলো?

শুভ্র পা নাচাতে নাচাতে বলল, বিনু এসেছে কাল রাত সাড়ে এগারোটায়। তুমি ঘুমুচ্ছিলে বলে জানাতে পার নি।

জাহানারার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। তাঁর উচিত এই মুহূর্তেই বিনুর সঙ্গে কথা বলা। কথা বলতে গেলেই দেরি হবে। নামাজের সময় কাজা হয়ে যাবে।

বিনুর বিয়ে হয় নি?

জানি না তো মা। আমি জিজ্ঞেস করি নি।

নিশ্চয় বিয়ে হয় নি। বিয়ে হলে এ বাড়িতে এসে উঠত না।

শুভ্র বলল, ওর বিয়ে হয়েছে কি হয় নি, এটা আমার কাছে তেমন জরুরি না। তোমার কাছে যদি জরুরি মনে হয় তুমি জিজ্ঞেস করো।

জাহানারা বিনুর ঘরের দিকে রওনা হয়েও শেষ পর্যন্ত গেলেন না। আগে নামাজটা শেষ হোক। কথাবার্তা যা বলার নামাজ শেষ করে বলবেন। অন্যদিন নামাজের পর কিছুক্ষণ কোরান পাঠ করেন। আজ মনে হয় কোরান পাঠ হবে না।

নামাজে দাঁড়িয়ে জাহানারার অন্য একটা কথা মনে এলো। বিনুর ঘর তো তালাবদ্ধ ছিল। সেই তালার চাবি ছিল তাঁর কাছে। তাহলে ঘরের তালা কীভাবে খোলা হলো? তালা ভাঙা হয়েছে? তালা ভাঙা হলে তালা ভাঙার শব্দে তাঁর ঘুম অবশ্যই ভাঙত। ঘুম যখন ভাঙেনি কাজেই তালা ভাঙা হয় নি। তাহলে রাতে বিনু কি শুভ্র'র ঘরে ছিল? শুভ্র যে সারারাত ঘুমুতে পারে নি তা কি এই কারণে? বিনুর সঙ্গে গল্পগুজব করে রাত পার করেছে। চা-কফি বানিয়ে খাইয়েছে। শুভ্রর প্রতিটা কথা মুগ্ধ হয়ে শুনেছে যেন এমন কথা সে ইহজীবনে শুনে নি।

জাহানারা আবারো নামাজে ভুল করলেন। এ তো দেখি ভালো সমস্যা হয়েছে। বারবার নামাজে ভুল হচ্ছে। বিনুর সঙ্গে কথা বলে পুরো ঝামেলা শেষ করে এসে জায়নামাজে দাঁড়ালে সবচে' ভালো হতো। জাহানারা কোনোমতে নামাজ শেষ করে নিজের ঘরে এসে বিনুকে ডেকে পাঠালেন।

বিনু জাহানারাকে সালাম করে ক্ষীণ স্বরে বলল, চাচি কেমন আছেন?

জাহানারা কিছু বললেন না। তীক্ষ্ণ চোখে বিনুকে লক্ষ করতে লাগলেন। গায়ের রঙ সামান্য ময়লা হয়েছে। এটা হবেই। শহর থেকে গ্রামে গেলে রঙ ময়লা হয়। একটু রোগা হয়েছে। সেটাও স্বাভাবিক। গ্রামে নিশ্চয়ই খেয়ে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়ে থাকে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে মেয়েটা সুন্দর হয়েছে। সুন্দর হবার রহস্যটা কী? বিয়ের আগে আগে মেয়েরা সুন্দর হয়। এর তো বিয়ে হয়ে যাবার কথা। বিয়ে হয়ে যাবার পর মেয়েরা আগের অবস্থায় ফিরে যায়।

তোমার বিয়ে হয়ে গেছে না?

বিনু নিচু গলায় বলল, জি না।

বিয়ে হয় নি কেন?

ঝামেলা হয়েছে। গ্রামের বিয়েতে অনেক ঝামেলা হয়।

ঝামেলা হয় আবার ঝামেলা মিটেও যায়। তোমারটা মিটল না কেন?

চাচি আমার ভাগ্য তো সব সময়ই খারাপ।

এত রাতে ঢাকায় এলে কেন? দিনে আসতে পারতে।

সকালেই রওনা হয়েছিলাম। দিনে দিনে পৌঁছতাম। বাস নষ্ট হলো দু'বার।

তোমার সঙ্গে কে এসেছে?

আমি একাই এসেছি। সঙ্গে কেউ আসে নি।

জাহানারা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই মেয়ে কী বলছে? রাত সাড়ে এগারোটায় ঢাকা শহরে একা উপস্থিত হয়েছে। ঢাকায় আসার তার দরকারটা কী? বিয়ে ভেঙে গেলে ঢাকায় চলে আসতে হয়? বাড়ি থেকে তাকে একা ছাড়লইবা কী মনে করে!

তোমার ঘর তো তালাবদ্ধ ছিল। তালা কে খুলে দিল?

ভাইজান খুলে দিয়েছেন।

ও চাবি কোথায় পেল?

তার দিয়ে কী করে যেন খুলেছেন।

জাহানারার মাথায় আরো অনেক প্রশ্ন ঘুরছে। প্রশ্নগুলি গুছিয়ে নেয়া দরকার। তিনি এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে বিয়ে ভাঙেনি। এই মেয়ে নিজেই পালিয়ে চলে এসেছে। পালিয়ে না এলে কেউ না কেউ মেয়ের সঙ্গে আসত। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে পালিয়ে যদি সে এসেও থাকে, এ বাড়িতে আসবে কেন? এমন তো হয় নি যে শুভ্র তাকে চলে আসতে বলেছে। তাওবা কী করে সম্ভব? শুভ্র এই মেয়ের বাড়ির ঠিকানা জানবে কী করে! জাহানারা অন্ধকারে ঢিল ছুড়লেন। খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, শুভ্র কি তোমাকে তোমাদের গ্রামের বাড়ির ঠিকানায় কোনো চিঠি দিয়েছে?

বিনু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বলল, জি দিয়েছেন।

চিঠিটা কি তোমার সঙ্গে আছে?

জি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে একটু দিয়ে যাও তো।

বলেই জাহানারা দাঁড়ালেন না। মেয়ে যেন বলার সুযোগ না পায়– চিঠিটা আপনাকে দেয়া যাবে না। আমাকে লেখা ব্যক্তিগত চিঠি আপনি কেন পড়বেন!

জাহানারা রান্নাঘরে গেলেন। গ্যাসের চুলায় কেটলি দেয়া আছে। পানি ফুটছে। তিনি মুক্তার মা'কে ডেকে না তুলে নিজেই নিজের জন্যে চা বানালেন। বিনু চিঠি নিয়ে আসছে না। মনে হয় সে আসবে না। যদি না আসে তাঁর কি উচিত হবে আরেক বার চাওয়া? নিশ্চয়ই উচিত হবে। তাঁর অধিকার আছে সংসারের ভালো-মন্দ দেখার। জাহানারা ঠিক করলেন, চা শেষ করেই মুক্তার মা'কে দিয়ে বিনুকে ডেকে পাঠাবেন। ব্যক্তিগত চিঠি আবার কী? এই পৃথিবীতে ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই।

বিনুকে ডেকে পাঠাতে হলো না। খামে বন্ধ চিঠি সে নিজেই দিয়ে গেল। খামের উপর শুভ্রর হাতের লেখা ঠিকানা।

আফরোজা বেগম (বিনু)
গ্রাম : সোহাগী
পোস্ট : সোহাগী
জেলা : নেত্রকোনা।

AMARBOI.COM

বিনুর ভালো নাম যে আফরোজা বেগম তা তিনি জানেন না। অথচ তার ছেলে জানে। এটা কি বিস্ময়কর কোনো ঘটনা না? অবশ্যই বিস্ময়কর ঘটনা। জাহানারার হাত কাঁপছে। তাঁর মনে হচ্ছে মূল চিঠিতে তাঁর জন্যে আরো অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করছে। বিনু টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারা বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমি যাও। চিঠি পড়া শেষ হলে তোমার চিঠি আমি তোমাকে ফেরত দেব।

বিনু চলে গেল। জাহানারা চিঠি পড়তে শুরু করলেন। চশমা ছাড়া কাছের লেখা আজকাল তিনি পড়তে পারেন না। এই চিঠি চশমা ছাড়াই পড়তে হচ্ছে। চশমার জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য তাঁর নেই। জাহানারা ঠিক করলেন কোনোমতে একবার পড়ে দ্বিতীয় বার চশমা চোখে দিয়ে ভালোমত পড়বেন। দু'বার কেন, দরকার হলে তিন বার চার বার পড়বেন। চিঠি নিয়ে শুভ্রর সঙ্গেও কথা বলবেন। বিনুকে যে চিঠি ফেরত দিতেই হবে তাও না। হাতের লেখা চিঠি মানে দলিল প্রমাণ। দুষ্ট মেয়ের হাতে কোনো দলিল রাখা যাবে না। চিঠিটা অবশ্যই নষ্ট করে দিতে হবে।

শুভ্র লিখেছে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনু,

আমি বলেছিলাম তোমাকে চিঠি লিখব। লিখলাম। দেখেছ আমি কথা রাখি। সবচে' আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, আমি তোমার গ্রামের ঠিকানাও মনে রেখেছি। তুমি বললে, ঠিকানা লিখে রাখেন– নয়তো আপনার মনে থাকবে না। আমি বললাম, আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ভালো। মনে রাখার জন্যে আমি যা শুনি, তা মনে রাখি। তোমাকে স্মৃতিশক্তির একটা পরীক্ষাও দিয়ে দিলাম। এই মুহূর্তে তুমি আমার চিঠি পড়ছ– কাজেই স্মৃতিশক্তির পরীক্ষায় আমি পাস করেছি।

এখন বলো তুমি কি আমার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করেছ? মনে পড়েছে আমার কথা? বিয়ের নানান ঝামেলায় মনে না পড়ারই কথা। বিয়ে একটি মেয়ের জীবনের অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটার আগে চারপাশের জগৎ তুচ্ছ ও অস্পষ্ট হয়ে যাবার কথা।

তুমি আমার কথা মনে করো বা না করো আমি অনেকবারই তোমাকে ভেবেছি। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙেছে। চা খেতে ইচ্ছা করেছে। তখন মনে হয়েছে– বিনু থাকলে বেশ হতো। চা বানিয়ে আনত। দু'জনে চা খেতে খেতে গল্প করতাম। আমরা গল্প করতাম বলাটা ভুল হচ্ছে। আমি গল্প করতাম তুমি শুনতে। আমার সব সময় মনে হয়েছে তুমি খুব আগ্রহ নিয়ে আমার গল্প শুনতে। এখন কেন জানি মনে হচ্ছে তোমার আগ্রহটা ভদ্রতাসূচক। একজন মানুষ যদি মজার গল্প বলার চেষ্টা করে তাহলে সেই গল্প শুনে মজা পাবার ভান করাটা ভদ্রতা। তুমি ভদ্রতা করো বা যাই করো মাঝরাতে তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার সব সময় ভালো লাগত। এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি তুমি চলে যাবার পর। হঠাৎ হঠাৎ মজার কোনো কথা আমার মনে হতো তখনই মনটা খারাপ হতো। কাকে এই মজার গল্প শুনাব?

চিঠি অনেক লম্বা হয়ে গেল। আমি নিজে কখনো দীর্ঘ চিঠি পড়তে পারি না। বিরক্তি লাগে। এই জন্যে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছি। মনে হচ্ছে তুমিও এই দীর্ঘ চিঠি হাতে নিয়ে বিরক্ত হবে।

তুমি ভালো থেকো। তোমার নতুন জীবন সুন্দর, আনন্দময় এবং মঙ্গলময় হোক। এই শুভ কামনা।

ইতি
শুভ্র

পুনশ্চ : তোমাকে 'মিস' করছি। এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। মানুষকে সব সময়ই কিছু না কিছু মিস করতে হয়। কোনো কিছু মিস করতেও এক ধরনের আনন্দ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা চিঠি হাতে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। চশমা চোখে দিয়ে দ্বিতীয় বার এই চিঠি পড়ার কোনো ইচ্ছাই তাঁর হচ্ছে না।

বারান্দা থেকে শুভ্র আনন্দিত গলায় বলল, মা শুনে যাও তো। জাহানারা টেবিলে চিঠি ফেলে উঠে গেলেন। শুভ্র বলল, আজকের খবরের কাগজটা পড়েছ?

জাহানারা চাপা গলায় বললেন, না।

একটা ছ'বছর বয়েসি মেয়ের খবর ছাপা হয়েছে। মেয়েটা স্বপ্নে একটা মন্ত্র পেয়েছে। মন্ত্র পড়ে মাটিতে ফুঁ দিয়ে যাকে মাটি খাওয়ানো হয় তার সব অসুখ সেরে যায়।

ভালোই তো।

হাজার হাজার মানুষ লাইন বেঁধে মাটি খাচ্ছে। টনকে টন মাটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেছেন মাটি খেয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের হাঁপানি সেরে গেছে।

জাহানারা বললেন, তুই এত উত্তেজিত কেন? তোর কি কোনো অসুখ-বিসুখ আছে যে মাটি খেতে হবে?

শুভ্র বলল, মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে মা।

চলে যা। কথা বলে আয়।

পুরো নিউজটা তোমাকে পড়ে শুনাব। এই চেয়ারটায় আরাম করে বসো। আর বিনুকে ডাকো। বিনু খুবই মজা পাবে।

জাহানারা বললেন, তুই বিনুকেই পড়ে শোনা। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি শুয়ে থাকব।

শুভ্র বলল, এই তো রোগ পাওয়া গেছে। তোমার ভয়াবহ মাইগ্রেন ব্যাধির জন্যে মৃত্তিকা-চিকিৎসা। সকালে এক চামচ মাটি। বিকেলে এক চামচ।

শুভ্র হাসছে। তার আনন্দিত মুখ দেখে জাহানারার বুকে ধাক্কার মতো লাগল। তার ছেলে এত আনন্দিত কেন? মাটি চিকিৎসার খবরে আনন্দিত, না-কি বিনু নামের মেয়েটি চলে এসেছে বলে আনন্দিত?

মা দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো তো। বসো। ভোরের পবিত্র আলোয় তোমার মুখ দেখি।

জাহানারা বসলেন। শুভ্র তাঁর দিকে ঝুঁকে এসে বলল, আচ্ছা মা ভোরের আলোকে পবিত্র আলো বলা হয় কেন বলো দেখি? ভোরের আলো পবিত্র। দুপুরের আলো কি অপবিত্র?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি না।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোনো কারণে খুব আপসেট। বলো দেখি কী হয়েছ?

কিছু হয় নি।

শুভ্র আনন্দিত গলায় বলল, তুমি কী কারণে আপসেট আমি বের করে ফেলেছি। বিনুকে দেখে তুমি আপসেট হয়ে গেছ।

ওকে দেখে আমি আপসেট হব কেন?

তোমার মনের ভেতর নানান ধরনের current and counter current. বিনু সেখানে...

চুপ কর, এইসব নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

কী নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করছে?

কোনো কিছু নিয়েই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

গল্প শুনবে?

গল্প?

হ্যাঁ গল্প। কাল রাতে বিনুকে গল্পটা বললাম, সে খুবই মজা পেয়েছে। গল্পটা হলো চক্র গল্প। যেখান থেকে গল্পটা শুরু হয় আবার সেখানেই ফিরে আসে– তারপর চক্রের মতো ঘুরতে থাকে। যে গল্প শুনে সে খুবই বিরক্ত হয়।

জাহানারা বললেন, বিনু নিশ্চয়ই বিরক্ত হয় নি?

শুভ্র বলল, ঠিক ধরেছ, বিনু বিরক্ত হয় নি। যারা বুদ্ধিমান তারা গল্পটাতে মজা পায়। এই গল্প দিয়ে মানুষের বুদ্ধিও পরীক্ষা করা যায়। তুমি যদি এই গল্প শুনে মজা না পাও যদি বিরক্ত হও তাহলে বুঝতে হবে তোমার বুদ্ধি কম।

আমার বুদ্ধি কম না বেশি তার জন্যে পরীক্ষার দরকার নেই। আমি জানি আমার বুদ্ধি কম।

শুভ্র গম্ভীর গলায় বলল, মা তুমি ব্যাখ্যা করো তো বুদ্ধি কী? আমার মনে হচ্ছে তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে না। জ্ঞান কী তা ব্যাখ্যা করা যায়– বুদ্ধি চট করে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমার কাছে একটা ব্যাখ্যা আছে। শুনবে?

বল শুনি।

জ্ঞান হলো স্মৃতি, মেমোরি। সেই স্মৃতি ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার নাম বুদ্ধি। কিছু বুঝলে?

বিনুকেও নিশ্চয়ই এই কথাগুলি বলেছিস। সে বুঝেছে?

শুভ্র মার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটবেলা থেকেই বিনু শুনে আসছে সে বোকা। বাবা তাকে স্কুলে ভর্তি করাবার সময় হেডমাস্টার সাহেবকে বললেন, স্যার আমার এই মেয়েটা বড়ই বোকা– আপনার হাতে সোপর্দ করে দিলাম। একটু দেখবেন। বিনুকে নিয়ে তার বাবার সামান্য দুঃখের মতোও ছিল। প্রসঙ্গ উঠলেই বলতেন– আমার পাঁচটা না দশটা না, একটাই সন্তান। সেও হয়েছে বোকা। তার কপালে আল্লাহ্ পাক কী রাখছেন কে জানে।

স্কুলের বান্ধবীরা অল্প দিনেই জেনে গেল বিনু হাবা টাইপ। কিছু জিজ্ঞেস করলে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। সহজ সাংকেতিক কথাও ধরতে পারে না। ধরিয়ে দিলেও পারে না।

কিটেমন ইটাছিস?

এর অর্থ হলো কেমন আছিস। এটাও বিনু ধরতে পারে নি। বিনুর মা'রও মেয়েকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা ছিল। পুরুষ মানুষ 'হাবা' হলে চলে। মেয়ে মানুষ হাবা হলে চলে না। মেয়ে মানুষের হাতের দশ আঙুলে একশ' সুতা থাকে। তাকে চলতে হয় একশ' সুতা টেনে।

ক্লাস নাইনে উঠে হঠাৎ কী যে হলো– বিনুর মনে হলো তার আসলে অনেক বুদ্ধি। চারপাশে কী ঘটছে সে যে তা শুধু বুঝতে পারছে তা-না, কেন ঘটছে তাও বুঝতে পারছে। তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার ঘটনাগুলি নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন কিছু না বলে মনে হতে শুরু করেছে। তার পরিচিত বেশ কিছু মানুষকে আগে খুব বুদ্ধিমান মনে হতো। বিনুর হঠাৎ করেই মনে হতে লাগল এরা তেমন বুদ্ধিমান না। বুদ্ধিমানের ভাব করছে– এই পর্যন্তই। যেমন তা মা। আগে মনে হতো– কোথায় কী ঘটছে, কেন ঘটছে এই মহিলা জানেন। ক্লাস নাইনে ওঠার পর মনে হলো– না, এই মহিলা তেমন কিছু জানেন না। তিনি নিজের স্বার্থটা ভালো বুঝেন। এই পর্যন্তই। এই মহিলার চেয়ে সে অনেক বেশি জানে, অনেক বেশি বুঝে।

বিনু জাহানারার সামনে বসে আছে। সে মোটামুটি প্রস্তুত হয়েই আছে। জাহানারা প্রশ্ন করে তাকে আটকাতে পারবেন না। জাহানারা নামের মহিলাকে বিনু একটা খোলা বইয়ের মতো পড়তে পারে। মহিলা তাকে পড়তে পারেন না। কোনোদিন পারবেনও না। প্রশ্নোত্তর পর্ব কীভাবে এগুবে তাও বিনু জানে। জাহানারা প্রথমে খুব স্বাভাবিক থাকবেন– অতিরিক্ত স্বাভাবিক, যা মোটেই স্বাভাবিক না। এক পর্যায়ে তিনি রেগে যাবেন। চেষ্টা করবেন রাগটা লুকিয়ে রাখতে। কিছুক্ষণ পারবেন, তারপর আর পারবেন না। থলের বিড়াল বের হয়ে পড়বে। এই ঘটনাগুলি কখন ঘটবে বিনু তা জানে– কিন্তু এই মহিলা জানেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনু এ বাড়িতে এসেছে গতকাল। গতকাল তেমন কোনো কথা হয় নি। জাহানারা শুধু তাঁর ছেলের লেখা চিঠি পড়তে চেয়েছেন। গতকাল তিনি শুধু ভেবেছেন। কীভাবে বিনুকে আটকাবেন সব ঠিকঠাক করেছেন। আজ শুরু হবে বাঘবন্দি খেলা।

জাহানারা বললেন, বিনু বসো। তোমার সঙ্গে গল্প করি। আজকের গরমটা কেমন পড়েছে বলো দেখি।

বিনু বলল, ভালো গরম পড়েছে।

এক পত্রিকায় পড়েছি এসির বাতাস খেলে বুকে ক্রনিক ব্রংকাইটিস হয়। ব্রংকাইটিস খুব খারাপ অসুখ। একবার ধরলে আর যেতেই চায় না।

বিনু কিছু বলল না। এই মহিলা এখন কী করবেন সে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। সম্ভাবনা একশ' ভাগ যে বলবেন– মাথায় একটু তেল ঘষে দাও তো। অনেক দিন মাথায় তেল দেয়া হয় না। সে মাথায় তেল ঘষতে থাকবে, তিনি প্রশ্ন করতে থাকবেন। সে যেহেতু জাহানারার পেছনে বসবে কেউ কারো মুখ দেখতে পারবে না। কঠিন কঠিন কথা বলার জন্যে এই কায়দাটা ভালো।

বিনু।

জি।

মাথায় একটু তেল দিয়ে দাও তো।

জি আচ্ছা।

বিনু তেলের বাটি নিয়ে বসল। জাহানারা বললেন, মাথায় চুলের জন্যে সবচে' ভালো তেল হলো অলিভ ওয়েল। এর পর থেকে তুমি আমার মাথায় অলিভ ওয়েল দিয়ে দিবে।

জি আচ্ছা।

মাথার যন্ত্রণার জন্যে সবচে' ভালো তেল কী জানো?

জি না।

মাথার যন্ত্রণার জন্যে সবচে' ভালো তেল হলো সরিষার তেল। দুই চামচ পানি, দুই চামচ সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে মাথার তালুতে ঘষলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাথাব্যথা কমবে। এটা আমি শিখেছি আমার এক খালার কাছ থেকে।

বিনু হালকা গলায় বলল, এরপর যদি আপনার মাথা ধরে তাহলে বলবেন– আমি সরিষার তেল দিয়ে দেব।

সরিষার তেলের ঝাঁঝ বেশি এই জন্যে সবাই মনে করে এই তেল মাথায় দেয়া যায় না। এতে চুল পড়ে যায়। এটা ঠিক না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল কথায় আসতে জাহানারা এত দেরি করছে কেন– বিনু তা বোঝার চেষ্টা করছে। কথাবার্তা তেলের আশেপাশে ঘুরছে। মূল প্রসঙ্গে আসতে মহিলা সময় নিচ্ছেন, কাজেই এটা মোটামুটি নিশ্চিত তিনি আজ বিনুকে শক্ত করে ধরবেন। কঠিন বাঘবন্দি খেলা হবে।

বিনু।

জি।

তোমার বিয়ে ভেঙে গেল– মানে কী? বরপক্ষের লোকরা বিয়ে ভাঙল না তোমাদের পক্ষের লোকরা বিয়ে ভাঙল?

আমরাই ভাঙলাম।

জাহানারা হালকা গলায় বললেন, আমার ধারণা তুমিই বিয়েটা ভেঙেছ। হঠাৎ কোনো কারণে বেঁকে বসেছ।

আপনার এরকম ধারণা হলো কেন?

প্রশ্নটা করেই বিনুর মনে হলো সে ভুল করেছে। জাহানারা এখন রেগে যাবেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবেন। আজেবাজে কথা শুরু করবেন।

শোনো বিনু। মোর নিজের ধারণা তুমি খুব চালাক। যতটা চালাক তুমি নিজেকে ভাব, ততটা চালাক কিন্তু তুমি না।

মানুষ মাত্রই নিজেকে চালাক ভাবে চাচি। আমি যেমন নিজেকে চালাক ভাবি। আপনিও নিজেকে চালাক ভাবেন। এটা দোষের কিছু না।

জাহানারা থমথমে গলায় বললেন, তুমি আমাকে দোষ-জ্ঞান দিচ্ছ? তোমার কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে কোনটা দোষ, কোনটা দোষ না?

বিনু হাসল। জাহানারা সেই হাসি দেখলেন না। চুলে তেল দিতে দিতে কথা বলার এই এক উপকারিতা। কারো মুখের ভাবই কেউ দেখছে না।

বিনু তুমি আজ আমাকে কয়েকটা সত্যি কথা বলবে?

আমি সবসময়ই সত্যি কথা বলি চাচি।

না, তুমি সত্যি কথা বলো না, তুমি হাড় বজ্জাত এবং মিথ্যুক। তোমার ধারণা তোমার মিথ্যা কথাগুলি কেউ ধরতে পারে না। এটা ঠিক না। শুভ্র ধরতে পারে না। ও মহাবোকা। কিন্তু আমি ধরতে পারি। দশটা মিষ্টি কথা দিয়ে তুমি শুভ্রকে ভুলাতে পারবে– আমাকে পারবে না।

আমি কাউকেই ভুলাতে চাই না চাচি।

জাহানারা ঘুরে বসলেন। কাজেই চুলে তেল দেয়া পর্বের এখানেই সমাপ্তি। এখন সম্মুখ যুদ্ধ। বিনু মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নিল। সে আজ যুদ্ধ করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মহিলাকে ধরাশায়ী করে দেবে। যাতে ভবিষ্যতে এই মহিলা তার পেছনে না লাগেন। বিনুর ধারণা আজকের যুদ্ধটা এই মহিলার জন্যেও ভালো হবে। তিনি এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছেন। অনিশ্চয়তা কমবে, অনেক কিছু স্পষ্ট হবে।

তুমি কী বললে বিনু? তুমি কাউকে ভুলাতে চাও না?

জি না।

এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলতে তোমার বিবেকে বাধল না! তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই তো শুভ্রকে ভুলানো। শুভ্রকে ভুলানোর জন্যে কি তুমি রাতে-বিরাতে ওর ঘরে যাও না?

হ্যাঁ, আমি যাই। আমাকে যখন ডাকা হয় তখনই যাই। না ডাকলে কখনো যাই না।

তুমি বলতে চাচ্ছ শুভ্র তোমাকে রাতে ডেকে নিয়ে যায়?

জি।

আমি কি ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করব?

জিজ্ঞেস করলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। উনি কখনো মিথ্যা বলেন না। কাজেই আপনি সত্যি উত্তরই পাবেন।

মহিলার দিকে তাকিয়ে বিনুর এখন মায়া লাগছে। কী অসহায়ই না তাঁকে দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তাঁর পায়ের নিচে মাটি নেই।

বিনু বলল, আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?

জাহানারা বললেন, কাল রাতে যে ওর সঙ্গে গল্প করলে ও ডেকে নিয়ে গিয়েছিল?

জি।

কী বলে ডাকল? তোমাকে বলল, বিনু এসো সারারাত আমাকে গল্প শুনাও? তোমার গল্প না শুনলে আমি মারা যাব?

বিনু বুঝতে পারছে মহিলার মাথা এখন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তিনি এখন ছেলেমানুষি কথা বলবেন। হাস্যকর প্রশ্ন করবেন।

জাহানারা বললেন, চুপ করে আছ কেন জবাব দাও।

বিনু হালকা গলায় বলল, উনি বললেন, বিনু তুমি আমার ঘরে এসে বসো। আমি তোমার জন্যে চা বানিয়ে আনি। তারপর আমরা চা খেতে খেতে সারারাত বসে গল্প করব। আমার আজ গল্পের মুডে পেয়েছে।

সে চা বানিয়ে আনল?

জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র নিজে চা বানিয়ে আনল?

জি। চা বানানোর ব্যবস্থা তো উনার ঘরেই আছে।

জাহানারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। রাগের চেয়ে বিস্ময়বোধ তাঁর কাছে প্রবল হয়ে উঠেছে। শুভ্র চা বানিয়ে এই গ্রাম্য ফাজিল মেয়েটাকে খাওয়াচ্ছে, কী বিস্ময়কর ঘটনা।

শুধু যে বিস্ময়কর তা না, অস্বাভাবিক এবং অবশ্যই ভয়ঙ্কর। জাহানারা হঠাৎ লক্ষ করলেন তাঁর হাত-পা কাঁপছে। শীত বোধ হচ্ছে। বিনুর সঙ্গে কথা চালিয়ে যাবার শক্তি নিজের ভেতর খুঁজে পাচ্ছেন না। বিনুর কাছে নিজেকে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে হচ্ছে।

বিনু।

জি।

জাহানারা শান্ত গলায় বললেন, তোমাদের মধ্যে কী কথা হয়?

মনে করে রাখার কিছু না। উনি গল্প করেন, আমি শুনি। কিছুদিন হলো রাতে তাঁর ঘুম হয় না। একা একা জেগে থাকা খুব কষ্টের ব্যাপার বলেই তিনি আমার সঙ্গে গল্প করেন।

কাল রাতে তোমাদের কী নিয়ে গল্প হলো? তোমার মনে আছে?

জি মনে আছে।

বলো শুনি।

মহাবিশ্ব কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, আবার সব এক জায়গায় হবে– এইসব। মহাবিশ্ব বিগ বেং থেকে শুরু। আবার সেখানেই শেষ হবে।

জাহানারা বুঝতে পারছেন না, তাঁর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা উচিত কি-না।

জ্ঞানের গল্প শুভ্র করতেই পারে। করতে পারাটাই স্বাভাবিক। কার সঙ্গে গল্প করছে সেটা জরুরি না। শুভ্র যখন এ ধরনের গল্প করে তখন সে খেয়াল করে না কে তার সামনে আছে। বিনু বসে থাকলেও যা, এ বাড়ির দারোয়ান বসে থাকলেও তা। মুক্তার মা থাকলেও তা। জাহানারা ঠিক করে ফেললেন তিনি নিজেই এখন থেকে রাত জাগবেন। শুভ্রর জ্ঞানের কথা শুনবেন। মহাবিশ্ব ছড়িয়ে পড়ার হাবিজাবি শুনতে খারাপ লাগবে না। তাছাড়া শুভ্র যা বলে তাই তাঁর শুনতে ভালো লাগে।

বিনু শান্ত চোখে জাহানারার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। জাহানারা আহত হয়েছেন। রক্তক্ষরণ হচ্ছে। যে রক্ত চোখে দেখা যায় না। তাঁর দিকে তাকাতেই মায়া লাগছে। বিনু বলল, চাচি আসুন আপনার মাথায় তেল দিয়ে শেষ করি। জাহানারা আপত্তি করলেন না, ঘুরে বসলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা ক্ষীণ গলায় বললেন, তোমার বিয়ে ভেঙে যাবার ঘটনাটা বলো। কিছুই গোপন করবে না।

বলার মতো কোনো ঘটনা না চাচি। গায়ে হলুদের আগের দিন হঠাৎ উড়ো খবর পাওয়া গেল ভদ্রলোক আগে একবার বিয়ে করেছেন। তার একটা মেয়েও আছে। আমার এক মামা খোঁজ নিতে গেলেন। বরপক্ষের তারা তো কিছু বললই না, উল্টা খুব রাগারাগি করল। আমরা না কি ইচ্ছা করে তাদের অপমান করার জন্যে এইসব কথা নিয়ে দরবার করতে গেছি। আমরা ছোটলোক। আমরা ইতর। এইসব।

জাহানারা আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, এ রকম কিন্তু হয়। বিয়েশাদিতে নানান কথা ছড়িয়ে বিয়ে ভেঙে দেয়া হয়। একদল মানুষ থাকে তারা বিয়ে দিয়ে আরাম পায় আবার আরেক দল থাকে বিয়ে ভাঙিয়ে আরাম পায়। তোমরা উড়ো কথা যা শুনেছ তাকে গুরুত্ব দেয়া ঠিক হয় নি।

বিনু বলল, আমরা গুরুত্ব দেই নি। বিয়ে হয়েই যেত। কিন্তু ঐ মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

বলো কী!

ছেলেপক্ষের ওরা জোর গলায় বলতে লাগল– এই মেয়েকে তারা চিনে না। তাদের অনেক শত্রু আছে। শত্রুরা বিয়ে ভাঙার জন্যে এই মেয়েকে লাগিয়েছে। মেয়েটা নাকি বাজারে ঘর নিয়ে থাকে। আজেবাজে মেয়ে।

ও।

কাজেই আমি রাগারাগি করে চলে এসেছি। বাবা যদিও চাচ্ছিলেন বিয়েটা হোক।

জাহানারা চুপ করে রইলেন। বিনু ভেবেছিল জাহানারা বলবেন যা করেছ ভালোই করেছ। জাহানারা কিছুই বললেন না।

চুলে তেল দেয়া শেষ হয়েছে। বিনু বলল, চাচি আমি যাই। জাহানারা সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না। এখন বাজছে তিনটা। ভাদ্র মাসের ঝিম ধরা দুপুর। এই সময়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভালো লাগে। কিন্তু তিন জানেন আজ তাঁর কোনো কিছুই ভালো লাগবে না। তাঁর কেন জানি হঠাৎ করে তোকমার সরবত খেতে ইচ্ছা করছে। আজকাল প্রায়ই অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস খেতে ইচ্ছা করে। এসব হচ্ছে মৃত্যুর লক্ষণ। মৃত্যু যখন এগিয়ে আসে তখনই বিচিত্র সব ইচ্ছা মনে জাগে। তাঁর মা'র যেমন জ্যৈষ্ঠ মাসে বরই খাবার ইচ্ছা হলো। যাকে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন– বরই কি পাওয়া যাবে? বরই খেতে ইচ্ছা করছে। আচারের বরই না, গাছপাকা দেশি বরই। জ্যৈষ্ঠ মাস আম-কাঁঠালের সময়। এই সময়ে কি বরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাওয়া যায়? বরই বরই করতে করতে এই মহিলা জ্যৈষ্ঠ মাসে মারা গেলেন। অনেক দিন পর মা'র কথা ভেবে জাহানারার মন কেমন করতে লাগল। বরই বরই করে এই মহিলার জীবনের ইতি হয়েছে বলেই কি-না কে জানে তাঁর কবরে কিছুদিনের মধ্যেই একটা বরই গাছ দেখা গেল। সেই গাছ এখন বিশাল হয়েছে। দু'বছর আগে গিয়ে দেখেছেন গাছ ভর্তি করে বরই এসেছে। খুব না-কি মিষ্টি। ভয়ে কেউ সেই বরই খায় না। কবরের উপর ওঠা ফলের গাছের ফল খেতে নেই। পশুপাখি খেতে পারে। মানুষ পারে না। কেন পারে না এটা নিয়ে কি শুভ্রের সঙ্গে কথা বলা যায় না? শুভ্র কি রাগ করবে? জাহানারা মনস্থির করতে পারলেন না– শুভ্রর কাছে যাবেন, না যাবেন না।

শুভ্রর ইজিচেয়ারটা জানালার কাছে। সে গভীর আগ্রহে একটা বই পড়ছে। উদ্ভট বই– নাম– The 4th Eye. লেখকের নাম R. Lampa. তিনি বইটিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন মানুষ চারটা চোখ নিয়ে জন্মায়। দুটি চোখ দৃশ্যমান। দুটি অদৃশ্য। একটি অদৃশ্য চোখ থাকে মাথার পেছনের দিকে। আরেকটি অদৃশ্য চোখ থাকে নাভির ঠিক দু'আঙুল নিচে। R. Lampa সাহেবের মতে যে কোনো লোক এই দুটি চোখের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে। তাকে ধৈর্য ধরে কয়েকদিন একটা পরীক্ষা করতে হবে। একজন কেউ ফুলস্কেপ কাগজে বড় বড় করে কোনো একটা সংখ্যা লিখে মাথার পেছন দিকে ধরবে। সেই সংখ্যাটি পড়ার চেষ্টা করতে হবে মাথার পেছনের চোখ দিয়ে। অনেকটা জেনার টেস্টের মতো টেস্ট।

একই পরীক্ষা নাভির চোখ নিয়েও করা যায়। লেখক ভদ্রলোক দাবি করছেন যে, একটু চেষ্টা করলেই যে কেউ এটা পারবে। জলের মতো সহজ পরীক্ষা। শুভ্রর ইচ্ছা করছে এক্ষুনি পরীক্ষাটা করে ফেলতে। তবে এক্ষুনি না করে পুরো বই শেষ করে তারপর পরীক্ষায় বসা ঠিক হবে।

জাহানারা এসে ছেলের ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন, কী করছিস রে?

শুভ্র বলল, ইন্টারেস্টিং একটা বই পড়ছি।

কী বই?

বইয়ের নাম চতুর্থ চোখ।

বিজ্ঞানের বই?

মিথ্যা-বিজ্ঞানের বই।

মিথ্যা-বিজ্ঞানটা আবার কী?

কিছু কিছু বিষয় এমন করে লেখা হয় যে পড়লে মনে হয় বিজ্ঞান। আসলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান না। এদের বলা হয় মিথ্যা-বিজ্ঞান। সব কিছুই একটা মিথ্যা সংস্করণ আছে। মিথ্যা ভালোবাসা, মিথ্যা ঘৃণা, মিথ্যা চোখের জল।

জাহানারা ছেলের খাটে বসলেন। শুভ্র বলল– মা এখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি বইটা দ্রুত পড়ে শেষ করতে চাই। তুমি থাকলে পড়া হবে না।

পড়া হবে না কেন? তুই তোর পড়া পড়বি। আমি আমার বসা বসে থাকব।

তুমি চুপচাপ বসে থাকবে না। গুটুর গুটুর করে কথা বলবে। আমার ডিসটার্ব হবে।

জাহানারা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি লক্ষ করলেন তাঁর চোখ ভিজে উঠেছে। ছেলের সামনে কেঁদে ফেলাটা খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে। অভিমান তাকেই দেখানো যায় যে অভিমান বুঝে। তার ছেলে অভিমান বুঝে না।

মা আগুন গরম এক কাপ চা বানিয়ে দিয়ে যেও তো।

জাহানারা বললেন, শুভ্র আমি শুনলাম তুই নিজে নাকি খুব ভালো চা বানাতে পারিস।

শুভ্র বলল, নিশ্চয়ই বিনু বলেছে। আশ্চর্য মেয়ে তো! তোমাকে বলেছে আমি ভালো বানাই, আবার আমাকে বলছে আমি চা বানাতেই পারি না। ওর কোন কথাটা সত্যি? আজ থেকে আমি ওর নাম দিলাম– মিথ্যাময়ী।

জাহানারা দেখলেন, শুভ্র হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। একটু আগেও তো মুখ এমন হাসি হাসি ছিল না। বিনু নামটা মনে আসতেই মুখ হাসি হাসি হয়ে গেল। তিনি না এসে বিনু যদি এসে বসত তাহলে কি সে বলতে পারত– বিনু চলে যাও আমার ডিসটার্ব হবে? মনে হচ্ছে না এ রকম বলত। আবার একটা নামও দিয়ে ফেলেছে মিথ্যাময়ী। মায়ের সামনে মিথ্যাময়ী, আড়ালে নিশ্চয়ই সত্যময়ী।

শুভ্র বলল, মা শোনো, এখন চা আনার দরকার নেই। আমার বইটার বাকি পাতাগুলি পড়তে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। তুমি একটা কাজ করো– কাঁটায় কাঁটায় এক ঘণ্টা দশ মিনিট পর এক কাপ চা নিয়ে এসো। আমি চা খেতে খেতে তোমাকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করব।

কী এক্সপেরিমেন্ট?

তোমার তিন নম্বর চোখ এবং চার নম্বর চোখ আছে কি-না এই পরীক্ষা হয়ে যাবে।

জাহানারা আবারো বসে পড়লেন। ছেলে তার সঙ্গে হাসি হাসি মুখে কথা বলছে– এটা শুভ লক্ষণ। এখন নিশ্চয়ই সে বলবে না, মা তুমি চলে যাও আমার ডিসটার্ব হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা আদুরে গলায় বললেন, শুভ্র তোকে খুব জরুরি একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কথাটা আমার প্রায়ই মনে হয়, যখন মনে হয় তুই আশেপাশে থাকিস না বলে জিজ্ঞেস করা হয় না।

শুভ্র বই বন্ধ করতে করতে বলল, বলো তোমার জরুরি কথা।

কবরের উপর ফলের গাছ যদি হয় তাহলে সেই ফল খাওয়া কি ঠিক?

অবশ্যই ঠিক। তুমি খাচ্ছ ফল– অন্য কিছু তো খাচ্ছ না। এটাই কি তোমার জরুরি কথা?

হুঁ। তোর নানিজানের কবরে একটা বরই গাছ আছে। খুব মিষ্টি বরই।

মিষ্টি বরই হলে অবশ্যই খাবে। নানিজানের শরীর মাটিতে মিশে গেছে। নানিজানের শরীরের ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন নষ্ট হয় নি। তার কিছু কিছু অবশ্যই বরই-তে চলে আসবে। তাতে কিছু যায়-আসে না।

কী ভয়ঙ্কর কথা।

ভয়ঙ্কর কেন?

আমার মা'র শরীরে অংশ যে ফলে চলে এসেছে সেই ফল আমি খাব?

শুভ্র বইয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, তুমি খেও না। এখন যাও তো মা। শোনো, বিনুকে পাঠিয়ে দাও।

জাহানারা দাঁড়িয়ে আছেন। শুভ্র তাঁকে বিদেয় করে দিচ্ছে অথচ বিনুকে আসতে বলছে। এর মানে কী? তিনি থাকলে ছেলের ডিসটার্ব হয়। বিনু থাকলে ডিসটার্ব হয় না? বিনু নামের মেয়েটাকে এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া দরকার। আর দেরি করা যায় না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

জাহানারা ঘর থেকে বের হলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঢুকলেন। শুভ্র বই থেকে মাথা না তুলে বলল, কিছু বলবে মা?

জাহানারা বললেন, শুনলাম তুই ম্যানেজার সাহেবকে বিদেয় করে দিয়েছিস?

কার কাছ থেকে শুনলে?

কার কাছ থেকে শুনলাম এটা জানা কি খুব প্রয়োজন?

হ্যাঁ প্রয়োজন। অফিস থেকে তোমার কাছে খবরাখবর কীভাবে আসে এটা জানা থাকা দরকার।

জাহানারা ছেলের গলার স্বর শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। শুভ্র সম্পূর্ণ অন্যরকম গলায় কথা বলছে। শুভ্রকে এমন স্বরে কথা বলতে আগে কখনো শুনেন নি। তিনি অবাক হয়ে বললেন, তুই এমন কঠিন গলায় আমার সঙ্গে কথা বলছিস কেন? আমি তো তোর অফিসের কেউ না।

অফিসের কেউ যদি না হও তাহলে অফিস সম্পর্ক কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করলে সমস্যা কী?

সমস্যা আছে। বাবাকে যেমন তুমি কখনো কিছু জিজ্ঞেস করো নি। আমাকেও করবে না।

তোর বাবাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করি নি কে বলল?

কেউ বলে নি। আমি জানি। বাবার কর্মকাণ্ড নিয়ে তুমি যদি কখনো প্রশ্ন তুলতে তাহলে আজ আমি একটা বেশ্যাখানার মালিক হতাম না।

তুই এমন একটা বিশ্রী শব্দ আমার সামনে বললি? তুই বলতে পারলি? আমি তোর মা। তুই মা'র সামনে এমন নোংরা শব্দ বললি! তোর জিভে আটকাল না?

শুভ্র বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, জিভে আটকায় নি মা। আমরা নোংরা ব্যবসা করতে পারব, সেই ব্যবসার কথা বলতে পারব না– তা হয় না। দাঁড়িয়ে থেকো না মা। আমার জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে এসো।

শুভ্র!

এ রকম কঠিন গলায় তুমি আমাকে ডাকবে না। এবং অবশ্যই কঠিন চোখে তাকাবে না। সারাজীবন পুতুপুতু মহিলা হয়ে ছিলে। এখনো তাই থাকবে।

শুভ্র আমি তোর মা!

তুমি আমার মা এটা অত্যন্ত ভালো কথা। আমার একটা অংশ সব সময় তোমাকে ঘিরে থাকে। কিন্তু অন্য অংশটা তোমাকে যে ঘৃণা করে সেটা না জানাই তোমার জন্যে ভালো।

তুই আমাকে ঘৃণা করিস?

হ্যাঁ করি। বাবাকে যতটা করি তোমাকে তার চেয়ে বেশি করি। কাঁদবে না। মিথ্যা অশ্রু আমার ভালো লাগে না।

শুভ্র হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে হলুদ মার্কার নিল। বইটার কিছু কিছু অংশ দাগ দেয়া দরকার। সে মা'র দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, মা দাঁড়িয়ে থেকো না। চা নিয়ে এসো। তোমার চতুর্থ চোখ আছে কি-না সেই পরীক্ষা হয়ে যাক।

লালবাগ থানার ওসি সাহেব এসেছেন। শুভ্রর সামনে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি। সিভিল ড্রেসে এসেছেন বলে তাঁকে পুলিশ অফিসার বলে মনে হচ্ছে না। তাঁকে স্কুল টিচারদের মতো দেখাচ্ছে। অংক স্যারের মতো কঠিন স্যারও মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বাংলা স্যার। তাঁর নাকের নিচে ছোট্ট বাটার ফ্লাই গোঁফ শুধুমাত্র বাংলা স্যারদের মুখেই মানায়। তবে এই গোঁফ সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যাবে ভদ্রলোক যখন ইউনিফর্ম পরবেন। হিটলারেরও বাটারফ্লাই গোঁফ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসি সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে হালকা গলায় বললেন, শুভ্র সাহেব কেমন আছেন বলুন।

শুভ্র বলল, ভালো।

আপনার ব্যবসার অবস্থা কী?

ভালো।

আমি কী জন্যে এসেছি সেই খবর নিশ্চয় আগেই পেয়েছেন?

জি খবর পেয়েছি।

আমি আর দেরি করব না। ব্যবস্থা করুন। আমার একটু তাড়া আছে। ছেলেকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে হবে। চিড়িয়াখানায় হাতির পিঠে চড়ার ব্যবস্থা আছে। সে হাতির পিঠে চড়বে।

চা খাবেন?

চায়ের অভ্যাস আমার তেমন নাই। যাই হোক আপনি বলছেন যখন খাই। চিনি কম দিতে বলবেন।

শুভ্র বেল টিপে মঞ্জুকে চা দিতে বলল। ওসি সাহেব বিশেষ ভঙ্গিমায় সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে বললেন– আপনাদের এখানে নতুন একটা মেয়ে এসেছে বলে খবর পেয়েছি। লাইসেন্স হয়েছে?

আমি বলতে পারছি না লাইসেন্স হয়েছে কি-না।

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেভিট করা লাগবে। আপনি নতুন মানুষ এই জন্যে বললাম।

আমি নতুন হলেও আমার অফিসের লোকজন পুরনো। এরা আইন মেনেই চলবে। তাছাড়া আপনারা তো আছেনই– আইনের রক্ষক।

কথাটা যেন কেমন কেমন করে বললেন।

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, কথাটা কেমন কেমন করে বললেও তো আপনার গায়ে লাগা উচিত না।

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেন, গায়ে লাগা উচিত না কেন?

শুভ্র সহজ গলায় বলল, গায়ে লাগা উচিত না কারণ আপনাদের আমরা টাকা দিয়ে কিনে রেখেছি। আপনারা মাসিক বেতন নিচ্ছেন। বেতনভুক্ত কেউ মালিকের কথা গায়ে লাগাবে না। গায়ে লাগানো উচিত না।

ওসি সাহেব শুভ্রর দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, শুভ্র আপনার বয়স অল্প, রক্ত গরম। পুলিশের সঙ্গে রক্ত গরম করবেন না। আপনার পিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। আপনাকেও স্নেহ করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র সহজ গলায় বলল, আপনার স্নেহ আমার প্রয়োজন নেই ওসি সাহেব। স্নেহ অন্য কারোর জন্যে রেখে দিন। টাকা নিতে এসেছেন টাকা নিয়ে চলে যান।

মঞ্জু চা নিয়ে ঢুকল। সে কি বাইরে থেকে কিছু শুনেছে, কেমন ভীত চোখে শুভ্রকে দেখছে। শুভ্র খুবই মজা পাচ্ছে। ওসি সাহেবকে আরো কঠিন কিছু কথা বলতে ইচ্ছা করছে। শুধু কঠিন কথাই না, হাস্যকর অপমানসূচক কথা। এই মুহূর্তে শুভ্রর মাথায় যে কথাগুলি ঘুরছে তা হলো– "ওসি সাহেব শুধু চা কেন খাবেন। পিরিচে করে এক পিরিচ গু এনে দিক। চামচ দিয়ে পায়েসের মতো খান।" কথাগুলি মাথায় ঘুরলেও মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না। বের হলে শুভ্রর মনে হয় ভালো লাগত।

ওসি সাহেব চায়ে চুমুক দিলেন। শুভ্র তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ ঘুরিয়ে নিল না। এক ধরনের খেলা শুরু হয়েছে। এই খেলার নাম ইঁদুর-বেড়াল খেলা– Cat and Mouse game. এই খেলার মজাটা হচ্ছে ইঁদুর হঠাৎ করে বিড়াল হয়ে যায়। আর বিড়াল হয়ে যায় ইঁদুর। কে কখন বদলাবে কিছুই আগে থেকে বলা যায় না।

ওসি সাহেবের প্রথম সিগারেটটি শেষ হয় নি। আধ খাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে তিনি আরেকটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন– আপনি যেসব কথাবার্তা বলছেন তার ফলাফল কী হতে পারে তা কী আপনি জানেন?

শুভ্র চেয়ারে হেলান দিতে দিতে বলল, ফলাফল শূন্য। আপনি আমাকে ভয় দেখাবার হাস্যকর চেষ্টা করছেন। আপনার ক্ষমতা খাকি পোশাকের আর আমার ক্ষমতা টাকার। টাকার ক্ষমতা ব্যবহার করে আমি আপনাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর যে লালবাগ থানা থেকে চিটাগাং হিলট্রেকসে বদলি করে দিতে পারি তা কী জানেন? অফিসের পুরনো কাগজপত্র দেখে জেনেছি আমার আগে আমার বাবাও এরকম কাজ করেছেন। হিসাবের খাতায় লেখা– ওসি এবং সেকেন্ড অফিসারকে বদলির খরচ বাবদ তিন লাখ একুশ হাজার টাকা মাত্র।

ওসি সাহেবের হাতের সিগারেট নিভে গেছে। তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বড় রকমের ধাক্কার মতো খেয়েছেন। ধাক্কা সামলাবার চেষ্টা করছেন।

শুভ্র বলল, আপনি সিভিল ড্রেসে আমার অফিসে এসেছেন। আমি কী করতে পারি জানেন? আপনাকে এখান থেকে ধরে নিয়ে আমার বেশ্যাখানায় কোনো এক বেশ্যার ঘরে ঢুকিয়ে দিতে পারি। পত্রিকায় আপনার ছবিসহ নিউজ করতে পারি। তারপর অন্য পুলিশ দিয়ে আপনাকে গ্রেফতার করাতে পারি। কাকের মাংস কাক খায় না। পুলিশের মাংস পুলিশ খায়। বলুন এই কাজটা করতে পারি বললাম, সেটা পারি কি-না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসি সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, পারেন।

শুভ্র বলল, আমাকে ভবিষ্যতে কখনো ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না। নিন এখন চা খান।

ওসি সাহেব ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিলেন। শুভ্র বলল, চাটা মনে হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আরেক কাপ দিক।

ওসি সাহেব মাথা কাত করতে করতে বললেন, জি আচ্ছা দিতে বলেন। আর শুনুন ভাই সাহেব আমার ওপর কোনো রাগ রাখবেন না। আপনি হয়তো শুনে বিশ্বাস করবেন না, আপনার পিতা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমার প্রথম ছেলের জন্মদিনে উনাকে দাওয়াত করেছিলাম, উনি গিয়েছিলেন। আমার ছেলেকে কোলে নিয়ে তিনি ছবিও তুলেছেন। সেই ছবি আমাদের এলবামে আছে। একদিন যদি গরিবখানায় যান ছবিটা দেখাব। আপনাকে যেতেই হবে। কবে যাবেন বলেন। আমার স্ত্রী অত্যন্ত খুশি হবে।

যাব কোনো একদিন। বাবা যখন গিয়েছেন। আমিও যাব। যথা পিতা তথা পুত্র।

আজই চলুন। আজ আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি। বলেছিলাম না, ছেলেকে চিড়িয়াখানায় নিতে হবে। ছুটিই পাই না– এমন এক চাকরি করি। ভাই আমার রিকোয়েস্ট। আজ চলুন।

আজ যেতে পারব না। আজ আমি আমার ব্যবসা দেখতে যাব। মেয়েগুলির সঙ্গে কিছু সময় কাটাব। আপনি যেমন চিড়িয়াখানায় যাচ্ছেন আমিও সে রকম চিড়িয়াখানাতেই যাচ্ছি।

কোনোরকম সমস্যা হলে বলবেন। কোনো সংকোচ করবেন না। স্ক্রু টাইট দিয়ে দিব। Consider me as your brother. আপনার অফিসের চা খুব ভালো হয়। আপনি রাগ করেন আর যাই করেন মাঝে মাঝে এসে চা খেয়ে যাব।

কার্পেটে পা ছড়িয়ে আসমানী বসে আছে। মেয়েটার শরীর মনে হয় ভালো নেই। চোখ লাল। মাথার চুল এলোমেলো। শুভ্র নিজের মনে হাসল। শরীর ভালো না থাকার সঙ্গে চুল এলোমেলোর কোনো সম্পর্ক নেই। সুস্থ মানুষের চুলও এলোমেলো থাকতে পারে। তার নিজের চুলই এখন এলোমেলো। তবু কেন জানি মেয়েটার চুল এলোমেলো দেখেই মনে হলো তার শরীর ভালো নেই। সে নিশ্চয়ই খুব অসুস্থ কাউকে দেখেছিল যার চুল ছিল এলোমেলো। মস্তিষ্ক সেই স্মৃতি যত্ন করে রেখে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসমানীর গায়ের শাড়িটার রঙ সবুজ। প্রথমবার যখন তার সঙ্গে দেখা সেদিনও তার গায়ে সবুজ রঙের শাড়ি ছিল। এই মেয়েটির মনে হয় সবুজ রঙ পছন্দ। মেয়েটিকে আজ অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। যে সুন্দর তাকে যে সব সময় সুন্দর লাগবে এমন কোনো কথা নেই। সুন্দর মানুষকেও মাঝে মাঝে অসুন্দর লাগে। আবার অসুন্দর মানুষকেও হঠাৎ হঠাৎ খুব সুন্দর লাগে। শুভ্র বলল, আপনি কেমন আছেন?

প্রশ্নের উত্তরে আসমানী মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। প্রশ্নের উত্তর দিল শরীরের ভাষায়। এই ভাষা শুভ্রর ভাল জানা নেই বলে সে প্রশ্নের উত্তরটা ধরতে পারল না। প্রশ্নের উত্তর হয়তো বা– আমি ভালো নেই। তাতে কী হয়েছে? আপনি যে ভালো আছেন এতেই আমি খুশি।

শুভ্র বলল, আমার অফিসের কেউ কি আপনাদের বলে নি আজ আমি আসব? আমি তো খবর পাঠিয়েছিলাম।

আসমানী আবারো ঠিক আগের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আপনের দোকান। আপনে যখন ইচ্ছা আসবেন। সওদাপাতি দেখবেন, বলাবলির কী আছে?

শুভ্র বলল, আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি। আমি জানতে চেয়েছি– কেউ কি আপনাদের বলেছে যে আমি আসব?

জি বলেছে।

দয়া করে সরাসরি কোনো প্রশ্ন করলে সরাসরি জবাব দেবেন। সরাসরি জবাব আমার পছন্দ।

জি আচ্ছা। এখন থেকে সোজা জবাব দিব।

আপনার কি শরীর খারাপ?

জি, আমার মাসিক চলতেছে। আজ দ্বিতীয় দিন।

শুভ্র হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। কী বলছে এই মেয়ে। মেয়েটাকে কি প্রচণ্ড ধমক দেয়া উচিত না? রাগে শুভ্রর শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। এই রাগকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তার বাবা দিতেন না। সে কেন দেবে?

শুভ্র কিছু বলার আগেই আসমানী বলল, প্রশ্ন করলে ঠিকঠাক জবাব দিতে বলছেন বলে দিয়েছি। রাগ করবেন না।

শুভ্র বলল, আমার ধারণা আপনি আমাকে বিব্রত করার জন্যে এই কথাটা বললেন। আপনি আমাকে অপদস্ত করতে চাচ্ছেন। চাচ্ছেন না?

আসমানী তাকিয়ে আছে। শুভ্র মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সুন্দর বড় বড় চোখ! তার মনে হলো মানুষের সব সৌন্দর্য আসলে চোখে। যার চোখ সুন্দর তার সবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দর। মেয়েটা চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না। তাকিয়েই আছে। শুভ্র বলল, আপনারা ম্যানেজার সাহেবের কথা শুনছেন না কেন?

কী কথা?

উনার সঙ্গে আপনাদের কথা হয় নি?

উনার সঙ্গে কত কথাই তো হয়েছে। কোনটার কথা জিজ্ঞেস করেন? আপনে নিজেও সোজা প্রশ্ন করতে পারেন না। যে নিজে সোজা প্রশ্ন করে না সে অন্যের সোজা উত্তর ক্যামনে চায়?

শুভ্র অবাক হয়ে লক্ষ করল– মেয়েটা হাসছে। হাসাহাসি করার মতো কথাবার্তা তো হচ্ছে না। শুভ্র তার নতুন ম্যানেজারকে বলে দিয়েছিল– সব ক'টা মেয়েকে যেন তাদের বাড়িঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সবাই নগদ পনেরো হাজার করে টাকা পাবে। একটা করে সেলাই মেশিন পাবে। কেউ যদি সেলাই মেশিন নিতে না চায়– সমপরিমাণ টাকা পাবে। মেয়েটার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটা এ জাতীয় কথা শুনে নি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার– মেয়েটার আচার-আচরণ, হাসার ভঙ্গি সব কিছুর মধ্যে এক ধরনের তাচ্ছিল্য আছে। এই মেয়ে কি সবার সঙ্গেই এ রকম করে নাকি তার সঙ্গেই করছে?

শুভ্র বলল, নগদ টাকা, আর সেলাই মেশিনের ব্যাপারটা আপনারা জানেন না?

আসমানী হেসে ভেঙে পড়তে পড়তে বলল, সেলাই মেশিন কী করব? আমরা কি দর্জি?

আসমানী হাসি থামাতে পারছে না। শুভ্রর কাছ থেকে এমন মজাদার কথা সে শুনবে তা যেন ভাবতেই পারে নি।

শুভ্র বলল, দর্জি হওয়া কি খারাপ?

খারাপ ভালোর কথা না। যে কাজ জানি না, সেই কাজ করব ক্যামনে? কাজ একটাই জানি। খরিদ্দারের সাথে 'বসা'।

মেয়েটা আবারো হাসছে। সর্বশরীর দিয়ে হাসছে। এই ভঙ্গিতে শুভ্র কাউকে হাসতে দেখে নি। হাসির শব্দটা কেমন? শুভ্র বুঝতে পারছে না। হাসির শব্দে সে মন দিতে পারছে না। আসমানী চট করে হাসি থামিয়ে বলল, চা খান। খাবেন?

শুভ্র বলল, না।

তাহলে এক কাজ করেন। আপনের মিজাজ খুব খারাপ– আপনি ঘুমান।

ঘুমাব?

হুঁ। অসুবিধা কী? আমি মাথার চুলে বিলি দিয়া ঘুম পাড়ায়ে দিব। পাঁচ-দশ মিনিটের ছোট ঘুম। শরীর ঝরঝরা হয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও।

আপনের আব্বারে কত ঘুম পাড়ায়ে দিয়েছি।

শুভ্র ভুরু কুঁচকে তাকাল। এই মেয়ে এর আগের বারেও তার বাবার প্রসঙ্গ টেনে এনেছে। আবার কখনো দেখা হলেও হয়তো এই কাজটা সে করবে। তবে আবারো তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

আপনের বাবা আমারে খুবই স্নেহ করতেন।

ভালো তো। আপনাকে স্নেহ না করলেও তাঁর চলত। স্নেহটা বাড়তি পেয়েছেন।

আমারে তুমি করে বলেন।

কেন আমার বাবা আপনাকে তুমি করে বলতেন সেই জন্যে?

জি না। তুমি করে বলতে বলতেছি কারণ এর আগের বার আপনে আমারে তুমি করে বলেছেন।

আমি আপনাকে কখনো তুমি বলি নি।

সরবত খাবেন? সরবত বানায়ে দেই। পেস্তাবাদাম দিয়া খুব ভালো সরবত।

আমার বাবা কি এই সরবত খেতেন? তিনি পছন্দ করতেন?

উনি দুই-তিন-বার খেয়েছেন। উনার পছন্দ হয় নাই। সব ভালো জিনিস সবের পছন্দ হয় না। আপনের পছন্দ হবে।

বেশ তো সরবত বানাও, খেয়ে দেখি।

বলেই শুভ্র চমকে উঠল। মেয়েটাকে সে তুমি বলেছে। তুমি করে সে বলতে চায় নি– ভেতর থেকে চলে এসেছে। মেয়েটিও তা বুঝতে পেরেছে? তুমি বলার সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়েছে। হেসেছে। এই হাসি আগের মতো শরীর কাঁপানো হাসি না। অন্যরকম হাসি।

আসমানী উঠে চলে গেল। যাবার আগে খুব ভালোমত পর্দা টেনে দিল। ঘর কেমন জানি অন্ধকার অন্ধকার হয়ে আছে। এই অন্ধকারটাও ভালো লাগছে। সব ঘরের আলাদা আলাদা গন্ধ থাকে। এই ঘরেরও আছে। প্রতিটি মানুষকে যেমন গায়ের গন্ধ দিয়ে আলাদা করা যায়, প্রতিটি ঘরকেও তেমন গন্ধ দিয়ে আলাদা করা যায়। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ঘরগুলির মধ্যে গন্ধ বিষয়ক মিল থাকে। আসমানীদের মতো মেয়েরা যেসব ঘরে থাকে সেসব ঘরও হয়তো গন্ধের কারণেই অন্য রকম। শুভ্র ঘড়ি দেখল– তিনটা বাজে। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। সামান্য ক্ষুধাবোধও হচ্ছে। আজ সকাল থেকেই সে বাইরে বাইরে ঘুরছে। দুপুরে খাওয়া হয় নি। দুটা বাজার দশ মিনিট আগে অফিসে গিয়েছিল। ভেবেছিল অফিসে কিছু একটা খেয়ে নেবে। ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলে হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল বলে কিছু খাওয়া হয় নি। নতুন ম্যানেজার সিদ্দিক বলল, ঐ সব জায়গায় আপনার ঘনঘন যাওয়া ঠিক না। কী বলতে হবে আমাকে বলে দিন। আমি বলব।

শুভ্র শান্ত গলায় বলল, ঘনঘন যাবার কথাটা উঠছে কেন? আমি তো আজ নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো যাচ্ছি।

ম্যানেজার বলল, দ্বিতীয় বার যাবারও দরকার নেই।

দরকার আছে কী নেই সেটা আমি দেখব।

জি আচ্ছা।

নতুন ম্যানেজারকে শুভ্রর পছন্দ হয়েছে। সে শুভ্রকে ভয় পাচ্ছে না। তার যেটা বলার দরকার সে বলছে। সিদ্দিককে এনে দিয়েছেন ক্যাশিয়ার সাহেব। ক্যাশিয়ার সাহেব ছেলেটিকে দেবার সময় শুধু বলেছেন– ছেলে ভালো। একে দিয়ে কাজ করায়ে আরাম পাবেন। শুভ্র আরাম পাচ্ছে। এবং বুঝতে পারছে সিদ্দিক ছেলেটি অল্পদিনের ভেতর তার ডান হাত হয়ে উঠবে। যখনি সে ডান হাত হবে তখনি তাকে বিদেয় করতে হবে। বড় প্রতিষ্ঠানে মালিকের ডান হাত থাকতে নেই। ডান হাত কেন, বাঁ হাতও থাকতে নেই।

শুভ্রের ধারণা সে বদলে যাচ্ছে। মানুষ এক রাতে বদলায় না। যারা তার আশেপাশে আছে তারাও কিছু বুঝতে পারে না। কারণ যে বদলায় সে আশেপাশের সবাইকে নিয়েই বদলায়।

শুভ্র আসমানীর ঘরে নতুন ম্যানেজার ও মঞ্জুকে নিয়ে এসেছে। মঞ্জু এখন বারান্দায় বসে আছে। মঞ্জু বসেছে মেঝেতে পা ছড়িয়ে। তার পাশে চেয়ারে বসে আছে সিদ্দিক। সিদ্দিকের চোখ মেঝের দিকে। মঞ্জু তার জায়গা থেকে নড়বে না। ম্যানেজার সাহেবও নড়বে না।

আসমানী বড় একটা গ্লাসে করে সরবত এনেছে। মনে হচ্ছে দুধের সরবত। ফেনা ওঠা দুধে বরফের কুচি ভাসছে। দুধটা পুরোপুরি সাদাও না, হালকা সবুজাভ। গ্লাসে চুমুক দিয়ে শুভ্রর ভালো লাগল। অদ্ভুত স্বাদ– ঝাঁঝালো, টক-মিষ্টি কেমন যেন নোনতা নোনতা। সরবতটা মুখে দেয়া মাত্র জিভের সঙ্গে চকলেটের মতো জড়িয়ে যাচ্ছে।

আসমানী বলল, আস্তে আস্তে খান। এই সরবত ধীরে ধীরে খাইতে হয়।

এই সরবতে বিশেষ কিছু কি দেয়া হয়েছে?

আসমানী হাসল। কী সুন্দর হাসি! মেয়েটার দাঁতগুলি যে এত সুন্দর তা আগে লক্ষ করা হয় নি।

আসমানী!

জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের এখানে নতুন একটা মেয়ে এসেছে না?

জি।

মেয়েটার নাম কী?

আমাগোর এইখানে যারা আসে তাগোর কোনো নাম থাকে? ঘরে ঢুকনের আগে নাম থাকে। একবার ঢুইক্যা গেলে আর নাম নাই। এই যেমন ধরেন আপনে। এখন কিন্তু আপনেরও নাম নাই।

তোমার কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারছি না।

সরবতটা এত তাড়াতাড়ি খাওন ঠিক না। ধীরে খান।

আসমানী তোমাদের এখানে কি টেলিফোন আছে? আমার একটা টেলিফোন করা দরকার।

এখানে টেলিফোন নাই। আপনে টেলিফোন করবেন?

হ্যাঁ।

খুব দরকার?

হ্যাঁ খুব দরকার?

খুব দরকার হইলে আমি একটা টেলিফোনও জোগাড় করে দেব। এখানে রানী নামে একজন আছে– তাকে তার সাহেব একটা মোবাইল টেলিফোন দিয়েছে।

ও।

বুড়া সাহেব। রাতে ঘুমাইবার আগে টেলিফোনে খারাপ কথা না বললে বুড়ার ঘুম হয় না। এই জন্যেই দিয়েছে। সে প্রতি রাতে রানীর সাথে খারাপ কথা বলে। এর জন্যে মাসকাবারি টাকা দেয়।

ও।

আপনি আস্তে আস্তে সরবত খান। আমি টেলিফোন এনে দিব।

তোমার সরবতটা খেতে খুবই ভালো। আমি আরেক গ্লাস খাব।

আসমানী আবারো হাসল। শুভ্রর মনে হলো এবারের হাসিটা আগের বারের চেয়েও সুন্দর।

টেলিফোন ধরল বিনু। শুভ্র বলল, বিনু তুমি কি একটা কাজ করে দিতে পারবে? আমার ঘরে একটু যাও। টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে দেখো তো দুটা ক্যাসেট আছে কি-না। একটায় লেখা মীরা, অন্যটায় বিনু। ক্যাসেট দুটা কীসের বুঝতে পারছ তো?

পারছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি টেলিফোন ধরে আছি। তুমি ক্যাসেট নিয়ে এসো, বেশি দেরি করবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি। আমার খুবই ঘুম পাচ্ছে।

শুভ্র তার গ্লাস প্রায় শেষ করে এনেছে। সে এখন নিশ্চিত— সরবতে বিশেষ কিছু দেয়া হয়েছে। সেই বিশেষ কিছুটা কী জানতে ইচ্ছা করছে না। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আবার জেগে থাকতেও ইচ্ছা করছে।

বিনু বলল, হ্যালো।

শুভ্র আগ্রহের সঙ্গে বলল, ক্যাসেট পেয়েছ?

হ্যাঁ।

আমার একটা ব্ল্যাংক ক্যাসেট এবং ক্যাসেট প্লেয়ার দরকার। আরেকটা মেয়ের হাসি রেকর্ড করব। সমস্যা হলো ঘরে তো কোনো রেকর্ডার নেই। কী করা যায় বিনু বলো তো। প্রবলেমে পড়ে গেলাম।

আপনি বলেন কী করা যায়।

আচ্ছা ঠিক আছে আমি নিজেই ব্যবস্থা করছি। মঞ্জুকে ক্যাসেট কিনতে পাঠাব। মঞ্জু যে বসে আছে খেয়াল ছিল না।

শুভ্র মোবাইল সেটটা আসমানীর দিকে এগিয়ে দিল। আসমানী বলল, আপনার কাছে রেখে দিন। যদি কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে কথা বলবেন।

শুভ্র বলল, আচ্ছা।

আমি আপনার মাথার চুলে বিলি দিয়ে দিব?

দাও।

আপনি আরাম করে ঘুমান। আপনাকে দেইখা মনে হইতাছে আপনি খুব অস্থির হয়ে আছেন। অস্থির হইয়া লাভ নাই। আপনে অস্থির হইলেও দুনিয়া যেমনে চলব, সুস্থির হইলেও তেমনই চলব।

সরবতে কী দিয়েছ?

ভাংয়ের সরবত। ভাং খুব সামান্য দেয়া হয়েছে। আপনার খুব ভালো ঘুম হবে।

ভাংয়ের সরবত কীভাবে বানায়?

ধুতুরা গাছের পাতা দুধের মধ্যে কচলে বানায়।

ধুতুরা গাছের বোটানিক্যাল নাম কি তুমি জানো?

জি না।

মীরা জানবে। মীরার অনেক পড়াশোনা। দেখি টেলিফোনটা। মীরাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই। আরেকদিন হয়তো জানতে ইচ্ছা করবে না।

জানতে ইচ্ছা না করলে জানবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান খেতে ইচ্ছা করছে। আসমানী একটা পান আনিয়ে দেবে? হাফিজ মিয়ার পান।

হাফিজ মিয়া কে?

আছে একজন– খুব ভালো পান বানায়। সবাই তার পান খায়।

আচ্ছা আনায়ে দিতেছি।

শুভ্র ঘুমিয়ে পড়ল। পুরো রাতে তার একবারও ঘুম ভাঙল না।

ঘুম এবং জাগরণের মাঝখানের পর্দা ক্রমেই হালকা হয়ে যাচ্ছে। এবং এই পর্দা কাঁপছে। দুলছে। শুভ্র জেগে উঠছে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ছে। মজার ব্যাপার ঘুমের সময় সে যে স্বপ্ন দেখছে এই স্বপ্নের ধারাবাহিকতা তাতে নষ্ট হচ্ছে না। স্বপ্নটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখান থেকেই আবারো শুরু হচ্ছে। স্বপ্নের ঘটনা সামান্য বদলে যাচ্ছে কিন্তু মূল পাত্র-পাত্রী ঠিকই থাকছে। তবে পাত্র-পাত্রীদের চেহারা পাল্টাচ্ছে।

স্বপ্নে মীরা ছিল। মীরার সঙ্গে প্রায় তালগাছের মতো লম্বা একটি মেয়ে ছিল। সেই মেয়েটা হাঁটছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। লম্বা মেয়েটা স্বপ্নে শুধুই হাসছিল। পুরুষদের মতো হাসছিল। ভরাট গম্ভীর গলার হাসি। মাঝখানের বিরতির পর স্বপ্ন আবার যখন শুরু হলো তখনো মীরা আছে, এবং মীরার সঙ্গিনীও আছে। তবে সে আর আগের মতো লম্বা না বরং মীরার চেয়েও বেঁটে হয়ে গেছে। এবং তার চেহারাও পাল্টে গেছে। তাকে দেখাচ্ছে খানিকটা বেনুর মতো। এই বিনু যে প্রথমে দেখা তালগাছ মেয়ে তা বোঝা যাচ্ছিল তার হাসি থেকে। সবকিছু বদলালেও তার হাসি বদলায় নি। সেই আগের মতো ভরাট গম্ভীর গলায় হাসি। শুভ্র ঠিক করল তাকে জিজ্ঞেস করবে– আপনি তো একটু আগেই প্রায় তালগাছের মতো লম্বা ছিলেন। এখন এমন বেঁটে হয়ে গেছেন কেন? আপনাকে দেখাচ্ছে স্লিপিং বিউটির সাত বামুনের একজনের মতো।

যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কথা থাকে সেই প্রশ্ন স্বপ্নে কখনোই করা হয় না। সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন করা হয়। কাজেই শুভ্র যা বলল তা হচ্ছে– আপনি খুঁড়িয়ে হাঁটছেন কেন? মেয়েটা বলল (হাসতে হাসতে), আমি খুঁড়িয়ে হাঁটছি কারণ আমার একটা পা কাঠের। দেখতে চান?

শুভ্র বলল, না।

স্বপ্নে সময়ের ব্যাপারটা বদলে যায়। দীর্ঘবাক্য খুব কম সময় লাগে, আবার সামান্য না বলতেও অনেক সময় লাগে। শুভ্র দীর্ঘ সময় নিয়ে না বলল, তার আগেই মেয়েটা তার কাঠের পা দেখাবার জন্যে তার শাড়ি তুলে ফেলেছে। শুভ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাক হয়ে দেখছে মেয়েটার পা মোটেই কাঠের না। রক্ত-মাংসের পা। শুভ্র বলল, আপনার পা তো কাঠের না। মেয়েটা বলল, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখো। হাত দিয়ে ছুঁয়ে না দেখলে কী করে বুঝবে?

মেয়েটার গলার স্বর বিনুর মতো। সে এখন হাসছেও খুব স্বাভাবিকভাবে। শুভ্র বিনুর পা ছুঁয়ে দেখতে গেল তখনি তার ঘুম ভাঙল। সে খুবই অপরিচিত জায়গায় শুয়ে আছে। তার বিছানা নরম। বিছানার উপর বালিশ নরম। গায়ের উপর পাতলা চাদর দেয়া। সে যে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে, সেই দেয়ালটা অপরিচিত। দেয়ালে পেন্সিল দিয়ে কয়েকটা টেলিফোন নাম্বার লেখা। শুভ্র দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই দেখল খাটে আসমানী বসে আছে। আসমানীর হাতে মগ। মগ থেকে ধোঁয়া উঠছে। আসমানীর চেহারা সম্পূর্ণ অন্য করম লাগছে। শান্ত সুখী মুখ। সে চোখে টেনে কাজল দিয়ে চোখ দুটিকে সুন্দর করে ফেলত ঠিকই তবে খানিকটা অপরিচিতও করে ফেলত। মেয়েটা এখনো চোখে কাজল দেয় নি বলে তার চোখ খুবই পরিচিত লাগছে।

আসমানী বলল, চা আনছি।

শুভ্র বলল, ও।

নেন, আগে কুলি করেন।

মেয়েটা মগে করে শুধু যে চা এনেছে তা না, তার এক হাতে পানির গ্লাসও ধরা আছে। পানির গ্লাস চোখে পড়ে নি। ধোঁয়া ওঠা মগ চোখে পড়েছে।

আসমানী বলল, নেন কুলি করেন। চিলমচিতে কুলি ফেইলা চা খান।

মেয়েটা এত স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে যেন শুভ্র দীর্ঘদিন ধরে এ বাড়িতে বাস করে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চিলমচিতে কুলি ফেলে চা খায়।

চায়ে চিনি সব ঠিক হইছে?

চায়ে চিনি ঠিক হয় নি, সামান্য কম হয়েছে। তারপরেও শুভ্র বলল, হ্যাঁ ঠিক হয়েছে।

আপনার ঘুম ভালো হইছে?

হুঁ।

হুঁ বললেন কেন? আপনার ঘুম মোটেই ভালো হয় নি। ঘুমের মইধ্যে খুব ছটফট করছেন। দুঃস্বপ্ন দেখেছেন।

তুমি জানলে কী করে?

জানব না কেন? আমি তো আপনার পাশেই বইসা ছিলাম।

বলতে বলতে আসমানী হাসল। এই হাসিও কী স্বাভাবিক! যেন শুভ্রর বিছানার পাশে বসে থেকে রাত কাটানো এই মেয়েটির অনেক পুরনো অভ্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি রাতে খুবই খারাপ স্বপ্ন দেখছেন ঠিক না? ভাংয়ের সরবতের এই একটা খারাপ ব্যাপার আছে। কম খেয়ে ঘুমুতে গেলে সবাই দুঃস্বপ্ন দেখে। বেশি কইরা খাইলে দেখে শান্তির স্বপ্ন।

ও আচ্ছা।

আমি একবার কী স্বপ্ন দেখছিলাম জানেন? আমি স্বপ্নে দেখছিলাম আমাকে ঘিরে ভনভন করে নীল মাছি উড়তেছে। মাছিগুলি দেখতে মানুষের মাথার মতো। পরিচিত সব মানুষের মাথা যেন ছোট হয়ে গেছে। যেখানে কান থাকার কথা সেখানে পাখা। সবাইরে চেনা যাইতেছে।

ইন্টারেস্টিং।

আপনি এই এর রকম কোনো স্বপ্ন দেখছেন?

না। এখন ক'টা বাজে?

দশটা এখনো বাজে নাই। কিছুক্ষণের মইধ্যে দশটা বাজব। আপনি কি নাশতা খাইবেন?

আমি কোনো নাশতা খাব না। আমি এখন চলে যাব।

আচ্ছা।

আরেক কাপ চা খেতে পারি। চা-টা ভালো হয়েছে।

আসমানী কোনো কথা না বলে চলে যাচ্ছে। সে একবারও বলল না– নাশতা খেয়ে যান। নাশতা না খেয়ে যাবেন কেন? যে মেয়ে খুব যত্ন করে তাকে সারা রাত রেখে দিয়েছে, সে সকালে নাশতা না খাইয়ে বিদেয় করে দিচ্ছে। ব্যাপারটা মিলছে না। তারপরেও মনে হচ্ছে ঠিক আছে।

যা ঘটছে সব এত স্বাভাবিক লাগছে কেন? এখন যা ঘটছে তা স্বপ্নের অংশ না তো? একমাত্র স্বপ্নদৃশ্যেই সব স্বাভাবিক লাগে। শুভ্র একবার আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। উড়তে উড়তে সে যেন কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছে। সে মোটেই বিস্মিত হয় নি। তার কাছে মনে হচ্ছিল– সে তো উড়বেই।

"তুমি যখন স্বপ্ন দেখো তখন স্বপ্নটাকেই বাস্তব মনে হয়। স্বপ্নভঙ্গের পর বুঝতে পারো– এতক্ষণ যা ঘটেছে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীতে যখন তুমি বাস করো, তখন এই পৃথিবীটাকে তোমার কাছে বাস্তব মনে হয়। পৃথিবীর জীবনটাও যে স্বপ্নের জীবনের মতো অলিক ভ্রান্তি তা তুমি বুঝতে পারবে যখন তুমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।"

কথাগুলি কার? প্রতিটি লাইন মনে আছে অথচ লাইনগুলি কার তা মনে আসছে না কেন? শুভ্র ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। তার মাথা কি কাজ করছে না? মস্তিষ্কের নিওরোনে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচে'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জটিলতম বস্তু হলো মানুষের মস্তিষ্ক। জটিল এবং রহস্যময়। মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র একটি অংশই শুধু মানুষের নিয়ন্ত্রণে। বাকি অংশ কাজ করে সম্পূর্ণ তার মতো।

কাগজ পোড়ার গন্ধ আসছে। এই গন্ধের সঙ্গে মিশেছে জুতা পালিশের গন্ধ। শুভ্রর ঘুম পাচ্ছে। আসমানী চা নিয়ে এলে, চা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয়? আসমানীর ওপর তার রাগ করা উচিত। প্রচণ্ড রাগ! আসমানী যা করেছে তাকে সমর্থন করার কোনোই কারণ নেই। সে তাকে ইচ্ছে করে ড্রাগ মেশানো অষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে না।

"ভাং-এর সরবত" শুনলে তেমন কিছু মনে হয় না। কিন্তু ধুতুরা পাতা কচলে ভাং-এর সরবত বানানো হয়। ধুতুরা গাছ এই পৃথিবীর খুবই রহস্যময় গাছ। এই গাছ মানুষের চেতনার ওপর কাজ করে।

শুধু মানুষ না, যাবতীয় পশুপাখি এই গাছের ফল, গাছের পাতা এবং শিকড়ে আক্রান্ত হয়। মানুষ-পশু-পাখি এক চেতনা থেকে অন্য চেতনায় চলে যায়। তখন সেই চেতনার জগৎকেই মনে হয় সত্যি জগৎ। বাকি সব মিথ্যা।

আসমানী চা নিয়ে এসেছে। তার হাতে একটা পিরিচে মাখন লাগানো টোস্ট বিসকিট। আসমানী বলল, আপনের নতুন ম্যানেজার সাহেব আপনারে নিতে এসেছেন।

শুভ্র বলল, ও।

আসমানী বলল, উনি আমার সঙ্গে খুব রাগারাগি করছেন।

কেন?

কারণ উনার ধারণা হয়েছে অমি কৌশল করে আপনাকে এখানে রেখে দিয়েছি।

তোমার ধারণা তুমি কৌশল করো নি?

না।

ভাং-এর সরবত দিয়ে তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে। সারারাত আমি মড়ার মতো ঘুমুলাম। এখন বলছ তুমি কৌশল করো নি!

আমি কোনো কৌশল করি নাই। আপনের খুব ইচ্ছা করতেছিল এখানে রাত কাটাবার। সাহস করে কথাটা বলতে পারতেছিলেন না। আমি সেই সাহসটা দিয়েছি।

শুভ্র শান্ত গলায় বলল, আমার খুব ইচ্ছা করছিল এখানে থাকার?

আসমানী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

শুভ্র বলল, সেটা কী করে বুঝে ফেললে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছা করতেছিল বলেই আপনি বলামাত্র থেকে গেলেন। একবারও আপত্তি করলেন না। ঘুম থেকে উঠেও কিছু বলেন নাই।

সব মানুষ এক রকম না। একেক মানুষ একেক রকম।

আসমানী শব্দ করে হাসল। শুভ্র বলল, তুমি হাসছ কেন?

আসমানী বলল, আপনের কথা শুনে হাসতেছি।

হাসার মতো কী বললাম?

আপনের ধারণা আপনে অন্যদের চেয়ে আলাদা। আপনে মোটেই আলাদা না। সব মানুষই এক রকম। যদিও তারা মনে করে তারা একেক জন একেক রকম। এইটা মনে করে সে আনন্দ পায়।

তুমি কী করে বুঝলে সবাই এক রকম?

আমার পক্ষে বোঝা সবচে' সহজ। কত পুরুষের সাথে আমি বসি। চা ঠিক আছে?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

চিনি ঠিক হইছে?

হ্যাঁ।

আসমানী আবারো শব্দ করে হেসে ফেলল। শুভ্র বলল, হাসছ কেন? আসমানী বলল, আপনের চায়ে আমি এক দানা চিনি দেই নাই। অথচ আপনে বলছেন চায়ে চিনি হইছে। এই জন্যে হাসতেছি। আপনে এখন একবার চুমুক দিন।

শুভ্র চায়ে চুমুক দিল। আসলেই চায়ে কোনো চিনি নেই। আসমানী এখনো হাসছে তবে এখন আগের মতো শব্দ করে হাসছে না। নিঃশব্দ হাসি। শুভ্র বলল, তুমি এই কাজটা কেন করলে?

দেখার জন্যে যে আপনে বুঝতে পারেন কি-না।

তুমি কি অনেকের সঙ্গেই এই কাজটা করো?

হ্যাঁ।

কেন করো?

একবার তো বললাম, মজা করার জন্যে করি।

কীসের মজা?

কীসের মজা সেটা আরেক দিন বলব। আইজ না।

আজই বলো। শুনে যাই।

আইজ না। আরেক দিন। আপনার ম্যানেজারের খুব রাগ হইতেছে। আপনে আইজ চলে যান। আপনের আগের ম্যানেজারটা ভালো ছিল। রাগারাগি কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত– এই ম্যানেজারের রাগ বেশি। খালি ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে। আমি এই ম্যানেজারের নাম দিলাম ছ্যাঁৎ ম্যানেজার।

শুভ্রর যেতে ইচ্ছা করছে না। সে চিনি ছাড়া চায়ে চুমুক দিচ্ছে। চা-টা খেতেও তার খারাপ লাগছে না। ভালোই লাগছে।

জাহানারার মনে হলো তাঁর মুখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। শুধু মুখ না, সারা শরীর দিয়েই বের হচ্ছে। বাথটাব ভর্তি পানি নিয়ে সেই পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতে পারলে ভালো হতো। সেটা সম্ভব না। বাথটাবের পানিতে তিনি গোসল করতে পারেন না। শরীরের ময়লা পানিতে মেশে। সেই নোংরা পানিই আবার গায়ে দেয়া– কী কুৎসিত, কী নোংরা! তিনি এখন বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'হাতে চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছেন। তাতে মুখের গরম কমছে না। সারা মুখে বরফ ঘষলে গরমটা বোধহয় কমত। ফ্রিজে বরফ নেই। বরফের ট্রে-টা খালি।

বিনু কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সে তাঁকে কৌতূহলী চোখে দেখছে। এমনভাবে দেখার কী আছে! তিনি অস্বাভাবিক কিছু তো করছেনও না। চোখে-মুখে পানি দিচ্ছেন। এটা নতুন কিছুও তো নয়। মাঝে মধ্যেই তাঁর মনে হয় চোখ-মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হচ্ছে। ডাক্তারের সঙ্গে কথাও হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন এটা স্নায়ুর একটা অসুখ। স্নায়ুর অসুখ তো মানুষের হতেই পারে। এই অসুখের সঙ্গে শুভ্রর কোনো সম্পর্ক নেই। শুভ্র একটা রাত বাইরে কাটিয়েছে এটা এমন কোনো ব্যাপার না। ছেলে বড় হয়েছে। মাঝেমধ্যে সে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে থাকবে। এটাই স্বাভাবিক।

বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে বসলে সময়ের হিসাব থাকে না, রাত হয়ে যায়। এত রাতে ফেরার চেয়ে না ফেরাই ভালো। তবে খবরটা দিতে পারত। শুভ্র কোনোই খবর দেয় নি। রাত একটার দিকে টেলিফোন করে অফিসের নতুন ম্যানেজার জানিয়েছে– ছোট সাহেব রাতে ফিরবেন না। সকালে ফিরবেন।

জাহানারা বললেন, রাতে ফিরবে না কেন?

বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করছেন।

জাহানারা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। ম্যানেজার বলল, আম্মা আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। ঘুমিয়ে পড়েন।

ম্যানেজারের টেলিফোন পেয়ে জাহানারার দুশ্চিন্তা পুরোপুরি চলে গিয়েছিল। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমুতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিছানায় শোয়ামাত্র তাঁর মনে হলো– শুভ্র বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করছে এই খবরটা তার ম্যানেজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে জানল? ম্যানেজারের তো জানার কথা না! শুভ্র নিশ্চয়ই ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুবান্ধবের বাসায় গল্প করতে যায় নি।

শুভ্রর বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন এরকম ঘটনা ঘটত। হঠাৎ হঠাৎ ম্যানেজার টেলিফোন করে বলত– বড় সাহেবের একটা কাজ পড়ে গেছে। রাতে তিনি আসতে পারবেন না। জাহানারা বলতেন, আচ্ছা। কী কাজে বড় সাহেব আটকা পড়েছেন, তিনি কোথায় রাত কাটাবেন– কিছুই জিজ্ঞেস করতেন না। ম্যানেজার টেলিফোন রাখার আগে বলতো– আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। ঘুমিয়ে পড়েন।

গতকাল রাতে ম্যানেজার শুভ্র সম্পর্কে একই কথা বলেছে। এর মানে কী? দুই এবং দুই যোগ করলে চার হয়। মানুষের ব্যাপারে এমন অংক করা কি ঠিক? মানুষ কোনো অংক না। শুভ্র এবং শুভ্রর বাবা এক না। দু'জন দু'ধরনের মানুষ।

জাহানারার সারারাত এক ফোঁটা ঘুম হলো না। ভোর থেকে শুরু হলো– গরম লাগার অসুখ। মনে হচ্ছে কেউ তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। চোখ-মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হচ্ছে।

বিনু বলল, আপনার কী হয়েছে?

তিনি বিনুর দিকে তাকিয়ে খুব সহজ গলায় বললেন, কিছু হয় নি।

কিছু যে হয় নি এটা ভালো করে বুঝানোর জন্যে তিনি সামান্য হাসলেন। তারপর আগ্রহ নিয়ে বললেন, বিনু তুমি আমের টক রাঁধতে পারো? ছোট মাছ দিয়ে কাঁচা আম দিয়ে টক। আমের টক রান্না করো তো। আজ কেন জানি আমের টক খেতে ইচ্ছা করছে।

বিনু তাকিয়ে আছে। কিছু বলছে না। জাহানারা বললেন, গরমের সময় টক খেলে গরম কমে এটা কি তুমি জানো বিনু?

বিনু না-সূচক মাথা নাড়ল। জাহানারা বললেন, গরম দেশের সব ফল এই কারণেই টক হয়। ঠাণ্ডার দেশে তুমি কোনো টক ফলের গাছ পাবে না। যেমন ধরো তেঁতুল গাছ। এই গাছ হয় আমাদের গরমের দেশে। শীতের দেশে হয় না। কারণ ওদের তেঁতুল খাবার কোনো দরকার নেই। আমাদের আছে। কথাগুলি আমাকে বলেছে শুভ্র। শুভ্রের কথা মন দিয়ে শুনলে অনেক কিছু শিখা যায়।

বিনু বলল, আপনার কি জ্বর এসেছে?

জাহানারা বিরক্ত গলায় বললেন, জ্বর আসবে কেন?

বিনু বলল, আপনার চোখ টকটকে লাল হয়ে আছে।

বারবার চোখে পানির ঝাপটা দিচ্ছি এই জন্যে চোখ লাল হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে বলতে জাহানারা আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেই চমকে উঠলেন। মনে হচ্ছে এক্ষুনি চোখ ফেটে রক্ত বের হবে।

বিনু বলল, আপনার শরীর খারাপ লাগলে আপনি বিছানায় শুয়ে থাকুন। আমি আপনার মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করছি।

জাহানারা হঠাৎ নিজের অজান্তেই মুখ ফসকে বলে ফেললেন, কাল রাতে শুভ্র কোথায় ছিল তুমি কি জানো?

বিনু বলল, জানি।

জাহানারা অবাক হয়ে বললেন, কীভাবে জানো?

বিনু বলল, উনি আমাকে বলেছেন।

কখন বলেছে?

এই তো কিছুক্ষণ আগে।

শুভ্র কি বাড়িতে এসেছে?

বিনু হাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। জাহানারা বললেন, গত রাতে শুভ্র কোথায় ছিল?

বিনু জবাব দিল না।

টেলিফোন বাজছে। জাহানারা বিনুকে ইশারা করলেন। টেলিফোন সেট তার কাছে এগিয়ে দিতে। এ বাড়িতে টেলিফোন আসে খুব কম। সব সময় টেলিফোন তিনি ধরেন। কয়েকদিন ধরে লক্ষ করছেন বিনু টেলিফোন ধরছে। এটা ঠিক না। ধমক দিয়ে নিষেধ করে দিতে হবে। শরীরে রাগটা উঠলে ধমক দিতে হবে। জ্বরের কারণে ঠিকমত উঠছে না বলে ধমক দিতে পারছেন না। ধমকটা আজকেই দিতে পারলে সবচে' ভালো হতো।

জাহানারা টেলিফোন ধরতেই ওপাশ থেকে মিষ্টি গলায় একটা মেয়ে বলল, শুভ্র কি বাসায় আছে? ওকে দিতে পারবেন? খুব জরুরি।

তুমি কে?

আমার নাম মীরা। আমি ওর ক্লাসমেট।

জাহানারা কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, এটা শুভ্রদের বাড়ি না। শুভ্র নামে এখানে কেউ থাকে না।

আমার কথাটা আপনি একটু মন দিয়ে শুনুন। আমি নিশ্চিত এটা শুভ্রদের বাড়ি এবং খুব সম্ভব আপনি তার মা। শুভ্রকে টেলিফোন দিতে না চাইলে দেবেন না। কিন্তু একটা খবর তাকে দিতে হবে– আপনি শুভ্রকে বললেন আলতাফুর রহমান স্যার মারা গেছেন। রোড এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। উনি শুভ্রকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর ডেডবডি ধানমন্ডির বাড়িতে রাখা আছে। শুভ্র যেন অবশ্যই সেখানে যায়। দয়া করে এক্ষুনি শুভ্রকে খবরটা দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মেয়ে, তোমাকে বললাম এটা শুভ্রর বাসা না।

আমার নাম মীরা। বলবেন মীরা টেলিফোন করেছিল। স্যারের নামটা মনে রাখুন– ড. আলতাফুর রহমান। চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড এপ্লায়েড ফিজিক্স। মনে থাকবে?

জাহানারা টেলিফোন নামিয়ে রেখে শুভ্রকে ডেকে পাঠালেন। শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে এলো। তিনি শুভ্রর দিকে তাকালেন না। কথা বললেন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে, যেন শুভ্র বুঝতে পারে তিনি রাগ করেছেন।

শুভ্র, তোর একজন টিচার মারা গেছেন। নাম আলতাফুর রহমান। রোড একসিডেন্টে মারা গেছেন। তাঁর ডেডবডি ধানমন্ডির বাসায় রাখা আছে। তুই ধানমন্ডির বাসা চিনিস?

হ্যাঁ।

ওখানে যেতে বলেছে।

টেলিফোন কে করেছে?

বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক। নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম– বলল না। তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন হবে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

শুভ্রকে দেখে মনে হচ্ছে না সে খুব দুঃখিত হয়েছে। কেমন নির্বিকার ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে তার শিক্ষকের ডেডবডি দেখতেও যাবে না।

শুভ্র।

হুঁ।

তুই তোর স্যারকে দেখতে যাবি না?

না।

যাবি না কেন?

শুভ্র শান্ত গলায় বলল, উনি তো এখন আর আমার স্যার না। একটা মৃতদেহ। মৃত মানুষ কিছুই না মা। তোমার কি শরীর খারাপ?

না।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছ কেন?

তুই তো আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস। পাচ্ছিস না?

পাচ্ছি।

কথা শুনতে পাওয়াটাই আসল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যা আসমানের দিকে তাকিয়ে কথা বলাও তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনুর কাছে শুনলাম তুমি পর পর দু'রাত সেই প্রেতটাকে দেখেছ। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছিল। তোমাকে নাকি হাত ইশারায় ডাকছিল। সত্যি?

না, সত্যি না। আমি বানিয়ে বানিয়ে বলেছি।

জাহানারা এতক্ষণ বসেছিলেন। এখন শুয়ে পড়লেন। চাদরে মুখ ঢেকে ফেললেন। তিনি মীরা মেয়েটার কথা ভাবছেন। মেয়েটা দেখতে কেমন?

গলার স্বর মিষ্টি, কাজেই দেখতে ভালো হবে না। যে মেয়ের গলার স্বর যত মিষ্টি সে দেখতে তত খারাপ। আর যে মেয়ের গলার স্বর যত চিকন সে তত মোটা।

এটা সহজ হিসাব। এই হিসাবে কখনো ভুল হয় না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এইসব কথা বের করা হয়েছে।

কোনো নারীর পায়ের পাতা যদি হাতির পায়ের পাতার মতো থ্যাবড়া হয় তাহলে সেই নারী হয় স্বামী ঘাতকিনী। মীরা মেয়েটার পায়ের পাতা কেমন কে জানে।

যে মেয়ের চুলের আগা ফেটে যায় সেই মেয়ে হয় স্বৈরিণী। স্বামী ছাড়াও অন্য পুরুষের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে।

যে নারী নিতম্ব স্থূল, সে হয় কামাতুরা। কামজ্বরে কাতর।

উঁচ কপালী
চিড়ল দাঁতী
পিঙ্গল কেশ
ঘুরবে কন্যা নানা দেশ।

জাহানারার উঁচু কপাল, চিড়ল দাঁত এবং মাথার চুলও পিঙ্গল। তিনি নানান দেশ ঘুরেন নি। তিনি তাঁর জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন– দেশের এক গোলাপলাল রোডের দোতলা বাড়ির উত্তরের একটা ঘরে।

'আখলাক' শব্দের অর্থ জানো?

মীরা আখলাক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, জানি। আখলাক শব্দের অর্থ 'চরিত্র'।

ঠিকই বলেছ, একটু শুধু ভুল করেছ– আখলাক হলো সৎ চরিত্র। এখন বলো দেখি চরিত্রের আর কী প্রতিশব্দ বাংলায় আছে?

মীরা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাল। তার কথা বলতে একেবারেই ইচ্ছা করছে না। রাতে জ্বর এসেছিল, সেই জ্বরের খানিকটা এখনো রয়ে গেছে। গাড়ির জানালার কাচ নামানো। জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে। সেই হাওয়ায় শীত শীত লাগছে। এখন শীত লাগার কোনো কারণ নেই। শরীরে যে জ্বর আছে এটাই তার প্রমাণ।

WWW.AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখলাক গাড়ি চালাচ্ছেন। মীরা বসেছে ড্রাইভারের পাশের সিটে। ক্যাসেট প্লেয়ারে মিউজিকের ক্যাসেট বাজছে। জলতরঙ্গের মতো একটা বাজনা। মাঝে মাঝে বাজনা থেমে যায়, তখন খুবই অস্পষ্ট গলায় দুটা মেয়ে হামিং করে। পুরো বাজনাটার মধ্যে ভৌতিক কিছু আছে। মীরা বাজনা শুনছে। বাজনাটা এমন যে মন দিয়ে শোনা যায় না, আবার মন পুরোপুরি সরিয়েও নেয়া যায় না। ছায়ার মতো কানে লেগে থাকে।

আখলাক বললেন, মীরা তোমার কি শরীর খারাপ?

সামান্য খারাপ।

জ্বর এসেছে নাকি? চোখ এবং নাকের ডগা লালচে হয়ে আছে। সিমটমগুলি ইনফ্লুয়েঞ্জার।

জ্বর থাকতে পারে।

আখলাক হাত বাড়িয়ে মীরার কপালে হাত রাখলেন। হাত ভর্তি সিগারেটের গন্ধ। শরীর ভালো থাকলেই মীরা তামাকের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। এখন শরীর খারাপ। রীতিমত গা গুলাচ্ছে। মীরা কিছু বলল না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল– কখন তামাক ভর্তি হাতটা সরে যায়। সরতে সামান্য সময় নেবে। কোনো পুরুষ যখন জ্বর দেখার জন্যে কোনো মেয়ের কপালে হাত রাখে তখন সে যতটা সময় জ্বর দেখার জন্যে দরকার তারচে' বেশি সময় নেয়। কপাল থেকে হাতটা সরাসরিও উঠিয়ে নেয় না। হাতটা গাল স্পর্শ করে ওঠে। এটাই নিয়ম। এই নিয়ম মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। মীরা ক্লান্ত গলায় বলল, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

তোমাকে তো আগেই বলেছি, লং ড্রাইভ। উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ানো। ঘণ্টা খানিক ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে নার্ভ ঠাণ্ডা করা। আমার নার্ভ উত্তেজিত হয়ে আছে, নার্ভ ঠাণ্ডা করতে হবে।

গাড়ি তো ঝড়ের গতিতে চালাচ্ছ না।

একটু পরেই শুরু করব। তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাও নি।

তোমার প্রশ্নটা কী?

বাংলায় চরিত্র শব্দের কী কী প্রতিশব্দ তোমার জানা আছে?

প্রতিশব্দ জানা নেই।

আমি বেশ কিছু ডিকশনারি ঘেঁটেছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে– বাংলা ভাষায় চরিত্রের তেমন কোনো লাগসই প্রতিশব্দ নেই। চলন্তিকায় চরিত্রের প্রতিশব্দ হলো, সদাচার, স্বভাব, চালচলন, আচরণ। এর বেশি কিছু নেই।

না থাকলে কী আর করা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখলাক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তুমি হয়তো শুনে একটু অবাক হবে আমি বাংলা ভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ পড়াশোনা করছি। লোকে শিখে ফ্রেঞ্চ, আমি সংস্কৃত শিখব বলে মন ঠিক করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও পালী বিভাগের একজন শিক্ষক আছেন। তাঁর কাছে শিখব। ভদ্রলোক ইন্টারেস্টিং মানুষ। একাহারী। একাহারী মানে জানো?

না।

একবেলা খান। দুপুরবেলা। তাও নিরামিষ। গরম ভাত, এক চামচ ঘি, বেগুন ভর্তা এইসব। রাতে যখন ক্ষিদে লাগে তখন ফল খান। একটা কলা, একটা শসা।

ভালো তো।

তুমি মনে হচ্ছে আমার কথা মন দিয়ে শুনছ না।

বলেছি তো আমার শরীরটা ভালো না। তাছাড়া কথাগুলিও এমন কিছু ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না।

আখলাক সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, তোমার স্নায়ুতে আমি যদি এখন বড় ধরনের একটা ধাক্কা দিতে পারি তাহলে তোমার জ্বর জ্বর ভাব চলে যাবে। শরীর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে। আমার সাধারণ কথাও ইন্টারেস্টিং মনে হবে। ধাক্কা দেব?

কীভাবে ধাক্কাটা দেবে?

স্নায়ুতে ধাক্কা দেবার অনেক টেকনিক আছে। আমি সহজ একটা টেকনিক ফলো করব। খুবই এফেকটিভ টেকনিক– আমি নিজে নিজে চিন্তা করে বের করেছি। আখলাক'স টেকনিক নামে টেকনিকের নামকরণ করা যেতে পারে। টেকনিকটা আগে জানতে চাও না 'direct action'-এ যেতে চাও?

টেকনিকটা আগে বলো।

আমি করব কী জানো? আমি গাড়ির স্পিড বাড়াতে থাকব। যখন স্পিড প্রায় একশ' কিলোমিটারের কাছাকাছি চলে আসবে তখন লক্ষ করব উল্টো দিক থেকে আমার কাছাকাছি স্পিডে কোনো ট্রাক বা বাস আসছে কি-না। এরকম কোনো বাস বা ট্রাককে টার্গেট করব। তারপর হঠাৎ চোখে পলকে আমার গাড়ি সেই বাসের বা ট্রাকের সামনে নিয়ে চলে যাব। এত দ্রুত বেগে দু'টো গাড়ি আসছে চট করে এদের থামানো সম্ভব না। কাজেই আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে গাড়ি নিয়ে রাস্তার বাইরে চলে যাবার জন্যে। তোমাকে ব্যাপারটা বুঝাতে পেরেছি?

হ্যাঁ।

করব এরকম কিছু? রাজি থাকলে সিট বেল্ট বেঁধে নাও। আর ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করো। মোটামুটি রিস্কি খেলা খেলব তো। নার্ভ ঠাণ্ডা থাকা দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীরা সিট বেল্ট পরল। ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করল। আখলাক সাহেব বললেন, জানালার সব কাচ নামিয়ে দাও। দরজা আনলক করো। গাড়ি যদি উল্টে যায় দরজা লক থাকলে বের হওয়া যাবে না। তোমার ভয় লাগছে না তো?

না।

তাহলে তৈরি হও।

আমি তৈরিই আছি। তুমি সময়মতো ট্রাকের সামনে থেকে সরে আসতে পারবে তো?

অবশ্যই পারব। শুধু যদি ট্রাক ড্রাইভার তার সামনে হঠাৎ একটা গাড়ি চলে আসতে দেখে ভড়কে গিয়ে ব্রেকের বদলে একসিলেটরে চাপ দেয় বা আমি যেদিকে গাড়ি সরাচ্ছি সেও সেদিকে সরায়, সে রকম কিছু ঘটলে ভিন্ন কথা।

এ রকম কিছু ঘটলে তুমি কী করবে? বিকল্প ব্যবস্থা কি ভাবা আছে?

হ্যাঁ আছে। জরুরি বিকল্প ব্যবস্থাগুলি নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।

মীরা লক্ষ করল তার পাশে স্টিয়ারিং হুইল ধরে থাকা মানুষটা বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলছে। এবং গাড়ির স্পিড ক্রমেই বাড়ছে। মীরা বলল, তুমি এ রকম করে নিঃশ্বাস নিচ্ছ কেন?

আখলাক বলল, বেশি করে অক্সিজেন নিয়ে নিচ্ছি। ব্রেইনে যেন প্রচুর অক্সিজেন থাকে সেই ব্যবস্থা। অক্সিজেনের অভাব হলে লজিক্যালি চিন্তা করা যায় না। দূরে তাকিয়ে দেখো একটা ট্রাক আসছে। এই ট্রাকটাকে আমি টার্গেট করলাম।

AMARBOI.COM

মীরা লক্ষ করল আখলাকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাত সামান্য কাঁপছে। চোখের দৃষ্টি স্থির। মাথা স্টিয়ারিং হুইলের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসেছে। মানুষটা অতি বিপজ্জনক একটা খেলা খেলতে যাচ্ছে। যে খেলা যত বিপজ্জনক ততই তার মজা। গভীর বনে মানুষ বাঘ শিকার করতে যায়। সে জানে যে কোনো মুহূর্তে একটা বাঘ উল্টো দিক থেকে এসে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সে বিপদের ব্যাপারটা জানে বলেই শিকার শিকার খেলাটা তার কাছে মজার বলে মনে হয়।

ট্রাক প্রায় চলে এসেছে। মীরা লক্ষ করল তার মুখ দিয়ে গরম বাতাস বের হচ্ছে। আখলাক বলল, মীরা ভয় লাগছে?

মীরা বলল, সামান্য লাগছে। তবে যতটা লাগবে ভেবেছিলাম ততটা লাগছে না। I am enjoying the game.

মীরা চোখ বন্ধ করে রাখো। আমি এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে ট্রাকটার সামনে চলে যাব। তারপর ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়ে উল্টো দিকের মাঠে গাড়ি নিয়ে যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেছে, কাজেই কোনো সমস্যা নেই। বিসমিল্লাহ বলতে চাইলে বলতে পারো। রেডি গেট সেট গো।

গাড়ি ঝড়ের মতো ট্রাকের সামনে চলে গেল। মীরা কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। সে তাকিয়ে আছে হতভম্ব ট্রাক ড্রাইভারের দিকে। ট্রাক ড্রাইভার এমন বিস্ময়কর দৃশ্য অনেকদিন দেখে নি।

মীরাদের গাড়ি রাস্তার পাশের ফাঁকা জায়গাটায় কাত হয়ে আছে। মীরা এবং আখলাক সাহেব দু'জনই গাড়ির বাইরে। বিশ-পঁচিশ গজ দূরে ট্রাকটা থেমে আছে। মীরাদের ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড়। আখলাক সিগারেট টানছেন। তাঁর মুখ বিষণ্ন। তিনি ট্রাক ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাই হঠাৎ করে আমার মাথাটা ঘুরে গেছে। চোখের সামনে দেখি অন্ধকার। এরপর আমার কী হয়েছে কিছুই মনে নাই। আপনি যে হার্ডব্রেক করতে পেরেছেন এটা বিরাট ব্যাপার।

ট্রাক ড্রাইভার অল্প বয়েসি। এত বড় বিপদের মুখোমুখি সে সম্ভবত আগে কখনো হয় নি। তার চোখে ঘোর লেগে আছে। সে পিচ করে থুতু ফেলল।

আখলাক সিগারেটের প্যাকেট ট্রাক ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, নেন ভাই আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট খান।

ট্রাক ড্রাইভার সিগারেট নিতে নিতে বলল, আপনে ভালো ড্রাইভার। আমি হার্ড ব্রেক দেওনের আগেই আপনি গাড়ি নিয়া মাঠে নামছেন। শখের ড্রাইভার এই কাজ পারবে না।

আখলাক বললেন, আল্লাহ বাঁচায় দিয়েছে।

ট্রাক ড্রাইভার বলল, এইটা সত্য। আল্লাহ না বাঁচালে বাঁচা সম্ভব না। আপনের কী হয়েছিল বললেন– আন্ধাইর দেখছেন?

জি অন্ধকার। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল।

এর নাম আঁধি লাগা। মাঝে মাঝে গাড়ির ড্রাইভাররা আন্ধাইর দেখে। বেশিরভাগ সময় রাইতে হয়। হাই বিম দিয়া হেড জ্বালাইয়া চলতেছেন হঠাৎ মনে হইব– হেড লাইট নিভা। চউখে কিছুই দেখা যায় না। চউখের উপর পর্দা পইড়া যায়।

আখলাক বললেন, আপনার দেরি করায়ে দিলাম, আপনি চলে যান। আমি এখানে কিছুক্ষণ থাকব। মাথাটা ঠাণ্ডা হলে তারপর যাব।

চা খান। গরম চা খেলে উপকার হবে। আর ভাই সাহেব শুনেন, বাড়িতে গিয়া একটা মুরগি সদগা দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখলাক কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, মুরগি সদগা অবশ্যই দেব। যাই দেখি চায়ের দোকান পাই কি-না।

ট্রাক ড্রাইভার বলল, একটু সামনে গেলেই পাইবেন। ইদরিসের একটা দোকান আছে, ভালো চা বানায়।

ধন্যবাদ। দেখি ইদরিসের দোকানেই যাই। আপনি কি আরেকটা সিগারট নেবেন?

মীরা ইদরিসের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে। আখলাক চা খাচ্ছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আখলাক বললেন– মীরা তোমার অসুস্থ ভাবটা দূর হয়েছে না?

মীরা বলল, হ্যাঁ।

সত্যি সত্যি দূর হয়েছে, না-কি এম্নি বলছ?

সত্যি সত্যি দূর হয়েছে।

আমার ঝাঁকি চিকিৎসা কেমন দেখলে?

ভালো।

আমি তোমার সাহস দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। আমি কল্পনাও করি নি তুমি রাজি হবে। এবং শেষ পর্যন্ত চোখ খোলা রেখে তাকিয়ে থাকবে।

আমি সাহসী মেয়ে। অবশ্যি তেলাপোকা দেখে এখনো ভয় পাই।

আখলাকের চা শেষ হয়েছে। তিনি আরেক কাপ চা নিতে নিতে বললেন, মীরা তোমাকে নিয়ে আমি আজ যে বেড়াতে বের হয়েছি তার একটা কারণ আছে।

বলো।

গাড়িতে যেতে যেতে বলি– না-কি এখানেই বলব?

এখানেই বলো। এখানের পরিবেশটা তো আমার কাছে খারাপ লাগছে না। রাস্তার পাশে গ্রাম্য ধরনের চায়ের দোকান। আকাশ মেঘমেদুর। এই রোদ এই মেঘ। আমার শরীরটাও এখন ভালো। শরীরটাকে নতুন কেনা গাড়ির মতো ফিট মনে হচ্ছে।

মনের অবস্থা কী? মনটা কি ফিট?

আমার মন সব সময়ই ফিট। শরীর খারাপ থাকলেও ফিট। শরীর ভালো থাকলেও ফিট। আমার মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক নেই। বলো তোমার কথা।

আমি বিয়ে করার কথা ভাবছি।

কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়স হয়েছে সেই কারণেই বোধহয়। রাতদুপুরে ঘুম ভাঙলে খুবই লোনলি লাগে। কথা বলার মানুষের জন্যে মন টানে।

তোমার বিছানার পাশেই তো টেলিফোন। একগাদা নাম্বার তোমার মুখস্থ। যে কাউকে টেলিফোন করলে সে খুব আগ্রহ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

যার সঙ্গে কথা বলব তাকে ছুঁতে ইচ্ছা করে। মুখে কথা বলব কিন্তু একটা হাত থাকবে তার গায়ে। তুমি মেয়ে বলে আমার ফিলিংসটা বুঝতে পারছ না। পুরুষদের এই ফিলিংস শুধুমাত্র পুরুষরাই বুঝতে পারে।

মীরা বলল, তোমাকে আমি একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দেই। গভীর রাতে তোমার যদি কথা বলতে ইচ্ছা করে তুমি টেলিফোনে তোমার পছন্দের কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে। তখন গায়ে হাত রাখার জন্যে তোমার কাজের মেয়েটিকে রাখবে সামনে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

আখলাক বললেন, তোমাকে সরাসরি কথাটা বলি। জল স্পর্শ না করে জলের উপর উড়াউড়ি আমার ভালো লাগছে না। I want to marry you. আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

কেন তুমি কি আমার প্রেমে পড়েছ?

না আমি তোমার প্রেমে পড়ি নি। প্রেমে কীভাবে পড়তে হয় আমি জানি না। তোমাকে আমার পছন্দ এইটুকু বলতে চাই। বেশ পছন্দ। May be তোমার শরীরটাই আমার পছন্দ।

তোমাকেও আমার পছন্দ।

তাহলে বিয়েতে বাধা কোথায়?

মীরা বলল, বাধা আছে। বিশাল বাধা। সেই বাধাটা হলো শুভ্র।

শুভ্র বাধা হবে কেন? Is he in love with you?

না। শুভ্রর স্বভাবও অনেকটা তোমার মতো– সেও কাউকে ভালোবাসতে পারে না। শুভ্রর সঙ্গে তোমার অনেক মিল আছে।

আখলাক শান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ তা আছে। আমরা দু'জন সম্পূর্ণ দু'মেরুতে বাস করছি। তারপরেও আমাদের মধ্যে অনেক মিল। একটা সময় ছিল যখন আমি খারাপ পাড়ায় রাত কাটাতাম। নেশাটেশা করতাম। এখন শুনছি শুভ্রও তাই করছে। শুভ্রর সাম্প্রতিক কাণ্ডকারখানা কি তুমি জানো?

হ্যাঁ, জানি।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, চলো গাড়িতে উঠি। তোমার সঙ্গে লং ড্রাইভে এসে খুব ভালো হয়েছে। শরীরটা ঘেমে গেছে। আমার নিজের শরীরটার জন্যেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাঁকি দরকার ছিল। আমি শরীরনির্ভর মানুষ। আমার শরীর চলে যাওয়া মানে সবই চলে যাওয়া। থ্যাংক য়্যু।

ইয়াসিন সাহেব ঘুমুতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রস্তুতি পর্ব বেশ দীর্ঘ। দাঁত ব্রাশ করেন। সুতা দিয়ে ফ্লস করে। গরম পানি দিয়ে হাত-মুখ ধোন। মেপে মেপে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার পানি খান। পানি খাবার পর এক পেগ রেড ওয়াইন খান। তাঁর মদপানের নেশা নেই। রেড ওয়াইন খান হার্ট ঠিক রাখার জন্যে। অষুধ হিসেবে রেডওয়াইন খেতে হয় ঘুমুতে যাবার আগে। এইসব নিয়ম-কানুন তিনি পেয়েছেন Natural Healing নামের একটা বিখ্যাত বই থেকে। বইটি তিনি আমেরিকা থেকে এনেছেন। সেখানে এই বই টু মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে। টু মিলিয়নের একটি আছে তাঁর কাছে। শুধু যে আছে তা না। তিনি বইটা মন দিয়ে পড়ছেন। নিয়ম-কানুন মেনে চলছেন। নিজস্ব কিছু নিয়মও তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। যেমন ঠিক ঘুমুতে যাবার আগে আগে নিম গাছের ডাল দিয়ে শেষবার দাঁত মাজেন।

ঘুমুতে যাবার সব প্রস্তুতি তিনি শেষ করেছেন। নিমগাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজা শেষ হয়েছে। এখন তিনি অপেক্ষা করছেন যে দু'গ্লাস পানি খেয়েছেন সেই পানি বের হয়ে যাবার জন্যে। পেট ভর্তি পানি নিয়ে ঘুমুতে গেলে মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙবে। একবার ঘুম ভাঙলে তাঁর আর ঘুম আসে না। একা জীবনযাপন করার এই সমস্যা। একাকিত্বটা ধরা পড়ে শুধু রাতে ঘুম ভাঙার পর।

দরজার পর্দা সরিয়ে মীরা ঢুকল। বাবার সামনে বসতে বসতে বলল, আজকের মতো Natural Healing treatment কি শেষ হয়েছে?

হুঁ।

ঘুমুতে যাচ্ছ না কেন? অপেক্ষাটা কীসের? শেষ বাথরুম এখনো হয় নি?

না।

গল্প করতে এসেছি।

বিশেষ কোনো গল্প?

হ্যাঁ। আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি বাবা।

সেই ভাগ্যবান মানুষটা কে? আমি চিনি? শুভ্র?

না শুভ্র না। আর্কিটেক্ট আখলাকুর রহমান।

মনস্থির করে ফেলেছিস?

হ্যাঁ।

বিয়েটা কবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগামীকাল। দু'জনে মিলে কোনো একটা কাজি অফিসে যাব। তুমি হবে সাক্ষীদের একজন।

কোনো উৎসব হবে না?

না। এই বিয়ে টিকবে না বাবা। কাজেই হাস্যকর উৎসবের কোনো অর্থ হয় না।

যে বিয়ে টিকবে না সেই বিয়েটা না করলে হয় না?

উঁহু। হয় না।

বিয়েটা করতে চাচ্ছিস কেন?

জানি না কেন?

না জেনে তুই কিছু করবি বিশ্বাস হচ্ছে না।

মীরা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাবা আমি জানি। কিন্তু তোমাকে বলতে চাচ্ছি না।

আমার মেয়ে তাহলে বিয়ে করতে যাচ্ছে!

হ্যাঁ।

My good wishes for you.

মীরা উঠে দাঁড়াল। আবার বসে পড়ল। মীরা বলল, বাবা শোনো ছোটবেলা থেকে আমি তোমাকে নিয়ে একটা খেলা খেলতাম। খেলাটার নাম দিয়েছিলাম– Marking game. বিভিন্ন সময়ে বাবা হিসেবে তোমাকে নাম্বার দিতাম। একশ'র ভেতর নাম্বার দেয়া হতো। সব সময় তুমি আমার কাছ থেকে কম নম্বর পেতে। একশ'তে চল্লিশের উপর নম্বর আমি তোমাকে কখনোই দিতে পারি নি।

Sorry to herar that.

আজ তোমাকে অমি শেষ বারের মতো নাম্বার দিতে এসেছি। কাল আমার বিয়ে হয়ে যাবে। আমি আর কখনোই তোমাকে নাম্বার দেব না। তোমার পরীক্ষা শেষ।

শেষ পরীক্ষায় কত পেলাম রে মা?

শেষ পরীক্ষায় আমি তোমাকে দিলাম একশ'তে একশ' দশ। একশ'তে একশ' তুমি এম্নিতেই পেয়েছ। দশ আমি দিরাম নিজের থেকে। খুশি হয়ে।

মীরা কাঁদছে। ইয়াসিন সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন। ক্রন্দসী কন্যাকে তাঁর দেখতে ইচ্ছা করছে না। কন্যার ক্রন্দসী রূপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই।

কফি খাবি মা? আজ বিশেষ এক রাত কাজেই Natural healing বই-এর নিয়ম ভঙ্গ করে কফি খাওয়া যায়। কফি খেতে খেতে গল্প করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কফি খেতে ইচ্ছা করছে না বাবা।

ইচ্ছা না করলেও খা।

মীরা বলল, তুমি বসো আমি বানিয়ে আনছি।

ইয়াসিন সাহেব বললেন, ঘরে না বসে ছাদে বসলে কেমন হয়? আকাশে চাঁদ আছে কি-না জানি না। চাঁদ থাকলে খুব ভালো লাগবে।

আমার সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠতে ইচ্ছা করছে না। তোমার যখন ইচ্ছা– চলো।

আকাশে চাঁদ নেই। আর থাকলেও চাঁদ দেখা যেত না। আকাশ মেঘে ঢাকা। বাতাস দিচ্ছে। বাতাস মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, বরং আরো মেঘ জড় করছে।

ইয়াসিন সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ প্রচণ্ড বর্ষণ হবে। বুঝলি মীরা এসি ঘরে বাস করার জন্যে ঝুম বৃষ্টি কখনো বুঝতেই পারি না। আমি ভেবে রেখেছিলাম তোর বিয়ের পর গ্রামে গিয়ে থাকব। টিনের ঘর থাকবে। টিনের ছাদে বৃষ্টি– অসাধারণ ব্যাপার।

আমার কারণে তোমার এই শখ মিটাতে পারছিলে না?

তা না। তবে তুই নিশ্চয়ই– আমার সঙ্গে গ্রামে গিয়ে থাকতে রাজি হতি না।

মীরা কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল, গ্রামে টিনের ঘরে গিয়ে থাকার শখটা তোমার না বাবা। এই শখটা মা'র। তুমি চাঁদে তার শখ মিটাতে।

ইয়াসিন সাহেব চুপ করে রইলেন। মীরা বলল, আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে মা'র প্রতি তোমার এই ভালোবাসা কতটুকু সত্য।

সত্য হবে না কেন?

সত্য না হবার সম্ভাবনা আছে। মানুষ অনেক সময় দায়িত্ব পালনের মতো ভালোবাসে। সে বিশ্বাস করে তার ভালোবাসা সত্য ও সুন্দর। আসলে তা না।

ইয়াসিন সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি তোর মতো জ্ঞানী না মা। তোর কথা সত্যি হতেও পারে। তবে তোর মা প্রায়ই বলত গ্রামে টিনের ঘরে বর্ষা কাটাতে। কথাটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে। সত্য ভালোবাসার কারণে ঢুকেছে, না দায়িত্ব পালনের জন্যে ঢুকেছে তা জানি না। জানতেও চাই না।

জাহানারার জ্বর এসেছে।

এমন কিছু না, থার্মোমিটার একশ' হয়তো উঠবে না, কিন্তু তিনি বিছানায় পড়ে গেছেন এবং কাতরাচ্ছেন। মাথায় ঘূর্ণির মতো হচ্ছে। মনে হচ্ছে তিনি নৌকায় বসে আছেন। নদীতে প্রবল ঢেউ উঠেছে। তিনি কেবলি ওঠা-নামা করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বিনুকে ডাকলেন। বিনু সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কী হয়েছে? জ্বর এসেছে? তিনি জবাব দিলেন না। বিনুকে দেখে এখন তাঁর বিরক্ত লাগছে। সে জ্বর দেখার জন্যে হাত বাড়াতেই তিনি বললেন, গায়ে হাত দিও না তো। কেউ গায়ে হাত দিলে আমার ভালো লাগে না। বিনু বলল, ডাক্তারকে খবর দিব?

জাহানারা থমথমে গলায় বললেন, ডাক্তারকে খবর দিতে হলে আমি খবর দিব। তোমাকে খবর দিতে হবে কেন? তুমি কে?

এ ধরনের অপমানসূচক কথা শোনার পর বিনুর দাঁড়িয়ে থাকার কথা না। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে আছে। বিনু বলল, জ্বর মেপেছেন?

জাহানারা বললন, না।

জ্বর মাপার থার্মোমিটার জাহানারার সাইড টেবিলের ড্রয়ারে থাকে। সেখানে পাওয়া গেল না। বিনু ব্যস্ত হয়ে থার্মোমিটার খুঁজছে। জাহানারা ভুরু কুঁচকে বিনুর দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছা কঠিন কোনো কথা বলে বিনুকে আহত করা। কঠিন কথাগুলি মনে আসছে না। তাছাড়া তিনি চাচ্ছেনও না বিনু তাঁর ঘরে থাকুক। শুভ্র তার মা'র অসুখের খবর পেয়েছে। সে মাকে দেখতে আসবে। মায়ের বিছানার কাছে চেয়ার টেনে বসবে। মাতা-পুত্রের কথার মাঝখানে তৃতীয় কারোর থাকা উচিত না।

জাহানারা বললেন, বিনু আমি বাঁচি না মাথার যন্ত্রণায়– তুমি কী খটখট শুরু করেছ? কী খোঁজ?

থার্মোমিটার।

তোমাকে ডাক্তারনী সাজতে হবে না। তুমি ঘর থেকে যাও। শুভ্রর সকালের চা আমার ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। তাহলেই হবে।

বিনু বলল, উনি নেই। বের হয়ে গেছেন।

জাহানারা হতভম্ব হয়ে বললেন, ও কখন গেল?

দশ মিনিট আগে।

আমার শরীর খারাপ করেছে এটা কি সে জানে?

জি জানেন। আমাকে বলে গেছেন ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করতে।

আমাকে দেখে যাবার কথা তার মনে হলো না?

উনার অফিসে কী-না-কী জরুরি কাজ আছে। চাচি আপনাকে এক কাপ আদা চা দেব?

জাহানারা যন্ত্রের মতো বললেন, দাও।

তাঁর হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। এসব কী হচ্ছে? শুভ্র জানে তাঁর জ্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরেও সে ঘরে উঁকি না দিয়েই চলে গেল? এ রকম তো কখনো হয় নি। প্রথম হলো। প্রথমের পরই দ্বিতীয় আসে, দ্বিতীয়র পরে আসে তৃতীয়। হচ্ছেটা কী? বিনুর সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলাপ করবেন? না, তা কেন করবেন? বিনু কে? বিনু কেউ না। তাদের ব্যক্তিগত কোনো কিছুর সঙ্গেই বিনুর যোগ থাকবে না। বিনু ছাড়া আর কে আছে যার সঙ্গে কথা বলা যায়। ঢাকা শহরে তাঁর আত্মীয়স্বজনের অভাব নেই। কোনো একটা খবর পেলেই এরা ঝাঁকে ঝাঁকে কাকের মতো উড়ে আসে। চা-নাশতা খায়, বিজ্ঞের মতো কথা বলে। অসহ্য।

বিনু চা নিয়ে ঢুকল। এক হাতে চা অন্য হাতে একটা থার্মোমিটার। জাহানারা বললেন, থার্মোমিটার কোথায় পেলে?

কিনিয়েছি।

আগেরটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে ফট করে নতুন কিনে ফেললে? অন্যের টাকা বলে মায়া নেই তাই না? সরকারি মাল, দরিয়ামে ঢাল।

বিনু কিছুই বলল না। প্রায় যন্ত্রের মতোই থার্মোমিটার এগিয়ে দিল। জাহানারা থার্মোমিটার মুখে দিলেন। এখন তাঁর মনে হচ্ছে জ্বর চেপে আসছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। বমি ভাবও হচ্ছে। তবে খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার নৌকার দুলনির মতো অবস্থাটা আর নেই।

বিনু বলল, আপনার সঙ্গে একটা মেয়ে দেখা করতে এসেছে। আরেকদিন আসতে বলব?

জাহানারার ইচ্ছা করছে হাত বাড়িয়ে বিনু মেয়েটার গালে একটা চড় মারেন। তাঁর মুখে একটা থার্মোমিটার ঢুকিয়ে সে ইচ্ছা করে প্রশ্নটা করেছে যাতে তিনি জবাব দিতে না পারেন। কী রকম বজ্জাত একটা মেয়ে। বজ্জাতি মেয়েটার অস্থি-মজ্জায়। এইসব মেয়েদের একমাত্র অষুধ হলো সকাল-বিকাল চড়-থাপড় দেয়া।

জ্বর একশ' এক। এমন কিছু বেশি না, কিন্তু জ্বর বাড়ছে। জাহানারা লক্ষ করলেন তাঁর নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়েছে। এটা নতুন এক উপসর্গ। শরীর একটু খারাপ করলেই নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়।

মেয়েটা কে?

আমি চিনি না।

আমার কাছে চায় কী?

জিজ্ঞেস করি নি।

জিজ্ঞেস করবে না কেন? নাকি জিজ্ঞেস করলে তোমার সম্মান যাবে? মান-সম্মান নিয়ে তো তালগাছের ওপর বসে আছ। এতদিন এখানে পড়ে আছ। কেউ তো খোঁজ নিতেও আসে না। কীসের আশায় তুমি পড়ে আছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনু চুপ করে আছে। তার মুখ ভাবলেশহীন। কে কী বলছে বা বলছে না তা যেন সে শুনছে না। বা শোনার প্রয়োজন বোধ করছে না। জাহানারা বললেন, যাও মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসো।

আপনার শরীরটা খারাপ, তাকে বরং আরেকদিন আসতে বলি?

মাতব্বরি করবে না। মাতব্বরি আমার ভালো লাগে না। তাকে এখানে নিয়ে এসো।

এখানে আনার দরকার নেই। আপনি একটু কষ্ট করে নিচের বসার ঘরে চলুন।

এত কথা বলছ কেন? তাকে নিয়ে আসতে বললাম নিয়ে আসো। হড়বড় করে এত কথার দরকার কী? বেশি কথা বলা অভ্যাস হয়ে গেছে? কথা না বললে পেটের ভাত হজম হয় না? অসুস্থ শরীরে আমি নিচে যাব? আমাকে কোলে করে কে নিয়ে যাবে– তুমি?

বিনু চলে গেল। জাহানারা খাটে হেলান দিয়ে বসলেন। অপরিচিত একটা মেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। কে এই মেয়ে? শুভ্রর পরিচিত কেউ? মীরা না তো? শুভ্র যার গলার হাসি রেকর্ড করে এনেছিল। কী যে পাগল ছেলে! মানুষ রাত জেগে ক্যাসেটে গান শুনে। এই ছেলে শুনে হাসি। একবার রাত তিনটায় খিলখিল হাসির শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। শুভ্রর ঘর থেকে হাসির শব্দ আসছে। তিনি জানেন ক্যাসেটে রেকর্ড করা হাসি, তারপরেও ভয়ে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। নিশি রাতে মেয়েদের উঁচু গলার হাসি খুবই ভয়ঙ্কর। 'যেই কন্যা নিশিরাত্রিতে শব্দ করিয়া এবং শরীর দুলাইয়া হাসে, সেই কন্যা স্বামী ঘাতকিনী।' লক্ষণ বিচার বইতে এই কথা পরিষ্কার লেখা আছে। জাহানারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। কী সুন্দর মেয়ে! পাতলা ঠোঁট। বড় বড় চোখ। গায়ের রঙও কত ভালো। ধবধবে সাদা না, অন্যরকম সাদা। চুল লম্বা, সেই চুলে সামান্য খয়েরি আভা আছে। অতিরিক্ত ফর্সা মেয়েদের চুলের রঙে সব সময় এই সমস্যাটা হয়। জাহানারা খুব আগ্রহ নিয়ে মেয়েটার চোখের মণির দিকে তাকালেন। অসম্ভব রূপবতীদের কোনো-না-কোনো সমস্যা থাকেই। দেখা যায় তাদের চোখে ট্যারা ভাব থাকে, চোখের মণি হয় কটা। দাঁতের সমস্যা তো থাকেই। দাঁত ফাঁক থাকে, গেঁজা দাঁত থাকে। এই মেয়েটার দাঁত কেমন বোঝা যাচ্ছে না, কারণ এখনো দাঁত দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা যেভাবে ঠোঁট চেপে আছে তাতে মনে হয় দাঁতে সমস্যা আছে। অনেক রূপবতী মেয়ে আছে যাদের সবই সুন্দর, দাঁতও সুন্দর; শুধু তারা যখন হাসে তখন মাড়ি বের হয়ে যায়। এ রকম কিছু না তো?

জাহানারা আগ্রহ নিয়ে বললেন, মা বসো। এই চেয়ারটায় বসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা বসল। তিনি ভেবেছিলেন বসার সময় মেয়েটা সামান্য হলেও হাসবে, সেই সুযোগ তিনি মেয়েটার দাঁতগুলি দেখে ফেলতে পারবেন। তাঁর মনের খুঁতখুঁতানিটা দূর হবে। মেয়েটার দাঁত না দেখা পর্যন্ত তাঁর অস্থির ভাব যাচ্ছে না।

আমি কি তোমাক চিনি?

মেয়েটা বলল, না, চিনেন না। তবে আমি আপনাকে চিনি।

জাহানারা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এইবার মেয়েটা হেসেছে। তার দাঁত ঠিক আছে। এবং গলার স্বরও সুন্দর। একটু ভারী। মনে হয় ঠাণ্ডায় বসে যাওয়া গলা। তারপরেও ভালো। জাহানারা লক্ষ করলেন মেয়েটা খুব আগ্রহ নিয়ে ঘর দেখছে। সাজসজ্জা দেখছে। দেয়ালে টানানো ছবিগুলি দেখছে। জাহানারা বললেন, এইটা আমার ছেলের ছবি। শুভ্র। ও যখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে তখন তোলা ছবি।

আমি উনাকে চিনি।

তুমি কি তার সঙ্গে পড়ো?

জি না।

তোমার নাম কী মা?

নাম বললে আমাকে চিনতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমার নাম আসমানী।

জাহানারা তাকিয়ে আছেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে খাটটা দুলছে। খাটের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর দুলছে এবং মাথার ভেতরটা দ্রুত ফাঁকা হতে শুরু হয়েছে। বুক শুকিয়ে গেছে। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। কেউ যদি বরফ মেশানো এক গ্লাস পানি দিত! বিনু নেই কেন? সে থাকলে তার দিকে তাকিয়ে একটু ভরসা পাওয়া যেত। তিনি কি ডাকবেন বিনুকে? আচ্ছা এই জন্যেই কি বিনু মেয়েটাকে শোবার ঘরে আসতে দিতে চায় নি? বিনু কি চিনতে পেরেছিল মেয়েটাকে? অবশ্যই চিনতে পেরেছে। গরম লাগছে কেন? মনে হচ্ছে তিনি জ্বলন্ত চুলার সামনে বসে আছেন। মুখে শীত লাগছে, কিন্তু পিঠের দিকে ঠাণ্ডা লাগছে।

আসমানী আরেকটু ঝুঁকে এসে বলল, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

জাহানারা জবাব দিলেন না।

আসামানী বলল, আমি খারাপ মেয়ে। এখন চিনেছেন?

জাহানারা প্রায় ফিসফিস করে বললেন, তুমি এখানে এসেছ কেন? কী চাও তুমি?

কথা বলতে আসছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী কথা তোমার?

আপনার কি শরীর খারাপ?

আমার শরীর খারাপ না ভালো তা দিয়ে তোমার দরকার নেই। তুমি এ বাড়িতে এসেছ কেন?

আসমানী হাসি মুখে বলল, আপনার স্বামী, আপনার ছেলে যদি আমাদের বাড়িতে আসতে পারে, আমরা আসতে পারব না কেন?

চাও কী তুমি?

কথা বলতে আসছি।

কার সঙ্গে কথা বলতে এসেছ?

আপনার সাথে। আপনি ছোট সাহেবের মা। আপনার সাথেই কথা বলা দরকার।

বলো কী বলবে।

ছোট সাহেব প্রায়ই আমার কাছে যায়। এইটা আপনারে জানালাম।

তার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে যাবে। সে যদি নরকের কৃমির সঙ্গে সময় কাটাতে চায়, কাটাবে। আমাকে বলার দরকার নেই। তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমাকে বলতে আসো! জুতা দিয়ে পিটিয়ে আমি তোমাকে...

উত্তেজনায় জাহানারার কথা আটকে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। বিনু চলে এসেছে। সে দরজা ধরে দাঁড়িয়েছে। জাহানারা চাপা গলায় বললেন, বিনু লাথি দিয়ে এই হারামজাদী মেয়েকে রাস্তায় বের করে দাও। এত বড় সাহস!

বিনু আসমানীর দিকে তাকিয়ে বলল, উনার শরীর ভালো না। তুমি বাইরে এসে বসো। কী কথা বলতে এসেছ আমাকে বলো।

আসমানী খুবই সহজ গলায় বলল, আমার কথা বলা শেষ। এখন আমি চলে যাব। ছোট সাহেব যদি অন্য মানুষদের মতো হতো, আমি কিছুই বলতে আসতাম না। নষ্ট পুরুষ মানুষ ফুর্তি করার জন্যে খারাপ পাড়ায় যাবেই। এটা নতুন কী! কিন্তু ছোট সাহেব তো অন্যদের মতো না। হঠাৎ একদিন যদি বলে, 'আসমানী আমারে বিবাহ করো।' তখন কী উপায় হবে? আপনার ছেলের বউ হিসেবে আমারে ঘরে নিবেন?

জাহানারা চেঁচিয়ে বললেন, বিনু এই হারামজাদী মেয়ে এই সব কী বলছে? সে এখনো কেন যাচ্ছে না?

আসমানী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, যেটা সত্য সেটা বলতেছি। কিছু সত্য কথা আছে বলতে খারাপ লাগে, কিছু শুনতে ভালো লাগে। আমারটা সেই রকম।

জাহানারা বললেন, বের হ। এই মেয়ে তুই বের হ। তুই এই মুহূর্তে বের হ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে বলতে জাহানারা খাট থেকে নামতে গেলেন। বিনু এসে তাকে ধরে ফেলল। তিনি শরীর এলিয়ে বিনুর কাঁধে পড়ে গেলেন। আসমানী এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে– তাকে ঘিরে যে নাটকটা তৈরি হয়েছে, সেই নাটক দেখে সে খুব মজা পাচ্ছে।

জাহানারার জ্বর খুব বেড়েছে। তার মাথায় অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালা হচ্ছে– জ্বর তেমন নামছে না। বরং যতই সময় যাচ্ছে চোখ ততই লালচে হয়ে আসছে। ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। অষুধপত্র দেন নি। অষুধপত্র দেবার মতো কিছু হয় নি। বুক পরিষ্কার, প্রেসার নরম্যাল।

বিনুর কাছে কোনো কিছুই নরম্যাল মনে হচ্ছে না। জাহানারা একবার বললেন, শুভ্রর বাবা কি এসেছে? বিনু চমকে উঠে বলল, কী বলছেন? জাহানারা চোখ বন্ধ করতে করতে বললেন, কিছু না। হঠাৎ মনে হলো শুভ্রর বাবা বেঁচে আছে। শুভ্র এর মধ্যে বাড়িতে টেলিফোন করে নি?

বিনু বলল, না।

ও যদি টেলিফোন করে, আমার অসুখের খবর দিবে না।

জি আচ্ছা।

ঐ হারামজাদী মেয়ের কথাও কিছু বলবে না।

জি আচ্ছা।

যদি কিছু বলো– ঐ হারামজাদীকে আমি যেভাবে জুতাপেটা করে তাড়িয়েছি, তোমাকেও সেভাবে জুতাপেটা করে তাড়াব।

জি আচ্ছা।

যে চেয়ারে ঐ হারামজাদী বসেছিল, সেই চেয়ারটা ডাস্টবিনে ফেলে দিতে বলেছিলাম, এখনো ফেলছ না কেন? আর শোনো, তোমাকে না বললাম– আমার গায়ে হাত না দিতে। গায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

টেলিফোনের রিং হচ্ছে। জাহানারা মাথা উঁচু করে বললেন, শুভ্র টেলিফোন করেছে। বিনু, টেলিফোন ধরো।

বিনু টেলিফোন ধরল। শুভ্রই টেলিফোন করেছে। শুভ্র খুশি খুশি গলায় বলল, কে, বিনু?

হ্যাঁ।

বিনু তোমার বিষয়ে আমার ইন্টারেস্টিং একটা অবজারভেশন আছে। অবজারভেশনটা হচ্ছে– টেলিফোনে তোমার গলা একেকদিন একেক রকম শোনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও।

কথাটা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে?

বিশ্বাস হবে না কেন? আপনি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলবেন না।

শুধু তোমার ব্যাপার না, আমি অনেকের ব্যাপারেই লক্ষ করেছি– একই টেলিফোন সেটে কথা বলছে তারপরেও গলার স্বর সকালে এক রকম, আবার দুপুরে এক রকম।

ও।

আমার ধারণা টেলিফোন লাইনে যে ভোল্টেজ থাকে তার ওঠানামাতে এটা হয়।

আপনি কি এই কথাগুলি বলার জন্যেই টেলিফোন করেছেন?

উঁহু। মা'র খবর জানার জন্যে টেলিফোন করেছি। এখন জ্বর কেমন?

কম।

মা কি আমার ওপর রেগে আছে?

রেগে থাকার মতো কিছু কি করেছেন?

জ্বর শুনেও মাকে দেখতে যাই নি।

দেখতে যান নি কেন?

বিনু, আসলে কী হয়েছে শোনো। আমি মাকে দেখার জন্যে ঘর থেকে বের হলাম। বারান্দায় এসে ভুলে গেলাম কী জন্যে ঘর থেকে বের হয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে উঠে পড়লাম। তখন মনে পড়ল। কিন্তু তখন আর গাড়ি থেকে নামতে ইচ্ছা করল না। এই হলো ঘটনা।

এখন আপনি কোথায়?

রাস্তায়। ড্রাইভারকে বলে দিয়েছি আমাকে নিয়ে শহরে ঘুরপাক খেতে। বৃষ্টি হচ্ছে তো, গাড়িতে বসে বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগছে। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি মোবাইল টেলিফোনে।

ও।

মোবাইল টেলিফোনটা আমার না। আসমানীর। ওর টেলিফোন যে পকেটে করে নিয়ে চলে এসেছি বুঝতেই পারি নি। সে বেচারি হয়তো কোথাও টেলিফোন না পেয়ে খুব টেনশন করছে। করুক টেনশন।

বিনু শুভ্রর আনন্দময় হাসি শুনল।

হ্যালো বিনু!

জি বলুন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ মনে হলো টেলিফোনের কানেকশন কেটে গেছে। মোবাইল সেটগুলির এই সমস্যা– জরুরি কথার মাঝখানে লাইন কেটে যাবে।

আপনি তো কোনো জরুরি কথা বলছেন না।

এই জন্যেই তো লাইন কাটছে না। আমি এখন কী করছি বলো তো?

একটু আগেই আমাকে বলেছেন কী করছেন– গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন। বৃষ্টি দেখছেন।

ফিফটি পারসেন্ট হয়েছে। আমি আসলে ডায়েরি লিখছি। আমি মাঝে মাঝে অদৃশ্য খাতায় অদৃশ্য কলমে ডায়েরি লিখি। বুঝতে পারছ?

জি না।

আরেক দিন বুঝিয়ে দেব। আচ্ছা শোনো বিনু, আমাকে কি খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে।

আমি খুবই আনন্দিত।

কেন?

কারণটা আমি জানি। কিন্তু তোমাকে বলব না। হ্যালো বিনু।

জি শুনছি।

তোমার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে ভালো হতো কিন্তু আমি কথা বলতে পারছি না। মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। টিক টিক করে শব্দ হচ্ছে। শব্দটা শুনতে পাচ্ছ না?

পাচ্ছি।

হ্যালো বিনু!

জি বলুন।

আমি খুব বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজকের টেলিফোনটা করেছি সেই সিদ্ধান্তটা তোমাকে জানানোর জন্যে।

বলুন আমি শুনছি।

বিনু কিছু শুনতে পেল না। শুভ্রর মোবাইল সেটের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে।

কে যেন ডাকল, শুবরু, শুবরু।

আমি চোখ বন্ধ করে গাড়ির পেছনের সিটে বসে আছি। বৃষ্টির শব্দ শোনার চেষ্টা করছি। গাড়ির কাচ ওঠানো। তারপরেও বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ কানে এলো 'শুবরু শুবরু'। কেউ যেন এই নামে ডেকে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটে আসছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিজের অজান্তেই 'কে' বলে চোখ মেললাম। গাড়ির ড্রাইভার গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক করে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, কিছু না, তুমি চালাও। সে আবার একসিলেটার চাপ দিল। সে এখনো স্বস্তিবোধ করছে না। তার চোখ ব্যাক ভিউ মিররের দিকে। আমাকে মনে হয় সেই আয়নায় খানিকটা দেখা যাচ্ছে। এই ড্রাইভারকে নতুন রাখা হয়েছে। যে কোনো কারণেই সে আমার ভয়ে সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকে। যতবারই আমি তাকে ডাকি সে চমকে ওঠে। অফিসের বারান্দায় বসে সে চা খাচ্ছিল। আমি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তার দিকে তাকালাম– দেখি, তার চোখ ভয়ে ও আতংকে কাঁপছে।

আমাকে সে কেন ভয় পায়? আমরা যে জিনিস বুঝতে পারি না তাকেই ভয় পাই। সে আমাকে বুঝতে পারছে না বলেই ভয় পাচ্ছে। এই মুহূর্তে সে কী ভাবছে? সে ভাবছে ছোট সাহেব চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন, হঠাৎ কেন জেগে উঠে বললেন– কে? আমি তাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলে সে কি আশ্বস্ত হবে? আমি কি তাকে বলব, রশীদ শোনো, দুটা জিনিস মানুষকে তাড়া করে। একটার নাম স্বপ্ন। সে সামনে থেকে তাকে ডাকে। মানুষ তার দিকে ছুটে যায়। আরেকটার নাম স্মৃতি। সে ভয়ংকর কোনো জন্তুর মতো পেছন থেকে তাড়া করে। একজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি প্রচুর জর্দা খেতেন। ফুলের সৌরভের মতো, জর্দার সৌরভ তাঁকে ঘিরে থাকত। এ ভদ্রলোক আমাকে ডাকতেন 'শুবরু' নামে। তিনি চলে গেছেন, নামটা ফেলে রেখে গেছেন। ঐ নামটা মাঝে মাঝেই আমাকে তাড়া করে। একটু আগেও করছিল বলে ভয় পেয়ে আমি বলেছিলাম– কে?

ঐ বুড়ো ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে বা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার খুব কথা বলার শখ। তাদের কাছে আমি জানতে চাইব– বুড়ো ভদ্রলোক 'শুবরু' নামের বাচ্চা একটা ছেলেকে এতটা ভালো কেন বেসেছিলেন। কার্যকারণহীন ভালোবাসা বলে এ জগতে কিছু নেই। সব কিছুর পেছনে কারণ আছে। প্রথমে cause তারপর afect, ভালোবাসাটা যদি affect হয় তার পেছনের causeটা কী?

আমি এ বুড়ো মানুষের পরিবারের সদস্যদের কাছে জানতে চাইব– আপনারা কি আমাকে উনার সম্পর্কে বলবেন? আমি ভাসা ভাসা ভাবে শুনেছি মৃত্যুর আগেও তিনি শুবরুকে ডেকেছেন। কেন ডেকেছেন? তিনি শুবরু সম্পর্কে কি বলতেন? আচ্ছা শুবরুকে কোলে নিয়ে তাঁর কি কোনো ছবি আছে? একটা ছবি তিনি আমাকে নিয়ে স্টুডিওতে গিয়ে তুলেছেন। এবং আমাকে লজ্জিত গলায় বলেছেন– ছবি তোলার কথা বড় সাহেবরে বলবা না। উনি রাগ হতে পারেন।

আমি বলেছিলাম, রাগ হবেন কেন? ছবি তোলা কি খারাপ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না খারাপ না। ব্যাপারটা হলো কী শুবরু, মানুষ আল্লাহপাকের আজিব সৃষ্টি। সে খারাপ কাজে রাগ হয়, ভালো কাজের জন্যেও রাগ হয়। আবার ধরো ভালো না, খারাপ না এমন কাজের জন্যেও রাগ। মানুষ বড়ই আজিব জানোয়ার।

মানুষ আজিব জানোয়ার কেন?

আল্লাহপাক মানুষকে আজিব করে বানিয়েছেন এই জন্যে।

আল্লাহপাক মানুষকে আজিব করে কেন বানিয়েছেন?

এইটাই তো বাবা বুঝি না। প্রায়ই চিন্তা করি– কূল পাই না। তিনি তো কত কিছুই সৃষ্টি করলেন। মানুষকে আজিব করলেন কেন? তিনি নিজে খুবই আজিব এই জন্যে?

উনি কি খুবই আজিব?

উনি কী, কেমন, কিছুই জানি না বাবা।

আপনি জানেন না কেন?

আমার তখন প্রশ্নকাল চলছে। শুধুই প্রশ্ন করি। এবং তিনি ক্লান্তিহীনভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। আমার প্রশ্ন এবং তাঁর উত্তরগুলি লিখে রাখলে অদ্ভুত কিছু ব্যাপার জানা যেত। একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষের পৃথিবী সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা।

বুড়ো মানুষের পরিবারের কাউকেই আমি খুঁজে পাই নি। বুড়ো মানুষটার মতো সবাই হারিয়ে গেছে। আমার সকল চেষ্টাই বিফলে গেছে। আমি হাল ছেড়ে দেই নি। সবশেষে চায়না ভাইকে বললাম, এদের কাউকে খুঁজে বের করতে পারবে?

চায়না ভাই আমাকে চমকে দিয়ে বলল– অবশ্যই। আপনি হুকুম দেন। আমি বাইর করি। এক মাসের ভিতরে যদি বাইর করতে না পারি 'চায়না ভাই' নাম বদলাইয়া আমি নিজের নাম রাখব 'চায়না ভইন'।

কীভাবে বের করবে?

মানুষ খুঁজে বের করা কোনো ব্যাপার না ছোট সাহেব। মানুষ যেখানে যায় গন্ধ রেখে যায়। মানুষরে বাইর করন যায় গন্ধে গন্ধে।

এক মাসের মধ্যে পারবে?

অবশ্যই। আইজ আশ্বিন মাসের তিন তারিখ। কার্তিকের তিন তারিখের মধ্যে আপনি খবর পাইবেন। ইনশাল্লাহ।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আপনে নিশ্চিন্ত থাকেন ছোট সাহেব। আজরাইল মানুষরে খুঁইজ্যা বাইর করে না? আমি তো আজরাইলের মতোই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, বুড়ো মানুষটা যেভাবে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন– চায়না ভাই নামের এই ভয়ংকর মানুষটাও একইভাবে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। রোজ একবার আমাকে না দেখলে তার না-কি ভালো লাগে না।

আচ্ছা মানুষের শরীরে কি বিশেষ কোনো গন্ধ আছে? কিংবা কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড? একেকজনের জন্যে একেক রকম। যার সঙ্গে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এসোনেন্স হচ্ছে সে-ই ভয়ংকরভাবে আলোড়িত হচ্ছে। সে-ই আটকা পড়ে যাচ্ছে।

রশীদ।

রশীদ স্টিয়ারিং হুইল হাতে নিয়েই চমকে উঠল। গাড়ির ব্রেকেও পা দিয়ে দিয়েছে। সে ভীত গলায় বলল, জি স্যার।

ক্যাসেটটা দাও তো, ক্যাসেট চলুক।

রশীদ আমার হাত থেকে ক্যাসেট নিল। ক্যাসেট বাজতে শুরু করলে সে আরেকটা ছোটখাটো চমক খাবে। ক্যাসেটে কোনো গানবাজনা নেই। এই ক্যাসেটে আছে মীরার হাসি।

ক্যাসেট বাজছে। আমি মীরার হাসি শুনছি। ড্রাইভার চোখ-মুখ শক্ত করে হাসি শুনছে।

AMARBOI.COM

রশীদ!

জি স্যার।

হাসি কেমন লাগছে?

জি স্যার ভালো।

কী রকম ভালো?

খুব ভালো স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে। এখন এই হাসিটা শোনো। দাও, এই ক্যাসেট দাও।

এখন বাজছে বিনুর হাসি। সে মীরার মতো একনাগাড়ে হাসে নি। লজ্জা পেয়ে থেমে থেমে হেসেছে।

রশীদ!

জি স্যার।

এই হাসিটা কেমন?

ভালো স্যার।

এই হাসিটা বেশি ভালা না আগেরটা?

দুটাই ভালো।

আচ্ছা ঠিক আছে, এখন দাও এই ক্যাসেট। তিন নম্বর হাসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রশীদ ভীত মুখে তিন নম্বর ক্যাসেট চালু করল। এবার হাসছে আসমানী। আসমানীর হাসির সঙ্গে মীরার হাসির মিল আছে। বেশ ভালো মিল। আমি চোখ বন্ধ করে মিল এবং অমিলগুলি ধরার চেষ্টা করছি। ধরতে পারছি না।

ড্রাইভার রশীদ কি আমাকে পাগল ভাবছে? মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবছে। রশীদ একা না, অনেকেই তাই ভাবছে। ঐ দিন মীরার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বিয়ের পর সে কতটা বদলেছে সেটা দেখার জন্যে যাওয়া। কোথায় যেন পড়েছিলাম– বিয়ে হবার আগ পর্যন্ত মেয়েদের চোখে ভরসা হারা দৃষ্টি থাকে। বিয়ের পর পর সেই দৃষ্টি বদলে যায়। দৃষ্টিতে ভরসা ফিরে আসে। মীরার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। কিন্তু সে আমাকে দেখেই চমকে উঠে বলল, তোর চোখে পাগল পাগল ভাব এসে গেছে।

পাগল পাগল ভাবটা কী রকম?

পাগলদের চোখের মণি কোনো খানে স্থির হয় না। তোরও হচ্ছে না।

আমি তোমার ঘর-সংসার দেখছি বলে আমার চোখের মণি নড়াচড়া করছে।

তুই কিছুই দেখছিস না। আমাকে ভুলানো এত সহজ না। শুভ্র তুই কি খুব কষ্টে আছিস?

না।

তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই কষ্টে আছিস।

আমার প্রতি তোমার প্রবল মমতা আছে বলে তুমি এ রকম ভাবছ। প্রবল মমতার কারণে মনে হয় মমতার মানুষটা বুঝি কষ্টে আছে। সব মা'কে দেখবে যদি সে তার সন্তানকে কয়েক দিন অদর্শনের পর দেখে তাহলে বলে– 'আহারে রোগা হয়ে গেছে।' এটা হলো Mother complex.

তুই কথাও বেশি বলছিস। কথা বেশি বলাও পাগলামির লক্ষণ।

তোমার ধারণা আমি পাগল?

এখনো না, তবে তুই ঠিক পথ ধরেছিস। কিছুদিনের মধ্যেই তুই ট্রাফিক কনট্রোল শুরু করবি।

আমি হাসলাম। মীরা কঠিন গলায় বলল, হাসবি না। আমি ঠাট্টা-তামাশা করছি না। রাতে তোর ঘুম ভালো হয়?

খুব ভালো ঘুম হয়। তোমার ঘুমের খবর বলো। আখলাক সাহেব তোমাকে রাতে ঘুমুতে দেন?

সে দেয়, আমিই তাকে জাগিয়ে রাখি। বকবক করি। রাত তিনটার সময় বলি– বৃষ্টি হচ্ছে ছাদে চলো তো ভিজব। বেচারা মহাবিপদে পড়েছে।

তুমি তো মনে হয় উনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা খাচ্ছি। এই প্রেমটা শুরু হয়েছে বিয়ের পর। এই প্রেমের সঙ্গে শরীরের একটা ব্যাপার আছে। তাই বলে সেই প্রেমকে তুচ্ছ বা ছোট করার কিছু নেই। শুভ্র তুই আমার কথা শোন– বিয়ে করে ফেল।

কাকে বিয়ে করব?

যে কাউকে– রহিমা, ফাতেমা, ঊর্মি, টুর্মি any one... আমার ধারণা তুই যাকেই বিয়ে করিস না কেন তার জন্যে তোর ফিলিংস একই থাকবে। ফাতেমাকে তুই যতটা ভালোবাসবি, ঊর্মিকেও তুই ততটাই ভালোবাসবি। একটু বেশিও না, একটু কমও না। চা খাবি?

না।

মদ খাবি? এটা হলো মদের বাড়ি– পৃথিবীর হেন মদ নেই যা এই বাড়িতে নেই।

না, মদ খাব না।

কিছু একটা খা। সরবত খাবি? প্লেইন এন্ড সিম্পল লেবুর সরবত?

আচ্ছা দাও।

মীরা লেবুর সরবত বানাতে বানাতে বলল, তোর কি অন্ধ মেশকাত সাহেবকে মনে আছে।

হুঁ।

উনি সেদিন এসেছিলেন। আমি দাওয়াত করে এনেছিলাম। হাত দেখাতে ইচ্ছা করছিল। উনি হাত দেখলেন। মানে চোখে দেখলেন না, উনি যেভাবে দেখেন সেভাবে দেখলেন। তারপর কী বললেন জানিস?

কী বললেন?

উনি খুবই অদ্ভুত কথা বললেন, উনি বললেন– বিয়ের প্রথম বছরেই আমার একটি কন্যা সন্তান হবে। সে তার নিজের প্রতিভায় দেশের সকল মানুষের হৃদয় হরণ করবে। মেশকাত সাহেবের কথা শুনেই আমার গা শিরশির করতে শুরু করল। কারণ কী জানিস? উনার হাত দেখার আগেই আমি কনসিভ করেছি। এখনো ডাক্তারি পরীক্ষায় কনফার্ম করা হয় নি– But I Know. আমার যে মেয়ে হবে সেটাও আমি জানি।

খুব আনন্দ লাগছে?

হ্যাঁ খুবই আনন্দ লাগছে। আমার মাথায় এখন কিছু নেই; শুধুই আমার মেয়ে। আখলাক বিছানায় যাওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আমি জেগে থাকি এবং মেয়ের সঙ্গে কথা বলি।

মেয়ের সঙ্গে কথা বলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ। সিরিয়াস ধরনের কথা। তোকে নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়। অনেক আর্গুমেন্ট হয়। তর্কে আমি ওর কাছে সব সময় হেরে যাই। আমি ওর নাম দিয়েছি তর্ক-সম্রাজ্ঞী। তোকে নিয়ে যখন তর্ক হয় তখন সে সব সময় তোর পক্ষ নেয়।

মীরা কথা বলছে– আমি অবাক হয়ে দেখলাম মেয়ের কথা বলতে বলতে তার চোখ ভিজে উঠছে।

ভালোবাসা ব্যাপারটা কী? যে মানুষটি পৃথিবীতেই এখনো আসে নি তার প্রতি এমন গভীর গাঢ় ভালোবাসা কীভাবে তৈরি হয়? এই ভালোবাসা কেমন ভালোবাসা?

মীরার কাছ থেকে বিদা নেবার সময় সে বলল, তুই একটা কাজ করিস তো– মেশকাত সাহেবের সঙ্গে দেখা করিস। দেখি উনি কী বলেন। বিশেষ কিছু জানতে চাইলে উনাকে স্পেসিফিক্যালি জিজ্ঞেস করবি।

আমি বললাম, আধুনিক পদার্থবিদ্যা কি এইসব বিশ্বাস করে?

তোর ধারণা করে না?

না।

আমার ধারণা করে। সাবে এটমিক লেভেলে চিন্তা কর শুভ্র– মানুষ সেই লেভেলে কি দিয়ে তৈরি? আপকোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক, চার্ম। জিনিসগুলি আসলে কী? নাথিং।

জিনিসগুলি আসলে কী তার সঙ্গে মেশকাত সাহেবের বলার কোনো সম্পর্ক নেই।

তোর সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছি না– শুভ্র তোকে আমার ধারণার কথাগুলি বলি– We really do not exist. এই যে তুই আমার সঙ্গে বসে আছিস, আমি তোর সঙ্গে গল্প করছি– এগুলি কিন্তু ঘটছে না। আমরা হচ্ছি কোনো একজনের কল্পনা। সেই কোনো একজনটাই হয়তো God. The one and the only.

আমি তাকিয়ে আছি। মীরা হাত নাড়তে নাড়তে গল্প করছে। তাকে দেখতে ভাল লাগছে। আমি মীরার গল্পে বাধা দিয়ে বললাম, আমার ধারণা তুমি এইসব উদ্ভট থিয়োরি রাত জেগে জেগে আখলাক সাহেবকে শোনাও। এবং উনি খুব মন দিয়ে বাধ্য ছাত্রের মতো শুনেন।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, তা শুনে এবং যা বলি বিশ্বাস করে। আখলাকের এই অংশটি আমার খুব পছন্দ। তোকে বিয়ে করলে পছন্দের এই অংশটি থেকে আমি বঞ্চিত হতাম। ভাগ্যিস তোকে বিয়ে করি নি।

আমাকে বিয়ের প্রশ্ন আসছে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথার কথা বললাম। তোকে কিংবা তোর মতো কাউকে। অবশ্যি তার কথা একেবারেই যে ভাবি নি তা না।

মীরা হাসছে। এই হাসি এবং ক্যাসেটের হাসি এক না। অনেক আলাদা। মানুষের হাসি নিয়ে কেউ গবেষণা করে নি। করা উচিত ছিল। চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে হাসির শব্দ বদলে যায়। শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি বদলায়। কিছু ফ্রিকোয়েন্সি বাদ পড়ে কিছু নতুন ফ্রিকোয়েন্সি যুক্ত হয়। কেন এইসব নিয়ে কেউ ভাবছে না? রহস্যময় মানুষ কেন রহস্যের কুঠুরি থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না? মেশকাত সাহেবের মতো মানুষরা আসলে কী করেন?– তর্জনি উঁচিয়ে রহস্যময় সেই জগতের প্রতি ইঙ্গিত করেন? বুঝেই করেন না বুঝেই করেন?

মেশকাত সাহেব আমাকে চিনতে পারলেন। চোখের মতো শক্তিমান ইন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত মানুষদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলি তীক্ষ্ণ হয় এটা জানা কথা। তাই বলে এত তীক্ষ্ণ!

মেশকাত সাহেব লুঙ্গি পরে আছেন, খালি গা। গায়ের ওপর পাতলা চাদর জড়ানো। মানুষটা ধবধবে ফর্সা। আখলাক সাহেবের বাড়িতে তাঁর গায়ের এমন রঙ চোখে পড়ে নি। মেশকাত সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সহজ গলায় বললেন, আপনি শুভ্র? আখলাক সাহেবের বাড়িতে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল।

জি।

পার্টি শুরু হবার আগেই আপনি মীরার সঙ্গে চলে গেলেন। মীরা ফিরে এলো, আপনি ফিরলেন না।

জি। এতসব আপনার মনে আছে?

অবশ্যই মনে আছে। মনে রাখাই আমার কাজ। অন্য কোনো কাজ তো হাতে নেই। আমার মতো অবস্থা যদি আপনার হতো আপনিও সব কিছু মনে রাখতেন।

ব্রেইলি পদ্ধতি ব্যবহার করে পড়াশোনা করার কথা কখনো ভেবেছেন?

ভেবেছি। সেই সুযোগ কোথায়?

আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

শুভ্র, আমি কারো সাহায্য নেই না।

যে কারোর সাহায্য নেয় না, সে তো কাউকে সাহায্যও করে না।

আপনি কি আমার কাছে কোনো সাহায্যের জন্যে এসেছেন?

না। জানতে এসেছি।

আমার কাছে কী জানতে চান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বলে কিছু কি আছে? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষমতার বাইরে কোনো ক্ষমতা।

মূল ক্ষমতার সবটাই তো ইন্দ্রিয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সামান্য যে ইরেকট্রন একেও তো আপনি হাত দিয়ে ছুঁতে পারছেন না, অনুভব করতে পারছেন না, গন্ধ নিতে পারছেন না, দেখতে পারছেন না।

আমি না পারলেও আমার তৈরি যন্ত্রপাতি পারছে। পারছে বলেই আমরা বলতে পারছি ইলেক্ট্রন কী, তার ধর্ম কী?

তাও পারছেন না। পারছেন না বলেই একবার বলছেন ইলেক্ট্রন বস্তু, আরেকবার বলছেন তরঙ্গ।

ইলেকট্রন হচ্ছে একই সঙ্গে বস্তু এবং একই সঙ্গে তরঙ্গ।

খুব হাস্যকর কথা বলছেন না? আপনি নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন– কথাটা হাস্যকর না?

আমি চুপ করে রইলাম। মেশকাত সাহেব বললেন, মীরার কাছে শুনেছি আপনি ছাত্র হিসেবে অসাধারণ, মানুষ হিসেবে অসাধারণ। দুই অসাধারণ যার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার হাতটা আমি একটু ছুঁয়ে দেখি।

দেখুন বলে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, শুনেছি আপনি মানুষের হাত ছুঁয়ে অনেক কিছু বলতে পারেন। আমার ব্যাপারে বলুন তো শুনি।

মেশকাত সাহেব হালকা গলায় বললেন, ভুল শুনেছেন। আমি হাত ধরে কিছুই বলতে পারি না। তবে হাত ধরাটাকে তুচ্ছ করবেন না। যেই মুহূর্তে আমি আপনার হাত ধরলাম সেই মুহূর্তে কী হয় জানেন– আপনার শরীরের কিছু ইলেকট্রন কিছু সাব এটোমিক পার্টিকেল আমার শরীরে চলে আসে। আমার কিছু চলে যায় আপনার মধ্যে। হাত ধরা মানে তার কিছু অংশ নিজের ভেতর নিয়ে নেয়া।

আমি এরকম করে ভাবি নি।

খুব বড় মাপের মানুষদের আমরা স্পর্শ করতে চাই– কারণ, আমরা তার শরীরের কিছু অংশ নিজের ভেতর নিয়ে নিতে চাই। ঠিক যে কারণে ভয়ঙ্কর মানুষদের স্পর্শ করতে নেই।

মেশকাত সাহেব আমাকে চা খাওয়ালেন। নিজেই বানিয়ে খাওয়ালেন। একবারের জন্যেও মনে হলো না মানুষটা চোখে দেখতে পান না। তিনি বাস করেন আলোহীন জগতে।

শুভ্র।

জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা হাইপোথেটিক্যাল ব্যাপার কল্পনা করুন। আমি হাত দিয়ে আপনাকে ছুঁয়ে দিলাম। সেই কারণে আপনার শরীর থেকে কিছু ইলেকট্রন চলে এলো আমার শরীরে। এমনও তো হতে পারে তাদের কাছে আপনার ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য থাকতে পারে। সেই তথ্য হয়তো সবাই ধরতে পারে না। কেউ কেউ পারে।

আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন– ইলেকট্রনের ভাষা পড়ার ক্ষমতা আপনার আছে?

মেশকাত সাহেব শান্ত গলায় বললেন, আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না। আমি একটা হইপোথিসিস দাঁড় করালাম। এর বেশি কিছু না। বিজ্ঞান রহস্যময়তা অপছন্দ করে অথচ সবচে' রহস্যময় ব্যাপারগুলি কিন্তু ঘটাচ্ছে বিজ্ঞান। আমাদেরকে পরম রহস্যের দিকে এই বিজ্ঞানই কিন্তু ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বলুন নিয়ে যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে সময় আছে– অতীত আছে, বর্তমান আছে, অনাগত ভবিষ্যৎ আছে। সেখানে আপনাদের বিজ্ঞান যদি বলে বসে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই তখন ধাক্কার মতো লাগে না?

হ্যাঁ, লাগে। আপনি কি বিজ্ঞান নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করেন?

মোটেই পড়াশুনা করি না। অন্যরা বলে, আমি শুনি। যা ভালো লাগে মনে করে রাখি। মানুষকে চমকে দেবার জন্যে আহরিত এই জ্ঞান ব্যবহার করি। সত্যি করে বলুন তো শুভ্র– আপনি চমকান নি?

হ্যাঁ, চমকেছি।

অন্যকে চমকে দিয়ে মজা দেখার প্রবণতা মানুষের মধ্যে খুব বেশি আছে। আর সবচে' বেশি আছে প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতি সবসময়ই মানুষকে চমকাচ্ছে। প্রকৃতির কাণ্ডকারখানা দেখে আমার মনে হয়– মানুষকে চমকে দিয়ে সে খুব মজা পায়। কাজেই, শুভ্র শুনুন– যদি কখনো ভয়ঙ্করভাবে চমকে ওঠার মতো কোনো ঘটনা আপনার জীবনে ঘটে আপনি বিচলিত হবেন না। সহজ থাকবেন। শান্ত থাকবেন। এবং ভেবে নিবেন– এটা কিছুই না। প্রকৃতির মজা মজা খেলার অংশ।

এটাই কি আমার বিষয়ে আপনার ভবিষ্যদ্বাণী?

মেশকাত সাহেব হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, এটা আমার একটা খেলাও হতে পারে। চমক চমক খেলা। গম্ভীর ভঙ্গিতে কিছু কথা বলে চমকে দেয়া।

আকাশ মেঘে মেঘে কালো।

বিছানায় শুয়ে খোলা জানালায় আকাশ দেখার শখ জাহানারার কখনোই ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। কয়েকদিন ধরে দেখছেন। দেখতে যে ভালো লাগছে তা-না। আবার খারাপও লাগছে না। ঘরের ভেতর থেকে দৃষ্টি বের করতে পারছেন এটাই একমাত্র আনন্দ। ঘরের ভেতর থাকতে ইচ্ছা করছে না। দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে। বিনুকে নিয়ে কোথাও গেলে হয়। মানুষ তার এক জীবনে কত জায়গায় বেড়াতে যায়– কলকাতা, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, ইংল্যান্ড, আমেরিকা। তিনি কোথাও যান নি। শুভ্রর বাবার বেড়ানোর অভ্যাস ছিল না। পাসপোর্ট পর্যন্ত করেন নি। যে মানুষ নিজের ঘরের বাইরে পা ফেলে না, তারও একটা পাসপোর্ট থাকে। শুভ্রর বাবার তাও ছিল না। মেয়েদের জীবন তো আয়নার মতো। স্বামীর আয়না। স্বামী যা করবে আয়নায় তারই ছায়া পড়বে। জাহানারারও তাই হলো। শুভ্রর বাবার সঙ্গে দোতলা একটা বাড়িতে আটকা পড়ে গেলেন। শুভ্রর বাবার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে কোনো ভবঘুরের সঙ্গে যদি তাঁর বিয়ে হতো তাহলে তিনিও ভবঘুরে স্বামীর মতো ভবঘুরে হতেন।

জাহানারার পানির পিপাসা হচ্ছে। পানির জন্যে কাউকে ডাকতে ইচ্ছা করছে না। এক সময় না এক সময় বিনু তাঁর ঘরে আসবে। তাকে পানির কথা বললেই হবে। আকাশ এখন ঘন কালো। আজ মনে হয় বৃষ্টিতে শহর ভেসে যাবে। ছোটবেলায় তাঁর বৃষ্টিতে ভেজার শখ ছিল। তিনি ঝুম বৃষ্টি হলেই ছাদে ভিজতে যেতেন। ভিজতে যাবার আগে খুশি খুশি গলায় ডাকতেন– কইরে টুনটুনি, বৃষ্টিতে ভিজবি? বৃষ্টির পানিতে ভিজলে গায়ের ঘামাচি মরে। আয় দেখি।

বিয়ের পর আর কোনোদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয় নি। শুভ্রর বাবার কোনো আজগুবি শখ ছিল না। কিংবা কে জানে হয়তো তাঁরও অনেক আজগুবি শখ ছিল– অন্যরা জেনেছে, তিনি কখনো জানতে পারেন নি। মানুষ হয়ে জন্মালে আজগুবি শখ থাকবেই। জাহানারার শীত শীত লাগছে। তিনি গায়ের ওপর চাদর টেনে দিলেন আর তখনি বিনু ঢুকল। নিচু গলায় বলল, চাচি, পুরনো ম্যানেজার সাহেব এসেছেন, ছালেহ উদ্দিন সাহেব।

জাহানারা বললেন, ওকে গতকাল আসতে বলেছিলাম। একদিন পরে এসেছে কেন?

বিনু জবাব দিল না। জাহানারা বললেন, ও এসেছে বসে থাকুক। আমার যখন ইচ্ছা হবে ডাকব। আবার নাও ডাকতে পারি। তুমি বসো। চেয়ারটা টেনে বসো। তোমার সঙ্গে গল্প করি।

বিনু বসতে গেল। জাহানারা বললেন, এক কাজ করো– এক কাপ চা এবং ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি এনে তারপর বসো। বিনু বলল, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা বললেন, আমার শরীর খারাপও লাগছে না, আবার ভালোও লাগছে না। শুভ্র কি ফিরেছে?

না।

কাল রাতেও ফিরে নি?

না।

কোথায় ছিল তুমি জানো?

না।

জাহানারা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কাল রাতে ও কোথায় ছিল তা তুমি জানো, আমিও জানি। অথচ দু'জনই ভাব করছি কিছু জানি না। আচ্ছা যাও, চা-পানি নিয়ে এসো। কাজের মেয়েটাকে বলে এসো ম্যানেজারকেও যেন এক কাপ চা দেয়।

বিনু চলে গেল। জাহানারা আবারো আকাশের দিকে তাকালেন। দিন এমন অন্ধকার করেছে যে ঘরে বাতি জ্বালাবার সময় হয়ে গেছে। কোনো কিছুই পরিষ্কার চোখে পড়ছে না। ম্যানেজারকে এ ঘরে ডেকে আনবার পর ঘরের সব ক'টা বাতি জ্বেলে দিতে হবে। কথা বলার সময় মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে না থাকলে তাঁর ভালো লাগে না। মানুষ শুধু মুখে কথা বলে না। সে তার সমস্ত শরীর দিয়ে কথা বলে। মানুষের সব কথা পুরোপুরি বুঝতে হলে শুধু কথা শুনলেই হয় না–কথা দেখতেও হয়।

চাচি, পানি আর চা এনেছি।

জাহানারা পানির গ্লাস নিয়ে মাত্র দু'চুমুক পানি খেয়ে গ্লাস ফেরত দিলেন। বিনু চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিল। জাহানারা বললেন, চা তোমার জন্যে। তুমি চায়ের কাপ হাতে আমার সামনে বসো। চা খেতে খেতে গল্প করো।

বিনু বসল। তাকে দেখে বোঝার কোনোই উপায় নেই সে অবাক হয়েছে না-কি বিস্মিত হয়েছে।

জাহানারা আগ্রহ নিয়ে বললেন, শুভ্রর বাবার একটা গল্প তোমাকে বলি শোন। আমাদের বিয়ের দু'বছর পরের কথা। শ্রাবণ মাস। খুব বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ একদিন শুভ্রর বাবা বলল, বেড়াতে যাবে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, যাব। কোথায়?

শুভ্রর বাবা বললেন, চলো কাছেই কোথাও যাই। সমুদ্র দেখেছ কখনো?

আমি বললাম, না।

শুভ্রর বাবা বললেন, চলো সমুদ্র দেখে আসি। সমুদ্র আমি নিজেও দেখি নাই।

আমার উৎসাহের কোনো সীমা রইল না। ব্যাগ গোছালাম, নতুন শাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনলাম। উত্তেজনায় রাতে ঘুমাতে পারি না। তখন বয়স ছিল কম। আগ্রহ-উত্তেজনার কোনো সীমা ছিল না। শুভ্রর বাবা রাতে ট্রেনের দুটা ফার্স্টক্লাসের টিকিট এনে দিলেন। সেই টিকিট আমি আমার ব্যাগে খুব সাবধানে রেখে দিলাম যাতে হারিয়ে না যায়।

শেষ পর্যন্ত আপনাদের যাওয়া হয় নি?

না। যে রাতে যাব সে রাতে সন্ধ্যার সময় শুভ্রর বাবা অফিস থেকে ফিরে বলল, রাতের ট্রেনে যাওয়া ঠিক না। প্রায়ই ডাকাতি হয়। দিনের ট্রেনে যাওয়া হবে। সেই দিনের ট্রেন আর আসে নি।

বিনু কিছু বলল না। মাথা নিচু করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। জাহানারা বললেন, ঘটনাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। গত পরশু ট্রাংক গুছাতে গিয়ে হঠাৎ টিকিট দুটা খুঁজে পেলাম। তখন মনে পড়ল। তোমার চা খাওয়া কি হয়েছে?

জি।

এখন ম্যানেজারকে ডেকে নিয়ে এসো। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তুমি থাকবে না। ওকে শুধু পাঠিয়ে দেবে।

জি আচ্ছা।

আড়াল থেকেও কিছু শুনবার চেষ্টা করবে না। আড়াল থেকে কথা শোনার তোমার একটা অভ্যাস আছে। এই অভ্যাসের কথা অন্য কেউ না জানলেও আমি জানি।

AMARBOI.COM

বিনু কিছু না বলে ঘর থেকে বের হলো। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজার ঢুকল। জাহানারা ম্যানেজারের নাম মনে করতে চেষ্টা করলেন। একটু আগেই বিনু নামটা বলেছে। এখন আর মনে আসছে না। ম্যানেজারকে ম্যানেজার না বলে নাম ধরে ডাকা উচিত। নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে নামটা শুরু হয়েছে ম দিয়ে। ম দিয়ে শুরু অসংখ্য নাম আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার একটা নামও মনে পড়ছে না। শুধু মনে আসছে মামুন। মামুন তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম। এই ভাইটা ছ'বছর বয়সে পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে মারা যায়। ম্যানেজারের মতো একটা ফালতু লোকের নাম মনে করতে গিয়ে তাঁর ভাইটার নাম মনে পড়ছে। ছিঃ! কী ঘিন্নার কথা।

জাহানারা বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে থেকো না। বসো। চেয়ারটায় বসো।

ম্যানেজার বসল। জাহানারা এখনো তার নাম মনে করার চেষ্টা করছেন। কথাবার্তা বলতে বলতেই নামটা মনে আসবে। এখন নামটা মনে করার চেষ্টা না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেই ভালো হতো। শান্তিমত কথা বলতে পারতেন। একই সময় নাম মনে করার চেষ্টা এবং কথা বলার চেষ্টা করার জন্যে সবই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

তোমাকে গতকাল আসার জন্যে খবর পাঠিয়েছিলাম।

জি।

বলেছিলাম খুবই জরুরি ব্যাপার। বলেছিলাম না?

জি।

তুমি আসো নি কেন?

একটা সমস্যা হয়ে গেছে– সমস্যার জন্যে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।

কী সমস্যা?

পারিবারিক সমস্যা, আপনি কি জন্যে ডেকেছেন বলেন।

আমার ছেলে তোমাকে চাকরি থেকে বিদায় করে দিয়েছে, কিন্তু আমি করি নাই। বুঝতে পারছ?

জি।

তোমার নাম ভুলে গেছি– নাম কি মামুন?

জি না, ছালেহ উদ্দিন।

তাহলে মামুন কার নাম?

এই নামে অফিসে কেউ নাই।

জাহানারার আবারো পানির পিপাসা হচ্ছে। অথচ একটু আগেই দু'চুমুক পানি খেয়েছেন। তাঁর কি পিপাসা রোগ হয়েছে? প্রবল তৃষ্ণা হয়– পানিতে ঠোঁট ডুবানো মাত্রই পিপাসার সমাপ্তি। আবার কিছুক্ষণ পর তৃষ্ণা।

জাহানারা পানির গ্লাস হাতে নিয়ে আবারো দু'চুমুক পানি খেলেন। তাঁর তৃষ্ণা মিটে গেল। তিনি খাটে পা ঝুলিয়ে বসতে বসতে হঠাৎ নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, শুভ্র যে একটা খারাপ মেয়ের কাছে যায় এটা তোমরা জানো?

ম্যানেজার সহজ গলায় বলল, জানি।

কীভাবে জানো?

ছালেহ উদ্দিন চুপ করে রইল।

এই বিষয়ে তোমার মতামত কী?

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মতো কিছু না।

আমার ছেলে একটা খারাপ মেয়ের কাছে যায় এটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মতো কারণ না? তুমি কি জন্ম থেকেই বোকা না বয়স বাড়ার সাথে সাথে বোকামি বাড়ছে।

আপনি হুকুম দিলে মেয়েটাকে সরায়ে দিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় সরিয়ে দিবে?

কোথায় সরাব সেটা আমার ব্যাপার। সব কিছু তো বলা যায় না। বলা ঠিকও না।

কবে সরাবে?

সেটাও আমার ব্যাপার।

তুমি পারবে?

না পারার কিছু না।

এই কথাগুলি বলার জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম।

এখন চলে যাব?

হ্যাঁ যাও।

ম্যানেজার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনি ছোট সাহেবের এই মেয়ের কাছে যাওয়া নিয়ে কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবেন না। এটা আমার ব্যাপার। আপনি কারো সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনাও করবেন না। ছোট সাহেব আমাকে বিদায় করে দিলেও আমি আছি। বড় সাহেব কোরান মজিদ হাতে দিয়ে আমাকে ওয়াদা করিয়েছিলেন– আমি যেন শুভ্রকে ছেড়ে না যাই। আমি ওয়াদা রক্ষা করব। আপনি বললেও করব না বললেও করব।

আচ্ছা। তুমি চা খেয়েছ?

আমি চা খাই না।

তোমাদের অফিস কেমন চলছে?

জানি না কেমন চলছে, আমি অফিসে যাই না।

শুভ্র যায় অফিসে?

খবর পেয়েছি উনি নিয়মিত অফিসে যান।

আচ্ছা মামুন তুমি এখন যাও। তোমার সঙ্গে কথা বলে মনে শান্তি পেয়েছি। তোমার নাম ঠিকমতো বলেছি তো। মামুন না তোমার নাম?

ম্যানেজার কোনো উত্তর দিল না। জাহানারা চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তাঁর ঘুম পাচ্ছে। শান্তির ঘুম।

ম্যানেজার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জাহানারা বিনুকে ডেকে পাঠালেন। হালকা গলায় বললেন, বিনু কপালে হাত দিয়ে দেখো তো জ্বর কি-না।

বিনু কপালে হাত দিয়ে বলল, সামান্য গা গরম।

জাহানারা বললেন, আমি ঠিক করেছি আজ বৃষ্টিতে ভিজব। ঝুম বৃষ্টি নামলে তুমি আমাকে ছাদে নিয়ে যাবে।

বিনু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। জাহানারা বললেন, আমি যখন ছোট ছিলাম, খুব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টিতে ভিজতাম। আমার বাবার বৃষ্টি খুব পছন্দের জিনিস ছিল। তোমার বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন লাগে বিনু?

বিনু তাকিয়ে আছে, জবাব দিচ্ছে না। জাহানারা বললেন, আজ বৃষ্টিটা নামুক, তোমাকে নিয়েই ভিজব। ছাদে দুটা প্লাস্টিকের চেয়ার পাঠাতে বলো। চেয়ারে বসে বসে ভিজব।

আমার বাবা যে নামাজের পাটিতে মারা গিয়েছিলেন সেই গল্প কি তোমাকে বলেছি?

না।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গল্পটা বলব।

আচ্ছা।

বিনু তোমার বাবা কি খুব নামাজী?

জি।

তুমি এখানে পড়ে আছ এতদিন হয়ে গেছে উনি তো তোমাকে দেখতেও আসছেন না।

উনি অসুস্থ। বিছানা থেকে নামতে পারেন না।

অসুখটা কী?

পা পিছলে কোমরে ব্যথা পেয়েছিলেন।

চিকিৎসা হচ্ছে না?

কবিরাজি চিকিৎসা হচ্ছে। কোমরে তেলমালিশ করা হচ্ছে।

কবিরাজি চিকিৎসায় কাজ হবে না। ঢাকায় এনে তাঁর চিকিৎসা করতে হবে। তাঁকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করো।

জি আচ্ছা।

তিনি ঢাকায় এলে আমি তাঁর কাছে একটা প্রস্তাব দেব। শুভ্রর বিয়ের প্রস্তাব। আমি তাঁকে বলব– ভাই সাহেব আপনার বড় মেয়ের সঙ্গে আমি আমার ছেলের বিবাহ দিতে চাই। আচ্ছা বিনু, উনি কি রাজি হবেন? আমার ছেলের মতো ছেলে কি হয়? তুমি বলো– হয়?

বিনু ক্ষীণ গলায় বলল, চাচি বৃষ্টি নেমেছে। ভিজবেন না?

জাহানারা বললেন, ম্যানেজার ছাগলটার নাম যেন কী?

ছালেহ উদ্দিন।

এর নামটা মনে থাকছে না কেন? একটা কাগজে তার নাম লিখে আমার ঘরে টানায়ে দাও।

জি আচ্ছা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপ-মা কেমন নাম রাখে দেখো। লক্ষ বার শুনলেও মনে থাকে না। আর দেখো শুভ্রর নাম– একবার শুনলে আর কোনোদিনই ভুলবে না।

ড্রাইভার বলল, ছোট সাব কোন দিকে যাব?

শুভ্র বলল, ফার ফ্রম দ্য মেডিং ক্রাউড।

ড্রাইভার এমন ভঙ্গিতে গাড়ি স্টার্ট দিল যেন 'ফার ফ্রড দ্য মেডিং ক্রাউড' জায়গাটা সে চেনে। আগেও অনেক বার গিয়েছে।

আসমানী খুব হাসছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব মজা পাচ্ছে। শুভ্র বলল, আমার অবশ্যি রিকশা করে ঘুরতে ইচ্ছা করছে। গাড়িতে উঠলেই আমার দম বন্ধ লাগে। আসমানী তোমার লাগে না? মনে হয় না– লোহার একটা খাঁচায় তোমাকে আটকে ফেলা হয়েছে?

উত্তর না দিয়ে আসমানী পান মুখে দিল। সে কৌটা ভর্তি করে পান নিয়ে এসেছে। শুভ্রর দিকে পানের কৌটা এগিয়ে দিয়ে বলল, পান খান।

শুভ্র বলল, আমি তো পান খাই না। আচ্ছা দাও খেয়ে দেখি। জর্দা নেই তো?

ওমা, জর্দা ছাড়া পান হয়! জর্দা আছে।

আচ্ছা ঠিক আছে, জর্দা দিয়েই খেয়ে দেখি।

শুভ্র পান মুখে দিল। আসমানী শাড়ির আঁচল মাথায় তুলতে তুলতে বলল, বলুন দেখি কোন জিনিস একবার হারালে পাওয়া যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার হারালে পাওয়া যায় না।

এটা কি কোনো ধাঁধা?

হুঁ খুব সহজ ধাঁধা। একবার হারালে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বার হারালে আর পাওয়া যায় না।

সম্মান?

সম্মান যত বার হারাবেন তত বারই ফিরত পাবেন। এটা সম্মান না।

আমি পারছি না।

দাঁত। দাঁত প্রথম বার হারালে পাওয়া যায়। দাঁত উঠে। দ্বিতীয় বার হারালে আর পাওয়া যায় না।

শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, আসলেই তো তাই! আচ্ছা দেখি আরেকটা ধাঁধা ধরো তো।

আসমানী বলল, আপনি চোখ বন্ধ করুন। এই ধাঁধাটা চোখ বন্ধ করে জবাব দিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র চোখ বন্ধ করল। আসমানী বলল, এখন বলুন– আমি কী রঙের শাড়ি পরেছি? আমার ধারণা আপনি বলতে পারবেন না।

শুভ্র থতমত খেয়ে গেল। আসলেই সে বলতে পারছে না। এতক্ষণ ধরে যে মেয়েটির সঙ্গে সে আছে সে কী রঙের শাড়ি পরেছে এটা সে কেন বলতে পারবে না?

কী আশ্চর্য! এত দেরি করছেন কেন? বলুন।

চকলেট রঙের।

কী রঙের বললেন?

চকলেট রঙের। হয়েছে?

আসমানী কিছু বলছে না। তার চাপা হাসি শোনা যাচ্ছে। জবাবটা যে সঠিক হয় নি শুভ্র তা বুঝতে পারছে। চকলেট রঙটা হঠাৎ তার মাথায় এসেছে বলেই সে বলেছে। না ভুল হলো, চকলেট রঙের ব্যাপারটা হঠাৎ তার মাথায় আসে নি। চকলেট রঙ মীরার খুব পছন্দ। মীরা যখন তখন বলে উঠবে, চকলেট আমি খেতে পছন্দ করি। চকলেট রঙের শাড়ি পরতে পছন্দ করি এবং কোনো একদিন আমি চকলেটের দোকান দেব। যেখানে পৃথিবীর সব দেশের চকলেট পাওয়া যাবে।

আপনি এখনো চোখ বন্ধ করে আছেন কেন? চোখ মেলুন।

শুভ্র চোখ মেলে ধাক্কার মতো খেল। প্রথমত আসমানী কোনো শাড়িই পরে নি– সাদা রঙের সালোয়ার-কামিজ পরেছে। ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে। সেই ওড়নার রঙটাও সাদা।

AMARBOI.COM

অথচ কিছুক্ষণ আগেও তার মনে হচ্ছিল আসমানী শাড়ি পরেছে। গাড়িতে উঠেই সে ঘোমটা দিয়েছে। আসলে সে ঘোমটা দেয় নি। মাথায় ওড়না উঠিয়ে দিয়েছে।

আসমানী খিলখিল করে হাসছে। শুভ্র বলল, তুমি হাসছ কেন?

আপনি খুব অবাক হয়ে আমার কাপড় দেখছেন তো, এই জন্যে হাসছি।

তুমি কী রঙের কাপড় পরেছ তা বলতে পারি নি। এর সহজ অর্থ আমি তোমাকে ভালোমত লক্ষ করি না। এটা তোমার জন্যে কষ্টের ব্যাপার হওয়া উচিত। কিন্তু তুমি হাসছ।

আসমানী আরেকটা পান মুখে দিতে দিতে বলল, আমি যদি আপনার প্রেমে পড়তাম তাহলে কষ্ট পেতাম। আমি তো আপনার প্রেমে পড়ি নাই। আপনি আমাকে লক্ষ করলেও কিছু না, লক্ষ না করলেও কিছু না।

ও।

কেউ যদি আমাকে লক্ষ না করে তাহলেই আমার বেশি ভালো লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

ও আল্লা, আমি তো জটিল কথা বলতেছি না। জটিল মানুষদের সঙ্গে থাকলে জটিল কথা বলা যায়। আমি সব সময় থাকি সহজ মানুষদের সঙ্গে। আমাদের কাছে জটিল মানুষরা আসে না।

শুভ্র আগ্রহের সঙ্গে বলল, আমি কেমন মানুষ?

আসমানী সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপনি বোকা মানুষ।

তুমি সত্যি আমাকে বোকা বলছ, না ঠাট্টা করছ?

সত্যি বোকা বলছি। ঠাট্টা করব কেন? আপনার সঙ্গে তো আমার ঠাট্টার সম্পর্ক না। আপনে তো আমার নানা না।

আমার নিজেরও ধারণা আমি বোকা। তবে পড়াশোনার বুদ্ধি আমার আছে। আমি সারাজীবন ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়েছি। তবে পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হবার সাথে বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক না থাকলে তো ভালোই।

শুভ্র বলল, দেখি আরেকটা পান দাও তো। পান খেতে বেশ ভালো লাগছে। পান খেতে এত ভালো লাগবে জানলে রোজ পান খেতাম।

আসমানী পানের কৌটা বাড়িয়ে দিল। শুভ্র পানের খিলি হাতে নিতে নিতে আগ্রহের সঙ্গে বলল, মানুষের বুদ্ধি কেমন এটা মাপার চেষ্টা অনেক দিন থেকেই করা হচ্ছে। পারা যাচ্ছে না। এমন কোনো পদ্ধতি নেই যা থেকে চট করে বলে দেয়া যায়– এই মানুষটার বুদ্ধি বেশি বা এর কম। আইকিউ টেস্ট বলে এক ধরনের টেস্ট আছে। মজার ব্যাপার কী জানো পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষ এই টেস্টে ফেল করেছেন।

আপনি পাস করেছেন?

আমি এই টেস্ট কখনো দেই নি। দিলেও আমার ধারণা আমি পাস করতে পারব না। তবে মীরা খুব হাই নাম্বার পেয়েছে।

মীরা কে?

আমার সঙ্গে এম.এস.সি. পাস করেছে। অসম্ভব ভালো ছাত্রী।

দেখতে কেমন?

দেখতে কেমনের সঙ্গে তো বুদ্ধির সম্পর্ক নেই।

অবশ্যই আছে। একটা মানুষ বোকা না বুদ্ধিমান তা বলার জন্যে কোনো পরীক্ষা লাগে না। চেহারা দেখে বলে দেয়া যায়।

তুমি বলতে পারো?

অবশ্যই পারি। আপনাকে দেখে বলেছিলাম না– আপনি একটু বোকা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র চুপ করে গেল। জর্দার কারণে তার মাথা ঘুরছে। তার জন্যে অবশ্যি খারাপ লাগছে না। বরং ভালোই লাগছে। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল, মুখের পানটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা পান খাবে। বাড়তি জর্দা দিয়ে খাবে।

গাড়ি ময়মনসিংহ রোড ধরে চলেছে। রাস্তায় খুব ট্রাফিক। একেকবার গাড়ি থামিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে। শুভ্র লক্ষ করল– আশেপাশের গাড়ি থেকে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকে এবং আসমানীকে দেখছে। এ রকম ঘটনা কি আগেও ঘটেছে? মনে হয় না। মীরাকে নিয়েও সে আগে অনেক বার গাড়িতে করে ঘুরেছে। তখন তো লোকজন এমন কৌতূহলী হয়ে তাকায় নি! এখন তাকাচ্ছে কেন?

আসমানী।

জি।

তুমি কি লক্ষ করেছ লোকজন আমাদের দেখছে?

হুঁ।

তোমার কী ধারণা– কেন সবাই এমন করে তাকাচ্ছে?

আপনি বুঝতে পারছেন না?

না বুঝতে পারছি না।

খুব ভালো করে আমার মুখের দিকে তাকান তাহলেই বুঝতে পারবেন।

শুভ্র ভালো করেই তাকাল। পান খাওয়ার জন্যে আসমানীর ঠোঁট হয়েছে টকটকে লাল। এর বেশি কিছু তো না। সে নিজেও পান খেয়েছে। তার ঠোঁটও নিশ্চয়ই লাল হয়েছে। একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে বসে আছে। দু'জনের ঠোঁটই টকটকে লাল– এটাই কি লোকজনের কৌতূহলের কারণ?

বুঝতে পারছেন কিছু?

না।

কেন লোকজন কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে বলব?

বলো।

আপনি কিন্তু লজ্জা পাবেন।

লজ্জা পাব কেন?

আমাদের দেখে সবাই ভাবছে আমরা বিয়ে করেছি। বিয়ের পর আমি যাচ্ছি স্বামীর ঘরে।

শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, এ রকম ভাববে কেন?

আসমানী হাসিমুখে বলল, এরকম ভাববে কারণ আপনি পরেছেন পাজামা-পাঞ্জাবি। বরদের পোশাক। আর আমি মুখে চন্দনের ফোঁটা দিয়েছি। এই জন্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো আপনাকে বললাম আমার মুখের দিকে তাকাতে। মেয়েরা মুখে চন্দনের ফোঁটা দেয় শুধুই বিয়ের দিন।

মুখে চন্দনের ফোঁটা কেন দিয়েছ?

আমি যখনই কারো সঙ্গে বাইরে বের হই মোটামুটি বউ সেজে বের হই। মুখে চন্দনের ফোঁটা দেই। চোখে কাজল দেই।

তুমি কি প্রায়ই লোকজনের সঙ্গে বের হও?

প্রায়ই না হলেও মাঝে মাঝে বের হই।

বের হয়ে কোথায় যাও? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও?

যারা আমাকে নিয়ে বের হয় তারা রাস্তায় ঘোরার জন্যে বের হয় না। তারা আমাকে বাগান বাড়িতে নিয়ে যায়।

বাগান বাড়িতে নিয়ে যায় মানে কী? বাগান বাড়িটা কী?

ঢাকা শহরে কিছু ধনী মানুষ আছে যাদের শহরে বাড়ি আছে, আবার জঙ্গলের দিকে নির্জনে জায়গা আছে। সেখানে সুন্দর বাড়িঘর আছে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে সেইসব বাড়িতে নানান ধরনের ফুর্তি হয়। গানবাজনা হয়। মদ খেয়ে নানান রকম হুল্লোড় হয়।

তুমি যাও সেসব জায়গায়?

যাব না কেন? টাকা দিলেই আমি যাব। বাগান বাড়িতে যাবার জন্যে আমরা অনেক বেশি টাকা নেই। এককে রাতের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা। আপনার কাছে যদি পাঁচ হাজার টাকা থাকে তাহলে আপনি আমাকে কোনো বাগান বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন।

আমার তো কোনো বাগান বাড়ি নেই।

পরিচিত এমন কেউ নাই যার বাগান বাড়ি আছে?

না।

আমি একটা বাগান বাড়ি খুব ভালো করে চিনি। আপনাকে নিয়ে গেলে কোনো সমস্যা হবে না। দারোয়ান হাসিমুখে ঘর খুলে দেবে। যাবেন?

শুভ্র জবাব দিল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আসমানী বলল, আরেকটা পান খান। দানে দানে তিন দান। যে কোনো জিনিস তিন বার করতে হয়। বিয়ের সময় যে কবুল বলে– একবার কিন্তু বলে না। তিন বার বলে। দেই আরেকটা পান?

দাও।

শুভ্র পান মুখে দিল। তাকে হঠাৎ খুব অস্থির মনে হলো। যেন সে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। সে চোখ থেকে চশমা খুলে আবার চোখে দিল। জানালার কাচ নামিয়ে আবারও কাচ উঠিয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসমানী বলল, আপনার কি শরীর খারাপ করেছে?

শুভ্র বলল, না।

আপনার কপাল ঘামছে। দেখি কাছে আসুন তো, আমি কপালটা মুছে দেই।

শুভ্র নড়ল না। যেখানে বসে ছিল সেখানেই বসে রইল। আসমানী নিজেই এগিয়ে এসে গায়ের ওড়না দিয়ে শুভ্রর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল। শুভ্র অস্পষ্ট গলায় বলল, আসমানী তোমাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি।

আসমানী বলল, বলুন। কথা বলুন।

শুভ্র এক দৃষ্টিতে আসমানীর দিকে তাকিয়ে আছে। আসমানীর ঠোঁটের কোনায় অস্পষ্ট হাসি। সে শুভ্রর চোখের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে তাকিয়ে আছে, আবার তাকিয়েও নেই।

চুপ কইরা আছেন কেন? বলেন কী বলবেন।

কীভাবে বলব গুছাতে পারছি না।

এই রকম হয়। অনেক কথা আছে গলা পর্যন্ত আসে কিন্তু গলা দিয়া বাইর হয় না। তারও অষুধ আছে।

কী অষুধ।

তখন মাল খাইতে হয়। মাল কী জানেন– মদ। মদরে লোকে মাল বলে আবার মেয়ে মানুষরেও বলে মাল। চলেন যাই কোনোখানে গিয়া বসি। আপনে মাল খান। তারপরে নিশ্চিন্তে কথা বলেন।

আসমানী তোমার সঙ্গে আমি কেন ঘুরছি জানো?

না জানি না।

তোমার মনে এ ধরনের কোনো চিন্তা আসে নি তো যে আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে গেছি। ব্যাপারটা সে রকম না।

ব্যাপার তা হইলে কী?

আমি তোমাদের কষ্টটা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। কারো খুব কাছাকাছি না গেলে কষ্ট বোঝা যায় না। আমি কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছি।

কষ্ট বুঝতে পারছেন?

মনে হয় কিছুটা পেরেছি।

ছোট সাহেব, আপনেরে একটা কথা বলি, মন দিয়া শুনেন। যারা পয়সা দিয়া আমরার কাছে আসে আপনে তারার চেয়েও অনেক খারাপ।

এটা কেন বলছ?

জানি না কেন বললাম। নেন আরেকটা পান খান।

শুভ্র হাত বাড়িয়ে পান নিল। আসমানী হাসিমুখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। বাইরের দৃশ্য মনে হয় তার খুব ভালো লাগছে। তারও মুখ ভর্তি পান। জানালা দিয়ে মাথা বের করে পানের পিক ফেলতে গিয়ে সে তার সালোয়ার মাখামাখি করে ফেলল। এতে মনে হয় তার আনন্দ আরো বাড়ল। সে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল– ছোট সাহেব, আপনে একটা কাজ করেন। আমার হাত ধইরা বসেন। হাত ধইরা বসলে– আমরার কষ্ট আরো তাড়াতাড়ি বুঝবেন। হি হি হি হি।

আসমানী হাসছে। তার হাসি থামছেই না। রেকর্ড করা হাসির সঙ্গে এই হাসি মিল খাচ্ছে না।

বিনুর বাবা মারা গেছেন। মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছে বিনুর চাচাতো ভাই ইয়াকুব। ঢাকা শহরে সে এই প্রথম এসেছে। ঠিকানা লেখা কাগজ সঙ্গে ছিল, তারপরেও তার পুরো দেড় দিন লাগল বিনুকে খুঁজে বের করতে। বিনুর বাবা মারা গেছেন বুধবার দুপুরে, বিনু খবর পেল শুক্রবার সকালে।

মৃত্যু সংবাদ দিয়েই ইয়াকুব প্রথম যে কথাটা বলল, গত রাইত থাইক্যা না খাওয়া। ভাত খাওনের জোগাড় আছে?

বিনু ভাইয়ের জন্যে ভাত খাবার জোগাড় করতে গেল। সে কাঁদল না, চিৎকার করে শোকের কোনো প্রকাশ দেখাল না। ইয়াকুব তাতে খুব স্বস্তি বোধ করল। বিনু চিৎকার- হৈচৈ শুরু করলে সমস্যা হতো। কে তার ভাতের জোগাড় করত! ক্ষিদেয় তার শরীরে কাঁপুনি ধরে গেছে। চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেছে।

জাহানারা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। জানালার ওপাশ দিয়ে বিনুকে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, দোতলায় কে এসেছে?

বিনু শান্ত গলায় বলল, আমার চাচাতো ভাই।

তার নাম কী?

ইয়াকুব।

জানালা দিয়ে কথা বলছ কেন বেয়াদবের মতো? ঘরে ঢুকে প্রশ্নের জবাব দাও। বাবা-মা আদব-কায়দা শিখায় নাই?

বিনু ঘরে ঢুকল। জাহানারা বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, তুমি কোন সাহসে তোমার ভাইকে দোতলায় আনলে? এই সাহসের মানে কী? তুমি জানো না দোতলায় ওঠা নিষেধ? এক্ষুনি একতলায় পাঠাও।

জি পাঠাচ্ছি।

ইয়াকুব চায় কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু চায় না।

তুমি যেভাবে কাজকর্ম করছ তাতে মনে হয় এই ঘরবাড়ি সবই তোমার। এ রকম মনে করার মতো কিছু ঘটে নি। এ বাড়ির কাজের মেয়ে রানীর মা তোমার চে' উপরে আছে। রানীর মা কাজ করে খায়। তুমি পরের উপর খাও। বুঝতে পারছ?

জি।

ভাই এসেছে খুব ভালো কথা, এখন ভাইয়ের হাত ধরে যেখানকার জিনিস সেখানে চলে যাও।

জি আচ্ছা।

আজই যাবে।

জি আজই যাব। দুপুরে চলে যাব।

যাবার আগে স্যুটকেস খুলে দেখিয়ে যাবে। আমার এখন শরীর ভালো না। কোনো দিকে নজর দিতে পারি না। কোনো জিনিস স্যুটকেসে ভরে নিয়ে গেলে বুঝতে পারব না।

বিনু সামনে থেকে সরে গেছে। কিন্তু জাহানারার মনে হচ্ছে বিনু এখনো সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটাকে আরো অপমান করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাঁর নিজের শরীর জ্বালা করছে। মেয়েটাকে কুৎসিত কিছু গালি দিতে পারলে জ্বলুনি হয়তো কমত। কুৎসিত গালি তিনি জানেন। বাড়ির পেছনে বস্তির পানির কল। পানি নিতে এসে এরা যেসব গালাগালি করে তিনি শোবার ঘর থেকে শুনতে পান। এইসব গালাগালির মধ্যে সবচে' ভদ্র গালি হলো– 'খানকী মাগী'। বিনুকে ডেকে 'খানকী মাগী' গালি দিলে কেমন হয়? মেয়েটা এই গালি শুনে কী করবে? অনেকক্ষণ নিশ্চয়ই হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। জাহানারা কল্পনায় বিনুর বিস্মিত মুখ পরিষ্কার দেখলেন। তাঁর হাসি পেয়ে গেল। হাসি চাপতে গেলেন, সেই হাসি আরো বাড়ল।

হাসার মতো অবস্থা তাঁর না। শুভ্র গত রাতে বাসায় ফিরে নি, তার আগের রাতেও ফিরে নি। আজ খুব ভোরে ম্যানেজার ছালেহ এসেছিল। তাঁর সঙ্গে তিনি অনেক রাগারাগি করেছেন। এই বদমাশটাকেও কিছু কঠিন গালাগালি দিতে পারলে হত। 'খানকী মাগী' ধরনের গালি। এই গালি পুরুষদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। মেয়েরা বিশেষ অবস্থায় 'খানকী মাগী' হয়– পুরুষরা কী হয়?

এক পর্যায়ে তাঁর ইচ্ছা করছিল বিছানা থেকে নেমে লাথি মেরে ম্যানেজারকে চেয়ারসুদ্ধ মেঝেতে ফেলে দিতে। হারামজাদা আবার কুচুর কুচুর শব্দ করে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনেই পান খায়। কত বড় অভদ্র! তিনি অবশ্যি মনের রাগ প্রকাশ করলেন না। শান্ত মুখেই বললেন, খবর কী?

ছালেহ্ বলল, কোন খবর জনতে চান?

জাহানারার মুখ তেতো হয়ে গেল। মনে মনে বললেন– শুয়োরের বাচ্চা, তুমি জানো না আমি কোন খবর জানতে চাই। তোমার কাছে কি অমি সৌদি আরবের বাদশার খবর জানতে চাই? তোমার কাছে জানতে চাই– আমার ছেলের খবর।

তিনি দাঁতে দাঁত চেপে নিজের রাগ সামলালেন। যদিও রাগ সামলানোটা খুবই কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ হারামজাদা ম্যানেজারটা শুধু যে কুচুর কুচুর করে পান খাচ্ছে তাই না, পাও নাচাচ্ছে। পায়ে স্প্রিং ফিট করে এসেছে।

জাহানারা শান্ত গলায় বললেন, আসমানী মেয়েটার বিষয়ে কী করেছ? কী ব্যবস্থা নিয়েছ?

ব্যবস্থা নেয়া হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। আটঘাট বেঁধে এগুতে হবে। আমার যা করার আমি করব।

শুভ্র কাল রাতে ঘরে ফিরে নি।

ও আচ্ছা।

গত পরশু রাতেও ফিরে নি। আমার তো এখন মনে হয় শুভ্র বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে বেশ্যা বাড়িতেই থাকবে।

আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।

আমি দুশ্চিন্তা করব না তো দুশ্চিন্তাটা করবে কে? তুমি করবে নাকি সৌদি আরবের বাদশা করবেন?

ছালেহ্ পানের পিক ফেলবার জন্যে বারান্দায় চলে গেল, আবার ফিরে এসে বসে পা নাচাতে লাগল। জাহানারা লক্ষ করলেন– আগে সে একটা পা নাড়াচ্ছিল, এখন দুটা পা-ই নাড়াচ্ছে।

শুভ্র এখন কী করছে তুমি জানো?

সঠিক জানি না?

তার কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুই জানো না?

বাড়ির মেয়েগুলিকে পনেরো হাজার করে টাকা দিয়ে নিজের নিজের বাড়ি পাঠানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। লাভ হচ্ছে না। কেউ যেতে চাচ্ছে না। এরা টাকাটা নিবে কিন্তু যেটা করবে সেটা হলো– এক বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে গিয়ে উঠবে। মাঝখান থেকে সবার নেট লাভ পনেরো হাজার টাকা।

টাকা দেয়া হয়ে গেছে?

শুনেছি দেয়া শুরু হয়েছে। সঠিক জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

তুমি দেখি কোনো কিছুই সঠিক জানো না। সবই বেঠিক জানো। আমি বিছানায় শুয়ে থেকে যা জানি– তুমি শহরে বন্দরে ঘোরাঘুরি করে তার একশ' ভাগের এক ভাগ জানো না। পনেরো হাজার করে টাকা দিলে– সব ক'টা মেয়ের জন্যে কত টাকা লাগবে?

অনেক লাগবে।

সেই অনেকটা কত হিসাব করে বলো। নাকি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ভুলে গেছ? আর শোনো– পা নাচানোটা একটু বন্ধ করো। আমার সামনে পা না নাচিয়ে বাড়িতে গিয়ে নাচাও।

ছালেহ পা নাচানো বন্ধ করলেন। জাহানারা কঠিন গলায় বললেন, এত এত টাকা যে শুভ্র দিচ্ছে তার কি এত টাকা আছে? তার অন্য ব্যবসার অবস্থা কী?

অবস্থা ভালো না।

ভালো না কেন?

এখনকার ব্যবসা হলো বেশিরভাগই দু'নম্বরি। উনার পক্ষে দু'নম্বরি কাজ সম্ভব না।

উজবুকের মতো কথা বলবা না। তার পক্ষে বেশ্যাবাড়িতে পড়ে থাকা সম্ভব আর দু'নম্বরি ব্যবসা করা সম্ভব না। এটা কেমন কথা?

ছালেহ উদ্দিন চুপ করে রইলেন। জাহানারা বললেন, আমি শুনতে পাচ্ছি সে এই বাড়ি বিক্রি করার চেষ্টা করছে। এটা কি সত্যি?

জি সত্যি। এই বাড়ি আর অফিস সবই তিনি বিক্রি করতে চান। দালাল ধরা হয়েছে। দালালেরা খোঁজখবর করছে।

বিক্রি করে সে খাবে কী? থাকবে কোথায়? সে কি তার মা'কে নিয়ে ভিক্ষা করতে বের হবে? কমলাপুর রেল স্টেশনে মা-বেটায় ভিক্ষা করব? আর তোমরা ভিক্ষা দিবে। তোমার সঙ্গে ছিঁড়া ময়লা এক টাকার নোট আছে? থাকলে দিয়ে যাও– তোমাকে দিয়েই ভিক্ষা শুরু করি।

ছালেহ বিব্রত গলায় বললেন, আপনার শরীরটা খারাপ। আপনি শুয়ে থাকুন।

তুমি চলে যাচ্ছ?

জি। আমি রোজই একবার এসে খোঁজ নিয়ে যাব।

তোমাকে রোজ আসতে হবে না। তোমাকে যেদিন দেখি সেদিন আমার দিনটা খারাপ যায়। তোমাকে যখন ডাকব তখন-ই আসবে। নিজ থেকে আসবে না।

জি আচ্ছা।

ম্যানেজার চলে যাবার পর থেকে জাহানারা বিছানায় চোখ বন্ধ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুয়েছিলেন। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেন নি। টেলিফোন বেজেছে, টেলিফোন ধরেন নি। টেলিফোন হয়তো শুভ্র করেছে, তারপরও ধরেন নি। ধরতে ইচ্ছা করে নি।

কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কোনো এক মেয়ে চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এমনভাবে কাঁদছে যেন কেউ তার কান্না শুনতে না পায়। বিনু কি কাঁদছে! বিনু কেন কাঁদবে! কাঁদার মতো এমন কী ঘটনা ঘটল! ভাই নিতে এসেছে এ তো আনন্দের কথা। কাঁদবে কেন? জাহানারা রানীর মা'কে ডাকলেন। রানীর মা কয়েকদিন হলো এ বাড়িতে কাজ করছে। তার কাজকর্ম ভালো। চালচলন ভালো না। কেমন করে যেন শরীর দুলিয়ে হাঁটে। যেসব বাড়িতে যুবক পুরুষ থাকে সেসব বাড়িতে রানীর মা ধরনের কাজের মেয়ে রাখতে নেই। মেয়েটাকে দু'একদিনের মধ্যেই বিদায় করে দিতে হবে। সবচে' ভালো হয় আজই বিদায় করে দিলে।

আম্মা ডাকছেন গো?

হ্যাঁ ডেকেছি। আহ্লাদী করে কথা বলবে না। 'ডাকছেন গো' আবার কী? যখন ডাকি– সামনে এসে দাঁড়াবে। গো বলে টান দিতে হবে না। কাঁদছে কে?

আফামণি কাঁদতেছে।

আফামণি আবার কী? বিনু আফামণি হলো কবে? তুমি যেমন বিনুও তেমন। বিনুর থাকার জায়গা নেই, থাকতে দিয়েছি। সে কাঁদছে কেন?

উনার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। ভাই খবর নিয়া আসছে। এই জন্যে কাঁদতেছেন।

বিনুর বাবা মারা গেছে?

জি।

কবে মারা গেছে?

বুধবারে। সেই দিন উনার শইলটা ভালো ছিল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে চাদর গায়ে দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। ঘুমের মধ্যে ইন্তেকাল হয়েছে, কেউ বুঝতে পারে নাই।

তুমি এত কথা জানলে কী করে?

উনার ভাই বলেছেন।

তার সঙ্গে তোমার এত কথা বলার দরকার কী? পুরুষ মানুষ দেখলেই কথা না বলে থাকতে পারো না? যাও বিনুকে ডেকে নিয়ে এসো।

আফামণি দরজা বন কইরা কাঁদতেছে। ডাকলে শুনবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি গিয়ে বলো আমি ডাকছি। আমার কথা বললেই শুনবে।

জাহানারা অপেক্ষা করছেন। বিনু আসছে না। আশ্চর্য! মেয়েটা এত বেয়াদব? এ তো দেখি ম্যানেজারের চেয়েও বেয়াদব। তিনি সব সহ্য করবেন, বেয়াদবি সহ্য করবেন না। মানুষ মারা যাবে, কেউ অনন্তকাল বাঁচবে না, তাই বলে বেয়াদবি করতে হবে? জাহানারা বিনুর সীমাহীন বেয়াদবির কথা ভাবতে ভাবতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন নৌকায় করে তিনি কোথায় যেন যাচ্ছেন। তাঁর কোলে শুভ্র। সে দুধের শিশু, কিন্তু তার চোখে চশমা। তিনি শুভ্রর বাবার সঙ্গে রাগারাগি করছেন– বাচ্চাদের কত সুন্দর সুন্দর চশমা পাওয়া যায়, এইসব না কিনে বুড়ো মানুষদের মতো কী চশমা কিনছ! সারা মুখ ঢেকে গেছে এত বড় চশমা। শুভ্রর বাবা বলছেন– হ্যাঁ চশমাটা বড়ই হয়েছে। এই বলতে বলতে তিনি নৌকার পাটাতনে শুয়ে পড়লেন। জাহানারা বললেন, তুমি করছ কী ঘুমের মধ্যে গড়িয়ে নদীতে পড়ে যাবে তো! আমি সাঁতার জানি আমি তোমাকে তুলতে পারব। কিন্তু আমার কোলে শুভ্র। আমি তাকে নিয়ে কীভাবে তোমাকে তুলব? শুভ্রর বাবা বললেন– আমি পড়ব না। বলতেই নৌকা কাত হলো। শুভ্রর বাবা গড়িয়ে পানিতে পড়ে গেলেন। চারদিকে খুব হৈচৈ হচ্ছে। এই হৈচৈয়ে জাহানারার ঘুম ভাঙল। তিনি তাকিয়ে দেখেন তাঁর বিছানার পাশে বিনু দাঁড়িয়ে আছে। বিনুর হাতে স্যুটকেস। জাহানারা বললেন, তুমি কোথায় যাও?

বিনু বলল, দেশের বাড়িতে যাচ্ছি চাচি, আমার বাবা মারা গেছেন।

জাহানারা বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, আমাকে এত বড় বিপদে ফেলে তুমি চলে যাবার কথা ভাবতে পারলে? তুমি কেমন মেয়ে বলো দেখি! তোমার চোখে 'লউ' নাই? দুই রাত ধরে আমার ছেলের খোঁজ নাই। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি, আমার হুঁশ-জ্ঞান নাই। কী বলতে কী বলি তাঁর ঠিক নাই, আর তুমি স্যুটকেস হাতে রওনা দিয়ে দিলে?

বিনু ক্ষীণ গলায় বলল, চাচি, আমার বাবা বুধবারে মারা গেছেন।

জাহানারা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, বুধবারে তোমার বাবা মারা গেছেন তার আমি কী করব। তোমার বাবার কপালে লেখা ছিল বুধবারে মৃত্যু। কপালে যদি বুধবারে মৃত্যু লেখা থাকে তাহলে বুধবারেই মৃত্যু হবে। সোমবারে হবে না। আজ শুক্রবার। তোমার বাবাকে কবর দিয়ে দিয়েছে। তুমি গিয়ে তোমার বাবার ডেডবডি দেখবে, তার জন্যে তাকে তোমার মা নিশ্চয়ই আচার বানিয়ে রেখে দেয় নাই। আমি যদি এখন মারা যাই তুমি বলো কে আমাকে দেখবে? রানীর মা দেখবে? কার হাতে তুমি আমাকে রেখে যাচ্ছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনু বলল, চাচি, আপনি একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না–

জাহানারা বিনুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না তা ঠিক। আমার জায়গায় তুমি হলে দোতলা থেকে লাফ দিতে। বিনু শোনো, আজ যদি এই অবস্থায় আমাকে রেখে তুমি চলে যাও তাহলে এমন অভিশাপ দিব যে তোমার জীবন কাটবে বেশ্যাখানায়, দুনিয়ার পুরুষ মানুষের সামনে গায়ের কাপড় খুলতে হবে। তুমি গায়ের কাপড় খুলে দাঁড়িয়ে থাকবে, পুরুষ মানুষ তোমাকে দেখে দরদাম ঠিক করবে। তুমি বলবে দুইশ' টাকা ওরা বলবে পঞ্চাশ...

চাচি, আপনি কী বলছেন এইসব?

যা ঘটবে তাই বললাম। তারপর কী হবে শোনো– দুইশ' এবং পঞ্চাশের মাঝামাঝি রফা হবে...।

চাচি, আমি আপনার পায়ে পড়ি।

জাহানারা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমাকে আমার পায়ে পড়তে হবে না। আমি তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমার সংসারটা ঠিক করে দিয়ে যাও। আমার মাথা পুরোপুরি গেছে। আমি এখন কোনো কিছুই চিন্তা করতে পারি না। মাগো শোনো, তুমি কাছে আসো। আমি তোমার পায়ে হাত দিব। পায়ে হাত দেবার পরে তো তুমি আর যাবে না?

জাহানারা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছেন। তিনি খাটের কোনায় নিজের মাথা ঠুকতে চেষ্টা করলেন। বিনু ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলে বলল, চাচি আপনি শান্ত হোন। আপনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি যাচ্ছি না। জাহানারা সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে সহজ গলায় বললেন– বিনু কাউকে কাঁচাবাজারে পাঠাও তো। সজনে পাওয়া যায় কি-না দেখো। সজনের চচ্চড়ি খেতে ইচ্ছে করছে। আমি নিজে রাঁধব। তোমরা যেভাবে সজনের চচ্চড়ি করো আমি কিন্তু সে রকম করি না। আমার মা'র কাছ থেকে শিখেছি– শুধু কাঁচা মরিচ আর সামান্য আদা। একবার খেলে কোনো দিন ভুলবে না। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। শুভ্রর বাবার খুব পছন্দের তরকারি। একবার কী হয়েছে শোনো– শুভ্রর বাবা ঘুমুচ্ছিল। রাত বাজে তিনটা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে সে উঠে বসল। আমাকে ডেকে তুলে বলল– শুভ্রর মা, বড় ক্ষিদা লেগেছে। ঘরে কি পাতে খাওয়ার ঘি আছে? আমি বললাম, আছে।

শুভ্রর বাবা বললেন, একটা কাজ করতে পারবে? গরম ভাত রেঁধে দিতে পারবে? ধোঁয়া ওঠা ভাতে ঘি ঢেলে দিয়ে খাব।

বিনু বলল, আপনি এতো কথা বলছেন কেন? আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন আমি মাথায় পানি ঢালব।

কাউকে বাজারে পাঠাও, সজনে আনুক। আর খোঁজখবর করে দেখো শুভ্রকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাও কি-না। আজ আমরা তিনজন একসঙ্গে খাব। একটা ইলিশ মাছ আনতে দিও তো। ইলিশ মাছের ভাজা শুভ্রর খুবই পছন্দ। একবার কী হয়েছে মা শোনো– শুভ্র তখন ক্লাস ফোরে পড়ে। সে স্কুলে টিফিন নিয়ে যায়। আমাকে বলল– আজ ইলিশ মাছ ভাজা টিফিন নিয়ে যাব। আমি হেসে বাঁচি না। সে ইলিশ মাছ ভাজা না নিয়ে স্কুলে যাবে না। শেষে ইলিশ মাছ ভেজে টিফিন বক্সে দিয়ে রক্ষা। অসম্ভব জেদি ছেলে। অথচ তাকে দেখে মনে হয় পৃথিবীর কিছুই বুঝে না।

চাচি, আপনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন তো।

শুয়েই তো আছি।

কথা বলবেন না।

আচ্ছা যাও বলব না, শুধু শুভ্রর আরেকটা গল্প বলি– শুভ্র তখন ক্লাস ফাইভে পড়ে। ওর বাবা শখ করে একটা জিপারওয়ালা প্যান্ট এনে দিয়েছে। জিপার টেনে বন্ধ করার সময় ছেলের 'জিনিস' জিপারের সঙ্গে লেগে গেল। জিনিস মানে বুঝতে পারছ তো? হি হি হি...।

জাহানারা হাসতে হাসতে বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। হাসতে হাসতেই গল্পের বাকি অংশ জড়ানো গলায় বলে যাচ্ছেন– বিনু কিছুই বুঝতে পারছে না। হাসির মাঝখানে তিনি কাঁদতেও শুরু করলেন। বিনু ডাক্তার আনতে পাঠাল।

AMARBOI.COM

শুভ্র বাড়ি ফিরল রাত এগারোটায়। তার মুখ থেকে ভকভক করে গন্ধ আসছে। পা সামান্য চলছে। চোখ সামান্য লাল। কিন্তু কথাবার্তা খুবই পরিষ্কার।

বিনু দরজা খুলে দিল। শুভ্র বলল, কেমন আছ বিনু?

বিনু বলল, ভালো।

মা কি ঘুমুচ্ছে?

হ্যাঁ।

বিনু শোনো, তুমিও শুয়ে পড়ো। আমি রাতে কিছু খাব না।

আপনার কি শরীর খারাপ?

না, আমার শরীর খারাপ না। মাতাল হলে কেমন লাগে এটা পরীক্ষার জন্যে প্রচুর মদপান করেছি। মাতাল হতে পারি নি।

কোনো মাতাল কি বুঝতে পারে সে মাতাল হয়েছে?

তা বুঝতে পারে না। তবে আমি বুঝতে পারব। আমার শরীর টলছে, কোনো দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছি না। কিন্তু আমার লজিক পরিষ্কার। এ থেকেই বুঝছি আমি মাতাল হই নি। মনে মনে আমি বুলিয়ান এলজেব্রার জটিল একটা সলিউশনও করলাম। কোনো সমস্যা হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার কাছে লজিক পরিষ্কার মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে হয়তো লজিক পরিষ্কার না। আপনার শরীর কি খুব বেশি খারাপ লাগছে?

হুঁ। প্রচণ্ড বমি ভাব হচ্ছে। কিন্তু বমি হচ্ছে না। কয়েক বার চেষ্টা করেছি।

লবণ-পানি এনে দেব? লবণ-পানি মুখে দিয়ে চেষ্টা করবেন?

আচ্ছা এনে দাও।

আপনি কি একা একা বাথরুমে যেতে পারবেন? না আমি ধরে ধরে নিয়ে যাব?

তুমি ধরে ধরে নিয়ে যাও।

বিনু এসে শুভ্রকে ধরল। শুভ্র বলল, আমাকে বাথরুমে দেবার দরকার নেই। তুমি আমাকে বিছানায় শুইয়ে দাও।

বিনু শুভ্রকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উঠে যেতে চেষ্টা করল। শুভ্র হাত ধরে তাকে আটকে দিল। অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছ?

আপনার জন্যে লবণ-পানি নিয়ে আসছি।

লবণ-পানি লাগবে না! তুমি এখান থেকে নড়বে না।

মাথায় পানি ঢেলে দেব?

না।

আপনার কি বেশি খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ, খুবই খারাপ লাগছে। কী মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি মারা যাব। মৃত্যুর আগে মানুষের প্রচুর কথা বলতে ইচ্ছা করে। আমারও কথা বলতে ইচ্ছা করছে।

কথা বলুন। আমি শুনছি।

মদ খেলে কী হয় জানো বিনু? মদ খাবার পর যারা প্রিয় মানুষ তাদেরকে অসম্ভব প্রিয় মনে হয়। সুন্দর মনে হয়। যারা অপ্রিয় মানুষ তাদেরকে অনেক বেশি অপ্রিয় মনে হয়। অসুন্দর মনে হয়। যেমন তুমি। তোমাকে যে আজ কী সুন্দর লাগছে সেটা শুধু আমিই জানি।

একদিন মদ খেয়েই বুঝে গেলেন, মদ খেলে প্রিয় মানুষকে সুন্দর লাগে?

এটা আমার থিয়োরি না। আখলাক সাহেবের থিয়োরি। তবে আমার ধারণা থিয়োরি ঠিক আছে। তোমাকে খুবই সুন্দর লাগছে।

আপনি কি দয়া করে চোখ বন্ধ করে ঘুমুবার চেষ্টা করবেন?

না, চেষ্টা করব না। আমি জেগে থাকব। সারারাত তোমার সঙ্গে গল্প করব। বিনু একটা হাসির গল্প শুনবে? গল্পটা আমাকে আসমানী বলেছে। সে মজার মজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প জানে। গম্ভীর মুখে গল্প বলে। গল্প শুনে হাসতে হাসতে প্রাণ যাবার মতো হয়। আসমানীর গল্পটা তোমাকে বলব?

বলুন।

এক বৃদ্ধা মহিলা ময়মনসিংহ থেকে বাসে উঠেছে। সে বসে উঠেই কন্ডাক্টরকে বলল, বাবা, ভালুকা আসলে আমারে বলবা। কন্ডাক্টর বলল, জি আচ্ছা বুড়ি মা, বলব। বাস চলতে শুরু করল। বুড়ি কিছুক্ষণ পর পর জানতে চায়– ভালুকা এসেছে? কন্ডাক্টর বলল, কেন বিরক্ত করেন? এর মধ্যে সতেরো বার জিজ্ঞেস করেছেন। ভালুকা আসুক বলব। এখন বুড়ি মা আপনার আল্লাহর দোহাই লাগে চুপ করে থাকেন। পানি খান। বুড়ি চুপ করে থাকে না। একটু পর জিজ্ঞেস করে– ভালুকা আসছে? ও বাবা ভালুকা আসছে? বাসের সবাই মহাবিরক্ত। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ভালুকা যখন এসেছে কারোরই আর কিছু মনে নাই। বাস বুড়িকে নিয়ে ভালুকা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল। যখন খেয়াল হলো তখন কন্ডাক্টর জিভে কামড় দিল। বাসের সব যাত্রী কন্ডাক্টরকে গালাগালি করতে লাগল। ড্রাইভার বাস ঘুরিয়ে ভালুকার দিকে রওনা দিল। এক ঘণ্টা পরে ভালুকা এসে পৌঁছল। কন্ডাক্টর লজ্জিত গলায় বলল, বুড়ি মা নামেন, ভালুকা এসেছে। বুড়ি এই শুনে বিরক্ত মুখে বলল, নামব কী জন্যে? ওষুধ খাব। ডাক্তার সাব আমারে একটা ট্যাবলেট ময়মনসিংহে খাওয়াইয়া দিয়া বলেছে আরেকটা ট্যাবলেট ভালুকায় খাইতে। এখন আপনেরা এক গেলাস পানি দেন।

গল্প শেষ করে শুভ্র হাসছে। কিছুতেই তার হাসি থামছে না। বিনু তাকিয়ে আছে। তার মুখে কোনো হাসি নেই। শুভ্র বলল, শব্দ করে হাসায় একটা উপকার হয়েছে– শরীর খারাপ ভাবটা সামান্য কমেছে।

আপনি রাতে খাবেন না?

না ক্ষিদে নেই।

চাচি আপনার জন্যে অসুস্থ শরীরে রান্না করেছেন। ক্ষিদা না থাকলেও একটু বসুন। ভাত নাড়াচাড়া করুন। উনি আপনার সঙ্গে খাবেন বলে রাতে খান নি।

ভাত নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছা করছে না। শুয়ে আছি, শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে। আচ্ছা বিনু, তুমি ভালো করে আমার দিকে তাকাও তো। আমার যে প্রচণ্ড মন খারাপ আমাকে দেখে কি বোঝা যাচ্ছে?

না বোঝা যাচ্ছে না।

আমার খুবই মন খারাপ।

কেন?

তেমন কোনো কারণ নেই। শোনো বিনু, মন ভালো হবার জন্যে কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগে। কিন্তু মন খারাপ হবার জন্য কোনো কারণ লাগে না। মাঝে মধ্যেই দেখবে সব ঠিকঠাক চলছে, সুন্দর সকাল, ঝকঝকে রোদ উঠেছে, নীল ঝলমলে আকাশ; তারপরেও– মন খারাপ হয়ে গেল। তোমার এরকম কখনো হয় না?

আমি খুবই সাধারণ একটা মেয়ে।

সাধারণ মেয়েদের মন খারাপ হয় না?

সাধারণ মেয়েদের মন খারাপ হয় খুবই সাধারণ কারণে।

উদাহরণ দিয়ে বুঝাও তো।

একটা সাধারণ মেয়ে যদি হঠাৎ খবর পায়– তার বাবা মারা গেছেন। তখন তার মন খারাপ হবে।

শুভ্র বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, বিনু তোমার বাবা মারা গেছেন?

বিনু জবাব দিল না।

আমি কী করছি? আমি কেন এই বাড়িতে পড়ে আছি? এদের সঙ্গে আমার যোগটা কোথায়? জাহানারা নামের একজন মহিলা অসুস্থ, পাগলের মতো আচরণ করছেন– শুধুমাত্র এই কারণে আমি থেকে গেছি এটা আর যে-ই বিশ্বাস করুক আমি নিজে তো করছি না। আমার বাবা মারা গেছেন। মা'র এখন দিশেহারা অবস্থা। অথচ আমি দিব্যি থেকে গেলাম। সন্ধ্যাবেলা রানীর মা চা দিয়ে গেল। আমি স্বাভাবিকভাবেই চা খেলাম। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, রাতে কী রান্না হবে? আমি তাও বললাম। রাতে শুভ্র নামের মানুষটার গল্প শুনলাম। বৃদ্ধার ভালুকা যাবার গল্প। আমি উঠে যেতে চাচ্ছিলাম, শুভ্র নামের মানুষটা হাত ধরে আমাকে বসাল। আমার তাতে কোনোরকম অস্বস্তি বোধ হলো না, সংকোচ বোধ হলো না। মনে হলো এটাই তো স্বাভাবিক।

আমি কি আশা করে আছি এই মানুষটার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে? না, আমি কোনো কিছুই আশা করে নেই। যে পরিবারে আমার জন্ম, যে পরিবেশে আমি বড় হয়েছি সেখানে কেউ কখনো আশা করে না। স্বপ্ন দেখে না। বেঁচে থাকার চেষ্টাতেই আমরা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি– আশাটা করব কখন? তবে আমার বাবা আশা করতেন। তিনি স্বপ্ন দেখার অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন। এসএসসি'র রেজাল্ট বের হবার পরের এক মাস যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে তাকেই বলেছেন, আমার মেয়ে একটা বিরাট কিছু হবে। তার জীবনী লেখা হবে। বেগম রোকেয়ার জীবনী যেমন লোকে পাঠ করেছে, আমার মেয়েরটাও পাঠ করবে ইনশাল্লাহ।

সত্যি সত্যি যদি কখনো আমার জীবনী লেখা হয় সেখানে নিশ্চয়ই আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেবেলার কথা থাকবে। সেখানে কি উল্লেখ থাকবে অতি শৈশবে হাটবারে আমি একা হাটে যেতাম? সঙ্গে থাকত হাঁস-মুরগির ডিম, পাকা পেঁপে। হাটের এক কোনায় পেঁপে এবং ডিম নিয়ে বসে থাকতাম খরিদ্দারের আশায়।

আমি এখন সুন্দর একটা ঘরে শুয়ে আছি। ঘরে বাতি জ্বলছে। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে বিছানায় পড়েছে। ইচ্ছা করলেই আমি চাঁদ দেখতে পারি। ইচ্ছা করছে না। নিজেকে কেমন যেন অশুচি এবং নোংরা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি যেন কোনো দুষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এ বাড়িতে বাস করছি। পরিকল্পনার শেষ না দেখে আমি নড়তে পারছি না। অথচ আমার কোনোই পরিকল্পনা নেই। আমার কোনো স্বপ্ন নেই। আমার কিছুই নেই।

বাবা আমাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসেন। তাঁর কত বড় বড় কথা– বিনু দেখবি তোকে তারা কত আদর করে। খানদানি ফ্যামিলি– এদের ব্যাপারই আলাদা। বড় মানুষদের মনও বড় হয়। যে গর্তে বাস করে তার মনটা হয় গর্তের মতো, যে রাজপ্রাসাদে বাস করে তার মন হয় রাজপ্রাসাদের মতো বড়। আমি বাবার সঙ্গে তর্ক করতে পারতাম। বাবাকে উদাহরণ দিয়ে বলতে পারতাম পৃথিবীর সব বড় মানুষরা অতি ক্ষুদ্র ঘরে জন্মেছিলেন। তর্ক করি নি। তর্ক করতে আমার ভালো লাগে না।

এই বাড়িতে এসে প্রথম দেখা হলো বাড়ির কর্ত্রী জাহানারা নামের মহিলার সঙ্গে। বাবা বললেন, মাগো সালাম করো– তোমার চাচি। পায়ে হাত দিয়ে দোয়া নাও।

মহিলা কঠিন গলায় বললেন, পায়ে হাত দিও না। জার্নি করে এসেছ। শরীর নোংরা। তাছাড়া কেউ গায়ে হাত দিলে আমার ভালো লাগে না।

মহিলা এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছেন যেন আমি সত্যি সত্যি নর্দমার নোংরা মেখে উঠে এসেছি। আমার সমস্ত শরীর থেকে বিকট দুর্গন্ধ আসছে। মহিলা তাঁর নাকও খানিকটা কুঁচকে আছেন। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন– এই মেয়ে থাকবে কোথায়? আমরা তো দোতলায় কাউকে রাখি না। শুভ্র পড়াশোনা করে, অপরিচিত কাউকে দেখলে বিরক্ত হয়।

বাবা বোকার মতো বললেন, অপরিচয় থাকবে না ভাবী সাহেবা। পরিচয় হবে। বিনু তার ছোটবোন। দুনিয়ার কোনো ভাইকে দেখেছেন বোনের ওপর বিরক্ত হয়েছে! হা হা হা।

চাচি বললেন, ভাই-বোন পাতাতে হবে না। কয়েকটা দিন থাকার দরকার– থাকবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না। পরের বার যখন ঢাকায় আসবেন– দয়া করে এই বাড়িতে আসবেন না। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনো মেয়ে, বাড়িতে কখনো স্যান্ডেল ফটফট করে হাঁটবে না। খালি পায়ে হাঁটবে। স্যান্ডেলের ফটফট শব্দ আমার সহ্য হয় না।

বাবা আমাকে রেখে চলে গেলেন। বিশাল একটা ঘরে আমার জায়গা হলো। সারা রাত এক ফোঁটা ঘুম হলো না। সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি– রাজপুত্রের মতো একটা ছেলে হাসিমুখে আমার দিকে আসছে। শুভ্র তাহলে ইনি। এত সুন্দরও হয় মানুষ! তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ারেন। হাসি মুখে বললেন, বিনু তোমার দেখি সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। ভালোই হয়েছে, যাও তো আমার জন্যে দু'কাপ চা বানিয়ে আনো। একটা কাপে কোনো চিনি থাকবে না, আরেকটা কাপে দু'চামচ চিনি থাকবে। পিরিচে করে আলাদা চিনি নিয়ে এসো। এমনভাবে চা বানাবে যেন কারোর ঘুম না ভাঙে। এত সকালে মা'র ঘুম ভাঙলে ভয়াবহ ব্যাপার হবে। খুবই বদরাগী মহিলা।

আমি শুভ্র নামের মানুষটার কথায় কী যে অবাক হলাম! নিতান্তই অপরিচিত একটা মেয়ের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন অথচ কত স্বাভাবিকভাবেই না কথা বলছেন। শুরুতে তিনি বলতে পারতেন, 'তোমার নাম বিনু না?' তা করেন নি, সরাসরি বিনু নাম দিয়ে কথা আরম্ভ করেছেন। যেন অনেক দিন থেকেই তিনি আমাকে চেনেন। তাঁকে চা বানিয়ে খাওয়াবার দায়িত্ব আমিই এতদিন পালন করে এসেছি।

এ বাড়ির রান্নাঘর কোথায়, চা-চিনি কোথায়– কিছুই জানি না। গ্যাসের চুলা কীভাবে ধরাতে হয় তাও জানি না। তারপরেও আমি ঠিকই দু'কাপ চা বানিয়ে তার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, যে কাপে দু'চামচ চিনি সেই কাপটা আমাকে দাও। যে কাপে চিনি নেই সেটা তোমার। তুমি তোমার পরিমাণমত চিনি নাও। তারপর এসো চা খেতে খেতে গল্প করি।

সামান্য দু'কাপ চা বানিয়ে আনতে বলার মতো তুচ্ছ ঘটনাটাকে মানুষটা কত সুন্দর করে করল। আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে, তারপরেও কিন্তু উনি না বলা পর্যন্ত বুঝতে পারি নি এক কাপ চা আনা হয়েছে আমার জন্যে।

বিনু তোমার চা ভালো হয়েছে।

আমি কিছু বললাম না। এই ক্ষেত্রে রীতি নিশ্চয়ই 'থ্যাংক ইউ' বলা। আমার মুখ দিয়ে 'থ্যাংক ইউ' বের হলো না।

বিনু শোনো, চা বানানোর ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। চায়ের পানি ফুটিয়ে চা বানানো হয়। পানি ফুটালে কী হয় জানো তো– পানিতে যে ডিজলভড অক্সিজেন এবং অন্যান্য গ্যাস থাকে তা চলে যায়। চা তাতে টেস্টলেস হয়ে যায়। ফুটন্ত পানি খেতে বিস্বাদ হয় এই কারণে। কাজেই আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতে চা বানাতে হবে পানি না ফুটিয়ে। পানির টেম্পারেচার কিছুতেই ৯৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপর উঠতে দেয়া যাবে না। বুঝতে পারছ কী বলছি?

জি।

আমার মা তোমাকে বকাঝকা কেমন দিচ্ছে? শোনো বিনু, মা'র কথায় কখনো কিছু মনে করবে না। মা'র স্বভাব হলো বকা দেয়া। কোনো আসমানী ফেরেশতাও যদি আমাদের বাড়িতে থাকতে আসেন, মা তাঁকে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা তিন বেলা বকা দেবেন। স্যান্ডেল পায়ে হাঁটলে বলবেন স্যান্ডেল খুলে ফেলতে। খালি পায়ে হাঁটলে বলবেন স্যান্ডেল পরতে।

শুভ্র নামের মানুষটা হাসছে। আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁর হাসি দেখছি। তাঁর হাসি দেখতে দেখতেই আমার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। আমি চোখের সামনে আমার সর্বনাশ দেখতে পেলাম। পরিষ্কার বুঝলাম, আমার পক্ষে কোনোদিনও এই মানুষটা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা সম্ভব হবে না। মানুষটা আমাকে সারাজীবনের জন্যে কিনে নিয়েছেন। তিনি যদি এখন আমাকে বলেন, বিনু শোনো, পত্রিকায় পড়ি মানুষ ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। আমার খুব শখ ঘটনাটা দেখার। তুমি কি কাজটা করবে– আমি দেখব। উনার কথা শেষ হবার আগেই আমি বলব, ছাদ থেকে লাফ দিচ্ছি। আপনি নিচে গিয়ে দাঁড়ান তাহলে ভালো দেখতে পাবেন।

AMARBOI.COM

আমি এই মানুষটাকে নিয়ে অল্প ক'দিনে যত ভেবেছি তত ভাবনা কোনো কিছু নিয়েই কখনো ভাবি নি। মানুষটাকে বোঝার চেষ্টা করেছি। তাঁর প্রতিটি কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। প্রথমে একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করাই, তারপর অন্য আরেকটা, আবার তৃতীয় কোনো ব্যাখ্যা।

যেমন শুরুতে ব্যাখ্যা করলাম– শুভ্র নামের মানুষটা সরল প্রকৃতির। মনের ভেতর কিছুই রাখেন না। কোনো কিছু লুকাতে হবে এটা তাঁর প্রকৃতির ভেতর নেই, যে কারণে নিজের বদরাগী মা প্রসঙ্গে এত অবলীলায় কথা বলতে পারছেন। মা'র আড়ালে যে বলছেন তা না, মা'র সামনেও বলছেন। কেউ তার কথায় আহত হচ্ছে কি-না এটা শুভ্র কখনো ভেবে দেখেন না। শিশুদের সঙ্গে এইখানে তাঁর মিল আছে। শিশুরাও অবিকল এ রকম।

তারপরই মনে হলো ব্যাখ্যাটা ঠিক না। তিনি গোপন করেন। অনেক কিছুই গোপন করেন। তাঁর মা আমাকে এক সময় চোর প্রমাণ করার প্রাণান্ত চেষ্টা করলেন। এই ঘটনা তিনি জানেন। কিন্তু আমাকে তিনি কখনো কিছু বলেন নি। যে কোনো কিছুই গোপন করে না সে এত বড় ঘটনা গোপন করবে না। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসতে হাসতে বলবে, বিনু শোনো, মা'র কী অদ্ভুত ধারণা! তুমি না-কি মা'র টাকা চুরি করেছ। উনি এই প্রসঙ্গটা চেপে গেছেন।

বাচ্চাদের স্বভাব যখন বয়স্ক মানুষদের মধ্যে দেখা যায় তখন ধরে নিতে হয় যে মানুষটা হয় বোকা, আর তা যদি না হয় তাহলে সে ভান করছে। শিশু সাজার চেষ্টা করছে। শুভ্র মানুষটা অবশ্যই বোকা নন, তাহলে তিনি কি ভান করছেন? যদি ভান করেন তাহলে ভানটা করছেন কেন? আশেপাশের মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্যে? আশেপাশের মানুষকে কে বিভ্রান্ত করতে চায়? যে নিজে বিভ্রান্ত সে করবে। শুভ্র বিভ্রান্ত না। নিজের ওপর, নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর তাঁর আস্থা সীমাহীন। তাহলে তিনি কেন বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছেন? কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যে না মজা করার জন্যে?

উনার সম্পর্কে ভেবে ভেবে আমি কিছু বের করতে পারি না। আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় কেউ যেন তাঁর সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা না পায় এই জন্যেই তিনি অদ্ভুত ব্যবহারগুলি করেন।

তাঁর এখন খুব দুঃসময় যাচ্ছে। এই দুঃসময়ে আমি তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে দুঃসময়টা তিনি উপভোগ করছেন। যুদ্ধবাজ মানুষ যেমন যুদ্ধ করে মজা পায় তেমন মজা। জটিল কোনো সরল অংক ধীরে ধীরে করার মজা। ধাপে ধাপে অংকটা তিনি করছেন। তিনি জানেন ঠিক উত্তরটা তিনি বের করবেন। এটা জানেন বলেই অংকটা করতে তাঁর ভালো লাগছে। তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এক সময় অংকের উত্তর পেয়ে যাবেন– এ কারণেই কষ্টটা ভালো লাগছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছেন। বাবার ওপর প্রতিশোধ, মা'র ওপর প্রতিশোধ। প্রতিশোধ নেবার ভঙ্গিটা গ্রাম্য। তাঁর মতো মানুষ এই ভঙ্গিতে প্রতিশোধ নেবে তা ভাবা যায় না।

আমি তাঁর কেউ না। তারপরেও আমার খুব ইচ্ছা করে অংকের সমাধানে আমি তাঁকে সামান্য হলেও সাহায্য করি। জানি তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন নেই, তারপরেও পাশে থাকি। মাঝে মাঝে যখন রাতে তাঁর ঘুম হয় না তিনি আমাকে ডেকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। গল্প করেন। তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কোনো গল্প না। অন্য প্রসঙ্গ– ধর্ম-বিজ্ঞান। যার কোনোটাই আমি জানি না। ধর্ম বলতে আমি জানি বাবাকে দেখে যা জানা। আর আমার বিজ্ঞান হলো স্কুল-কলেজে পড়া বিজ্ঞানের বই! উনি বলতেন ভিন্ন কথা।

শোনো বিনু, আমরা এক আল্লাহর কথা বলি না? একে বলে একেশ্বরবাদ। সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদ কে প্রচার করেন জানো? মিসরের এক ফেরাউন। তাঁর নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারাও ইখনাইন। খুব জোরালোভাবে একেশ্বরবাদী ছিল হিব্রুরা। হিব্রুদের নবী কে বলো দেখি।

জানি না।

জানবে না কেন! অবশ্যই জানো। হযরত মূসা আলাইহেস সালাম। হযরত দাউদ, হযরত সুলায়মান আলাইহেস সালাম। আমরা মুসলমানরাও তাঁদেরকে নবী স্বীকার করি। আচ্ছা বলো দেখি, এবার কঠিন প্রশ্ন, বলো কোন ধর্মে আল্লাহ বা ঈশ্বর বলে কিছু নেই।

জানি না।

অবশ্যই জান, কেন জানবে না। বৌদ্ধ ধর্ম।

আচ্ছা এবার সহজ প্রশ্ন। গৌতম বৌদ্ধ এক পূর্ণিমার রাতে ঘর ছেড়ে বের হয়েছিলেন। কোন পূর্ণিমা?

জানি না।

আচ্ছা এখন বিজ্ঞান বলো দেখি– বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রিতে প্রথম কারা ভাগ করতে শেখে?

জানি না।

টাইগ্রিস নদীর তীরের শহর আশুর নগরের বিজ্ঞানীরা। এই কাজটা তাঁরা করেন খ্রিস্টের জন্মের ৬০০ বছর আগে। আশুর নগর অতি সুসভ্য ছিল। এই সভ্যতাকে বলা হয় আশেরীয় সভ্যতা।

AMARBOI.COM

শুভ্র মানুষটার এইসব গল্পকে তাঁর মা বলেন জ্ঞানী-গল্প। তিনি তাঁর পুত্রের জ্ঞানী-গল্প খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। আমিও শুনি। গল্পগুলি শুনে উনি কী ভাবেন আমি জানি না। আমি ভাবি কেন তিনি গল্পগুলি করছেন? আমাকে মুগ্ধ করার জন্যে? না, তা হবে না। যে মুগ্ধ হয়েই আছে তাকে মুগ্ধ করার কিছু নেই। তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যটা কী?

জ্ঞানের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ করে তিনি কিছু ব্যক্তিগত কথা বলে ফেলেন। জ্ঞানের গল্পের চেয়েও অনেক আগ্রহ নিয়ে আমি এই গল্পগুলি শুনি।

বিনু শোনো, ঐ মানুষটাকে আমার খুঁজে বের করতে হবে।

কোন মানুষটা?

ভদ্রলোক মারা গেছেন। বুড়ো একজন মানুষ। আমাকে 'শুবরু' বলে ডাকতেন।

যিনি মারা গেছেন তাঁকে খুঁজে বের করবেন কীভাবে?

ও আচ্ছা, তাই তো! তবে তাঁকে আমি খুঁজছি। তাঁকে মানে তাঁর ফ্যামিলির কাউকে। তাঁর স্ত্রী-ছেলেমেয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী জন্যে খুঁজছেন?

খুবই তুচ্ছ একটা কারণ। বলতে ইচ্ছা করছে না।

বলতে ইচ্ছা না করলে বলবেন না।

বিনু, তুমি কি লক্ষ করেছ মাঝে মাঝে তুচ্ছ ব্যাপারগুলি বিরাট কিছু হয়ে পড়ে।

না, লক্ষ করি নি।

শূন্য হচ্ছে শূন্য– অতি তুচ্ছ। সেই শূন্য কত বড় যে ব্যাপার তা শুধু জানেন গণিতবিদরা। আচ্ছা বিনু, বলো দেখি ভারতবর্ষে একজন বিরাট গণিতজ্ঞ জন্মেছিলেন। পৃথিবীর প্রথম পাঁচ জন গণিতজ্ঞের নাম বলতে হলে তাঁর নাম বলতে হয়। বলো উনার নাম কী?

রামানুজন।

বাহ চমৎকার! এই নামটা তুমি জানতে?

জানতাম। আপনি বলেছিলেন।

ও আচ্ছা আমি তাহলে আমার গল্প রিপিট করতে শুরু করেছি। খুবই খারাপ লক্ষণ। বুঝলে বিনু আমার মেন্টাল মেকাপ ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। খুব খারাপ সময় আমার সামনে। আমি ভাঙতে শুরু করেছি।

উনি যে ভাঙতে শুরু করেছেন তা আমি দেখতে পাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগেই তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি প্রচুর মদ্যপান করে দু'দিন পর ঘরে ফিরেছেন। তিনি খুব স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ভাবছিলেন তিনি স্বাভাবিক আছেন। কিন্তু তিনি তা ছিলেন না। এক পর্যায়ে আমাকে বললেন– বিনু তোমার কী ধারণা আমি মানুষ হিসেবে কেমন?

আমি বললাম, সত্যি জানতে চান?

তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, সত্যি জানতে চাই।

আপনি মানুষ হিসেবে নিম্নশ্রেণীর।

তুমি এটা কি আমাকে আহত করবার জন্যে বললে? নাকি তুমি সত্যি বিশ্বাস করো মানুষ হিসেবে আমি নিম্নশ্রেণীর।

আমি আপনাকে আহত করবার জন্যে কখনোই কিছু বলব না। আপনি একটা সত্যি কথা জানতে চাচ্ছিলেন– আমি সত্যি কথাটা বললাম।

তুমি কেন বলছ? মানুষ হিসেবে আমি নিম্নশ্রেণীর– আচ্ছা ঠিক আছে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না। তোমার মত অনেকে আমাকে এখন নিম্নশ্রেণীর ভাবছে। আচ্ছা একটা কাজ করো– তুমি তোমার কনসেপ্টে একজন উচ্চশ্রেণীর মানুষের কথা বলো। আমি দেখতে চাচ্ছি সে আমার চেয়ে কতটা আলাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি শান্ত গলায় বললাম, আমার বাবা ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর মানুষ। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা আমি আমার বাবার কাছ থেকে শিখেছি। তিনি আমকে শেখাতে পেরেছেন। আপনি অনেক কিছু জেনেও আসল জিনিসটা জানেন না। আপনি ভালো-মন্দ জানেন না। আপনার কাছে ভালো যা মন্দও তা। আপনি কিছু মনে করবেন না। অনেক কঠিন কথা বললাম।

শুভ্র চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললেন। তিনি চোখ থেকে চশমা কেন খুলছেন আমি জানি। এই মুহূর্তে তিনি আমাকে দেখতে চাচ্ছেন না। তাঁকে মুখে বলতে হলো না, বিনু, তোমাকে আমার অসহ্যবোধ হচ্ছে। তুমি আমার সামনে থেকে যাও। তিনি চশমা খুলে ফেলে আমাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন। কোনো কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার এই অস্বাভাবিক ক্ষমতার জন্যেই তিনি আলাদা। অন্য সবার চে' আলাদা। এই বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া তাঁর আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।

শুভ্র তোর নাকি শরীর খুব খারাপ?

জাহানারা ছেলের ঘরে ঢুকে হাহাকারের মতো প্রশ্নটা করলেন। শুভ্র দেয়ালের দিকে মুখ দিয়ে শুয়েছিল। মা'র দিকে ফিরল। হাসল। বালিশের পাশে রাখা চশমা চোখে দিতে দিতে বলল, শরীর সামান্য খারাপ।

জাহানারা হাত বাড়িয়ে ছেলের কপাল স্পর্শ করলেন। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরের ঘোরে শুভ্রর মুখ লালচে হয়ে আছে। শরীর সামান্য কাঁপছে। জাহানারা বললেন, তোর গা তো পুড়ে যাচ্ছে রে।

শুভ্র বলল, গা পুড়ে যাওয়াই তো ভালো মা। অনেক ধাতু আছে আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করা হয়। আমাকেও করা হচ্ছে। তুমি এমন অস্থির হয়ো না। কোনো ছোটাছুটি না, ডাক্তার ডাকাডাকি না। তুমি চুপ করে আমার পাশে বসে থাকো।

ডাক্তার ডাকব না? তুই এইসব কী বলছিস?

জ্বরটা আমার ভালো লাগছে। কেমন যেন ঘোরের মতো হয়েছে। চোখ বন্ধ করলে মনে হয় খাটটা দুলছে, আবার চোখ খুললে দেখি সব ঠিক আছে। জড়ানো গলায় কথা বলছি। নিজের জড়ানো গলার স্বর শুনতেও ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে অচেনা একজন কেউ কথা বলছে। মা দাঁড়িয়ে থেকো না। বসো।

জাহনারা বসলেন। শুভ্র তার হাত ধরে ফেলে ছেলেমানুষী গলায় বলল, তোমাকে এ্যারেস্ট করে ফেললাম। এখন আর যেতে পারবে না।

সন্ধ্যা মিলিয়েছে। শুভ্রর ঘরে টেবিলের ওপর টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো জানালাই বন্ধ। ঘরের ভেতর কেমন দমবন্ধ গুমট ভাব। মাথার ওপর ফ্যান অবশ্য ঘুরছে। ফ্যানের বাতাসে গুমট দূর হচ্ছে না। জাহানারা বললেন, হাতটা ছাড়, আমি থার্মোমিটার এনে জ্বরটা দেখি।

জ্বর দেখতে হবে না। তুমি চুপ করে বসে থাকো। আমার জ্বর কত আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি– একশ' তিন-এর সামান্য বেশি। ছোটবেলায় যখন আমার জ্বর আসত তুমি আমার মাথার কাছে বসে গুটুর গুটুর করে নানান গল্প করতে। আমার খুবই ভালো লাগত। জ্বর হবার জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করতাম।

কী অদ্ভুত কথা বলছিস? জ্বর না হলে আমি বুঝি গল্প করতাম না? শুভ্রর সম্ভবত নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সে বড় বড় শ্বাস নিয়ে সহজ হলো। জাহানারা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছছেন। তাঁর ফোঁপানির শব্দ আসছে।

বলতে। কিন্তু আমার জ্বরের সময় তোমার গল্পগুলো হতো অন্য রকম। খুব মায়া নিয়ে গল্প বলতে।

জাহানারা ধরা গলায় বললেন, বেটারে আমি যখন তোর সঙ্গে কথা বলি মায়া নিয়েই বলি। আমার মনে হয় না পৃথিবীর কোনো মা তার ছেলের সঙ্গে এত মায়া নিয়ে কথা বলে। তুই কি আমার কথা বিশ্বাস করছিস না?

করছি।

জাহানারা শুভ্রর কপালে হাত দিলেন। শুভ্র বলল, ইস তোমার হাতটা কী ঠাণ্ডা।

তুই চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাক। আমি তোর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

শুধু হাত বুলিয়ে দিলে হবে না গল্প বলতে হবে।

আমার দূরসম্পর্কের এক খালার গল্প শুনবি?

যাকে জ্বীনে ধরে সুপারি গাছের মাথায় বসিয়ে রেখেছিল। এই গল্প দশ বার করে শুনে ফেলেছি– অন্য গল্প বলো।

শুভ্র চোখ বন্ধ করে আছে। জাহানারা গল্প মনে করার চেষ্টা করছেন। মজার কোনো গল্পই মনে পড়ছে না।

তাঁর ভাগ্যটাই এমন। প্রয়োজনের সময় কিছু মনে পড়ে না। ছেলেটার শরীর খারাপ। আগ্রহ করে গল্প শুনতে চাচ্ছে অথচ কোনো গল্প মনে আসছে না। বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলা যাবে না। শুভ্র ধরে ফেলবে।

শুভ্র কাত হয়ে মা'র দিকে তাকাল। জাহানারা বললেন, মাথায় জলপট্টি দিতে দিতে গল্প বলি?

শুভ্র বলল, না। তুমি নড়বে না। মা শোনো, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন এক বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে মজার মজার গল্প বলতেন।

কার কথা বলছিস?

বাবার অফিসে কাজ করতেন। তুমি তখন খুব অসুস্থ। ভদ্রলোকের দায়িত্ব ছিল আমাকে স্কুল থেকে অফিসে নিয়ে আসা। আমরা রিকশা করে আসতাম। সারাপথ তিনি গল্প করতেন।

ও।

ভদ্রলোককে তুমি চিনতে পারছ?

না, আমি কীভাবে চিনব? তোর বাবার অফিসের কাউকে আমি চিনি না।

শুভ্র চোখ বন্ধ করে খুবই শান্ত গলায় বলল, ঐ বুড়ো ভদ্রলোক একবার আমাকে আমাদের ভয়ঙ্কর বাড়িগুলিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। খারাপ মেয়েগুলির কাছে।

জাহানারা আতঙ্কিত গলায় বললেন, তুই কী বলছিস! কী সর্বনাশের কথা!

শুভ্র শান্ত স্বরে বলল, খারাপ বাড়ির খুব রূপবতী একটা মেয়ে তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করে। ঐ মেয়েটার কিছুই আমার মনে নেই। শুধু তার গায়ের গন্ধ মনে আছে।

জাহানারা বললেন, এইসব কথা আমাকে তখন বলিস নি কেন?

শুভ্র হালকা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বুড়ো ভদ্রলোক কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন। এ বুড়ো মানুষটাকে আমি অসম্ভব পছন্দ করতাম। তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করার প্রশ্নই ওঠে না। মা শোনো, তখন আমি ছোট ছিলাম। কিছুই বুঝতাম না। এখনো যে খুব বেশি বুঝি তা না। তবে এখন দুই-এ দুই-এ চার মেলাতে পারি। এখন জানি আমার জন্ম হয়েছিল ঐ ভয়ঙ্কর বাড়িগুলির একটিতে। ঐ রূপবতী মেয়েটি ছিল আমার মা। বুড়ো ভদ্রলোক কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে আমার মা'র কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

জাহানারা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তুই যা ভাবছিস সব মিথ্যে। আমি তোকে পেটে ধরেছি। তুই আমার সন্তান। ছেলে। সবাই এটা জানে।

শুভ্র সহজ গলায় বলল, মা আমি অবশ্যই তোমার সন্তান। সন্তান হতে হলে পেটে ধরতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমি হলাম মূর্তিমান পাপ। এই পাপকে তুমি গভীর মমতায় বুকে তুলে নিয়েছ। তুমি আমার কাছে পৃথিবীর শুদ্ধতম রমণী। আমি যদি আরো একশ' বার পৃথিবীতে জন্মাই এবং আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, শুভ্র তুমি কোথায় জন্ম নিতে চাও? আমি অবশ্যই বলব আমি যেখানেই জন্মাই না কেন আমাকে কোনো-না-কোনো সময় যেন আমার মা'র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোলে পৌঁছে দেয়া হয়। সেই মা তুমি।

জাহানারার শরীর কাঁপছে। তিনি চোখে অন্ধকার দেখছেন। শুভ্র মা'র দিকে আরেকটু ঘেঁষে এসে বলল, সত্যিকার ভালোবাসা মানুষকে পবিত্র করে। তোমার ভালোবাসায় আমি পবিত্র হয়েছি। বাবাকে তুমি কখনোই ভালোবাসতে পারো নি বলে বাবাকে পবিত্র করতে পারো নি। তুমি ইচ্ছা করলেই পারতে।

শুভ্র চুপ করে থাক।

আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে। জ্বরের সময় মানুষ ঘোরের মধ্যে চলে যায়। তখন প্রচুর কথা বলতে ইচ্ছা করে। আমারও তাই হয়েছে। জ্বরটা মাথায় ঢুকে পড়েছে।

জাহানারা ছেলের মাথায় হাত রেখে চমকে উঠলেন। জ্বর দ্রুত বাড়ছে। শরীর দিয়ে তাপ বের হচ্ছে।

শুভ্র বলল, ভয়ঙ্কর বাড়িগুলিতে আমি যাই। চুপচাপ বসে থাকি। কী অদ্ভুত যে আমার লাগে! এইখানে আমার জন্ম। কী আশ্চর্য!

শুভ্র, অন্য কথা বল।

অন্য কী কথা? সুন্দর কিছু? যার জন্ম হয়েছে অসুন্দরে সে সুন্দর কিছু কীভাবে বলবে? তাছাড়া আজ আমার মনটাও খারাপ।

মন খারাপ কেন?

আসমানী বলে একটা মেয়ে ছিল। খারাপ মেয়ে। মেয়েটার অসম্ভব বুদ্ধি। মেয়েটা মারা গেছে।

কীভাবে মারা গেছে?

মারা গেছে এটাই মূল কথা। কীভাবে মারা গেছে সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ না। শুনেছি বিষ খেয়ে মারা গেছে। আবার কেউ কেউ বলছে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ঐসব জায়গায় জন্ম যেমন গুরুত্বহীন মৃত্যুও গুরুত্বহীন।

গুরুত্বহীন হলে তুই মন খারাপ করছিস কেন?

গুরুত্বহীন কেন এটা ভেবেই মন খারাপ করছি। তবে এই মন খারাপ বেশিক্ষণ থাকবে না। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে যদি নোংরা কিছুর উপর পা পড়ে তখন সারা শরীর ঘিনঘিন করতে থাকে। নোংরাটা ধুয়ে ফেলতেই ঘিনঘিনে ভাব দূর হয়ে যায়। কিন্তু মা রাস্তার ঐ নোংরাটা কিন্তু দূর হয় না। থেকেই যায়।

শুভ্র, তোর জ্বর খুব বেড়েছে। একজন ডাক্তারকে খবর দেই?

দাও। আর শোনো মা, বিনুকে একটু পাঠাও।

জাহানারা ছেলের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কেন জানি শান্তি শান্তিও লাগছে। তাঁর বুকের উপর ভয়ঙ্কর একটা পাথর চেপে বসে ছিল। মনে হচ্ছে সেই পাথরটা নেই।

বিনুকে ঘরে ঢুকতে দেখেই শুভ্র বলল, বিনু তুমি কেমন আছ?

বিনু বলল, ভালো।

শুভ্র বলল, আমি ভালো নেই। আমার খুব জ্বর। তুমি আমার সামনের এই চেয়ারটায় বসো।

বিনু বসল।

শুভ্র জড়ানো গলায় বলল, বিনু তুমি একবার বলেছিলে না অমি নিম্নশ্রেণীর মানুষ? তোমার কথা ঠিক না। আমি জন্মসূত্রে নিম্নশ্রেণীর তো বটেই কিন্তু আমাকে বদলে ফেলা হয়েছে। নিজেকে আমি শুদ্ধ ও পবিত্র মানুষ বলে মনে করছি।

বলতে বলতে শুভ্র উঠে বসতে চেষ্টা করল। পারল না। বিছানায় শুয়ে হাঁপাতে লাগল।

বিনু শান্ত গলায় বলল, আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আপনি নিজেকে যা মনে করেন আপনি তাই। আপনি কী তা বের করা একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব।

বিনু আমি ঠিক করেছি একটা আশ্রম দেব। দুঃখী মেয়েরা যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তারা এসে এই আশ্রমে আশ্রয় নেবে। আমি খুব খুশি হব তুমি যদি এই আশ্রমটা তৈরির ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো। আমার বুদ্ধি কম। কাজেই আমাকে সাহায্য করার জন্যে খুব বুদ্ধিমান কিছু মানুষ দরকার।

আপনার কোনো সাহায্য লাগবে না। আপনি একাই পারবেন।

না, পারব না। বিনু মন দিয়ে শোনো– আমি কয়েকদিন হলো চোখে কিছুই দেখছি না। তুমি হয়তো লক্ষ করো নি আমি এখন সারাক্ষণ চশমার কাচ ঘষাঘষি করি। মনে মনে ভাবি– চশমার কাচ পরিষ্কার করে কিছু হবে। আমি ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলাম। আমি যা আশঙ্কা করছিলাম ডাক্তারও তাই বললেন।

বিনু তাকিয়ে আছে। তার চোখে গভীর বিষাদ এবং গভীর বিস্ময়।

শুভ্র সহজ গলায় বলল, আমি এমনভাবে চলাফেরা করছি যেন কেউ কিছু বুঝতে না পারে, বিশেষ করে মা। উনি সব সহ্য করতে পারবেন; আমি চোখে দেখতে পারছি না, এটা সহ্য করতে পারবেন না। বিনু, আশ্রম তৈরিতে তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনু তোমাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কথাটা হলো– অমি প্রতিরাতে ঘুমুতে যাবার আগে কিছুক্ষণ ক্যাসেটে তোমার রেকর্ড করা হাসি শুনতাম। না শুনলে আমার ঘুম হতো না। এমন কোনো রাত নেই যে তোমার হাসি আমি শুনি নি।

কাল রাতে শুনেন নি।

হ্যাঁ ঠিক বলেছ। কাল রাতে শুনি নি। আমার এই ব্যাপারটা তুমি জানতে?

আপনার সবকিছুই আমি জানি।

বিনু এগিয়ে এসে শুভ্রর কপালে হাত রাখল। এবং হাত সরিয়ে নিল না। শুভ্র মনে মনে বলল– মা'র ভালোবাসায় আমি এতদূর এসেছি। এখন নিজেকে সমর্পণ করলাম তোমার কাছে। তুমি তোমার ভালোবাসা দিয়ে আমাকে পবিত্র করো। আমি শুদ্ধতম মানুষ হতে চাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই শুভ্র এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই ঘুম ভাঙার পর ঘড়ি দেখতে চায়। কখন ঘুম ভাঙল এটা জানা যেন খুবই জরুরি। যারা কাজের মানুষ তারা যেমন ঘড়ি দেখে অকাজের মানুষরাও দেখে।

শুভ্র সম্ভবত এই দুই দলের কোনোটাতেই পড়ে না। তার ঘরে কোনো দেয়ালঘড়ি নেই। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় হাতঘড়িটাও সে বালিশের নিচে রাখে না। অথচ ঘুম ভাঙার পর তারই সবচে' বেশি সময় জানতে ইচ্ছা করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘড়ি না দেখে সময় আন্দাজ করার নানান কায়দাকানুন তার আছে। জানালা দিয়ে আসা রোদ যদি খাটের বাঁ দিকের পায়াতে ঝলমল করতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এখনো আটটা বাজে নি। আটটার পর খাটের বাঁ পায়ে কোনো রোদ থাকে না।

সিলিংয়ের মাঝামাঝি জায়গায় চার কোণা (ম্যাচ বাক্সের সাইজ) রোদ থাকে সকাল সাতটা পর্যন্ত। সিলিংয়ের রোদ না থাকলে বুঝতে হবে সাতটার বেশি বাজে। চার কোণা এই রোদ কোন ফাঁক দিয়ে আসে শুভ্র এখনো বের করতে পারে নি। এই ব্যবস্থা অবশ্যি গরমকালের। শীতের দিনে সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘরে কোনো রোদই আসে না।

শুভ্রর বয়স যখন দশ-এগারো তখন সময় জানার তার খুব একটা ভালো ব্যবস্থা ছিল। ঠিক সাতটায় তার জানালার পাশে একটা কাক এসে বসত। ঘাড় বাঁকিয়ে রাগী রাগী চোখে শুভ্রর দিকে তাকাত। কা কা করে দু'বার ডেকেই ঝিম মেরে যেত।

কাকটার সঙ্গে শুভ্রর এক সময় বন্ধুত্বের মতো হয়ে যায়। সে দিব্যি ঘরে ঢুকত। নাশতা খাবার সময় সে শুভ্রর হাত থেকে পাঁউরুটি খেত। শুভ্র কাকটার একটা নামও দিয়েছিল– কিংকর।

শুভ্রর বাবা মোতাহার হোসেন বলেছিলেন, কিংকর আবার কেমন নাম? তুই এর নাম দে Old faithful, কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় সে যখন আসে তার এই নামই হওয়া উচিত।

মোতাহার হোসেন সাহেব কাকটার সময়ানুবর্তিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিংকর সত্যি সত্যি সকাল সাতটায় আসে কি-না তা দেখার জন্যে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকবার সাতটা বাজার আগে ঘড়ি হাতে ছেলের ঘরে বসেছেন। এবং প্রতিবারই মুগ্ধ গলায় বলেছেন– ভেরি ইন্টারেস্টিং, কাকটা তো ঘড়ি দেখেই আসে! কোনো একজন পক্ষী বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে হবে।

শুভ্রর মা কাকের ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ করেন নি। অলুক্ষুণে পাখি রোজ ছেলের ঘরে এসে ঢুকবে কেন? কোনো কাক কখনোই মানুষের কাছে আসে না। এটা কাক না, অন্য কিছু।

মোতাহার হোসেন বললেন, অন্য কিছু মানে কী?

কাকের বেশ ধরে অন্য কিছু আসছে। খারাপ জিনিস। কাকটা আসা শুরু করার পর থেকে শুভ্র কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে লক্ষ করছ না?

মোতাহার হোসেন বললেন, আমি তো কিছু লক্ষ করছি না।

কী আশ্চর্য! শুভ্রর চোখের নিচে কালি পড়েছে, তুমি দেখছ না? এই বদকাক যেন না আসে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

শেষপর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। কাকটা প্রায় এক বৎসর রোজ এসে হঠাৎ একদিন আসা বন্ধ করল।

এখন শুভ্রর বয়স চব্বিশ। প্রায় বার-তের বছর আগের ব্যাপার, অথচ শুভ্রর মনে হয় তার বয়স বাড়ে নি। সময় আটকে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিংকর এসে জানালায় বসে গম্ভীর গলায় দু'বার কা কা করেই চুপ করে যাবে। এই কাকটা মাত্র দু'বার ডাকে, তারপরে আর ডাকে না।

AMARBOI.COM

শুভ্রর ঘুম ভেঙেছে অনেক আগেই। সে বিছানায় শুয়ে আছে। সময় কত হয়েছে সে ধরতে পারছে না। আষাঢ় মাস। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে আছে। খাটের নকশা করা পায়াতে আলো এসে পড়ে নি। সময়টা জানার জন্যে সে নিজের ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করছে। যেন তাকে আজ কোনো কাজে যেতে হবে। খুবই জরুরি কোনো কাজ অথচ তার কোনো কাজ নেই। শুভ্র দিনের প্রথম চায়ের জন্যে অপেক্ষা শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকিনা নামের এই বাড়ির কাজের মেয়েটা চা নিয়ে আসবে। শুভ্রর ঘুম ভাঙলেই এই মেয়ে কীভাবে যেন টের পায়। চায়ের কাপ হাতে জানালার বাইরে এসে ক্ষীণ গলায় বলে– ভাইজান, চা এনেছি। শুভ্র যে জেগেছে মেয়েটা টের পায় কী করে? কোনো একদিন জিজ্ঞেস করতে হবে। সেই কোনো একদিন যে আজই হতে হবে তা-না।

ভাইজান, চা এনেছি।

শুভ্র কিছু বলল না। বিছানায় উঠে বসল। সকিনা ঘরে ঢুকল। শুভ্রকে বিছানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে নেমে দরজা খুলতে হলো না। তার ঘরের দরজা সবসময় খোলা থাকে।

চায়ের কাপ হাতে দিয়েই সকিনা চলে যায় না, কাপে চুমুক না দেয়া পর্যন্ত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। শুভ্রর ধারণা চায়ের কাপে চুমুক দিতে সে যদি পনের মিনিট দেরি করে তাহলে এই মেয়েটা পনের মিনিট মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কোনো একদিন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সে দশ-পনেরো মিনিট বসে থাকবে। দেখার জন্যে মেয়েটা সত্যি দাঁড়িয়ে থাকে কি-না। আজই যে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। Some other day.

শুভ্র চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিছানা থেকে নামল। এখন তার কাজ কম্পিউটার চালু করে কয়েক লাইন লেখা। এই অভ্যাস আগে ছিল না, নতুন হয়েছে। মানুষ যে-কোনো অভ্যাসে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে যায়।

শুভ্র কি-বোর্ডে অতি দ্রুত হাত চালাচ্ছে। স্ক্রিনে লেখা উঠছে, এই সঙ্গে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে। সাউন্ডবক্স থেকে পিয়ানো বাজানোর মতো শব্দ হচ্ছে। এটা শুভ্রর নতুন কর্মকাণ্ড। সে একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছে। প্রতিটি অক্ষরের জন্যে পিয়ানোর একটা রিডের শব্দ। ব্যাপারটা এরকম যেন শব্দ শুনে সে বলে দিতে পারে কী লেখা হচ্ছে।

সে লিখছে−

> আজ আকাশ মেঘলা। কয়েক দিন থেকেই আকাশ মেঘলা যাচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। আজ হবে কি-না কে জানে। রাতে আমি একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে আমি একটা ক্লাসরুমে বক্তৃতা দিচ্ছি। আমার হাতে চক। পেছনে বিশাল ব্লাকবোর্ড। ব্লাবকোর্ডের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত জটিল একটা সমীকরণ লেখা। কী সমীকরণ তা এখন মনে পড়ছে না। তবে আমার ধারণা টাইম ডিপেনডেন্ট শ্রোডিঞ্জার ইকোয়েশন। স্বপ্নটা মজার এই জন্যে যে ক্লাসে কোনো ছাত্র নেই। প্রতিটি চেয়ার খালি। অথচ আমি বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি। স্বপ্নটা আরেকটা কারণে মজার, সেটা হচ্ছে স্বপ্ন ছিল রঙিন।
>
> বইপত্রে পড়েছি স্বপ্ন সাদাকালো। অথচ আমার বেশিরভাগ স্বপ্নই রঙিন। কাল রাতের স্বপ্ন যে রঙিন ছিল এতে আমার মনে কোনোরকম সন্দেহ নেই। আমার স্পষ্ট মনে আছে ক্লাসরুমের চেয়ারগুলি ছিল হলুদ রঙের। আমার গায়ে একটা সুয়েটার ছিল। সুয়েটারের রঙ লাল। আমার স্বপ্নগুলি রঙিন কেন এই বিষয়ে একজন স্বপ্নবিশারদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হতো। স্বপ্ন বিষয়ে আমার খুব কৌতূহল আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মান্ধরা স্বপ্ন দেখে কি দেখে না এই নিয়ে আমি খুব ভাবতাম। তারপর নিজেই ভেবে ভেবে বের করলাম তাদের স্বপ্ন দেখার কোনো কারণ নেই। দৃশ্যমান জগতের কোনো স্মৃতি তাদের নেই। স্বপ্ন তারা কীভাবে দেখবে? অনেক পরে বইপত্র পড়ে জেনেছি আমি যা ভেবেছি তাই ঠিক। জন্মান্ধরাও স্বপ্ন দেখে, তবে সেই স্বপ্ন শব্দের স্বপ্ন। তাদের স্বপ্নে কখনো ছবি থাকে না, থাকে শব্দ।

এই পর্যন্ত লিখে শুভ্র থামল। যুক্তাক্ষরে পিয়ানোর যে শব্দ আসছে তা কানে লাগছে। সফটওয়ারে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। যুক্তাক্ষর যাই হোক একটা মাত্র নোট বাজবে। এই নোটটির যুক্তাক্ষর ছাড়া অন্য ব্যবহার থাকবে না।

শুভ্র আবার লিখতে শুরু করল–

স্বপ্ন ব্যাপারটা আমি খুব ভালোমতো জানতে চাই। কারণ আমি অতি দ্রুত অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। তখন আমার জগৎ হবে শুধুই শব্দময়। দৃশ্যমান জগৎ তখন দেখা দেবে স্বপ্নে। আমি যেহেতু জন্মান্ধ না, আমি অবশ্যই স্বপ্ন দেখব। আমার এখন উচিত চমৎকার সব দৃশ্য দেখে দেখে সেইসব স্মৃতি মাথায় ঢুকিয়ে রাখা।

আমার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। অপটিক নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে। কোনো ডাক্তারই সেটা বন্ধ করতে পারছেন না।

আমার বাবা অতি ক্ষমতাধর মানুষদের একজন। তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। চেষ্টায় কাজ হচ্ছে না। আমার শেষ চিকিৎসা করলেন একজন জার্মান ডাক্তার। তাঁর নাম বার্নড ব্রোসার্ড। তিনি জার্মান ভাষায় যা বললেন তার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে– যুবক, আমি দুঃখিত। আমরা অগ্রসরমাণ বিপদ রোধ করতে পারছি না। ঘটনা ঘটবেই।

আমি বললাম, কখন ঘটবে?

ভদ্রলোক বললেন, সেটা বলতে পারছি না। সেটা কালও হতে পারে; আবার এক বছর, পাঁচ বছর, দশ বছরও লাগতে পারে।

আমি বললাম, বাহ্ ইন্টারেস্টিং তো!

ডাক্তার সাহেব বললেন, ইন্টারেস্টিং কোন অর্থে?

আমি বললাম, প্রতিদিন ঘুম ভাঙার সময় আমি প্রবল এক উত্তেজনা অনুভব করব। চোখ মেলার পর কী হবে? আমি কি দেখতে পাব? না-কি দেখতে পাব না? আমার জন্যে প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ। সেই অর্থে ইন্টারেস্টিং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র কম্পিউটার ছেড়ে চেয়ারে এসে বসল। ঘরের আলো আরো কমে এসেছে। মনে হয় আকাশ ভর্তি হয়ে গেছে কালো মেঘে। আষাঢ় মাসের এই আকাশটা দেখে রাখা উচিত। স্বপ্ন দেখার সময় কাজে লাগবে। সমস্যা হচ্ছে ঘর থেকে বের হতে ইচ্ছা করছে না। অন্য আরেকদিন দেখা যাবে। Some other day.

জাহানারা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। শুভ্র এরকম করছে কেন? কেমন কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে আছে। তার হাতে বই। বই পড়তে পড়তে অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে। মাদ্রাসার তালেবুল এলেমরা কোরান শরিফ পড়ার সময় এইভাবে মাথা দোলায়। শুভ্র নিশ্চয় কোরান শরিফ পড়ছে না।

জাহানারার ইচ্ছা করছে ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন– এই তুই এরকম করছিস কেন? তিনি অনেক কষ্টে ইচ্ছাটা চাপা দিলেন। গতকাল রাতে শোবার সময় জাহানারা ঠিক করেছেন আগামী বাহাত্তর ঘণ্টা তিনি ছেলের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। মাতা-পুত্রের অভিমান জাতীয় কোনো ব্যাপার না। জাহানারা ছোট্ট একটা পরীক্ষা করছেন। তিনি দেখতে চান তার কথা বলা বন্ধ করে দেয়াটা শুভ্র ধরতে পারছে কি-না। ধরতে অবশ্যই পারবে, কিন্তু কত ঘণ্টা পরে পারবে সেটাই জাহানারার পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে মাত্র সাড়ে এগারো ঘণ্টা পার হয়েছে। এখনো শুভ্র কিছু বুঝতে পারছে না।

জাহানারা আরো কিছুক্ষণ শুভ্রর ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। শুভ্র তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কারণ সে বসেছে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে। বসার ভঙ্গি কুৎসিত। প্রাইমারি স্কুলের বুড়ো হেডমাস্টার সাহেবদের মতো চেয়ারে পা তুলে বসেছে। তার গায়ের পাঞ্জাবিটা কুঁচকানো। তার মানে রাতে যে পাঞ্জাবি পরা ছিল এখনো সেই বাসি পাঞ্জাবি গায়ে আছে। কোনো মানে হয়? আজও সে শেভ করতে ভুলে গেছে। তিনি স্পষ্ট দেখেছেন গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

দক্ষিণের দিক দিয়ে ঢাকা বড় বারান্দাটা শুভ্রর বাবা মোতাহার হোসেনের পত্রিকা পড়ার জায়গা। এখানে বড় একটা বেতের ইজিচেয়ার আছে। প্রতিদিন ভোরবেলায় ইজিচেয়ারের বাঁ দিকের হাতলে চারটা খবরের কাগজ রাখা হয়। ডান দিকের হাতলের পাশের ছোট্ট টেবিলে থাকে মাঝারি আকৃতির একটা টি-পট ভর্তি চা, এক প্যাকেট সিগারেট এবং লাইটার। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তিনি পর পর কয়েক কাপ চা খান। চায়ের সঙ্গে সিগারেট। সারাদিনে তিনি চা-সিগারেট কোনোটাই খান না। শুধু রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আগে ইজিচেয়ারে এসে বসেন। দিনের শেষ সিগারেট এবং শেষ চা খেয়ে ঘুমুতে যান। শুভ্র এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গাটার নাম দিয়েছে 'ধোঁয়াঘর'।

মোতাহার হোসেন বেঁটেখাটো শুকনা ধরনের মানুষ। তার চেহারাটা রাগী রাগী হলেও কারো ওপর কখনো রাগ করেছেন বলে শোনা যায় না। ব্যাংকে এই ভদ্রলোকের নগদ অর্থ আছে পাঁচশ' এগারো কোটি টাকা। আমেরিকার চেস ম্যানহাটন ব্যাংকেও তার প্রচুর অর্থ জমা আছে। সঠিক হিসাব তার নিজের কাছেও নেই। অতি বিত্তবানদের নানান বদনেশা এবং বদখেয়াল থাকে। এই ভদ্রলোকের সেইসব কিছু নেই। তিনি তার সমস্ত শক্তি, মেধা এবং কল্পনা অর্থ উপার্জনেই ব্যয় করছেন। ইলেকশানের সময় তিনি বিএনপি, আওয়ামী লীগ দু'দলকেই এক কোটি টাকা চাঁদা দেন। দুই দলই তাকে নমিনেশন নেওয়ার জন্যে ঝুলাঝুলি করে। তিনি দু'দলকেই বলেন– 'আরে ভাই, আমি শুঁটকি মাছের ব্যবসায়ী। আমি ইলেকশন কী করব!' মোতাহার হোসেনের অনেক ধরনের ব্যবসা থাকলেও শুঁটকি মাছের কোনো ব্যবসা নেই। তারপরেও এই কথা কেন বলেন তিনিই জানেন।

জাহানারা যখন স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন তখন মোতাহার হোসেনের হাতে তৃতীয় চায়ের কাপ। তিন নম্বর সিগারেট সবে ধরিয়েছেন। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, Hello young lady!

জাহানারা বললেন, রাখো তোমার young lady! শুভ্র কী করছে জানো?

মোতাহার হোসেন বললেন, ভয়ঙ্কর কিছু কি করেছে?

মাথা দোলাতে দোলাতে বই পড়ছে।

খুব বেশি কি দোলাচ্ছে?

জাহানারা বললেন, তুমি ঠাট্টার গলায় কথা বলছ কেন? তোমার ঠাট্টার এই ভঙ্গি আমার একেবারেই পছন্দ না।

মোতাহার হোসেন বললেন, অতি তুচ্ছ বিষয়ে তুমি যে টেনশান করো সেটা দেখলে ঠাট্টা ছাড়া অন্য কিছু আমার মাথায় আসে না।

একটা জোয়ান ছেলে পেন্ডুলামের মতো মাথা দোলাতে দোলাতে বই পড়ছে, এটা তুচ্ছ বিষয়?

অবশ্যই তুচ্ছ বিষয়। সে যদি পা উপরে দিয়ে মাথা নিচে রেখে শীর্ষাসনের ভঙ্গিতে বই পড়ত তাহলে সামান্য টেনশান করা যেত।

সামান্য?

হ্যাঁ সামান্য। শুভ্রর বয়সি ছেলেদের হঠাৎ হঠাৎ উদ্ভট কিছু করতে ইচ্ছা করে। সেটাই স্বাভাবিক।

তুমি তো শুভ্রর বয়সি এক সময় ছিলে। তুমি উদ্ভট কিছু করেছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতাহার হোসেন আগ্রহ নিয়ে বললেন, অবশ্যই করেছি। শুনতে চাও? সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে আমরা তিন বন্ধু বটগাছে বসে ছিলাম। বটগাছটা ছিল ডিসট্রিক্ট বোর্ড সড়কের পাশে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল...।

জাহানারা বিরক্ত গলায় বললেন, প্লিজ, আমি কিছু শুনতে চাচ্ছি না। তুমি ছেলের ঘরে যাও, ঘটনা কী জেনে আসো।

টেনশানটা যেহেতু তোমার, তুমি যাও।

আমি যাব না। তুমি যাবে। সব কিছু জেনে আসবে। কী বই পড়ছে, মাথা দোলাতে দোলাতে কেন পড়ছে। তার ঘটনা কী?

এই দুটা পয়েন্ট জানলেই হবে?

আরেকটা পয়েন্ট আছে। শুভ্র দাড়ি শেভ করে নি। আমি পুরোপুরি দেখতে পারি নি, কিন্তু মনে হচ্ছে করে নি। কারণটা কী? জিজ্ঞেস করে জানবে।

আমি কারণ বলে দিচ্ছি। শুভ্রর বয়েসি ছেলেরা চেহারা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসে। হুট করে দাড়ি রেখে ফেলা, গোঁফ রেখে ফেলা, মাথা কামিয়ে ন্যাড়া হওয়া কমন ব্যাপার।

শুভ্র কমন ছেলে না। অন্য দশজন ছেলে যা করবে তা সে করবে না। আমি নিশ্চিত ও কিছু মানসিক সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

এত নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?

তার মধ্যে কোনো টেনশান দেখছ? কোনো টেনশান নেই। এই যে আমি তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি সে বুঝতেও পারছে না।

মোতাহার হোসেন অবাক হয়ে বললেন, তুমি কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছ?

জাহানারা বললেন, হ্যাঁ।

কারণটা কী?

আমি দেখতে চাচ্ছি শুভ্র ব্যাপারটা বুঝতে পারে কি-না। আমার অভাব অনুভব করে কি-না। তোমার সঙ্গে এত বকবক করতে পারব না। তোমাকে যা করতে বলছি দয়া করে করো।

ঠিক আছে। আরেক কাপ চা খেয়ে নেই। চা-টা ভালো হয়েছে।

পরে এসে চা খাও। চা পালিয়ে যাচ্ছে না।

তোমার ছেলেও পালিয়ে যাচ্ছে না। আশা করা যাচ্ছে সে মাথা দোলাতেই থাকবে।

প্লিজ, শুভ্রকে নিয়ে রসিকতা করবে না।

মোতাহার হোসেন কাপে চা ঢাললেন। সিগারেট ধরালেন। জাহানারার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। জাহানারা অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন বলে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসি দেখতে পেলেন না। জাহানারা বললেন, তুমি আবার সিগারেট ধরিয়েছ?

সিগারেট-চা হাতে নিয়েই যাচ্ছি।

অবশ্যই না। তুমি আমার ছেলের ঘরে সিগারেট নিয়ে ঢুকবে না। Passive smoking অনেক বেশি ক্ষতি করে। সিগারেট শেষ করে যাও।

মোতাহার হোসেন সিগারেটে একটা টান দিয়ে চায়ের কাপে ফেলে দিলেন। কাপের পাশেই অ্যাসট্রে আছে। অ্যাসট্রেতে ফেললেন না। কাজটা করলেন স্ত্রীকে বিরক্ত করার জন্যে। স্ত্রীকে বিরক্ত করতে তার ভালো লাগে। কিন্তু আজ জাহানারা ব্যাপারটা লক্ষ করল না। তার মাথায় অন্য কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে।

শুভ্রর ঘরে ঢুকে মোতাহার হোসেন বললেন, Helo young man।

শুভ্র বাবার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, Hello old man and the sea!

মোতাহার হোসেন বললেন, তোর কাছে তিনটা বিষয় জানতে এসেছি। ঝটপট জবাব দে। নাম্বার ওয়ান– কী বই পড়ছিস?

ম্যাজিকের একটা বই পড়ছি– Amazing Magic Book। অনেক ম্যাজিক শিখে ফেলেছি।

খুবই ভালো। একদিন ম্যাজিক দেখব। পয়েন্ট নাম্বার টু– ম্যাজিকের বই মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়ছিস কেন?

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়ছি না-কি?

Yes my son তোর মা'র কাছে শুনলাম, তুই মোটামুটি পেন্ডুলাম হয়ে গেছিস।

ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি। বইটা পড়ার সময় মাথার ভেতর একটা গান বাজছিল। মনে হয় গানের তালে তালে মাথা নাড়ছিলাম।

কী গান?

কিং স্টোন ট্রায়োর গান– Where have all the flowers gone.

পয়েন্ট নাম্বার থ্রি– দাড়ি শেভ করছিস না কেন?

শুভ্র হাসল। মোতাহার হোসেন বললেন, দাড়ি রাখবি ঠিক করেছিস? আমার ধারণা দাড়িতে তোকে ইন্টারেস্টিং লাগবে। আরেকটু বড় না হলে অবশ্য বোঝা যাবে না। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমি কিছুদিন দাড়ি রেখেছিলাম। তখন আমার নাম হয়ে গেল 'ছাগল মোতাহার'। শুধু থুতনিতে কিছু, এই জন্যেই ছাগল মোতাহার নাম।

শুভ্র বলল, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতাহার হোসেন বসতে বসতে বললেন, দেখি কী ম্যাজিক শিখেছিস। একটা ম্যাজিক দেখা।

আমি শুধু কৌশলগুলো শিখছি, দেখাতে পারব না। জিনিসপত্র নেই।

জিনিসপত্র ছাড়া ম্যাজিক হয় না?

শুভ্র বলল, একটা ম্যাজিক অবশ্য জিনিসপত্র ছাড়াই পারব। তোমাকে একটু বাইরে যেতে হবে।

মোতাহার হোসেন বললেন, বাইরে যেতে পারব না। আমি বরং চোখ বন্ধ করে থাকি, তুই গুছিয়ে নে।

তিনি চোখ বন্ধ করলেন। ছেলের সামনে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে তার ভালো লাগছে। শুভ্র তেমন কোনো ম্যাজিক দেখাতে পারবে বলে তার মনে হচ্ছে না। তারপরও তিনি ঠিক করলেন শুভ্র যাই দেখাক তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হবার ভান করবেন। যদিও বিস্মিত হবার ভান করাটা বেশ কঠিন হবে বলেই তার ধারণা। সবচে' সহজ হলো রেগে যাবার ভান করা। ভুরু কুঁচকে এক দৃষ্টিতে শুধু তাকানো।

বাবা, চোখ খোলো।

মোতাহার হোসেন চোখ মেললেন। শুভ্র বলল, দেখো এই কাগজটায় দশটা ফুলের নাম লিখেছি। এখান থেকে যে কোনো একটা ফুলের নাম বলো।

মোতাহার হোসেন বললেন, টগর।

শুভ্র বলল, তুমি যে টগর ফুলের নাম বলবে এটা আমি জানতাম। বলতে পারো এক ধরনের মাইন্ড রিডিং। টেলিপ্যাথি। তোমার সামনে যে মগটা আছে সেটা তুলে দেখো, মগের নিচে একটা কাগজে আমি টগর লিখে রেখেছি।

মোতাহার হোসেন মগ তুলে দেখলেন সত্যি সত্যি লেখা টগর। তিনি ছেলের দিকে তাকালেন। শুভ্র মিটিমিটি হাসছে। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ভেরি স্ট্রেঞ্জ! কীভাবে করলি?

শুভ্র বলল, সেটা তোমাকে আমি বলব না।

বলবি না কেন?

শুভ্র বলল, এই ম্যাজিকের কৌশলটা এতই সহজ যে বললেই তোমার বিস্ময় পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি যে একটু আগে বিস্মিত হচ্ছিলে সেটা ভেবেই বিরক্ত হবে। তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি তুমি খুবই অবাক হয়েছ। এই অবাক ব্যাপারটা আমি নষ্ট করতে চাই না।

তোর ফুলের ম্যাজিকটা কি ইচ্ছা করলে আমি শিখতে পারব?

অবশ্যই পারবে। তবে আমি দেখাব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র বাবার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার চোখ ঝিলমিল করছে।

মোতাহার হোসেনের ছেলেমানুষী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। 'প্লিজ বাবা, আমাকে শিখিয়ে দে' জাতীয় কথা বলতে মন চাইছে। ছেলের সঙ্গে কিছু ছেলেমানুষী নিশ্চয়ই করা যায়।

শুভ্র বরল, আজ তুমি অফিসে যাবে না?

মোতাহার হোসেন বললেন, এখনো বুঝতে পারছি না। মনে হয় যাব না।

সারাদিন কী করবে?

তাও ঠিক করি নি। কোনো কাজ না করাটা সবচে' কঠিন কাজ। মনে হচ্ছে কঠিন কাজটাই করতে হবে।

মোতাহার হোসেন উঠে দাঁড়ালেন। তার হাতে শুভ্রর লেখা 'টগর' কাগজটার চিরকুট। এই চিরকুট তিনি কেন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন নিজেও জানেন না। তিনি অফিসে যাবেন না– এই কথাটা শুভ্রকে কেন বললেন তাও বুঝতে পারছেন না। তার শরীর মোটামুটি সুস্থ আছে অথচ তিনি অফিসে যান নি এমন ঘটনা কখনো ঘটে নি।

শুভ্র বলল, টগর নামটা যে রবীন্দ্রনাথের খুব অপছন্দের নাম এটা কি তুমি জানো?

মোতাহার হোসেন বললেন, না

একদিন কী হয়েছে শোনো। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে আছেন। তাঁর সামনে দিয়ে কিছু সাঁওতাল মেয়ে যাচ্ছে, তাদের খোঁপায় টগর ফুল গোঁজা। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বাহ কী সুন্দর ফুল! ফুলটার নাম কী?

তারা বলল, টগর। তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন, এত সুন্দর ফুলের এমন বাজে নাম? আমি ফুলটার নাম পাল্টে দিলাম। এখন থেকে ফুলের নাম মহাশ্বেতা। ঘটনাটা ইন্টারেস্টিং না? একজন মানুষের কত ক্ষমতা। ইচ্ছা হলো তো ফুলের নাম পাল্টে দিল। টগর হয়ে গেল মহাশ্বেতা।

মোতাহার হোসেন বললেন, ঘটনাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না।

বিশ্বাস হচ্ছে না কেন?

রবীন্দ্রনাথ টগর ফুল চিনবেন না এটা হতে পারে না। তাছাড়া টগর নামটা মহাশ্বেতার চেয়েও সুন্দর।

শুভ্র বলল, বাবা, আমি কিন্তু এই ঘটনা বইয়ে পড়েছি। এমন একজন মানুষের লেখা বই যিনি রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠ।

ছাপার অক্ষরে লেখা সব কথাই যে সত্যি তোকে কে বলল? যে মানুষ মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিথ্যা বলে, সে হাতেও মিথ্যা লিখতে পারে। পারে না? মুখে মিথ্যা বলার চেয়ে বইয়ে মিথ্যা লেখা বরং সহজ।

শুভ্র কিছু বলল না। মোতাহার হোসেনের মনে হলো শুভ্র সামান্য মন খারাপ করেছে। মন খারাপ করার মতো কোনো কথা তিনি বলেন নি। তার যদি মন খারাপ হয়েও থাকে সে তা প্রকাশ করবে কেন? মানুষের মধ্যে শম্বুক প্রকৃতি আছে। শামুক যেমন কোনো ঝামেলা দেখলে খোলসের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়, মানুষও সে-রকম নিজের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করতে পারে। শুধু শুভ্র পারে না। তার কোনো খোলস নেই। এই সমস্যা সে নিশ্চয়ই জন্মসূত্রে নিয়ে আসে নি। তারা ছেলেকে ঠিকমতো বড় করতে পারেন নি।

মোতাহার হোসেন তার চা খাবার জায়গায় এসে বসলেন। তার হাতে 'টগর' লেখা চিরকুট। চট করে তার মাথায় ম্যাজিকের রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। শুভ্র দশটা ফুলের নাম লিখে এই ধরনের চিরকুট দশটা জায়গায় সাজিয়ে রেখেছে। তিনি যদি টগর না বলে গোলাপ বলতেন তাহলে হয়তো গোলাপ লেখা চিরকুটটা কোনো একটা বইয়ের নিচ থেকে বের হতো। মূল ব্যাপার হলো কোন ফুলের চিরকুট কোথায় লুকানো সেটা মনে রাখা।

এই তুমি এতক্ষণ কী করলে?

জাহানারা খুবই বিরক্ত হয়ে মোতাহার হোসেনের দিকে এগুলেন। ঝাঁঝালো গলায় বললেন, তিনটা প্রশ্ন করতে গিয়ে দিন পার করে দিলে? শুভ্র কী বলেছে? সে মাথা দুলিয়ে বই পড়ছিল কেন?

মোতাহার হোসেন বললেন, তার মাথার ভেতর গান বাজছিল। গানের তালে তালে সে মাথা নাড়ছিল।

জাহানারা আতঙ্কিত গলায় বললেন, মাথার ভেতর গান বাজছিল মানে কী? এটা আবার কোন ধরনের অসুখ?

মোতাহার হোসেন বললেন, এটা কোনো অসুখ না। সবার মাথার ভেতরই গান বাজে। তোমারও বাজে।

না, আমার মাথার ভেতর কোনো গানফান বাজে না। আর বাজলেও আমি এইভাবে মাথা ঝাঁকাই না। শুভ্র কী বই পড়ছিল?

ম্যাজিকের বই।

এই বয়সে সে ম্যাজিকের বই পড়বে কেন? এইসব বই সিক্স-সেভেনে পড়বে। এতক্ষণ তোমরা কী করলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র আমাকে একটা ম্যাজিক দেখাল। এই জন্যেই দেরি হলো। ফুলের একটা ম্যাজিক।

কী ম্যাজিক?

সে দশটা ফুলের একটা লিস্ট করে আমাকে বলল, যে কোনো একটা ফুলের কথা মনে মনে ভাবতে। আমি টগর ফুলের কথা ভাবলাম। সে তার ট্যালিপ্যাথিক ক্ষমতা দিয়ে বলে দিল। ইন্টারেস্টিং ম্যাজিক।

জাহানারার খুবই খারাপ লাগছে। ছেলে তার বাবাকে ম্যাজিক পর্যন্ত দেখিয়ে ফেলেছে। অথচ তার সঙ্গে যে কথা বন্ধ এটা পর্যন্ত তার মনে নেই। যেন এই বাড়িতে জাহানারা নামের কোনো মহিলা বাস করেন না।

শেভ করা বন্ধ করেছে কেন– এটা জিজ্ঞেস করেছ?

জিজ্ঞেস করেছি, উত্তর দেয় নি। তবে আমি যা ধারণা করেছি তাই।

তোমার ধারণার কথা তো আমি শুনতে চাচ্ছি না। ওর ধারণাটা জানতে চাচ্ছি। তুমি আবার শুভ্রর কাছে যাও। ভালোমতো জেনে আসো।

মোতাহার হোসেন বললেন, তুমি তোমার ঘরে যাও। দুটা দশ মিলিগ্রামের রিলাক্সিন ট্যাবলেট খেয়ে, দরজা-জানালা বন্ধ করে এসি ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকো। আমি নিশ্চিত তোমার প্রেসার বেড়েছে। নাক ঘামছে। গাল লাল। তোমার কথাবার্তাও জড়িয়ে যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

তুমি শুভ্রর কাছে যাবে না?

না। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আমি মাতামাতি করি না।

তুমি কী নিয়ে মাতামাতি করো?

মোতাহার হোসেন স্ত্রীর দিকে তাকালেন। চোখ নামালেন না। তার এই দৃষ্টির সঙ্গে জাহানারা পরিচিত। তিনি শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। এই সময় শুভ্র তার ঘর থেকে বের হয়ে এলো। তার মুখ হাসি হাসি। ভারী চশমার ভেতর দিয়েও তার সুন্দর চোখ দেখা যাচ্ছে। শুভ্র এগিয়ে আসছে তার দিকেই। জাহানারা থমকে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে ছেলের মনে পড়েছে মা'র সঙ্গে কথা হচ্ছে না। তাও ভালো। জাহানারা ঠিক করে ফেললেন, ছেলের সঙ্গে প্রথম বাক্যটা কী বলবেন। কঠিন গলায় বলবেন, শুভ্র বাবা বাথরুমে যাও। ক্লিন শেভড হয়ে বের হয়ে আসো। সন্ন্যাসী সাজ আমার পছন্দ না।

কী আশ্চর্য, শুভ্র তাকে কিছু না বলে তার বাবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মোতাহার হোসেন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, Hello young man!

শুভ্র বলল, Hello old man and the sea!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুই আমার সামনে বসে দশটা ফলের নাম বল। তোকে আমি মজার একটা ট্যালিপ্যাথিক খেলা দেখাব।

জাহানারা নিজের ঘরে ঢুকলেন। দুটা রিলাক্সিনের জায়গায় চারটা রিল্যাক্সিন খেলেন। সকিনাকে ডেকে বললেন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিতে। সকিনা তার কাজের মেয়ে। সকিনার একমাত্র ডিউটি হচ্ছে তার সেবাযত্ন করা। সকিনার বয়স অল্প। চেহারা সুন্দর। তার গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায় বলেই বোধহয় ভাষা সুন্দর। অন্য বুয়াদের মতো 'আইছি খাইছি' বলে না, 'এসেছি খেয়েছি' বলে।

সকিনা বলল, মা, আপনের শরীর খারাপ?

তিনি বললেন, শরীর ঠিক আছে।

সকিনা বলল, মাথায় তেল দিয়ে দেব?

দাও। তার আগে এসি ছাড়ো। ম্যাক্সিমাম কুলে দাও। হাতের কাছে একটা চাদর রাখো। ঘর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমার গায়ে চাদর দেবে। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে কেউ যেন আমার ঘুম না ভাঙায়। শুধু শুভ্র এসে ডাকলে ঘুম ভাঙাবে।

ঠিক আছে মা।

আমি দুপুরে খাব না। খাবারের সময় ডাকবে না। শুভ্র যদি খেতে বসে আমাকে ডাকে তাহলে ঘুম থেকে তুলবে।

ঠিক আছে মা।

সকিনা চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। জাহানারা আরাম পাচ্ছেন। এই মেয়েটা চুলে বিলি করার ব্যাপারটা জানে। সে গুছিয়ে কথা বলতেও জানে। আম্মা না বলে সে বলে 'মা'। 'মা' শুনতে ভালো লাগে।

সকিনা।

জি মা।

শুভ্রর মতো সুন্দর ছেলে কি তুমি তোমার জীবনে দেখেছ?

জি না।

আমাকে খুশি করার জন্যে কোনো কথা বলবে না। খুশি করানো কথা আমার পছন্দ না। সত্যিটা বলো।

ভাইজানের মতো সুন্দর ছেলে আমি দেখি নি মা।

জাহানারা ঘুম ঘুম চোখে বললেন, স্কুলে ছেলেরা শুভ্রকে ডাকত 'লালটু'। স্কুলের ছেলেরা পাজি হয় তো, এই জন্যে পাজি পাজি নাম দেয়। কলেজে তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই ডাকত প্রিন্স। ইউনিভার্সিটিতে তার কী নাম হয়েছে জানো?

জানি মা। আপনি একবার বলেছেন– রাজকুমার।

কী সুন্দর নাম তাই না? মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে তাকে শুভ্র না ডেকে রাজকুমার ডাকি।

ডাকলেই পারেন।

রাজকুমার অনেক বড় নাম। ডাকনাম হতে হয় তিন অক্ষরের মধ্যে।

এইসব নিয়মকানুন তো মা আমি জানি না।

জাহানারা পাশ ফিরলেন। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুম এখনো আসে নি, এর মধ্যেই তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। স্বপ্নে শুভ্র এসে ঢুকেছে তার ঘরে। তার মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুলও বাউলদের মতো লম্বা। চুল-দাড়ির রঙ কালো না, খয়েরি। শুভ্র বলল, মা, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো তো। তিনি বললেন, তোমাকে হনুমানের মতো দেখাচ্ছে। শুভ্র বলল, হনুমানের কি দাড়ি আছে? তিনি বললেন, আছে কি-না তা জানি না। তোকে যে হনুমানের মতো দেখাচ্ছে এটা জানি। শুভ্র বলল, মা, আমি যদি তোমার পাশে শুয়ে থাকি তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে? তিনি বললেন, অবশ্যই সমস্যা আছে। মুখভর্তি দাড়ি নিয়ে আমি কোনো হনুমানকে আমার পাশে শুতে দেব না। তুই দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে আয়, তারপর বিবেচনা করব। শুভ্র নিষেধ সত্ত্বেও মা'র পাশে শুয়ে পড়ল। তিনি বললেন, বাবা, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে তো।

শুভ্র মা'র মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার আঙুলগুলি বরফের মতো ঠাণ্ডা। কী যে আরাম লাগছে। জাহানারা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

জাহানারার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন তার বিছানার পাশে শুভ্র বসে আছে। তার চোখ ঘুমঘুম। যেন সে এতক্ষণ সত্যি সত্যি তার পাশেই শুয়েছিল। শুভ্র বলল, মা, তোমার কি শরীরটা খারাপ?

তিনি বললেন, না।

দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে আছ, মাইগ্রেনের ব্যথা না তো?

জাহানারা পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, মাইগ্রেনের ব্যথা হলে তুই কী করবি?

শুভ্র বলল, মন্ত্র পড়ে ব্যথা কমাব। উইচক্রাফটের বই থেকে মন্ত্র শিখেছি। পড়ব মন্ত্রটা?

জাহানারা মুগ্ধ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। দিনের শেষবেলায় সব মানুষকেই সুন্দর লাগে, সেখানে শুভ্রকে দেবদূতের মতো লাগবে সেটাই তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক। শুধু সে যদি কালো রঙের একটা হাফ শার্ট পরত! কালো রঙে শুভ্রর গায়ের আসল রঙ ফুটে বের হতো।

শুভ্র বলল, চুপ করে আছ কেন মা? মন্ত্র পড়ব?

জাহানারা ছেলের কোলে হাত রাখতে রাখতে আদুরে গলায় বললেন, পড় দেখি তোর মন্ত্র।

শুভ্র বলল, এই মন্ত্রের জন্যে আগরবাতি জ্বালাতে হবে।

জাহানারা বললেন, আগরবাতি এখন কোথায় পাবি?

শুভ্র হাসিমুখে বলল, আগরবাতি আমি সঙ্গে করে এনেছি।

জাহানারা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। তার মন বলছে এই ছেলেকে তিনি বুঝতে পারেন না। এতক্ষণ ভাবছিলেন শুভ্র মা'কে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে মন খারাপ করেছে। মন্ত্র পড়ে মা'র মাথার ব্যথা সারাতে চাচ্ছে। এখন তার কাছে ~~মনে হচ্ছে শুভ্র~~র কাছে পুরো ব্যাপারটাই খেলা। সে এক ধরনের মজা করবে বলে কাউকে দিয়ে আগরবাতি আনিয়েছে। আগরবাতি জ্বালাবার জন্যে পকেটে করে নিশ্চয়ই দিয়াশলাইও এনেছে।

শুভ্র উঠে দাঁড়াল। দুটা আগরবাতির স্টিক জ্বালাল। মায়ের কপালে হাত রেখে ভারী গম্ভীর গলায় বলল,

Change this incense strong and fast
To send out the magic I shall cast.
Burn so quickly and burn so bright,
This magic incense I will light.

AMARBOI.COM

জাহানারার কেমন যেন লাগছে। সারা শরীরে শান্তি শান্তি ভাব। শুভ্র মন্ত্রটা সুন্দর করে পড়েছে তো।

শুভ্র বলল, মা, মাথাব্যথা চলে গেছে না?

জাহানারা বললেন, চলে গেছে।

শুভ্র বলল, এরপর যদি কখনো মাথাব্যথা হয় দরজা-জানালা বন্ধ করবে না। আমাকে ডাকবে, মন্ত্র পড়ে মাথাব্যথা সারিয়ে দেব।

জাহানারা বললেন, আচ্ছা খবর দেব।

শুভ্র উঠে যাবার ভঙ্গি করতেই জাহানারা ছেলের হাত ধরে ফেললেন। আদুরে গলায় বললেন, সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত তুই এখানে বসে থাকবি। নড়তে পারবি না।

শুভ্র বলল, আচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা বললেন, তুই তো প্রায়ই তোর বাবার সঙ্গে গুটুর গুটুর করে গল্প করিস। আমার সঙ্গে কর।

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, কোন বিষয়ে গল্প শুনতে চাও মা?

জাহানারা বললেন, যে কোনো বিষয়ে। শুধু তোর বাবার সঙ্গে যেসব গল্প করিস সেসব না। ফিজিক্সের কচকচানি না।

স্বপ্নের গল্প করব?

স্বপ্নের আবার কী গল্প?

শুভ্র বলল, নিজেকে নিয়ে আমি যেসব স্বপ্ন দেখি।

জাহানারা আগ্রহ নিয়ে বললেন, নিজেকে নিয়ে তুই কী স্বপ্ন দেখিস?

শুভ্র বলল, নিজেকে নিয়ে মানুষ একেক বয়সে একেক রকম স্বপ্ন দেখে– এখন আমি যে স্বপ্ন দেখি তা হলো সমুদ্রে একটা ছোট্ট দ্বীপ। গাছপালায় ঢাকা। একদিকে ঘন জঙ্গল। সমুদ্রে যে দিকে সূর্য ডুবে দ্বীপের সেই দিকটায় বেলাভূমি। রবিনসন ক্রুশোর মতো আমি সেই দ্বীপে একা থাকি।

একা থাকিস?

হ্যাঁ একা। আমার একটা ছোট্ট ঘর আছে। ঘরভর্তি শুধু বই। যখন ইচ্ছা হয় বই পড়ি। যখন ইচ্ছা হয় সমুদ্রে পা ডুবিয়ে পাথরের উপর বসে থাকি। যখন ইচ্ছা হয় জঙ্গলে হাঁটতে যাই।

জাহানারা বললেন, রান্নাবান্না কে করে?

রান্নাবান্নার কথাটা ভাবি নি মা। স্বপ্নের মধ্যে রান্নাবান্না, বাথরুম জাতীয় ব্যাপার আনতে নেই। এইসব হচ্ছে রিয়েলিটি। ড্রিমের সঙ্গে রিয়েলিটি মেশাতে নেই।

একা একা তোর সেই দ্বীপে কতক্ষণ ভালো লাগবে?

শুভ্র বলল, বাস্তবে হয়তো ভালো লাগবে না, কিন্তু স্বপ্নে ভালো লাগবে।

জাহানারা বললেন, তুই যেমন অদ্ভুত, তোর স্বপ্নগুলিও অদ্ভুত।

শুভ্র বলল, প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা তাদের স্বপ্নও আলাদা। আমার স্বপ্নের সঙ্গে তোমার স্বপ্ন কখনো মিলবে না। তোমার স্বপ্ন কী মা বলো তো।

জাহানারা বললেন, আমার কোনো স্বপ্ন নেই।

শুভ্র বলল, অবশ্যই তোমার স্বপ্ন আছে। মনে করে কোনো একদিন আমাকে বলবে।

আমার স্বপ্ন জেনে তুই কী করবি?

জাহানারা সঙ্গে সঙ্গেই তার নিজের স্বপ্ন কী ভাবার চেষ্টা করলেন। কোনো কিছুই মাথায় আসছে না। তাহলে কি তার কোনো স্বপ্ন নেই? তিনি একজন স্বপ্নহীন মানুষ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতাহার হোসেন রাতে এক বাটি স্যুপ এবং একটা কলা খান। থাই ক্লিয়ার স্যুপ চায়নিজ রেস্টুরেন্ট থেকে আসে। তাদের সঙ্গে মাসকাবারি ব্যবস্থা আছে। ডিনার তিনি শেষ করেন ঠিক সাড়ে ন'টায়। ডিনারের পর আধঘণ্টা ছাদে হাঁটেন। দশটায় এসে বসেন ধোঁয়াঘরে। চিনি-দুধবিহীন এক কাপ লিকার চা এবং দিনের শেষ সিগারেটটা খান। এই সময়টা তিনি একা থাকতে ভালোবাসেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই দেখা যায় জাহানারা এসে পাশে বসেন। সাংসারিক কথাবার্তা শুরু করেন। মোতাহার হোসেন খুবই বিরক্ত হন, কিন্তু কিছু বলেন না। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন মোতাহার হোসেন ভাবেন– থাক, আজ বাদ থাক। আবার যখন এরকম ঘটনা ঘটবে তিনি বলবেন। আবারো ঘটে কিন্তু বলা হয় না।

মোতাহার হোসেন সিগারেট ধরিয়ে প্রথম টান দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জাহানারা এসে সামনে বসলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কথাটা দিনে বললে কেমন হয়?

কথাটা আমাকে এখনি বলতে হবে।

মোতাহার হোসেন চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, বলো কী কথা?

জাহানারা বললেন, তুমি আমাকে একটা দ্বীপ কিনে দেবে?

মোতাহার হোসেন চেয়ারে সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, কী কিনে দেব?

জাহানারা বললেন, দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরে ইনি মিনি অনেক দ্বীপ আছে। এরকম একটা কিনে দেবে।

মোতাহার হোসেন বললেন, দ্বীপ দিয়ে কী করবে?

জাহানারা বললেন, আমি কী করব সেটা আমার ব্যাপার। তোমাকে কিনে দিতে বলেছি তুমি দেবে।

মোতাহার হোসেন বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন দ্বীপ কেনা শাড়ি-গয়না কেনার মতো ব্যাপার।

তোমার কাছে তাই।

মোতাহার হোসেন হাতের সিগারেট ফেলে দিলেন। দিনের শেষ সিগারেট আরাম করে টানতে হয়। তিনি ঠিক করলেন জাহানারা চলে যাবার পর আরেকটা সিগারেট ধরাবেন।

জাহানারা বললেন, হ্যাঁ-না তুমি তো কিছুই বলছ না?

মোতাহার হোসেন ক্লান্ত গলায় বললেন, আজ আমার শরীরটা ভালো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসে প্রেসার মাপিয়েছি। ডাক্তার বলেছে প্রেসার হাই। এখন আবার মাথা ধরেছে। দ্বীপ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পরে কথা বলি?

দ্বীপ নিয়ে কথা বলতে না চাইলে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বলি?

আচ্ছা বলো।

শুভ্রকে বিয়ে দিলে কেমন হয় বলো তো। সুন্দর একটা মেয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘুরঘুর করবে। শুভ্রর বয়স চব্বিশ হয়েছে, বিয়ে তো এখন দেয়া যায়। যায় না?

হ্যাঁ যায়।

জাহানারা আগ্রহ নিয়ে বললেন, মনে করো ওরা দু'জন ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করছে, আমি হঠাৎ উপস্থিত হলাম। লজ্জা পেয়ে ওরা দু'জন দু'দিকে সরে গেল। ইন্টারেস্টিং না?

মোতাহার হোসেন বললেন, তুমি যখন বলছ তখন নিশ্চয়ই ইন্টারেস্টিং। আমার কাছে অবশ্যি মনে হচ্ছে না।

দ্বীপে ওদের দু'জনকে রেখে আমরা জাহাজ নিয়ে চলে এলাম। দ্বীপে কোনো জনমানব নেই, শুধু ওরা দু'জন।

মোতাহার হোসেন বললেন, আবার দ্বীপ? তোমার অন্য প্রসঙ্গে কথা বলার কথা।

জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। তার এখন স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। শুভ্রর ঘরে বাতি জ্বলছে। জাহানারার মনে হলো ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলে কেমন হয়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কীভাবে সৃষ্টি হলো। বিগ ব্যাং, স্পেস-টাইম, ব্লাক হাল সংক্রান্ত হাবিজাবি। শুভ্র এমনভাবে গল্প করে যেন সে চোখের সামনে ব্লাক হাল দেখতে পাচ্ছে। সায়েন্সের হাবিজাবি গল্পের মাঝখানে বিয়ের প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। কী ধরনের মেয়ে শুভ্রর পছন্দ সেটা জানা দরকার।

শুভ্র কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। জাহানারা যে ঘরে ঢুকেছেন, শুভ্র বুঝতে পারছে না। তার সমস্ত মনোযোগ কম্পিউটারের পর্দার দিকে। হালকা সবুজ রঙের আলো শুভ্রর মুখে পড়েছে। তাকে দেখতে অদ্ভুত লাগছে। জাহানারা ছেলের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

এই শুভ্র!

শুভ্র মার দিকে তাকিয়ে হাসল। জাহানারা সবসময় লক্ষ করেছেন– শুভ্রকে ডাকলে সে প্রথম যে কাজটা করে তা হলো ঠোঁট টিপে হাসে। শুধু তার সঙ্গেই হাসে, না সবার সঙ্গে হাসে– এটা তিনি জানেন না।

কম্পিউটারটা বন্ধ করবি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে অফ বাটন টিপে দিল। শুভ্রর মুখের ওপর থেকে হালকা সবুজ আলোটা চলে গেছ। এখন জাহানারার মনে হলো কম্পিউটারটা অন থাকলেই ভালো হতো।

শুভ্র বলল, মা বসো।

জাহানারা বসতে বসতে বললেন, শুভ্র, তুই বিয়ে করবি?

শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ করব।

জাহানারার মনে হলো অন্য যে কোনো ছেলে হলে এই প্রশ্নের উত্তরে লজ্জা পেত। জবাব দিত না। শুভ্র অন্যদের মতো না।

জাহানারা আদুরে গলায় বললেন, তোর কী রকম মেয়ে পছন্দ?

শুভ্র বলল, লিসনার-টাইপ মেয়ে।

জাহানারা বললেন, লিসনার-টাইপ মানে কী?

শুভ্র বলল, কিছু কিছু মেয়ে আছে যারা মন দিয়ে কথা শুনে। এদের বলে লিসনার। ওদের সঙ্গে গল্প করে খুব আরাম।

জাহানারা বললেন, আমি কি লিসনার?

শুভ্র বলল, না, তুমি লিসনার না।

আমার সঙ্গে গল্প করে আরাম নেই?

না।

তোর বাবা কি লিসনার?

উঁহু। বাবা খুব মন দিয়ে কথা শুনেন এরকম ভাব করেন। কিন্তু আসলে শুনেন না। তিনি তখন অন্য কিছু ভাবেন।

জাহানারা বললেন, এই বাড়িতে লিসনার-টাইপ কেউ আছে?

শুভ্র বলল, সকিনা মেয়েটা লিসনার।

জাহানারা হতভম্ব হয়ে বললেন, একটা কাজের মেয়ে হয়ে গেল লিসনার? তাকে তো কথা শুনতেই হবে। সে তো মুখের ওপর হড়বড় করে কথা বলবে না।

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন মা?

জাহানারা বললেন, তোর উল্টাপাল্টা কথা শুনে রাগ লাগছে। আমাকে রাগানোর জন্যে তুই কথাগুলি ইচ্ছা করে বলিস কি-না কে জানে। আমি লক্ষ করেছি তোর সবসময় একটা চেষ্টা আমাকে রাগিয়ে দেবার।

শুভ্র হাসছে। জাহানারা জানেন ছেলের হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তার রাগ পড়ে যাবে। তিনি অন্যদিকে তাকালেন। ছেলে হাসুক তার মতো। হাসি দেখার দরকার নেই। জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে রওনা হলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন ছেলে তাকে রাগ করে চলে যেতে দেবে না। ডেকে আবার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ারে বসাবে। শুভ্র তা করল না। সে আবারো কম্পিউটার চালু করল। জাহানারা হঠাৎ মনে এত কষ্ট পেলেন যে চোখে পানি এসে গেল।

বসদের অফিসঘর থাকে এক রকম, আবার সুপার ডুপার বসদের অফিসঘর থাকে অন্যরকম। তাদের অফিসঘরে পা দেয়া মাত্রই চাপা গলায় বলতে ইচ্ছা করে– খাইছে রে! তারপরেই মনে হয়– আমি কোথায় ঢুকলাম? জাহাজের ইঞ্জিনঘরের শব্দের মতন শব্দ (তবে অনেক হালকা) মাথার ভেতর পিনপিন করতে থাকে। সারাক্ষণ অস্বস্তি। শব্দটা কোত্থেকে আসছে? শব্দটা যে এসি থেকে আসছে এটা বোঝা যায় না। কারণ এই জাতীয় বসদের ঘরের এসি লুকানো থাকে। চোখে দেখা যায় না। ঘর থাকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। চৈত্র মাসের গরমের দিনে মাঘ মাসের শীত। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের অন্যপ্রান্তে যিনি বসে থাকেন তার চোখও থাকে ঠাণ্ডা। ঘরে আলো থাকে কম– চায়নিজ রেস্টুরেন্ট ধরনের আলো। দর্শনার্থীদের জন্যে সোফা থাকে। সেই সোফাও সেক্রেটারিয়েট টেবিলের মতো বিশাল। বসামাত্র শরীর ডুবে যায়। পা শুধু ভেসে থাকে। চোখের সামনে বকের ঠ্যাং-এর মতো দুটো লম্বা পা নিয়ে বসে থাকতে অস্বস্তি লাগে।

মনজু অস্বস্তি নিয়ে সোফায় বসে আছে। তার সামনের ভদ্রলোকের নাম মোতাহার হোসেন। সিনেমার বিজ্ঞাপনে যেমন থাকে মেগাস্টার, উনিও মেগাবস। জাহাজের ব্যবসা, গার্মেন্টিসের ব্যবসা, সুতার কারখানা, রঙের কারখানা... হুলস্থুল। শুধু হুলস্থুল না, মেগা হুলস্থুল। মনজু এই ভদ্রলোকের জন্যে সোমেশ্বর হাই স্কুলের রিটায়ার্ড হেডমাস্টার সাহেবের একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। গত চারদিন ধরে এই চিঠি নিয়ে সে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছে। দেখা করা সম্ভব হচ্ছে না। অফিসের লোকজন কিছুতেই তাকে ঢুকতে দেবে না। মনজু বলেছে, ভাই, আমি কোনো চাকরির জন্যে আসি নাই। কোনো সাহায্যের আবেদনও না। হেডমাস্টার সাহেবের একটা ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে এসেছি। মোতাহার হোসেন সাহেব উনার ছাত্র। বিশেষ স্নেহভাজন ছাত্র। চিঠিতে উনি গোপন কিছু কথা তাঁর ছাত্রকে লিখেছেন। প্রাইভেট কথা।

অফিসের লোক (মনে হয় মেগাবসের সেক্রেটারি) শুকনা গলায় বলল, চিঠি রেখে যান, আমরা স্যারের কাছে পৌঁছে দেব।

মনজু বলল, এই চিঠি আমাকে হাতে হাতে দিতে হবে। স্যারের বিশেষ নির্দেশ। চিঠি পড়ার সময় আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। চিঠি পড়ার পর আমাকে দু'-একটা প্রশ্ন আপনার স্যার করলেও করতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক বলল, আপনার ঠিকানা রেখে যান। চিঠি পড়ার পর স্যার যদি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান আমরা আপনাকে খবর দেব।

উনি কি কারো সঙ্গে দেখা করেন না?

না।

মনজু মেগাবসের বাড়িতে গিয়েছে। ওয়ারিতে হুলস্থুল টাইপ বাড়ি। মেগা হাউস! জেলখানার গেটের চেয়েও উঁচু দেয়াল দিয়ে বাড়ি ঘেরা। শ্বেতপাথরের নেমপ্লেটে ইংরেজিতে লেখা Maya Lodge সব বাড়ির গেটে একজন দারোয়ান থাকে– এই বাড়ির গেটে তিনজন দারোয়ান। তাদের এক কথা, আপনি অফিসে যান। বাড়িতে কারোর ঢোকার অনুমতি নাই।

মনজু বলল, মন্ত্রী-মিনিস্টাররাও তো মাঝেমধ্যে লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন।

তিন দারোয়ানের একজন (চশমা চোখের দারোয়ান। দারোয়ানদের চোখে চশমা দেখা যায় না। ব্যাটা বোধহয় জ্ঞানী) বলল, বিরক্ত করবেন না। বিরক্ত করলে লাভ হবে না। অফিসে যান।

মনজু বলল, কোন অফিসে যাব? উনার তো অফিস অনেকগুলি।

চশমা চোখের দারোয়ান বলল, সেটা আপনার বিবেচনা। ভাই, বিরক্ত করবেন না।

কোন অফিসে গেলে দেখা করা সহজ?

জানি না।

দেখা করা আমার স্বার্থে না, উনার স্বার্থে। উনারই উপকার হবে, আমার কিছু না।

চমশাওয়ালা দারোয়ান বলল, প্যাঁচাল বন্ধ করেন।

মনজু প্যাঁচাল বন্ধ করে চলে এসেছে এবং ফন্দিফিকির করে বাঘের খাঁচায় ঢুকেও পড়েছে। কীভাবে ঢুকল সে এক ইতিহাস। এখন মনে হচ্ছে খাঁচায় ঢুকে কোনো লাভ হবে না। গত চারদিনের পরিশ্রম বুড়িগঙ্গার ঘোলা পানিতে পড়েছে। বুড়িগঙ্গার কোনো উনিশ-বিশ হয় নি। তার নিজের ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে।

যে ব্যক্তিটির সামনে সে বসে আছে সেই ব্যক্তিটিকে তেমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে না। ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি পরে আছে। পাঞ্জাবিতে ইস্ত্রি নেই। কাপড়টাও খুব দামি বলে মনে হচ্ছে না। সহজ মানুষ বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে চল্লিশ মিনিট যে লোক কোনোরকম নড়াচড়া না করে ঝিম ধরে বসে থাকতে পারে সে কোনো সহজ পাত্রও না। মনজুর ধারণা ছিল অফিসে বড় সাহেবদের কাছে ক্রমাগত লোকজন আসতে থাকে। বড় সাহেব তাদের সবাইকে ধমকাতে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিফোন বাজতে থাকে, তিনি টেলিফোন ধরতে থাকেন। টেলিফোনেও ধমকধামক করতে থাকেন। অতি রূপবতী স্টেনোরা একটু পর পর এসে নোট নেয়। চা-কফি দিয়ে যায়। এই বড় সাহেব সে-রকম না। চল্লিশ মিনিটে কেউ তার কাছে আসে নি। কোনো টেলিফোন বাজে নি। উনাকে সম্ভবত টেলিফোন করাও নিষেধ।

মনজু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অফিসের আসবাবপত্র দেখতে থাকল। এই কাজটা সে আগেও করেছে। আরেকবার করতে ক্ষতি নেই। তার সামনে আজকের খবরের কাগজ আছে। ইচ্ছা করলে সে খবরের কাগজ পড়তে পারে। কিন্তু সেটা মনে হয় ঠিক হবে না। বড় সাহেবের সামনে বসে খবরের কাগজ পড়াটা অবশ্যই বেয়াদবি হবে। খুব বড়লোকদের মনে মনে গাল দিলে আরাম লাগে। মনজু একবার মনে মনে বলল, শালা মদারু! তেমন কোনো আরাম পেল না, বরং মনে হলো ব্যাটা তার মনের কথা বুঝে ফেলেছে। যখন সে 'শালা মদারু' বলেছে তখন চট করে তাকিয়েছে।

মনজুর এখন মনে হচ্ছে হেডমাস্টার সাহেবের চিঠিটা না দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সোমেশ্বর হাইস্কুলের রিটায়ার্ড হেডমাস্টার বাবু তারানাথ শীলের সঙ্গে তার দেখাই হয় নি। চিঠিটা সে নিজেই ঢাকায় বসে লিখেছে। সে শুধু জানে এই মেগাবস তারানাথ শীলের ছাত্র ছিলেন। তিনি মোতাহার হোসেনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হেডমাস্টার সাহেবের চিঠিতে দু'জনের গতি হয়েছে। তার যদি গতি হয় তাহলে দানে দানে তিন দান হবে।

বড় সাহেবের ডান দিকের জানালায় ভ্যানিশিং ব্লাইন্ড লাগানো। সময় কাটানোর জন্যে টুকরাগুলি গোনা যেতে পারে। যদি জোড় সংখ্যা হয় তাহলে তার গতি হবে। বেজোড় হলে হবে না। গোনার সময় মনজু মনে মনে আরেক দফা গালি দিল, এই শুয়োর, আমি যে এতক্ষণ বসে আছি তোর চোখে পড়ছে না? তুই মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করিস না। কাপড় খুলে তোর পাছায় কচ্ছপ দিয়ে কামড় দেওয়াব।

এই, এদিকে এসো!

মনজু চমকে উঠল। তাকেই কি ডাকা হচ্ছে? হ্যাঁ, বড় সাহেব তো তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। এখন তার কী করা উচিত? প্রথম ঘরে ঢোকার সময় সে একবার সালাম দিয়েছে। আবার কি দেওয়া উচিত? সালাম দুই-তিন বার দিলে কোনো দোষ হবে না তো?

স্যার, স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। তোমার ব্যাপার কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলাম স্যার।

কার চিঠি?

সোমেশ্বর হাই স্কুলের রিটায়ার্ড হেডমাস্টার বাবু তারানাথ শীলের চিঠি। উনি বলেছেন চিঠিটা আপনাকে হাতে হাতে দিতে।

মোতাহার হোসেন বেশ আগ্রহ করেই চিঠি নিলেন। খাম খুলে সঙ্গে সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন। মনজু একমনে দরুদে শেফা পড়ছে। কঠিন পরিস্থিতিতে এই দোয়া পাঠ করলে পরিস্থিতি সহজ হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিসহ এই দরুদ পাঠ করে পরিস্থিতি তার অনুকূলে যায়। চিঠি পড়তে গাধাটার এতক্ষণ লাগছে কেন? বানান করে করে পড়ছে? লেখাপড়া জানে না না-কি?

এক পাতার চিঠিতে লেখা আছে–

বাবা মোতাহার,

পত্রবাহক আমার অতি প্রিয় একজন। ভদ্র পরিবারের ভালো এবং সৎ ছেলে। তাহা কর্তৃক আমি নানানভাবে উপকৃত হইয়াছি। এখন সে বড়ই দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তাহার দুঃসময়ে আমি কিছু সাহায্য করি ঈশ্বর আমাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই। তোমাকে দিয়াছেন। তুমি যদি আমার এই অতি প্রিয় ছেলেটির জন্য কিছু করিতে পার তাহা হইলে আমি বৃদ্ধ বয়সে বড়ই শান্তি পাইব। শরীর ভালো যাইতেছে না। পরপারে ভ্রমণের জন্যে প্রস্তুতি নিতেছি। তুমি ভালো থাকিবে। বৌমাকে আমার স্নেহ এবং তোমার পুত্র শুভ্র'র প্রতি আন্তরিক শুভকামনা।

ইতি

তোমার শিক্ষক

তারানাথ শীল

মোতাহার হোসেন চিঠিটা টেবিলে রেখে অ্যাসট্রে দিয়ে চাপা দিতে দিতে বললেন, চিঠিতে লেখা তুমি স্যারের অতি প্রিয় একজন। স্যার তোমাকে দিয়ে উপকৃত হয়েছেন। তুমি কী করেছ তার জন্যে?

মনজু বলল, তেমন কিছু করি নাই স্যার। টুকটাক সেবা। পাশে বসে গল্পগুজব। উনি মহৎপ্রাণ মানুষ। আমার ছোট কাজটাকেই বড় করে দেখেছেন।

মোতাহার হোসেন বললেন, চিঠিটা কি উনার লেখা?

মনজুর বুক ধক করে উঠল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, স্যার, উনার প্যারালাইসিস। উনি হাতে কিছু লিখতে পারেন না। উনি ডিকটেশন দিয়েছেন, অন্য একজন লিখেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য একজনটা কে, তুমি?

জি স্যার।

মোতাহার হোসেন এই পর্যায়ে এসে কিছুক্ষণ সরাসরি মনজুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনজু চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝেছে দরুদে শেফা কাজ করে নি। আজ তার খবর আছে। এই লোকের সামনে মিথ্যা কথা বলাও সম্ভব না।

তোমার নাম যেন কী?

শফিকুল করিম। ডাক নাম মনজু।

আমার তো ধারণা সোমেশ্বর স্কুলের রিটায়ার্ড কোনো হেডমাস্টারের সঙ্গে তোমার দেখাই হয় নি। আমার ধারণা কি ঠিক?

মনজু দেরি করল না। সঙ্গে সঙ্গে বলল, জি স্যার ঠিক।

পড়াশোনা কী?

বিএ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, পাস করতে পারি নি।

পুলিশের কাছে কখনো ধরা পড়েছ? হাজত খেটেছ?

জি না স্যার।

তুমি বাইরে যাও। অপেক্ষা করো। তোমাকে পরে ডাকব।

স্যার, আমি বরং চলে যাই?

মোতাহার হোসেন জবাব দিলেন না। অ্যাসট্রে দিয়ে চাপা দেওয়া চিঠি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন। টেলিফোন তুলে কাকে যেন কী বললেন। মনজু বাঘের খাঁচা থেকে বের হয়ে এল। ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকার পরেও তার কপাল ঘামছে। বুক ঘড়ফড় করছে। এই মুহূর্তে পরপর দুটা সিগারেট খেয়ে তাকে শরীর ঠিক করতে হবে। অফিসে সিগারেট খাওয়া যাবে না। তাকে চলে যেতে হবে রাস্তায়। রাস্তার পাশের ছোট ছোট চায়ের দোকানগুলি ভালো চা বানায়। মিষ্টি বেশি দিয়ে এক কাপ চা, সঙ্গে দুটা সিগারেট। দুটা সিগারেট পর পর খাবার আলাদা নাম আছে– মামা-ভাগ্নে সিগারেট। প্রথমটা মামা সিগারেট, এতে নেশার ক্ষেত্র তৈরি হয়। দ্বিতীয়টা ভাগ্নে সিগারেট। তখন নেশাটা জমে।

মেগাবস তাকে থাকতে বলেছেন। কেন বলেছেন বোঝা যাচ্ছে না। কোলে বসিয়ে আদর করার জন্যে নিশ্চয়ই থাকতে বলেন নি। কিছুক্ষণ শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করলেন। মাথার ঘ্রাণ নিলেন। তারপর বললেন, বাবা যাও আজ থেকে চাকরিতে জয়েন করো। মাসে বেতন পাঁচ হাজার টাকা। কোয়ার্টার ফ্রি, মেডিকেল ফ্রি। দুই ঈদে ফুল বোনাস। যাতায়াতের জন্যে কোম্পানি থেকে গাড়ি পাবে। আর বাবা শোনো, দুপুরে আমার সঙ্গে খাও। আমি আবার একা খানা খেতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজুর ধারণা মেগাবস তাকে থাকতে বলেছেন পুলিশের হাতে তুলে দেবার জন্যে। এইসব অতি বড়লোকদের সঙ্গে থানাওয়ালাদের খুব খাতির থাকে। খবর দিলেই ওসি সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। দাঁত কেলিয়ে বলেন, স্যার, আপনার জন্যে কী করতে পারি? সমস্যা কী হয়েছে বলেন। ঠিক করে দিয়ে যাই।

ওসি সাহেব এই ধরনের কথা বললে মেগাবস বলবেন, এই ছেলেটাকে থানায় নিয়ে যান। আমার সঙ্গে ফ্রডবাজি করতে এসেছে। দু'এক রাত হাজতে রেখে দেন। তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। সমাজের একটা উপকার হবে।

থানাওয়ালারা সমাজের উপকারের জন্যে মোটেই ব্যস্ত না, তবে মেগাবসের কথা বলে কথা।

মনজুর চা খাওয়া হয়েছে। মামা-ভাগ্নে সিগারেট খাওয়াও হয়েছে। এখন সে কী করবে বুঝতে পারছে না। মেগাবস তাকে থাকতে বলেছেন বলেই বোকামি করে অফিসে ঢুকে পুলিশের কাছে ধরা খাওয়ার কোনো মানে হয় না। ভদ্রলোক যে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন এটা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত। তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, পুলিশের হাতে কখনো ধরা পড়েছ, হাজত খেটেছ? এই প্রশ্নের মানে একটাই– হাজত খেটে দেখো কেমন লাগে।

এখন সে কী করবে? যাত্রাবাড়িতে ফিরে যাবে? গত সাতদিন ধরে সে যাত্রাবাড়িতে আছে। তার মামা ইকরাম সাহেবের বাড়িতে। আপন মামা না। তার বড় মামির ছোট ভাই। লতায়পাতায় মামা। ভদ্রলোক এজি অফিসের সিনিয়ার অ্যাসিসটেন্ট। ভালো মানুষ টাইপ জিনিস। মুখের উপর বলতে পারছেন না– এক সপ্তাহ হয়ে গেল। আর কতদিন থাকবে? মুখের উপর বলতে না পারলেও ঘুরিয়েফিরিয়ে ঠিকই বলেছেন। যেমন গত পরশু দিন বললেন, বুঝলে মনজু, দেশ থেকে আত্মীয়স্বজন আসলে আমার ভালো লাগে। আত্মীয়স্বজন ছাড়া বাঙালির আছে কী। এই যে কথায় আছে– 'এক লতায় টান দিলে দশ লতা নড়ে। চৈত্র মাসে মেঘ করে বৈশাখ মাসে পড়ে। তবে সমস্যা হলো আমার অতি ছোট বাসা। একটা বাথরুম। রুনু ইন্টারমিডিয়েট দিবে– নিরিবিলি ছাড়া পড়তে পারে না।

মনজু মামার কথা শেষ হবার আগেই বলেছে, অবশ্যই অবশ্যই। মামা, আপনি অতি ভালোমানুষ বলেই আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার সহ্য করেন। আমি আপনার জায়গায় হলে দরজায় নোটিশ ঝুলিয়ে রাখতাম– 'আত্মীয়স্বজন! পথ দেখো।' সিন্দাবাদের ভূতের মতো আত্মীয়স্বজন কাঁধে নিয়ে দিনের পর দিন পার করা উচিত না। একেবারেই উচিত না। এটা আসলে ক্রাইমের পর্যায়ে পড়ে। ফৌজদারি ক্রাইম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজু তার নিজের ব্যাপারে ছোট্ট একটা চাল চেলেছে। সে বলেছে– সে ঢাকায় এসেছে, কারণ এম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক মোতাহার হোসেন সাহেব তাকে একটা চাকরি দিয়েছেন। মাসিক বেতন দশ হাজার টাকা। অ্যাপয়েনমেন্ট টঙ্গি না চিটাগাং এটা জানতে পারছে না বলে চাকরিতে জয়েন করতে পারছে না। কারণ কিছু না, নিজের দাম সামান্য বাড়ানো। বেকার একটা ছেলেকে বাড়িতে পোষা এক কথা আর দশ হাজার টাকা বেতনের চাকরি আছে এমন একজনকে পোষা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

ইকবাল সাহেবের স্ত্রী স্বামীর মতোই বোকাসোকা মানুষ। তাকে কায়দা করতে মনজুর মোটেই বেগ পেতে হয় নি। প্রথম দিন থেকেই মনজু তাকে মা ডাকছে। কারণ এই ভদ্রমহিলা না কি অবিকল তার মৃতা মায়ের মতো।

মনজু কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছে, মা, আপনাকে আমি তাঁর ছবি দেখাব। ছবি দেখালে বুঝবেন আমার কথা কতটুকু সত্যি কতটুকু মিথ্যা। আপনার চেহারা যে শুধু আমার মা'র মতো তা-না, আপনার চালচলন, কথাবার্তাও আমার মা'র মতো। আমার মা'র মতোই আপনি নরম স্বভাবের। তবে আমার মা আপনার মতো সুন্দরী ছিলেন না। আপনার গায়ের রঙ তো আগুনের মতো। আমার মা ছিলেন শ্যামলা।

ভদ্রমহিলা খুবই খুশি হয়ে গেলেন। লাজুক গলায় বললেন, কী যে তুমি বলো! আমার আবার গায়ের রঙ। গায়ের রঙ ময়লা বলে বিয়েই হচ্ছিল না।

মনজু চোখ কপালে তুলে বলেছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! মা, আপনি এইসব কী বলেন? আপনার গায়ের রঙ ময়লা!

রঙ আরো ভালো ছিল। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় টাইফয়েড হলো, তখন রঙ নষ্ট হয়ে গেল।

নষ্ট হবার পরে এই অবস্থা। ইয়া গাফুরুর রহিম। মা শুনেন, কাজের কথা বলি। আমি বাইরের একজন মানুষ, আপনাদের ছোট্ট সংসারে উপদ্রবের মতো উপস্থিত হয়েছি। দু'একদিনের মধ্যে আমার পোস্টিং হবে। মনে হচ্ছে চিটাগাং নিয়ে ফেলবে। আমাদের মূল অফিস চিটাগাং-এ। এই দু'একদিন আমি আপনাদের বসার ঘরের সোফায় শুয়ে থাকব যদি অনুমতি দেন।

অবশ্যই থাকবে। অনুমতির কী আছে?

আরেকটা কথা মা– যদি চিটাগাং-এ পোস্টিং হয় তাহলে কিন্তু আমি আপনাদের সবাইকে একবার চিটাগাং নিয়ে যাব। কক্সবাজার দেখায়ে নিয়ে আসব। নিজের মায়ের কোনো সেবা তো করতে পারি নাই। মাতৃঋণ শোধ হয় নাই। দেখি আপনাকে দিয়ে যদি...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোকাসোকা বাবা-মা'দের ছেলেমেয়েরা বিচ্ছু হয়। আর ছেলেমেয়ে বলতে যদি একটাই হয় তাহলে সেটা হয় চিকন বিচ্ছু। বাইরের চেহারা থাকবে সরলটাইপ, বুদ্ধি থাকবে চিকন। মসলিনের সুতা চোখে দেখা যায় না এমন চিকন। ইকবাল সাহেবের মেয়ে রুনু যে চিকন বুদ্ধির মসলিন এটা ধরা পড়ল চতুর্থ দিনে। সে কলেজে যাবে অ্যাডমিট কার্ড আনতে। মনজু সঙ্গে গেছে রিকশা ঠিক করে দিতে। রুনু বলল, আপনাকে আসতে হবে না। আমি রিকশা ঠিক করতে পারি।

মনজু বলেছে, রিকশাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে হ্যাচোড়-প্যাচোড় করা তোমার মতো মেয়ের পক্ষে সম্ভব না। আমি আছি কী জন্যে?

রুনু বলল, আপনি তো আর সারা জীবন থাকবেন না। তখন কী হবে? না কি আপনার দীর্ঘ পরিকল্পনা?

এই বলেই মেয়ে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল। চোখের দৃষ্টি দেখেই মনজুর খবর হয়ে গেল। এই মেয়ে সহজ পাত্র না। এর ক্যাঁচাল আছে। মনজু বলল, আমি আর এক-দুই দিনের বেশি আছি বলে মনে হয় না। আজ ঢাকা অফিসে খোঁজ করব। বড় স্যার যদি জাপান থেকে আজ চলে আসেন তাহলে কালকেই আমাকে চিটাগাং রওনা হতে হবে।

রুনু বলল, আপনার পোস্টিং কি চিটাগাং-এ?

মনজু বলল, চিটাগাং-এ হবার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদের কোম্পানির ইংল্যান্ডেও অফিস আছে। আবার কাছের দেশ সিঙ্গাপুরেও আছে। আমাকে তো আর শুরুতেই বিদেশে পোস্টিং দিবে না।

রুনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, কেউ মিথ্যা কথা বললে আমার ভালো লাগে না।

মনজুর বুকে ধক করে ধাক্কা লাগলেও সে উদাস গলায় বলার চেষ্টা করল, কোনটা মিথ্যা?

রুনু বলল, আপনি যা বলছেন সবই মিথ্যা। আপনি ঢাকায় এসেছেন চাকরির খোঁজে। আপনার ইচ্ছা নানান ধরনের মিথ্যা-টিথ্যা বলে যতদিন সম্ভব আমাদের বাড়িতে থাকা। যখন আর থাকতে পারবেন না তখন আরো একটা বড় মিথ্যা বলে অন্য কোথাও যাবেন। সেখানেও মিথ্যা বলবেন।

এই তোমার ধারণা?

ধারণা না, এটাই সত্যি। বাবা-মা দু'জনই সোজা-সরল মানুষ বলে আপনার মিথ্যাগুলি ধরতে পারছেন না।

তুমি মহাচালাক বলে ধরে ফেলেছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুনু স্পষ্ট করে বলল, হ্যাঁ। তবে আপনার ভয় নেই, আপনার মিথ্যা আমি বাবা-মা'কে ধরিয়ে দেব না। আপনি তাদের ভুলিয়েভালিয়ে যতদিন ইচ্ছা আমাদের বাড়িতে থাকতে পারেন।

আমার প্রতি তোমার এত দয়ার কারণ কী?

আপনি মহাবিপদে পড়েছেন, এই জন্যেই আপনার প্রতি আমার দয়া।

এই পর্যায়ে মনজুর মনে হলো মেয়েটার কাছে সত্যি স্বীকার করে ফেলাই ভালো। অন্তত একজন নিজের মানুষ থাকল। মেয়েটা হৃদয়হীনা না। মায়া-মমতা আছে। মনজু সত্যি কথা বলতে শুরু করার আগেই রিকশা পাওয়া গেল। রুনু রিকশায় উঠতে উঠতে আবারো বলল, কেউ মিথ্যা কথা বললে আমার ভালো লাগে না।

মনজু মনে মনে বলল, এই পুঁচকি, তোর ভালো লাগার ওপরে দুনিয়া চলবে না। এই দুনিয়ায় সত্য-মিথ্যা দুই ভাই। দুনিয়া চলে দুই ভাইয়ের ইশারায়। তুই আরেকটু বড় হ। প্রেমেফ্রেমে পড়। তারপর দেখবি কী রকম হড়বড় করে মিথ্যা বলবি। তখন একটা সত্যি কথা বললে বিশটা বলবি মিথ্যা।

AMARBOI.COM

মামা-ভাগ্নে সিগারেটের পর মনজু আরেকটা সিগারেট ধরাল। এই সিগারেটের নাম চিন্তা সিগারেট। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সিগারেট। চিন্তা সিগারেট এক জায়গায় বসে টানার সিগারেট না। এই সিগারেট হাঁটাহাঁটি করতে করতে টানতে হয়।

এখন মনজুর প্রধান চিন্তা সে কী করবে? মেগাবস তাকে বসতে বলেছিলেন। সে কি অফিসে ফিরে যাবে? মেগাবস যদি তাকে পুলিশে দিতে চাইতেন তাহলে তখনই দিতে পারতেন। বসতে বলতেন না। লাক ট্রাই করতে অসুবিধা কী? মেগাবস যদি তাকে ডেকে পাঠান তাহলে সে বলবে– স্যার, আপনার কাছ থেকে খালি হাতে যদি ফিরি তাহলে মৃত্যু ছাড়া আমার পথ নেই। এই দেখেন স্যার, আমি বিশটা ঘুমের ট্যাবলেট কিনে পকেটে রেখে দিয়েছি। এক পাতা ঘুমের ট্যাবলেট কিনতে কত টাকা লাগবে কে জানে। তার কাছে এই মুহূর্তে আছে সাতান্ন টাকা এবং সাতটা সিগারেট। সাতটা সিগারেটে আজকের দিন চলবে না। আরেক প্যাকেট কিনতে হবে। ঘুমের ওষুধ কেনার চিন্তা বাদ দিতে হবে। মেগাবসকে অন্য কিছু বলতে হবে। যেমন– স্যার, আপনার কাছ থেকে যদি খালি হাতে ফিরি তাহলে চলন্ত ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়া ছাড়া আমার পথ নেই।

মোতাহার হোসেন মনজুকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মনজু এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। সে একমনে দোয়া ইউনুস পড়ে যাচ্ছে। মহাবিপদের সময় এই দোয়া পড়তে হয়। তার কাছে মনে হচ্ছে সে মহাবিপদেই আছে।

মনজু!

জি স্যার।

আমার ছেলের নাম তুমি জানো। শুভ্র! চিঠিতে এই নামের উল্লেখ আছে। আমার ছেলেটা শারীরিক এবং মানসিক দুই ভাবেই অন্য দশজনের থেকে আলাদা। তার চোখ খুব খারাপ। চশমা পরেও সে যে খুব ভালো দেখে তা আমার মনে হয় না।

মনজু মনে মনে বলল, বক্তৃতা বন্ধ করে আসল কথা বল। তোর ছেলে চোখে দেখে না তাতে আমার কী? সে আন্ধা হয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। বাপের টাকার বিছানায় হাগা-মুতা করবে। দশটা থাকবে নার্স। প্রত্যেকটা দেখতে সুন্দর। এরা তোর ছেলেকে শুচু করাবে।

মোতাহার হোসেন বললেন, চোখের সমস্যা ছাড়াও তার শরীর দুর্বল। ছোটবেলা থেকেই অসুখ-বিসুখে ভোগে। তার মা তাকে আলাদা করে বড় করেছেন বলে পৃথিবীর জটিলতা সে কিছুই জানে না। তার জগৎটা হলো বইপত্রের। সে দিনরাত বই পড়ে। আমি আমার ছেলের জন্যে একজন সার্বক্ষণিক চালাক-চতুর সঙ্গী খুঁজছি। শুভ্র যখন বাইরে যাবে ওই সঙ্গী থাকবে তার সঙ্গে।

মনজু মনে মনে বলল, শালা বুড়া কুমির, তুই ছেলের জন্যে চাকর খুঁজছিস? আমার চেহারা কি দেখতে চাকরের মতো? তুই কি আমাকে টাকার গরম দেখাস?

মনজু!

জি স্যার।

তুমি চালাক ছেলে। তোমার মতোই একজনকে আমার দরকার। করবে এই চাকরি?

স্যার, বেতন কী?

যদি চাকরি করো– তুমি থাকবে আমার ওয়ারির বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়া ফ্রি। মাসে তোমাকে ছয় হাজার করে টাকা দেয়া হবে। অফিসের অন্যান্য সুবিধা যা আছে পাবে। করতে চাও এই চাকরি?

জি স্যার। অবশ্যই করব।

তুমি আমার সঙ্গে শুরুতে যে চালাকি করেছ সে-রকম চালাকি আমার ছেলের সঙ্গে করবে না। শুভ্র চালাকি ধরতে পারে না।

মনজু বলল, স্যার, মানুষ ভুল একবারই করে।

মোতাহার হোসেন বললেন, মানুষ বারবারই ভুল করে। তুমিও করবে। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে রেখো– আমার ছেলের সঙ্গে যদি কোনো ভুল করো আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

মনজু বলল, স্যার ভুল হবে না।

মোতাহার হোসেন বললেন, এখন কানে ধরো।

মনজু হতভম্ব হয়ে তাকাল। এই শুয়োর কী বলে? আমি কানে ধরব কী জন্যে?

মোতাহার হোসেন বললেন, আমার সঙ্গে যে চালাকি করেছ তার শাস্তি হিসেবে আমি না বলা পর্যন্ত তুমি কানে ধরে উঠবোস করতে থাকবে। চাকরি পাবার এটা হলো পূর্বশর্ত।

মনজু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এটা কি কোনো ঠাট্টা? কোনো রসিকতা? মোতাহার হোসেনও তাকিয়ে আছেন। তার চোখের দৃষ্টি শান্ত। শান্ত দৃষ্টি বলে দিচ্ছে মনজুকে ছয় হাজার টাকা বেতনের চাকরি নিতে হলে সত্যি সত্যি তাকে কানে ধরে উঠবোস করতে হবে। এটা কি আসলেই সম্ভব? রাস্তায় ভিক্ষুকদের সঙ্গে পড়ে থাকলেও সম্ভব না। মনজুর বাবা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। গ্রামে তিনি সম্মান নিয়ে বাস করেছেন। বাবার পুরনো ছাত্রের সঙ্গে যখন দেখা হয় তারা আন্তরিক ভঙ্গিতে বলে, তুমি জালাল সাহেবের ছেলে। তোমার বাবা তো ফেরেশতার মতো মানুষ ছিলেন।

মনজু কানে ধরে উঠবোস করছে। এর মধ্যেই মোতাহার হোসেন অফিসের ম্যানেজারকে ডেকেছেন। ম্যানেজারকে খুবই সহজ ভঙ্গিতে বলেছেন– এই ছেলেটাকে একটা অ্যাপয়েনমেন্ট লেটার দাও। বেতন সব মিলিয়ে ছয় হাজার টাকা। আজ তাকে এক মাসের বেতন অ্যাডভান্স দেবে। মনে হয় টাকা তার খুবই দরকার। মাসে মাসে কেটে রাখবে।

মনজু যাত্রাবাড়িতে ফিরল রাত আটটায়। সে তার মামির জন্যে সবুজ রঙের একটা শাড়ি, ইকবাল সাহেবের জন্যে সিল্কের পাঞ্জাবি কিনে এনেছে। বাজারের বড় ব্যাগে করে দুই কেজি খাসির মাংস, একটা ইলিশ মাছ, পোলাওয়ের চাল এবং ঘি এনেছে। দই এবং এক কেজি কুমিল্লার মাতৃভাণ্ডারের রসমালাই এনেছে। রাতে যাতে মামার বাসায় আজ ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়।

রুনু সব দেখে অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার?

মনজু বলল, বড় সাহেব জাপান থেকে ফিরেছেন। আমার ঢাকাতেই পোস্টিং হয়েছে। আমি কাল ভোরবেলা কাজে জয়েন করব।

রুনু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজু তার মামির পা ছুঁয়ে বলল, মা, আপনার জন্যে শাড়িটা এনেছি। আমার নিজের মা আমার তিন বছর বয়সে মারা গেছেন। তাকে কিছু দিতে পারি নি। আপনাকে দিলাম।

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মনজুর বাবা নেই, তবে মা বেঁচে আছেন। বিয়েশাদিও করেছেন।

মনজুর মামি এতই খুশি হলেন যে তার চোখে পানি এসে গেল। তিনি বললেন, তুমি কাল সকালে চলে যাবে এইসব কী বলছ? তুমি আমার এইখানেই থাকবে।

মনজু বলল, আমি মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাব। কোম্পানি আমাকে থাকার জায়গা দিয়েছে। আমাকে সেইখানেই থাকতে হবে।

বাড়িতে রান্নার বিপুল আয়োজন চলছে। ইকবাল সাহেব গেছেন দোকান থেকে ঠাণ্ডা কোক আনতে। ফিস্টটা যেন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। নতুন পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে গিয়েছেন। পাঞ্জাবিটা সুন্দর ফিট করেছে।

মনজু বসার ঘরে একা বসে আছে। রুনু এক সময় বসার ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখল– মনজু ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। রুনু অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে?

মনজু বলল, আমি আজ খুবই মনে কষ্ট পেয়েছি। আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

রুনু বলল, ঘটনাটা বলবেন?

মনজু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, একজন আমাকে সবার সামনে কানে ধরে উঠবোস করিয়েছে।

নুরু বলল, সেই একজনটা কে?

মনজু জবাব দিল না। শব্দ করে কাঁদতে লাগল। রুনু গিয়ে তার মাকে ডেকে নিয়ে এলো। তিনি এসে মনজুকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন।

মনজু মায়া লজের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। যার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনি যে ছোট সাহেবের মা, এই বাড়ির কর্ত্রী– তা কেউ না বলে দিলেও বোঝা যায়। ভদ্রমহিলার মুখটা ছোট এবং নিখুঁত গোলাকার বলেই মুখে বিড়াল বিড়াল ভাব চলে এসেছে। পরেছেন কালো সিল্কের শাড়ি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা সাদা-কালো বিড়াল বসে ফোঁস ফোঁস করছে। তার সামনে একটা টেবিল। টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ার আছে। মনজু খালি চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বসতে বলা হয় নি। তাকে বসতে বলা হবে এমন কোনো সম্ভাবনাও সে দেখছে না। ভদ্রমহিলা তাকে চাকরবাকর হিসেবেই দেখছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার নাম কী বললে?

মনজু!

মনজু না মজনু? স্পষ্ট করে বলো। বিড়বিড় করছ কেন?

ম্যাডাম আমার নাম মনজু।

জাহানারা টেবিলে রাখা চশমা চোখে দিলেন। পরীক্ষকের ভঙ্গিতে তাকালেন। তাকে দেখে মনে হলো না মনজুকে তার পছন্দ হয়েছে।

দেশের বাড়ি কোথায়?

নেত্রকোনা।

জাহানারা হতাশ গলায় বললেন, বুঝেছি– আইছুন খাইছুনের দেশ। শোনো ছেলে, শুভ্রর সঙ্গে এ জাতীয় ভাষা ব্যবহার করবে না। পরে দেখা যাবে সেও আইছুন খাইছুন শুরু করেছে। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবে, বুঝেছ?

জি আচ্ছা ম্যাডাম।

আজ আমার শরীরটা খারাপ বলে তোমাকে উপরে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার জায়গা হচ্ছে একতলা। এখানেই থাকবে, উপরে আসবে না। শুভ্রর ঘরে তোমার যাবার দরকার নেই। বুঝেছ?

তুমি সবসময় একটা হ্যান্ডব্যাগ ক্যারি করবে। সেখানে শুভ্রর জন্যে বাড়তি চশমা রাখবে। শুভ্রর চোখ খারাপ জানো তো?

জি জানি।

শেভ করো নি কেন? প্রতিদিন সকালে শেভ করবে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ঘুরবে না।

জি আচ্ছা।

বয়স কত?

চব্বিশ।

চব্বিশ বলে তো মনে হয় না। আমার কাছে সাতাশ-আটাশ মনে হচ্ছে। বয়স কমাও কেন? বয়স কমাবার কী আছে? শুভ্রর বয়স চব্বিশ, তাকে দেখে আঠার-উনিশের বেশি মনে হয় না। যাই হোক, শুভ্রকে তুমি ভাইজান ডাকবে। আপনি আপনি করে কথা বলবে। মাথার মধ্যে রাখবে যে তুমি তার ইয়ার বন্ধু না।

জি আচ্ছা।

একটা মোটা খাতা কিনবে। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে শুভ্র সারাদিন কী করল না-করল গুছিয়ে লিখে রাখবে। আমি যে কোনোদিন দেখতে চাইব। কি বলছি মনে থাকবে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি।

শূভ্রর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

জি না।

যাও দেখা করে আসো। হ্যান্ডব্যাগ আর খাতা কেনার টাকা রহমতুল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে নিও। রহমতুল্লাহর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে না? কেয়ারটেকার।

মনজু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তে নাড়তে মনে মনে বলল, তুই যে শুধু দেখতেই বিড়ালের মতো তা না। তুই বিড়ালের মতো মিউমিউ করে কথা বলিস। তোর উচিত ছিল মানুষ বিয়ে না করে একটা হুলো বিড়াল বিয়ে করা। এখনো সময় আছে। দেশের বাড়ি থেকে তোর জন্যে একটা বিড়াল আনব?

জাহানারা বললেন, ঠিক আছে এখন যাও। বারান্দা ধরে সোজা হাঁটো, শেষ মাথায় শুভ্রর ঘর। শুভ্রকে তোমার কথা বলা আছে। আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি– গাড়িতে করে যখন যাবে তুমি সবসময় বসবে ড্রাইভারের পাশের সিটে। শুভ্রর সঙ্গে বসবে না। ড্রাইভার কত স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে লক্ষ রাখবে। স্পিড কখনা যেন চল্লিশ কিলোমিটারের বেশি না হয়। ড্রাইভার যেন কখনো কোনো গাড়ি ওভারটেক না করে। আচ্ছা তুমি এখন যাও।

মনজু শুভ্রর ঘরের দিকে রওনা হয়েছে। পেছনে না ফিরেও সে বুঝতে পারছে বিড়ালনি তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে 'শুভ্র' নামক জিনিসটার ঘরে না ঢোকা পর্যন্ত তাকিয়েই থাকবে। মনজু ঘর থেকে যখন বের হবে তখনো দেখবে বিড়ালনি তার জায়গায় বসে আছে। তাকে দেখতে পেয়েই হাত ইশারায় ডাকবে। সে যখন বিড়ালনির কাছে এসে দাঁড়াবে তখন বলব, এই ছেলে তোমার নাম যেন কী? নামটা ভুলে গেছি। (বিড়ালনির নাম ঠিকই মনে আছে। তারপরেও নাম ভুলে গেছে বলবে তাকে তুচ্ছ করার জন্যে।) কঠিন কোনো গালি এই মহিলাকে দিতে পারলে মনে শান্তি হতো।

'শুভ্র' নামক জিনিসটার ঘরে ঢুকবে এই নিয়ে টেনশান হচ্ছে। বিড়ালনি যেমন সারাক্ষণ তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন শুভ্র ছাগলটাও তাই করবে। ছাগলটাকে শুরুতে সে কী বলবে– 'স্যার, আমি এসেছি।' না, 'স্যার' বলা যাবে না– বলতে হবে 'ভাইজান'। চাকর-বাকরের মুখে ভাইজান মানায়। অন্য কিছু মানায় না। সে যদি ঘরে ঢুকে ছাগলটার পা ছুঁয়ে সালাম করে বলতে পারত– 'ভাইজান গো! আমি আইছি। অখন কী করমু কন। শইল্যে তেল মালিশ কইরা দেই?' হবে না। গেরাইম্যা ভাষা বলা যাবে না। শান্তি নিকেতনের গুরুদেবের ভাষা বলতে হবে– 'ভাইজান, আমি এসেচি। (এসেছি চলবে না– ছ বাতিল, শুধুই চ) আমি আপনার সেবক। আপনার সোনার অঙ্গে তেল ডলে দেব খন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্রর হাতে ফুটখানিক লম্বা একটা দড়ি। সে দড়ি দিয়ে গিট্টুর মতো কী একটা বানিয়ে গভীর মনোযোগে গিট্টুর দিকে তাকিয়ে আছে। যেন এটা কোনো গিট্টু না, মহৎ কোনো শিল্পকর্ম। মনজু দরজার ওপাশ থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বিড়ালনির গর্ভে এ কী জিনিস? এমন সুন্দর কোনো পুরুষ মানুষ তো সে আগে কখনো দেখে নি। শুধু যে দেখতেই সুন্দর তা না। চেহারার মধ্যে মায়া মায়া ভাব। যেন অসম্ভব রূপবান একজন যুবক বালক বালক চেহারা নিয়ে বসে আছে।

মনজু বলল, ভাইজান, আমি আসব?

শুভ্র গিট্টু থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, এসো। মা তোমার কথা আমাকে বলেছেন। তুমি মনজু। চট করে বাথরুমে ঢুকে বাথরুমের বেসিন থেকে একটা কাঁচি নিয়ে এসো। তোমাকে খুবই মজার একটা জিনিস দেখাব।

মনজু বাথরুম থেকে কাঁচি নিয়ে এলো। খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার, শুভ্র নামের জিনিসটা তার সঙ্গে অতি পরিচিতজনের মতো কথা বলছে। বিড়ালনি অতি ভদ্র একটা ছেলে পয়দা করেছে।

কাঁচি এনেছ?

জি।

এখন খুব সাবধানে গিট্টুটা কাটো।

মনজু গিট্টু কাটল। শুভ্র বলল, আমি তোমাকে এখন খুবই বিস্ময়কর একটা ব্যাপার দেখাব। কাটা দড়িটা তোমার চোখের সামনে জোড়া লাগিয়ে দেব।

মনজু তাকিয়ে আছে। কাটা দড়ি কীভাবে জোড়া লাগবে সে বুঝতে পারছে না। দড়িটা যে দু'টুকরা হয়েছে এটা বুঝা যাচ্ছে। দড়ির চারটা মাথা বের হয়ে আছে।

মনজু!

জি ভাইজান।

শুভ্র বলল, দেখো আমি কী করছি– দুটা দড়ি হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলাম। হাতের মুঠো খুলব, দেখবে দড়ি জোড়া লেগে গেছে। আমাকে কিছুক্ষণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে থাকতে হবে। কারণ কাটা দড়ি জোড়া লাগানোর সময় দিতে হবে। এক কাজ করা যাক– তুমি বরং হাত মুঠো করো, তোমার হাতে দিয়ে দেই। কাটা দড়ি হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে থাকো। আমি না বলা পর্যন্ত হাতের মুঠো খুলবে না। ভালো কথা– তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো। সামনের চেয়ারটায় বসো।

মনজু বসল। তার হাতের মুঠোয় কাটা দড়ি। শুভ্র হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। কিশোরের সহজ-সরল হাসি। নেত্রকোনার ভাষায় এই হাসির নাম– অন্তরি হাসি। অন্তর থেকে যে হাসি আসে সেই হাসি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজু!

জি ভাইজান।

শুভ্র মনজুর দিকে ঝুঁকে এসে বলল, তুমি যদি শুভ্র হতে আর তোমার বাবা যদি তোমার জন্যে একজন অ্যাসিসটেন্ট ভাড়া করে নিয়ে আসত, যে অ্যাসিসটেন্টের কাজ হচ্ছে তোমাকে পাহারা দেয়া– তুমি রাগ করতে না?

করতাম।

আমিও রাগ করেছি। খুবই রাগ করেছি। আমি অথর্ব কেউ না। আমার বুদ্ধিবৃত্তিও নিম্ন পর্যায়ের তা না। আমার সঙ্গে একজন চড়নদার কেন লাগবে? বাবা তোমাকে চড়নদারের অ্যাপয়েনমেন্ট দিয়েছেন। মা কী করবেন জানো? মা চেষ্টা করবেন গোপনে তোমাকে স্পাই বানিয়ে ফেলতে। তোমার কাজ হবে আমি কোথায় যাচ্ছি, কার কাছে যাচ্ছি, কী কথা বলছি সব মা'কে জানানো। আমার ধারণা ইতিমধ্যেই এই দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছে। হয় নি?

উনি বলেছেন প্রতিদিন রাতে ঘুমাবার সময় আপনি কোথায় যান, কী করেন সব একটা খাতায় লিখে রাখতে।

বাহ্ ভালো তো। Written report. মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি ঘর থেকেই বের হই না। দিনের পর দিন এই ঘরে বসে থাকি। বই পড়ি। কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করি। ইন্টারনেটে অপরিচিত সব মানুষদের সঙ্গে গল্প করি।

মনজু বলল, ভাইজান, দড়ি কি জোড়া লেগেছে?

না, এখনো লাগে নি। হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে থাকো। যখন লাগবে আমি বলব। মনজু শোনো, তুমি যে আমার প্রথম চড়নদার তা কিন্তু না। তোমার আগে আরো চারজন ছিল। ওদের প্রত্যেককেই আমার পছন্দ হয়েছিল। কেউ বেশিদিন থাকে না। বড়জোর তিন মাস, তারপরই এদের চাকরি চলে যায়। কী জন্যে চলে যায় আমি নিজেও জানি না। তোমার ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটবে। কাজেই তোমার উচিত হবে গোপনে চাকরি খোঁজা।

মনজু হঠাৎ আন্তরিক ভঙ্গিত বলল, ভাইজান, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে।

শুভ্র বলল, আমাকে পছন্দ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি খুবই ভালো মানুষ। মন্দ হবার জন্যে মন্দ মানুষদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে হয়। আমি তা করি না। আচ্ছা তুমি এখন যাও।

হাতের মুঠা খুলব ভাইজান?

নিজের ঘরে গিয়ে খোলো।

মনজু শুভ্রর ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েই থমকে গেল। জাহানারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকই আগের জায়গায় বসে আছেন। তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তবে তিনি তাকে ডাকলেন না। মনজু নিজের ঘরে ঢুকে হাতের মুঠা খুলল– সত্যি সত্যি দড়ি জোড়া লেগেছে। মনজু বুঝতে পারছে দড়ি জোড়া লাগার ঘটনা ঘটেছে অনেক আগেই, যখন তার হাতে দড়ি দেয়া হয়েছে তখনই। শুভ্র নামের মানুষটা এতক্ষণ শুধু শুধু তাকে মুঠো বন্ধ করে রেখেছে। সে তার সঙ্গে মজার একটা খেলা খেলেছে।

মনজুকে যে ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছে সেই ঘরটা বেশ বড়। দুটা সিঙ্গেল খাট পাতা আছে। একটাতে সে বিছানা করেছে, অন্যটা খালি। ঘরে দুটা চেয়ার আছে, একটা টেবিল আছে। বেশ বড় একটা ওয়ারড্রোব আছে। আলনা আছে। কালো রঙের বিশাল একটা ট্রাংক আছে। ট্রাংক তালাবদ্ধ। ছোট্ট পিচকা তালা, চাপ দিলেই খুলে যাবে। ট্রাংকটার দিকে তাকালেই মনজুর ইচ্ছা করে তালা ভেঙে দেখতে ভেতরে কী আছে।

এই বাড়ির দোতলাটা যেমন ফাঁকা একতলা ফাঁকা না। অনেক লোকজন বাস করে। মনজুর পাশের ঘরেই থাকেন রহমতুল্লাহ। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের মতো। তিনি এ বাড়ির ম্যানেজার। শক্ত-সমর্থ চেহারা। সারাদিনই ছোটাছুটির মধ্যে আছেন। তার প্রধান ডিউটি প্রতিদিন সকালে বাজার করা। তার একজন অ্যাসিসটেন্ট আছে, ছগীর নাম। তার ডিউটি কী বোঝা যাচ্ছে না। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় সে বারান্দার বেঞ্চিতে কুঁজো হয়ে বসে আছে। এই সময় যেই বারান্দায় থাকে ছগীর সরু চোখে তার দিকেই তাকিয়ে থাকে। প্রথম বার এই দৃশ্য দেখে শঙ্কিত হয়ে মনজু জিজ্ঞেস করেছিল– কিছু বলবেন? ছগীর না-সূচক মাথা নেড়েছে কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় নি।

ড্রাইভার আছে তিনজন, দারোয়ান চারজন। তারা পাশাপাশি ঘরে থাকে এবং সারাক্ষণই ক্যারম খেলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্যারমের ঘুঁটির খটাস খটাস শব্দ হতে থাকে। সন্ধ্যার পর থেকে তাদের ঘরে টিভি চালু হয়। তখন শুরু হয় তাস খেলা। তাস খেলা চলে গভীর রাত পর্যন্ত। একদিকে তাস খেলা চলছে অন্যদিকে চলছে টিভি। মনজুর মনে হয় এরাই এ বাড়ির সবচে' সুখী মানুষ।

রান্না করা এবং কোটা-বাছার লোক সব মিলিয়ে কয়জন মনজু এখনো জানে না। তারা থাকে একতলার ভেতরের দিকে। খানিকটা খোলা বারান্দা পার হয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। তবে ভেতরের বাড়িতে যাওয়া নিষেধ। রহমতুল্লাহ প্রথম দিনেই নিয়মকানুন বলে দিয়েছেন। গলাখাঁকারি দিয়ে বলেছেন (তিনি প্রতিটি বাক্য গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করেন)– মনজু শোনো, ভিতরের বাড়িতে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষেধ। মেয়েছেলেরা কাজ করে। কাজের সময় তাদের কাপড়চোপড় ঠিক থাকে না, বুঝেছ? মাথা নাড়লে হবে না। মুখে বলো– বুঝেছি।

মনজু বলল, বুঝেছি।

তিন বেলা খাওয়া তোমার ঘরের সামনে টিফিন ক্যারিয়ারে দিয়ে যাবে। খাওয়ার পরে টিফিন ক্যারিয়ার ধোয়ামোছা করে ঘরের সামনে রেখে দিতে হবে। এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, কার কখন ডিউটি তার নাই ঠিক। বুঝেছ?

জি বুঝেছি।

ধরো সকালে টিফিন ক্যারিয়ারে তোমারে নাশতা দেয়া হলো। তুমি নাশতা খেলে না। নাশতা ভরা টিফিন ক্যারিয়ার তোমার ঘরের সামনে পড়ে রইল। তখন কিন্তু তোমাকে দুপুরের খাবার দেওয়া হবে না। নাশতা যদি নাও খাও– টিফিন ক্যারিয়ার ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। বুঝেছ?

জি বুঝেছি।

মাসে একদিন প্রথম বিষ্যুদবার সন্ধ্যায় ফিস্ট হয়। সেদিন আমরা চেষ্টা করি সবাই মিলে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতে। পোলাও রোস্ট, খাসির মাংসের কালিয়া আর দৈ-মিষ্টি। যেদিন দৈ-মিষ্টি থাকে না সেদিন থাকে কোক ফান্টা। তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস করার আছে?

জি না।

বাড়ির চারদিকে বিরাট বাগান আছে। বাগানে ঘুরতে চাইলে ঘুরতে পারো, শুধু রাত বারোটার পরে না। রাত বারোটার পরে কুত্তা ছেড়ে দেয়া হয়। স্যারের দুটা কুত্তা আছে– সরাইলের কুত্তা। ভয়ঙ্কর। কুত্তার সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করানো হয়েছে?

জি না।

যাও গার্ডের কাছে যাও, সে পরিচয় করায়ে দেবে। তোমার গায়ের গন্ধ শুঁকাবে। কুকুরের স্মৃতিশক্তি ভালো। একবার কারোর গায়ের গন্ধ শুঁকলে বাকি জীবন মনে রাখে। তারপরেও প্রথম এক সপ্তাহ রোজ তোমার গায়ের গন্ধ শুঁকায়ে আসবে। এদের নামও মনে রাখবে। একজনের নাম টুং, আরেকজনের নাম টাং।

কুকুরের নাম টুং টাং?

ছোট সাহেব নাম রেখেছেন। কুকুর দুটাই নিজেদের নাম খুব ভালোমতো চেনে। টুং ডাকলে টুং ছুটে আসে, টাং ডাকলে টাং ছুটে আসে। তোমার কি আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?

জি না।

আমাদের এইখানের নিয়মে মাসে দুই দিন ছুটি। ছুটি কবে নিতে হবে সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগেই বলে দিতে হবে। ইচ্ছা করলে ছুটি জমাতে পারো। কোনো মাসে যদি ছুটি না নাও তাহলে পরের মাসে চারদিন ছুটি পাবে। এই বাড়িতে চাকরির আরাম আছে। ভালো আরাম।

মনজু বলল, আপনাকে কী ডাকব?

রহমতুল্লাহ বললেন, যা ইচ্ছা হয় ডাকবে, শুধু স্যার ডাকবে না। আমরা এখানে শুধু বড় সাহেবকে স্যার ডাকি।

চাচাজি ডাকব?

ডাকতে পারো। ও আচ্ছা, আরেকটা কথা তো বলতে ভুলে গেছি। মাসে এক-দুই দিন আমার শরাব খাওয়ার অভ্যাস আছে। সবাই জানে। বড় স্যারও জানেন। মাতাল অবস্থায় একদিন উনার সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। উনি কিছু বলেন নাই। যাই হোক আসল কথা হচ্ছে– ফিস্টের রাতে একতলার লোকজন চান্দা তুলে আমাকে একটা বোতল কিনে দেয়। বোতল কেনার চান্দা তুমিও দিবে। তোমার ভাগে ত্রিশ-চল্লিশ টাকার বেশি পড়বে না।

মনজু বলল, জি আচ্ছা।

তোমার কি এইসব অভ্যাস আছে?

জি না।

না থাকাই ভালো। অতি বদঅভ্যাস। আমি হজ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হজের পর তওবা করে এইসব ছেড়ে দেব।

AMARBOI.COM

জাহানারা ছেলের ঘরে এসে বসেছেন। শুভ্র হাসি-মুখে মা'র দিকে তাকিয়ে আছে, তবে সে মাকে দেখতে পাচ্ছে না। কারণ তার চোখে চশমা নেই। সে দেখছে নাক-মুখবিহীন ফর্সা একটা গোলাকার মুখ। শুভ্র বলল, মা, তুমি কেমন আছ?

জাহানারা বললেন, আমি কেমন আছি তা দিয়ে তো তোর কোনো দরকার নেই। আমাকে ছাড়াই তো তুই সুখে আছিস। আমি একবার পনেরো ঘণ্টা তোর সঙ্গে কথা বলি নি। তুই বুঝতেই পারিস নি।

শুভ্র বলল, বুঝতে পারব না কেন! ঠিকই বুঝেছি। আমি ভাবলাম কোনো কারণে তুমি কারো সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছ না। একা একা থাকতে চাচ্ছ। তাই তোমাকে বিরক্ত করি নি।

ছেলেটাকে কেমন দেখলি?

কোন ছেলেটা?

ঐ যে তোর সঙ্গে সঙ্গে যে ঘুরবে। তোর টেক কেয়ার করবে। মিজান না কী যেন নাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও মনজুর কথা বলছ? ভালো ছেলে। বুদ্ধিমান, সরল-সোজা।

তোর কাছে তো সবাই বুদ্ধিমান। সবাই সরল-সোজা। ও তোর কাছ থেকে হাতে মুঠো করে কী নিয়ে যাচ্ছিল?

দড়ি নিয়ে যাচ্ছিল।

জাহানারা অবাক হয়ে বললেন, দড়ি নিয়ে যাচ্ছিল মানে কী?

মানে হলো মা, আমি ওকে একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছিলাম। চায়নিজ রোপ ট্রিক। একটা দড়ি কেটে দু'টুকরা করে তার হাতে দিয়েছি। দশ মিনিট মুঠো বন্ধ করে রাখলে কাটা দড়ি জোড়া লেগে যায়। এই ট্রিক।

জোড়া লেগেছে?

জানি না জোড়া লেগেছে কি-না। তার সঙ্গে পরে আমার আর দেখা হয় নি।

তুই দুনিয়ার সবাইকে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াচ্ছিস, কই আমাকে তো এখনো দেখালি না।

এইসব ব্যাপারে তোমার আগ্রহ নেই, সেই জন্যে তোমাকে দেখাই নি।

আগ্রহ নেই তোকে কে বলল? ছোটবেলায় কত ম্যাজিক দেখেছি। আমি নিজেও একটা ম্যাজিক পারতাম– রাবারব্যান্ড দিয়ে করতে হয়। এখন অবশ্যি ভুলে গেছি। দেখি তুই আমাকে একটা ম্যাজিক দেখা। ঐ ছোঁড়াটাকে যেটা দেখিয়েছিস সেটা না। অন্য কিছু।

অন্য কিছু তো মা পারব না। আমি একটাই ভালোমতো শিখেছি। কাটা দড়ি জোড়া লাগানো। এটা দেখাব?

AMARBOI.COM

আচ্ছা দেখা।

তাহলে মা তুমি চট করে বাথরুমে যাও। কাঁচিটা নিয়ে আসো।

জাহানারা ছেলের বাথরুমে ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেলেন। বাথরুমের আয়নায় বড় বড় করে একটা ইংরেজি কবিতা লেখা। কবিতাটা লেখা হয়েছে লাল লিপস্টিক দিয়ে। শুভ্র লিপস্টিক পাবে কোথায়? তিনি কয়েকবার কবিতাটা পড়লেন। যে লিপস্টিক দিয়ে কবিতাটা লেখা হয়েছে সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন। লিপস্টিক পাওয়া গেল না।

বাথরুমের আয়নায় লেখা–

> I often see flowers from a passing car
> That are gone before I can tell what they are.
> Heaven gives its glimpses only to those
> Not in position to look to close.

জাহানারা কাঁচি হাতে ছেলের সামনে বসলেন। ম্যাজিকে এখন তার মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। তার মাথায় ঘুরছে বাথরুমের আয়নায় লেখা কবিতা। যে লিপস্টিক দিয়ে কবিতাটা লেখা হয়েছে সেই লিপস্টিক।

জাহানারা বললেন, বাথরুমের আয়নায় হাবিজাবি এইসব কী লিখেছিস?

শুভ্র বলল, রবার্ট ফ্রস্টের একটা কবিতার প্রথম দু'লাইন এবং শেষ দু'লাইন।

মানে কী?

শুভ্র বলল, মানে হচ্ছে যে মানুষ গভীর আগ্রহে কিছু দেখতে চায় প্রকৃতি তাকে দেখায়, তবে খুব সামান্যই দেখায়।

জাহানারা বললেন, কিছুই তো বুঝলাম না। আচ্ছা বাদ দে। আমার কবিতা বোঝার দরকার নেই। তুই কী দেখাবি দেখা।

শুভ্র বলল, এই দেখো মা, দেড় ফুট লম্বা একটা দড়ি। তুমি মাঝখান দিয়ে কেটে দাও। এখন বলো– দু'টুকরা হয়েছে না? এখন এই দুটা টুকরা হাতের মুঠোয় নিয়ে নিজের ঘরে যাও। ঘড়ি দেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে মুঠো খুলবে। দেখবে দড়ি জোড়া লেগে গেছে।

সেটা কী করে সম্ভব?

ম্যাজিক মানেই তো অসম্ভবকে সম্ভব করা।

জাহানারা মুঠোয় করে দড়ি নিয়ে এলেন। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে মুঠো খুললেন। দড়ি জোড়া লাগে নি। যেমন ছিল তেমনি আছে।

শুভ্র কি তার সঙ্গে ফাজলামি করেছে? ম্যাজিকই তাকে দেখায় নি? দড়ি কেটে তার হাতে দিয়ে দিয়েছে? হয়তো সে এই ম্যাজিক জানে না। মজা করেছে। মিজান না ফিজান নামে ছেলেটার সঙ্গেও হয়তো তাই করেছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করার কোনো মানে হয় না। চাকরবাকর শ্রেণীর মানুষদের লাই দিতে নাই। লাই দিলেই এরা চেষ্টা করে কোলে বসে পড়তে।

জাহানারা সকিনাকে ডেকে পাঠালেন। ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ানো যদি শুভ্রর বর্তমান খেলা হয় তাহলে সে সকিনাকেও ম্যাজিক দেখিয়েছে। সেও নিশ্চয়ই কাটা দড়ি হাতে নিয়ে পাঁচ মিনিট ঘরে বসে ছিল। তারপর দেখল দড়ি যেমন কাটা ছিল সে রকম কাটাই আছে। 'এপ্রিল ফুল' হয়েছে।

সকিনা!

জি মা।

শুভ্র কি তোমাকে কোনো ম্যাজিক দেখিয়েছে?

জি।

দড়ি কাটার ম্যাজিক?

জি। উনি আমার সামনে একটা দড়ি কেটে দু'ভাগ করলেন। আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন মুঠি বন্ধ করে পাঁচ মিনিট রাখতে। আমি রাখলাম। তারপর দড়ি জোড়া লেগে গেল। মা, আমি যে কী অবাক হয়েছি।

জাহানারা গম্ভীর গলায় বললেন, তুমি যখন-তখন তার ঘরে যাও কেন?

সকিনা ভীত গলায় বলল, আমি তো যখন-তখন যাই না। ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে সকালে একবার যাই, বিকালে একবার যাই।

আর যাবে না।

জি আচ্ছা।

জাহানারা থমথমে গলায় বললেন, অল্পবয়েসি মেয়ের শরীরের গন্ধ খুব খারাপ। এই গন্ধে মহাপুরুষরাও অন্যরকম হয়ে যান। তুমি যখন-তখন ঝাড়ু দেবার নাম করে আমার ছেলের ঘরে ঢুকবে, শরীরের গন্ধ ছড়াবে। ঝাড়ু দেবার জন্যে কায়দা করে মাথা নিচু করবে যাতে বুক দেখা যায়। এতে যদি আমার ছেলের কোনো সমস্যা হয় তখন? পেট বাঁধালে তোমাদের কিছু যায়-আসে না। তোমাদের পেট বাঁধিয়ে অভ্যাস আছে। আজকে পেট বাঁধাবে, কাল ফেলে দেবে। কাঁদছ কী জন্যে? এইসব মরাকান্না আমার সামনে কাঁদবে না। যাও সামনে থেকে।

সকিনা প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বের হলো। জাহানারা নিজেই তার ঘরের পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হবে। তার জন্যে প্রস্তুতি দরকার।

AMARBOI.COM

তারও আগে জানা দারকার শুভ্র লিপস্টিক কোত্থেকে পেয়েছে। সকিনার কাছ থেকে নিয়েছে? কটকটা লাল রঙের লিপস্টিক চাকরানী টাইপ মেয়েদের কাছেই থাকে। মেয়েটাকে যখন শুভ্র ম্যাজিক দেখাচ্ছিল তখনই হয়তো শুভ্র বলেছে– তোমার কাছে লাল লিপস্টিক আছে? নিয়ে এসো। তাতেই সকিনা মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে লিপস্টিক আনতে গেছে। হারামজাদী ভেবেছে ভাইজানের সঙ্গে প্রেম হয়ে গেছে।

জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। লিপস্টিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। শুভ্রকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে হবে। সন্দেহ নিয়ে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

শুভ্রর ঘরের সব বাতি নেভানো। তবে সে জেগে আছে। কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। কম্পিউটারের পর্দার হালকা সবুজ আলো পড়েছে তার চোখে-মুখে। কী সুন্দর লাগছে। জাহানারা জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শুভ্র গভীর মনোযোগে কী যেন টাইপ করছে। জাহানারার ছেলের মনোযোগ নষ্ট করার ইচ্ছা করল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র ইন্টারনেটে একজনের সঙ্গে শব্দহীন কথা বলাবলি করছে। সেই একজনের নাম 'আত্রলিতা'। শুভ্রর ধারণা নামটা আসল না। ছদ্মনাম। ইন্টারনেটে গল্পগুজবের সময় বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই ছদ্মনাম ব্যবহার করে।

আত্রলিতার বাড়ি নরওয়েতে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিনিক্যাল সাইকলজির ছাত্রী। বয়স উনিশ। শুভ্রর সঙ্গে সে মাঝে মধ্যেই গল্প করে।

শুভ্র কম্পিউটার কি-বোর্ডে দ্রুত লিখল– কেমন আছ আত্রলিতা?

আত্রলিতা জবাব দিল– ভালো না।

ভালো না কেন?

আমার মন ভালো নেই।

মন ভালো নেই কেন?

আমার বয়ফ্রেন্ড আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে।

বকা দিয়েছে?

না, বকা দেয় নি। হাসি হাসি মুখে বলেছে– তোমার সঙ্গে আমার মিশ খাচ্ছে না। তুমি দক্ষিণ মেরুর মেয়ে আর আমি উত্তর মেরুর ছেলে। দুই মেরুর দু'জন একসঙ্গে কনসার্টে বাজনা বাজাতে পারে না।

তোমার বয়ফ্রেন্ড তো খুব গুছিয়ে কথা বলে!

সে মোটেই গুছিয়ে কথা বলে না। তার কিছু মুখস্থ কথা আছে। আমাকে সে যে কথাগুলি বলেছে এরকম কথা সে আগেও তার অন্য বান্ধবীদের বলেছে।

তাহলে তো এমন একজনের সঙ্গে কনসার্টে বাজনা বাজানোই উচিত না। তুমি বরং একাই বাজনা বাজাও।

একা একা কি কনসার্ট হয়?

হ্যাঁ হয়। একটা বাজনা তুমি সত্যি সত্যি বাজাবে। অন্য বাজনাগুলি কল্পনা করে নেবে।

শুভ্র, তুমি কিন্তু খুব গুছিয়ে কথা বলো। তুমি কেমন আছ?

ভালো আছি।

তোমার চোখের অবস্থা কী?

এখনো দেখতে পাচ্ছি।

আজ সারাদিনে সবচে' সুন্দর দৃশ্য কী দেখেছ?

আজ সারাদিনে সবচে' সুন্দর দৃশ্যটি এখন দেখছি।

এখন কীভাবে দেখবে? এখন তো তুমি কম্পিউটারের স্ক্রিনের সামনে বসে আছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে আমার মায়ের ছায়া পড়েছে। উনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মাঝে মাঝে তিনি এই কাজটা করেন– জানালার পাশে এসে দাঁড়ান। আমি কী করছি আড়াল থেকে দেখেন।

বাহ্ ভালো তো! তুমি একটা কাজ করো। কম্পিউটার অফ করে তোমার মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করো।

ঠিক আছে, তাই করব। আচ্ছা আত্রলিতা, এটা কি তোমার সত্যি নাম?

অবশ্যই সত্যি নাম। আমি মিথ্যা বলি না।

মিথ্যা বলো না কেন?

প্রয়োজন হয় না বলে বলি না।

প্রয়োজন হলে কি বলতে?

না।

আত্রলিতা! বিদায়।

বিদায়।

শুভ্র কম্পিউটার বন্ধ করে চেয়ার ঘুরিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন আছ মা?

জাহানারা হকচকিয়ে গেলেন। শুভ্র বলল, কী দেখছিলে?

জাহানারা বললেন, তোকে দেখছিলাম। এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকিস কেন?

এখন ঘুমিয়ে পড়ব। ভেতরে এসো মা। গল্প করি।

গল্প করতে হবে না। ঘুমুতে যা। আচ্ছা শুভ্র, তুই আয়নায় যে কবিতাটা লিখেছিস সেটা যেন কার লেখা?

রবার্ট ফ্রস্টের।

যে লিপস্টিক দিয়ে কবিতাটা লিখেছিস সেটা কোথায়?

শুভ্র বলল, লিপস্টিক দিয়ে লিখি নি তো মা! ক্রেয়ন দিয়ে লিখেছি। কেন বলো তো?

আমাকে দিস তো! আমিও মাঝে মাঝে আয়নায় লিখব।

এসো, নিয়ে যাও।

জাহানারা চার রঙের চারটা ক্রেয়ন নিয়ে নিজের ঘরে ফিরলেন। সবুজ রঙ দিয়ে আয়নায় লিখলেন– শুভ্র, তুই এত ভালো কেন?

সারাদিন আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না। সন্ধ্যায় আকাশ কালো করে মেঘ করল। বৃষ্টি এবং ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করল রাত আটটা থেকে। একেকবার বাতাসের ঝাপ্টা আসে, বাগানের লোহার দোলনা দুলে উঠে কটকট শব্দ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের বাড়ি-ঘরে বৃষ্টির শব্দ পাওয়া যায় না। মায়া লজে পাওয়া যায়। টিনের চালে বৃষ্টির যে শব্দ ওঠে, কোনো এক অদ্ভুত কারণে এ বাড়িতেও ওঠে।

মোতাহার হোসেন শুভ্রর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের সব ক'টা জানালা খোলা। বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে। বৃষ্টির ছাট ঘরে ঢুকছে। শুভ্র বসে আছে কম্পিউটারের সামনে। তাকে দেখে মনেই হচ্ছে না বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো যোগ আছে। বাইরের ঝড়-বৃষ্টির খবরই হয়তো সে জানে না। মোতাহার হোসেন খুশি খুশি গলায় বললেন, Hello young man!

শুভ্র কম্পিউটার থেকে চোখ ফেরাল বাবার দিকে। তার মুখও হাসি হাসি। সে মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, Hello old man and the sea!

মোতাহার হোসেন বললেন, সিরিয়াস বৃষ্টি-বাদলার দিনে তুই কম্পিউটারের সামনে বসে আছিস কেন?

শুভ্র বলল, বৃষ্টি-বাদলার দিনে আমার কী করা উচিত?

বৃষ্টিতে ভিজবি? আয় বৃষ্টিতে ভিজি। আগে কম্পিউটার অফ কর। বৃষ্টির সঙ্গে কম্পিউটার যায় না।

শুভ্র কম্পিউটার অফ করতে করতে বলল, বাবা, ভেতরে এসো। গল্প করি।

মোতাহার হোসেন ঘরে ঢুকলেন। ছেলের মুখোমুখি না বসে তার পাশে বসলেন। পাশাপাশি বসলে মাঝে মধ্যে ছেলের গায়ে হাত রেখে কথা বলা যায়। মুখোমুখি বসলে সেটা সম্ভব হয় না।

শুভ্র!

জি বাবা।

প্রবল বৃষ্টিকে ইংরেজিতে বলে Raining cats and dogs. কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক কী তুই জানিস?

শুভ্র বলল, কুকুর এবং বিড়াল– এরা হলো একজন আরেকজনের শত্রু। এরা যখন ঝগড়া শুরু করে, তখন একজন অন্যজনের ওপর প্রবল রেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই জন্যেই প্রবল বেগের বৃষ্টি হলো ক্যাটস অ্যান্ড ডগস।

মোতাহার হোসেন মুগ্ধ গলায় বললেন, এমন কোনো বিষয় কি আছে যা তোর জানা নেই?

শুভ্র বলল, তুমি এত মুগ্ধ হয়ো না বাবা। Cats and Dogs-এর যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছি সেটা বানিয়ে দিয়েছি। আমি আসল ব্যাখ্যা জানি না।

তুই জানিস না?

না।

ব্যাখ্যাটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং। আমার পছন্দ হয়েছে। তোর মা যে তোর ওপর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়ঙ্কর রেগে আছে– এটা কি তুই জানিস? তুই না কি ম্যাজিকের কথা বলে একটা দড়ি কেটে তার হাতে দিয়ে দিয়েছিস? দড়ি যে-রকম ছিল সে-রকম আছে। সে খুবই অপমানিত বোধ করছে। হা-হা-হা।

মা'র অপমান হয়েছে– তুমি তাতে এত খুশি কেন?

তাকে বোকা বানানো গেছে– এতেই মনে হয় আমি খুশি।

শুভ্র বলল, মা'কে বোকা বানানোর তো কিছু নেই। বেচারি তো বোকাই।

মোতাহার হোসেন আগ্রহ নিয়ে বললেন, তোর মা বোকা?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ।

বুদ্ধির স্কেল যদি এক থেকে দশ হয়, তুই তোর মা'কে কত দিবি?

তিন দেব।

আর আমাকে?

তোমাকে নয় দেব।

নয় কেন? দশ না কেন?

শুভ্র বলল, নিজের বুদ্ধি নিয়ে তোমার অহঙ্কার আছে, এই জন্যেই এক পয়েন্ট কাটলাম। যাদের বুদ্ধি দশে দশ– তারা তাদের বুদ্ধি নিয়ে অহঙ্কার করবে না। অস্বস্তি বোধ করবে।

অস্বস্তি বোধ করবে কেন?

বুদ্ধি বেশি কেন– এই নিয়ে অস্বস্তি।

তোর বুদ্ধি কি দশে দশ?

হ্যাঁ।

তোর কথার মধ্যেও তো অহঙ্কার প্রকাশ পাচ্ছে।

তুমি জিজ্ঞেস করেছ বলেই অহঙ্কারের কথাটা বলেছি। জিজ্ঞেস না করলে বলতাম না।

তোর বুদ্ধি যে দশে দশ– তার কিছু প্রমাণ দে।

শুভ্র বলল, যে আমাকে যে-রকম দেখতে চায়, আমি তার কাছে সে-রকম থাকি। মা আমাকে একটা অসহায় ছেলে হিসেবে দেখতে চায়, যে ছেলে নিজের কোনো কাজই গুছিয়ে করতে পারে না। দাঁত ব্রাশ করে টুথপেস্টের মুখ লাগাতে ভুলে যায়। বাইরে বের হবার সময় চুল আঁচড়াতে ভুলে যায়। রোজ শেভ করার কথা ভুলে যায়। মা'কে খুশি করার জন্যে এই কাজগুলি আমি ইচ্ছা করে করি। আর তুমি আমাকে একজন সুপার ইন্টেলিজেন্ট ছেলে হিসেবে দেখতে চাও। এখন তুমিই বলো, তোমার কাছে কি আমি সুপার ইন্টেলিজেন্ট ছেলে হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করি নি?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুই বলতে চাচ্ছিস যে, তুই আসলে ইন্টেলিজেন্ট না, অথচ ভান করছিস ইন্টেলিজেন্ট। ইন্টেলিজেন্স কি ভান করা যায়?

একেবারেই যে করা যায় না তা-না। স্যার আলেক গিনিসের মতো বড় অভিনেতারা বোকার অভিনয় যেমন করতে পারেন, বুদ্ধিমানের অভিনয়ও পারেন। পারেন না?

সেই ক্ষেত্রে তোকে আমি অভিনয়ে দশে দশ দিতে পারি। বুদ্ধিতে কেন দেব?

শুভ্র বলল, আচ্ছা দিও না।

মোতাহার হোসেন বললেন, রোজ সকালে তুই কম্পিউটারে কি বাজনা বাজাস?

শুভ্র আগ্রহ নিয়ে বলল, তোমার কাছে কি বাজনার মতো মনে হয়? না কি Noise-এর মতো লাগে?

বাজনার মতোই লাগে, তবে উল্টাপাল্টা বাজনা। তুই কি কোনো বাজনা শিখতে চাস? পিয়ানো, বেহালা?

শুভ্র বলল, না।

মোতাহার হোসেন ছেলের গায়ে হাত রাখলেন।

শুভ্র বলল, বাবা, কফি খাবে? আমার ঘরে কফি-মেশিন বসিয়েছি। এই দেখো। কফি খেতে চাইলে আমি তোমাকে এক্সপ্রেসো কফি বানিয়ে খাওয়াতে পারি। এই মেশিনে এক্সপ্রেসো কফি হয়।

কফি খাব না।

একটা ছবিতে আমি দেখেছিলাম– ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। ছবির নায়ক গরম এক মগ কফি নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে কফি খাচ্ছে। ছবিটা দেখার পর আমি ঠিক করেছিলাম– কোনো একদিন যদি সিরিয়াস বৃষ্টি নামে, তাহলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কফি খাব।

মোতাহার হোসেন বললেন, ঠিক আছে, কফি খাওয়া যাক।

শুভ্র আগ্রহ নিয়ে বলল, কোথায় ভিজবে বাবা, ছাদে না বাগানে?

তোর যেখানে ইচ্ছা।

তাহলে বাগানে চল। দোলনায় বসে দোল খেতে খেতে কফি-উৎসব।

As you wish.

বৃষ্টি ভালোই নেমেছে। কফির মগে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। শুভ্র বলল, বাবা, মগে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে কিন্তু কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে না কেন বলো তো?

মোতাহার হোসেন বললেন, জানি না।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র বলল, সব কিছুই রিলেটিভ। কফি যে হারে ঠাণ্ডা হচ্ছে আমরাও হচ্ছি। কাজেই টেম্পারেচার ডিফারেন্স থেকেই যাচ্ছে।

ও আচ্ছা।

বাবা, তুমি কি জানো মাঝে-মাঝে অন্ধকারেও বৃষ্টি দেখা যায়?

না জানি না।

প্রকৃতি নানান মজা করে। সমুদ্র-ফেনায় ফ্লোরেসেন্ট আলো দিয়ে দেয় বলে অন্ধকারে সমুদ্র-ফেনা দেখা যায়। একইভাবে বৃষ্টির পানিতেও হঠাৎ হঠাৎ ফ্লোরেসেন্ট দিয়ে দেয়, তখন অন্ধকারে বৃষ্টি দেখা যায়।

ও আচ্ছা।

বাবা, আমি এখন কী করছি জানো? সুন্দর সুন্দর দৃশ্য গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছি– যাতে অন্ধ হয়ে যাবার পরেও স্মৃতি থেকে দৃশ্যগুলি দেখতে পারি।

মোতাহার হোসেন জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

জাহানারা মাইগ্রেনের ব্যথায় কাতর হয়েছিলেন। ব্যথা প্রবল হলে তিনি দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। ঘর থাকে অন্ধকার। এই সময় তার ঘরে কারোরই আসার হুকুম নেই। শুধু সকিনা আসতে পারে। সে বাটি ভর্তি বরফ মেশানো পানি নিয়ে আসে। সেই হিমশীতল পানি দিয়ে তার পায়ের তালু মুছিয়ে দেয়। এতে মাইগ্রেনের ব্যথা সামান্য আরাম হয়।

সকিনা বাটি ভর্তি পানি এনেছে। পায়ের তালু মুছিয়ে দিচ্ছে। জাহানারা আরাম পাচ্ছেন। সকিনা নিচু গলায় বলল, মা, উত্তরের জানালাটা একটু খুলব? জাহানারা বিস্মিত হয়ে বললেন, বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, তুমি জানালা খুলবে কেন? তাছাড়া জানালা কেন বন্ধ করা হয়েছে তুমি জানো। মাইগ্রেনের ব্যথা উঠলে আমি জানালা বন্ধ করি। মাঝে-মাঝে তুমি যে উদ্ভট কথা বলো, আমার খুব রাগ লাগে।

সকিনা বলল, মা, আমার ভুল হয়েছে। ক্ষমা করে দেন।

জাহানারা বললেন, হঠাৎ জানালা খোলার কথাটা তোমার মনে এসেছে কেন– এটা বলো।

জানালা খুললে একটা মজার দৃশ্য দেখতে পেতেন।

কী মজার দৃশ্য?

সকিনা জবাব দিল না। জাহানারার পায়ে হাত বুলাতে থাকল। জাহানারার ইচ্ছা করছে মেয়েটাকে পা দিয়ে একটা লাথি দিতে। এই মেয়ে মাঝে-মাঝে রাগ দেখায়। রাগ দেখিয়ে কথা বন্ধ করে দেয়। তুই দুই পসার চাকরানি, তোর আবার রাগ কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকিনা!

জি মা।

জানালা খুললে কী মজার দৃশ্য দেখব?

সকিনা জবাব দিল না। জাহানারার পায়ে ঠাণ্ডা হাত ঘষতে লাগল। জাহানারা উঠে বসতে বসতে কঠিন গলায় বললেন, যাও জানালা খোলো। দেখি কী দৃশ্য। আর একটা কথা মন দিয়ে শোনো সকিনা। আমি যে কোনো দিন তোমাকে বিদায় করে দেব। তোমাকে দিয়ে আমার পোষাচ্ছে না। তুমি গাট্টি-বোঁচকা নিয়ে চলে যাবে। যে গর্ত থেকে এসেছিলে সেই গর্তে ঢুকবে। সেটা কাল সকালেও হতে পারে, আবার এক মাস পরেও হতে পারে।

জাহানারা এসে জানালার পাশে দাঁড়ালেন এবং হতভম্ব হয়ে গেলেন। শুভ্র এবং শুভ্রর বাবা দোলনায় বসে আছে। তাদের দু'জনের হাতেই মগ। তারা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মগে চুমুক দিচ্ছে। জাহানারা বললেন, কী হচ্ছে এসব?

সকিনা বলল, দু'জনে মজা করছেন।

এটা কী রকম মজা? শুভ্রর বাবা কি জানে না যে শুভ্রর ঠাণ্ডার ধাত? সকিনা যাও, আমার জন্যে ছাতা নিয়ে আসো। আমি জিজ্ঞেস করব এই ফাজলামির মানে কী?

সকিনা ক্ষীণ স্বরে বলল, মজা করছে করুক না মা।

জাহানারা তীব্র গলায় বলেন, এটার নাম মজা? একে মজা বলে?

সকিনা জবাব দিল না। রাগে-দুঃখে জাহানারার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি লুকানোর চেষ্টাও করছেন না। দু'জনে মিলে বৃষ্টিতে মজা করে ভিজছে, তাকে কিছু বলেও নি। তিনিও নিশ্চয় কফির মগ হাতে নিয়ে তাদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে পারতেন।

সকিনা!

জি মা।

শুভ্র এবং শুভ্রর বাবা এরা আমাকে দেখতে পারে না– এটা তুমি জানো? এই বাড়িতে তোমার যে অবস্থান আমার অবস্থান তারচে' আলাদা কিছু না।

শুধু শুধু মন খারাপ করবেন না মা।

শুধু শুধু মন খারাপ করছি না, আমি সত্যি কথা বলছি। আমার ছেলে সবাইকে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। রাম, শ্যাম, যদু, মধু, অধু, বধু, গদু কেউ বাদ নেই, শুধু আমি বাদ।

ভাইজান ভেবেছেন আপনি ম্যাজিক দেখলে মজা পাবেন না– এই জন্যে আপনাকে দেখান নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি উল্টা-পাল্টা কথা বলবে না। থাপ্পড় খাবে। তোমাকে ছেলের হয়ে উকালতি করতে হবে না। তুমি হাইকোর্টের ব্যারিস্টার না। তুমি দুই পয়সার চাকরানি। বুঝেছ?

জি মা বুঝেছি।

একটা টাওয়েল রেডি করে রাখো। শুভ্রর বৃষ্টি-বৃষ্টি খেলা শেষ হলেই নিজে উপস্থিত থেকে তাকে মাথা মোছানোর ব্যবস্থা করবে। গরম চা বানিয়ে দেবে। টাওয়েল দিয়ে মাথা পুরোপুরি শুকানো যাবে না। হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকাবে।

মা, আপনি শুয়ে পড়ুন।

আমাকে নিয়ে তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। ওরা যতক্ষণ বাগানে বসে থাকবে, ততক্ষণ আমি ওদের দিকে তাকিয়ে থাকব। আচ্ছা, ওরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে?

জি না, দেখতে পাচ্ছে না। ঘর তো অন্ধকার, এই জন্যে দেখতে পাচ্ছে না।

'দেখতে পাচ্ছে না' এইটুকু বললেই হবে। কেন দেখতে পাচ্ছে না সেই ব্যাখ্যা তোমাকে দিতে হবে না। তুমি সায়েনটিস্ট না। তুমি আইনস্টাইনের ভাতিজি না। তুমি দুই পয়সা দামের চাকরানি। এই কথাটা তো তোমার মনে থাকে না। তুমি মনে রাখবে।

সকিনা বলল, মা, আমার মনে থাকে।

জাহানারা বললেন, আবার মুখে মুখে কথা?

তিনি সকিনার দিকে ঘুরে তাকালেন এবং শরীরের সব শক্তি দিয়ে তার গালে চড় মারলেন। সকিনা চমকাল না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। জাহানারা খুবই স্বাভাবিক গলায় বললেন, ওরা তো কোনো কথা বলছে না। চুপচাপ বসে আছে। ঠিক না সকিনা?

সকিনা জবাব দিল না। জাহানারা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন, তাঁর মাইগ্রেনের ব্যথা সেরে গেছে।

বৃষ্টি কমে এসেছে। ঝিরঝির করে এখনো পড়ছে, সেটা না পড়ারই শামিল। তবে বাতাস আছে। বাতাস অসম্ভব শীতল। হাড়ে কাঁপন লাগিয়ে দেয়। মোতাহার হোসেন বললেন, ঠাণ্ডা কেমন দেখেছিস? এক্কেবারে সাইবেরিয়ার ঠাণ্ডা। চল উঠে পড়ি।

শুভ্র জবাব দিল না। মোতাহার হোসেন বললেন, তোর যদি ঠাণ্ডা লাগে, তোর মা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। তোর শীত লাগছে না?

শুভ্র বলল, লাগছে। আবার বসে থাকতেও ভালো লাগছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতাহার হোসেন বললেন, তাহলে বরং আরো কিছুক্ষণ বসে ঠাণ্ডা খাই। আচ্ছা শোন, আমাদের ধর্মে যে সাতটা দোজখের কথা আছে– এর মধ্যে একটা না কি ঠাণ্ডা দোজখ?

ঠাণ্ডা দোজখ বলে কিছু নেই। তবে একটা দোজখ আছে যেখানে শারীরিক শাস্তি দেয়া হয় না। মানসিক শাস্তি দেয়া হয়।

দোজখটার নাম কী?

হোতামা।

আমার মনে হয় আমার স্থান হবে হোতামায়।

শুভ্র বলল, তুমি কোনো দোজখেই যাবে না। You are a good man. তুমি কোনো অন্যায় করো নি।

মোতাহার হোসেন বললেন, Thank you my son. আমি বড় অন্যায় আসলেই করি নি, তবে ছোটখাটো অন্যায় করেছি।

শুভ্র বলল, ছোটখাটো অন্যায় করে থাকলে বড় অন্যায়ও করেছ।

মোতাহার হোসেন বললেন, তার মানে কী?

অন্যায়ের ব্যাপারটা রিলেটিভ। আইনস্টাইনের দুটা থিওরি আছে– থিওরি অব রিলেটিভিটি এবং স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি। এই থিওরি বস্তুজগতের জন্যে যেমন সত্যি, আমার ধারণা মনোজগতের জন্যেও সত্যি। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলব বাবা?

বল।

মনে করো তুমি তোমার অফিসের একজন লোককে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিলে। তোমার দিক থেকে ছোট একটা অন্যায় করলে। চাকরি ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার কারণে লোকটা পড়ল মহাবিপদে। সে দ্বিতীয় চাকরি জোগাড় করতে পারল না। তার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে দিন কাটাতে শুরু করল। একটা ছেলে মারা গেল বিনা চিকিৎসায়। তার বড় মেয়েটি প্রসটিটিউট হয়ে গেল। এখন তুমি বলো, এই লোকটির কাছে তোমার সামান্য অপরাধটাই কি অনেক বড় অপরাধ না?

হ্যাঁ।

আবার তৃতীয় একজনের কাছে কী মনে হবে? এই হচ্ছে থিওরি অব রিলেটিভিটি। Absolute বলে কিছু নেই, সবই রিলেটিভ। এই আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি– এই ব্যাপারটা আমার কাছে এক রকম। তোমার কাছে আরেক রকম। আবার অন্য একজন অবজারভারের কাছে অন্য রকম।

মোতাহার হোসেন বললেন, প্রসঙ্গটা থাক।

শুভ্র ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আচ্ছা থাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র টাওয়েল দিয়ে মাথা মুছছে। সকিনা পিরিচে ঢাকা চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শুভ্র বলল, চা খাব না।

সকিনা বলল, একটা চুমুক হলেও দিন। নয়তো মা রাগ করবেন।

শুভ্র চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিল। চুমুক দিয়ে বলল, মসলা চা না কি? গরম মসলার গন্ধ। চা-টা ভালো হয়েছে। আমি পুরোটাই খাব।

সকিনা ইতস্তত করে বলল, ভাইজান, আপনাকে একটা কথা বলব যদি রাগ না করেন।

শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, কী কথা?

সকিনা বলল, আমাদের গ্রামে একটা অদ্ভুত গাছ আছে। লোকে বলে বহু কাল আগে কুমিরের পিঠে চড়ে এক সাধু এসেছিলেন। তিনি এই গাছ পুঁতেছেন। সাত বছর পরে পরে সেই গাছে ফুল ফোটে। সবুজ আর নীল রঙের মিশাল দেয়া ফুল। আমি খবর পেয়েছি গাছে ফুল ফোটা শুরু হয়েছে। আমার খুবই শখ আপনারে এই গাছের ফুলগুলো দেখাব।

গাছটার নাম কী?

কেউ নাম জানে না ভাইজান। সবাই বলে অচিনবৃক্ষ।

বাহ্ কী সুন্দর নাম– অচিনবৃক্ষ!

সবাই বলে গাছে যখন ফুল ফুটে, তখন গাছে হাত দিয়ে আল্লাহপাকের কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়।

কত বড় গাছ?

অনেক বড় ভাইজান। রেন্টি গাছের মতো বড়। তেঁতুল গাছের পাতার মতো চিরল বিরল পাতা।

তুমি কি এই গাছের কাছে কখনো কিছু চেয়েছ? সাত বছর আগে যখন ফুল ফুটল তখন?

ভাইজান, তখন তো আমার বিচার-বুদ্ধি ছিল না।

শুভ্র আগ্রহ নিয়ে বলল, এখন তো তোমার বিচার-বুদ্ধি হয়েছে। এখন তুমি গাছের কাছে কী চাইবে?

সকিনা জবাব দিল না। শুভ্র বলল, তোমাদের গ্রামের বাড়ি কোথায়?

সকিনা বলল, কুষ্টিয়ার মেহেরপুর। গ্রামের নাম নিমতলি, পোস্টাফিস নিমতলি।

শুভ্র বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের গ্রামের অচিনবৃক্ষ দেখতে যাব।

বর্ষার মধ্যে যেতে হবে ভাইজান। আষাঢ়-শ্রাবণ– এই দুই মাস ফুল থাকে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র বলল, আমি এই বর্ষার মধ্যেই যাব। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সকিনা দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে হয় আরো কিছু বলার আছে। শুভ্র বলল, আর কিছু বলবে?

সকিনা না-সূচক মাথা নাড়ল। তারপর অতিরিক্ত ব্যস্ততায় ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা খেল।

শুভ্র কম্পিউটার খুলল। নোটবুকে লিখে রাখতে হবে অচিনবৃক্ষের ব্যাপারটা।

> নিমতলি গ্রামের অচিনবৃক্ষ দেখতে যাব। বর্ষাকালে এই বৃক্ষে সবুজ আর নীল রঙের ফুল ফোটে। এই গাছটির পাতা তেঁতুল পাতার মতো চিরল বিরল।

শুভ্রর নোট বই ভর্তি নানান পরিকল্পনা। যার কোনোটিই এখনো করা হয় নি।

> বনের ভেতর আষাঢ়ি পূর্ণিমা দেখতে যাব। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা-অমাবস্যায় সবসময় বৃষ্টি হয়। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে বনের জোছনা খুব সুন্দর হওয়া উচিত। বৃষ্টি হলেওবা ক্ষতি কী! বনের মধ্যে বৃষ্টির শব্দ শোনাও ইন্টারেস্টিং হবার কথা। আচ্ছা গৌতম বুদ্ধ যে গৃহত্যাগ করেছিলেন তার সঙ্গে কি পূর্ণিমার কোনো সম্পর্ক ছিল? পূর্ণিমা তাঁকে গৃহত্যাগে প্রভাবিত করেছে?
>
> বরফের দেশে জোছনা দেখতে যেতে হবে। বরফের দেশে আমি অনেকবার গিয়েছি। সবই সামারে। আমার ধারণা বরফে জোছনা খুব সুন্দর হবে। শীতের সময় জোছনার খবরাখবর নিয়ে ভুটান গেলে ভালো হবে।

শুভ্র ফাইল বন্ধ করে ইন্টারনেটে গেল। আত্রলিতার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছা করছে। বৃষ্টিতে ভেজার অদ্ভুত সুন্দর অভিজ্ঞতাটা আত্রলিতাকে বলতে ইচ্ছা করছে।

কেমন আছ আত্রলিতা?

ভালো। খুব ভালো। অসম্ভব ভালো।

বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝামেলা মিটে গেছে?

হ্যাঁ।

দু'জন একসঙ্গে কনসার্টে বাজনা বাজাচ্ছ?

হ্যাঁ।

কী বাজনা?

নাচের বাজনা ওয়াল্টজ।

তোমার আনন্দে আমি আনন্দিত।

তোমার চোখ কেমন?

এখনো দেখতে পাচ্ছি।

আজ সারাদিনের সবচে' সুন্দর দৃশ্য কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোলনায় দোল খেতে খেতে বৃষ্টিতে ভেজার দৃশ্য।

তোমার মা কি এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছেন?

এখনো দাঁড়ান নি। তবে দাঁড়াবেন।

তোমার প্রতি তোমার মা যে ভালোবাসা দেখাচ্ছেন, তোমার কি মনে হয় না তাতে বাড়াবাড়ি আছে?

হ্যাঁ মনে হয়।

বাড়াবাড়ি ভালোবাসার কারণ কী তুমি জানো?

জানি।

আমাকে বলবে?

শুভ্র ক্যাপিটাল লেটারে অনেক বড় অক্ষরে লিখল– NO.

আজ নিয়ে আঠারো দিন পার হলো মনজু 'মায়া লজে'র এক তলায় বাস করছে। আঠারো দিনে তার কোনো ডিউটি পড়ে নি। ছোট সাহেব বাড়ি থেকে বের হন নি। সেও আটকা পড়ে আছে। তার কোথাও যাবার কোনো উপায় নেই। কখন ডাক পড়ে! 'মায়া লজে'র সামনের রাস্তার পাশে চায়ের দোকান পর্যন্ত সে যেতে পারে। ডিউটির ডাক পড়লে দারোয়ান এসে ডেকে নিয়ে যাবে। চায়ের দোকানে তো সারাদিন বসে থাকা যায় না।

গত আঠারো দিনে তিন বার তার মনে হয়েছে– 'ধুত্তুরি! চাকরিতে পিসাব করি। আমি চললাম।' যেটা মনে হয় সেটা করা কখনোই সম্ভব হয় না। চাকরিটা তার খুবই দরকার। যদিও সে সবাইকে বলে বেড়ায় বাবা-মা কেউ নেই, সেটা ঠিক না। বাবা মারা গেছেন ঠিকই। মা আছেন এবং মা'র ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মতন আছে সৎবাবা। সৎবাবার কোনো কাজকর্ম নাই। তবে নানাবিধ কু-নেশা আছে। তাকে নিয়মিত গাঁজা খেতে হয়। গাঁজা খেলে শরীর ঠিক রাখার জন্যে দুধ খেতে হয়। বলকারক খাওয়া-দাওয়াও খেতে হয়। মনজুর মা রহিমা বেগম এইসব বলকারক খাওয়া এবং নেশার জোগান দেয়ার জন্যে অতি ব্যস্ত থাকেন। নিম্নশ্রেণীর এই মানুষটির প্রতি তার মা'র সীমাহীন মমতার (কিংবা প্রেম) কোনো কারণ মনজু জানে না।

মনজুর দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। সবচে' ভালো বিয়ে যার হয়েছে, তার স্বামী ইতালিতে জুতার দোকানে কাজ করত। যখন সব ঠিকঠাক সে তার স্ত্রী এবং দুই পুত্রকে ইতালিতে নিয়ে যাবে, তখনই খবর পাওয়া গেল বাবাজি জনৈকা স্প্যানিশ কন্যা বিয়ে করে ফেলেছে।

মনজুর সেই বোন এখন দুই বাচ্চা নিয়ে তার মা'র কাছে উঠে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজুর সৎবাবা ইসমাইল সর্দার প্রথম কিছু দিন খুব লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপি করেছেন– তালাক না দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ? আমারে তুমি চিন না? তোমারে আমি ইতালির কুত্তার গু চেটে খাওয়াব। এম্বেসির মাধ্যমে যখন মামলা শুরু হবে, তখন পাতলা পায়খানা করতে করতে তোমার জীবন যাবে। স্ত্রীর পায়ে তো ধরবেই, দুই শিশুপুত্রের পায়ে ধরেও মাফ চাইতে হবে। ইসমাইল সর্দারের ঝাঁপাঝাঁপি-লাফালাফি দুই-তিনের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে পড়ল। তার সময় কাটতে লাগল স্বামী-পরিত্যক্ত অনজুর দুই যমজ পুত্রের সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি করে। এদের সর্বশেষ খবর মনজু তার মা'র চিঠিতে পেয়েছে। মা লিখেছেন–

মনজু

দোয়াগো।

বাপজান, পর সংবাদ তোমার চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়াছি। আল্লাহপাকের দরবারে লাখো শুকরিয়া। তুমি যে ভালো চাকুরি পাইবে, ইহা তোমার সৎবাবা আগেই খোয়াবে পাইয়াছেন। তিনি শেষরাত্রে স্বপ্নে দেখেছিলেন তুমি অতি বৃহৎ একটি কাতল মাছ হাতে নিয়া বাড়ি ফিরিতেছ। তোমার সৎবাবা মানুষটা গাঁজা-ভাঙ যাই খাক, তাহার ভিতরে কিছু পীরাতি আছে। সাক্ষাতে তোমার সৎবাবার পীরাতির কিছু টুকটাক কথা তোমাকে বলিব। তুমি বিস্মিত হইবে।

এখন ঘরের সংবাদ শোনো। সংসারের অবস্থা বেহাল। বলা চলে প্রায় উপবাসের সম্মুখীন হইয়াছি। বর্গাদাররা ধান-চাল কিছুই ঠিকমতো দিতেছে না। বাড়ির যে এক অংশ জনৈক এনজিও কর্মীকে ভাড়া দিয়াছি, সেও নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করিতেছে না। প্রতি মাসেই নানান টালবাহানা করে। অনজু তার দুই পুত্র নিয়া উপস্থিত হওয়াতে আরো ঝামেলায় পড়িয়াছি। অনজুর স্বামী ইতালি হইতে তাহার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়া কাগজপত্র পাঠাইয়াছে। সব কাগজপত্র আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি। অনজু এখনো আশায় আশায় আছে যে ডিভোর্স হয় নাই। যদি জানে ডিভোর্সের কাগজ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে সে কী করিবে তার নাই ঠিক। গলায় ফাঁস দেয়া বা বিষ খাওয়া বিচিত্র কিছু না।

তোমার সৎবাবা অনজুর পুত্র দুইটির খোরপোষ আদায়ের জন্যে মামলা করিতে চান। এই বিষয়ে তিনি অনজুর শ্বশুরের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে চান। তুমি তো জানো, এইসব বিষয়ে তোমার সৎবাবার চিকন বুদ্ধি। তিনি অবশ্যই খোরপোষের ব্যবস্থা করিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারিবেন, তবে তার জন্যও টাকার প্রয়োজন। তুমি অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা করো।

উনার শরীরও ভালো যাইতেছে না। এই বয়সে বিছানায় পড়িয়া গেলে আর উঠিতে পারিবে না। আমি কবিরাজের পরামর্শে তার জন্যে ছাগ-দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছি। হাত একেবারেই খালি। সমস্ত ব্যবস্থাই ধার-দেনা করিয়া করিতে হইতেছে। তুমি অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা করো।

এদিকে অনজুর দুই ছেলে বড় উৎপাত করিতেছে। আমি আমার জীবনে এরকম গুণ্ডাপ্রকৃতির শিশু দেখি নাই। ঘটনা কী হইয়াছে শোনো। তোমার সৎবাবার শরীরটা ভালো যাইতেছে না আগেই বলিয়াছি। গত সোমবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি ঘুমাইতেছিলেন। তখনই এই দুই গুণ্ডা ঘুমের মধ্যেই তাহাকে কামড়াইয়া ধরে। একজন ঘাড়ে কামড় দেয়। অন্যজন ডান পায়ের হাঁটুতে। রক্তারক্তি কাণ্ড। আমি এবং অনজু আমরা দুইজনে মিলিয়া এই দুই বজ্জাতকে ছুটাইতে পারি না এমন অবস্থা। উনাকে এটিএস ইনজেকশন দেওয়া হইয়াছে। আমি দুই বজ্জাতকে কিঞ্চিৎ শাসন করিয়াছি বলিয়া অনজু আমার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আমার হইয়াছে উভয় সংকট।

যাই হোক বাবা, সংসারের এইসব টুকিটাকি নিয়া তুমি উদ্বিগ্ন থাকিও না। মন লাগাইয়া কাজ করো যেন মালিক সন্তুষ্ট থাকেন।

নিশ্চয়ই এক তারিখে তোমার বেতন হইবে। বেতন হওয়া মাত্র তোমার পক্ষে যতটা পাঠানো সম্ভব ততটা পাঠাইবে। সংসারের অবস্থা ভয়াবহ। সব কথা খুলিয়া বলা যাইতেছে না। এই বিষয়ে আরেকটি জরুরি কথা বলি। পোস্ট অফিসে ইদানীং টাকা মার যাইতেছে। মনিঅর্ডার ঠিকমতো পৌঁছিতেছে না। তোমার সৎবাবা একটি ভালো বুদ্ধি দিয়াছেন। উনি বলিয়াছেন প্রতি মাসের এক তারিখে ঢাকা গিয়া তোমার নিকট হইতে টাকা নিয়া আসিবেন। তাহার আসা-যাওয়াতে কিছু বাড়তি খরচ হইলেও টাকা মার যাইবে না। এসব বিষয়ে উনার বুদ্ধি অতি পরিষ্কার। তুমি কী বলো? উনার নিজের জন্যেও ঘোরাঘুরির কিছু প্রয়োজন আছে। একটা মানুষ তো আর দিনরাত ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না। বেচারার এম্নিতেও ভ্রমণের শখ। বয়সকালে দার্জিলিং-বোম্বাই এইসব জায়গায় বেড়াইয়াছে। এখন টাকা-পয়সার অভাবে গৃহবন্দি।

কাগজ শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আর কিছু লিখিতে পারিতেছি না। সংসারের এমন হাল যে চিঠি লেখার কাগজ পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই। সবই আল্লাহপাকের পরীক্ষা। উনি দুঃসময় দেন, আবার উনিই সুসময় দেন। বাবাগো, আল্লাহপাককে সর্বদা স্মরণ রাখিও। শুক্রবারের জুম্মার নামাজ যেন কখনা মিস না হয়। তোমার সৎবাবাকেও দেখি অন্য নামাজ পড়তে পারেন বা না পারেন জুম্মার নামাজ মিস হয় না।

ইতি
তোমার মা রহিমা বেগম

মা'র চিঠি মনজু কখনো দ্বিতীয় বার পড়ে না। দ্বিতীয় বার পড়ার মতো কোনো বস্তু চিঠিতে থাকে না। তার সব চিঠি একরকম– অভাবের ঘ্যানঘ্যানানি, প্যানপ্যানানি। মাঝে মাঝে তরকারিতে লবণের মতো ইসমাইল সর্দারের চিকন বুদ্ধির প্রশংসা। মনজু অবশ্যি মায়ের এবারকার চিঠি পাঁচ বার পড়ল। ইসমাইল সর্দার কামড় খেয়ে কুপোকাৎ– এই অংশটা পড়ার জন্যেই পাঁচ বার পড়া। বাচ্চা দুটার জন্যে অবশ্যই ভালো কোনো উপহার কিনে পাঠাতে হবে। দাঁতের জন্যে আলাদা ভিটামিন। এদের নামও বদলে দিতে হবে। একজনের নাম হবে টুং আরেকজনের নাম টাং।

মায়ের চিঠির জবাব এখনো দেখা হয় নি। একক সময় একেক জবাব মাথায় আসছে। যত সময় যাচ্ছে চিঠির জবাবের ভাষা পাল্টে যাচ্ছে। ভাষা নরম হয়ে আসছে। চিঠি পড়ার পর পর যে জবাবটা মাথায় এসেছিল সেটা এক লাইনের জবাব এবং ইংরেজিতে–

Everybody go to hell.

পরদিন মাথায় জবাবটা এলো বাংলায়। ভাষা এত কঠিন না। তবে নরমও না। মাঝামাঝি।

মা শোনো, তোমার ইসমাইল সর্দারের প্যানপ্যানানি বন্ধ করবে? অবশ্যই তুমি তাকে আমার কাছে পাঠাবে না। চিকন বুদ্ধির লোক আমার পছন্দ না। তার চিকন বুদ্ধি তোমার জন্য তোলা থাকুক। আমার দুই ভাগ্নেকে আদর ও দোয়া দিবে। তারা উত্তম কর্ম করেছে। তারা যেন নিয়মিত কামড় দেয় তাদেরকে এই পরামর্শ দিবে। এবং শরীর ভালো করার জন্যে তাদেরকেও ছাগ-দুগ্ধ খাওয়াবে। আরেকটা কথা, আমি কোনো টাকা-পয়সা পাঠাতে পারব না। আমার চাকরির কোনো ঠিক নেই। যে কোনো মুহূর্তে চাকরি চলে যাবে। আর যদি নাও যায়, আমি নিজেই ছেড়ে দেব।

চাকরি ছেড়ে দিব কারণ এই চাকরি আমি করতে পারছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কাজ কী জানো? আমার কাজ– চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে বসে থাকা। যদি ডিউটিতে ডাক পড়ে তাহলে ডিউটিতে যাব। ডিউটির ডাকের জন্যে অপেক্ষা– কী যে কষ্টের ব্যাপার তুমি বুঝবে না। যাদের যাবজ্জীবন হয়েছে, আমার মনে হয় তারাও আমার চেয়ে সুখী...।

এই চিঠিও শেষপর্যন্ত লেখা হয় নি এবং পাঠানো হয় নি। মনজুর আসলে কোনো কিছুতেই মন বসছে না। দিন কাটছে না। প্রতিদিন একই রুটিন– সকালে নাস্তা (নাস্তাও এক রকম, খিচুড়ি ডিম বাজি), নাস্তার পর ঘরের সামনে সকাল এগারোটা পর্যন্ত বসে থাকা।

এগারোটার পর শুরু হয় ড্রাইভারদের ক্যারম খেলা। ঘণ্টা দুই ক্যারম খেলা দেখা। সবচে' ভালো খেলে চশমা পরা দারোয়ান। সে আবার সিঙ্গেল খেলে না। বাজি ছাড়াও খেলে না। দশ টাকা বাজি রেখে তার সাথে খেলতে হয়। দুপুরের খাওয়ার পর ঘুম। ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সামনে চায়ের দোকানে ঘণ্টা দু'এক বসে থাকা। রাত দশটা থেকে শুরু হয় ড্রাইভারদের তাস খেলা। খেলার নাম কাচ্চু। ঘণ্টা দুই খেলা দেখে ঘুমাতে যাওয়া।

বাড়ির কেয়ারটেকার রহমতুল্লাহ্ সাহেবের ঘরে টেলিভিশন আছে। কোনো কোনো রাতে নাটক থাকলে নাটক দেখা। এক জোড়া নায়ক-নায়িকা প্রেম করে। কেন করে তারা জানে না। তাদের মধ্যে মিলন হয়। কেন হয় কে জানে! আবার মাঝে মাঝে বিরহ হয়। কী জন্যে হয় তাও বোঝা যায় না।

রহমতুল্লাহ সাহেবের ঘরে টিভি দেখতে যাওয়াও শাস্তির মতো। তিনি সারাক্ষণ শরীর চুলকান এবং কথা বলেন। তার কথাও টিভির নাটকের মতো। কেন বলেন, কী জন্যে বলেন, তিনি জানেন না। তার কমন ডায়লগ হচ্ছে– মন দিয়ে কাজ করো। কাজে দিবে মন মিলিবে ধন। বাঙালির কোনো আয়-উন্নতি নাই কারণ তাদের কাজে মন নাই। তাদের মন কোথায়? তাদের মন অজুহাতে। কাজ না করার অজুহাত। বাঙালির তিন হাত। ডান হাত, বাম হাত আর অজুহাত। তিনটা হাতের মধ্যে সে ডান হাত-বাম হাত কোনোটাই ব্যবহার করে না। ব্যবহার করে শুধু অজুহাতটা।

বুড়ো যখন বকবক করতে থাকে, তখন মনজু এমন ভাব করে যেন সে বুড়োর প্রতিটা কথা গিলে খাচ্ছে। আসলে সে তখন মনে মনে বলে, 'এই বুড়া, চুপ করবি? চুপ না করলে টান দিয়ে তোর জিভ ছিঁড়ে ফেলব। তুই যখন কথা বলিস, তখন তোর মুখ দিয়ে থুথু বের হয় এটা জানিস? তোর থুথু খাওয়ার জন্যে বসেছি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমতুল্লাহ আবার হঠাৎ হঠাৎ কোত্থেকে মদ খেয়ে আসে। এই সময় তার ব্যবহার হয় অতি মধুর। হাসি ছাড়া মুখে কথা নেই। কথা বলবে গায়ে হাত দিয়ে। মাতালের নেশা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে– এই বুড়োর উল্টো নিয়ম। রাত যতই গভীর হয়, তার নেশা ততই বাড়ে। এক পর্যায়ে শুরু হয় কেচ্ছা কাহিনী। সব কেচ্ছা কাহিনীই 'মায়া লজ'কেন্দ্রিক।

এই যে মনজু মিয়া, এই বাড়িতে ভূত আছে জানো? ভূত ঠিক না, পেত্নী। অনেকেই দেখেছে। আমি নিজে দেখেছি দুই বার। প্রথম বার দেখি চৈত্র মাসে। হয়েছে কী, সেবার গরম পড়েছে বেজায়। ফ্যানের বাতাসে কোনো কাজ হয় না। উল্টা শরীর জ্বালাপোড়া করে। রাত তখন দুটা-আড়াইটা বাজে। আমি ভাবলাম বাগানে গিয়া বসি। শরীরটা ঠাণ্ডা করে আসি। রওনা হয়েছি বাগানের দিকে, কিছুদূর যাবার পরে দেখি, দোলনায় একটা মেয়েছেলে আপন মনে দোল খাচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। প্রথমে মনে হলো ছোট সাহেবের মা। উনি এত রাতে দোলনায় বসে আছেন কেন– এটা বুঝলাম না। বাগানে উনার আসার কথা না। উনি কুত্তা ভয় পান। তাহলে কি কাজের মেয়েদের কেউ? কাজের মেয়েদের এত সাহস হবার কথা না। আমি ধান্ধায় পড়ে গেলাম। তখন দেখি, দোলনায় বসা মেয়ে হাত ইশারায় আমাকে ডাকল। আমি আগায়ে গিয়েছি। রাত দু'টার সময় দোলনায় বসে থাকে, হাত ইশারায় আমাকে ডাকে, মেয়েটা কে আমার দেখা দরকার। আমার সন্দেহ হলো, ড্রাইভার-দারোয়ান এদের কেউ বাজারের মেয়ে ভিতরে পাচার করেছে কি-না। আগে একবার এইরকম ঘটনা ঘটেছিল, তাতে তিনজনের চাকরি চলে যায়। তবে দোলনায় বসা মেয়েটাকে বাজারের মেয়ের মতো মনে হচ্ছে না। মাথায় ঘোমটা দিয়ে শাড়ি পরেছে। নিজেকে ঢেকে-ঢুকে খুবই ভদ্রভাবে বসেছে। চুল খোঁপা করা। বাজারের মেয়েরা চুল খোঁপা করে না। ছেড়ে রাখে।

আমি আরো কয়েক কদম আগায়েছি। হাসির শব্দ শুনলাম। মানুষের হাসি না। জন্তু-জানোয়ারের হাসি। ভকভক শব্দ। মেয়েটা হাসছে নাকি? এটা কী রকম হাসি? আমি বললাম, তুমি কে? বলে.তাকিয়েছি, দেখি মেয়েটা ঠিকই দোলনায় বসে আছে, তবে তার গায়ে একটা সুতা নাই। ঘটনা এইখানে শেষ না। মেয়েটা তখন কথা বলা শুরু করল। মিষ্টি গলার স্বর। আমাকে বলল, গরম বেশি বলে কাপড়-চোপড় খুলে ফেললাম। তুই মনে কিছু নিস না। তুই আমার ছেলের মতো। ছেলের সামনে মায়ের আবার লজ্জা কী? আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। আমার জ্ঞান ফিরল পরদিন সকালে।... আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয় না? যদি আমি একটা শব্দ মিথ্যা বলি, তাহলে আমি সতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের গর্ভের সন্তান না। আমি জারজ, আমার পিতা জারজ। এখন বিশ্বাস হয়?

নতুন চাকরি করতে এসেছ। মনে অনেক রঙঢঙ। শোনো মনজু মিয়া, এই বাড়ি কোনো সহজ বাড়ি না। এই বাড়ি জটিল বাড়ি। এই বাড়ির হিসাব জটিল হিসাব। তুমি ভাবতেছ আমি এক মাতাল লোক। মাতালের কথার হিসাব নাই। ভুল ভাবতেছ। বেহিসেবি কথা কয় সুস্থ মানুষ। মাতাল বলে হিসাবের কথা। সমস্যা একটাই, তোমাদের মুখে ছাকনি আছে। মাতালের মুখে ছাকনি নাই।

এই বাড়ির আরেকটা হিসাব একটু বিবেচনা করো– ছোট সাহেবরে তো দেখেছ, তোমার শুভ্র ভাইজান। তার মতো সুন্দর চেহারার যুবক দেখেছ? দেখো নাই। দেখার উপায় নাই। তার মতো সুন্দর আরেকটা পুরুষ জন্মেছিল। তার নাম জানো? হাদিস-কোরান পড়বা না, নাম জানবা কীভাবে? তিনি একজন নবী। তার নাম ইউসুফ। যার প্রেমে পাগল হয়েছিলেন জুলেখা বিবি। এখন কথা হলো, আমাদের ছোট সাহেবের চেহারা রূপকথার রাজপুত্রের চেয়েও সুন্দর। তার পিতার চেহারা ছবি কী? পোড়া কাঠ। লঙ্কার হনুমান। আর মা'র চেহারা কী? বিড়ালমুখী। দেখলে মনে হয় সাদা হুতা বিড়াল। Cat women। এত সুন্দর একটা ছেলে যে তাদের হয়েছে হিসাবটা কী? মাঝে-মধ্যে চিন্তা করবা। চিন্তার খোরাক দিয়া দিলাম। Food for thought.

চিন্তায় মিলে বস্তু, না চিন্তায় নাই। জাগরণে দেখি না যারে, নিদ্রায় পাই।

তোমারে পছন্দ হয়েছে বলেই ভিতরের দু'একটা কথা বললাম। আরো যদি পছন্দ হয় আরো বলব। বুঝেছ? এখন আর কথা বলতে পারতেছি না। বমি চাপাচ্ছে। আমাকে বাথরুমে নিয়ে যাও। বমি করব। পিছন দিক দিয়া ধরো। সামনে থাকবা না। সামনে থাকলে তোমার শরীরে বমি করতে পারি। বমির পরে আমার হাত-মুখ ধোয়াইয়া বিছানায় শোয়ায়ে দিবা। এবং দুই পায়ের চিপায় দিবা কোলবালিশ।

আমি তোমারে পুত্রের মতো দেখি, তুমি আমারে দেখবা পিতার মতো। এটাই হলো হিসাবের কথা। জগৎ চলে হিসাবে। যিনি জগৎ চালান, আমরা যাকে বলি আল্লাহ, খ্রিস্টানের পুতরা বলে God, মালাউনরা বলে ঈশ্বর, তিনি অংকে বড়ই পাকা। সবসময় দশে দশ। বুঝেছ? জ্ঞানের কথা বললাম। সব সময় বলি না। তোমাকে স্নেহ করি বলে বলেছি। ওয়াক ওয়াক ওয়াক! শালার বমি। তুই থাকস কই?

'মায়া লজে'র স্টাফদের বেতন হয় মাস পুরা হবার একদিন আগে। ত্রিশা মাস হলে ত্রিশ তারিখে, একত্রিশা মাস হলে একত্রিশ তারিখে। বেতন দেন রহমতুল্লাহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেভিনিউ স্ট্যাম্পে সই করে বেতন নিতে হয়। মনজু তার জীবনের প্রথম বেতন নিল। ছয় হাজার টাকা অ্যাডভান্সের কিছু বেতন থেকে কাটার কথা। দেখা গেল বেতন কাটা হয় নি। রহমতুল্লাহ বললেন, বেতন আসে হেড অফিস থেকে। তারা কাটে নাই। হেড অফিস কোনোদিন ভুল করবে না। তোমাকে যে অ্যাডভান্স দেয়া হয়েছিল সেটা মাফ হয়ে গেছে। মনজু বলল, মাফ হবে কেন?

রহমতুল্লাহ বললেন, কোম্পানিতে যারা চাকরিতে ঢুকে, তাদের সবাইকে প্রথমে এক মাসের বেতন লোন হিসেবে দেওয়া হয়। মাসে মাসে কাটা হবে এরকম বলা থাকে। শেষপর্যন্ত কাটা হয় না। এই কোম্পানিতে চাকরির এটা এক সুবিধা।

মনজু আনন্দিত গলায় বলল, বলেন কী?

রহমতউল্লাহ বললেন, অত খুশির কিছু নাই। সুবিধা যেমন আছে অসুবিধাও আছে।

মনজু বলল, অসুবিধা কী?

রহমতউল্লাহ বললেন, এত প্যাঁচাল তোমার সঙ্গে পারতে পারব না। সুবিধা-অসুবিধা নিজেই জানবা।

মনজু বলল, চাচাজি, আমি কি ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে ছুটি পাব? এতদিন ধরে এক জায়গায় পড়ে আছি, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

রহমতউল্লাহ বললেন, চাকরির অসুবিধার কথা জানতে চেয়েছিলা। এই হলো এক অসুবিধা। দম বন্ধ হয়ে আসে। দম ফেলার জন্যে যেখানে যাবে দেখবে সেখানেও দম বন্ধ। ঘর-বাহির সমান। খবর পেয়েছি ছোট সাহেবের শরীর খারাপ, তাঁকে দেখতে ডাক্তার এসেছে। কাজেই যেখানে ইচ্ছা যাও। রাত এগারোটার আগে ফিরবা। এগারোটায় গেট বন্ধ।

রুনু সবসময় লক্ষ করেছে সে যখন খুব মন দিয়ে কিছু করে তখনি কলিংবেল বাজতে থাকে। সেই কলিংবেলের শব্দ বাড়ির আর কেউ শোনে না। শুধু সে একা শুনতে পায়।

রুনু তার বান্ধবীর নোট কপি করছিল। একগাদা নোট সকালে ফেরত দিতে হবে। এই সময় কলিংবেল বাজছে। বাসায় বাবা আছে, মা আছে, একটা কাজের মেয়ে আছে। কলিংবেলের শব্দ কেউ শুনছে না। রুনু ঠিক করল, কলিংবেল বাজতে থাকুক, সে দরজা খুলবে না। বাসায় দরজা খোলার দায়িত্ব শুধু তার একার কেন হবে? বাড়ির অন্য সদস্যরা যদি সময় সময় বধির হতে পারে, তাহলে সেও পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষপর্যন্ত রুনুকেই উঠতে হলো। মহাবিরক্ত হয়ে সে দরজা খুলল। দুই হাতে দুই বাজারের ব্যাগ নিয়ে মনজু দাঁড়িয়ে আছে। রুনু বলল, একী!

মনজু বলল, রুনু, ভালো আছ?

রুনু চিৎকার দিয়ে বলল, মা, মনজু ভাই এসেছে।

চিৎকার দিয়ে সে নিজে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ল। সে ভেবেই পাচ্ছে না এত জোরে সে চিৎকারটা কেন দিল! মনজু ভাই কি এমন কেউ যে তাকে দেখে কানের পর্দা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে হবে?

শায়লা রান্নাঘরে মাছ কুটছিলেন, তিনি সেখান থেকে ছুটে এলেন। ইকবাল সাহেব ভেতরের বারান্দায় খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি চলে এলেন কাগজ হাতে। সবার ব্যস্ততা এমন যে এই বাড়ির অতি প্রিয় একজন দীর্ঘ নিরুদ্দেশের পর ফিরে এসেছে। শায়লা বললেন, বাবা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আমাদের একটা খোঁজ দিবে না?

ইকবাল সাহেব বললেন, একটা ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস রেখে গেলে আমিই খুঁজে বের করতাম। কিছুই রেখে যাও নাই। তোমার তো দেখি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নাই।

রুনু বলল, ব্যাগে করে কী এনেছেন বের করেন।

মনজু বলল, সামান্য কাঁচাবাজার। মাছ-মাংস।

রুনু বলল, লোকজন আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে এলে মিষ্টি আনে, দই আনে। আপনি আনেন কাঁচাবাজার। আপনার এই অদ্ভুত অভ্যাস কেন?

মনজু বলল, মা'কে খুশি করার জন্যে কাঁচাবাজার আনি। পৃথিবীর সমস্ত মায়েরা কাঁচাবাজার দেখলে খুশি হয়।

রুনু বলল, পৃথিবীর সমস্ত মায়েদের খবর আপনি জেনে গেছেন? আপনি কাঁচাবাজার আনেন কারণ আপনি পেটুক মানুষ, খেতে পছন্দ করেন।

মনজু ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করছে। সবাই আগ্রহ করে দেখছে। প্রথমে বের হলো মাঝারি সাইজের একটা কাতল মাছ। ইকবাল সাহেব বললেন, মাছটা ফ্রেশ আছে। বিলের কাতল। টেস্ট ভালো।

তারপর বের হলো একটা ইলিশ মাছ। মোটামুটি বড় সাইজের গলদা চিংড়ি। বড় বড় শিং মাছ। কিছু মলা মাছ। খাসির একটা আস্ত পা।

শায়লা আনন্দিত গলায় বললেন, এত কিছু এনেছ কেন? তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়েছে? রাতে কী খাবে বলো? রাতে কী রান্না করব?

মনজু বলল, ঝাল দিয়ে শিং মাছের ঝোল রান্না করেন। শিং মাছের ঝোল খেতে ইচ্ছা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কী খাবে? ভাপে ইলিশ করব?

করেন।

তোমার মামা এনেছে পাবদা মাছ। আজ তিন রকম মাছ থাকুক।

রুনু বলল, ভাপে ইলিশ আমি রান্না করব মা।

শায়লা বললেন, তোর রান্না করতে হবে না। তুই মনজুর সঙ্গে গল্প কর।

রুনু বলল, দুই দিন পরে আমার পরীক্ষা, এখন আমি উনার সঙ্গে গল্প করব? তোমার ছেলে তুমি গল্প করো। আমার এত গল্প করার শখ নাই।

শায়লা রান্না বসিয়েছেন। ইকবাল সাহেব মোড়া পেতে রান্নাঘরে বসে আছেন। আয়োজনের রান্না-বান্না দেখতে তার ভালো লাগে। তার হাতে চায়ের কাপ। খুবই আরাম করে তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। শায়লা বললেন, আমি একটা বিষয়ে মনস্থির করেছি। তুমি কোনো আপত্তি করতে পারবে না।

ইকবাল সাহেব বললেন, কোন বিষয়ে?

শায়লা বললেন, কোন বিষয় তা তুমি অনুমান করতে পারছ। পারছ না?

হুঁ।

তোমার কিছু বলার আছে?

ইকবাল সাহেব বললেন, ছেলে খুবই ভালো কিন্তু মেয়ের মতামতের একটা বিষয় আছে।

শায়লা বললেন, তার আবার কিসের মতামত?

ইকবাল সাহেব বললেন, আমার অবশ্য ধারণা মেয়ে ছেলেটাকে খুব পছন্দ করে। যে চিৎকার দিয়েছিল এখনো কানে তালা লেগে আছে। তবে সমস্যা একটা আছে।

কী সমস্যা?

ইকবাল সাহেব বললেন, ছেলের মা নাই বাবা নাই– অনাথ ছেলে।

শায়লা বললেন, ছেলের মা-বাবা থাকবে না কী জন্যে? আমি মা না? তুমি এই বিষয়ে কোনো উল্টা কথা বলবা না। অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে চাও বলো। এই বিষয়ে না।

ইকবাল সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টালেন। খুশি খুশি গলায় বললেন, এক কাজ করি, খাসির মাংসটা আমি রান্না করে ফেলি। টাটকা টাটকা খাওয়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে।

শায়লা বললেন, তুমি রাঁধতে চাইলে রাঁধ। কাটা মসলার মাংস করো। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার ভালো হয়। মাংস রাঁধতে হলে কিন্তু আদা-পেঁয়াজ আনতে হবে। ঘরে আদা-পেঁয়াজ নেই।

রান্নাবান্নায় এই ভদ্রলোকের খুবই শখ। মাঝে-মধ্যেই এটা-সেটা রান্না করেন। তিনি খুবই আগ্রহ নিয়ে আদা-পেঁয়াজ আনতে রওনা হলেন।

রুনু অতি মনোযোগে বান্ধবীর নোটবুক কপি করছে। তার সামনেই মনজু বসে আছে। মনজুর সঙ্গে তার কোনো কথা হচ্ছে না। মনজুর দিকে না তাকিয়েও সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, মনজু তাকিয়ে আছে তার দিকে। কোনো পুরুষমানুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকলে তার একেবারেই ভালো লাগে না। গা ঘিনঘিন করে। এখন করছে না। বরং ভালো লাগছে। লজ্জাও লাগছে। এই লজ্জার মধ্যেও আনন্দ মিশে আছে।

রুনু বলল, আপনি চুপচাপ বসে আছেন কেন?

মনজু বলল, তুমি কাজ করছ, চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আমার গতি কী!

আপনার অফিস কেমন চলছে?

ভালো, তবে খুবই কাজের চাপ। এতদিন আসতে পারি নি কাজের চাপে। আমার যে ইমিডিয়েট বস উনি হঠাৎ ছুটিতে গেলেন। স্ত্রীর ক্যানসার হয়েছে, স্ত্রীকে নিয়ে তাকে যেতে হলো সিঙ্গাপুর। তার সমস্ত কাজ এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। আমি নতুন মানুষ, আমি কি এতসব জানি? পনেরো দিনে একবার গেলাম চিটাগাং। আর ছ'বার গেলাম খুলনায়। বিমানে যাতায়াত করেছি, তারপরেও ধকল কম না।

AMARBOI.COM

রুনু বলল, মনজু ভাই, আপনার কথা বলার মধ্যে মনে হয় কোনো সমস্যা আছে। আপনি যখন কথা বলেন তখন মনে হয় মিথ্যা বলছেন।

কী বলো?

আসলেই তাই। আপনার প্রতিটি কথা মিথ্যার মতো শোনাচ্ছে। যদিও আমি জানি আপনি মিথ্যা বলছেন না। আগেও এরকম মনে হয়েছিল। চাকরি নিয়ে কথা বলেছিলেন, আমার কাছে মনে হয়েছিল মিথ্যা। পরে দেখা গেল সত্যি।

মনজু চিন্তিত গলায় বলল, এরকম কেন হয় বলো তো?

রুনু বলল, জানি না কেন হয়। মনে হচ্ছে আপনার কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে কোনো সমস্যা আছে। আপনি একটা কাজ করুন– ভয়ঙ্কর কোনো মিথ্যা বলুন, দেখি মিথ্যাটা সত্যির মতো মনে হয় কি-না।

মিথ্যা বলব?

হুঁ।

বেশ তাহলে শোনো, আগে বলেছিলাম না আমার মা মারা গেছেন? আসলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বেঁচে আছেন। ভালোমতো বেঁচে আছেন। ইসমাইল সর্দার নামে অতি বদলোককে বিয়ে করেছেন। এই স্বামীর প্রতিভায় আমার মা মুগ্ধ।

রুনু বলল, আপনার মিথ্যাগুলি আমার কাছে সত্যি মনে হচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো!

মনজু চিন্তিত গলায় বলল, আশ্চর্য তো বটেই।

রাতে মনজু চলে যাবে। এগারোটায় গেট বন্ধ হয়। তার আগেই যেতে হবে। শায়লা বললেন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, এই বৃষ্টির মধ্যে তোমাকে আমি ছাড়ব না। মনজু বলল, রাত এগারোটার মধ্যে উপস্থিত না হলে আমার চাকরি চলে যাবে মা।

রুনু বলল, চাকরি চলে গেলে চলে যাবে, আপনি যেতে পারবেন না।

মনজু বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, থাকব।

শায়লা স্বামীর দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসলেন। তাকে তখন মনে হচ্ছিল তিনি এই পৃথিবীর সুখী মা'দের একজন।

ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মনজুকে বিছানা করে দেয়া হয়েছে বসার ঘরের সোফায়। সে বেশ আয়েশ করে শুয়েছে। পায়ের কাছের জানালা খোলা। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট আসছে। মনজুর ভালো লাগছে। ঘুম ঘুম লাগছে, আবার ঘুম আসছে না– এমন অবস্থা।

মনজু ভাই, পান খাবেন?

রুনু হাতে পানের খিলি নিয়ে ঢুকেছে। তার মুখেও পান। পানের লাল রঙ ঠোঁট বেয়ে নেমে এসেছে। দেখতে খুব ভালো লাগছে। মনজুর মনে হলো এই মেয়েটা যদি তার স্ত্রী হতো তাহলে সে অবশ্যই হাত দিয়ে ঠোঁটের লাল রঙ মুছিয়ে দিত।

মনজু বলল, রুনু বসো।

রুনু বলল, বসব কেন? আপনি কি ভেবেছেন আমি পান হাতে নিয়ে আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। আমি এক্ষুনি পড়তে বসব। আজ রাত তিনটা পর্যন্ত আমার পড়ার প্ল্যান।

মনজু বলল, সবসময় কি আর প্ল্যানমতো কাজ হয়?

রুনু বলল, অন্যদের হয় না। আমার হয়।

বলতে বলতে রুনু সোফায় বসল। মনজুর হাতে পান দিতে দিতে মাথা ঘুরিয়ে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে হাসল।

মনজু বলল, হাসছ কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুনু বলল, বাবা-মা আমাকে হঠাৎ বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পাত্রও খুঁজতে হয় নি। পাত্র নিজেই এসে ধরা দিয়েছে। এই জন্যে হাসছি।

মনজু বিস্মিত গলায় বলল, পাত্র কে?

রুনু শব্দ করে হেসে ফেলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, পাত্র আমার পাশে বসে পান খাচ্ছে।

মনজু অবাক হয়ে বলল, বলো কী?

রুনু বলল, এত খুশি হবেন না। সব নির্ভর করছে আমার ওপর। পাত্র আমার পছন্দ হতে হবে।

মনজু অবাক হয়ে ভাবছে মেয়েটা কী সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে। কোনো দ্বিধা নেই, কোনো সংকোচ নেই। মনজু বলল, পাত্র তোমার পছন্দ না?

রুনু বলল, না।

মনজু বলল, আমি অবশ্যি পছন্দ করার মতো কেউ না। চেহারা ভালো না। শর্ট। গায়ের রঙও ময়লা।

রুনু বলল, আপনার চেহারা ঠিকই আছে। আপনার যেটার অভাব তার নাম বুদ্ধি।

তোমার ধারণা আমার বুদ্ধি কম?

হ্যাঁ। আমি সারাজীবন কল্পনা করেছি আমি যাকে বিয়ে করব তার খুব বুদ্ধি থাকবে। চেহারা হবে রাজপুত্রের মতো।

মনজু বলল, কল্পনার মানুষ কল্পনাতেই থাকে, বাস্তবে তাদের পাওয়া যায় না।

রুনু সঙ্গে সঙ্গে বলল, তা ঠিক। তাছাড়া আমার ভাগ্য এরকম যখন যেটা চেয়েছি তার উল্টোটা হয়েছে। আমি জানি আমার বিয়ে আপনার মতো একজন কারোর সঙ্গে হবে। কে জানে হয়তো আপনার সঙ্গেই হবে।

রুনু খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে। মনজুর শরীর ঝিমঝিম করছে। মাথা সামান্য দুলছে। তার মনে হচ্ছে– সে যা দেখছে সেটা স্বপ্ন। সে আসলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন সে আরাম করে ঘুমাচ্ছে। পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নের ফাজলামি। স্বপ্ন তাকে নিয়ে ফাজলামি করছে।

বিশ দিন পর শুভ্রর ঘরে মনজুর ডাক পড়ল। সকাল আটটা মাত্র বাজে। মনজু নাশতা শেষ করে চা খেতে বাড়ির সামনে চায়ের দোকানে বসেছে। কড়া করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে দিনের প্রথম সিগারেট ধরিয়েছে। এমন সময় রহমতউল্লাহ ছুটতে ছুটতে এসে বলল, ছোট সাহেব ডাকেন।

মনজু হাই তুলতে তুলতে বলল, ঠিক আছে।

রহমতউল্লাহ বললেন, ঠিক আছে মানে? তাড়াতাড়ি যাও।

মনজু বলল, চা-টা খেয়ে যাই।

রহমতউল্লাহ বিস্মিত গলায় বললেন, তোমার ডাক পড়েছে, তুমি এক্ষুনি ছুটে যাবে। আয়েশ করে চা খাওয়া আবার কী?

মনজু রহমতউল্লাহর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে মোটামুটি আয়েশ করেই চায়ে চুমুক দিল।

রহমতউল্লাহ বললেন, ব্যাপারটা কী তোমার? তুমি কি এইখানে চাকরি করতে চাও না? মাঝখানে এক রাত কোথায় কাটায়ে এসেছ। তোমার ভাগ্য ভালো, আমি রিপোর্ট করি নাই। এখন আবার নবাবী চালে চা খাচ্ছ।

মনজু বলল, আমি ঠিক করেছি ছাতার চাকরি করব না।

চাকরি করবে না?

না। চাকরের চাকরি আমার পোষাবে না।

ছোট সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে না?

দেখা করলেও করতে পারি। চাচাজি, আপনি চা খাবেন? এরা চা ভালো বানায়। খান এক কাপ। পয়সা আমি দেব।

রহমতউল্লাহ রাগী চোখে তাকিয়ে থাকলেন। মনজু প্রথম কাপ চা শেষ করে দ্বিতীয় কাপ নিল। আরেকটা সিগারেট ধরাল। দিনের প্রথম চায়ের সঙ্গে পর পর দুটা সিগারেট খেতে হয়। মামা-ভাগ্নে সিগারেট।

রহমতউল্লাহ বললেন, মনজু, তুমি চাকরি করো বা না করো ছোট সাহেব ডেকেছেন দেখা করে আসো।

মনজু বলল, যাচ্ছি। সিগারেট শেষ করেই যাচ্ছি। আপনি এত অস্থির হবেন না। অস্থির হবার কিছু নাই।

রহমতউল্লাহ বললেন, তোমার সমস্যাটা কী?

মনজু বলল, আমার কোনেই সমস্যা নাই। সমস্যা আপনার। খাবেন এক কাপ চা? দিতে বলব?

শুভ্র কালো রঙের প্যান্টের সঙ্গে ধবধবে সাদা শার্ট পরেছে। তাকে দেখাচ্ছে শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো। শ্বেতপাথরের মূর্তির চুল বাতাসে ওড়ে না। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্যানের নিচে বসে আছে বলে তার মাথার চুল উড়ছে। শুভ্র মনজুকে দেখেই হাসিমুখে বলল, Hello young man and the tree.

মনজু কিছু বলল না। সে অদ্ভুত রূপবান যুবকের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। হুট করে তার মাথায় অদ্ভুত একটা চিন্তা চলে এলো। ইস, সে যদি রুনুকে শুভ্র ভাইজানের সামনে দাঁড়া করাতে পারত। রুনু কী বলত তাকে দেখে?

শুভ্র বলল, বুড়োমানুষ দেখলেই আমার মাথায় সমুদ্রের ইমেজ চলে আসে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে 'Old man and the sea' উপন্যাসটি লিখে এই কাণ্ডটা করেছেন। তাঁর উপন্যাসটা পড়ার পর পরই আমার ইচ্ছা করল আমি একটা উপন্যাস লিখি যার নাম 'Young man and the tree'. শেষ পর্যন্ত অবশ্যি লেখা হয় নি। তুমি হেমিংওয়ের বই পড়েছ?

জি না।

উনার নাম শুনেছ?

জি না। ভাইজান, আমি ইংরেজি তেমন জানি না।

তাতে অসুবিধা নেই, হেমিংওয়ের বইয়ের বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়।

ভাইজান, আমার বই পড়তে ভালো লাগে না।

ভালো বই কখনো পড়ো নি বলে ভালো লাগে না। ভালো বই পড়ে দেখতে হবে। মানুষ খুবই উন্নত প্রাণী। ভালো জিনিস যাতে তার ভালো লাগে প্রকৃতি সেই ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সব মানুষ একরকম না। কেউ আপনার মতো, আবার কেউ আমার মতো।

শুভ্র বলল, আচ্ছা থাক, পরে এই নিয়ে কথা বলব। তুমি কেমন আছ?

ভাইজান, আমি ভালো আছি।

কফি খাবে? এক্সপ্রেসো কফি– প্রচুর ফেনা। অতিরিক্ত মিষ্টি।

বিস্মিত মনজু বলল, জি ভাইজান খাব।

শুভ্র বলল, তুমি চেয়ারটায় বসো। তাকিয়ে দেখো আমি কীভাবে কফি বানাই।

মনজু বলল, ভাইজান এর মধ্যেও কি কোনো ম্যাজিক আছে?

শুভ্র বলল, পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই ম্যাজিক আছে। এই যে তুমি চেয়ারটায় বসেছ এর মধ্যেও আছে। ম্যাজিক অব গ্রাভিটেশন। মাধ্যাকর্ষণের ম্যাজিক। মাধ্যাকর্ষণ কে বের করেছিলেন জানো?

জি না।

স্যার আইজ্যাক নিউটন। পদার্থবিদ্যার সুপার জায়েন্ট। কী পরিমাণ মেধা যে এই মানুষটা নিয়ে এসেছিল...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র কথা বলতে বলতে এক্সপ্রেসো মেশিনে কফি বানাচ্ছে। তার দুটি চোখ বন্ধ। মনজু অবাক হয়ে ভাবছে– এইটাই কি ম্যাজিক? চোখ বন্ধ করে কফি বানানো? চোখ বন্ধ করে কফি বানাতে এই মানুষটার কোনোরকম অসুবিধা হচ্ছে না। দু'মগ ভর্তি কফি নিয়ে চোখ বন্ধ করেই সে ফিরে আসছে। মনজুর দিকে কফির মগ এগিয়ে দিয়ে শুভ্র চোখ খুলল।

হালকা গলায় বলল, কফি বানানোর ম্যাজিক কেমন দেখলে? অন্ধ হয়ে যাবার পর আমার যেন কোনো অসুবিধা না হয়– তার ব্যবস্থা।

মনজু অবাক হয়ে বলল, অন্ধ হবেন কেন ভাইজান?

শুভ্র কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল, আমার অপটিক নার্ভ শুকিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো একদিন দরবারের সব আলো নিভে যাবে।

মনজু অবাক হয়ে বলল, ভাইজান, এইসব কী বলেন?

শুভ্র সহজ ভঙ্গিতে বলল, এখন যে আমি দেখতে পারছি, this is important. চলো যাই। আজ সারাদিন ঘুরব।

মনজু বলল, কোথায় যাবেন ভাইজান?

শুভ্র বলল, আমি ঠিক করেছি এখন প্রতিদিন তোমাকে নিয়ে বের হব। সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখব। মেমোরি সেলে জমা করে রাখব। অন্ধ হয়ে যাবার পর যেন স্মৃতি থেকে দেখতে পারি। স্মৃতির জাবর। তুমিই বলো কোথায় যাওয়া যায়?

ভাইজান, বুড়িগঙ্গায় যাবেন?

যাওয়া যায়। বুড়িগঙ্গার মাঝখানে নৌকা ডুবিয়ে ঘসেটি বেগমকে মেরে ফেলা হয়েছিল। ঠিক কোনখানে নৌকাডুবি হয়েছিল সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারলে ভালো হতো।

ঘসেটি বেগম কে?

নবাব সিরাজদ্দৌলার খালা। সিরাজদ্দৌলাকে চেনো তো?

জি চিনি। উনার ছবিও দেখেছি। আনোয়ার হোসেন সাহেব অভিনয় করেছিলেন। ভাইজান, ছবিটা আপনি দেখেছিলেন? খুবই মারাত্মক।

না, আমি ছবিটা দেখি নি। অনেক কিছু তুমি জানো যা আমি জানি না, আবার অনেক কিছু আমি জানি যা তুমি জানো না। তাহলে কী ঠিক করা হলো? আমরা বুড়িগঙ্গায় যাচ্ছি।

আপনে যেখানে বলবেন সেখানে যাব।

বুড়িগঙ্গাই ভালো। মনজু, নদীটার নাম বুড়িগঙ্গা কেন হলো? যুবতীগঙ্গা কেন হলো না?

জানি না ভাইজান। আমার বুদ্ধি খুবই কম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে বলেছে তোমার বুদ্ধি কম?

আমার দূরসম্পর্কের একজন বোন আছে, রুনু নাম। এইবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবে। সে বলেছে।

তার কি খুব বুদ্ধি?

জি।

কীভাবে বুঝলে তার খুব বুদ্ধি?

মনজু আগ্রহ নিয়ে বলল, কেউ মিথ্যা কথা বললে সে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে। আমি যতবার তার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছি, ততবারই ধরে ফেলেছে।

মেয়েটার নাম রুনু, তাই না?

জি ভাইজান।

মেয়েটাকে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো। বুদ্ধি পরীক্ষা করার কিছু টেস্ট আছে। আমি পরীক্ষা করে বলে দেব তার আইকিউ কত।

জি ভাইজান, আমি নিয়ে আসব।

গাড়িতে উঠেই শুভ্র বলল, ড্রাইভার সাহেব, আপনার সঙ্গে যে মোবাইল টেলিফোন আছে সেটা বন্ধ করে দিন। মা একটু পর পর খোঁজ করবে আমি কোথায় আছি কী করছি– আমি সেটা চাচ্ছি না।

ড্রাইভার বলল, মোবাইল অফ করলে ম্যাডাম খুব রাগ করবেন।

শুভ্র বলল, রাগ সামলানোর ব্যবস্থা করা যাবে। মোবাইল বন্ধ থাকুক।

ড্রাইভার অপ্রসন্ন মুখে মোবাইল অফ করল। শুভ্র ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, ড্রাইভার সাহেব, মুখ ভোঁতা করে রাখবেন না। মুখ ভোঁতা করার মতো কিছু হয় নি।

ড্রাইভার শুকনা গলায় বলল, জি আচ্ছা।

শুভ্র মনজুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার বোনকে আমাদের সঙ্গে উঠিয়ে নিলে কেমন হয়? সুন্দর সুন্দর দৃশ্য একা বা দোকা দেখা যায় না। তিনজন লাগে। Three is company.

মনজু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ভাইজান এইসব কী বলছে?

শুভ্র বলল, রুনু কি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হবে? তোমার কথায় রাজি না হলে আমি অনুরোধ করে দেখতে পারি। রুনু থাকে কোথায়?

মনজু বিড়বিড় করে বলল, যাত্রাবাড়িতে।

শুভ্র ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বলল, আগে যাত্রাবাড়িতে চলুন। সেখান থেকে আমরা যাব বুড়িগঙ্গায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতাহার হোসেনের নির্দেশ আছে– অতি জরুরি কোনো পরিস্থিতি তৈরি না হলে বাড়ি থেকে কখনো তাকে টেলিফোন করা যাবে না। অফিস এবং বাড়ি হলো তেল ও জল। যখন তিনি তেলে থাকবেন তখন তেলেই থাকতে চান। ঝাঁকুনি দিয়ে তেল-জল মেশানোর পক্ষে তিনি কখনো না।

জাহানারা যখন টেলিফোনে আতঙ্কিত গলায় জানালেন, শুভ্র সকাল দশটা এগারো মিনিটে মজনু না-কি ফজনু নামের ছেলেটাকে নিয়ে বের হয়েছে তখন মোতাহার হোসেন গম্ভীর গলায় বললেন, এটা কি অতি জরুরি কোনো খবর?

জাহানারা বললেন, অবশ্যই জরুরি। এরপর থেকে ওরা কোথায় আমি ট্রেস করতে পারছি না। ড্রাইভার হারামজাদা মোবাইল অফ করে রেখেছে। ওকে আমি বলে রেখেছি শুভ্রকে নিয়ে যখনই বের হবে মোবাইল খোলা রাখবে।

মোতাহার হেসেন বললেন, আমার ধারণা শুভ্রই বন্ধ রাখতে বলেছে।

শুভ্র কেন বন্ধ রাখতে বলবে?

তোমার অশরীরী উপস্থিতি হয়তো তার পছন্দ না। তুমি টেনশান করো না।

আমি টেনশান করব না? ঢাকা শহরে রোজ কয়টা রোড এক্সিডেন্ট হয় তুমি জানো?

না জানি না।

ইররেসপনসিবল একটা ড্রাইভার। ও নির্ঘাৎ কোনো ট্রাকের সঙ্গে গাড়ি লাগিয়ে দেবে। অটোমেটিক গাড়ি, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে দরজা-জানালা লক হয়ে যাবে। দরজা না কেটে শুভ্রকে বের করা যাবে না।

কী বলছ এসব?

জাহানারা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আমি কাল রাতে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। এই জন্যেই এত টেনশন করছি।

ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন তো তুমি প্রতিরাতেই দেখো।

কাল রাতের মতো ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন কম দেখি। কাল রাতে কী স্বপ্ন দেখেছি শোনো। স্বপ্ন বলা ঠিক না, তারপরেও বলছি।

মোতাহার হোসেন বললেন, বাসায় এসে শুনব। টেলিফোনে স্বপ্ন শুনে মজা পাওয়া যায় না।

জাহানারা কঠিন গলায় বললেন, আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দুঃস্বপ্নের আবার মজা কী। কাল রাতে স্বপ্নে আমি প্রকাণ্ড একটা কালো রঙের হাতি দেখেছি।

হাতি কি তোমাকে কিছু করেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, কিছু করে নি। হাতির গলায় ঘণ্টা বাঁধা। ঘণ্টা বাজিয়ে হাতি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

এটা তো তেমন দুঃস্বপ্ন বলে আমার মনে হচ্ছে না।

তুমি এই বিষয়ে কিছু জানো না বলে এরকম বলতে পারলে। সাদা হাতি দেখা ভালো। সাদা হাতি দেখলে ধন লাভ হয়। কালো হাতি দেখার মানে অতি প্রিয়জনের মৃত্যু।

মোতাহার হোসেন হতাশ গলায় বললেন, মৃত্যু ঠেকানোর উপায় কী?

জাহানারা বললেন, আজ সন্ধ্যায় আমি তালতলার পীর সাহেবের কাছে যাব। উনার দোয়া নেব।

বেশ তো যাও।

তুমি উনার কাছে খবর পাঠাও যে আজ আমি যাব। উনি সপ্তাহে দু'দিন হুজরাখানায় বসেন। তখন কেউ তাকে ডিসটার্ব করতে পারে না। আজ হলো সেই দু'দিনের একদিন। আগে খবর না দেয়া থাকলে উনি হুজরাখানায় বসে পড়বেন।

খবর পাঠাচ্ছি।

দ্বীপ কি কেনা হয়েছে?

'দ্বী কেনা হয়েছে' মানে কী?

জাহানারা হতাশ গলায় বললেন, তোমাকে বললাম না ছোট্ট একটা দ্বীপ কিনে দিতে? আমার কোনো একটা কথাও কি তুমি মন দিয়ে শোনো না?

AMARBOI.COM

মোতাহার হোসেন বিরক্ত গলায় বললেন, কাঁদছ কেন?

জাহানারা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, কাঁদব না তো কী করব? আনন্দে নাচব? খুব ভালো কথা– নাচব। অফিস ছুটি দিয়ে বাড়িতে চলে এসো, স্ত্রীর নাচ দেখে যাও। চাও দেখতে?

মোতাহার হোসেন টেলিফোন রেখে সুলেমানকে ডেকে পাঠালেন। পৃথিবীর সমস্ত ধনবান ব্যক্তিদের একজন ম্যাজিক পারসন থাকে। যে কোনো জটিল কাজ এরা করতে পারে। কীভাবে তারা করে সেই বিষয়টি কখনো ব্যাখ্যা করে না।

মোতাহার হোসেনের টেবিলের সামনে মাথা নিচু করে সুলেমান দাঁড়িয়ে আছে। রোগা লম্বা একজন মানুষ। চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। মাথার চুল এবং গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি সবই পাকা, অথচ বয়স এখনো পঞ্চাশ হয় নি। চেহারা বিশেষত্বহীন। এই চেহারা একবার দেখলে দ্বিতীয় বার আর মনে থাকে না।

কেমন আছ সুলেমান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার ভালো আছি। আপনার দোয়া।

মোতাহার হোসেন বললেন, দোয়া তো আমি কারো জন্যে করি না।

সুলেমান বলল, এই যে আপনি জিজ্ঞেস করেছেন– কেমন আছ সুলেমান। এতেই দোয়া হয়েছে।

মোতাহার হোসেন বললেন, তালতলার পীর সাহেবের কাছে একটা খবর পাঠাতে হবে। আজ সন্ধ্যায় শুভ্রর মা উনার কাছে যাবেন। উনার দোয়া নেবেন।

জি আচ্ছা।

সুলেমান চলে যাচ্ছে না, দাঁড়িয়ে আছে। সে জানে জটিল কোনো কাজ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। বড় সাহেব জটিল কোনো কাজের আগে একটা অতি সহজ কাজ দেন। একেকজন মানুষের কর্মপদ্ধতি একেক রকম। বড় সাহেব চট করে জটিল কাজে যান না। সুলেমান বলল, স্যার, আর কোনো কাজ আছে?

মোতাহার হোসেন বললেন, আমি বঙ্গোপসাগরে ছোট্ট একটা দ্বীপ কিনতে চাই। এটা কি সম্ভব?

সুলেমান বলল, কেনা সম্ভব না। সরকারি খাস জমি বিক্রি হয় না। তবে নিরানব্বই বছরের জন্যে লিজ নিতে পারেন। লিজ নেওয়া কেনার মতোই।

মোতাহার হোসেন বললেন, নিরানব্বই বছরের জন্যে কেন? একশ' বছর না কেন?

সুলেমান বলল, খাস জমি একশ' বছরের জন্যে লিজ হয় না। ওদের কী একটা হিসাব আছে আমি জানি না। আপনি যদি জানতে চান আমি ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি।

জানতে চাচ্ছি না।

সুলেমান বলল, স্যার, আমি কি চলে যাব?

মোতাহার হোসেন জবাব দিলেন না। টেবিলে রাখা ফাইলের দিকে চোখ ফেরালেন। এর অর্থ হলো– তোমার সঙ্গে কথা শেষ হয়েছে, তুমি চলে যেতে পারো।

জাহানারা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছেন। তার মাথা দপদপ করছে। সকিনা কপালে জলপট্টি দিচ্ছে। জলপট্টি বদলে দেয়া ছাড়াও তাকে আরেকটি কাজ করতে হচ্ছে– প্রতি দশ মিনিট পর পর মোবাইল টেলিফোনে শুভ্রর ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। চেষ্টায় কোনো ফল হচ্ছে না। টেলিফোন বন্ধ।

জাহানারার মাথার দপদপানি মাইগ্রেনের দিকে যাত্রা শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। এখন চোখে জ্বলুনি শুরু হয়েছে। মাইগ্রেনের ব্যথা শুরুর এটা হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বলক্ষণ। যদি সত্যি সত্যি ব্যথা উঠে যায় তাহলে তালতলার হুজুরের কাছে যাওয়া যাবে না। খবর দিয়ে না যাওয়া বিরাট বেয়াদবি হবে। জাহানারা অস্থির বোধ করছেন।

সকিনা বলল, মা, আপনি কি মাথার যন্ত্রণার অন্য একটা চিকিৎসা করবেন?

জাহানারা বললেন, অন্য কী চিকিৎসা?

সকিনা বলল, আমাদের গ্রামে অচিনবৃক্ষ বলে একটা বৃক্ষ আছে। বর্ষাকালে সেই বৃক্ষে ফুল ফুটে। তখন যদি কেউ সেই গাছে হাত রেখে কিছু চায় তাহলে সে সেটা পায়।

জাহানারা বিরক্ত গলায় বললেন, এইসব আজগুবি কথা আমাকে শুনাবে না। গাছের কাছে চাইলেই গাছ দিয়ে দেবে। গাছ কি পীর সাহেব না কি?

সকিনা বলল, বহুকাল আগে এক সাধু কুমিরের পিঠে চড়ে আমাদের অঞ্চলে এসেছিলেন। উনি নিজের হাতে এই গাছ লাগিয়েছিলেন।

জাহানারা বললেন, তোমাকে না বললাম আজগুবি গল্প বন্ধ করতে। কুমিরের পিঠে চড়ে তাকে আসতে হলো কেন? তখন কি দেশে নৌকা ছিল না?

সকিনা বলল, শুভ্র ভাইজান তো গাছ দেখতে যাবেন– তখন আপনি যদি যান।

জাহানারা বিছানা থেকে উঠে বসতে বসতে বললেন, শুভ্র গাছ দেখতে যাবে মানে কী?

সকিনা বলল, উনি বলেছেন যাবেন। এই বর্ষার মধ্যেই যাবেন।

শুভ্রকে গাছের হাবিজাবি কথা তুমি বলেছ? কখন বলেছ? খাতিরের এত আলাপ করার সময়টা বলো।

সকিনা চুপ করে গেল। জাহানারা বললেন, তুমি তলে তলে অনেক দূর চলে গেছ। সুড়ঙ্গ কেটে যাওয়া। এখন বলো, শুভ্র কি কখনো তোমার ঘরে গিয়েছে?

সকিনা বলল, উনি আমার ঘরে কেন যাবেন?

জাহানারা বললেন, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে দিবে না। ও তোমার ঘরে গিয়েছে, না-কি যায় নি?

জাহানারার চোখ চকচক করছে। ঠোঁট কালো হয়ে আসছে। সকিনা ভীত গলায় বলল, মা, আপনি খুব ভালো করে জানেন ভাইজান এরকম মানুষ না।

জাহানারা চাপা গলায় বললেন, শোনো সকিনা, মাকাল ফলের ভেতর পোকা হয় না। পোকা হয় সবচে' ভালো যে ফল তার মধ্যে– আমের মধ্যে। বুঝেছ? শুভ্র মাকাল ফল না।

সকিনা বলল, মা আপনি শুয়ে থাকুন। আপনার শরীর কাঁপছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা বললেন, অচিনবৃক্ষের কথা শুভ্রর সঙ্গে কখন হয়েছে সেটা বলো। কখন হয়েছে? কোথায় হয়েছে?

উনার ঘরে। সন্ধ্যাবেলায়।

জাহানারা থমথমে গলায় বললেন, কথা বলার সময় তুমি কি ইচ্ছা করে শাড়ির আঁচল ফেলে দিয়েছ বুক দেখানোর জন্যে? চুপ করে থাকবে না– বলো। আমার ছেলেকে ভুলানোর জন্যে কী কী কৌশল করেছ সেটা বলো। বুক দেখানো ছাড়া আর কী করেছ?

মা, কেন এরকম করছেন?

চুপ থাক মাগী! মা ডাকবি না। তুই এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবি।

সকিনা বলল, ঠিক আছে মা– চলে যাব।

চলে যাব বলেও বসে আছিস কেন?

সকিনা উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বের হলো। জাহানারা কাঁদতে শুরু করলেন।

AMARBOI.COM

রুনু অবাক হয়ে শুভ্রকে দেখছে। একটি যুবক ছেলের দিকে এইভাবে তাকিয়ে থাকা যায় না। অস্বস্তি লাগে। রুনুর অস্বস্তি লাগছে না। বরং তার মনে হচ্ছে এইভাবে তাকিয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। রুনু বের করার চেষ্টা করছে কেন তার অস্বস্তি লাগছে না। তার ধারণা তার অস্বস্তি লাগছে না কারণ যার দিকে সে তাকিয়ে আছে তার অস্বস্তি লাগছে না। একজন পাগলের দিকে একদৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকা যায়, কারণ পাগল তাতে কিছু মনে করে না। বাচ্চা একটা ছেলের দিকেও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা যায়।

রুনু বসে আছে ইঞ্জিন বসানো ছোট্ট একটা নৌকার পাটাতনে। পাটাতনে শীতলপাটি বিছানো। শুভ্র পা ছড়িয়ে হাতে ভর দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে আধশোয়া হয়ে আছে। তার দৃষ্টি স্থির না। সে সব কিছুর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে হাসিমুখে তাকাচ্ছে রুনুর দিকে। মনজু বসেছে মাঝির কাছে। নৌকায় অল্প অল্প পানি উঠছে। মনজু অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে সেই পানি তুলে নদীতে ফেলছে।

শুভ্র রুনুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যে পরীক্ষার পড়া বাদ দিয়ে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছ তার জন্যে ধন্যবাদ। এখন বলো– তোমার কি ভালো লাগছে?

রুনু বলল, ভালো লাগছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র আধশোয়া অবস্থা থেকে বসতে বসতে বলল, কোন জিনিসটা ভালো লাগছে বলো তো। স্পেসিফিক্যালি বলো।

রুনু কী বলবে বুঝতে পারছে না। এই অদ্ভুত সুন্দর ছেলেমানুষ ধরনের যুবক তার কাছে কী শুনছে চাচ্ছে? সে যা শুনতে চায় রুনু তাকে তাই বলবে।

শুভ্র বলল, চুপ করে আছ কেন বলো? এখানে ভালো লাগার অনেকগুলি এলিমেন্ট আছে। একটা হচ্ছে নদী, একটা হচ্ছে আকাশ, একটা হচ্ছে নদীর নানান কর্মকাণ্ড...

রুনু বলল, সবকিছু মিলিয়েই আমার ভালো লাগছে।

শুভ্র বলল, তোমার কি এরকম মনে হচ্ছে না সবচে' ভালো হয় যদি আর বাড়িতে ফিরে না যাওয়া যেত? নৌকা চলছে তো চলছেই। আমরা নৌকার সঙ্গে ভেসে যাচ্ছি।

রুনু সামান্য চমকালো। নৌকায় ওঠার পর থেকেই তার এরকম মনে হচ্ছে। শুভ্র বলল, বাড়ি থেকে বের হলে আমার আর বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছা করে না। দশ-এগারো বছর বয়সে অমি একবার বাড়ি থেকে গোপনে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

রুনু ক্ষীণ গলায় বলল, কেন?

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, মনের দুঃখে। আমার একটা পোষা কাক ছিল। কাকটা রোজ আসত আমার কাছে। হঠাৎ একদিন আসা বন্ধ করল। খুব কষ্ট লাগল। আমি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম কাকটাকে খুঁজে বের করতে।

পোষা কাক মানে?

কাকটা পোষ মেনেছিল। আমি তার নাম দিয়েছিলাম কিংকর।

কাকটাকে পেয়েছিলেন?

না। আমি সকালবেলা বের হয়েছিলাম, সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজলাম।

কীভাবে খুঁজলেন?

যেখানে কাক দেখতাম দাঁড়িয়ে পড়তাম। আমার ধারণা ছিল আমি কাকটাকে চিনতে না পারলেও সে আমাকে চিনবে। আমাকে দেখলেই উড়ে আসবে আমার কাছে।

আপনি কী করলেন? সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এলেন?

না। তোমাকে বলেছি না একবার বাড়ি থেকে বের হলে আমার আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না। আমি ফিরলাম তিনদিন পরে। ফিরলাম বলা ঠিক হবে না। পুলিশ তিনদিন পর আমাকে মুন্সিগঞ্জ থেকে উদ্ধার করল। আমাকে উদ্ধারের জন্যে বাবা এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। আমার মা এই তিনদিন পানি ছাড়া কিছু খান নি। ঐ ঘটনার পর আমার বাড়ি থেকে বের হওয়া পুরোপুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধ হয়ে যায়। প্রাইভেট মাস্টাররা বাড়িতে এসে আমাকে পড়াত।

রুনু বলল, আপনাকে উদ্ধারের জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার কে পেয়েছিল?

শুভ্র বলল, আমি জানি না কে পেয়েছিল। আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

আপনাকে জানতে হবে না।

অবশ্যই জানতে হবে। একটা বিষয়ে তোমার কৌতূহল হয়েছে, তুমি সেটা জানবে না?

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। এক পাশে সূর্য এখনো দেখা যাচ্ছে কিন্তু সূর্যে তাপ নেই। মনজু চিন্তিত মুখে আকাশ দেখছে। সে বলল, ভাইজান, এখন ফিরি? বৃষ্টি নামবে।

শুভ্র বলল, নামুক। বৃষ্টি নামলে বৃষ্টিতে ভিজব। রুনু, তোমার বৃষ্টিতে ভিজতে আপত্তি আছে?

রুনু সঙ্গে সঙ্গে বলল, না।

শুভ্র লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। তার দৃষ্টি এখন আকাশে। মেঘের উপর মেঘ জমার দৃশ্যটা যে এত সুন্দর তা সে আগে লক্ষ করে নি। আজ রাতে আত্রলিতাকে এই দৃশ্যের কথা জানাতে হবে। কীভাবে লিখবে এটা গুছিয়ে ফেললে কেমন হয়?

> আত্রলিতা! আজ কিছুক্ষণের জন্যে নৌকাভ্রমণ করেছি। আমি নৌকার পাটাতনে শুয়ে ছিলাম। নৌকা দুলছিল। নৌকার দুলুনির সঙ্গে আশেপাশের সব দৃশ্য দুলছে। শুধু দুলছে না মাথার উপরের ঘন কালো মেঘ। প্রকৃতির একটি অংশ দুলছে, আরেকটি অংশ স্থির। খুবই অদ্ভুত।

AMARBOI.COM

রুনুর কেমন জানি লাগছে। এক ধরনের অস্বস্তি, এক ধরনের কষ্ট। মানুষটা এতক্ষণ তার সঙ্গে কত কথা বলছিল, এখন কেমন ঘোরলাগা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন সে চোখের সামনে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

মানুষটা শুয়ে আছে নৌকার পাটাতনে। শোয়ার ভঙ্গিটাও কী সুন্দর। এত মন দিয়ে দেখার মতো কী আছে আকাশে? রুনুর এখন খুব একটা বাজে ইচ্ছা হচ্ছে। তার ইচ্ছা করছে মানুষটার পাশে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে। সে নিশ্চয়ই খুব খারাপ একটা মেয়ে। এরকম চিন্তা খারাপ মেয়ে ছাড়া কারোর মাথায় আসবে না। সে অবশ্যই খারাপ মেয়ে। ভয়ঙ্কর খারাপ মেয়ে।

রুনুর কান্না পাচ্ছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে কান্না আটকে রাখতে। কতক্ষণ পারবে কে জানে! মনজু ভাই তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে যদি কাঁদতে শুরু করে তাহলে মনজু ভাই কী ভাববেন কে জানে।

শুভ্র হঠাৎ রুনুর দিকে তাকিয়ে বলল, রুনু, একটা কাজ করো। আমি যেভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুয়ে আছি ঠিক এইভাবে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাও। অদ্ভুত একটা ফিলিংস হবে। মনে হবে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও ভাসছ।

রুনু সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। সে তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে। কিন্তু সে মেঘ দেখতে পাচ্ছে না। কারণ তার চোখ ভর্তি জল। আকাশের কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে তার কাঁদতে ভালো লাগছে।

তালতলার পীর সাহেবের নাম কামাল উদ্দিন কাশেমপুরী। পীর সাহেব ছোটখাটো মানুষ। গাল স্বর মধুর। তিনি সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলেন। তাঁর ছোট ভাই জামাল উদ্দিন কাশেমপুরীও পীর ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল কর্কশ। মুরিদানদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ছিল খারাপ। এমনও শোনা যায় তিনি কোনো মুরিদানের ওপর রাগ করে লাথি মেরেছেন। দুই ভাই দুই তরিকার পীর। একজন গরম পীর, একজন নরম পীর। বছর ছয়েক আগে ছোট ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মুরিদানরা বড় ভাইয়ের কাছে ছুটে এসেছে। বড় ভাই হাসিমুখে বলেছেন, বাবারা, তোমরা আমার কাছে এসো না। আমার ভাইয়ের পথ অর আমার পথ এক না। এক পুকুরেই আমরা অজু করি। কিন্তু আমাদের ঘাট ভিন্ন।

জাহানারা পীর সাহেবের সামনে ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন। পীর সাহেব বললেন, মাগো, বাম হাতটা একটু বাড়ান।

জাহানারা হাত বাড়ালেন। পীর সাহেব জাহানারার হাতে আতর মাখিয়ে দিলেন। জাহানারা বললেন, বাবা আমার জন্যে দোয়া করবেন, আমি খুবই কষ্টে আছি।

পীর সাহেব বললেন, কেউ যখন আমাকে বলে 'আমি কষ্টে আছি' তখন বড় আনন্দ হয় গো মা। কারণ আল্লাহপাক তাঁর পিয়ারা বান্দাদের কষ্টে রাখেন। তিনি যাদের ওপর নাখোশ তারাই ইহকালে সুখে থাকে। আপনার মাথাব্যথা রোগের কি কিছু আরাম হয়েছে?

জি না।

চোখে সুরমা দিবেন। সুরমা দিয়ে জায়নামাজে বসে বলবেন- 'হে আল্লাহপাক, তুমি আমাকে রোগ দিয়েছ। এই রোগ নিয়াও আমি সবুর করলাম। এই রোগই আমার বান্ধব।' খাস দিলে এটা বলতে পারলে আল্লাহপাক রোগ তুলে নিবেন।

জাহানারা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি খাস দিলে কিছুই বলতে পারি না বাবা। আমার মন সবসময় অস্থির থাকে। ছেলে সকালবেলা বের হয়েছে, এখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে নাই। কোথায় গিয়েছে কিছুই জানি না। আর যদি নাও ফিরে– কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবে। ধ্যানে পেয়েছি।

জাহানারা সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করলেন। টেলিফোন ধরল সকিনা। সে জানাল, শুভ্র ভাইজান কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে। তার সারা শরীর ভেজা। চোখ লাল। মনে হয় জ্বর এসেছে।

জাহানারা বললেন, ডাক্তার খবর দিয়েছ?

সকিনা বলল, দিয়েছি মা।

জাহানারা বললেন, ওর জ্বর কত থার্মোমিটার দিয়ে এক্ষুনি আমাকে জানাও। আমার ফিরতে দেরি হবে, আমি পীর সাহেবের কাছে আছি।

জি আচ্ছা।

তোমাকে তো আমি চলে যেতে বলেছিলাম, তুমি চলে যাও নি কেন?

কাল সকালে যাব মা।

অবশ্যই সকালে বিদায় হবে। আমি ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে যেন তোমাকে দেখতে না পাই।...আমি টেলিফোন ধরে আছি। তুমি শুভ্রর জ্বর কত সেটা থার্মোমিটারে দেখে আমাকে জানাও।

জি আচ্ছা।

আর ড্রাইভার হারামজাদাটাকে জেগে থাকতে বলবে, তার সঙ্গে আমার কথা আছে।

জি আচ্ছা।

সকিনা জ্বর দেখে ভীত গলায় বলল, ভাইজানের জ্বর অনেক বেশি মা। একশ' তিন।

AMARBOI.COM

'ভালুক জ্বর' বলে একটা কথা আছে। হঠাৎ হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই সারা শরীর কাঁপিয়ে ভালুকের জ্বর আসে। সে কুকড়ি-মুকড়ি হয়ে পড়ে থাকে। জ্বরের তড়াসে তার শরীর কাঁপতে থাকে। দেখতে দেখতে হুট করে জ্বর চলে যায়। সে গা ঝাড়া দিয়ে দু'পায়ে উঠে দাঁড়ায়।

শুভ্রর জ্বর সম্ভবত ভালুকগোত্রীয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে বিছানায় উঠে বসল। খুশি খুশি গলায় সকিনাকে ডেকে চা দিতে বলল। তার কাছে মনে হচ্ছে জ্বর এসে চলে যাওয়ায় ভালো হয়েছে। মাথাটা পরিষ্কার লাগছে। এখন ঠাণ্ডা মাথায় সফটওয়্যারটা নিয়ে বসা যায়। যুক্তাক্ষরের সমস্যাটার সমাধান করা যায়। তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে উপস্থিত রাখতে পারলে ভালো হতো। সে শব্দ শুনে বলতে পারত কোন শব্দটা কানে শুনতে ভালো লাগে। রুনু মেয়েটাকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো। সেটা সম্ভব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহানারা বাড়িতে ফিরে দেখেন শুভ্র কম্পিউটারের সামনে উবু হয়ে বসে আছে। কি-বোর্ডে চাপ দিচ্ছে। পোঁ পিঁ শব্দ হচ্ছে। শুভ্র শব্দ শুনছে চোখ বন্ধ করে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, এই তোর না জ্বর? শুভ্র হাসিমুখে বলল, জ্বর নেই মা। কপালে হাত দিয়ে দেখো।

জাহানারা ছেলের কপালে হাত দিলেন। আসলেই জ্বর নেই। শরীর ঠাণ্ডা। শুভ্র বলল, তুমিই বলো জ্বর কি আছে?

জাহানারা বললেন, জ্বর নেই। তবে তোর জ্বর কীভাবে চলে গেছে সেটা শুনলে তুই চমকে উঠবি।

শুভ্র বলল, বলো তো শুনি।

জাহানারা বললেন, তোর জ্বর শোনার পর আমি পীর সাহেবকে বললাম। উনি চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ দোয়া পড়লেন। তারপর চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তখনি বুঝেছি কাজ হয়েছে। তুই হাসছিস কেন? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? তোকে একদিন আমি হুজুরের কাছে নিয়ে যাব।

আচ্ছা।

আজকের বেড়ানো কেমন হয়েছে?

খুবই ভালো হয়েছে। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ভিজে দারুণ মজা পেয়েছি।

জাহানারা ছেলের কাঁধে হাত রাখতে রাখতে বললেন, এখন থেকে তুই যখন বাইরে কোথাও যাবি– আমি সঙ্গে যাব।

বেশ তো যাবে। আগামীকাল আমি যাব অচিনবৃক্ষ দেখতে। তুমি তোমার ব্যাগ গুছিয়ে নাও। তুমি যাবে, সকিনা মেয়েটিও যাবে। সকিনা পথ-ঘাট দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

জাহানারার মুখ শক্ত হয়ে গেল। ঘাড় ব্যথা করতে লাগল। প্রেসারের লক্ষণ। চট করে প্রেসার বেড়েছে। প্রেসার বাড়লেই তার ঘাড় ব্যথা করতে থাকে। হাতের তালু ঘামে। হাতের তালু ঘামা এখনো শুরু হয় নি, তবে শুরু হবে। আজ ভোরে প্রেসারের অষুধ খেয়েছেন কি-না তিনি মনে করতে পারলেন না। নাশতা খাবার পর পর প্রেসারের অষুধ তার হাতে তুলে দেয়ার দায়িত্ব সকিনার। সে কি দিয়েছে?

শুভ্র বলল, কী হয়েছে মা?

জাহানারা বললেন, কাল যেতে পারবি না। কাল তোর জন্মদিনের উৎসব করব। আমি নিজের হাতে পোলাও রান্না করব।

শুভ্র বলল, কাল আমার জন্মদিন না কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল জন্মদিন না, কিন্তু আমি উৎসবটা কাল করব। সন্ধ্যার পর তোকে আমি পীর সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। উনি তোর মাথায় ফুঁ দিয়ে দিবেন।

শুভ্র বলল, একটা খালি বোতল নিয়ে যাও মা। বোতলে করে উনার ফুঁ নিয়ে এসো। তারপর সেই ফুঁ আমার মাথায় ঢেলে দিও।

উনাকে নিয়ে ঠাট্টা-ফাজলামি করবি না।

আচ্ছা যাও করব না।

জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, শুভ্র খপ করে তার হাত ধরে তাকে টেনে বসিয়ে দিল। জাহানারার মন ভারী হয়েছিল, শুভ্রর এই কাণ্ডে হঠাৎ করে মন ভালো হয়ে গেল। ঘাড়ের ব্যথা কমে গেল।

শুভ্র বলল, তোমাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করা হয় নি। ছোটবেলায় একবার আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে? তখন আমাকে উদ্ধারের জন্যে এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। তোমার মনে আছে মা?

জাহানারা বললেন, মনে থাকবে না কেন?

শুভ্র বলল, ঐ পুরস্কারের টাকাটা কে পেয়েছিল?

সেটা জেনে কী করবি?

শুভ্র বলল, রুনুকে খবরটা দিতে হবে। রুনু জানতে চাচ্ছিল।

জাহানারা বিস্মিত হয়ে বললেন, রুনু কে?

শুভ্র বলল, রুনু হচ্ছে মনজুর বোন। অসম্ভব বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে।

জাহানারা বললেন, ওর সঙ্গে দেখা হলো কোথায়?

শুভ্র আগ্রহের সঙ্গে বলল, ও তো সারাদিন নৌকায় আমাদের সঙ্গেই ছিল। একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজলাম।

জাহানারা একদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। রুনু নামের একটা মেয়ে আবার কোত্থেকে উদয় হলো। শুভ্র কি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে? মা'র সঙ্গে ঠাট্টা করার অভ্যাস অবশ্যি শুভ্রর আছে।

শুভ্র বলল, মা, তুমি এমন রাগ রাগ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? মেয়েটাকে দেখলে তোমার ভালো লাগবে। তার গলার স্বর মিষ্টি। ভাইব্রফোনের আওয়াজের সঙ্গে মিল আছে।

জাহানারা বললেন, মেয়েটাকে কে নিয়ে গিয়েছিল, মনজু?

শুভ্র বলল, না, আমিই মেয়ের মা'কে বলে সঙ্গে নিয়ে গেছি। মা শোনো, আমরা কিন্তু মূল প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি– এক লাখ টাকা কে পেয়েছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি না কে পেয়েছিল।

কে জানে? বাবা জানেন?

জানি না তোর বাবা জানে কি-না।

শুভ্র বলল, বাবা না জানলেও একজন অবশ্যই জানবে। সুলেমান চাচা। মা, তাঁকে খবর পাঠাও তো।

জাহানারা কঠিন মুখে বললেন, এত রাতে তাকে খবর পাঠানো যাবে না। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অস্থির হবার কিছু নাই।

কোনো বিষয়ই তুচ্ছ না মা।

জাহানারা উঠে দাঁড়ালেন। তার ঘাড়ের ব্যথা আবার শুরু হয়েছে। হাতের তালু ঘামছে। তার উচিত ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকা। সেটা সম্ভব না। আগে তাঁকে দুটা জরুরি কাজ করতে হবে। মনজু নামের বদমাশটাকে বিদায় করতে হবে। সকিনাকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে। কাজটা করতে হবে আজ রাতেই। শুভ্রর বাবার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে পারলে ভালো হতো। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। জাপানি কোনো এক কোম্পানির ডিরেক্টরের সঙ্গে আজ তার ডিনার আছে। ফিরতে অনেক রাত হবে।

মনজু বিছানায় শুয়ে আছে। তার হাতে মায়ের চিঠি। চিঠিটা আজ দুপুরে এসেছে। এখনো পড়া হয় নি। মায়ের চিঠি এমন কোনো ব্যাপার না যে বিছানায় শুয়ে আয়েশ করে পড়তে হবে। মনজুর খুবই ক্লান্তি লাগছে– বসে থাকতে পারছে না। আজ সারা দিন তার ওপর ভালো ধকল গিয়েছে। রুনুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বড় রকমের ভুল হয়েছে। মেয়েটা ফেরার পথে একটু পরপর চোখ মুছছিল। চোখের পানি ফেলার মতো কোনো ঘটনা তো ঘটে নি। শুভ্র ভাইজান তার স্বভাবমতো রুনুর সঙ্গে অতি ভদ্র ব্যবহার করেছেন। রুনু কি তার অতি ভদ্র ব্যবহারকেই অন্য কিছু ভেবেছে? এত বোকা মেয়ে তো রুনু না।

মনজু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে মা'র চিঠি পড়তে শুরু করল। চিঠি পড়ার আগেই তার মন ভারী হয়ে গেল। দীর্ঘ চিঠিতে আনন্দ পাওয়ার মতো কিছুই থাকবে না। মা'র চিঠি মানেই ধারাবাহিক ঘ্যানঘ্যানানি।

> বাবা মনজু,
>
> দোয়া পরসমাচার তোমার পাঠানো টাকা পাইয়াছি। মাত্র চার হাজার টাকা পাঠাইয়াছ কেন বুঝিলাম না। তুমি জানাইয়াছিলে তোমার বেতন ছয় হাজার টাকা। থাকা-খাওয়া ফ্রি। সেই ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিলেই তুমি আরো কিছু পাঠাইতে পারিতে। সংসারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থা অতি শোচনীয়। বাবা, তুমি যেভাবেই পারো প্রয়োজনে ঋণ করিয়া হইলেও দুই-একদিনের ভিতর আরো দুই হাজার টাকা পাঠাও। নিতান্তই অপারগ হইয়া তোমাকে জানাইতেছি।

মূল ঘটনা না জানিলে তুমি বিপদের মাত্রা বুঝিতে পারিবে না। তোমার সৎবাবার সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে। তিনি আবার ভালো সিগারেট ছাড়া খাইতে পারেন না। পুরানা দিনের অভ্যাস। তিনি একটা দোকান থেকে বাকিতে সিগারেট নিতেন। সেখানে একুশশ' টাকা বাকি পড়িয়া গেল। দোকানদারের এক ভাই আছে মাস্তান। নাম জহিরুল। অঞ্চলে 'হাতকাটা জহিরুল' নামে তার পরিচয়। সকলেই তার ভয়ে অস্থির থাকে। থানায় তার নামে কয়েকটি মামলা আছে। তারপরও থানাওয়ালারা তাহাকে কিছুই বলে না। উল্টা খাতির করে। চা-সিগ্রেট খাওয়ায়। ঐ বদমায়েশ হাতকাটা জহিরুল অনেক লোকজনের সামনে তোমার সৎবাবার শার্টের কলার চাপিয়া ধরিয়াছে। চড়-থাপ্পড় দিয়াছে। সে তোমার সৎবাবাকে বলিয়াছে– এক সপ্তাহের মধ্যে দোকানের বাকি শোধ না করিলে সে তোমার সৎবাবার বাম হাতের কব্জি কাটিয়া ফেলিবে।

বাবা মনজু, হাতকাটা জহিরুলের পক্ষে সবই সম্ভব। তোমার সৎবাবা ভয়ে দিনরাত এখন ঘরে থাকেন। তাহার রাতে ঘুম হয় না। বাবা, এই বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা তোমাকে যেভাবেই হউক করিতে হইবে।

তোমার বোনের হাতে কিছু টাকা আছে। পরিমাণ কত আমি জানি না। সে এই বিষয়ে কিছুই বলে না। গত মঙ্গলবার চায়ের পাতা কিনিবার জন্যে তাহার নিকট পঞ্চাশটা টাকা চাহিয়াছি। সে বলিল, টাকা নাই। অথচ সেই দিনই সন্ধ্যায় সে জিলাপি কিনিয়া আনিয়া তাহার দুই পুত্রকে খাওয়াইয়াছে। আমার মনে খুবই দুঃখ হইয়াছে। আমি কেমন সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছি যে আমার সহিত মিথ্যাচার করে?

আরেক দিনের ঘটনা শুনিলে তুমি অবাক হইবে। তোমার সৎবাবা বাজার হইতে শখ করিয়া একটা কালো বাউস মাছ কিনিয়া আনিয়াছেন। দুপুরে খাইতে তাঁহার বিলম্ব হয়। কারণ তিনি এই সময় স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে পত্রিকা পড়িতে যান। দুপুরের দিকে লাইব্রেরিতে ভিড় থাকে না। সব পত্রিকা হাতের কাছে পাওয়া যায়। উনার ফিরিতে বিলম্ব হইবে জানি বলিয়া আমি একটা বাটিতে কয়েক পিস মাছ তুলিয়া মিটসেফে রাখিয়া গোসল করিত ঢুকিয়াছি, এই ফাঁকে তোমার ভগ্নী বাটির সবগুলি মাছ তাহার দুই পুত্রকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়াইয়া দিয়াছে। যে শখ করিয়া মাছ কিনিয়াছে তাহার ভাগ্যে মাছের একটা ভালো পিস জুটে নাই। ইহাকে শক্রতা ছাড়া আর কী বলা যায়! নিজের পেটের সন্তান যদি শক্র হয় তখন বুঝিতে হইবে কিয়ামতের আর দেরি নাই।

বাবাগো, সংসারের এইসব বিষয় নিয়া মন খারাপ করিও না। সবই আমার কপাল। এখন তুমি শুধু তোমার সৎবাবাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করো। তুমি জানো না যে তিনি তোমাকে কী পরিমাণ স্নেহ করেন। প্রায়শই তোমার কথা বলেন। বাবাগো, পত্রপাঠ শেষ হইবা মাত্র তুমি মানি অর্ডার যোগে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

ইতি
তোমার
মা

চিঠি পড়তে গিয়ে মনজুর মাথা ধরে গেছে। মাথা ধরা সারানোর উপায় হলো গরম পানি নিয়ে 'হেভি' গোসল দেয়া। গোসলের পর কড়া এক কাপ চা। সঙ্গে মামা-ভাগ্নে সিগারেট। বাড়িতে টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারলে মাথা ধরা সঙ্গে সঙ্গে কমে যেত। এই সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না। হাতে টাকা আছে মোট চারশ' এগারো। এক জোড়া জুতা আর একটা হালকা সবুজ রঙের হাফ শার্ট কিনে সে টাকা নষ্ট করেছে। জুতা জোড়া কিনতেই হতো। শার্টটা না কিনলেও চলত। শার্টটা কেনা হয়েছে লোভে পড়ে। শার্টটা এখনো পরা হয় নি। দোকানে নিয়ে গেলে টাকা ফেরত দেবে বলে মনে হয় না। টাকা এমন জিনিস যে হাত থেকে বের হলে আর ফেরত আসে না।

মনজু বালিশের নিচ থেকে সিগারেট ধরাল। খালি পেটে সিগারেট ধরালে মাথা ধরা আরো বাড়বে। বাড়ুক। মাথার যন্ত্রণায় সে ছটফট করুক। মাথা যন্ত্রণা নিয়ে মা'র চিঠির জবাব দিতে পারলে ভালো হতো। মনজু সিগারেটে টান দিয়ে মনে মনে চিঠির জবাব দিতে শুরু করল—

মা, তোমার চিঠি পেয়েছি। সন্ত্রাসী হাতকাটা জহিরুলকে আমার অভিনন্দন পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। সে যে আমার সৎপিতার বাম হাতের কব্জি কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এতে আমি আনন্দিত। বাম হাতের কব্জি না কেটে ডান হাতেরটা কাটা কি সম্ভব? এই বিষয়ে তুমি তার সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পারো। আমার ধারণা অনুরোধ করলে সে রাখবে। তোমার অনুরোধ তো সে ফেলবেই না। তোমার মতো মিষ্টি করে অনুরোধ কেউ করতে পারে বলে আমি মনে করি না। একটাই শুধু আফসোস— আমার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসল বাবার সঙ্গে তোমার মিষ্টি গলা কখনো বের করো নি।

মা, তোমার কি মনে আছে বাবা তার কোনো এক বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে গিয়ে দেরি করে ফিরেছিল বলে তুমি তাকে শাস্তি দিয়েছিলে? পৌষ মাসের প্রচণ্ড শীতে তুমি দরজা খুলো নি। বেচারাকে সারারাত বাইরে বসে থাকতে হয়েছে। যাই হোক, কী আর করা! প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কপাল নিয়ে আসে। আমার সৎবাবা ভালো কপাল নিয়ে এসেছেন।

মা, উনার কব্জি কাটা নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না। প্রতিটি খারাপ জিনিসের মধ্যেও ভালো কিছু থাকে। উনার কব্জি কাটায় নিশ্চয়ই কোনো মঙ্গল নিহিত আছে। আমরা সেটা ধরতে পারছি না।

এই মুহূর্তে আমার যেটা মাথায় আসছে তা হলো– ভিক্ষাবৃত্তিতে সুবিধা। শেষ জীবনে উনাকে যদি ভিক্ষা করে খেতে হয় তাহলে কব্জি কাটা খুবই কাজে আসবে। মানুষের দয়া আকর্ষণের জন্যে কাটা কব্জি কাজে আসবে। রোজ সকালে একটা থালা হাতে তুমি উনাকে মসজিদের পাশে বসিয়ে দিয়ে আসবে। এশার নামাজের পর নিয়ে আসবে। বুদ্ধিটা ভালো না?

আমার খবর হচ্ছে– আমি ভালো আছি। চাকরিতে অতি দ্রুত একটা প্রমোশন হয়েছে। এখন আমি একটা সেকশানের ইনচার্জ। বেতন সব মিলিয়ে পনের হাজার পাচ্ছি। তারপরেও আমার পক্ষে তোমাদের কোনো টাকা-পয়সা পাঠানো সম্ভব না। কারণ আমি বিয়ে করছি। বিয়ের খরচ তো আমাকে কেউ দিবে না। নিজেকেই জোগাড় করতে হবে। মেয়ের নাম রুনু। তুমি চিনতেও পারো– ইকবাল মামার মেয়ে। বিয়ের পর হানিমুন করতে নেপাল যাব। সেখানেও টাকা দরকার। আগামী এক-দুই বছর একটা টাকাও তোমাদের পাঠাতে পারব না।

আসলে তোমার গর্ভই খারাপ। গর্ভে যেমন বিচ্ছু-মেয়ে ধারণ করেছ, সে রকম কুলাঙ্গার ছেলেও ধারণ করেছ। কব্জিকাটা মানুষটাকে নিয়ে সুখে দিন কাটাও– এই তোমার প্রতি আমার শুভ কামনা।

ইতি
তোমার কুপুত্র মনজু

মনে মনে চিঠিটা লিখে মনজু আরাম পেয়েছে। এরকম আরেকটা চিঠি সৎবাবাকে লিখতে পারলে আরামটা প্রবল হতো। চিঠির শুরু হবে এইভাবে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ ব্যাটা কল্কিকাটা,..

শুরুটাতে কবিতার ছন্দের মতো ছন্দ আছে। মিলও আছে। ব্যাটার সঙ্গে কাটার মিল।

চিঠিটা শুরু করা গেল না।

রহমতুল্লাহ এসে ঢুকল। তার পরনে ইস্ত্রি করা পাজামা-পাঞ্জাবি। চুল আঁচড়ানো। মুখ দিয়ে মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছে। আজ তার বিশেষ দিন। মদপান করেছেন। যেদিন এই কাজটা করেন সেদিন তার সাজগোজ ভালো থাকে। মেজাজও ভালো থাকে। তিনি মনজুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আছ কেমন?

মনজু বলল, ভালো।

খাওয়া-দাওয়া করেছ?

জি না।

খাওয়া-দাওয়া করে নাও। আজ ভালো খাওয়া আছে। মেজবানির গরুর মাংস। হেড অফিসে রান্না হয়েছে। চিটাগাং থেকে বাবুর্চি এসেছে। মেজবানির মাংস গরম গরম খাওয়া ভালো।

মনজু বলল, আজ কি কোনো উপলক্ষ?

রহমতুল্লাহ হাই তুলতে তুলতে বললেন, আছে নিশ্চয়ই কিছু। হেড অফিসের সব খবর তো পাই না। আমি পচা আদার ব্যাপারি। জাহাজের খবর কী রাখব? হেড অফিস হলো জাহাজ। এইটাই ভাবতেছিলাম– আমাদের বড় সাহেব ঢাকা শহরে এসেছিলেন এক জোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে। তার কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ছিল। সেই ব্যাগে ছিল একটা লুঙ্গি আর একটা পাঞ্জাবি। সঙ্গে ছিল ক্যাশ আটশ' পঁচিশ টাকা। টাকাটা এনেছিলেন মায়ের গলার চেইন বিক্রি করে। আর দেখো আজ তার অবস্থা। শুনেছি বড় সাহেব না কি আস্ত একটা দ্বীপ কিনবেন। একটা কেন, চার-পাঁচটা দ্বীপ কেনাও তাঁর কাছে কোনো বিষয় না।

মনজু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। রহমতুল্লাহ বললেন, পাক কোরান মজিদে একটা আয়াত আছে, সেখানে আল্লাহপাক বলেছেন– 'আমি যাহাকে দেই তাহাকে কোনো হিসাব ছাড়াই দেই। আবার যাহাকে দেই না তাহাকে কিছুই দেই না। ইহা আমার ইচ্ছা।' নাপাক মুখে কোরান মজিদের আয়াত বলেছি, বিরাট গুনাহর কাজ করেছি। আল্লাহগো, বান্দাকে মাফ করো। মনজু, তোমার কাছে সিগারেট আছে? থাকলে একটা সিগারেট দাও। নেশার সময় সিগারেটটা ভালো লাগে।

মনজু সিগারেট দিল। রহমতুল্লাহ আয়েশ করে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন– আল্লাহপাক যে বলেছেন যাহাকে দেই না তাহাকে কিছুই দেই না– এটা অতি সত্যি কথা। তোমার-আমার কথাই বিবেচনা করো। সত্যি না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজু বলল, জি সত্যি।

মাতালের জ্ঞানী জ্ঞানী কথা শুনতে ভালো লাগছে না। তারপরেও শুনতে হবে। মাতালরা অন্যের কথা শুনতে চায় না। নিজের কথা বলতে চায়। মনজু!

জি।

তোমার জন্যে একটা সংবাদ আছে। সংবাদটা ভালো না মন্দ বুঝতে পারছি না। অনেক মন্দ সংবাদও সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় সংবাদটা আসলে মন্দ না, ভালো। আবার অনেক ভালো সংবাদ ঠিকমতো বিবেচনা...।

সংবাদটা কী বলেন।

রহমতুল্লাহ সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন– ম্যাডাম তোমাকে আজ রাতেই চলে যেতে বলেছেন। খাওয়া-দাওয়া করো, তারপর চলে যাও। তোমার কয়েক দিনের পাওনা বেতন আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। তাড়াহুড়ার কিছু নাই। রাত এগারোটার সময় গেট বন্ধ হবে। গেট বন্ধ হবার আগে আগে চলে যাবে।

মনজু বিড়বিড় করে বলল, ভাইজানের সঙ্গে কি একবার দেখা করা যাবে?

রহমতুল্লাহ সিগারেটের ছাই টোকা দিয়ে ফেলতে ফেলতে কঠিন গলায় বললেন, না।

AMARBOI.COM

রুনুদের বাসায় রাতের খাবার ন'টার আগেই শেষ হয়ে যায়। ইকবাল সাহেব রাত সাড়ে দশটায় একটা ঘুমের ট্যাবলেট খান। ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় যেতে নেই। ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করার নিয়ম। এই ত্রিশ মিনিট তিনি মেয়ের সঙ্গে গল্প করেন। গল্প করতে খুব ভালো লাগে। মেয়েটা মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকায়, তখন বেণী করা চুল মুখের উপর এসে পড়ে। এই দৃশ্যও দেখতে ভালো লাগে।

আজও রুনুর সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন। গল্প জমছে না। রুনু চোখ-মুখ শক্ত করে বসে আছে। প্রশ্ন করলে কাঁটা কাঁটা জবাব দিচ্ছে। ইকবাল সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, তোর শরীর খারাপ না কি রে?

রুনু বলল, না।

ইকবাল সাহেব বললেন, দেখে তো মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। চোখ লাল। দেখি কাছে আয়, কপালে হাত দিয়ে জ্বরটা দেখি।

রুনু বলল, জ্বর দেখতে হবে না। আমার জ্বর আসে নি। শরীর ঠিক আছে।

তাহলে কি মন খারাপ?

মনও ঠিক আছে। আমার তোমাদের মতো হুটহাট করে মন খারাপ হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বাসায় এসেছিলেন? তোর মা'র কাছে শুনলাম ছেলে অসম্ভব ভদ্র, অসম্ভব বিনয়ী। আবার না কি খুবই সুন্দর?

রুনু বলল, বাবা, উনি ভদ্র হলেও আমাদের কিছু যায়-আসে না। অভদ্র হলেও আমাদের কিছু যায়-আসে না।

ইকবাল সাহেব চিন্তিত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। সে এ রকম করছে কেন বুঝতে পারছেন না। তিনি আলাপ চালিয়ে যাবার জন্যে বললেন, তোরা সারাদিন কী করলি?

রুনু বলল, নৌকায় করে বুড়িগঙ্গায় ঘুরলাম। যেখানে নৌকাডুবি হয়ে ঘসেটি বেগম মারা গিয়েছিলেন, উনি সেই জায়গাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন। খুঁজে পাওয়া গেল না।

ইকবাল সাহেব বললেন, ঘসেটি বেগমটা কে?

নবাব সিরাজদ্দৌলার খালা। বাবা শোনো, আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না। তোমার আধাঘণ্টা নিশ্চয় পার হয়েছে। ঘুমুতে যাও।

তুই কী করবি?

আমি পড়াশোনা করব। আজ সারারাত পড়ব। দিনে বেড়াতে গিয়ে যে সময়টা নষ্ট করেছি, সেটা কাভার করব।

ইকবাল সাহেব বললেন, আমার মনে হয় রাতে সময়মতো ঘুমুতে গিয়ে খুব ভোরে উঠে পড়াশোনা করা ভালো। রাতের ঘুমের পর ব্রেইন রেস্টে থাকে। সকালবেলার পড়াটা মনে থাকে। আমি সারাজীবন এইভাবে পড়েছি।

রুনু বিরক্ত গলায় বলল, তুমি সারাজীবন এইভাবে পড়ে তেমন কিছু করতে পারো নি বাবা। ম্যাট্রিকে সেকেন্ড ডিভিশন, ইন্টারমিডিয়েটে সেকেন্ড ডিভিশন, বিএ'তে থার্ড ক্লাস। আর আমাকে দেখো– আমি আমার মতো পড়াশোনা করে ম্যাট্রিকে ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে থার্ড হয়েছি। ইন্টারমিডিয়েটে আরো ভালো করব।

ইকবাল সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, অহঙ্কার করা ঠিক না মা। আল্লাহপাক যে অহঙ্কার করে তাকে পছন্দ করেন না। এই বিষয়ে রসুলুল্লাহর একটা হাদিস আছে। নবী-এ-করিম বলেছেন...

রুনু বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমার এখন হাদিস শুনতে ইচ্ছা করছে না। আর আমি অহঙ্কার করেও কিছু বলি নি। তোমার কথাবার্তা শুনে রাগ করে বলেছি।

রাগ করার মতো কী বললাম?

বাবা তুমি ঘুমুতে যাও। প্লিজ। আমি এখন পড়াশোনা শুরু করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইকবাল সাহেব মন খারাপ করে উঠে পড়লেন। মেয়ের সঙ্গে ত্রিশ মিনিট সময় তার খুব ভালো কাটে। আজ রুনুর কী হয়েছে কে জানে! একবার মাথা পর্যন্ত ঝাঁকায় নি।

শায়লা ফ্লাস্ক ভর্তি চা এনে মেয়ের টেবিলে রাখলেন। আইসক্রিমের খালি প্লাস্টিকের বাক্সে কয়েকটা পাতলা রুটি। রুনুর স্বভাব হচ্ছে, রাত জেগে বই হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পড়বে। মাঝে মাঝে চা'য়ে ভিজিয়ে রুটি খাবে। রাত জেগে পড়লে তার খুব ক্ষিদে পায়।

শায়লা রুনুর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, তোর না কি মেজাজ ভালো না? তোর বাবা বলছিলেন।

রুনু বলল, মেজাজ ঠিক আছে।

শায়লা বললেন, নৌকা ভ্রমণে আজ তোরা কী কী করলি শুনি!

রুনু বলল, কয়েকবার তো শুনেছ।

শায়লা বললেন, আমি কই শুনলাম?

রুনু বলল, কী শুনতে চাও জিজ্ঞেস করো, আমি এক এক করে বলছি।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া কোথায় করলি?

মনজু ভাই প্যাকেটে করে খাওয়া নিয়ে গিয়েছিলেন।

কী খাওয়া?

জানি না কী খাওয়া। মনে নেই।

শায়লা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়ে চোখ-মুখ শক্ত করে বসে আছে।

শায়লা বললেন, তুই রেগে আছিস কেন রে মা?

রুনু হতাশ গলায় বলল, আমি কেন রেগে আছি নিজেও জানি না।

শায়লা বললেন, তোর তো অনেক বুদ্ধি। তুই না জানলে কে জানবে?

রুনু বলল, আমার রাগ উঠেছে মনজু ভাইয়ের ওপর।

শায়লা বিস্মিত হয়ে বললেন, সে কী করেছে?

রুনু বলল, তার বসের ছেলের দিকে তাকিয়ে সারাক্ষণ তেলতেলা হাসি দিয়েছে। চাকরটাইপ হাসি। চাকরি নিয়ে সে বড় বড় কথা বলে, আমার ধারণা তার আসল চাকরি হলো, সে বসের ছেলের অ্যাসিসটেন্ট। জুতা ব্রাশ করে দেয়। ব্যাগে করে তার জন্যে পানির বোতল নিয়ে পেছনে পেছনে হাঁটে। রোদে বের হলে মাথায় ছাতা ধরে।

শায়লা বললেন, চুপ কর তো!

রুনু বলল, আচ্ছা যাও, চুপ করলাম। মা শোনো, মনজু ভাইয়ের সঙ্গে তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বিয়ে দেবার পাঁয়তারা করছ– এটা দয়া করে করবে না। আমি চাকর শ্রেণীর কাউকে বিয়ে করব না। বিয়ে যে করতেই হবে এমন তো কথা না। আমি ঠিক করেছি বিয়েই করব না।

শায়লা খানিকটা ভীত গলায় বললেন, রুনু, তোর শুভ্র নামের ছেলেটাকে খুব মনে ধরেছে। তাই না?

রুনু মা'র দিকে কঠিন চোখে তাকাল। হয়তো কঠিন কোনো কথাও বলত, তার আগেই দরজায় কলিংবেলের শব্দ হলো। রুনু সহজ গলায় বলল, আমার ধারণা মনজু ভাই এসেছে। আমি উঠতে পারব না। মা, তুমি দরজা খুলে দাও।

মনজুই এসেছে। তার গায়ে নতুন কেনা হালকা সবুজ রঙের হাফশার্ট। পায়ে নতুন জুতা। সঙ্গে স্যুটকেস। তার মুখ হাসি হাসি। রুনু বলল, আপনি কোত্থেকে?

মনজু আনন্দিত ভঙ্গিতে বলল, আছে ঘটনা আছে। বিস্তারিত বলব। তার আগে চা খেতে হবে। কড়া চা। ডাবল পাত্তি। হেভি সুগার।

শায়লা খুশি মনে চা বানাতে গেলেন। মনজুকে দেখে হঠাৎ তার মন ভালো হয়ে গেছে। বুড়িগঙ্গায় কী কী ঘটনা ঘটেছে এখন বিস্তারিত শোনা যাবে। মনজু রুনুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আছ কেমন?

রুনু বলল, আমি ভালোই আছি। আপনি মনে হয় ভালো নেই। সারাক্ষণ নকল হাসি হাসছেন।

মনজু বলল, নকল হাসি হাসব কেন? দুঃখের হাসি হাসছি। বড় সাহেব বঙ্গোপসাগরে একটা দ্বীপ কিনেছেন। আমার পোস্টিং হয়েছে সেখানে। দ্বীপে বাড়িঘর করা, গাছ লাগানো– সব ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য কাউকে পুরো দায়িত্ব দিতে স্যার ভরসা পাচ্ছেন না। যেতে হচ্ছে আমাকেই। সমুদ্র পার হতে হবে, ভয়ে কলিজা পানি হয়ে যাচ্ছে। ভয়ের চোটে আসল হাসি নকল হয়ে গেছে।

রুনু বলল, পুরা দায়িত্ব আপনার একার?

আরে না, আমার সঙ্গে ষোল জন স্টাফ। আমরা প্রথম দল। পরে আরো লোকজন যাবে। তুমি এইভাবে কেন হাসছ? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

রুনু সহজ গলায় বলল, না।

মনজু আহত গলায় বলল, তোমার ধারণা আমি যা বলছি সবই ভুয়া?

রুনু বলল, হ্যাঁ। আমার ধারণা আপনার চাকরি নট হয়ে গেছে। ওরা আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। আপনার কোথাও যাবার জায়গা নেই বলে আপনি আমাদের এখানে বিছানা-বালিশ নিয়ে উঠেছেন।

মনজু বলল, তুমি আমার একটা সত্যি কথাও বিশ্বাস করো না– এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসেছি। আজ রাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটার সময় আমাদের লঞ্চ ছাড়বে ভোলার দিকে। সকাল দশটায় লঞ্চ ভোলায় পৌঁছবে। সেখান থেকে সমুদ্রের অবস্থা বিবেচনা করে আমরা রওনা হবো মনপুরার দিকে।

রুনু বলল, আজ রাত্রেই রওনা হবেন?

মনজু বলল, অবশ্যই। আমার পুরো স্টাফ চলে গেছে। আমি চা-টা খেয়েই রওনা দেব।

চা শেষ করে মনজু সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়াল। রুনু বলল, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে যাবার দরকার কী! সকালে যান। রাতটা থেকে যান।

মনজুকে দেখে মনে হচ্ছে কথাটা তার মনে ধরেছে। সে তাকাল শায়লার দিকে। শায়লা বললেন, থেকে যাও না। মনজু তাকাল রুনুর দিকে। রুনুর মুখে চাপা হাসি। মনজু বলল, লঞ্চ একটার সময় ছাড়বে। সব দায়িত্ব আমার ওপর। আমি থাকি কীভাবে? ঝড় হোক বৃষ্টি হোক আমাকে যেতেই হবে। রুনু শোনো, দ্বীপের ভেতর পড়ে থাকব, এক-দুই বৎসর তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না। দ্বীপে তো পোস্টাফিস নেই যে চিঠিপত্র লিখব। ভালো থেকো। তবে দ্বীপে থাকতে যদি অসহ্য লাগে সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে আসতে পারি।

বাইরে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় পানি জমে গেছে। মনজু পানিতে ছপছপ শব্দ করে এগুচ্ছে। তার স্যুটকেসটা হালকা। স্যুটকেসে তেমন কিছুই নেই। সেই হালকা স্যুটকেসটা এখন হাতে খুব ভারী লাগছে। ইচ্ছা করছে স্যুটকেসটা রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিতে। ঝাড়া হাত-পা হলে হাঁটতে সুবিধা।

চল্লিশ মিনিটের মাথায় মনজু কাকভেজা হয়ে ফিরে এসে জানাল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে লঞ্চ আজ রাতে ছাড়বে না বলে সে চলে এসেছে। রুনু খিলখিল করে হাসছে। শায়লা বিরক্ত গলায় বললেন, তুই এ রকম হাসছিস কেন? এই আবহাওয়ায় লঞ্চ ছাড়বে কেন? হাসি থামা। রুনু হেসেই যাচ্ছে। চেষ্টা করেও হাসি থামাতে পারছে না।

রাত প্রায় বারোটা। কিছুক্ষণ আগেই মোতাহার হোসেন ফিরেছেন। তার মন অস্বাভাবিক ভালো। জাপানি কোম্পানি টাকাশিবো'র সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদি একটা কন্ট্রাক্টে তিনি সাইন করেছেন। টাকাশিবো'র তিনজন ডিরেক্টরের একজন এই উপলক্ষে ঢাকায় এসেছিলেন। মোতাহার হোসেন তাকে আজকের শুভদিন মনে রাখার জন্যে কিছু উপহার দিয়েছেন। মি. সামা ওহারার উপহার খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি উচ্ছ্বসিত গলায় বলেছেন, তিনি তার জীবনে এত সুন্দর উপহার পান নি। তিনি চিন্তিত এত সুন্দর উপহার দেশে কীভাবে নিয়ে যাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এয়ারপোর্টেই আটকে দেবে।

মোতাহার হোসেন হাসতে হাসতে বলেছেন, উপহার দেশে নিয়ে যাবার ব্যাপারে আপনার চিন্তা করতে হবে না। যে উপহার দিয়েছে তারই দায়িত্ব উপহার পৌছে দেয়া। জাপানি ভদ্রলোক আনন্দে অভিভূত হয়ে দু'বার কুর্নিশের মতো মাথা নিচু করলেন। জাপানিরা জাতি হিসেবেই ভদ্র।

উপহার দুটির একটি হলো কষ্টিপাথরের শিবমূর্তি। আরেকটি হচ্ছে, মাথাসহ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চামড়া।

মোতাহার হোসেন রাত জাগেন না। আজ তার মনটা ভালো। জাপানের এই ডিলটা হবার কথা ছিল না। সরকারের এক মন্ত্রী পুরোটাই গুছিয়ে ফেলেছিলেন। শেষের দিকে এসে সেই মন্ত্রী মোতাহার হোসেনের প্যাঁচে ধরাশায়ী হয়েছেন। এমনই ধরাশায়ী যে তার মন্ত্রিত্ব থাকে কি-না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। দেশের তিনটি প্রধান সংবাদপত্রে মন্ত্রীর দুর্নীতি বিষয়ক এমন কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে– যা পাশ কাটানো সম্ভব না। সেই মন্ত্রী আজ সন্ধ্যাবেলায় মোতাহার হোসেনের কাছে লোক পাঠিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আজ রাতেই তার সঙ্গে দেখা করতে চান। যত রাতই হোক, তার কোনো সমস্যা নেই। মোতাহার হোসেন যেখানে বলবেন, তিনি সেখানেই দেখা করবেন।

মোতাহার হোসেন জানিয়েছেন, তার শরীর খুবই খারাপ। ডাক্তারের নির্দেশে তিনি বিছানাতেই বন্দি। একটু সুস্থ হলে তিনি নিজেই দেখা করবেন।

শুভ্রর ঘরে বাতি জ্বলছিল। মোতাহার হোসেন ধোঁয়াঘর থেকে সিগারেট শেষ করে ছেলের ঘরে উঁকি দিলেন। ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছা করছে।

শুভ্র বিছানায় পদ্মাসন হয়ে বসে আছে। তার চোখ বন্ধ। মোতাহার হোসেন আনন্দিত গলায় বললেন, Hello young man.

শুভ্র চোখ মেলতে মেলতে বলল, Hello old man and the sea.

মোতাহার হোসেন বললেন, ধ্যান করছিস না কি?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ। আজ আষাঢ়ি পূর্ণিমা তো...

আষাঢ়ি পূর্ণিমায় ধ্যান করতে হয় না কি?

এই দিন গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগ করেছিলেন, কাজেই ভাবলাম তাঁর স্টাইলে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকি। উনি বোধিবৃক্ষের নিচে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসতেন। আমি কম্পিউটারের নিচে পদ্মাসনে বসেছি।

মোতাহার হোসেন ছেলের পাশে বসতে বসতে বললেন, গৌতম বুদ্ধ ঝড়-বৃষ্টির রাতে ঘর ছাড়লেন?

শুভ্র বলল, উনি ফকফকা জোছনায় ঘর ছেড়েছিলেন। সমস্যা হচ্ছে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে। এই দেশে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতে বৃষ্টি হবেই। বাবা, কফি খাবে? কফি বানিয়ে দেই?

দে।

কীভাবে কফি বানাব একটু দেখো বাবা। চোখ বন্ধ করে কফি বানাব। যাতে অন্ধ হয়ে যাবার পর আমার আর কোনো সমস্যা না হয়।

মোতাহার হোসেন কিছু বললেন না। তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চোখ বন্ধ। সে খুব স্বাভাবিকভাবেই কফি বানাচ্ছে। শুভ্র বলল, বাবা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব আনন্দিত। কোনো কারণ আছে?

মোতাহার হোসেন বললেন, কারণ আছে। বুদ্ধির খেলায় একজনকে হারিয়ে দিয়েছি। বুদ্ধিমান কাউকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে পারলে সবার আনন্দ হয়। আমার একটু বেশি হয়।

শুভ্র বলল, বুদ্ধির খেলায় আমাকে হারাতে পারবে?

মোতাহার হোসেন কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

শুভ্র বলল, তোমার সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলতে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি হেরে গিয়ে মনে কষ্ট পাবে। কাউকে কষ্ট দিতে আমার ভালো লাগে না।

মোতাহার হোসেন বললেন, তুই এত নিশ্চিত কীভাবে হচ্ছিস যে আমি হেরে যাব?

শুভ্র বাবার গায়ে হাত রেখে শান্ত গলায় বলল, বাবা, আমার অনেক বুদ্ধি।

অনেক বুদ্ধি?

হ্যাঁ। বাবা, তুমি শুধু শুধু কফি খেয়ে আরাম পাচ্ছ না। এক কাজ করো, সিগারেট ধরাও। সিগারেটের সঙ্গে কফি খাও।

মোতাহার হোসেন বললেন, তোর মা যদি দেখে তোর ঘরে বসে সিগারেট খেয়ে ঘর গান্ধা করে ফেলেছি, তাহলে খুব রাগ করবে।

শুভ্র বলল মা দেখতে আসবে না। তাঁর মাথা ধরেছে। মা দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে আছে।

মোতাহার হোসেন সিগারেট ধরালেন। তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাকে হঠাৎ সামান্য চিন্তিত মনে হচ্ছে। অথচ চিন্তিত হবার মতো কিছু ঘটে নি।

জাহানারার ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। এতক্ষণ এসি চলছিল। এসির শব্দে তার মাথার যন্ত্রণা আরো বেড়ে যাচ্ছে দেখে এসি বন্ধ করা হয়েছে। ঘর অন্ধকার। বাথরুমে বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। দরজার ফাঁক দিয়ে সেই আলো খানিকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে আসছে। জাহানারা কড়া ঘুমের অষুধ খেয়েছেন। তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। ঘুম আসছে না। জাহানারার মাথার কাছে সকিনা বসে আছে। সকিনার সামনে বড় একটা বাটিতে বরফ মেশানো পানি। সকিনা নিজের হাত সেই পানিতে ডুবিয়ে হাত ঠাণ্ডা করছে। সেই হাত দিয়ে জাহানারার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। জাহানারা পাশ ফিরলেন। বাথরুম থেকে আসা আলো তাকে কষ্ট দিচ্ছে। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার করলে হয়তো একটু আরাম লাগত। কিন্তু তিনি অন্ধকার সহ্য করতে পারেন না। ঘর অন্ধকার করলেই তার কাছে মনে হয় তিনি কবরে চলে গেছেন।

সকিনা!

জি মা।

শুভ্র কি এখনো তার বাবার সঙ্গে গল্প করছে?

জি মা।

থাপ্পড় খাবে। তুমি তো আমার ঘরে বসে আছ। এখান থেকে বুঝলে কীভাবে? তুমি কি পীর-ফকির হয়ে গেছ? যাও দেখে এসে বলো।

সকিনা দেখে এসে বলল, এখন দু'জন গল্প করছে।

জাহানারা বললেন, কী নিয়ে গল্প করছে?

সকিনা বলল, আমি শুনি নি মা। দেখেই চলে এসেছি। আড়াল থেকে শুনে আসব?

জাহানারা বললেন, দরকার নেই। তুমি আরো বেশিক্ষণ হাত পানিতে ডুবিয়ে রাখবে। হাত ঠাণ্ডা হচ্ছে না। গরম হাতে মাথা হাতাচ্ছ কেন?

সকিনা বলল, জি আচ্ছা মা।

জাহানারা বললেন, তুমি কি জানো আমার ছেলে আমাকে পছন্দ করে না?

সকিনা বলল, এটা ঠিক না মা।

জাহানারা বললেন, মুখের ওপর কথা বলবে না। আমি কী বলছি আগে শুনবে। হুটহাট কথা আমার পছন্দ না।

জি আচ্ছা।

আমার ছেলে যে আমাকে পছন্দ করে না– এটা আমার আজকের আবিষ্কার না। আমি টের পাই এক যুগ আগে। এক যুগ কী জানো?

জানি।

বলো এক যুগ কী?

বারো বছরে এক যুগ।

আমি বারো বছর আগে প্রথম টের পাই। শুভ্রর কাছে একটা কাক আসত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকটা হঠাৎ একদিন আসা বন্ধ করল। এতে শুভ্রর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি তখন শুভ্রর মন ভালো করার জন্যে তাকে একটা ময়না পাখি হালুয়াঘাট থেকে আনিয়ে দিলাম। ময়না পাখিটাকে আগেই কথা শেখানো হয়েছিল। সে বলত– এই শুভ্র! এই। সুন্দর একটা খাঁচায় করে পাখিটা তাকে দিলাম। শুভ্র সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা পাখিটা ছেড়ে দিল।

সকিনা নিচু গলায় বলল, পাখিটাকে খাঁচায় বন্দি দেখে ভাইজান মনে কষ্ট পেয়েছিলেন।

জাহানারা বললেন, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলবে না। পাখিটা আমি তাকে দিয়েছি বলেই সে ছেড়ে দিয়েছে। পাখিটা যদি তার বাবা দিত, তাহলে সে যত্ন করে রাখত।

সকিনা বলল, মা, কাঁদবেন না।

জাহানারা রাগী গলায় বললেন, আমি কাঁদছি তোমাকে কে বলল ফাজিল মেয়ে?

জাহানারা শব্দ করেই কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, সকিনা, তুমি দেখে এসো, এখনো তারা গল্প করছে কি-না।

AMARBOI.COM

মোতাহার হোসেন এতক্ষণ চেয়ারে বসেছিলেন। এখন চেয়ার ছেড়ে খাটে উঠে এসেছেন। পিতা-পুত্র দু'জনই খাটে। শুভ্র আগের মতোই পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসেছে। মোতাহার হোসেন খাটের মাথায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছেন। বাইরে ঝুমঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ছেলের সঙ্গে গল্প করতে তার বেশ ভালো লাগছে। মোতাহার হোসেন বললেন, তোর মা কাল তোকে নিয়ে কী একটা উৎসব না কি করবে?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ কাল উৎসব। জন্মদিন পালন করা হবে।

মোতাহার হোসেন বললেন, জন্মদিনে তোকে কী উপহার দেয়া হবে তুই কি জানিস?

শুভ্র বলল, জানি না, তবে অনুমান করতে পারি।

অনুমান কর।

আমি একবার মা'কে আমার স্বপ্নের কথা বলছিলাম। একটা রবিনসন ক্রুশোর মতো একটা দ্বীপে থাকব। তখন লক্ষ করেছি মা'র চোখ চকচক করে উঠেছে। সেখান থেকে ধারণা করছি, মা হয়তো আমাকে একটা দ্বীপ দেবে। মনে হয় দ্বীপটা কেনা হয়েছে। যে কারণে তাড়াহুড়া করে মা জন্মদিনের উৎসব করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা, দ্বীপ কি তুমি কিনেছ?

মোতাহার হোসেন বললেন, তোর বুদ্ধি ভালো। শুধু বুদ্ধি বলা ঠিক হবে না। বুদ্ধি এবং চিন্তা করার ক্ষমতা ভালো। অনেকের বুদ্ধি থাকে। সেই বুদ্ধি কাজে খাটিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে না।

শুভ্র বলল, আমার তো তেমন কোনো কাজ নেই বাবা। আমি বেশিরভাগ সময় কাটাই বিছানায় শুয়ে শুয়ে। অন্ধ হবার জন্যে অপেক্ষা করা। অপেক্ষা করতে করতে নানান বিষয় নিয়ে ভাবি। গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা হয়তো এইভাবেই ডেভেলপ করেছে। একটা বিশেষ ভাবনার কথা তোমাকে বলব?

বল।

শুভ্র শান্ত গলায় বলল, মা যে আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে– এটা নিয়ে আমি প্রায়ই ভাবি। কোনো মা তার সন্তানকে এত ভালোবাসবে না। কারণ সে জানে এই সন্তানটি তার। সে তারই অংশ। তাকে এত ভালোবাসার কিছু নেই। যখন কোনো মা উন্মাদের মতো তার সন্তানকে ভালোবাসবে, তখন বুঝতে হবে এই সন্তানটি আসলে তার না। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সন্তানটিকে নিজের করে নিতে। আমার কী মনে হয় জানো বাবা?

মোতাহার হোসেন বললেন, কী মনে হয়?

শুভ্র আগ্রহের সঙ্গে বলল, আমার মনে হয় প্রথম ছেলেটি জন্মের পরপর মারা যাওয়ায় মা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরেরটির মৃত্যুর পর তাঁর অসুস্থতা প্রচণ্ড বেড়ে গেল, তখন তুমি কোনো জায়গা থেকে আমাকে জোগাড় করে মা'র কাছে দিয়েছিলে।

মোতাহার হোসেন শান্ত গলায় বললেন, তোর এ রকম মনে হয়?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ। বাবা, আমি যা বলছি তা কি ঠিক?

মোতাহার হোসেন জবাব দিলেন না। তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শুভ্র বলল, তোমাদের দু'জনের সঙ্গে আমার কোনোরকম মিল নেই। চিন্তায়-ভাবনায় কোনো কিছুতেই না। আমি জেনেটিকেলি তোমাদের চেয়ে আলাদা। কফি খাবে? আরেক কাপ কফি বানিয়ে দেই?

মোতাহার হোসেন ক্লান্ত গলায় বললেন, না।

শুভ্র বলল, গল্প থাক। এখন এসো বুদ্ধির খেলা খেলি। বাবা, তুমি খেলবে?

মোতাহার হোসেন বললেন, না।

শুভ্র বলল, তোমার বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ো। রাত অনেক হয়েছে।

মোতাহার হোসেন জবাব দিলেন না, আরেকটা সিগারেট ধরালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র বলল, বাবা, আমার কথা শুনে তোমার কি মনে হচ্ছে আমি খুব কষ্টে আছি?

মোতাহার হোসেন বললেন, মনে হচ্ছে না।

শুভ্র বলল, আমি কষ্টে নেই। নিজের ব্যাপারটা নিয়ে আমি যখন ভাবি তখন আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে।

ইন্টারেস্টিং কোন অর্থে?

শুভ্র বাবার কাছে এগিয়ে এলো। আগ্রহ নিয়ে বলল, প্রকৃতি নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক চড়াই-উৎরাই পার করে মানুষ নামক ভয়ঙ্কর বুদ্ধিমান একদল প্রাণী তৈরি করেছে। প্রকৃতি কেন এই কাজটি করেছে অতি বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু এখনো তা বের করতে পারে নি। মানবজাতি তার অস্তিত্বের কারণ না জেনেই এতদূর এসেছে, আরো অনেক দূর যাবে। তাকে ঘিরে থাকবে প্রচণ্ড সংশয়। সে কে? সে কোথা থেকে এসেছে? সে কোথায় যাচ্ছে? এই সংশয়ের তুলনায় আমার ব্যক্তিগত সংশয়টা কি খুবই তুচ্ছ না?

মোতাহার হোসেন বললেন, তোর মতো চিন্তা করলে হয়তো তুচ্ছ।

শুভ্র বলল, নিজের কথা ভেবে আমার মানসিকতায় কিছু পজেটিভ পরিবর্তন হয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। আমি যখন সকিনাকে দেখি তখন তার ওপর খুব মায়া লাগে। তাকে খুবই আপন লাগে। আমার মনে হয় সুলেমান চাচা যেমন অতি দরিদ্র কোনো ঘর থেকে সকিনাকে নিয়ে এসেছিলেন, আমাকেও নিশ্চয়ই সেরকম কোনো পরিবার থেকে এনেছেন। বাবা, মানুষের প্রতি আমার মমতা যে কী পরিমাণ বেড়েছে সেটা আমি জানি। তোমাদের সত্যি ছেলে হলে এই মমতা তৈরি হতো না।

AMARBOI.COM

শুভ্র চুপ করল। মোতাহার হোসেন ক্লান্ত গলায় বললেন, কথা শেষ, না আরো কিছু বলবি।

শুভ্র বলল, আমার মধ্যে আরেকটা পরিবর্তন হয়েছে, সেটাও বলি– গৌতম বুদ্ধের মতো সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে গৃহত্যাগ করতে আমার যেমন একটুও খারাপ লাগবে না, আবার আস্ত একটা দ্বীপ নিয়ে বাস করতেও খারাপ লাগবে না। বাবা তুমি বলো, মানসিকতার এই ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং না?

মোতাহার হোসেন ছেলের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুভ্রকে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, Do you want to know about your parents?

শুভ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, না।

মোতাহার হোসেন বললেন, না কেন?

শুভ্র বলল, তোমরা দু'জন যে ভালোবাসা আমাকে দিয়েছ সেটা তোমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরত দিতে চাই। আমি যে তোমাকে কী পরিমাণে ভালোবাসি সেটা তুমি জানো?

মোতাহার হোসেন বললেন, জানি।

শুভ্র বলল, মা জানে না। অবশ্যি এখানে আমার কিছু ত্রুটি আছে। মা'র প্রতি আমি এক ধরনের অবহেলা দেখাই। মা তখন দিশাহারা হয়ে যান। তাঁর দিশাহারা ভাব দেখতে ভালো লাগে। বাবা যাও, ঘুমুতে যাও।

মোতাহার হোসেন বললেন, তুই একটু কাছে আয় তো!

শুভ্র বলল, কেন?

তোর হাত ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকব। কোনো সমস্যা আছে Young man?

শুভ্র বাবার হাত ধরতে ধরতে বলল, কোনো সমস্যা নেই Old man and the sea. বাবা, তুমি একটু হাসো তো। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তুমি মুখ ভোঁতা করে আছ।

মোতাহার হোসেন হাসলেন। শুভ্র বলল, তুমি এখন নিজের ঘরে ঘুমুতে যাবে। আমি যাব মা'র ঘরে। মা'র অভিমান ভাঙাব।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। দেখি তোর অভিমান ভাঙাবার টেকনিক।

শুভ্র বলল, তোমাকে নেয়া যাবে না। আমার টেকনিক গোপন টেকনিক।

AMARBOI.COM

রাত দু'টার সময় জাহানারা বিছানায় উঠে বসলেন। সকিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও ঘুমুতে যাও।

সকিনা বলল, মা আমি থাকি, কোনো অসুবিধা নেই।

জাহানারা বললেন, তোমাকে যেতে বলছি তুমি যাও। সুবিধা-অসুবিধা তোমাকে দেখতে হবে না।

সকিনা বলল, আপনার মাথার যন্ত্রণা কি একটু কমেছে?

জাহানারা বললেন, আমার মাথার যন্ত্রণা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকে চলে যেতে বলেছি তুমি চলে যাও।

সকিনা ঘর থেকে বের হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। জাহানারা বললেন, কে?

শুভ্র বলল, মা আমি। ভেতরে আসি?

জাহানারা বললেন, ভেতরে আসি আবার কী! আমার ঘরে ঢুকতে তোর অনুমতি লাগবে?

শুভ্র বলল, বাতি জ্বালাই মা।

জাহানারা বললেন, জ্বালা।

শুভ্র বাতি জ্বালাল। মা'র সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, মা, আমি কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ রাতে তোমার ঘরে তোমার সঙ্গে ঘুমাতে পারি?

জাহানারা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, কী হয়েছে?

কেন জানি হঠাৎ করে ভয় লাগছে। ভূতের ভয়। ঘরের বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো ঘরের ভেতর কে যেন হাঁটছে।

জাহানারা বললেন, আয়, শো আমার পাশে। বলতে বলতে আনন্দে জাহানারার চোখে পানি এসে গেল। শুভ্র বলল, মা তোমার মাথাব্যথাটা কি গেছে?

জাহানারা বললেন, আমার মাথাব্যথা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তুই শো। একটা বালিশে হবে? না কি আরেকটা বালিশ এনে দেব?

শুভ্র বলল, মা তুমি শুয়ে থাকো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিচ্ছি।

জাহানারা বললেন, তোর এইসব পাগলামি আমার অসহ্য লাগে। তুই ছেলেমানুষ, তুই মাথায় হাত বুলাবি?

দেখো না পারি কি-না। মা, শোও তো।

জাহানারা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লেন। শুভ্র মা'র কপালে হাত রাখতে রাখতে বলল, মা, তুমি মনজু ছেলেটাকে বিদায় করে দিয়েছ। এখন আমার দ্বীপ কে দেখবে? আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম দ্বীপের দায়িত্ব মনজুকে দেব। চালাক ছেলে আছে।

জাহানারা বললেন, সুলেমানকে বলে কালকে নিয়ে আসিস।

শুভ্র বলল, কাঁদছ কেন মা?

জাহানারা এতক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদছিলেন, এবার শব্দ করে কেঁদে উঠলেন।

শুভ্র বলল, মা, তুমি আমাকে এত ভালোবাস কেন?

জাহানারা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, তুই পাগলের মতো কথা বলিস কেন? নিজের ছেলেকে আমি ভালোবাসব না?

শুভ্র চোখ বন্ধ করল। হঠাৎ তার কাছে মনে হলো রহস্যময় প্রকৃতি কেন হোমোসেপিয়ানস তৈরি করেছে তা সে যেন অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র গেছে বনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দর একটা দিন। চৈত্র মাসের ঝকঝকে নীল আকাশ। গতকাল বৃষ্টি হয়েছে, আবহাওয়া শীতল। হাওয়া দিচ্ছে।

হঠাৎ সব এলোমেলো হয়ে গেল। একটা প্রাইভেট কারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। ছোটাছুটি, চিৎকার হৈচৈ। টোকাই ছেলেগুলি আনন্দিত। তারা কোত্থেকে যেন পুরনো টায়ার জোগাড় করেছে। টায়ারে আগুন দিতে চেষ্টা করছে। আগুন ধরছে না। একদল লাঠি হাতে নেমে এসেছে রাস্তায়। তাদের আক্রোশ রিকশার দিকে।

যুথী গিয়েছে ফুল কিনতে। তখন এই কাণ্ড। আজ তার বান্ধবী নীপার জন্মদিনে সে এক প্যাকেট চকলেট এবং ফুল দেবে। আজ সন্ধ্যায় জন্মদিনের উৎসব। ফুল কেনা হয়ে গেছে। নীপা চকলেট খায় না। ফুলে তার এলার্জি। যে-কোনো ফুলের গন্ধে সে হাঁচতে শুরু করে। যুথীর সব বান্ধবী মিলে ঠিক করেছে, সবাই চকলেট এবং ফুল নিয়ে উপস্থিত হবে।

যুথী ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজে, এখনই সন্ধ্যা হবে। যে ঝামেলা শুরু হয়েছে নীপাদের বাসায় মনে হয় যাওয়া হবে না। ফুলের দোকানি হুড নামিয়ে দিচ্ছে। যুথী বলল, ভাই, আমি ফুল কিনব না। টাকা ফেরত দিন। দোকানি বলল, বিক্রি হওয়া জিনিস ফিরত নাই। বদলায়া নিতে পারেন। যুথী অন্য সময় হলে তর্ক করত। এখন তর্কের সময় না। দৌড়ে পালানোর সময়। লোকজন চারদিকেই দৌড়াচ্ছে। কোনদিকটা নিরাপদ সেটা বোঝা যাচ্ছে না। একজন বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা ঝড়ের গতিতে যেতে যেতে চেঁচাচ্ছে, বিডিআর নামছে! বিডিআর! তার গলার স্বরে আনন্দ। যেন বিডিআর নামা উৎসবের মতো। এ দেশের মানুষ বিপর্যয়েও উৎসব খোঁজে।

আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?

যুথী চমকে তাকাল। বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরদের মতো চেহারা। বেচারার ফর্সা মুখ আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে। সে ঘনঘন ঢোক গিলছে। যুথী বলল, কী সাহায্য চান?

চশমা ছাড়া আমি কিছুই দেখি না। আমার চশমা গাড়ির ভেতর। চশমা ছাড়া আমি আপনাকে আবছা আবছা দেখছি। চারদিকে ঝামেলা হচ্ছে তো। খুব ভয় পাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার গাড়ি কোথায়?

আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে যে ওইটা আমার গাড়ি। আমার না, আমার বাবার।

দামি গাড়ি না-কি?

জি, বিএমডাবলিউ।

আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে কেন?

জানি না তো। শুধু যে আমারটা পোড়াচ্ছে তা-না, অনেকেরটাই পোড়াচ্ছে।

যুথী বলল, আপনাকে কী সাহায্য করতে হবে? হাত ধরে আপনার বাসায় পৌঁছে দিতে হবে? এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। খালি রিকশা দেখলে লাফ দিয়ে উঠে পড়বেন। বলবেন যে আপনি পুলিশের আইজির ছেলে।

পুলিশের আইজির ছেলে বলতে হবে কেন?

তা না বললে কোনো রিকশাওয়ালা আপনাকে নেবে না। হাঙ্গামার সময় কোনো রিকশাওয়ালা প্যাসেঞ্জার নেয় না।

আপনার নাম কী?

যুথী বলল, আমার নাম দিয়ে আপনি কী করবেন?

আপনার গলার স্বর খুব সুন্দর তো, এইজন্যে নাম জানতে চাচ্ছি। আমার নাম শুভ্র।

এই সময় বিকট শব্দে কাছেই কোথাও বোমা ফাটল। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না। বোমার শব্দ যেদিক থেকে এসেছে যুথী তার উল্টাদিকে ছুটতে শুরু করল। যুথীর পেছনে পেছনে শুভ্র দৌড়াচ্ছে। যুথী বলল, আপনি আমার পেছনে পেছনে আসছেন কেন?

শুভ্র জবাব দিল না। হাত বাড়িয়ে যুথীকে ধরতে গিয়ে তার শাড়ি ধরে ফেলল। যুথী থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, শাড়ি ধরে টানাটানি করছেন কেন? এটা কী ধরনের অসভ্যতা?

শুভ্র বলল, হাত ধরতে চাচ্ছিলাম। চোখে দেখতে পাচ্ছি না তো, এইজন্যে ভুলে শাড়ি ধরে ফেলেছি। সরি। প্লিজ, আমাকে বকা দেবেন না। আমাকে কেউ বকা দেয় না।

যুথী কঠিন গলায় বলল, আপনাকে থাপ্পড় দেওয়া উচিত। বকা না। এখনো তো আপনি আমার শাড়ি ধরে আছেন। শাড়ি ছাড়ুন।

শুভ্র শাড়ি ছেড়ে দিল।

হঠাৎ শুরু হওয়া ঝামেলা হঠাৎই শেষ হয়। যুথী শাহবাগের মোড় পার হয়েই দেখল সব শান্ত। একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট মোটর সাইকেলে বসে গম্ভীর ভঙ্গিতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলা খাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি উদাস। যুথী তার কাছে এগিয়ে গেল। সহজ ভঙ্গিতে বলল, কলা খাচ্ছেন?

ট্রাফিক সার্জেন্ট চমকে তাকাল। যুথী বলল, কিসের গণ্ডগোল হচ্ছিল?

শ্রমিক লীগের ঝামেলা। তারা উজাইছে।

তাদের উজানো কি বন্ধ হয়েছে?

পুলিশের হেভি পিটুন খাইছে। বন্ধ হওয়ার কথা।

স্যার, আপনি কি একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন? কোনো ট্যাক্সি যেতে রাজি হচ্ছে না। আমার গুলশানে যাওয়া খুব জরুরি। আমার এক বান্ধবী নীপার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তাকে দেখতে যেতে হবে।

সার্জেন্ট বলল, ট্যাক্সি যাবে না মানে? তার বাপ যাবে, তার শ্বশুর যাবে। দাঁড়িয়ে থাকেন, ট্যাক্সির ব্যবস্থা হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে ইয়েলো ক্যাবের ব্যবস্থা হয়ে গেল। যুথী শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, উঠুন। শুভ্র বিনা বাক্যে উঠে বসল। যুথী বলল, আমি অনেক ভ্যাবদা পুরুষ দেখেছি, আপনার মতো দেখি নি।

শুভ্র বলল, ভ্যাবদা মানে কী?

যুথী বলল, ভ্যাবদা মানে হলো ভেজিটেবল। গাড়িতে করে আমার সঙ্গে রওনা হলেন। কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করবেন না?

কোথায় যাচ্ছেন আমি তো জানি। কেন জিজ্ঞেস করব? আপনার বান্ধবী নীপার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তাকে দেখতে যাচ্ছেন।

যুথী বলল, আপনি যা শোনেন তা-ই বিশ্বাস করে ফেলেন। আশ্চর্য ভেজিটেবল তো। আজ নীপার জন্মদিন। সেই পার্টিতে যাচ্ছি। আমি নীপাদের বাড়িতে নেমে পড়ব, আপনি ট্যাক্সি নিয়ে আপনার বাসায় চলে যাবেন। ট্যাক্সির ভাড়া যা হয় দিয়ে দেবেন।

শুভ্র বলল, কীভাবে দেব! আমার মানিব্যাগ তো গাড়িতে আগুনে পুড়ে গেছে।

যুথী বলল, আপনি বাসায় যাবেন। আপনার মা'কে কিংবা বাবাকে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে বলবেন। পারবেন না?

পারব।

আপনার কথাবার্তা মানসিক প্রতিবন্ধীর মতো। আপনি কি মানসিক প্রতিবন্ধী?

না।

আবার আমার শাড়ি ধরেছেন কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

ভুলে ধরেছি। আমার ভয়টা যাচ্ছে না তো, তাই মনে হয় এরকম করছি। ছোটবেলা থেকেই ভয় পেলে মায়ের শাড়ির আঁচল ধরতাম। অভ্যাসটা রয়ে গেছে।

আমি কি আপনার মা?

জি-না।

সরে বসুন এবং আমার সঙ্গে আর কোনো কথা বলবেন না। তাকিয়ে থাকবেন না।

যুথী নীপাদের বাড়ির গেটে ট্যাক্সি থেকে নেমে হুট করে গেট দিয়ে ঢুকে গেল। শুভ্র নামের মানসিক প্রতিবন্ধী অনেকক্ষণ তাকে ঝামেলা করেছে। আর ঝামেলা করতে দেওয়া হবে না। এই ধরনের ছেলেপুলেই মৃত্যুর পর সিন্দাবাদের ভূত হয়। ঘাড়ে চাপে, আর নামে না।

পার্টি হচ্ছে নীপাদের বাড়ির ছাদে। ছাদে সুইমিংপুল আছে। উঁচু রেলিং দিয়ে ছাদ ঘেরা। নানান ধরনের গাছ দিয়ে ছাদ সাজানো। নকল এক পাহাড়ের মতো করা হয়েছে। পাহাড়ে বোতাম সাইজের নীল ফুলের গাছ। শুধু ছাদের বাগান দেখাশোনার জন্যে দু'জন মালি আছে। আনোয়ার, সানোয়ার। এরা দুই ভাই। এদের সম্পর্ক আদা-কাঁচকলার চেয়েও খারাপ। দুই ভাইয়ের প্রত্যেকের ধারণা, অন্য ভাই মালির কাজ কিছুই জানে না।

পার্টি এখনো জমেনি। বন্ধুবান্ধবরা আসতে শুরু করেছে। এক কোনায় বিশাল ছাদের নিচে বার সাজানো হচ্ছে। ঢাকা ক্লাবের একজন বারটেন্ডার আছে বারের দায়িত্বে। নীপার বাবা আবদুর রহমান সাহেব দু'একজন বন্ধু নিয়ে মেয়ের জন্মদিনের পার্টিতে সবসময় যোগ দেন এবং দরাজ গলায় বলেন, মা-মণিরা, তোমাদের যাদের বয়স আঠারোর ওপরে, তারা ইচ্ছা করলে বার সার্ভিস নিতে পার। এইসব বিষয়ে আমার কোনো প্রিজুডিস নেই। তবে সাবধান, সীমা লংঘন করবে না। You got to know your limit.,

আবদুর রহমান কমার্শিয়েল জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। অবসর নেওয়ার পর জাহাজ ব্যবসা শুরু করেন। এই মুহূর্তে দেশে এবং বিদেশে তাঁর কী পরিমাণ টাকা আছে তিনি নিজেও জানেন না।

দুই-তিন পেগ ব্লু লেবেল হুইস্কি খাওয়ার পর আবদুর রহমান দার্শনিকস্তরে পৌঁছে যান। তখন তিনি উচ্চশ্রেণীর বৈরাগ্য-বিষয়ক কথা বলতে পছন্দ করেন। মেয়ে এবং মেয়ের বন্ধুদের ডেকে বলেন, মা-মণিরা, কী বলছি মন দিয়ে শোনো। আমি যখন মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসি, তখন আমার দু'হাতে দু'টা পাঁচশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকার বান্ডিল ছিল না। যখন মারা যাব, তোমরা আমাকে কবরে শোয়াবে, তখনো দু'হাতে দু'টা পাঁচশ টাকার বান্ডিল থাকবে না। জগৎ অনিত্য, এটা আমি বুঝেছি। আমি চাই তোমরাও সেটা বোঝার চেষ্টা করো।

পঞ্চম পেগ খাওয়ার পর তিনি তার মৃত স্কুল-টিচার বাবার কথা মনে করে চোখের পানি ফেলতে শুরু করেন। আবেগ জর্জরিত গলায় বলেন, তিনি ছিলেন টুয়েন্টি ওয়ান ক্যারেট ম্যান। তার মধ্যে কোনো খাদ ছিল না। আমার পুরোটাই খাদ।

এই পর্যায়ে ছাদের মালি আনোয়ার-সানোয়ার তাঁকে ধরাধরি করে নিচে নিয়ে যায়।

নীপা তার শোবার ঘরে চুল ঠিক করছিল। যুথী বসেছে তার সামনে। নীপা রূপকথার বইয়ের বন্দিনী রাজকন্যাদের মতো রূপবতী। সে খানিকটা বোকা। তার প্রধান গুণ সে ভালো মেয়ে। তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচের কোনো ব্যাপার নেই। যুথী বলল, তোদের বাড়িতে কেন আসি জানিস?

নীপা বলল, নিমন্ত্রণ করি, সেইজন্যে আসিস।

তা-না। আমাকে অনেকেই নিমন্ত্রণ করে, আমি কোথাও যাই না। তোদের এখানে আসি তুলনা করতে।

কী তুলনা?

অর্থনৈতিক তুলনা। আচ্ছা আজ এই পার্টিতে খাবার আসবে কোত্থেকে?

কিছু আসবে হোটেল রেডিসন থেকে, কিছু আসবে সোনারগাঁ থেকে।

যুথী বলল, আমাদের বাড়িতে আজ দুপুরে কী রান্না হয়েছে শোন। তিতা করলা ভাজি, কচুর লতি দিয়ে চিংড়ি মাছ আর ডাল। রাতে কলা ভাজি বাদ। দুপুরের কচুর লতি ডাল থাকবে। বাড়তি আইটেম— জাম আলুর ভর্তা।

নীপা বলল, জাম আলুর ভর্তা তো খুবই ভালো খাবার।

যুথী বলল, বৎসরে একদিন খেলে খুবই ভালো খাবার প্রতিদিন খেলে না।

নীপা বলল, তোর তো অনেক বুদ্ধি। আমাকে একটা পরামর্শ দে। সফিক ভাই বিষয়ে পরামর্শ। সফিক ভাই আমাকে মডেল করে ছবি আঁকতে চায়। রাজি হব?

তুই নেংটু হয়ে থাকবি, সফিক ভাই ছবি আঁকবেন— এরকম?

প্রায় সেরকম।

ভুলেও রাজি হবি না। বিয়ে হোক। বিয়ের পর যত ইচ্ছা ছবি আঁকবে, তার আগে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সফিক একজন শখের পেইন্টার। পেইন্টিং-এ ফ্রান্সে তিন মাসের কী একটা কোর্সও করেছে। এমনিতে ব্যবসায়ী। ঢাকায় কয়েকটা গার্মেন্টস কারখানা আছে। খুলনায় চিংড়ির ঘের আছে। সফিক এমবিএ করেছে আমেরিকায়। নীপার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা। সফিকের বোনরা সব দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের সবাইকে একত্র করা যাচ্ছে না বলে বিয়ের তারিখ করা যাচ্ছে না।

যুথী বলল, সফিক ভাই কি চলে এসেছেন?

হুঁ। ছাদে বসে আছে। আজ ছাদে তার ছবির প্রদর্শনী হবে। পাঁচটা ছবি নিয়ে এসেছে। পর্দা দিয়ে ঢাকা আছে। করিম আঙ্কেল ফিতা কেটে প্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন। চল ছাদে যাই।

ছাদে উঠে যুথী হতভম্ব। এককোনায় চেয়ারে শুকনা মুখে শুভ্র বসে আছে। যুথী রাগী ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। যুথীর সঙ্গে নীপাও এগোলো।

কী ব্যাপার! আপনি যাননি?

ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে নেয়নি। নামিয়ে রেখে চলে গেছে।

ভাড়া না নিয়ে চলে গেছে?

এই বাড়ির একজন কে যেন ভাড়া দিয়েছেন। তিনিই আমাকে বললেন, ছাদে চলে যেতে। কালো একজন মানুষ। রোগা লম্বা। চোখে চশমা।

যুথী বলল, আপনার বাসার টেলিফোন নাম্বার দিন। টেলিফোন করে দিচ্ছি, বাসা থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে।

শুভ্র বলল, বাসার টেলিফোন নাম্বার আমার মনে নেই। আমার টেলিফোন নাম্বার মনে থাকে না।

নীপা বলল, সমস্যাটা কী?

যুথী বলল, সমস্যা টমস্যা এখন বলতে পারব না। এই লোক চশমা ছাড়া চোখে দেখে না। শাহবাগ থেকে আমি একে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। তুই কি একে তার বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবি?

অবশ্যই পারব। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলছি। আপনার নাম কী?

শুভ্র।

শুভ্র! শুনুন, আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে এখানে পার্টি হচ্ছে। আপনি ইচ্ছা করলে পার্টিতে জয়েন করতে পারেন। তবে গাড়ি রেডি আছে। এখনই যদি যেতে চান যেতে পারেন।

একটু চিন্তা করে তারপর বলি?

কোনো সমস্যা নেই। চিন্তা করে বলুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্টির লোকজন আসতে শুরু করেছে। নীপা ছাদের দরজার পাশে দাঁড়াল। যুথী অবাক হয়ে লক্ষ করল, তার বান্ধবীরা কেউ কথা রাখেনি। কারও হাতেই চকলেটের প্যাকেট এবং ফুল নেই। অতিথিরা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। সবাই কথা বলছে। সবার গলার স্বরই স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু। করিম আঙ্কেল চলে এসেছেন। মেয়েরা তাকে ঘিরে ভিড় করেছে। করিম আঙ্কেলের বয়স ষাট। তিনি বিপত্নীক। তিনি তাঁর রূপবতী প্রাইভেট সেক্রেটারি যমুনাকে নিয়ে এসেছেন। যমুনার বয়স ২৩/২৪। সে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ করেছে ইংল্যান্ডের এক ইউনিভার্সিটি থেকে। যমুনার সঙ্গে তিনি এখন লিভ টুগেদার করছেন। করিম আঙ্কেল অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করেন। মেয়েরাও তাঁর সঙ্গ পছন্দ করে।

নীপা ডায়াসে উঠে হাত নেড়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসিমুখে বলল, সৌভাগ্যক্রমে আজ পূর্ণিমা। যারা চাঁদের আলোয় সুইমিংপুলে নামতে চাও তারা নামতে পার। আমি বেশ কয়েক সেট সুইমিং কস্টিউম আনিয়ে রেখেছি। সুইমিং-এর সময় ছাদের সব বাতি নিভিয়ে দেওয়া হবে। পুরুষরা কেউ সুইমিং করতে পারবে না। আমরা যখন সুইমিং করব, তখন পুরুষদের চলে যেতে হবে ছাদের দক্ষিণ দিকে। খাবার সেখানেই দেওয়া হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হবে।

করিম আঙ্কেল বললেন, নীপা মা, তুমি তো অত্যন্ত গর্হিত কথা বলছ। তালেবান টাইপ কথা। তোমরা মেয়েরা জলকেলি করবে আর আমরা চোখ বন্ধ করে দক্ষিণের ছাদে বসে থাকব তা তো হবে না। আমরা পুরুষরা সুইমিংপুলের চারপাশে থাকব। তোমাদের উৎসাহ দেব। তোমরা ডুবসাঁতার দিবে, আমি হব তার জাজ। নারীদের দৈহিক সৌন্দর্য স্থলে একরকম, জলে আরেক রকম। আজ শ্রেষ্ঠ জলনারী নির্বাচিত হবে। আমরা প্রত্যেকেই তার গায়ে জল ছিটিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাব।

নীপা বলল, আঙ্কেল চুপ করুন তো। বার ওপেন হয়েছে। আপনি বরং বারে গিয়ে বসুন।

করিম আঙ্কেল বললেন, রাত আটটার আগে আমি মদ্যপান করি না। রাত আটটা থেকে সাড়ে ন'টা হলো আমার Time of intoxication. তবে আজ বিশেষ দিন হিসেবে নিয়মের ব্যতিক্রম করা যেতে পারে।

তিনি যমুনার হাত ধরে বারের দিকে এগুলেন। নিজের জন্যে এক পেগ রয়েল স্যালুট নিলেন। যমুনার জন্যে টাকিলা। সফিক এসে বলল, চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করে তারপর গ্লাস নিয়ে বসুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিম আঙ্কেল বললেন, গ্লাসের সঙ্গে চিত্রকলার কোনো বিরোধ নেই সফিক। চিত্রকলার গ্রান্ডমাস্টাররা সবাই পাড়মাতাল ছিলেন। ভালো কথা, তোমার পেইন্টিং কি বিক্রি হবে?

সফিক বলল, বিক্রির কথা ভাবিনি। কেউ কিনতে চাইলে ভাববো।

তোমার ওখানে কি কোনো Nude ছবি আছে? যদি থাকে আমি কিনব। আছে?

আছে।

ভেরি গুড। পৃথিবীর সৌন্দর্য মাত্র দু'টি জায়গায়। 'আলোছায়ার খেলাতে এবং নারীদেহে।' কার কথা জানো?

মনে হচ্ছে আপনার নিজের কথা।

না। Claude Monet এর কথা। তাঁর আঁকা Nude ছবি 'Olympia' দেখার মতো চিত্রকর্ম। মনেটের ভাবশিষ্য আমেরিকান মহিলা পেইন্টার Mary Cassatt. ইম্প্রেশনিস্ট ধারার শিল্পী। তিনি কিন্তু কোনো Nude ছবি আঁকেননি। মহিলা শিল্পীরা মনে হয় কোনো বিচিত্র কারণে তাঁদের শরীর নিয়ে বিব্রত থাকেন বলে শরীর আঁকেন না। যাই হোক, চলো চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করা যাক।

করিম আঙ্কেল চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে চিত্রকলার ইতিহাস বিষয়ে ছোট্ট ভাষণ দিলেন, ভাষণ শেষ হলো Cubism-এর ওপর।

'Cubism শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Louis Vauxcellos, যিনি জীবনে কখনো ছবি আঁকেননি। তিনি একজন আর্ট ক্রিটিক মাত্র।'— এই ছিল করিম আঙ্কেলের শেষ কথা। তিনি প্রদর্শনীর ছবিগুলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বারে ফিরে গেলেন।

বারের পাশেই শুভ্র বসে আছে। তিনি শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যালো ইয়াং ম্যান! সবাই আগ্রহ করে ছবি দেখছে আর তুমি ঝিম ধরে বসে আছ, ব্যাপার কী?

শুভ্র বলল, আমি চশমা ছাড়া দূরের কিছু দেখি না। এইজন্যে বসে আছি। আপনার বক্তৃতা আগ্রহ করে শুনলাম। আপনি অনেক জানেন।

ইয়াং ম্যান! আমি অনেক বিষয় সম্পর্কেই জানি। তাতে কিছু যায় আসে না। মদ্যপানের অভ্যাস আছে?

জি-না।

বিয়ার খাও। বিয়ার মদের মধ্যে পড়ে না। অনেক দেশেই কুলকুচার কাজে ব্যবহার করা হয়। দিতে বলব একটা আইসকোল্ড বিয়ার?

জি-না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিম আঙ্কেল নিজের গ্লাসের দিকে মনোযোগ দিলেন। সফিক এসে তার পাশে বসল। করিম আঙ্কেল বললেন, ড্রিংকস নেবে?

সফিক বলল, এখন না।

এখন না তো কখন? শিল্পী মানুষ, তোমরা তো এর ওপরই থাকবে।

আমার ছবি কেমন দেখলেন?

অনেস্ট অপিনিয়ন চাও না-কি ডিসঅনেস্ট অপিনিয়ন?

অনেস্ট অপিনিয়ন।

ছবি কিছু হয়নি। দামি ক্যানভাস নষ্ট করেছ। রঙ নষ্ট করেছ। সবচেয়ে খারাপ এঁকেছ Nude ছবিটা। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল থেকে এসেছে। তার সারা শরীরে দুর্ভিক্ষের ছাপ। শুধু তার পশ্চাদ্ভাগ দুর্ভিক্ষমুক্ত। প্রোটিনের অভাবে রুগ্ন এক নারী বিশাল পাছা নিয়ে শুয়ে আছে। এইসব ছবি মডেল দেখে আঁকতে হয়।

মডেল পাওয়াই তো সমস্যা।

করিম আঙ্কেল বললেন, আমাকে বললেই আমি মডেল জোগাড় করে দেই। যমুনা মডেল হতে রাজি হবে। তার ফিগার পারফেক্ট না হলেও ভালো। যমুনা, তুমি কি রাজি হবে? মহান শিল্পের কারণে কিছুক্ষণের জন্যে বস্ত্র বিসর্জন। ঘণ্টা দু'য়েকের জন্যে দ্রৌপদী হবে। ভাববে তোমার বস্ত্র হরণ হয়েছে।

যমুনা কিছু বলল না। টাকিলার গ্লাসে চুমুক দিল।

AMARBOI.COM

মেয়েরা কয়েকটা দলে ভাগ হয়েছে। তিনজনের একটা দল ছাদের এক কোনায় বসেছে। এই দলের প্রধানের নাম নামিরা। সে দু'টা ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে এসেছে। ইয়াবা নেশা করার পদ্ধতি শেখাচ্ছে। একজন বলল, আমি তো জানি গিলে খেতে হয়।

নামিরা বলল, গিলে খেতে চাইলে গিলে খা। আমি কী করছি আগে দেখ। এই ফয়েলে ট্যাবলেট রাখলাম। এখন লাইটার দিয়ে ফয়েলের নিচে আগুন দেব। ট্যাবলেট গরমে গলে যাবে। ধোঁয়া বের হবে। সেই ধোঁয়া নাকে টেনে নিতে হবে। ট্যাবলেট সবসময় নড়াচড়া করতে হবে। এক জায়গায় রাখা যাবে না।

ধোঁয়া নাকে নিলে কেমন লাগবে?

নিয়ে দেখ কেমন লাগে।

ভয় লাগছে তো।

নামিরা বলল, ভয় লাগলে নিবি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্যাবলেটের নিচে লাইটার দিয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। হালকা ধোঁয়া বের হচ্ছে। নামিরা বড় হয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে চাপা গলায় বলল, আহ্।

করিম আঙ্কেল গ্লাস হাতে সুইমিংপুলের পাশে এসে বসলেন। যমুনা তাঁর সঙ্গে নেই। নীপা এবং তার বন্ধুরা করিম আঙ্কেলকে ঘিরে বসেছে। তিনি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, মানুষের দশটি প্রধান আনন্দ কী তোমরা জানো?

নীপা বলল, আমরা কিছু জানি না। আপনি কী জানেন বলুন।

করিম আঙ্কেল বললেন, আনন্দের তালিকায় প্রথমেই আছে Sex। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করার কিছু নেই। যেটা সত্য সেটা বলতেই হবে। এখন তোমরা বলো, দ্বিতীয় প্রধান আনন্দ কী?

নীপা বলল, গান শোনা?

করিম আঙ্কেল বললেন, হয়নি। দ্বিতীয় প্রধান আনন্দও হলো Sex। তৃতীয়ও তাই। চতুর্থ হচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গ। পঞ্চম হলো Food। ষষ্ঠ হলো Music। সপ্তম হলো দৃষ্টিনন্দন বস্তু। অষ্টম হলো Books।

নীপার বন্ধু জয়তী বলল, ভালোবাসা কি কোনো আনন্দের ব্যাপার না?

করিম আঙ্কেল জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, My dear child. ভালোবাসা বলে কিছু নেই। ভালোবাসা হচ্ছে এমন একটা শব্দ যা রাজশেখর বসু তাঁর চলন্তিকা ডিকশনারিতে ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ তিনি লিখেছেন— 'প্রীতি করা, কাহারো প্রতি অনুরক্ত হওয়া, পছন্দ হওয়া'। ডিকশনারির বাইরে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তোমরা চাইলে প্রমাণ করে দিতে পারি।

প্রমাণ করুন।

একটি শর্তে প্রমাণ করব। তোমাদের সঙ্গে আমাকে জলে নামতে দিতে হবে। কি রাজি?

জয়িতা বলল, আমি রাজি। নীপা, তুই কী বলিস?

নীপা বলল, না।

যুথী শুভ্রর সামনে এসে দাঁড়াল। বিরক্ত গলায় বলল, আপনি এখনো বসে আছেন?

শুভ্র বলল, বাসায় একা একা থাকি। কোথাও যাই না। আজ চারদিকে হৈচৈ আর আনন্দ দেখে খুব ভালো লাগছে।

যুথী বলল, আমি বাসায় চলে যাচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে। নীপার গাড়ি আমাকে প্রথমে নামাবে, তারপর আপনাকে নামাবে।

আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসা থেকে টেলিফোন এসেছে, বাবার শরীর হঠাৎ খুব খারাপ করেছে। বুকে ব্যথা কাজেই চলে যাচ্ছি।

শুভ্র বলল, শ্রেষ্ঠ জলনারী প্রতিযোগিতাটা করবেন না? আমার দেখার শখ ছিল কে হয় শ্রেষ্ঠ জলনারী। আমার ধারণা আপনি হতেন।

যুথী বলল, আপনাকে খুব কঠিন কিছু কথা বলার ইচ্ছা ছিল। বলছি না, কারণ আপনার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হবে না।

শুভ্র বলল, কিছু কঠিন কথা বলুন তো আমি শুনি। আপনার গলার স্বর খুব মিষ্টি তো। আমার জানার শখ মিষ্টি গলায় কঠিন কথা শুনতে কেমন লাগে।

যুথী বলল, আপনি নির্বোধ মানসিক প্রতিবন্ধী একজন মানুষ। গাধামানব সম্প্রদায়ের একজন। আপনার নিজের গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আপনার তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নাই। আপনি অচেনা এক মেয়ের জন্মদিনের উৎসবে এসে বসে আছেন। শ্রেষ্ঠ জলনারী নির্বাচন দেখবেন। ছিঃ!

যুথীর বাবা আজহার ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কাজ করেন। ফিল্ড ইন্সপেক্টর। তিনি শোবার ঘরে খাটের ওপর বসা। তাঁর মুখভর্তি পান। হাতে বিড়ি। খরচ কমানোর জন্যে ইদানীং বিড়ি খাওয়া ধরেছেন। তিনি মন দিয়ে টিভিতে একটা নাটক দেখছেন। এক পাগল পুকুরে বাস করে— এই হলো নাটকের কাহিনী। পাগলের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি যথেষ্টই মজা পাচ্ছেন। যুথীকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি টিভি বন্ধ করে দিলেন। বড় মেয়েকে তিনি বেশ ভয় পান।

যুথী বলল, বাবা! তোমার না শরীর খারাপ?

আজহার বললেন, খারাপ ছিল। এখন ঠিক হয়েছে। হঠাৎ ব্যথা উঠল, ভাবলাম হার্টের কোনো সমস্যা বোধহয়। এখন বুঝছি হার্টের কিছু না। গ্যাস হয়েছিল। গ্যাস বেশি হলে ফুসফুসে চাপ দেয়, তখন ব্যথা হয়।

যুথী বলল, বাবা, তোমার কিছুই হয়নি। আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরানোর জন্যে এই কাজটা করেছ। আমি বারবার বলেছি, রাত এগারোটার মধ্যে ফিরব। নীপা গাড়ি দিয়ে নামিয়ে দিবে।

যুথীর মা সালমা বললেন, তোর বাবার সত্যি ব্যথা উঠেছিল। এমন ভয় লাগল। পাখা দিয়ে বাতাস করলাম অনেকক্ষণ। ইলেকট্রিসিটি ছিল না তো, এইজন্যে পাখা দিয়ে বাতাস।

যুথী বলল, পাখা কোথায় যে পাখা দিয়ে বাতাস? এই বাড়িতে তো কোনো পাখা নেই। কেন মিথ্যা কথা বলছ মা?

আজহার কথা ঘুরাবার জন্যে বললেন, মা, খেয়ে এসেছিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুথী বলল, আটটার সময় কী খেয়ে আসব? খাবার দিবে রাত দশটায়।

আজহার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েকে একটা ডিম ভেজে ভাত দাও। পটলভাজি আছে না? পটলভাজি ভালো হয়েছে। মা যুথী, যাও খেয়ে আসো। পিতামাতা যদি ভুলও করে তারপরেও তাদের উপর রাগ করতে নাই। তবে বুকের ব্যথার ব্যাপারটা মিথ্যা না।

যুথী খেতে বসেছে। সালমা বললেন, তুই কি তোর বাবার মানিব্যাগ থেকে কোনো টাকা নিয়েছিস? পাঁচশ' টাকার হিসাব মিলছে না।

যুথী বলল, মা, আমি আমার নিজের খরচ টিউশনির টাকায় করি। তোমাদের কাছ থেকে একটা পয়সা নেই না।

সালমা বললেন, তোর বাবার তো সব হিসাবের টাকা। হিসাব না করলে সংসারও চালাতে পারত না। একটা মানুষ হিসাব করতে করতে বুড়ো হয়ে গেল। তার কোনো শখ মিটল না, আহ্লাদ মিটল না।

যুথী বলল, পুরনো ঘ্যানঘ্যানানি বন্ধ করো তো মা। বুদ্ধি হবার পর থেকে তোমার এই ঘ্যানঘ্যানানি শুনছি।

সালমা চুপ করে গেলেন।

রাত দশটায় টিফিন কেরিয়ার ভর্তি খাবার পাঠাল নীপা। আজহার দ্বিতীয়বার খেতে বসলেন। আনন্দে তাঁর চোখমুখ ঝলমল করতে লাগল। তিনি কয়েকবার বললেন, টুনু বাড়িতে থাকলে মজা করে খেত। মিস করল। বিরাট মিস।

টুনু আজহারের বড় ছেলে। সে দেশের বাড়িতে গেছে ধান-চালের ভাগ আনতে।

স্বামীর সঙ্গে সালমাও খেতে বসেছেন। একটা খাবার মুখে দিয়ে বললেন, মাছ কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি লাগছে।

আজহার বললেন, কথা না বলে আরাম করে খাও তো। হাই ক্লাস ফুড মিষ্টি মিষ্টি হয়। লোয়ার লেবেল ফুড হয় ঝাল। এমন ঝাল যে মুখে দেওয়া যায় না। যুথী মা! সব কি ঘরের রান্না?

যুথী বলল, খাবার এসেছে হোটেল সোনারগাঁ আর হোটেল রেডিসন থেকে।

আজহার বললেন, বললাম না হাই ক্লাস ফুড! যুথী মা, তুইও বোস। মাংসের এই আইটেম অসাধারণ হয়েছে।

যুথী বলল, প্রতিটি কথার শুরুতে একবার করে যুথী মা বলবে না। শুধু যুথী ডাকবে।

আজহার বিস্মিত গলায় বললেন, নিজের মেয়েকে মা ডাকতে পারব না!

যুথী বলল, মা খাও তো। কথা বন্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুথী বাবা-মা'র খাওয়া দেখছে। তাদের এক রাতে দ্বিতীয়বার খেতে বসা এবং আনন্দের সঙ্গে খাওয়ার দৃশ্য দেখে হঠাৎ তার চোখে পানি এসে গেল। চোখের পানি গোপন করার জন্যে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

শুভ্র বাথরুমে।

হট শাওয়ার নিচ্ছে। তার মা রেহানা বাথরুমের বাইরে তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। রাগে তাঁর শরীর জ্বলে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে রাগ সামলে রেখেছেন। ছেলে নানান ঝামেলার ভেতর দিয়ে গিয়েছে। এখনো রাতের খাবার খায়নি। খাওয়া শেষ হোক। তাকে কঠিন কিছু কথা আজ রাতে শুনতেই হবে, তবে এখন না।

বাথরুমের দরজা সামান্য খোলা। শুভ্র কখনোই বাথরুমের দরজা বন্ধ করে না। ছোটবেলায় একবার বাথরুমের দরজা বন্ধ করে আর খুলতে পারেনি। দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করা হয়। সেই থেকে তার ভেতর ভয় ঢুকে গেছে।

শুভ্র, মাথায় শ্যাম্পু দিয়েছ?

হুঁ।

মাথায় গরম পানি দিয়ো না।

আচ্ছা।

যে মেয়েটা তোমাকে উদ্ধার করেছে তার নাম যেন কী? তুমি একবার বলেছ। আমি ভুলে গেছি।

যুথী।

মিডল ক্লাস ফ্যামিলি নেম।

নাম থেকে ক্লাস বোঝা যায় মা?

অবশ্যই বোঝা যায়। যুথী, বকুল, পারুল, এইসব ফুলের নামে নাম হয় লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে।

শুভ্র কি খুব হাই ক্লাস নাম মা?

তোমার গায়ের রঙ দেখে তোমার নাম দিয়েছিলাম শুভ্র।

ওরাও হয়তো তাই করেছে। ফুলের মতো স্বভাব দেখে ফুলের নামে নাম রেখেছে।

যুথী মেয়েটার স্বভাব ফুলের মতো?

উঁহু। খুব রাগী। আমাকে কঠিন গলায় গালি দিয়েছে। আমাকে বলেছে, মানসিক প্রতিবন্ধী, গাধামানব।

তুমি চুপ করে গালি শুনলে?

হ্যাঁ। আমি নিশ্চয়ই তাকে গালি দেব না। মা, মেয়েটার গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

গলার স্বরের টক মিষ্টি বুঝা শিখলে কবে থেকে?

তুমি রাগ করছ না-কি মা?

তোমার খাটের ওপর টাওয়েল রাখলাম। আমি টেবিল সাজাতে বলছি। তুমি খাবার টেবিলে চলে এসো।

আচ্ছা।

শুভ্র'র বাবা মেরাজউদ্দিন সাহেব খাবার টেবিলে ছেলের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর হাতে এই সংখ্যা National Geographic. গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ওপর একটা লেখা ছাপা হয়েছে। মন দিয়ে পড়ছেন। শুভ্র ঘরে ঢুকতেই তিনি পত্রিকা বন্ধ করলেন এবং বললেন, সারা দিন তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝামেলা গিয়েছে শুনেছি। কীভাবে উদ্ধার পেয়েছ তাও শুনেছি। তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন, তবে খাবার টেবিল উপদেশ দেওয়ার Forum না।

শুভ্র বলল, কেমন আছ বাবা?

মেরাজউদ্দিন বললেন, ভালো আছি। বেশির ভাগ সময় আমি ভালো থাকি। তোমার মা বেশির ভাগ সময় তোমার চিন্তায় অস্থির থাকেন। আজ তোমার কোনো খবর না পেয়ে তার প্রেসার নিচেরটা একশ দশে চলে গিয়েছিল।

শুভ্র বলল, বাবা! তোমার গাড়িটা ওরা পুড়িয়ে ফেলেছে। সরি ফর দ্যাট।

মেরাজউদ্দিন বললেন, সরি হবার কিছু নেই। গাড়ির সবরকম ইনস্যুরেন্স করা আছে। গাড়ির প্রসঙ্গ থাকুক। যে মেয়েটির জন্মদিনে অনিমন্ত্রিতভাবে উপস্থিত হয়েছিলে, তাকে আগামীকাল ভোরবেলা একটি উপহার পাঠাবে। আর যে মেয়েটি তোমাকে সাহায্য করেছে, তাকেও একটা উপহার পাঠাবে।

শুভ্র প্লেটে খাবার নিতে নিতে বলল, এটা তো বাবা সম্ভব হবে না। বাসায় ফেরার সময় গাড়িতে বসে ছিলাম। বড় গাড়ি, যুথীদের বাড়ির গলিতে ঢোকেনি। ওদের বাড়িটা চিনি না।

যে বাড়ি থেকে গাড়িটা এসেছে সে বাড়িটা চিনবে না?

না।

মেরাজউদ্দিন খাবার মুখে দিতে দিতে বললেন, তারপরেও মেয়ে দু'টির ঠিকানা বের করা সম্ভব।

রেহানা বললেন, কীভাবে সম্ভব?

মেরাজউদ্দিন বললেন, মাতা-পুত্র দু'জনে মিলে চিন্তা করো কীভাবে সম্ভব?

রেহানা বললেন, শুভ্র যদি কিছু মনে করতে না পারে এবং মেয়ে দুটির টেলিফোন নাম্বার যদি তার কাছে না থাকে তাহলে কোনোভাবেই সম্ভব না। শুভ্র, তোমার কাছে কি ওদের টেলিফোন নাম্বার আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, শুভ্রকে নিয়ে গাড়ি যখন আমার বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকেছে তখনি সিসি টিভিতে ছবি উঠেছে। কাজেই গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আমাদের জানা। এছাড়াও গেটের দারোয়ানদের বলা আছে, যে গাড়িই ঢুকবে তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তারা লিখে রাখবে।

শুভ্র বলল, বাবা, তোমার অনেক বুদ্ধি।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তোমারও অনেক বুদ্ধি। তবে তুমি বুদ্ধি ব্যবহার করো না। ব্যবহার না করলে বুদ্ধি কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। তোমাকে যদি একমাস ঘন অন্ধকার একটা ঘরে আটকে রাখা হয়, একবারও যদি সেই ঘরে আলো জ্বালা না হয়, তাহলে একমাস পর দেখা যাবে তুমি চোখে কিছু দেখছ না। তুমি পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছ। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। গল্পগাথা না। ব্রিটিশ আমলে অনেক রাজবন্দিকে অন্ধকূপে মাসের পর মাস রাখা হয়েছে। তাঁদের বেশির ভাগই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এরকম একজন অন্ধ রাজনীতিবিদের কথা *ভাসানী যখন ইউরোপে* বইটিতে আছে। বইটির লেখকের নাম খোন্দকার ইলিয়াস।

রেহানা বললেন, বক্তৃতা বন্ধ করো। খাওয়ার সময় এত বক্তৃতা ভালো লাগে না। কাঁচা কাঁঠাল দিয়ে গরুর মাংসের এই তরকারিটা কেমন হয়েছে বলো?

ভালো।

নতুন বাবুর্চি রেঁধেছে। তার প্রবেশন পিরিয়ড যাচ্ছে। আগামী একমাস সে যদি ভালো রাঁধতে পারে, তাহলে চাকরি পার্মানেন্ট হবে। কাজেই এখন থেকে আগামী একমাস রাতের খাবারের পর কোন আইটেম কেমন হয়েছে আমাকে বলবে। এক থেকে দশের ভেতর নাম্বার দেবে। কাঁঠাল-গরু মাংস— কত দিচ্ছ?

ছয়।

শুভ্র, তুমি কত দিবে?

আমিও ছয়। বাবা যা নাম্বার দিবে আমিও তাই দিব। কারণ বাবা হচ্ছে আমার Idol.।

মেরাজউদ্দিন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কাজের বুয়া রহিমা হাসিমুখে খাবার ঘরে ঢুকে বলল, আম্মা, ভাইজানরে টিভিতে দেখাইতেছে।

মেরাজউদ্দিন স্ত্রীর সঙ্গে চোখাচোখি করলেন। হাসপাতাল, থানা কোথাও যখন শুভ্রর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রেহানা টিভি চ্যানেলগুলিতে শুভ্রর ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। শুভ্র ফিরে আসার উত্তেজনায় বিজ্ঞাপন বন্ধের কথা ভুলে গেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজহার অফিসে যাননি। গতকাল রাতে দু'বার খাওয়ায় শরীর বিগড়ে গেছে। ঘনঘন বাথরুমে যেতে হচ্ছে। অ্যাসিডিটিতে বুক জ্বলে যাচ্ছে। দুধ খেলে অ্যাসিডিটির আরাম হয়। যুথী মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট মিল্কভিটা নিয়ে এসেছে। তিনি পুরোটা খেয়ে কিছুক্ষণ আগে বমি করেছেন। বমির পর মাথা ঘুরছে। এই উপসর্গ দুধ খাওয়ার আগে ছিল না। আজহার যুথীকে বললেন, আমি তো মনে হয় মারা যাচ্ছিরে মা।

যুথী বাইরে যাবে। শাড়ির কুচি ঠিক করতে করতে নির্বিকার গলায় বলল, এত সহজে কেউ মারা যায় না বাবা।

আজহার বললেন, মানুষ সহজেই মারা যায়। আলেকজান্ডারের মতো মহাবীর ইলিশ মাছ খেয়ে মারা গেছে। কাল রাতে তোর বান্ধবীর বাড়ি থেকে যে খাবার এসেছে, সেখানে ইলিশ মাছের আইটেম ছিল। স্মোকড হিলসা। আমি ঐ আইটেমটাই বেশি খেয়েছি।

মহাবীর আলেকজান্ডারের ইলিশ মাছ খেয়ে মৃত্যুর গল্প আজহার তাঁর বস ইমতিয়াজ সাহেবের কাছে শুনেছেন। ইমতিয়াজ সাহেব সুন্দর সুন্দর গল্প করেন। তাঁর সব গল্পই আজহার সুযোগমতো ব্যবহার করেন।

যুথী বলল, বেশি খেলেও তুমি মরবে না বাবা। কারণ তুমি মহাবীর আলেকজান্ডার না। তুমি কাপুরুষদের একজন।

সালমা মাছ কুটছিলেন। মাছ ফেলে উঠে এসে বললেন, এইসব কী ধরনের কথা? বাজারের নটিরাও তো বাপের সঙ্গে এইভাবে কথা বলে না।

যুথী বলল, বাজারের নটিদের বাবারা নটিদের সঙ্গে বাস করে না। কাজেই নটিরা এ ধরনের কথা বলে না।

আজহার বললেন, বাদ দাও। কথা চালাচালি বন্ধ। তুই যাচ্ছিস কোথায়?

চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি।

কিসের চাকরি? কী ইন্টারভিউ? আমি তো কিছুই জানি না।

সবকিছু তোমাকে জানতে হবে?

অবশ্যই। আমি এই সংসারের প্রধান। আমাকে সবকিছু জানতে হবে। তোর মা দুপুরে কী রাঁধবে তাও আমি জানব।

তোমার সবকিছু জানার দরকার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজহার মেয়েকে কঠিন কিছু কথা বলার প্রস্তুতি নিলেন। কথাগুলি বলতে পারলেন না। তাঁকে অতি দ্রুত বাথরুমে ঢুকতে হলো। যুথী তার মাকে বলল, মা যাই। দোয়া করো যেন চাকরিটা হয়।

সালমা বললেন, কিসের চাকরি?

যুথী বলল, এখনো জানি না কিসের চাকরি। বেতন অনেক। কুড়ি হাজার টাকা। কোম্পানির গাড়ি এসে নিয়ে যাবে, দিয়ে যাবে।

বলিস কী!

যাই মা।

সালমা বললেন, এত বড় একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছিস, বাবা-মাকে কদমবুসি করে দোয়া নিবি না?

চাকরি হোক তারপর কদমবুসি করব। কদমবুসি করলাম তারপর কিছুই হলো না— কদমবুসি মাঠে মারা গেল। এটা তো ঠিক না।

যুথী বের হয়ে গেল। বাথরুম থেকে আজহার ডাকছেন, যুথী, পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা কর। জাস্ট ফাইভ মিনিটস।

যুথী চলে যাবার আধঘণ্টার মধ্যে গিফটর‍্যাপে মোড়া বিশাল প্যাকেট এসে উপস্থিত। সঙ্গে মুখবন্ধ খাম। খামের ওপর লেখা 'মিস যুথী'।

আজহার খাম হাতে নিয়ে বললেন, একটা ধারালো ব্লেড আনো। চিঠিতে কী লেখা দেখি।

সালমা বললেন, যুথীর চিঠি তুমি পড়লে ও খুব রাগ করবে।

রাগ করলেও চিঠি পড়তে হবে। কোথায় কী চিঠি চালাচালি হচ্ছে জানতে হবে না? তাছাড়া যুথী কিছু জানতে পারবে না। খাম এমনভাবে খুলব যে ডিটেকটিভ শার্লক হোমস সাহেবও ধরতে পারবেন না। চুলায় পানি দিয়ে কেতলি বসাও।

কেন?

আজহার বললেন, কেতলির মুখ দিয়ে স্টিম বের হবে। খামটা স্টিমে ধরলে গাম নরম হবে। তখন ব্লেড দিয়ে খুলব। চিঠি পড়া শেষ হলে আগের মতো লাগিয়ে রাখা হবে। ক্লিয়ার?

আজহার চিঠি খুলে পড়লেন। চিঠিতে লেখা—

> যুথী,
>
> আমার ছেলে শুভ্র বিপদে পড়েছিল। তাকে তুমি সাহায্য করেছ। তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। সামান্য কিছু ফল পাঠালাম। গ্রহণ করলে খুশি হব।
>
> ইতি
>
> শুভ্রর মা।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজহার বললেন, শুভ্রটা কে?

সালমা বললেন, জানি না কে।

তুমি তার মা। তুমি কিছুই জানো না?

আমাকে না বললে জানব কীভাবে?

তুমি অতি মূর্খ একজন মহিলা। মূর্খশ্রেষ্ঠ। মেয়ের সঙ্গে মায়ের থাকবে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক। যেন মেয়ে পেটে কথা রাখতে না পারে। রাতে এক বিছানায় মা-মেয়ে শোবে। মেয়ে গুনগুন করে সব কথা বলবে। তুমি সময়মতো আমাকে জানাবে। তা-না, সন্ধ্যা হতেই ঘুম। বুদ্ধির কোনো নাড়াচাড়া আমি তোমার মধ্যে দেখলাম না। অপদার্থ মেয়েছেলে!

গালাগালি করছ কেন?

গালাগালি করছি কারণ গালাগালি তোমার প্রাপ্য। চিঠি পড়ে তো আমার গায়ের রক্ত পানি হবার উপক্রম হয়েছে। শুভ্র মহাবিপদে পড়েছে, এমনই বিপদ যে উদ্ধারের পর তার মা একগাদা ফল পাঠিয়েছে। আর উদ্ধার কে করেছে? তোমার মেয়ে। আমি নিশ্চিত ড্রাগঘটিত কিছু। শুভ্র ড্রাগ চালাচালিতে পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছিল। তোমার মেয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে হাতে-পায়ে ধরে তাকে ছাড়িয়ে এনেছে। তোমার মেয়ে তো কথার রানি। ও কি তার ঘর তালা দিয়ে গেছে?

হুঁ।

এইটাও তো একটা কথা, যখনই বাইরে যাবে ঘর তালা দিয়ে যাবে কেন? এমন কী আছে ঘরে যা কেউ দেখতে পারবে না? আমি তালা খোলার লোক নিয়ে আসছি। তালা খুলে আজ তার ঘর চেক করা হবে।

তোমার শরীরটা খারাপ। শুয়ে থাকো। অন্য কোনোদিন তালা খোলা হবে।

আজহার শার্ট পরতে পরতে বললেন, এইসব জিনিস দেরি করতে নাই। কুইক অ্যাকশানে যেতে হয়। শরীর খারাপের আমি কেঁথা পুড়ি।

ইন্টারভিউ বোর্ডে সাধারণত বেশ কয়েকজন থাকেন। বোর্ডে একজনই আছেন। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। স্যুট-টাই পরা না। হালকা সবুজ রঙের টিশার্ট পরা। ভদ্রলোকের চুল কোঁকড়ানো। চেহারা সুন্দর। তাঁর সামনে কোনো ফাইলপত্র নেই। আছে কোনো একটা গল্পের বই। ইন্টারভিউ নেওয়ার চেয়ে গল্পের বই পড়ার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ বেশি দেখা যাচ্ছে। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বইও পড়ছেন। তাঁর নাম আহসান। তিনি চিকেন ফেদার কোম্পানির সর্বেসর্বা। চেয়ারম্যান সাহেবের ঘরটাও খুব সুন্দর। দেয়ালে তিনটা পেইনটিং। প্রতিটাই সুন্দর। একটা পেইনটিং-এ গ্রামের মেয়ে ঘোমটা দিয়ে তাকিয়ে আছে। এটা এত সুন্দর যে যুথীর চোখ বারবার সেখানে চলে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ্‌সান বললেন, বিএসসি অনার্স পাশ করেছেন। রেজাল্টও বেশ ভালো। প্রথম শ্রেণী। এমএসসি শেষ করলেন না কেন? কারণটা কি আর্থিক?

জি।

অনার্সে সাবজেক্ট কী ছিল?

ম্যাথমেটিকস।

ইন্টারেস্টিং।

ইন্টারেস্টিং কেন?

মেয়েরা সাধারণত অঙ্কের দিকে যায় না। তারা সাইকোলজি, সাহিত্য, এইসব পড়ে। মেয়েদের ছোট করার জন্যে বলছি না। এটাই জেনারেল ট্রেন্ড। ভুল বললে সরি।

যুথী বলল, স্যার ভুল বলেননি।

ভদ্রলোক বললেন, বাংলা সাহিত্যের এক দিকপাল ছিলেন অঙ্কের ছাত্র। তাঁর নাম জানেন?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভেরি গুড। তাঁর কোনো বই পড়েছেন?

দু'টা বই পড়েছি— *পুতুল নাচের ইতিকথা* আর *জননী।* আমার এক বান্ধবী আছে, তার নাম নীপা। সে খুব বই পড়ে। নীপা যেসব বই আমাকে পড়তে দেয়, আমি তা-ই পড়ি।

আপনি যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম বলতে পারেন, আমি আপনাকে চাকরি দিয়ে দেব। বলতে পারবেন?

নাম বলতে না পারলে চাকরি পাব না?

না।

যুথী বলল, এই চাকরির সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক কী?

কোনো সম্পর্ক নেই। এই মুহূর্তে আমি উনার একটা বই পড়ছি বলে এরকম সিদ্ধান্ত নিলাম।

যুথী বলল, উনার আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কনগ্রাচুলেশনস।

ভদ্রলোক বোতাম টিপলেন। এবার স্যুট-টাই পরা একজন ঢুকলেন। আহ্‌সান বই থেকে মুখ না তুলে বললেন, জহির, এই মেয়েটির নাম যুথী। সে আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করছে। অফিস এক্সিকিউটিভ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করার ব্যবস্থা করুন।

জয়েনিং ডেট কবে স্যার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনের মাসের এক তারিখ।

জহির যুথীর দিকে তাকিয়ে বলল, ম্যাডাম আসুন আমার সঙ্গে।

যুথীর সবকিছু স্বপ্নের মতো লাগছে। এটা কেমন চাকরির ইন্টারভিউ? এত বড় একটা কোম্পানি চলবে খামখেয়ালিভাবে? যুথী কী জানে বা জানে না এই সম্পর্কে এরা তো কিছুই জানে না। ইংরেজিতে সে খুবই কাঁচা। কারও সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালানো তার জন্যে অসম্ভব ব্যাপার।

জহির বলল, ম্যাডাম! এইটা আপনার রুম। একটু অগোছালো আছে। আজ দিনের মধ্যেই গুছিয়ে দেওয়া হবে। আপনার পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্টের নাম গফুর। সে বিরাট ফাঁকিবাজ। তাকে সবসময় ধমকের ওপর রাখবেন।

আমার আগে এখানে কে বসতেন?

শর্মি ম্যাডাম বসতেন। উনি ছিলেন কম্পিউটারের জাদুকর। যে-কোনো প্রবলেম নিমিষে Solve করতে পারতেন।

উনার চাকরি কি নেই?

গত মাস থেকে তাঁকে অফ করা হয়েছে।

কেন?

ম্যাডাম জানি না কেন! চা খান, চা দিতে বলি?

বলুন।

আমি দশ মিনিট পর কাগজ রেডি করে নিয়ে আসব।

যুথী তার ঘরে বসে আছে। ঠাণ্ডা ঘর। এসি চলছে। বিজবিজ করে এসির শব্দটা এমন অদ্ভুত লাগছে। যুথীর এখন মনে হচ্ছে, এটা কোনো স্বপ্ন। মাঝে মাঝে সে নিখুঁত স্বপ্ন দেখে। একবার স্বপ্নে দেখল, বাসে করে যাচ্ছে। তার পাশেই বুড়োমতো এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের কোলে পাঁচ-ছয় বছরের একটা মানসিক প্রতিবন্ধী ধরনের মেয়ে। সে হা করে আছে। তার মুখ থেকে ক্রমাগত লালা পড়ছে। মেয়েটা হুঁ হুঁ হুঁ করে শব্দ করছে এবং লালা মাখানো হাত দিয়ে যুথীকে ধরার চেষ্টা করছে। অতি বাস্তব ধরনের স্বপ্ন।

নিজের অফিসঘরে সে বসে আছে— এটাও নিশ্চয় সেরকম স্বপ্ন। এক্ষুনি বাবার কাশির শব্দে ঘুম ভাঙবে। প্রতিদিনই যুথীর ঘুম ভাঙে বাবার কাশির শব্দে। ঘুম ভাঙার পর তিনি ঘণ্টাখানিক কেশে শরীরের কলকব্জা ঠিক করেন। বাকি দিন আর কাশেন না।

যুথী টেলিফোন করে তার চাকরি পাওয়ার খবর নীপাকে দিল। নীপা বলল, এক কথায় চাকরি দিয়ে দিল? ব্যাটার অন্য কোনো মতলব নাই তো?

অন্য কী মতলব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো চাকরির অলিখিত শর্ত, সে যখন দেশের বাইরে যাবে তোকেও সঙ্গে যেতে হবে।

আমাকে সঙ্গে যেতে হবে কেন?

ঘুমপাড়ানো মাসিপিসি হিসেবে যেতে হবে। রাতে বসের ঘুম আসছে না। তুই যাবি, বসের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তাকে ঘুম পাড়াবি।

কী বলছিস এইসব!

ঠাট্টা করছি। আজ সন্ধ্যায় বাসায় চলে আয়, আমরা সেলিব্রেট করব। করিম আংকেলও আসবেন। তাঁর মাথায় নতুন এক আইডিয়া এসেছে। তিনি আইডিয়া শোনাবেন। তুই অবশ্যই আসবি। ঠিক আছে?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

গাড়ি পাঠাব?

গাড়ি পাঠাতে হবে না।

যুথী! তুই কি সত্যি চাকরি করবি?

হুঁ।

M.Sc. শেষ করবি না?

না।

সেকেন্ড থট দিবি?

না।

যুথী টেলিফোন রেখে দিল। গফুর যুথীর জন্যে চা এনে কাচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

AMARBOI.COM

আপনার নাম গফুর?

জি ম্যাডাম।

যুথী কিছুক্ষণ গফুরের দিকে তাকিয়ে রইল। একে সে যখন-তখন ধমকাতে পারবে, এই চিন্তাটাও আনন্দদায়ক।

আজহার মেয়ের ঘরের তালা খুলে পুরো ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। একটা ডায়েরি পাওয়া গেছে। সেই ডায়েরি তিনি নিয়ে এসেছেন। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে গোপনে এই ডায়েরি পড়তে হবে। এর মধ্যে মেয়ে যদি ডায়েরির খোঁজ করে তিনি বলবেন, তোর ডায়েরির বিষয়ে আমরা জানব কী করে? তুই তো তোর ঘর তালা দিয়েই রাখিস।

যুথী বাসায় ফিরল বিকেল চারটায়। আজহার বসার ঘরের সোফায় পা তুলে বসা। মনে হচ্ছে মেয়ের ফেরার অপেক্ষায় আছেন। সালমাও স্বামীর পাশে বসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজহার যতক্ষণ বাসায় থাকেন এই মহিলা চেষ্টা করেন স্বামীর আশেপাশে থাকতে।

যুথী বলল, তোমার শরীরের অবস্থা কী বাবা?

শরীর ভালো কে যেন তোকে একটা চিঠি দিয়েছে। আর একটা বক্স পাঠিয়েছে। ব্যাপার কী বল তো? আগে চিঠিটা পড়।

যুথী চিঠি পড়ল।

আজহার বললেন, চিঠিতে কী লেখা?

যুথী বলল, চিঠিতে কী লেখা তুমি জানো বাবা। তুমি চিঠি খুলে পড়েছ। তারপর খামের মুখ বন্ধ করে রেখেছ। কীভাবে বুঝলাম জানতে চাও? চিঠি থেকে ভকভক করে বিড়ির গন্ধ আসছে। যে ভদ্রমহিলা চিঠি লিখেছেন তিনি নিশ্চয়ই বিড়ি খান না।

সালমা বললেন, বাবার সম্পর্কে হুট হাট কথা বলবি না মা। তোর বাবা খাম হাতে নিয়েছিল, সেখান থেকে বিড়ির গন্ধ পাচ্ছিস।

যুথী বলল, মা, আমি চিঠিটা তোমার হাতে দিচ্ছি তুমি শুঁকে দেখো। খাম না, শুধু চিঠি।

আজহার দুঃখিত গলায় বললেন, সালমা, তোমার মেয়ের মাথা খারাপ হয়েছে। টোটাল মস্তিষ্কবিকৃতি। ওর কথা ধরে মন খারাপ করার কিছু নাই। ফল কে পাঠিয়েছে তোমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করো। আমি ঠিক করেছি, বাকি জীবন আর সরাসরি তোমার মেয়ের সঙ্গে কোনো কথা বলব না।

যুথী বলল, ফল পাঠিয়েছে তুমি বুঝলে কী করে? তুমি তো চিঠি পড়ো নি।

সালমা বললেন, ভকভক করে ফলের গন্ধ এসেছে, সেখান থেকে তোর বাবা বুঝেছে।

আজহার বললেন, এই মেয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করা মানে সময়ের অপচয়। আমি শোবার ঘরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। সালমা, যদি সম্ভব হয় আমাকে এককাপ আদা চা দিয়ো।

আজহার উঠে চলে গেলেন। যুথী মা'র পাশে বসতে বসতে বলল, সবসময় তুমি বাবার লেজ ধরে থাকো কেন মা? নিজের স্বাধীন চিন্তাভাবনা থাকবে না? বাবাকে আড়াল করে রাখার এই অভ্যাসটা খুব খারাপ। বাবাকে যখন চা দিচ্ছ আমাকেও এককাপ দিয়ো। আমার মাথা ধরেছে। আমি কিছুক্ষণ বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকব।

সালমা উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। তাঁর বুক ধ্বক ধ্বক করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি যুথী চেঁচিয়ে বলবে, আমার ঘরের তালা কে খুলেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেরকম কিছু হলো না। সালমা চা নিয়ে মেয়ের ঘরে ঢুকে ভীত গলায় বললেন, তোর বাবা ডাকছে। একটু শুনে যা লক্ষ্মী মা। যুথী উঠে দাঁড়াল।

যুথীকে ঘরে ঢুকতে দেখে আজহার হাসিমুখে বললেন, যুথী মা বোস। যেন একটু আগের ঘটনা তাঁর কিছুই মনে নেই। যুথী বসল।

আজহার বললেন, ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলি, সেই বিষয়ে তো কিছুই শুনলাম না। ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে?

খারাপ।

কোয়েশ্চেনের আনসার করতে পারিস নাই?

না।

কোয়েশ্চেন কী করেছে?

জিজ্ঞেস করেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালো নাম কী?

এটা আবার কী রকম প্রশ্ন! এই হিন্দুটা কে?

একজন লেখক।

হিন্দু লেখক তো একজনই— শরৎ বাবু। উনার একটা বই আছে, নাম 'চরিত্রহীন'। ক্লাস নাইনে জিওগ্রাফি ক্লাসে এই বই পড়ে শেষ করেছিলাম। লাস্ট পাতা পড়তে গিয়ে ধরা খেলাম। চোখের পানি মুছছি, আজিজ স্যার বললেন, কী বই পড়ছিস?

আমি বললাম, জিওগ্রাফি বই স্যার।

স্যার বললেন, জিওগ্রাফি বই পড়ে কাঁদছিস কেন? দেখি বই নিয়ে আয়।

বই নিয়ে গেলাম। শুরু হলো শাস্তি। আমাদের সময় শাস্তি ছিল মারাত্মক। পেটে পেন্সিল দিয়ে ডলা। আজকাল শাস্তি উঠে গেছে, শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাও উঠে গেছে।

যুথী বলল, বাবা, তোমার কথা শেষ হয়েছে? আমি উঠি।

আজহার বললেন, ছোট্ট একটা কথা বাকি আছে মা। ইন্টারভিউ নিয়ে মন খারাপ করবে না। Next কোনো ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে আমার কাছে পরামর্শ নিবে। ইন্টারভিউ বোর্ডের কিছু আদবকায়দা আছে। আমি শিখিয়ে দিব। যেমন, সালাম দিয়ে ঢুকবে। ঢুকেই চেয়ার টেনে বসে পড়বে না। মিষ্টি করে বলবে, স্যার আমি কি বসব? তোমাকে বসতে বলার পর শব্দ করে চেয়ার টানবে না। শব্দ হয় না এমনভাবে চেয়ার টেনে বসবে। আবারও মিষ্টি করে হেসে বলবে, স্যার ধন্যবাদ। বুঝতে পারছ কী বলছি?

পারছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুথী মা। এখন সর্বশেষ কথা। আমাদের নবী-এ-করিমের একটা হাদিস। তিনি বলেছেন, আল্লাহপাক ছাড়া আমি যদি আর কাউকে সেজদার হুকুম দিতাম তাহলে পিতাকে সেজদার হুকুম দিতাম।

যুথী বলল, যেহেতু নবী পিতাকে সেজদার হুকুম দেননি, তোমাকে সেজদা করছি না।

যুথী বের হয়ে গেল। আজহার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সালমা স্বামীর পিঠে হাত রেখে বললেন, মন খারাপ করো না।

আজহার বললেন, আমি মন খারাপ করছি না। সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করছি। আর শোনো, তুমি যখন-তখন আমার গায়ে হাত দিবে না এবং সারাক্ষণ ঘেঁসাঘেঁসি করবে না। তোমার গা থেকে কড়া রসুনের গন্ধ আসে, এটা জানো? এখন থেকে ভালোমতো সাবান ডলে গরম পানি দিয়ে গোসল করবে।

আচ্ছা।

আজহার গলা নামিয়ে বললেন, মেয়ের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করো। তার পেট থেকে কথা বের করো। শুভ্র কে? শুভ্র কী বিপদে পড়েছিল? এইসব। তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। ক্লিয়ার?

কলিংবেল বাজতে শুরু করেছে। সালমা দরজা খোলার জন্যে উঠলেন। আজহার স্ত্রীর পেছনে পেছনে গেলেন। কেন জানি তাঁর মনে হয়েছে বাড়িতে পুলিশ এসেছে। শুভ্রর কোনো ব্যাপারেই এসেছে। বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

AMARBOI.COM

দরজা খুলে দেখা গেল টুনু এসেছে। তার সঙ্গে একগাদা জিনিসপত্র। চাল এনেছে দুই বস্তা। মাষকলাইয়ের ডাল দশ কেজি। দু'টা লাউ দু'টা কুমড়া। পাট শাক, সজিনা। কেরোসিনের একটা টিন দেখা যাচ্ছে। টিনের মুখ খোলা।

আজহার বললেন, টিনের ভেতর কী?

টুনু বলল, জিয়ল মাছ বাবা।

আজহার বললেন, গুড। ভেরি গুড। ঐ পুঁটলার ভেতর কী?

কাঁচামরিচ আর লেবু। বড় চাচা বললেন, এবারের কাঁচামরিচে ঝাল বেশি হয়েছে নিয়ে যা।

টাকাপয়সা কিছু দিয়েছেন?

এগারো হাজার সাতশ' টাকা দিয়েছেন।

বলিস কী?

গত বছরের ধান বেচা কিছু টাকা ছিল। সেটা নিয়ে এগারো হাজার সাতশ' হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইজানের শরীর কেমন?

শরীর বেশি ভালো না। হাঁটাচলা তেমন করতে পারেন না। সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দিতে চান। তোমাকে যেতে বলেছেন।

আজহার আনন্দিত গলায় বললেন, এই হলো আদর্শ বড়ভাই। পিতৃতুল্য। অন্যকেউ হলে সম্পত্তি মেরে দেয়ার তালে থাকত। ঠিক না সালমা?

অবশ্যই ঠিক।

আজহার বললেন, ভাইজানকে কিছুদিন আমার এখানে এনে রাখতে চাই। কিছুদিন সেবা-যত্ন করলাম। ভালো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করলাম। সালমা কী বলো?

সালমা বললেন, বলাবলির তো কিছু নাই। তুমি গিয়ে উনাকে নিয়ে আসো।

অফিসে ছুটির দরখাস্ত করব। ছুটি পেলেই উনাকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসব। তুমি একটা গামলা আনো। গামলায় মাছ ঢেলে গুনে দেখি কয়টা। ডিমওয়ালা কয়েকটা শিং মাছ রান্না কোরো। ডিম আলাদা ভুনা করবে।

টুনু যুথীর ঘরে ঢুকল। টুনু বলল, শুয়ে আছিস কেন?

যুথী বলল, মাথার যন্ত্রণা। ভাইয়া, তোকে চাষার মতো দেখাচ্ছে।

টুনু বলল, চাষার মতো দেখানোরই কথা। এতদিন চাষবাসই করেছি। লাউ-কুমড়ার বীজ লাগিয়েছি। ডাঁটা বুনেছি। ট্রাক্টর ভাড়া করে দু'টা ক্ষেত চাষ দিয়েছি। খুবই ইন্টারেস্টিং। আমি নিজেই ট্রাক্টর চালিয়েছি।

গ্রামে ট্রাক্টর ভাড়া পাওয়া যায়?

পাওয়া যায়। এখনকার গ্রাম আর আগের গ্রাম না। তোর খবর কী?

আমি বিরাট একটা চাকরি পেয়েছি।

সত্যি!

এখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে। তবে সত্যি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার টেবিলে রাখা আছে।

তোর কাজ কী?

কাজ কী জানি না। পোস্টের নাম অফিস এক্সিকিউটিভ। কুড়ি হাজার টাকা বেতন। ভাইয়া, মাথা টিপে দে।

টুনু আয়োজন করে মাথা টিপতে বসল। যুথীর ঘুম এসে যাচ্ছে, সে কষ্ট করে জেগে আছে। ঘুমিয়ে পড়লে আরামটা পাওয়া যাবে না। টুনু বলল, গ্রাম থেকে একটা খবর শুনে এসেছি। বাবাকে খবরটা দেব কি না বুঝতে পারছি না।

কী খবর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় চাচা না-কি আমাদের সব সম্পত্তি জাল দলিল-টলিল করে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন।

খবর দিয়েছে কে?

মেম্বার কুদ্দুস বলেছেন। আরো কয়েকজন বলেছেন। বাবাকে কি বলব?

যুথী বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, না। বাবা তাঁর বড়ভাইকে দেবতার মতো দেখেন। ঘটনা সত্যি হলে বাবা যে শক পাবে, সেই শকেই মারা যাবে।

একদিন তো জানবেনই।

যখন জানবেন তখন জানবেন। এখন ঝামেলা করে লাভ নাই।

আজহার মাছ গোনা শেষ করেছেন। আঠারোটা কই মাছ। এদের মধ্যে পাঁচটা বেশ বড়। শিং মাছ আছে বাইশটা। সবই মাঝারি সাইজের। আজহার বললেন, ভাইজানের শরীরটা খারাপ শোনার পর থেকে মনটা অস্থির হয়ে আছে। কী করি বলো তো?

একটা মুরগি সদগা দিয়ে দাও।

গুড আইডিয়া। মসজিদে একটা মিলাদও দিয়ে দেই।

দাও।

তোমার গুনবতী মেয়েকে ডেকে আনো। দেশ থেকে কী এসেছে একটু দেখুক। দেখার মধ্যেও তো আনন্দ। সে রাতে কী খেতে চায় জিজ্ঞেস করো। সেই মতো রান্না করো।

সালমা বললেন, ও রাতে খাবে না। তার বান্ধবী নীপার বাড়িতে রাতে খাবে।

নিষেধ করো। দু'দিন পর পর দাওয়াত খাওয়া আমার অত্যন্ত অপছন্দ। টুনু এতদিন পরে এসেছে, সবাই রাতে একসঙ্গে খাব। ভালো কথা, ফলের বাক্সটা তো খোলা হয় নাই?

না।

খোলো। দেখি কী আছে। তোমার কাজের কোনো সিস্টেম নাই।

ফলের বাক্স খুলে আজহার মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দেশী ফল একটাও না। সবই বিদেশী। এর মধ্যে কয়েকটা ফল তিনি চিনতেই পারলেন না। তিনি বললেন, সালমা, আমার মোবাইল টেলিফোনটা আনো, ছবি তুলে রাখি। তুমি এই ফলটা হাতে নিয়ে বসো। আমি ছবি তুলে দেই।

ফলটার নাম কী?

নাম জানি না। এইজন্যেই তো ছবি তুলছি। স্যারকে ছবি দেখাব। উনি নাম বলে দেবেন। অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ। অহঙ্কার একেবারেই নাই। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইজানের সঙ্গে উনার চেহারার মিলও আছে। প্রায়ই ভাবি, দাওয়াত করে উনাকে খাওয়াব।

দাওয়াত করলেই পার।

এই সপ্তাহেই করি। কী বলো?

আজহার ফলের চারটা ছবি তুললেন। একটা তুললেন নিজের ছবি।

সালমাকে দিয়ে তোলালেন। এই ছবিতে তিনি একটা স্ট্রবেরি নিয়ে মুখের সামনে ধরে আছেন।

রেহানা শুভ্রর কিছু কর্মকাণ্ড মোটেই বুঝতে পারছেন না। শুভ্রর ঘরে ঝকঝকে নতুন একটা হারমোনিয়াম। একটা বয়সে যুবকদের গানবাজনার শখ হয়। তারা হারমোনিয়াম কেনে না। গিটার কিংবা কি-বোর্ড পর্যন্ত যায়। অতি দ্রুত গানবাজনার শখের মৃত্যু ঘটে।

তিনি শুভ্রকে ডেকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তোমার ঘরে হারমোনিয়াম কেন?

জিজ্ঞেস করতে মন সায় দিচ্ছে না। শুভ্র নিজে থেকে কেন বলবে না? কেন তার মধ্যে লুকাছাপা চলে এসেছে? হারমোনিয়াম সে চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে, এর অর্থ সে আড়াল করতে চাইছে।

বিকেলে চা খেতে শুভ্র ছাদে যায়। চায়ের কাপটা থাকে ছাদের মাঝামাঝি জায়গায় রাখা শ্বেতপাথরের বেদিতে। শুভ্র ছাদের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় দ্রুত হাঁটাহাঁটি করে। মাঝে মাঝে বেদির কাছে এসে চায়ে চুমুক দেয়। শুভ্র এই হাঁটাহাঁটির নাম দিয়েছে 'চিন্তাচিন্তি'। হাঁটতে হাঁটতে সে নাকি চিন্তা করে।

রেহানা ছেলের খোঁজে ছাদে এলেন। শুভ্র হাঁটাহাঁটি করছে না। বেদিতে বসে আছে। হাতে চায়ের কাপ। রেহানা বললেন, হাঁটাহাঁটি পর্ব শেষ না-কি?

শুভ্র জবাব দিল না। মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল।

রেহানা বললেন, দেখি তোমার কাপ থেকে এক চুমুক চা খাই।

শুভ্র মা'র হাতে চায়ের কাপ তুলে দিল। রেহানার সুচিবায়ুর মতো আছে। কিন্তু ছেলের চায়ের কাপে এক চুমুক দিতে কিংবা তার পেপসির গ্লাসে এক চুমুক দিতে তাঁর ভালো লাগে। এটা তার পুরনো অভ্যাস।

তোমার ঘরে একটা হারমোনিয়াম দেখলাম। কিনেছ?

হুঁ।

হারমোনিয়াম দিয়ে কী করবে?

একজনকে গিফট করব মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেহানা পরের প্রশ্নটা করবেন কী করবেন না বুঝতে পারছেন না। পরের প্রশ্নটা হলো, 'সেই একজনটা কে?' শুভ্র মনে হয় সেই একজনের পরিচয় দিতে চাচ্ছে না। পরিচয় দিতে চাইলে শুরুতেই তার নাম বলত।

রেহানা হাত থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, যাকে হারমোনিয়াম গিফট করবে তাকে কি আমি চিনি?

না। তবে তার নাম শুনেছ।

নাম জানতে পারি?

হারমোনিয়ামটা আমি যুথীর জন্যে কিনেছি মা।

রেহানা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে। শুভ্রর হাস্যকর কাণ্ডকারখানায় গলায় স্বর স্বাভাবিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। রেহানা বললেন, যুথী মেয়েটা কি তোমাকে হারমোনিয়াম কিনে দিতে বলেছে?

না।

তাহলে তাকে হারমোনিয়াম গিফট করছ কেন?

মা! যুথীর গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি। আমি চাই ও গান শিখুক।

তুমি কি তার অভিভাবক?

শুভ্র বলল, না মা, আমি ওর কিছুই না। কিন্তু আমি চাই ও গান শিখুক। আমি খুব সুন্দর একটা চিঠি তাকে লিখেছি। হারমোনিয়াম এবং চিঠিটা তাকে পাঠাব। আমার ধারণা চিঠিটা পড়লেই সে গান শিখবে।

সেই চিঠিটা কি আমি পড়ে দেখতে পারি?

অবশ্যই পার। কেন পারবে না? চিঠিটা আমার বুকসেলফের তিন নম্বর তাকে, বইয়ের ওপর রাখা আছে। ড্রাইভারকে দিয়ে চিঠি এবং হারমোনিয়াম পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো তো মা। আমার নিজের যেতে লজ্জা লাগবে।

তুমি কি ছাদে আরও কিছুক্ষণ থাকবে?

সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত থাকব।

তোমাকে কি আরেক কাপ চা পাঠাব?

পাঠাও।

রেহানা ছাদ থেকে নেমে গেলেন। শুভ্রর জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করে তিনি চিঠি পড়তে বসলেন।

> যুথী,
>
> এই হারমোনিয়ামটা আমি আপনার জন্যে কিনেছি। আগেই রেগে যাবেন না। কেন কিনেছি তা শুনুন। আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি। আমি নিশ্চিত, অনেকেই এই কথা আপনাকে বলেছে। তবে আপনি নিজে বিষয়টা জানেন না।

প্রকৃতি যখন কাউকে বড় ধরনের গিফট দিয়ে পাঠায় তখন তার উচিত বহুজনকে সেই গিফটের ভাগ দেওয়া। আপনি যদি গান শেখেন এবং গান করেন তবেই আপনার কিন্নরকণ্ঠের আনন্দ অন্যরা নিতে পারবে।

প্লিজ, আমার ওপর রাগ করবেন না।

শুভ্র।

শুভ্রর ড্রাইভার যখন হারমোনিয়াম এবং চিঠি নিয়ে যুথীদের বাসায় পৌঁছল তখন যুথী নেই। সে নীপার কাছে গেছে।

আজহার টুনুকে ডেকে বললেন, টুনু, ঘটনা কী?

টুনু বলল, বাবা, আমি তো জানি না ঘটনা কী।

ঘরে হারমোনিয়াম চলে এসেছে, ব্যাপার কী? এখন থেকে কি বাড়িতে বাদ্যবাজনা হবে? আমার বাসাটা হবে বাইজি বাড়ি? হারমোনিয়ামের সঙ্গে নাকি চিঠিও এসেছে?

হ্যাঁ।

চিঠি খুলে পড়ে দেখ।

টুনু বলল, যুথীর কাছে লেখা চিঠি আমি কেন পড়ব?

তোকে পড়তে বলছি এইজন্যে পড়বি। এটা আমার অর্ডার।

টুনু হতাশ গলায় বলল, বাবা, এটা আমি করব না।

আজহার বললেন, তুমি ষাঁড়ের গোবর ছাড়া কিছু না। প্লেইন এন্ড সিম্পল Cowdung. তিনবার ইন্টারমিডিয়েট ফেল করে এখন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াও। ঢাকা শহরে তুমি ঠেলাগাড়ি চালিয়ে জীবন কাটাবে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখন আমার চোখের সামনে থেকে বিদায় হও। স্টুপিড কোথাকার!

টুনু মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল। আজহার খাম খোলার প্রস্তুতি নিলেন। তবে এবার ভুল করলেন না, সাবান দিয়ে বেশ কয়েকবার হাত ধুয়ে নিলেন। যেন চিঠিতে বিড়ির গন্ধ লেগে না থাকে।

করিম আংকেল যুথীর চাকরি পাওয়া সেলিব্রেট করার জন্যে শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে খুলতে বললেন, বিশেষ কোনো ঘটনা সেলিব্রেট করার জন্য আছড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারিকেল ভাঙার প্রথা ছিল। পশ্চিমা দেশে নারিকেলের পরিবর্তে শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়। যুথী, তুমি যদি গ্লাসে একটা চুমুক না দাও তাহলে সেলিব্রেশন সম্পন্ন হবে না।

শ্যাম্পেনের গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালা হয়েছে। চারজন মানুষ চারটা গ্লাস। নীপা, যুথী, করিম আংকেল এবং যমুনা।

নীপা বলল, যুথী যখন খেতে চাচ্ছে না ওকে জোর করার কিছু নেই, ও খালি গ্লাসেই চুমুক দিক।

করিম আংকেল বললেন, তা তো হবে না।

নীপা বলল, আমি নারিকেল আনার ব্যবস্থা করছি। নারিকেল ভাঙা হোক।

যুথী কিছু না বলে একটা শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে নিয়ে চুমুক দিল।

করিম আংকেল বললেন, খেতে কেমন লাগছে বলো?

যুথী বলল, তেঁতুলের পানির মতো লাগছে।

করিম আংকেল গ্লাস উঁচু করে বললেন, যুথীর চাকরি পাওয়া উপলক্ষে 'উল্লাস' অর্থাৎ Cheers.

যুথী ছাড়া সবাই বলল, চিয়ার্স! যুথী গ্লাসে দ্বিতীয় চুমুক দিল।

নীপা বলল, যুথীকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে হুট করে চাকরি কেন দিল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। করিম আংকেল, আপনার কী ধারণা?

করিম আংকেল বললেন, যে চাকরি দিয়েছে সে যে-কোনো কারণেই যুথীর প্রতি প্রবল শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করেছে। বডি কেমিস্ট্রি কাজ করেছে। আর কিছু না।

নীপা বলল, ভদ্র কথা বলুন করিম আংকেল।

এরচেয়ে ভদ্রভাবে বিষয়টা বলা অসম্ভব। যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যে চাকরি হয়েছে তিনিও এরচেয়ে ভদ্রভাবে বলতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়তো পারতেন। তিনি বলতেন, যুথীকে দেখিয়া উনার শরীর জাগিয়া উঠিল। বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।

যমুনা বলল, শ্যাম্পেন খেতে ভালো লাগছে না। আমি হুইস্কি খাব।

করিম আংকেল বললেন, হুইস্কির বোতল যথাসময়ে খোলা হবে। তার আগে আমি যে বিশেষ কথাটি বলতে চাচ্ছি তা বলে ফেলি। আমি একটা ছবি বানাব। ফুল লেংথ ফিচার ফিল্ম। ছবির নাম 'গুহামানব'। পাইপের ভেতর বাস করে এমন কিছু নরনারীর দিবারাত্রির কাব্য। সবাই বলো, উল্লাস।

সবাই 'উল্লাস' বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজহার দরজা বন্ধ করে যূথীর ডায়েরি নিয়ে বসেছেন। প্রথম পাতায় তারিখ দিয়ে লেখা—

> করিম আংকেল আজ আমাকে মদ খাওয়ানোর জন্যে অনেক ঝুলাঝুলি করলেন। যে এই জিনিস খায় না তাকে এত পীড়াপীড়ি কেন! আমাকে বললেন, যূথী, এসো আমরা কারণ ছাড়া কারণ পান করি।
>
> আমি বললাম, কারণ জিনিসটা কী?
>
> করিম আংকেল বললেন, কারণ হলো কারণবারি। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা মদ বলে না। বলে কারণবারি। এতে মদের দোষ কেটে যায়।

আজহার ডায়েরি বন্ধ করে ঘামতে থাকলেন। এইসব কী? তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। তাঁর মনে হলো এক্ষুনি তিনি মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ জুলাই মাসের এক তারিখ, সোমবার।

যুথীর অফিসে জয়েন করার তারিখ। সে হাতে ষোলদিন সময় পেয়েছিল। এই ষোলদিনে সে অনেকগুলি কাজ করেছে। New Age Computer নামের এক প্রতিষ্ঠানে এক হাজার টাকা দিয়ে নাম লিখিয়েছে। সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত ক্লাশ। তারা ছয় মাসে নাকি কম্পিউটারে ওস্তাদ বানিয়ে দেবে। নিউ এজ কম্পিউটারের মালিক আব্দুস সোবাহান কোরানে হাফেজ। তিনি বললেন, মা শুনেন। কম্পিউটার হলো মানব সন্তানের মতো। তার যত্ন করবেন। তাকে আদর করবেন। সে আদরের কাঙাল। শিশুদের যেমন পোষ মানাতে হয়, তাকেও পোষ মানাতে হবে। তারপর তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ আদায় করতে হবে।

হাফেজ সাহেবের কথাবার্তা যুথীর পছন্দ হলো। সে একদিন ক্লাশ করেছে। তার কাছে মনে হয়েছে, হাফেজ সাহেব শিক্ষক হিসেবে ভালো।

সে একজন গানের টিচারের সাথেও কথা বলেছে। তার নাম অশোক মিত্র। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান শেখান। তবলা সঙ্গে নিয়ে যান বলে ছাত্রের বাড়িতে তবলা না থাকলেও সমস্যা নাই। অশোক বাবু মাসে এক হাজার টাকা নেবেন এবং সপ্তাহে একদিন শুক্রবার গান শেখাবেন এমন কথা হয়েছে। যুথীর গান শেখা এখনো শুরু হয়নি।

যুথী চারটা ছেলেমেয়েকে পড়াত। এদের প্রত্যেককে এক প্যাকেট চকলেট দিয়ে বিদায় নিল। চাকরির প্রথম বেতনের টাকা পেয়ে সে তাদের সবাইকে নিয়ে পিৎজাহাটে খাবে, এই কথা বলে এল।

চাকরিতে জয়েন করতে যাবার আগে বাবা-মা'কে পা ছুঁয়ে সালাম করল। আজহার বললেন, সোনার হরিণ সহজে ধরা যায় না। তোর ওপর মুরুব্বির দোয়া আছে বলে ধরে ফেলেছিস। চেষ্টা করবি যেন হরিণ ছুটে না যায়।

যুথীর মা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন। আজহার বললেন, শুভযাত্রার সময় চোখের পানি ফেলছ। মূর্খামীর সীমা থাকা দরকার। কাঁদতে হয় বাথরুমে দরজা বন্ধ করে ভেউ ভেউ করো।

টুনু ট্যাক্সি ক্যাব ভাড়া করে এনেছে। প্রথমদিন ভাড়া ট্যাক্সিতে করে যুথী যাচ্ছে। আজ অফিস শেষে অফিসের গাড়ি বাসা চিনে যাবে, তখন অফিসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়িতেই আসা-যাওয়া হবে। টুনু বলল, আমি তোর সঙ্গে যাই। অফিসটা দেখে আসি।

যুথী বলল, ভাইয়া আজ না। আরেক দিন। আজ আমার খুব লজ্জা লাগছে।

অফিসে পা দেওয়া মাত্র বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন। আজ তাঁর সামনে কোনো গল্পের বই নেই। চোখে চশমা। ওইদিন চোখে চশমা ছিল না। হালকা সবুজ রঙের শার্টে তাঁকে আগের দিনের চেয়েও সুন্দর লাগছে।

যুথী আপনার নাম?

জি।

ভালো আছেন?

জি স্যার ভালো আছি।

জয়েন করতে এসেছেন?

জি।

আমাদের কিছু সমস্যা হয়েছে। আপনাকে নিতে পারছি না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে উল্লেখ করা আছে, কোনো কারণ দর্শানো ছাড়া আমরা অ্যাপমেন্টমেন্ট লেটার বাতিল করতে পারি। আপনার বায়োডাটা আলাদা রেখে দিতে বলেছি। কোনো স্কোপ হলে আপনাকে খবর দেব। বুঝতে পারছি আপনাকে অসুবিধায় ফেলেছি। সরি ফর দ্যাট।

AMARBOI.COM

বড় সাহেব ড্রয়ার খুলে কাগজপত্র বের করে পড়তে শুরু করলেন। হঠাৎ তাঁকে অনেক ব্যস্ত মনে হলো।

যুথী বড় সাহেবের ঘর থেকে বের হলো। তার উচিত মাথা নিচু করে কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়া। কেন জানি এই কাজটা সে করতে পারছে না। তার ইচ্ছা করছে সারা দিন অফিসে বসে থাকতে। অফিস ক্যানটিনে চা খেতে। জহির সাহেবকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে।

জহিরকে দেখা গেল। সে চট করে চোখ সরিয়ে নিয়ে করিডরের দিকে চলে যাচ্ছিল। যুথী গলা উঁচিয়ে ডাকল, জহির সাহেব!

জহির দাঁড়াল। যুথী তার কাছে এগিয়ে গেল। সহজ গলায় বলল, কেমন আছেন?

জহির বলল, জি ভালো।

মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। আমার নাম যুথী।

আমি আপনাকে চিনেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। নিশ্চয়ই শুনেছেন?

জি আমি জানি।

আমার পোস্টে কি কাউকে নেওয়া হয়েছে?

আগে যিনি ছিলেন তিনি জয়েন করেছেন।

যুথী বলল, প্রচণ্ড রাগ লাগছে। কী করা যায় বলুন তো? বড় সাহেবের অফিসঘরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া তো সম্ভব না।

আমার রুমে কিছুক্ষণ বসবেন?

আপনার কি ধারণা আপনার ঘরে কিছুক্ষণ বসলে আমার রাগ কমবে?

এক কাপ চা খান।

থ্যাংক য়্যু। আরেকদিন এসে চা খেয়ে যাব।

আপনাকে এক মাসের বেতন দেওয়ার কথা। এই বিষয়ে কি বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলবেন?

না। চলুন আপনার ঘরে বসি, এক কাপ চা খাই। গফুর ভালো চা বানায়। ওকে বলুন আমাকে এক কাপ চা দিতে।

চা খেতে খেতে যুথী বলল, এই মুহূর্তে অপমানটা আমার গায়ে লাগছে না। কিন্তু বাসায় যখন ফিরব, সবাই জানবে, তখন অপমানটা গায়ে লাগবে। অভাবী সংসার তো। কুড়ি হাজার টাকা বেতনের চাকরি অনেক বড় ব্যাপার। সোনার হরিণের চেয়েও বেশি। প্লাটিনাম হরিণ।

জহির বলল, মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন? ঠিকানা দেব?

যুথী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, না। আমি আরেক কাপ চা খাব।

দু'কাপ চা পুরোপুরি শেষ করে যুথী উঠল। সে ঠিক করে আজ সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরবে না। সারাদিন পথে পথে ঘুরবে। পার্কে বসে বাদাম খাবে। হাফ প্লেট চটপটি খাবে।

গফুরকে দশ টাকা বখশিশ দিয়ে যুথী বের হলো। গফুর অত্যন্ত বিরক্ত হলো। এত কম বখশিশ মনে হয় তাকে এর আগে কেউ দেয়নি।

নিউ এজ কম্পিউটারে একবার যেতে হবে। টাকাটা ফেরত পাওয়া যায় কি না সেই চেষ্টা। মনে হয় না ফেরত পাওয়া যাবে। গানের টিচার বাতিল করতে হবে। পুরনো টিউশনি ফেরত পাওয়া যায় কি না সেই চেষ্টাও করতে হবে। আজ একদিনে তার অনেক কাজ।

অনেকক্ষণ ধরে কে যেন বেল টিপছে। বাসায় সালমা ছাড়া কেউ নেই। ঠিকা কাজের মেয়ে কাজ শেষ করে চলে গেছে। সম্ভবত টুনু এসেছে। সালমা দরজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুললেন। অপরিচিত একটা মেয়ে। ষোল-সতেরোর বেশি বয়স হবে না। চামড়ার একটা স্যুটকেস আর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে ভীতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা সুন্দর। যে-কোনো কারণেই হোক ভয়ে তার চোখমুখ শুকিয়ে আছে। মনে হয় অনেকক্ষণ কেঁদেছে। চোখ ফোলা এবং লাল। মেয়েটা শাড়ি পরে এসেছে। শাড়ি খানিকটা এলোমেলো। মনে হয় শাড়ি পরায় সে অভ্যস্থ না।

সালমা বললেন, কী চাও?

মেয়েটা বলল, ও নাই?

সালমা বললেন, ওটা কে?

টুনু ভাই।

টুনু ভাইয়ের সঙ্গে তোমার কী?

দরকার আছে।

মেয়েটা ফুঁপিয়ে উঠল। সালমা বললেন, আমি টুনুর মা। টুনুর সঙ্গে তোমার কী দরকার?

আমাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে। আমার কোথাও যাবার জায়গা নাই।

সালমা বললেন, টুনু তোমাকে জায়গা দিবে কী জন্যে? টুনুর সঙ্গে তোমার কী?

ওর সঙ্গে আমার কোর্টে বিয়ে হয়েছে। আগস্ট মাসের সাত তারিখ।

কী বলছ পাগলের মতো! নাম কী তোমার?

লাইলি। আমি কি আপনাকে কদমবুসি করব?

আসো ভিতরে। টুনু আসুক তখন ফয়সালা হবে।

সালমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। এইসব তিনি কী শুনছেন?

বাসা থেকে তোমাকে কে বের করে দিয়েছে? তোমার বাবা-মা?

না, আমার মামা। আমার বাবা-মা দু'জনই মারা গেছেন। আমি মামার সঙ্গে থাকি। আমি এক গ্লাস পানি খাব।

সালমা পানি এনে দিলেন। এবং মোবাইল টেলিফোনে আজহারকে ঘটনা জানালেন।

আজহার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মেয়ের পাছায় কষে একটা লাথি দিয়ে বাসা থেকে বের করে দাও। টুনু হারামজাদা বাসায় ফিরুক, আমি তাকে লাথি দিয়ে বের করব। লাইলি-মজনু খেলা আমার বাড়ির বাইরে হবে। আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। বাসায় এসে যেন মেয়েকে না দেখি। যদি দেখি তাহলে তোমাকে বের করে দেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

সালমা বসার ঘরে ঢুকলেন। বেতের চেয়ারে মেয়েটা বসে আছে। তার ভাবভঙ্গি মোটেই ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। লাইলি বলল, আমি আরেক গ্লাস পানি খাব।

সালমা বললেন, যত ইচ্ছা পানি খাও, তারপর বাসা থেকে চলে যাও। টুনুর বাবা আসছেন। উনি ভয়ঙ্কর রাগী মানুষ। কী করে বসেন তার নাই ঠিক।

লাইলি বলল, আমি কোথায় যাব?

সেটা তো আমি জানি না। বিয়ে করার সময় তো আমাকে জিজ্ঞেস করে বিয়ে করোনি।

ও না আসা পর্যন্ত আমি যাব না। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

টুনুর বাবা এলে কী হবে তুমি কল্পনাও করতে পারছ না।

আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে টুনু ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করি?

যা ইচ্ছা করো। শুধু ঘরে থাকবে না।

স্যুটকেস এবং ব্যাগটা এখানে থাকুক?

কোনো কিছুই থাকবে না।

ঘণ্টাখানিকের মধ্যে আজহার উপস্থিত হলেন। রাগে তাঁর মুখ গনগন করছে। বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। টুনুর গলা টিপে ধরতে পারলে শান্তি পেতেন। টুনুর খোঁজ নেই।

আজহার বললেন, ঘরে স্টিলের ডাভাওয়ালা একটা ছাতা আছে না? ছাতা বের করে রাখো। ঐ ডান্ডা আজ তোমার ছেলের পিঠে ভাঙব। তারপর কানে ধরে বহিষ্কার। আমার ঘাড়ে চেপে বসে থাকার দিন তার শেষ। এখন সে চরে খাবে।

সালমা বললেন, একগ্লাস লেবুর শরবত করে দেব? খুব ঘামছ।

দাও লেবুর শরবত। শরীরে বল করি। মেয়েটাকে দেখলাম। ইঁদুরের মতো মুখ।

সালমা বললেন, ইঁদুরের মতো মুখ তো না। সুন্দর চেহারা।

তাহলে কি দেবীর মতো মুখ? তুমিও কি তোমার ছেলের মতো দেবীদর্শন করে ফেললে? ঘরে বসে থেকে কী করবে! যাও দেবীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করো।

তুমি কি খেয়ে এসেছ?

না।

আবার অফিসে যাবে?

বাসায় যে অবস্থা, অফিসে কী যাব!

গোসল করে আসো। ভাত খাও। শুয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর রেস্ট! আমার জীবন থেকে রেস্ট উঠে গেছে।

সালমা বললেন, যুথীকে কি খবরটা জানাব?

আজহার বললেন, না। প্রথম চাকরিতে জয়েন করেছে। এখন তাকে ডিসটার্ব করা যাবে না।

আজহার সদর দরজার দিকে এগুলেন। সালমা বললেন, কোথায় যাও?

আজহার বললেন, আরেকবার দেবীদর্শন করে আসি।

সালমা ক্ষীণ গলায় বললেন, মেয়েটাকে বাসায় নিয়ে আসো। সারা দিন নিশ্চয়ই না খেয়ে আছে।

আজহার বললেন, আরেকবার এই ধরনের কথা বললে তোমাকেও ছাতাপিটা করব। মাতাপুত্র একসঙ্গে ছাতার নিচে।

লাইলি আগের জায়গাতেই আছে। আগে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন স্যুটকেসের ওপর বসে আছে। শাড়ির আঁচলে তার মুখ ঢাকা। মাঝে মাঝে শরীর কেঁপে উঠছে বলে বোঝা যাচ্ছে সে কাঁদছে। তাকে ঘিরে আছে চার-পাঁচজন কৌতূহলী মানুষ। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে দৃশ্যটা দেখে তারা আনন্দ পাচ্ছে।

আজহার ফিরে এসে গোসল করলেন। ভাত খেলেন। বিছানায় শুয়ে পর পর দু'টা বিড়ি টেনে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। তাঁর ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলায়। টুনু তখনো ফেরেনি। তিনি মেয়েটির খোঁজ নিতে গেলেন। মেয়েটি নেই।

AMARBOI.COM

রেহানা শুভ্রকে নিয়ে বারান্দায় বসেছেন। ছেলের সঙ্গে কীভাবে কথা শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না। কখনো তাঁর এরকম হয় না। শুভ্র যে এরকম একটা কাণ্ড করতে পারে তা তাঁর মাথাতেই কখনো আসেনি। শুভ্রর বাবার সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না। তিনি জাপানে। চার দিন পর ফিরবেন।

রেহানা বললেন, শুভ্র, তুমি অচেনা অজানা একটা মেয়ে নিয়ে বাসায় উপস্থিত হয়েছ?

শুভ্র বলল, মেয়েটার যে অবস্থা মা, যে-কেউ তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেত। পুরো ঘটনাটা বলি, আগে শোনো। বলব?

রেহানা হ্যাঁ না কিছু বললেন না। শুভ্র নিজে থেকেই শুরু করল।

যুথী আজ সন্ধ্যায় তাদের বাসায় আমাকে চা খেতে বলেছে। টেলিফোনে বলেনি, চিরকুট পাঠিয়েছে। আমি তার বাসার কাছে গিয়ে দেখি একটা মেয়ে স্যুটকেসের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। প্রায় অচেতন অবস্থা। তাকে ঘিরে নানান ধরনের মানুষের জটলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেহানা বললেন, ভিড় ঠেলে তুমি ভেতরে ঢুকলে এবং মহান ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে। মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলে বাসায় নিয়ে এলে?

শুভ্র বলল, পাঁজাকোলা করে আনতে হয়নি মা। আমি যখন বললাম, আপনি কি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে যাবেন? সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। চারপাশের লোকগুলি এমন অদ্ভুত, ওরা হাততালি দেওয়া শুরু করল।

রেহানা বললেন, ওরা হয়তো ভেবেছে বাংলা ছবির কোনো দৃশ্যের শুটিং হচ্ছে। সেরকম ভাবাই স্বাভাবিক। দর্শকদের মধ্যে আমি থাকলে আমিও হাততালি দিতাম। যাই হোক, আমি ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলেছি। মেয়েটিকে যেখান থেকে আনা হয়েছে ড্রাইভার তাকে সেখানে রেখে আসবে।

শুভ্র বলল, মা, মেয়েটি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে। বিপদ কেটে গেলে সে নিজের জায়গায় ফিরে যাবে।

রেহানা বললেন, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদে আছে। তাদের সবাইকে তুমি এখানে নিয়ে আসবে?

শুভ্র বলল, বাংলাদেশের সব বিপদগ্রস্ত মেয়েকে আমি চিনি না মা। একে চিনি।

একেও তুমি চেনো না। হঠাৎ দেখেছ, তুলে নিয়ে এসেছ।

শুভ্র বলল, আমি তাকে নিয়ে এসেছি, এখন আমি তাকে বলব চলে যেতে?

রেহানা বললেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। যা বলার আমি বলব। তুমি তোমার ঘরে চলে যাও। গান শোনো কিংবা টিভি দেখো। *ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক*-এর নতুন কপি আজ দুপুরেই এসেছে। সেটাও পড়তে পার।

শুভ্র বলল, মা শোনো। তুমি যদি সত্যি সত্যি মেয়েটাকে বাসা থেকে বের করে দাও, আমিও কিন্তু বের হয়ে যাব।

বের হয়ে যাবে?

হ্যাঁ।

কোথায় যাবে?

তা জানি না, কিন্তু বের হয়ে যাব।

রেহানা বারান্দা থেকে উঠে নিজের ঘরে ঢুকলেন। টেলিফোনে সব ঘটনা শুভ্রর বাবাকে জানালেন।

মেরাজউদ্দিন বললেন, মেয়েটাকে এই মুহূর্তে বের করে দাও। তোমার ছেলে যদি বের হয়ে যায় তাহলে যাবে। ঢাকা শহর হলো ভয়াবহ অরণ্য। অরণ্যে বাস করার যোগ্যতা তার নেই। সে ফিরে আসবে। শিক্ষাসফর শেষ করে ফিরবে। এটাই লাভ। কোনো টাকাপয়সা সে যেন সঙ্গে না নেয় এটা খেয়াল রাখবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত আটটায় রেহানা শুভ্রকে এবং মেয়েটাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

শুভ্র বলল, মা আমি যাচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ করে থেকো না। রাগ করার মতো কিছু করিনি। মেয়েটাকে দেখে খুবই কষ্ট লেগেছিল। আমরা তো বিচ্ছিন্ন কেউ না। সবাই সবার সঙ্গে যুক্ত। আমরা বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর অংশ। একই Species, হোমোসেপিয়ানস।

রেহানা বললেন, বক্তৃতা দিয়ো না। তোমার বক্তৃতা শোনার মতো মনের অবস্থা আমার না। ড্রাইভারকে বলো কোথায় তোমাদের নামিয়ে দিতে হবে, সে নামিয়ে দিয়ে চলে আসবে।

ড্রাইভার লাগবে না। মা, যাই। তোমাকে বিরাট একটা সমস্যায় ফেলেছি, সরি।

রেহানা বললেন, তোমার সঙ্গে কি মানিব্যাগ আছে?

শুভ্র বলল, আছে।

রেহানা কঠিন গলায় বললেন, মানিব্যাগ রেখে যাও।

AMARBOI.COM

রাস্তায় নেমেই লাইলি বলল, এতক্ষণ খুব ভয় লাগছিল। এখন কোনো ভয় লাগছে না। বরং মজা লাগছে।

শুভ্র বলল, মজা লাগছে?

হুঁ। খুব ক্ষিধে লেগেছে। সকালে দু'টা রুটি আর আলুভাজি খেয়েছি। সারা দিন কিচ্ছু খাইনি। ঐ দোকানে গরম গরম সিঙ্গারা ভাজছে। আসুন সিঙ্গারা খাই।

শুভ্র বলল, তোমার কাছে কি টাকা আছে? আমার কাছে কোনো টাকা নেই।

আমার কাছে সাতশ' পঁচিশ টাকা আছে। পাশের বিরিয়ানি হাউসে যাবেন? বিরিয়ানি খাবেন?

তোমার খেতে ইচ্ছা করলে চলো যাই। তবে আমি কিছু খাব না।

আমার এখন এই অবস্থা পৃথিবীর সব কিছু খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে। আমার সবচেয়ে পছন্দের খাবার কী জানেন? মাছ মাংস কিছু না। রসুনের ভর্তা। রসুন পুড়িয়ে শুকনা মরিচ দিয়ে ভর্তাটা বানানো হয়। আমার এখন রসুনভর্তা দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছা করছে।

যুথী রাত আটটায় প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে বাসায় ফিরেছে।

আজহার বাসার সামনের বারান্দায় টুল পেতে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, তোকে না অফিসের গাড়ি নামিয়ে দেবে! রিকশায় করে এসেছিস কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুথী বলল, অফিসের গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমার নিজের চাকরিও পাংচার।

আজহার বললেন, তার মানে কী?

এখন মানে টানে বলতে পারব না। আমার মাথায় পানি ঢালতে হবে, প্রচণ্ড জ্বর।

জ্বর হলো কেন?

যুথী বলল, ভাইরাসঘটিত জ্বর না বাবা, চাকরি পাংচার হবার কারণে জ্বর।

সালমা মেয়ের কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন। ভীত গলায় বললেন, তোর গা তো পুড়ে যাচ্ছে রে!

যুথী বলল, পুড়ে যাওয়াই ভালো। গা পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। সেই কয়লা দিয়ে আগুন করে তোমরা চা খাবে। এবং গীত গাইবে—

পুড়ল কন্যা উড়ল ছাই
তবেই কন্যার গীত গাই।

আজহার বললেন, জ্বর মেয়ের মাথায় উঠে গেছে। বাথরুমে নিয়ে যাও, নন্‌স্টপ মাথায় পানি ঢালতে থাকো। মেয়েকে শক্ত করে ধরো। মাথা এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে তো। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।

মাথায় পানি ঢালতে ঢালতেই দিনে বাসায় যে নাটক হয়েছে সালমা মেয়েকে জানালেন। যুথী বলল, বড় ধরনের অন্যায় করেছ মা। কতটা সমস্যায় পড়লে একটা মেয়ে স্যুটকেস হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হয় এটা বুঝতে পারছ না?

সালমা বললেন, টুনু কত বড় অন্যায় করেছে এটা বুঝতে পারছিস না? সে বাপের ঘাড়ে বসে খাচ্ছে। আয় নাই, রোজগার নাই, এরমধ্যে গোপনে বিয়েও করেছে।

যুথী বলল, ভাইয়া ভুল করা বা অন্যায় করার মতো মানুষ না। খুব যারা ভালো মানুষ, যেমন আমি, আমরা হলাম গিনি সোনা। গিনি সোনা কী জানো?

না।

গিনি সোনা হলো বাইশ ভাগ সোনা দু'ভাগ তামা। আর ভাইয়ার পুরোটাই সোনা।

সালমা বললেন, আমি কী?

যুথী বলল; তুমি হলে গিনির উল্টা— নিগি। বাইশ ভাগ তামা আর দু'ভাগ সোনা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর বাবা কী?

বাবার মধ্যে সোনার কোনো কারবার নেই, উনার সবটাই তামা।

আজহার ডাক্তার নিয়ে এসেছেন। থার্মোমিটারে জ্বর পাওয়া গেল একশ' তিন। ডাক্তার প্যারাসিটামল এবং ঘুমের ওষুধ দিল। ভিজিট নিল না। সে এবছরই ইন্টার্নি পাশ করে তাজ ফার্মেসিতে বসা শুরু করেছে। সে ঘোষণা দিয়েছে প্রথম তিনমাস কোনো ভিজিট নেবে না। আজহারের গোপন ইচ্ছা তার সঙ্গে যূথীর বিয়ে হোক। ডাক্তারের চেহারা সুন্দর। সে তার নিজের লাল রঙের একটা গাড়ি চালিয়ে ফার্মেসিতে আসে। ডাক্তারের নামটাও আজহারের পছন্দ। ভারিক্কি নাম— আমিরুল ইসলাম চৌধুরী। পুরুষের তিন শব্দের ভালো নাম আজহারের অত্যন্ত পছন্দ।

যেসব ডাক্তার ভিজিট নেয় না তারা রোগীর বাড়িতে চা-বিসকিট খায়, কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে। এই ডাক্তার সেরকম না। প্রেসক্রিপশন লিখেই সে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যূথীকে বলল, আপনার বান্ধবী নীপা আমার খালা হন। দূরসম্পর্কের খালা।

যূথী সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাহলে আপনি অবশ্যই আমাকে খালা ডাকবেন।

আজহার বিরক্ত গলায় বললেন, এইসব কী ধরনের কথা? ডাক্তার সাহেব, কিছু মনে করবেন না। জ্বর মাথায় উঠে যাওয়ায় যূথী আবোলতাবোল বকছে।

ডাক্তার বলল, যূথী খালার কথায় আমি কিছুই মনে করছি না।

শুভ্র লাইলিকে নিয়ে গেছে নীপাদের বাড়িতে। ঘটনা শুনে নীপা বলেছে— একটা মেয়ে বিপদে পড়েছে, সে যতদিন ইচ্ছা আমার এখানে থাকবে। দু'টা গেস্টরুম খালি পড়ে আছে, কোনো সমস্যা নেই। যূথীর সঙ্গে কথা বলে আমিই সমস্যার সমাধান করে দেব। আপনি এটা নিয়ে আর ভাববেন না। আপনি বাড়িতে চলে যান। গাড়ি দিচ্ছি। গাড়ি আপনাকে নামিয়ে দেবে।

শুভ্র বলল, গাড়ি লাগবে না। আমি হেঁটে হেঁটে যাব। আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি হবে। আমি বৃষ্টিতে ভিজব। অনেকদিন বৃষ্টিতে ভিজি না।

রাত বাজে বারোটা। আজহার এখনো স্টিলের ছাতা হাতে বারান্দায় বসে আছেন। টুনুর প্রতীক্ষা। তার দেখা নেই। সে মনে হয় ঘটনা আঁচ করতে পেরে পালিয়ে গেছে। যূথী মরার মতো ঘুমাচ্ছে। সালমা মেয়ের পাশে জেগে বসে আছেন। লাইলি মেয়েটা কোথায় আছে এই নিয়ে হঠাৎ দুশ্চিন্তা শুরু করেছেন। পুরো বিষয়টা ভুলে থাকতে চেষ্টা করছেন। পারছেন না। তাঁর মন বলছে টুনু মেয়েটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ে করেনি। হয়তো ভাব হয়েছে। এই মেয়ের সঙ্গে টুনুর ভাব কীভাবে হলো সেও এক রহস্য।

লাইলি দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করেছে। নীপার দেওয়া নাইটি পরেছে। পোশাকটা অশ্লীল ধরনের। লাইলির লজ্জা লাগছে, আবার ভালোও লাগছে।

নীপা বলল, এসো ছবি দেখি। বাড়িতে হোম থিয়েটার আছে। হোম থিয়েটারে ছবি দেখতে অন্যরকম মজা। বাবা যখন বাড়িতে থাকেন, তখন আমরা দু'জনে মিলে হোম থিয়েটারে ছবি দেখি।

লাইলি বলল, হোম থিয়েটার কী?

হোম থিয়েটার হলো মিনি সিনেমাহল। Sixty two inches টিভিতে ছবি দেখা। চারদিকে সাউন্ড বক্স দেওয়া। বসার সিটগুলিও সিনেমাহলের সিটের মতো। একসঙ্গে বিশজন মিলে সিনেমা দেখার ব্যবস্থা। ভয়ের ছবি দেখবে?

দেখব।

'সাইনিং' ছবিটা দেখেছ? স্ট্যানলি কুব্রিকের?

না।

চমৎকার ছবি। আমি একবার দেখেছি। আরেকবার দেখতে কোনো সমস্যা নাই।

আপনার বাবা কোথায় থাকেন?

উনি জাহাজে জাহাজে থাকেন। আর আমার মা বাবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছেন। আমি উনাকে ডাকতাম মজুচাচা। খুব মজা করতেন, এইজন্যে মজুচাচা। মা এখন মজুচাচার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াতে থাকেন। মায়ের একটা ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম মা আমাকে রাখতে বলেছিলেন। আমি রেখেছি। তার নাম দিয়েছি 'বন্ধু'। নামটা সুন্দর না?

লাইলি তাকিয়ে আছে। নীপা নামের মেয়েটা কত সহজেই না নিজের কথা বলে যাচ্ছে। সে কি কোনোদিন এভাবে কথা বলতে পারবে? বিশাল যারা বড়লোক তারা মনে হয় এভাবেই কথা বলে। আর যারা তার মামার মতো অভাবী মানুষ, তাদের কথাগুলিও হয় অভাবী।

শুভ্র সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে আছে। জায়গাটা অন্ধকার না। স্ট্রীট ল্যাম্পের আলো আছে। বসে থাকতে শুভ্রর খারাপ লাগছে না। কিছুক্ষণ আগে একপশলা বৃষ্টি হয়েছে। শুভ্রর শার্ট ভিজেছে। বাতাসে ভেজা শার্ট থেকে ঠাণ্ডা গায়ে লাগছে। গা কেঁপে উঠছে। তার কাছে মনে হচ্ছে সে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো এসি ঘরে বসে আছে। তার বাবার অনেকগুলি অফিসের একটা এরকম ঠাণ্ডা। চিকেন ফেদার কোম্পানির এমডি'র অফিস।

চিকেন ফেদার নামটাও শুভ্রর দেওয়া। এবং কাগজেকলমে শুভ্র সেই অফিসের এমডি। যদিও মাত্র দু'বার সেই অফিসে গিয়েছে।

শুভ্র হঠাৎ একটু নড়েচড়ে বসল। তার বেঞ্চের এক কোনায় অল্পবয়েসী একটা মেয়ে এসে বসেছে। বাচ্চা মেয়ে। পনেরো-ষোল বছরের বেশি বয়স হবে না। মেয়েটা এত রাতে পার্কে কী করছে কে জানে! তবে মেয়েটা বেশ সহজ-স্বাভাবিক। তার সঙ্গে লাল রঙের ভ্যানিটিব্যাগ। সে ব্যাগ খুলে একটা লিপস্টিক বের করল। আয়না বের করল। এখন সে আয়োজন করে ঠোঁটে লিপস্টিক দিচ্ছে। এত রাতে মেয়েটা সাজগোজ শুরু করেছে কেন কে জানে! শুভ্র আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এখন সে কপালে একটা লাল রঙের টিপ দিয়ে শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইজান দেখেন তো টিপটা মাঝখানে পড়ছে?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ।

মেয়েটা শুভ্রর দিকে পুরোপুরি ফিরে বলল, এই পরথম টিপ মাঝখানে পড়ছে। সবসময় আমার টিপ হয় ডাইনে বেশি যায়, নয় বাঁয়ে বেশি যায়। এর ফলাফল খুব খারাপ। ফলাফল কী জানেন?

না।

ফলাফল সতিনের সংসার।

শুভ্র বলল, এত রাতে তুমি এখানে কী করছ?

মেয়েটা অবাক হয়ে বলল, এত রাইতে এইখানে কী করি আপনে বুঝেন না?

শুভ্র বলল, না। তবে তোমার উচিত বাসায় চলে যাওয়া। ঢাকা শহরে অনেক দুষ্টলোক থাকে। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিতে পারি।

মেয়েটা বলল, আমার চড়নদার লাগে না। আপনে পার্কে আসছেন কী জন্যে? মেয়েমানুষের সন্ধানে আসেন নাই?

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, মেয়েমানুষের সন্ধানে কেন আসব? আমার মা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন। কাজেই আমি পার্কে বসে আছি।

মেয়েটি বলল, আমারও আপনার মতো অবস্থা। আমার বাবা-মাও আমারে বাইর কইরা দিছে। বলছে, রোজগার কইরা খা। আমি রোজগারে বাইর হইছি। এখন বুঝেছেন?

শুভ্র বলল, না। তোমার নাম কী?

ফুলকুমারী।

বাহ্, নামটা তো খুব সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবসার জন্যে এই নাম নিছি। আসল নাম মর্জিনা।

শুভ্র বলল, তোমার কিসের ব্যবসা?

মর্জিনা বলল, কিসের ব্যবসা আপনার না জানলেও চলবে। খাওয়াদাওয়া করেছেন?

দুপুরে খেয়েছি। রাতে কিছু খাইনি।

ক্ষিধা লাগছে?

হ্যাঁ। মানিব্যাগ রেখে এসেছি তো। ক্ষিধে লাগলেও কিছু খেতে পারব না।

চলেন আমার সাথে।

শুভ্র বলল, কোথায় যাব?

মর্জিনা বলল, আপনারে খানা খাওয়াব। খাবেন গরিবি খানা?

খাব।

বাপজান রান্ধে। সে ভালো বাবুর্চি। আগে রিকশা চালাইত। ঠ্যাং কাটা পড়ায় ঘরেই থাকে। আমার জন্যে রান্ধে। তার হাতের পাক খাসির মাংস যদি খান জীবনে ভুলবেন না। আপনার নাম কী?

শুভ্র।

দু'জন হাঁটছে। শুভ্র যাচ্ছে মেয়েটার পেছনে পেছনে। তার যে এতটা ক্ষিধে লেগেছে তা সে বুঝতে পারেনি।

মর্জিনা বলল, আপনার সাথে আমি ভাই পাতাইলাম। ঠিক আছে?

শুভ্র বলল, অবশ্যই ঠিক আছে। এবং আমার ধারণা তুমি খুবই ভালো একটা মেয়ে। অচেনা একজনকে ভাত খাওয়ানোর জন্যে নিয়ে যাচ্ছ।

অচেনা হবেন কী জন্যে? আপনার সাথে ভাই পাতাইলাম না? আমার কী ধারণা জানেন, বাসায় গিয়া দেখব বাপজান খাসি পাকাইছে। খাসি আর পোলাও।

এরকম ধারণা হলো কেন?

মর্জিনা বলল, আল্লাপাক মানুষ বুইঝা রিজিক বাটে। আপনেরে খাইতে নিতেছি— এইটাও আল্লপাকের ইশারা।

তুমি খুব আল্লাহভক্ত মেয়ে?

জি ভাইজান।

তোমার বাসা কোথায়?

প্রায় চইলা আসছি। আমরা পাইপের ভিতর থাকি। তিনটা পাইপ ভাড়া নিছি। একটাত বাপজান থাকে, একটাত আমি, আরেকটা থাকে খালি। তয় বিছানা পাতা আছে। শীতলপাটি আছে, কোলবালিশ আছে, হাতপাখা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র বলল, পাইপের বাসা ব্যাপারটা কী?

গেলেই দেখবেন। বড় বড় পাইপের ভিতর সংসার।

মর্জিনার বাবা ইয়াকুব সত্যি সত্যি খাসির মাংস এবং পোলাও রান্না করেছে। মর্জিনা শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইজান, আমার কথা সত্য হইছে?

শুভ্র বলল, হয়েছে।

মর্জিনা বলল, আরাম কইরা খান। খায়া পাইপের ভিতর ঘুম দেন। ঝুম বৃষ্টি নামব। দেহেন আসমানের অবস্থা।

খেতে খেতে শুভ্র ইয়াকুবকে বলল, আপনার রান্না অসাধারণ। খাসির মাংসের এই স্বাদ অনেকদিন আমার মুখে লেগে থাকবে। আপনি একটা রেস্টুরেন্ট দেন না কেন?

ইয়াকুব বলল, বাবা টাকা থাকলে রেস্টুরেন্ট দিতাম। মূল জিনিসই নাই। মূল ছাড়া বিদ্যা কাজে লাগে না। তবে বাবা, একসময় আমার টাকা ছিল। পদ্মার ধারে টিনের ঘর ছিল। দুইটা গাভি ছিল। নৌকা ছিল। ধানী জমি ছিল কুড়ি বিঘা। বসতবাড়িতে আমগাছ ছিল এগারোটা, কাঁঠাল গাছ দশটা, গাব গাছ তিনটা। জাম্বুরা গাছ নয়টা...

মর্জিনা বলল, বাপজান, গাছের হিসাব বন্ধ করো।

ইয়াকুব বলল, গাছের হিসাব দিতে ভালো লাগে। মনে হয় এখনো সব আছে।

শুভ্র বলল, আপনার ঘরবাড়ি কোথায় গেছে?

পদ্মায় ভাইঙা নিয়া গেছে। তবে এখন খবর পাইছি বিরাট চর জাগছে। যাদের ঘর ভাঙছে সরকার তারারে চরে জমি দিতেছে। ইচ্ছা করে একবার চেষ্টা নেই। আগের জমির দলিল সবই আমার কাছে আছে।

শুভ্র বলল, চেষ্টা নিতে সমস্যা কী?

মর্জিনা বলল, একটাই সমস্যা। আমরা গরিব। চরের দখল কোনোদিন গরিবে পায় না। এই আলোচনা বাদ। ভাইজান, পান খাইবেন?

শুভ্র বলল, পান আমি খাই না, কিন্তু আজ খাব।

হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। পান মুখে দিয়ে শুভ্র পাইপের বিছানায় ঘুমুতে গেল। মর্জিনা মাথার কাছে কুপি এবং ম্যাচ রেখে বলল, ভাই পাতাইলে ভাইরে কিছু দিতে হয়। ধরেন ভাইজান, বিশটা টাকা রাখেন।

শুভ্র বলল, থ্যাংক য়্যু।

সে আগ্রহ করে টাকাটা নিল।

পাইপের বিছানায় রাতে তার খুব ভালো ঘুম হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল এগারোটা। চিকেন ফেদার-এর হেড অফিসে হঠাৎ করেই তুমুল ব্যস্ততা। এমডি সাহেব এসেছেন। তাঁর ঘরের তালা খুলে দেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রিসিটি নেই বলে এসি চালু করা যাচ্ছে না। জরুরি ভিত্তিতে জেনারেটার দিয়ে এমডি সাহেবের এসি চালু করা হয়েছে।

চিকেন ফেদারের জেনারেল ম্যানেজার আহসান টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এমডি সাহেবের অনুমতি ছাড়াই তিনি বসবেন কি বসবেন না এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তাঁকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে।

শুভ্র বলল, বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

আহসান বসলেন।

শুভ্র বলল, মনে হয় আজ সন্ধ্যায় বাবার জাপান থেকে ফেরার কথা।

আহসান বিস্মিত হয়ে বললেন, উনি তো গতকাল ফিরেছেন! স্যার আপনি জানেন না?

শুভ্র বলল, আমি বাড়িতে ছিলাম না। আমার এক বোনের সঙ্গে ছিলাম। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ নেই। যাই হোক, আমার কিছু টাকা দরকার। কীভাবে পাব?

টাকার পরিমাণ কত স্যার?

দু'লাখ হলেই চলবে।

আহসান বললেন, একটা স্লিপ দিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন। কিংবা চেক কাটতে পারেন। আপনার ড্রয়ারে চেক বই আছে। চেক কাটলে একটু সময় লাগবে।

শুভ্র স্লিপ লিখে টাকা নিল।

আহসান বললেন, চা খাবেন স্যার?

শুভ্র বলল, চা খাব। চা দিতে বলুন। আমি দুটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। একটা যাবে আমার মা'র কাছে। আরেকটা যাবে একটা মেয়ের কাছে। তার ঠিকানা জানি না, তবে বাসা চিনি। আমার গাড়ির ড্রাইভার তার বাসা চেনে। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

আহসান বলল, অবশ্যই নিয়ে যাব। স্যার, আপনার বোনের বাসা কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বস্তিতে থাকে। ঠিক বস্তিও বলা যাবে না। পাইপের ভেতর সংসার। জায়গাটা কাঁটাবনের আশেপাশে। রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের গুদামঘরের বাউন্ডারির ভেতর।

আহসান বলল, স্যার, আমি খুবই কনফিউজড বোধ করছি।

শুভ্র বলল, কনফিউজড হবার কিছু নেই। অনেকেই এ ধরনের বাড়িতে থাকে। ফুটপাতে থাকার চেয়ে ভালো।

স্যার, আপনি কি বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলবেন? আমি লাইন করে দেব?

শুভ্র বলল, বাবার সঙ্গে এখন কথা বলব না। চা খেয়ে বিদায় হব।

কোথায় যাবেন?

কিছু বইপত্র কিনব।

স্যার, বইয়ের লিস্ট দিয়ে দিন, আমি কিনে নিয়ে আসছি।

আমি নিজে দেখেশুনে কিনব।

আহসান বিব্রত গলায় বলল, স্যার, আপনার বোনের নামটা কি জানতে পারি?

শুভ্র বলল, অবশ্যই পারেন। ওর আসল নাম মর্জিনা। তবে ওকে সবাই ফুলকুমারী নামে চেনে। ওর বাবার নাম ইসহাক। আগে রিকশা চালাতেন। ট্রাকের ধাক্কায় পা কাটা পড়েছে। এখন পাইপেই বেশির ভাগ সময় থাকেন। উনার রান্নার হাত খুবই ভালো।

আহসান হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে এক্ষুনি তার বড় সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। সেটাও করা সম্ভব হচ্ছে না। এমডি সাহেব সামনে বসে আছেন।

শুভ্র চা খেয়ে টাকা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আহসান বলল, স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে আসব?

শুভ্র বলল, না।

আপনি তো গাড়ি আনেন নি। অফিসের গাড়ি দিয়ে দেই?

শুভ্র বলল, না। রিকশায় করে ঘুরতে আমার চমৎকার লাগে।

শুভ্রর লেখা চিঠিটা রেহানা এই নিয়ে চারবার পড়লেন। পঞ্চমবার পড়তে যাচ্ছেন তখন মেরাজউদ্দিন বললেন, দেখি কী লিখেছে। রেহানা স্বামীর হাতে চিঠি দিয়ে চোখ মুছলেন। শুভ্র চলে যাবার পর থেকে একটু পর পর তাঁর চোখে পানি আসছে। শুভ্র লিখেছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা,

কাল রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্নটা বেশ মজার। আমি চশমা হারিয়ে ফেলেছি। আর তুমি বলছ, কান্না বন্ধ করো। একটা স্পেয়ার চশমা সবসময় তোমার ড্রয়ারে থাকে। তুমি কি ড্রয়ার খুলে দেখেছ?

আমি ড্রয়ার খুললাম। দেখি ড্রয়ারে শুধু আমার মানিব্যাগটা আছে। আমি মানিব্যাগ খুলে দেখি মানিব্যাগের ভেতর আমার চশমা।

স্বপ্নে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার হয় মা। মানিব্যাগের ভেতর টাকার বদলে চশমা পাওয়া যায়। তবে স্বপ্ন যত অদ্ভুতই হোক তার ব্যাখ্যা থাকে। চশমা ছাড়া আমি অচল, কাজেই যে-কোনো দুঃস্বপ্নে আমি চশমা দেখব এটাই স্বাভাবিক।

টাকাপয়সার হঠাৎ অভাবে ঝামেলায় পড়েছিলাম বলে মানিব্যাগ স্বপ্নে দেখেছি।

মা শোনো। আমি চিকেন ফেদার অফিসের ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা স্লিপ কেটে নিয়েছি। বাবা ঘটনাটা জানলে হয়তো মনে কষ্ট পাবেন। বাবা আমার আইডল। আমি কোনো অবস্থাতেই বাবাকে কষ্ট দিতে চাই না। মা, তুমি তোমার কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা অফিসে জমা দিয়ে দিয়ো।

আমি ভালো আছি। বেশ ভালো আছি। তুমি এবং বাবা তোমাদের দু'জনের ধারণা আমি তোমাদের প্রটেকশন ছাড়া অচল। ধারণা মিথ্যা।

মা শোনো। ঐদিন একটা অসহায় মেয়েকে তুমি সাহায্য করোনি। আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই আমি জেনে এসেছি, তুমি এবং বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। এর ব্যতিক্রম যখনই দেখি অস্থির লাগে।

মা, তুমি ভালো থেকো এবং আমার ওপর রাগ করো না। কেউ আমার ওপর রাগ করে থাকলে আমার কেমন জানি লাগে। নিজেকে তখন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে হয়।

ইতি

তোমার শুভ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরাজউদ্দিন বললেন, রেহানা, তুমি upset হয়ো না। সবকিছু কনট্রোলের ভেতর চলে আসবে। আমাদের হিসেবে সামান্য ভুল হয়েছে। ভুল হবেই। ভুল থেকে আমরা শিখব। আহসান কি এসেছে?

হ্যাঁ, ড্রয়িংরুমে বসে আছে।

ওকে ডাকো। ওর সামনে এমন কিছু করবে না যাতে অস্থিরতা প্রকাশ পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি অস্থির হলে সেই অস্থিরতা সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

রেহানা বললেন, আমরা কি যুদ্ধে নেমেছি?

প্রচুর বিত্ত মানেই যুদ্ধ। বিত্ত সামলানোর যুদ্ধ। বিত্ত বাড়ানোর যুদ্ধ।

মেরাজউদ্দিন এবং রেহানা খাবার টেবিলে বসে ছিলেন। আহসানকে ভীত এবং সংকুচিত ভঙ্গিতে তাদের সঙ্গে বসতে হলো। মেরাজউদ্দিন বললেন, আহসান, কেমন আছ?

আহসান বলল, স্যার ভালো আছি।

আজ আমার বাড়িতে কেক কাটার মতো একটা আনন্দময় ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়ে কি কিছু জানো?

জানি না স্যার।

শুভ্রর M.Sc. পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে। ও রেকর্ড নাম্বার পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথমে হয়েছে। সে যে KNS তা জানো?

জানি না স্যার। KNS কী?

কালিনারায়ণ স্কলার। যাই হোক, চিকেন ফেদার অফিসে এই উপলক্ষে তোমরা একটা কেক কাটবে।

অবশ্যই স্যার।

মেরাজউদ্দিন আহসানের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, এডোলোসেন্স পিরিয়ড ১৯ বছরেই শেষ হবার কথা। অনেকের হয় না। শুভ্রর হয়নি। হয়নি বলেই সে পাইপের ভেতর বাস করার অদ্ভুত কাণ্ড করছে। তার বিষয় হচ্ছে Physics, পাইপ না।

অবশ্যই স্যার।

সে কোথায় থাকে কী ব্যাপার খোঁজ নিয়েছ?

নিয়েছি স্যার। তারা কেউ এখন সেখানে নেই। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারছে না।

রেহানা বললেন, যে মেয়েটিকে সে বোন বলছে, মর্জিনা না কী যেন নাম, ওই মেয়েটি কে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহসান বিব্রত গলায় বলল, বলতে লজ্জা পাচ্ছি ম্যাডাম। মেয়েটা একটা প্রস্টিটিউট।

কী বললে?

ম্যাডাম, ভাসমান পতিতা।

রেহানা এবং মেরাজউদ্দিন দু'জনের কেউ বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। দু'জন অবাক হয়ে আহসানের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আহসান বলল, স্যার, আমাকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিন, আমি খোঁজ বের করে ফেলব। সব জায়গায় খবর চলে গেছে। থানাতে জানিয়েছি। থানাওয়ালারা কিছু করতে পারবে না। আমি দালাল লাগিয়েছি।

মেরাজউদ্দিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে রেহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ছেলে পুরো বিষয়টাকে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং করে তুলেছে। তাই না?

রেহানা কিছু বললেন না। আহসান বলল, ম্যাডাম, আমার ওপর আর কোনো নির্দেশ কি আছে?

রেহানা বললেন, তুমি বলেছ শুভ্র আরেকটি মেয়েকে চিঠি লিখে গেছে। ওই চিঠি কি পৌঁছানো হয়েছে?

না। চিঠিটা আমার সঙ্গেই আছে। আপনি কি পড়ে দেখবেন?

রেহানা বললেন, দেখব।

মেরাজউদ্দিন বললেন, অবশ্যই তুমি সেই চিঠি পড়বে না। প্রাইভেসি আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে হবে।

রেহানা বললেন, একটা সময় আসে যখন প্রয়োজনেই প্রাইভেসি ভাঙতে হয়। এখন সেই সময়। চিঠিটা আমি অবশ্যই পড়ব।

আহসান চিঠি এগিয়ে দিল।

যুথী,

আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন? সন্ধ্যাবেলা বাসায় চা খাবার দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমি আসিনি। কেন আসতে পারিনি সেই ব্যাখ্যাও করিনি।

এখন নিশ্চয়ই ব্যাখ্যাটা আপনি জানেন। আপনার বান্ধবী নীপা আপনাকে বলেছে। লাইলি কি ফিরেছে আপনাদের বাসায়?

No man is an island. আমরা কেউ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ না। আমরা খুবই ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণেই লাইলি আপনাদের কাছে ফিরেছে কি না জানার জন্যে আমি আগ্রহী।

আপনি কি গান শেখা শুরু করেছেন? আমি নিশ্চিত, একদিন গায়িকা হিসেবে আপনার খুব নাম হবে। পত্রিকায় ইন্টারভিউ, অটোগ্রাফ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন। সেইসব ইন্টারভিউতে আমার নাম চলে আসবে। আপনি বলবেন, আমার গানের সিঁড়ির প্রথম ধাপ শুভ্র নামের একজন প্রতিবন্ধী মানুষ করে দিয়েছিলেন। আমাদের সবারই প্রথম কয়েকটি সিঁড়ি অন্যদের কেটে দিতে হয়। বাবা-মা-বন্ধুরা কাটেন। আবার নিতান্ত অপরিচিতজনও কাটেন। যেমন, আপনার একটি সিঁড়ি হলেও আমি কেটেছি।

আমার খুব ইচ্ছা অসংখ্য মানুষের জন্যে আমি সিঁড়ি কাটব। তখন আপনি আর আমাকে গাধামানব বলবেন না। বলবেন সিঁড়ি-মানব।

ইতি
শুভ্র।

রেহান চিঠিটা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, তোমার ছেলে রাজমিস্ত্রি হয়েছে। সিঁড়ি বানাবার কারিগর। চিঠিটা পড়ো।

AMARBOI.COM

মেরাজউদ্দিন চিঠি পড়লেন। আহসানকে বললেন, মেয়েটিকে তুমি আমার এখানে নিয়ে আসবে। মেয়েটির সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। শুভ্র আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করলেও এই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

স্যার, আমি এখনই যাচ্ছি।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তোমাকে এখনই যেতে হবে না। তুমি আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় চেয়েছ। আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হোক। তারপর যাবে। আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর শুভ্রর সন্ধান পাওয়া মেয়েটির আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছ?

পারছি। স্যার, আমি কি উঠব?

হ্যাঁ।

আহসান চলে যাবার পর মেরাজউদ্দিন বললেন, রেহানা! চা খাব। চা দিতে বলো।

মেরাজউদ্দিনের অসময়ে চা খাওয়ার অর্থ তিনি কোনো আলোচনায় যাবেন। চা তাঁর পছন্দের পানীয় না। আলোচনার অনুষঙ্গ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মেরাজউদ্দিন বললেন, একটা বয়সে প্রতিটি যুবক কিছুদিনের জন্যে কার্ল মার্কস্ হয়ে যায়। নিপীড়িত অবহেলিত মানুষের জন্যে কিছু করতে হবে— এই ভূত মাথায় ভর করে। এটা হলো এক ধরনের ভাইরাস সংক্রমণ। ভাইরাসের কোনো ওষুধ নেই। এই অসুখের ওষুধ নেই। কিছুদিন পর আপনাআপনি ভাইরাস মারা যায়। রোগী সেরে ওঠে। তোমার ছেলের ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটবে।

রেহানা বললেন, আমার ছেলে অন্য দশটা ছেলের মতো না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, সব মায়ের ধারণা তার ছেলে অন্য দশজনের মতো না।

রেহানা বললেন, রবীন্দ্রনাথের মায়েরও নিশ্চয়ই এরকম ধারণা ছিল। রবীন্দ্রনাথ কি আলাদা না?

মেরাজউদ্দিন বললেন, তোমার ছেলে রবীন্দ্রনাথ না। আইনস্টাইনও না। সে পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়া একজন গর্দভ।

গর্দভ?

অবশ্যই। আমি চাই তার শিক্ষা সফর হোক। শিক্ষা সফর শেষে এই বাড়িতে সে ঢুকবে। তবে হেঁটে ঢুকবে না। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকবে।

এত রেগে গেছ কেন?

তোমার ছেলে একজন প্রস্টিটিউটের সঙ্গে বোন পাতাবে। পাইপে বাস করবে। আমি রাগ করব না? অফিস থেকে সে দু'লক্ষ টাকা নিয়েছে। এক অর্থে চুরি করেছে। সে শুধু যে গর্দভ তা-না, চোর গর্দভ।

রেহানা বললেন, ওই টাকা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মেরাজউদ্দিন বললেন, গুড। পাঠিয়ে দাও।

এখন যুথীদের বাড়ির পরিস্থিতি বর্ণনা করা যেতে পারে।

টুনুর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সে কোনোরকম যোগাযোগ করেনি।

লাইলি এখনো নীপাদের বাড়িতে আছে। যুথীদের কারও সঙ্গে তার এখনো দেখা হয়নি বা টেলিফোনে কথা হয়নি। নীপা কয়েকবার টেলিফোন করেছে। যুথী টেলিফোন ধরেনি। টেলিফোন ধরার মতো অবস্থা তার ছিল না। জ্বরে এই ক'দিন অচেতনের মতো ছিল।

আজ তার জ্বর নেই। সে শুকনা মুখে বসার ঘরে বসে আছে। তার সামনে গানের টিচার অশোক মিত্র বসে আছেন। তিনি তবলা নিয়ে এসেছেন। ঝালর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া ওয়ার দিয়ে তবলা এবং বাঁয়া দু'টাই ঢাকা। এই দুই বস্তু তাঁর অতি আদরের তা বোঝা যাচ্ছে।

অশোক মিত্র বললেন, আসুন শুরু করে দেই। হারমোনিয়াম কোথায়? কী হারমোনিয়াম, টিউনিং ঠিক আছে কি না দেখা দরকার।

যুথী বলল, কিছু মনে করবেন না, আমি গান শিখব না।

অশোক মিত্র বললেন, এটা কেমন কথা! আমার হিসাবের টিউশনি। আপনার জন্যে যে জায়গা রেখেছিলাম সেটা এখন কী করব? নতুন ছাত্র কই পাব?

যুথী বলল, আমার বিরাট বড় একটা আর্থিক সমস্যা হয়েছে। মাসে মাসে এক হাজার টাকা দেওয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভব না।

যখন সম্ভব হবে তখন দিবেন। আপাতত আসা-যাওয়ার রিকশা ভাড়া আর যৎসামান্য নাস্তা দিলেই হবে। বাসে করেই আসা-যাওয়া করতাম। তবলা নিয়ে তো বাসে ওঠা সম্ভব না। হারমোনিয়াম নিয়ে পাশে বসেন।

যুথী বলল, আমার গলায় কোনো সুর নেই।

অশোক মিত্র বললেন, সুর আমি দিব। তিন বছর আমার সঙ্গে শিখবেন। তারপর বিটিভিতে অডিশন। এখন বিটিভিতে গানের অডিশন যে নেয় সে আমার ছাত্র। নাম রকিব। অডিশনে যেন পাশ করিয়ে দেয় সেই দায়িত্ব আমার। ইদানীং শুনেছি সে অডিশনে পাশ করানোর জন্যে পার ক্যান্ডিডেট দশ হাজার করে টাকা নেয়। দেনদরবার করে সেটা হাফ করে দেব। আমি তার গুরু। গুরুর কথা সে ফেলতে পারবে না। কী হারমোনিয়াম কেনা হয়েছে একটু দেখি। খাতা লাগবে। খাতায় সরগম লিখে দিব। প্রথম দিন সারেগা এই তিনটা স্বর। এর বেশি না। আমার শিক্ষাপদ্ধতি ভিন্ন।

যুথী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হারমোনিয়াম আনতে গেল।

ছুটির দিন। আজহার ঘুমাচ্ছিলেন। হারমোনিয়ামের শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি বিছানায় উঠে বসে রাগী গলায় ডাকলেন, সালমা! সালমা!

সালমা ভীত মুখে উপস্থিত হলেন। আজহার বললেন, পেঁ পুঁ শব্দ কিসের?

সালমা বললেন, যুথীর গানের টিচার এসেছে।

আজহার বললেন, যুথীর গানের টিচার এসেছে মানে কী?

সে গান শিখবে বলে ঠিক করেছে।

আজহার বিস্মিত গলায় বললেন, সংসারের এই হাল। তার বড়ভাই নিখোঁজ। হারামজাদা গোপনে বিয়ে করেছে। সেই বৌ পড়ে আছে আরেক বাড়িতে। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে গান ধরেছে? নাচটা বাকি কেন? নাচ শিখুক। তারপর কোনো যাত্রাদলে ভর্তি হয়ে যাক। মেয়েকে ডাকো।

সালমা বললেন, এখন কিছু বোলো না। টিচার এসেছে, তার সামনে হৈচৈ করার দরকার নেই। টিচার চলে যাক, তারপর যা বলার বলবে।

আজহার বললেন, তোমাকে ডাকতে বলেছি তুমি ডাকো। সাপের বিষ প্রথম দিনেই ঝাড়তে হয়। বিষ ফেলে রাখা যায় না। তোমার মেয়ে সর্পিনী হয়েছে। আজ সে দেখবে আমি কত বড় ওঝা।

সালমা যুথীকে ডাকতে গেলেন। এই ফাঁকে তিনি তিনবার দরুদে শেফা পড়লেন। এই দরুদ শরীফ পরিস্থিতি শান্ত করার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। তিনি এই দরুদ পড়ে অনেকবার ফল পেয়েছেন।

আজহার বিড়ি ধরাতে ধরাতে মেয়ের দিকে না তাকিয়ে বললেন, তোর মা'র কাছে শুনলাম তুই গান ধরেছিস?

যুথী বলল, তুমি যেমন বিড়ি ধরেছ আমি গান ধরেছি।

নাচটা কখন ধরবি?

যুথী বলল, নাচের কথা এখনো মাথায় আসেনি। যদি আসে নাচ ধরব।

আজহার বললেন, নাচ-গান শেখার পর কী করবি? বাইজিবাড়ি খুলবি?

যুথী বলল, বাবা, এ ধরনের নোংরা কথা আমার সঙ্গে আর যদি কখনো বলো আমি একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করব।

কী করবি? তোর ভাইয়ের মতো বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাবি? তুই কি ভেবেছিস তোর কীর্তিকলাপ আমি জানি না? করিম আঙ্কেল নামের এক লোক মদ খাওয়ার জন্যে তোকে সাধাসাধি করে না? তোর বান্ধবীরা সুইমিংপুলে নেংটা হয়ে নামে নাই? আমার ধারণা তুইও নেমেছিস। লজ্জায় লিখিস নাই।

আমার ডায়েরি তাহলে তোমার কাছে?

হ্যাঁ, আমার কাছে। কী করবি? থানায় আমার নামে কেইস করবি? যা কেইস কর। কিছুদিন জেলে বাস করি। এই সংসারে বাস করার চেয়ে জেলে বাস করা ভালো।

যুথী বাবার সামনে থেকে শান্ত ভঙ্গিতে বের হয়ে তার গানের টিচারের কাছে গেল। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আগে পরীক্ষা করে দেখুন আমার গান হবে কি না। যদি হয় তাহলেই শিখব।

অশোক বাবু বললেন, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন, সা।

যুথী বলল, সা।

এখন বলুন, রেগা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেগা।

রেগাসা।

রেগাসা।

রেগা সাসারে।

রেগা সাসারে।

অশোক মিত্র বললেন, আপনার গান হবে এবং খুবই ভালো হবে। আপনার গলার স্বরে অস্বাভাবিক মিষ্টতা আছে। এই ধরনের কণ্ঠস্বরের একটা নাম আছে— কিন্নর স্বর। কিন্নর হলো দেবগায়ক। এখন আমার জন্যে একটু টিফিনের ব্যবস্থা করেন। ঘরে যদি ডিম থাকে একটা ডিম হাফবয়েল করে দিতে বলেন। আলাদা করে লবণ আর গোলমরিচ গুঁড়া। আর চিনি ছাড়া এককাপ দুধ-চা। আমার ডায়াবেটিস। ট্যাবলেট সঙ্গে আছে।

সন্ধ্যাবেলা যুথীর বড় চাচা হাজি মোবারক এক টিন মুড়ি, এক টিন চিড়া এবং কলার কাঁদি নিয়ে উপস্থিত। তাঁর কিছুদিন ধরে পেটে ব্যথা। কোনো চিকিৎসাতেই আরাম হচ্ছে না। তিনি ঢাকায় বড় ডাক্তার দেখাতে এসেছেন।

বাড়িতে পা দিয়েই তিনি সবাইকে কলা খাওয়ানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজহার বড়ভাইকে খুশি করার জন্যে পর পর চারটা কলা খেয়ে ফেললেন।

মোবারক বললেন, এই কলার নাম স্বর্ণচাঁপা কলা। এখনো ঠিকমতো পাকে নাই। পাকলে মধুর চেয়ে মিষ্ট হবে। তুই আরেকটা কলা খা।

আজহার পঞ্চম কলা খেলেন।

মোবারক বললেন, আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা। পেটে আলসার না কী যেন রোগ আছে, ওইটা হয়েছে। মফস্বলের চিকিৎসায় কিছু উনিশ-বিশ হয় না। ঢাকার চিকিৎসা লাগবে।

আজহার বড়ভাইকে নিয়ে সেদিনই ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার নানান টেস্ট করতে দিয়ে বললেন, আমার সন্দেহ স্টোমাক ক্যানসার। আমি সাজেস্ট করব হাসপাতালে বা ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে যেতে। হাসপাতালে থেকে টেস্ট করাতেও সুবিধা।

তৃতীয় দিনে ডাক্তার নিশ্চিতভাবে বললেন, ক্যানসার। তিনি আজহারকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে বললেন, ক্যানসারের শেষ পর্যায়। চিকিৎসায় ব্যথা কমবে, এর বেশি কিছু হবে না। ক্যানসার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। আপনারা এতদিন কোথায় ছিলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজহার বললেন, সুস্থ সবল মানুষ। হাঁটাচলা করছে। একা চলে এসেছে ঢাকায়। ঠিকমতো দেখেছেন?

ঠিকমতোই দেখেছি। অন্য কাউকে দেখাতে চাইলে দেখান।

আজহার ভাইকে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। মোবারক বললেন, গাধা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিস। চেহারা দেখেই বুঝা যায় কিছু জানে না।

আজহার বললেন, কাল আরো বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। আপনি ঠিকই বলছেন। গাধা ডাক্তার।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডাক্তার একই কথা বললেন।

মোবারক বললেন, ঢাকার সব ডাক্তারই তো মনে হয় গাধা। হয়েছে আলসার, বলে ক্যানসার। সব ডাক্তার আছে দু'টা টাকা বেশি কামানোর ধান্দায়। ক্যানসারের ভয় দেখিয়ে দু'টা টাকা বেশি কামানো। আমি বাড়িতে চলে যাব। চিকিৎসা নাই খামাখা টাকা নষ্ট।

তিনি ঘুমান টুনুর ঘরে। সারা রাত ব্যথায় চিৎকার করেন। বাসার অন্য কেউ তাঁর গোঙানির শব্দে ঘুমাতে পারে না। হঠাৎ তাঁর ব্যথা পুরোপুরি কমে যায়। তিনি উঠে বসে আনন্দিত গলায় ডাকেন, আজহার কই! আজহার!

আজহার ছুটে আসেন। মোবারক বললেন, ব্যথা একেবারেই নাই। আয় দুই চারটা সাংসারিক আলাপ করি। টুনুর কোনো সন্ধান কি পাওয়া গেল?

না।

আগে কখনো বাড়িঘর ছেড়ে গেছে?

আগেও গিয়েছে। পরীক্ষায় ফেল করলেই কিছুদিনের জন্যে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যায়। দ্বিতীয়বার ইন্টারমিডিয়েটে ফেল করার পর তিন মাস বাসায় আসে নাই।

এইবার ঘরে ফিরা মাত্র বিয়ে দিয়ে দিবি। আমার হাতে পাত্রী আছে। মেয়ে শ্যামলা, তবে মুখের কাটিং ভালো। যুথী আম্মার চেয়েও ভালো। মেয়ের বাবার টাকাপয়সা আছে। মেয়ের জন্যে খরচপাতি করবে। আমি আভাস দিয়ে রেখেছি। তুই রাজি থাকলে ফাইনাল কথা বলব।

আজহার বিরসমুখে বললেন, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। লোকমুখে শুনতে পাই হারামজাদা গোপনে বিয়ে করেছে।

মোবারক চিন্তিত গলায় বললেন, কী সর্বনাশ! কই আমি তো কিছু জানি না।

আপনাকে ইচ্ছা করে কিছু জানাই নাই। জানোর মতো বিষয় তো না।

টুনু কি ওই বউয়ের সঙ্গে আছে?

জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটাকে যে বিয়ে করেছে তার নাম কী?

জানি না।

লাইলিকে দেখে যে-কেউ বলবে নীপাদের বাড়িতেই সে বড় হয়েছে। এই বাড়ির বাইরে তার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রথম দু'দিন সে গেস্টরুমে ছিল, এখন সে নীপার সঙ্গে ঘুমায়।

নীপার বাবা আবদুর রহমান এর মধ্যে তিন দিনের জন্যে এসেছিলেন। নীপা লাইলিকে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

বাবা, অনেকের পালক ছেলে পালক মেয়ে থাকে। এ আমার পালক বান্ধবী। এর নাম লাইলি। তবে আমি সংক্ষেপে ডাকি 'লা'।

আবদুর রহমান হাসিমুখে বললেন, হ্যালো লা।

লাইলি কী বলবে বুঝতে পারল না। আবদুর রহমান বললেন, বিশাল বাড়িতে আমার মেয়ে একা থাকে। তার যে একটা সঙ্গী হয়েছে এতেই আমি খুশি। শুধু খুশি না, very happy.

আবদুর রহমান তিন দিনের জন্যে এসেছিলেন, এই তিন দিনের দু'দিন ঘুমিয়ে কাটালেন। তৃতীয় দিনে ঘণ্টা চারেকের জন্যে বাইরে গেলেন এবং খুবই অল্পবয়স্ক এক তরুণীকে নিয়ে ফিরলেন। সুইমিংপুলে পানি দেওয়া হলো। দুপুরবেলা তরুণীকে নিয়ে তিনি সুইমিংপুলে নামলেন। নীপা এবং লাইলিকে খবর পাঠালেন তারাও যেন আসে।

লাইলি নীপাকে বলল, ওই মেয়েটা কে?

নীপা বলল, জানি না। প্রথম দেখছি। বাবার কোনো বান্ধবী হবে। আগে কখনো দেখিনি। চলো সুইমিং করি।

লাইলি বলল, আমি না।

নীপা বলল, আমি না আবার কী! চলো তো। সুইমিং করার সময় বাবা প্রচুর বিয়ার খায়। মজার মজার কথা বলে। শুনলে মজা পাবে।

লাইলি বলল, না।

নীপা বলল, দু'বার না বলে ফেলেছ। তৃতীয়বার বললে কিন্তু চড় খাবে।

লাইলি পানিতে নেমেছে। তার গায়ে নীপার সুইমিং কস্টিউম। লজ্জায় সে নিজের দিকে তাকাতে পারছে না। অন্যদের দিকেও তাকাতে পারছে না। আবদুর রহমান বললেন, এই যে দুই বান্ধবী। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এই অতি রূপবতী মেয়েটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম অনিকা। সে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করে। অনিকা শুরু করো।

অনিকা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি শুরু করল। তবে ইংরেজি কিছু না, বাংলা। সে এত সুন্দর করে আবৃত্তি করল যে শুনে লাইলির চোখে পানি এসে গেল। এ বাড়িতে ওঠার পর সে টুনুর কথা ভুলেই গিয়েছিল। টুনুর কথা মনে পড়ল।

শুধু তোমার বাণী নয় গো
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাব যে
খুঁজে না পাই দিশা।
এ আধার যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
হৃদয় আমার চায় যে দিতে
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার
যা-কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো,
দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে, ভরব তারে
রাখব তারে সাথে
একলা পথে চলা আমার
করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

আজহার তাঁর বড়ভাইকে ক্যানসার হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। নানান ধরনের চিকিৎসা একসঙ্গে শুরু হয়েছে। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ (গ্যারান্টি দিয়ে ক্যানসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং হাঁপানীর চিকিৎসা করেন। তিনবার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) এস নন্দি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করছেন। চব্বিশ ঘণ্টায় সাগুদানা সাইজের একটা বড়ি খেতে হয়।

ভেষজ চিকিৎসা চলছে। ওলট কম্বল গাছের পাতা ভেজানো পানি সকালে একগ্লাস করে খাচ্ছেন।

স্বপ্নযোগে পাওয়া বিকট দুর্গন্ধের সিরাপ খালিপেটে এক চামচ করে খাওয়া হচ্ছে। যে মহিলা এই সিরাপ দিয়েছেন তিনি বলেছেন, এই ওষুধের কাছে ক্যানসার সর্দিজ্বরের মতো মামুলি। সমস্যা একটাই, এই ওষুধ খেলে অন্য ওষুধ বন্ধ রাখতে হবে। ওষুধ যদি কাজ না করে এই একটা কারণেই করবে না।

রোগী এখন কোনো খাবারই খেতে পারছেন না। তবে তাঁর নানাবিধ অদ্ভুত খাবার খেতে ইচ্ছা করছে। যেমন করলা দিয়ে টেংরা মাছের ঝোল। খইলসা মাছের টক সালুন। ওলকচুর ভর্তা। চিতল মাছের ডিমের ভুনা।

আজহার ভাইয়ের খাবারের জন্যে প্রচুর ছোটাছুটি করছেন। রাতে তিনি হাসপাতালেই থাকেন। মাদুর এবং মশার কয়েল সঙ্গে নিয়ে যান। বারান্দায় মশার কয়েল জ্বালিয়ে মাদুর পেতে শুয়ে থাকেন। রাতে তাঁর ঘুম একেবারেই হয় না। তিনি কয়েকবার ভাইয়ের বিছানার কাছে যান। হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকেন। চোখের সামনে মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয়ে তার শরীরে মাঝে মাঝে কাঁপুনি আসে। ভাইয়ের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও মাঝে মাঝে হয়। সবই সাংসারিক কথা।

আজহার, আমার দুই পুলার কারবার দেখছস? বাপ মৃত্যুশয্যায়, আর দুইভাই আছে সংসার নিয়া। এই সময় পুলাপানের মুখ দেখলেও শরীরে কিছু বল হয়। হয় না?

আজহার চুপ করে থাকেন। খবর দেওয়ার পরেও দুই ছেলের কেউ আসেনি। এই ঘটনা সত্য।

এরা কী জন্যে আসে না জানস? আসলেই চিকিৎসা খরচ দিতে হবে। এই ভয়ে আসে না। এমনিতে দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনো মিল নাই। একটা দিকে মিল। বাপের জন্যে কিছু করব না। তোর ভাগ্য ভালো, তোর পুলাপান এরকম হয় নাই। টুনু তো বাপভক্ত। তার কোনো খোঁজ আছে?

না।

নখপড়ার ব্যবস্থা কর। নখপড়ার মাধ্যমে সব জানা যাবে।

আজহার বললেন, কোনো প্রয়োজন নাই। বাকি জীবন এই ছেলের আমি মুখ দর্শন করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাড়িতে যদি আসে পাছায় লাথি দিয়ে রাস্তায় বের করে দিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা ঠিক না। নিজের সন্তানের দিকে মুহাব্বত না দেখালে আল্লাপাক নারাজ হন।

তিনি যে নিজের সন্তানদের প্রতি যথেষ্টই মুহাব্বত দেখিয়েছেন তা জানা গেল বুধবার রাতে। ওইদিন রাতে তিনি ইমাম সাহেবের কাছে তওবা করলেন এবং ভাইকে ডেকে বললেন, একটা অন্যায় করেছি, মাফ দিয়া দে।

আজহার বললেন, কী অন্যায় করেছেন?

তোর বিষয়সম্পত্তি জাল দলিল করে দুই ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে দিয়েছি। এখন মামলা মোকদ্দমা করে এই দুইজনরে তুই ঝামেলা করিস না। বড়ভাই হিসাবে তোর কাছে এইটা আমার আবদার। আমার গায়ে হাত দিয়া তুই কথা দে।

আজহার বললেন, হুঁ।

হুঁ কী? বল কথা দিলাম।

আজহার বললেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে আপনাকে যে জমি কেনার জন্যে দিয়েছিলাম সেই জমিরও কি এই অবস্থা?

হাজি মোবারক জবাব দিলেন না।

হাজি সাহেব যে মৃত্যুর প্রস্তুতি হিসেবে তওবা করলেন তা-না। রাত বারোটার পর থেকে শুরু হবে জিন চিকিৎসা। ইমাম সাহেবের পোষা জিন কোহকাফ নগর থেকে তাঁর জন্যে ওষুধ নিয়ে আসবে। যে রোগীর এই চিকিৎসা হবে তাকে নিষ্পাপ হতে হবে। তওবার মাধ্যমে নিষ্পাপ হবার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো।

রাত বারোটায় জিনের আনা দু'টা কিসমিস খেয়ে রোগী বললেন, শরীর এখন ভালো। জ্বালাযন্ত্রণা নাই বললেই হয়। নিঃশ্বাসের কষ্ট কমে গেছে।

রাত দু'টায় তিনি মারা গেলেন।

বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দুই ছেলে এসে উপস্থিত হলো। তারা খুবই হৈচৈ শুরু করল, কারণ বাবার ঠিকমতো চিকিৎসা হয় নাই। সেবাশুশ্রূষা হয় নাই। ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'দিন হলো আজহার অফিসে যাচ্ছেন না। শোবার ঘরে ঝিম ধরে বসে আছেন। একটার পর একটা বিড়ি টানছেন। বিড়ির ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দিচ্ছেন। তখন গলা থেকে পশুর মতো আওয়াজ বের হচ্ছে।

তাঁর কোনো বড় সমস্যা যাচ্ছে। সমস্যার প্রধান লক্ষণ, তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন না। কাগজ পড়া তাঁর নেশার মতো। প্রথম একবার চা খেতে খেতে কাগজ শেষ করবেন। তারপর কাগজ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যাবেন। দ্বিতীয় দফায় বাথরুমে কাগজ পাঠ হবে। সেই কাগজ অতি যত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখা হবে। অফিস থেকে ফেরার পর কাগজ আবার পাঠ করা হবে। এমন যার নেশা তিনি কাগজ পড়ছেন না। ঘরে বাজার নেই। তিনি বাজারে যাচ্ছেন না। গত দু'দিন ডাল, ভাত আর ডিমের তরকারি দিয়ে খাবার তৈরি হচ্ছে। এই বিষয়েও তাঁর কোনো বিকার দেখা যাচ্ছে না। খেতে ডাকলে যাচ্ছেন। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। ভালো-মন্দ কিছু বলছেন না। খাবার টেবিলে বসে লবণ বেশি হয়েছে বা কম হয়েছে এই বিষয়ে তিনি কিছু বলবেন না তা হয় না।

সকাল এগারোটা। আজ বাজারে না গেলেই না। ঘরে বলতে গেলে কিছুই নেই। সালমা ভয়ে ভয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন এবং ক্ষীণ গলায় বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ?

আজহার বললেন, না। খামাখা শরীর খারাপ হবে কী জন্যে? শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাহাই সয়।

সালমা বললেন, দু'দিন ধরে অফিসে যাচ্ছ না। ঘরে বসে আছ।

চিন্তা করছি। কাজ করতে করতে চিন্তা করা যায় না। চিন্তার জন্যে আলাদা সময় লাগে। অবসর লাগে।

কী নিয়ে চিন্তা করছ?

আজহার বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, টুনুর বিষয়ে চিন্তা করছি। হোক, ছাগল হোক, সে আমাদের বড় ছেলে। তার অপরাধ ক্ষমার চোখে ছাড়া উপায় নাই। কী বলো? ঠিক বললাম কি না বলো?

ঠিকই বলেছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজহার বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, তাকে আমি ক্ষমা করলাম। তবে কাজের বিনিময়ে খাদ্য। এখন সে গ্রামের বাড়িতে চলে যাবে। আমার জমিজমা যা আছে দেখাশোনা করবে। নিজে চাষ করবে, বরগা দিবে না। তুমি কী বলো?

সালমা কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। জমিজমা সব বেহাত হয়ে গেছে, এই খবর তিনি জানেন।

আজহার বললেন, বড় ভাইজানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জমি বুঝে নিতে হবে। সব কাজ টুনুকেই করতে হবে। তাকে ডাকো।

ও তো ফিরে নাই।

ফিরে নাই মানে? গেছে কোথায় হারামজাদা?

সালমা চিন্তিত গলায় বললেন, তুমি শুয়ে থাকো। তোমার মাথায় পানি ঢালি।

আজহার বললেন, আমার মাথায় পানি ঢালাঢালির কিছু নাই। আমার জ্বর নাই। পানি ঢালতে হবে টুনু হারামজাদাটার মাথায়। You understand?

সালমা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে যুথীর কাছে গেলেন। যুথী টিউশনির জন্যে বের হয়ে যাচ্ছিল। তাকে আটকালেন। মেয়ের কাছে ঘটনা বলতে গিয়ে ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগলেন। যুথী বলল, মরাকান্না শুরু করার মতো কিছু হয় নাই। নতুন কেউ মারা যায় নাই। নানান ঘটনায় বাবা তবদা মেরে গেছেন। এখনই ঠিক হয়ে যাবে। আমি বাবার সঙ্গে কথা বলছি। তুমি খুব ভালো করে বাবার জন্যে আর আমার জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে আসো।

AMARBOI.COM

আজহার মেয়েকে দেখে আনন্দিত গলায় বললেন, কেমন আছ মা?

যুথী বলল, ভালো।

অফিসে যাচ্ছ? কাজ মন দিয়ে করবে। বসের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। বসের নেকনজরে থাকার একটাই উপায়। সবসময় 'ইয়েস স্যার'। বস যদি বলে তেঁতুল টক তাহলে তেঁতুল টক। আর বস যদি বলে তেঁতুল চিনির মতো মিষ্টি তাহলে তেঁতুল চিনির মতো মিষ্টি। 'আর্গুমেন্ট উইথ বস। এল হসপস।'

যুথী বলল, বাবা, আমি অফিসে যাচ্ছি না। ওই চাকরিটা আমার হয় নাই। যে-কোনো কারণেই হোক তুমি ব্যাপারটা ভুলে গেছ। আমি টিউশনিতে যাচ্ছি। ঠিক করে বলো তো বাবা, তুমি কেমন আছ?

ভালো আছি।

রাতে ঘুম হয়েছে?

গতকাল রাতে ইচ্ছা করে ঘুমাই নাই। চিন্তা করেছি। সাধু-সন্ন্যাসীরা এই কাজই করেন। রাত জেগে চিন্তা করেন। তবে তাদের চিন্তা উচ্চশ্রেণীর চিন্তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আমার চিন্তা সাংসারিক চিন্তা। জমিজমা, মামলা-মোকদ্দমা, পুত্র-কন্যার বিবাহ। যাই হোক, টুনুর উপর থেকে আমি রাগটা সাময়িকভাবে উইথড্র করেছি। সে যে আমার এক কথায় গ্রামে গিয়ে জমিজমা দেখাশোনা শুরু করেছে এতে আমি খুশি। Very happy. তবে আমি চাই না সে তার বড়চাচার সঙ্গে কোনো ঝামেলা করুক। মুরুব্বি মানুষের সম্মান দিতে হবে।

যুথী বলল, শার্ট-প্যান্ট পরো তো বাবা।

কেন?

তোমাকে আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। ডাক্তার কড়া ঘুমের ওষুধ দিবে। তুমি তিন-চার দিন একনাগাড়ে ঘুমিয়ে সুস্থ হয়ে যাবে। এখন তোমার শরীর ভালো না।

জামাকাপড় তো মা পরতে পারব না। শরীর জ্বলে যাচ্ছে গরমে। এর উপর শার্ট গায়ে দেওয়া মানে চৈত্র মাসের দুপুরে কম্বল গায়ে দিয়ে রোদে শুয়ে থাকা।

সালমা ট্রেতে করে চা নিয়ে ঢুকলেন। যুথীকে বললেন, কে যেন এক ভদ্রলোক এসেছে। তোর সঙ্গে জরুরি কথা বলবে।

আজহার বললেন, সব কথাই জরুরি। তুমি যদি কুঁ করে একটা আওয়াজ দাও সেটাও জরুরি। এখন তুমি আমাকে একটা ভিজা গামছা এনে দাও। গামছা গায়ে দিয়ে বসে থাকব। গরমটা আর নিতে পারছি না। কথায় আছে—

'চৈত্র মাসের গরম
নষ্টা মাগির চেয়েও বেশরম।'

AMARBOI.COM

যুথী বলল, মা, তুমি বাবার সঙ্গে গল্প করো। তোমরা দু'জনে মিলে চা খাও। আমি দেখি কে এসেছে। আজ আর টিউশনিতে যাব না। সারা দিন ঘরেই থাকব। ডাক্তার আমিরুল ইসলাম সাহেবকে নিয়ে আসব। উনি যা বলেন তা-ই করব।

বসার ঘরে যিনি বসে আছেন, তাঁকে দেখে যুথী বড় ধরনের চমক খেল। টুনুকে বসে থাকতে দেখলেও সে এতটা চমকাতো না। চিকেন ফেদার কোম্পানির বড় সাহেব— আহসান।

আহসান আমতা আমতা করে বললেন, এটা আপনার বাড়ি? আপনি যে সেই যুথী সেটা বুঝতে পারিনি।

আমি সেই যুথী মানে?

আপনার জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছি। চিঠিতে যুথী নাম লেখা। এই অর্থেই বলেছি আপনি সেই যুথী। চিঠিটা পড়ুন।

যুথী বলল, রেখে যান, পরে একসময় পড়ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহসান বললেন, পরে না। এখনই পড়ুন।

যুথী বলল, আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে সেই চিঠি আমি এখন পড়ব না এক মাস পরে পড়ব সেটা তো আমি ঠিক করব। আমার কাছে এমন অনেক চিঠি আসে যেগুলি আমি পড়ি না। খুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেই।

আহসান বললেন, চিঠিটা আপনাকে দিয়েছেন শুভ্র স্যার।

যুথী বলল, প্রতিবন্ধী শুভ্রর চিঠি? এই চিঠি পড়া না-পড়া একই। আপনি চিঠি নিয়ে যান। নিজে দশবার পড়ুন। আমি কোনোরকম আগ্রহ বোধ করছি না।

আহসান বললেন, স্যারের মা আমাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন যেন আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। খুবই জরুরি। শুভ্র স্যার নিখোঁজ হয়েছে। ম্যাডামের মাথা খারাপের মতো অবস্থা।

যুথী বলল, আমারও মাথা খারাপের মতো অবস্থা। আমার নিজের ভাই নিখোঁজ। এটা বড় কথা না। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আমাকে তার কাছে ছুটে যেতে হবে এটা কেমন কথা? যিনি দেখা করতে চাইবেন, তিনি ছুটে আসবেন। আমার কথা শেষ। এখন বিদায়। বাসায় নানান ঝামেলা চলছে, আমি আর ঝামেলা বাড়াতে চাচ্ছি না।

আহসান বিনীত গলায় বললেন, প্লিজ চলুন। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। পাঁচটা মিনিট শুধু কথা বলবেন। গাড়ি আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

যুথী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, Get lost.

কী বললেন?

ইংরেজিতে বললাম, Get lost. সহজ বাংলায়— বহিষ্কার হও। সম্ভবত আপনি ভুলে গেছেন আপনি আপনার অফিস থেকে আমাকে বহিষ্কার করেছিলেন। কোনো কারণ দেখাননি। সেই তুলনায় আমি আপনার সঙ্গে অনেক ভালো ব্যবহার করেছি। আপনি যদি কানে ধরে বলেন, ক্ষমা চাই— তাহলে প্রতিবন্ধীর মা'র সঙ্গে কথা বলার বিষয়টা বিবেচনা করব। কানে ধরতে রাজি আছেন? রাজি হওয়ার কথা না। কাজেই বহিষ্কার। বহিষ্কার।

আহসান চোখমুখ লাল করে ঘর থেকে বের হলেন। দ্রুত বের হতে গিয়ে চৌকাঠে ধাক্কা লাগিয়ে কপাল ফুলিয়ে ফেললেন।

যুথী ডাক্তার আমিরুল ইসলামকে বাসায় নিয়ে এসেছে। আজহার ডাক্তারের সঙ্গে সহজ-স্বাভাবিকভাবেই কথা বললেন। লজ্জিত গলায় বললেন, গামছা পরে আছি ডাক্তার সাহেব, কিছু মনে করবেন না। লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। কয়েকদিন আগে ইলিশ মাছের পাতুরি খেয়েছিলাম, তারপর থেকে শরীর গরম। এই গরম আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামছেই না। ইলিশ মাছ অত্যন্ত ডেনজারাস ফিস। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মহাবীর আলেকজান্ডার ইলিশ মাছ খেয়ে মারা গেছেন? তাঁর মতো মহাবীরের কপালে যদি এই থাকে তাহলে আমার অবস্থা বুঝতেই পারেন। আমি হচ্ছি—

'বালস্য বাল
হরিদাস পাল।'

আমিরুল ইসলাম বলল, আপনি কত রাত ঠিকমতো ঘুমাতে পারছেন না?

বড়ভাইজানকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলাম। বারান্দায় শুয়ে থাকতে হতো। মশার কামড়। ইয়া বড় বড় Export quality মশা। তখন থেকে ঘুমের ডিসটার্ব শুরু হলো। এখন অবশ্য ভাইজান সুস্থ হয়ে গ্রামে ফিরে গেছেন। তিনি রাতে আরামে মশারির ভিতর ঘুমাচ্ছেন। আমি পড়েছি ফ্যাসাদে।

আমিরুল ইসলাম পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। কড়া কিছু ঘুমের ওষুধ লিখে দিল। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের নাম-ঠিকানা লিখে বলল, যুথী খালা, আমি যেসব ওষুধ দিয়েছি আমার ধারণা ব্রেইনের সাময়িক ডিসঅর্ডার এতেই দূর হবে। যদি দূর না হয় তাহলে সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

যুথী বলল, আপনার ভিজিট না নেওয়ার তিন মাস কি শেষ হয়েছে?

এখনো শেষ হয়নি।

এক কাপ চা বানিয়ে দিলে কি খাবেন? ভিজিট না দেওয়া গেলে রোগী এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনরা একধরনের অস্বস্তিতে ভোগে। আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারলে আমার অস্বস্তি সামান্য কমত।

যুথী খালা, চা খাব।

থ্যাংক ইউ। আপনাকে একটা অনুরোধ, রসিকতার রাবারের মতো ইলাসটিসিটি নেই। রসিকতা টানতে হয় না। প্রথমবার রসিকতা করে খালা ডেকেছেন ফুরিয়ে গেছে, আর না।

Ok.

বাবার পাগলামি সারবে তো?

অবশ্যই সারবে। ব্রেইনের রেস্ট দরকার। রেস্ট পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

যুথী বলল, খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার, এলাকায় আপনার ভালো পশার হয়েছে।

আমিরুল বলল, আশ্চর্য ব্যাপার হবে কেন?

যুথী বলল, আপনি ভিজিট নিচ্ছেন না, তারপরেও আপনার পশার— এটাই আশ্চর্য। যেসব ডাক্তার বেশি ভিজিট নেয় তাদের প্রতি রোগীদের আস্থা থাকে বেশি। রোগীরা মনে করে তিনি বড় ডাক্তার। অনেকটা আমের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমের মতো মানে?

যুথী বলল, একই আম আপনি দু'টা আলাদা ঝুড়িতে রাখবেন। একটা ঝুড়ির আমের কেজি বলবেন সত্তুর টাকা। আরেকটার কেজি বলবেন একশ' টাকা। ক্রেতারা একশ' টাকার কেজিটাই কিনবে। দরদাম করে কিছু কমানোর চেষ্টা করবে।

আমের বিষয়ে এত কিছু জানলেন কীভাবে?

যুথী বলল, আমার বড়ভাই কিছুদিন ফলের ব্যবসা করার চেষ্টা করেছে। তার কাছে শুনেছি। চা কেমন হয়েছে?

আমিরুল বলল, চা ভালো হয়নি। চায়ের সঙ্গে গল্পগুলি সুন্দর বলে চা-টা খারাপ লাগছে না। নীপা খালার কাছে শুনেছি আপনি অদ্ভুত অদ্ভুত হিউমার করেন। আশেপাশে যারা থাকে, হাসতে হাসতে তাদের পেটে ব্যথা হয়ে যায়।

আপনি চাচ্ছেন যেন আমি আপনার পেটে ব্যথা করে দেওয়ার মতো কিছু বলি?

জি।

একটা পিঁপড়া এবং হাতি পাশাপাশি যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের বামদিকে পড়ল এক পুকুর। সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়া কষে হাতির পায়ে একটা লাথি দিল।

হাতি বলল, ঘটনা কী?

পিঁপড়া বলল, ঘটনা কী তুই বুঝস না? আমার স্ত্রী পুকুরে স্নান করছে, তুই আড়চোখে তাকাচ্ছিস। তোর লজ্জা নাই?

আমিরুল বলল, গল্পে হাসির ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলাম না। গল্পে কোনো লজিক নেই।

যুথী বলল, গল্পে লজিক অবশ্যই আছে। আপনার রসিকতা বোঝার ক্ষমতা নেই। আপনি হচ্ছেন শুভ্রর মতো।

শুভ্রটা কে?

সে একজন শিক্ষিত মানসিক প্রতিবন্ধী। আমার ধারণা আপনিও মানসিক প্রতিবন্ধী। মানসিক প্রতিবন্ধীরা রসিকতা বুঝতে পারে না। আর যারা পাগল, তারা রসিকতা বেশি বুঝে। সবকিছুতেই তারা হা হা করে হাসে।

আমিরুল বলল, আমি আরেক কাপ চা খাব।

যুথী বলল, একটু আগে বললেন, চা-টা ভালো হয়নি।

আমিরুল বলল, চা ভালো হয়নি, কিন্তু গল্পগুলি ভালো হচ্ছে। গল্প শোনার জন্যে আরেক কাপ চা খাব। এটা আমার ভিজিট।

মেরাজউদ্দিন এবং রেহানা পাশাপাশি বসে আছেন। তাদের সামনে আহসান। মেরাজউদ্দিনের ভঙ্গি শান্ত। তাঁর হাতে পাইপ। পাইপের আগুন নিভে গেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরেও তিনি পাইপ হাতে রেখেছেন। মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরছেন। রেহানা পুরোপুরি বিধ্বস্ত। তিনি কোনোদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতেও পারছেন না। তাঁর চোখে জ্বালাপোড়া রোগ হয়েছে। চোখ সবসময় খড়খড় করছে। চোখের ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, অশ্রুগ্রন্থি থেকে ঠিকমতো অশ্রু বের হচ্ছে না বলে এই সমস্যা। চিকিৎসা হিসেবে অন্যের চোখের পানি ড্রপারে করে চোখে দিতে বলা হয়েছে। কৃত্রিম চোখের পানিও পাওয়া যায়, সেটা তেমন কাজ করে না। অনেককেই চোখের পানির কথা বলা হয়েছে। কেউ এখনো জোগাড় করে দিতে পারে নি। বাংলাদেশের মানুষ সারাক্ষণই না-কি কাঁদে। অথচ প্রয়োজনের সময় চোখের পানি নাই।

আহসানের সামনে চায়ের কাপে চা দেওয়া হয়েছে। কেক দেওয়া হয়েছে। সে চায়ের কাপে চুমুক দেয়নি। বিস্কিট স্পর্শ করেনি। তার মনের অবস্থা চা-বিস্কিট খাবার মতো না। তাকে মেরাজউদ্দিনের প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। খুব ভেবেচিন্তে জবাব দিতে হচ্ছে।

যুথী মেয়েটা তোমার সঙ্গে কঠিন এবং রূঢ় আচরণ করেছে। এবং তার শেষ কথা ছিল Get lost.

জি স্যার।

মেরাজউদ্দিন বললেন, শুভ্রকে সে প্রতিবন্ধী হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং তার চিঠি সে পড়েনি?

জি স্যার।

মেরাজউদ্দিন বললেন, এবং যুথী মেয়েটি বলেছে কেউ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় সে আমার কাছে আসবে। আমি কেন তার কাছে যাব?

জি স্যার।

এর বাইরে কিছু আছে?

এর বাইরে কিছু নাই স্যার।

মেরাজউদ্দিন বললেন, গাড়ির ড্রাইভার বলছিল তুমি গাড়িতে ফেরার সময় বিড়বিড় করছিলে— 'এত বড় সাহস। আমাকে কানে ধরতে বলে।' যুথী কি বলেছিল কানে ধরতে?

আহসান হকচকিয়ে গিয়ে বলল, জি স্যার।

এই কথাটা আমাকে বলোনি কেন?

বলতে লজ্জা লাগছিল স্যার।

মেরাজউদ্দিন বললেন, লজ্জা লাগারই কথা। তুমি এমন কী ভুল করেছ যে বাচ্চা একটা মেয়ে তোমাকে কানে ধরতে বলছে? করেছ কোনো অন্যায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি-না।

মেয়েটির সঙ্গে কি তোমার কোনো পূর্বপরিচয় ছিল? আগে কি কখনো তাকে দেখেছ?

জি-না।

চিঠি দিতে গিয়ে তার সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয়?

জি স্যার।

মেরাজউদ্দিন রেহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি এক কাপ চা খাব। চা-টা তুমি নিজে বানাবে।

এই কথার অর্থ রেহানাকে এখন উঠে যেতে হবে। রেহানা উঠে গেলেন। মেরাজউদ্দিন হাত থেকে পাইপ নামিয়ে আহসানের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, অনেকগুলি বড় বড় প্রতিষ্ঠান আমি চালাই। তার জন্যে তোমার মতো চৌকস অনেক অফিসার আমার আছে। তাদের কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে আমার ছোট্ট একটা টিম আছে। এদেরকে তুমি গুপ্তচর বলতে পার। গুপ্তচরদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার যেমন আছেন আবার অতি সামান্য পিয়ন যার কাজ চা বানানো তারাও আছে। এরা প্রতিমাসে একটা রিপোর্ট দেয়। রিপোর্টে দেখলাম যুথী মেয়েটাকে তুমি চাকরি দিয়েছিলে। সে যেদিন চাকরিতে জয়েন করতে এল, তুমি তাকে জয়েন করতে দাওনি। কারণ কী?

আহসান বলল, পুরো ব্যাপারটা স্যার আমি ঝোঁকের মাথায় করেছি।

ঝোঁকটা তৈরি হলো কেন বলো? অনেক অর্ধসত্য বলেছ, আর অর্ধসত্য বলবে না।

স্যার, আমার খুবই পরিচিত একজন মানুষ আছেন, তাঁকে আমরা বলি করিম আংকেল। অত্যন্ত আমুদে মানুষ। উনি একটা ছবি বানাচ্ছেন, ছবির নাম ‘গুহামানব’। ছবিতে বস্তির একটি অল্পশিক্ষিত মেয়ে হঠাৎ বড় একটা চাকরি পেয়ে যায়। একমাস পর তার জয়েন করার কথা। এই একমাসে সে অনেক কিছু করে। ভালো একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়। ভাইবোনদেরকে স্কুলে ভর্তি করে। চাকরিতে জয়েন করার দিন দেখে, তার চাকরি হয়নি। সে ফিরে যায় আগের জায়গায়। বাস্তবে ঘটনা কী ঘটে তিনি জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথামতো আমি যুথীকে দিয়ে experimentটা করি।

করিম আংকেল মনে হচ্ছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ।

জি স্যার।

তাঁকে আমার অফিসে আসতে বোলো। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

জি স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরাজউদ্দিন হাতে পাইপ নিতে নিতে বললেন, তুমি যে অন্যায়গুলি করেছ সেই অন্যায় আমি করলে আমি অবশ্যই মেয়েটির কথামতো কানে ধরতাম। যাই হোক, তোমার সঙ্গে কথা শেষ। তুমি এখন যেতে পারো। সাদেক বসে আছে, তাকে আমার কাছে পাঠাও।

মেরাজউদ্দিন সাহেবের কয়েকজন পার্সোনাল সেক্রেটারির ভেতর সাদেক একজন। সাদেকের সব কর্মকাণ্ডই ধোঁয়াটে। সে একমাত্র কর্মচারী যার বেতন মেরাজউদ্দিন নিজে দেন।

মেরাজউদ্দিন বললেন, শুভ্র'র কোনো খোঁজ বের করতে পেরেছ?

পারি নাই স্যার।

যুথীর বিষয়ে রিপোর্টটা তৈরি হয়েছে?

জি স্যার।

সাদেক টেবিলের ওপর একটা খাম রাখল। মেরাজউদ্দিন খাম হাতে নিতে নিতে বললেন, শুভ্র'র মা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে। তার মানসিক শান্তির জন্যে তাকে কিছু মিথ্যা কথা বলা দরকার। তুমি বলবে শুভ্র'র খোঁজ পাওয়া গেছে।

জি স্যার।

রেহানা চা নিয়ে ঢুকলেন। সাদেক বলল, আম্মা, ছোট স্যারের খোঁজ পাওয়া গেছে।

রেহানার হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেল। গরম চা ছিটকে তাঁর পায়েও পড়ল। তিনি গরমটা বুঝতেই পারলেন না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তাকে কোথায় পাওয়া গেছে বুঝিয়ে বলো।

সাদেক বলল, ময়মনসিংহে হালুয়াঘাটের কাছে। সোমেশ্বরী নদীতে একটা নৌকায় ছোট স্যার থাকেন।

রেহানা বললেন, ওই বদ মেয়েটাও কি শুভ্র'র সঙ্গে নৌকায় থাকে?

জি-না আম্মা। সে তার ফ্যামেলি নিয়ে আরেকটা নৌকায় থাকে। রান্নাবান্না ঐ নৌকাতেই হয়। তারা নৌকা কখনো এক জায়গায় রাখে না। তবে আমাদের চোখের আড়াল হবার কোনো উপায় নেই। আমাদের একটা ইঞ্জিন নৌকা সবসময় তাদের অনুসরণ করছে।

রেহানা বললেন, আমি এক্ষুনি হালুয়াঘাট রওনা হব।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তুমি অবশ্যই রওনা হবে না। শুভ্র এসে এ বাড়িতে ঢুকবে। তার টাকাটা শেষ হলেই সে এই কাজটা করবে। তার বিষয়ে তো সব জানলে, এখন আর অস্থির হবার কিছু নেই।

মেরাজউদ্দিন খাম নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। খামে যুথীর বিষয়ে যা লেখা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম : সায়মা হোসেন যুথী।

[যুথী নামে পরিচিত]

শিক্ষা : ম্যাথমেটিক্সে অনার্স পাশ করেছে। ফলাফল প্রথম শ্রেণী। M.Sc.-তে ভর্তির টাকা জমা দিলেও ক্লাস করেনি।

পেশা : চারটা টিউশনি করে। একটি মেয়ে, তিনটি ছেলে। (তাদের বাসার ঠিকানা আলাদা সংযুক্ত)

পরিবার : একটি মাত্র ভাই, নাম টুনু। বর্তমানে নিখোঁজ। আশঙ্কা করা হচ্ছে, র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে নিহত।

এই পর্যন্ত পড়েই তিনি সাদেককে আবারও ডাকলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, রিপোর্টে 'আশঙ্কা করা হচ্ছে', 'মনে হচ্ছে', 'ধারণা করা হচ্ছে' জাতীয় কোনো বাক্য থাকা আমার পছন্দ না। যা লেখা হবে নিশ্চিত হয়ে লেখা হবে। টুনু ছেলেটি র‍্যাবের হাতে নিহত— এই তথ্য কতটুকু সত্যি?

পুরোটাই সত্যি। ভুলে 'আশঙ্কা করা হচ্ছে' লিখেছি।

সে কি সন্ত্রাসীদের কেউ?

জি-না। অতি ভালো ছেলে। তবে ছোট-মজিদ তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা দু'জন একই স্কুলে পড়ত। দু'জন একই সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট ফেল করে। র‍্যাব তাকে দেখিয়েছে ছোট-মজিদের সহযোগী হিসেবে।

টুনুর পরিবারে কেউ বিষয়টা জানে না?

না। টুনুর ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্নও না। সে প্রায়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে।

তুমি তার ব্যাপারে আরও তথ্য সংগ্রহ কোরো।

জি স্যার।

আমার ধারণা ছেলেটি সন্ত্রাসীদের একজন। অতি ভালো কোনো ছেলে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী কারও সঙ্গে ঘুরবে না। ছেলেটি কি বিবাহিত?

জি।

তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। তার স্ত্রীই স্বামী সম্পর্কে আসল কথাটি বলতে পারবে। একটি চীনা প্রবচন আছে, "কোনো পুরুষমানুষের বিষয়ে যেসব তথ্য ঈশ্বর জানেন না, সেসব তথ্য তাদের স্ত্রীরা জানেন।"

আজ নীপার পোর্ট্রেট করা শুরু হবে। সে রাজি হয়েছে। সফিক রঙ-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে এসেছে। ছবিটি সে করবে তেলরঙে। এতে ভুল হলে ত্রুটি শোধরাবার সুযোগ থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সফিক বলল, বিষয়টা আমি যেভাবে দেখছি তা বলি। অলস দুপুর। ঠাণ্ডা মেঝেতে তুমি হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছ। তোমার কাছে এক গ্লাস পানি টলটল করছে। পানির গ্লাসের কাছে একটা গল্পের বই। এই বইটা কিছুক্ষণ আগে তুমি পড়ছিলে।

কী গল্পের বই?

ধরো শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'।

নীপা বলল, কোনো মেয়ে নেংটা হয়ে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' পড়ে না।

তাহলে টনি মরিসনের একটা বই থাকুক।

নীপা বলল, না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' বইটা থাকুক।

আচ্ছা থাকুক।

শেষ করতে কতদিন লাগবে?

সাতদিন লাগবে।

সাতদিন তোমার সামনে আমি নেংটো হয়ে শুয়ে থাকব?

হুঁ।

আমি একটা ভালো বুদ্ধি দেই?

দাও।

আমার ফিগারের সঙ্গে লাইলির ফিগারের মিল আছে। তুমি যখন মুখ আঁকবে তখন আমি থাকব। অন্যসময় লাইলি থাকবে।

সে কি রাজি হবে?

নীপা বলল, কেন রাজি হবে না? প্রথম সেশন লাইলিকে নিয়ে করো।

AMARBOI.COM

পোর্ট্রেটের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। ক্যানভাসে ড্রয়িং করা হচ্ছে। সফিক বলল, লাইলি, তোমাকে অনেকবার দেখেছি। তুমি যে এতটা সুন্দর আগে বুঝি নি।

লাইলি স্বাভাবিক গলায় বলল, খোসা ছাড়ানোর আগে দেখেননি, তাই বুঝেননি।

সফিক বলল, অস্বস্তি লাগছে না তো?

না। ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়লেই আমার জন্যে সুবিধা।

লাইলি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। খোলা জানালায় কিছু আলো এসে পড়েছে তার গায়ে এবং পানির গ্লাসে। পানির গ্লাস ঝলমল করছে। সফিক বলল, আমার এই ছবির টাইটেল হলো 'তৃষ্ণা'। নাম ঠিক আছে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীপা হাই তুলতে তুলতে বলল, ঠিক আছে।

সফিক বলল, লাইলির পায়ের পজিশন সামান্য চেঞ্চ করা দরকার।

নীপা বলল, চেঞ্জ করে দাও।

চেঞ্জ করলেই ঘুম ভেঙে যাবে। আমি চাই ঘুমিয়ে থাকুক। ঘুমন্ত অবস্থায় মূল ড্রয়িংটা শেষ করে ফেলি।

সফিক বলল, রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা কি তোমার কাছে আছে? 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা। তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে। আমি বৃষ্টি বিহীন বৈশাখী দিন...'

নীপা বলল, খুঁজে দেখি।

যুথীর গানের ক্লাস আজকের মতো শেষ। অশোক বাবু আগ্রহ নিয়ে নাশতা খাচ্ছেন। সুজির হালুয়া, পরোটা এবং সিদ্ধ ডিম। চা দেওয়া হয়েছে। পিরিচ দিয়ে চায়ের কাপ ঢাকা।

অশোক বাবু ডিম মুখে দিতে দিতে বললেন, যতটুকু উন্নতি আমি আশা করেছিলাম তারচেয়ে অনেক কম হয়েছে। হতাশাজনক পরিস্থিতি। সঙ্গীতে আপনার মন নাই।

যুথী বলল, কোনোকিছুতেই আমার মন নাই। খামাখা সপ্তাহে একদিন হারমোনিয়াম নিয়ে ভ্যা ভ্যা করি। আজই আমার শেষ ক্লাস। আর শিখব না।

এটা কেমন কথা!

যুথী বলল, আপনাকে বেতন টেতন কিছুই তো দিতে পারিনি। এক কাজ করুন, হারমোনিয়ামটা নিয়ে চলে যান।

অশোক বাবুর চোখ চকচক করে উঠল। তিনি চাপা গলায় বললেন, সত্যি নিয়ে যাব?

হ্যাঁ নিয়ে যাবেন। যে বস্তুর ব্যবহার নেই সেই বস্তু ঘরে রেখে লাভ কী?

এটা অবশ্য একটা যুক্তিসঙ্গত কথা।

যুথী বলল, হারমোনিয়াম থাকল আপনার কাছে। আবার যদি কখনো শিখতে ইচ্ছা করে আপনাকে খবর দেব।

অশোক বাবু নাশতা শেষ করে হারমোনিয়াম হাতে নিয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, রিকশাভাড়া দিন চলে যাই।

যুথী রিকশাভাড়া দিয়ে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। তার কাছে ঘুমের ওষুধ নেই। সে তার বাবার ওষুধের বাক্স থেকে ঘুমের ওষুধ নিতে পারে। তাকে নানান ধরনের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সময় পার করছেন। তাঁর শরীর কতটা সেরেছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অফিসে অনেক ছুটি পাওনা ছিল। দু'মাসের বেতনসহ ছুটি নিয়েছেন। তাঁর তিরিক্ষি মেজাজ এখন ঠাণ্ডা। সবার সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করছেন। সালমার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করছেন। তাকে নিয়ে নিয়মিত হিন্দি সিরিয়াল দেখছেন। ট্রাজিক অংশগুলিতে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলছেন।

তবে মাঝে মাঝে বড় সমস্যা হচ্ছে। যেমন, এক রাতে হিন্দি সিরিয়াল দেখতে দেখতে তিনি হঠাৎ জড়সড় হয়ে গেলেন। ক্ষীণস্বরে সালমাকে বললেন, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। আপনি কি টুনুর শাশুড়ি? কিছু মনে করবেন না, কিছুদিন হলো শরীর ভালো যাচ্ছে না। কিছুই মনে থাকছে না। ইলিশ মাছের পাতুড়ি খেয়ে এই সমস্যা হয়েছে। আপনি সম্ভবত জানেন না, মহাবীর আলেকজান্ডার ইলিশ মাছ খেয়ে মারা গিয়েছিলেন। বিরাট আফসোসের ব্যাপার।

যুথী ঘুমিয়ে পড়েছিল। সালমা এসে গা ঝাঁকিয়ে তাকে ডেকে তুলে বললেন, তাড়াতাড়ি বসার ঘরে যা। পুলিশ এসেছে।

কেন?

জানি না কেন? তুই গিয়ে কথা বল।

যুথী বসার ঘরে গেল। ডিবি পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর এসেছেন। বাসার বাইরে একদল পুলিশ। মোটর সাইকেলে করে র‍্যাবের দু'জন আছে। তারা মোটর সাইকেল থেকে নামেনি। দাঁড়িয়ে থাকা মোটর সাইকেলে অলস ভঙ্গিতে বসে আছে। দু'জনের চোখেই ঘন কালো কাচের সানগ্লাস।

ডিবি ইন্সপেক্টর বললেন, আমরা আপনাদের বাসাটা সার্চ করব।

যুথী বলল, কেন?

কারণ অবশ্যই আছে। পরে জানবেন। আগে সার্চ শেষ হোক।

বাড়ি সার্চ শুরু হলো। মুহূর্তের মধ্যে সব লণ্ডভণ্ড। প্রতিটি বালিশ ছেঁড়া হলো। তোষক কাটা হলো। একটা ট্রাঙ্কের চাবি পাওয়া যাচ্ছিল না। তালা ভাঙা হলো। একজন টিভির পেছনের ডালা খুলে ফেলল। বাথরুমের ওপরের ফলস সিলিং-এ একজন উঠে গেল। ধমাধম শব্দে সেখান থেকে জিনিসপত্র ফেলতে লাগল।

আজহার ভীষণ হৈচৈ শুরু করলেন, আপনারা কী ভেবেছেন? নিরীহ পাবলিকের ওপর অত্যাচার করবে আর পাবলিক আপনাদের ছেড়ে দেবে? আমি যদি আপনাদের চাকরি নট করার ব্যবস্থা না করেছি তাহলে আমার নাম আজহার আলি না। আমার কানেকশন বিরাট বড়। প্রধানমন্ত্রীর এক ফুপুর সঙ্গে বৈবাহিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূত্রে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সেই ফুফু প্রধানমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ। বিশ্বাস না করলে এখনই তাঁর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ডিবি ইন্সপেক্টর বললেন, যোগাযোগ করতে চাইলে করুন। আমাদের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই।

বাড়ি সার্চের ব্যাপারে একজনই আনন্দিত হলেন, তিনি সালমা। তাঁর দু'ভরি ওজনের একটা গলার হার হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা পাওয়া গেল। বিয়ের সময় তাঁর বড় মামা একটা মার্কার কলম দিয়েছিলেন। কলমটাও পাওয়া গেল।

ডিবি ইন্সপেক্টর যূথীকে বললেন, আপনাকে একটু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

যূথী বলল, কোথায় যাব?

আমাদের অফিসে। আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সমস্যাটা কী হয়েছে তা কি জানতে পারি?

অফিসে গেলেই জানবেন।

ডিবি ইন্সপেক্টরের সামনে যূথী বসে আছে। তাকে এক কাপ রং চা খেতে দেওয়া হয়েছে। ঘরে একটা মাত্র জানালা। জানালার পর্দা টানা বলে বাইরের আলো আসছে না। টেবিলের ওপর একটা টেবিল-ল্যাম্প। টেবিল-ল্যাম্পের আলো যূথীর মুখের ওপর ফেলা হয়েছে। চোখেমুখে কড়া আলোর কারণে যূথী ডিবি ইন্সপেক্টরের মুখ দেখতে পারছে না।

আপনার নাম?

সায়মা হোসেন। ডাকনাম যূথী।

বাবার নাম?

আজহার আলি।

বাবার নামের শেষে আলি, আপনার নামের শেষে হোসেন কেন?

বাবার ধারণা মহাবীর আলির নাম মেয়েদের নামের শেষে ব্যবহার করলে মেয়েরা বেয়াড়া হয়ে যায়।

ফোটনকে চেনেন?

না।

ফ্রুট ফোটন নামের কাউকে চেনেন?

না।

আপনার নাম কী?

একটু আগে নাম বলেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রশ্নের ধারা এরকম। প্রথম কিছুক্ষণ এমনসব প্রশ্ন করা হয় যার সত্যি উত্তর দিতে আপনি বাধ্য। কিছুক্ষণ সত্যি বলার পর সত্যি বলাটা অভ্যাসের মতো হয়ে যায়। তখন মূল প্রশ্ন করি, যাতে সত্যি উত্তর বের হয়। এখন বলুন আপনার নাম কী?

সায়মা হোসেন। ডাকনাম যুথী।

বাবার নাম কী?

আজহার আলি।

মায়ের নাম কী?

সালমা। সালমা বেগম।

ফ্রুট ফোটন আপনার কে হয়?

আমার কেউ হয় না। এই নামে আমি কাউকে চিনি না।

আপনার বড়ভাই ফলের ব্যবসা করতেন না?

কিছুদিন করেছেন। তার নাম টুনু। ফ্রুট ফোটন না।

আপনার কি কোনো ব্যাংক একাউন্ট আছে?

না। তবে ভাইয়া একবার করিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাংকে একাউন্ট খুলে টাকা জমা করার মতো অবস্থা আমাদের না।

আপনার সেই ব্যাংক একাউন্টের কাগজপত্র কার কাছে?

আমার কাছে না। ভাইয়ার কাছে।

আপনার নাম কী?

সায়মা হোসেন।

ডাকনাম?

যুথী।

বাবার নাম?

আজহার আলি।

বড়ভাইয়ের নাম?

টুনু।

আপনার ব্যাংক একাউন্টে কত টাকা আছে আপনি জানেন?

কোনো টাকা থাকার কথা না। দুই হাজার টাকা দিয়ে একাউন্ট খোলা হয়েছিল, তারপর আর টাকা জমা দেওয়া হয়নি।

আপনার ব্যাংক একাউন্টে এই মুহূর্তে আছে এক কোটি সতেরো লক্ষ তিনহাজার দুশ' টাকা।

যুথী চুপ করে রইল। তার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিবি ইন্সপেক্টর বললেন, এটা ছাড়াও বনানীতে তিন হাজার স্কয়ার ফিটের একটা অ্যাপার্টমেন্ট কেনা আছে আপনার নামে।

আমি এইসব কিছুই জানি না। জানলে যে কষ্টের ভেতর দিয়ে সংসার চলছে তার থেকে মুক্তি চাইতাম। ব্যাংকের টাকা খরচ করতাম।

এই টাকা আপনার ভাই কীভাবে সংগ্রহ করেছেন তা জানেন?

জানি না, তবে অনুমান করতে পারছি। এবং ভাইয়া কেন কিছুদিন পরপর উধাও হয়ে যেত তাও বুঝতে পারছি। ভাইয়া কি আপনাদের হাতে ধরা পড়েছে?

সে ক্রসফায়ারে মারা গেছে।

যুথী বলল, আমি কি কিছুক্ষণ কাঁদতে পারি? না-কি আপনাদের এখানে কাঁদাও নিষেধ?

কাঁদতে পারেন।

যুথী শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ চেপে ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি এতদিন জেনে এসেছি ভাইয়া এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু মানুষের একজন।

ডিবি ইন্সপেক্টর যুথীর মুখের ওপরের লাইটটা সরিয়ে দিলেন।

আপনি কি আপনার ভাই সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু তথ্য দেবেন?

যুথী চোখ মুছতে মুছতে বলল, এখন তথ্য দিয়ে কী হবে?

ডিবি ইন্সপেক্টর বললেন, তথ্য সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।

যুথী বলল, আমি তার সম্পর্কে যেসব তথ্য দেব তার কোনোটাই আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না।

তারপরেও শুনি।

ভাইয়া সুন্দর পেন্সিল স্কেচ করতে পারত। তাঁর আঁকা একটা পোর্ট্রেট আমাদের বসার ঘরে বাঁধানো আছে। এই তথ্য কি আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

না।

ভাইয়া একবার একটা গল্প লিখেছিল। গল্পটার নাম 'মাহিনের মৃত্যু'। গল্পটা একটা দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যপাতায় ছাপা হয়েছিল। আমার কাছে কপি আছে।

আর কিছু?

গল্পে সে নিজের নাম দেয়নি। ছদ্মনাম দিয়েছিল। ছদ্মনাম ছিল ভৃগু সেন। এই তথ্য নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সে নিজেকে আড়ালে রাখত। আমি এক কাপ আগুনগরম চা খেতে চাই। চা কি পাওয়া যাবে?

পাওয়া যাবে।

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। মাথাব্যথার দু'টা টেবলেট কি পেতে পারি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই। মাথা ধরার টেবলেট আনিয়ে দিচ্ছি। আপনি ওষুধ এবং চা খেয়ে বাসায় চলে যান। পুলিশের গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দেবে।

আজহার মেয়েকে দেখে বললেন, ঘটনা কী বল। পুলিশ তোকে ধরে নিয়ে গেল কেন? বাড়ি সার্চ করল কেন?

যুথী বলল, কে যেন পুলিশকে খবর দিয়েছে আমি বিভিন্ন জায়গায় ড্রাগ সাপ্লাই করি। ইয়াবা, গাঁজা, ফেনসি। এইজন্যেই ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছে।

আজহার বললেন, কে দিয়েছে এরকম একটা মিথ্যা খবর?

আমি কী করে জানব?

পুলিশকে জিজ্ঞেস করিস নাই?

না।

গাধি মেয়ে। তোর এটা জানা দরকার না? যা এক্ষুনি থানায় না? জেনে আয়। তারপর দেখ আমি কী করি।

কী করবে?

মানহানির মামলা। দশ লাখ টাকার মানহানির মামলা। ঘাড়ে গামছা দিয়ে টাকা আদায় করব। মগের মুল্লুক পেয়েছে? This is not মগ'স মুল্লুক।

যুথী বলল, বাবা, চিৎকার কোরো না।

আজহার বললেন, এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে, তারপরেও আমি চিৎকার করব না? মুখে চুষনি দিয়ে বসে থাকব? You don't know your father.

যূথী অনেক সময় নিয়ে অবেলায় গোসল করল। নতুন একটা শাড়ি পরল। এই শাড়ি টুনু তাকে দিয়ে বলেছিল, বিরাট কোনো আনন্দের ঘটনা ঘটলে এই শাড়িটা পরবি। আজ কি যুথির জীবনের খুব আনন্দের কোনো দিন? অবশ্যই না। তারপরেও এই শাড়িটা সে কেন পরল নিজেও জানে না। মানুষের অনেক কর্মকাণ্ডই যুক্তিছাড়া।

পুলিশ যুথীর ঘরও লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। ঘর গোছাতে হবে। ইচ্ছা করছে না। এই মুহূর্তে মন চাইছে ভাইয়ের লেখা 'মাহিনের মৃত্যু' গল্পটা পড়তে। গল্পটা খুঁজে বের করতে ইচ্ছা করছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈনিক ভোরের কাগজের সাহিত্যপাতায় প্রকাশিত টুনুর লেখা গল্প।

মূল উপন্যাসের সঙ্গে এই গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। যারা মূল উপন্যাসে থাকতে চান, তারা এই অধ্যায়টা বাদ দিতে পারেন।

মাহিনের মৃত্যু

ভৃগু সেন

রাত দশটা থেকে দশটা পাঁচ এই সময়ের মধ্যে মাহিনের মৃত্যু হবে। এই তথ্য সে জানত। তাকে সন্ধ্যা ছ'টায় মোবাইল ফোনে জানানো হয়েছে। টেলিফোন পাওয়ার পর তার সামান্য শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। সে হাঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল। মাহিনের স্ত্রী শেফালী বলল, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?

মাহিন মুখে কিছু বলল না, হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

শেফালী বলল, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে?

হুঁ।

বেশি?

না বেশি না।

কতবার বলেছি একজন ডাক্তার দেখাও। আমার কোনো কথা তুমি শোনো না। বুকে তেল মালিশ করে দিব?

না। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাব। খুব ঠাণ্ডা।

শেফালী বলল, ফ্রিজের মনে হয় গ্যাস চলে গেছে। ঠাণ্ডা হয় না। পাশের ফ্ল্যাট থেকে এনে দেই?

লাগবে না।

কেন লাগবে না! ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আসছি।

শেফালী পানির বোতল নিয়ে এসেছে। মাহিনের হাতে পানির গ্লাস। এমনিতেই পানি ঠাণ্ডা, তারপরেও গ্লাসে দু'টা বরফের টুকরা ভাসছে। মাহিন বরফের টুকরা দু'টার দিকে তাকিয়ে আছে।

শেফালী বলল, গ্লাস হাতে নিয়ে বসে আছ, চুমুক দিচ্ছ না কেন?

মাহিন পানির গ্লাসে চুমুক দিল। পানি তিতা লাগছে। মৃত্যুর আগে পানি তিতা লাগে— এই কথা সে শুনেছে। বাস্তবেও যে লাগে তা জানা ছিল না। পানি শুধু যে তিতা লাগছে তা-না, রসুন রসুন গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেফালী বলল, শ্বাসকষ্টটা কি কমেছে?

মাহিন বলল, হুঁ।

শেফালী বলল, ভিডিওর দোকান থেকে একটা ছবি এনেছি। দেখবে? অনেকদিন আমরা একসঙ্গে ছবি দেখি না।

মাহিন বলল, ছবি দেখব। কী ছবি?

গজনি। খুব না-কি ভালো ছবি।

হিন্দি?

হুঁ হিন্দি?

আমি তো হিন্দি বুঝি না।

শেফালী বলল, আমি বুঝিয়ে দেব।

মাহিন বলল, আচ্ছা। বাবু কখন আসবে?

শেফালী বলল, এগারোটার দিকে বড় ভাইজান বাবুকে নামিয়ে দিবেন। সে খুব মজা করছে। সবাইকে ছড়া শোনাচ্ছে।

বাবু ছড়া জানে না-কি?

শেফালী বলল, তুমি তো ঘরেই থাকো না। বাইরে বাইরে ঘোরো। বাবু কত কী যে শিখেছে! বানিয়ে বানিয়ে গানও গায়।

কী গান?

শেফালী তার আড়াই বছরের ছেলের গান ছেলের মতো করে গেয়ে শোনাল—

মামণি ভালো
বেশি ভালো
অনেক ভালো
বনেক ভালো।

মাহিন বলল, বনেক ভালোটা কী?

শেফালী বলল, বানিয়ে বানিয়ে বলছ। তোমার ছেলে যে বানিয়ে বানিয়ে কত কথা বলে। মনে হয় বড় হয়ে কবি হবে।

মাহিন হঠাৎ বলল, তোমাকে সুন্দর লাগছে।

শেফালী লজ্জা পেয়ে গেল। মাহিন এই ধরনের কথা কখনো বলে না। বাসাতেই থাকে না, কথা কখন বলবে!

মাহিন ঘড়ি দেখল। সাতটা বাজে। এখনো হাতে তিনঘণ্টা সময় আছে। এর মধ্যে ছবি দেখে ফেলা যায়। তার মাথায় পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা আসছে না। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বস' এমন জিনিস যে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসে থাকলে সেখান থেকেও ধরে নিয়ে আসবে। বসের সঙ্গে যে দু'নম্বরিটা সে করেছে তা কারোরই ধরতে পারার কথা না। বস ঠিকই ধরেছে এবং শাস্তির ব্যবস্থা করেছে।

শেফালী বলল, সব রেডি করেছি। এসো ছবি দেখি।

মাহিন বলল, কাছে আসো, তোমার সঙ্গে জরুরি আলাপ আছে।

শেফালী চিন্তিত মুখে এগিয়ে এল। মাহিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তোমার নামে একটা ব্যাংক একাউন্ট আছে। ব্র্যাক ব্যাংক। মিরপুর শাখা। একাউন্ট নাম্বার টেলিফোন বুকে লেখা আছে।

শেফালী অবাক হয়ে বলল, আমার নামে ব্যাংক একাউন্ট?

হ্যাঁ। সেখানে অনেক টাকা জমা আছে। আমার ভালোমন্দ কিছু হলে সেই টাকা ব্যবহার করবে।

তোমার ভালোমন্দ কিছু হবে কেন?

মানুষের ভালোমন্দ যে-কোনো সময় হয়। বিছানায় শুয়ে হার্টফেল করে মানুষ মরে যায় না? চলো ছবি দেখি।

ছবি চলছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছে শেফালী। স্বামীকে হিন্দি ডায়ালগ তার বুঝিয়ে দেওয়ার কথা। সে এতটাই মুগ্ধ যে স্বামীর দিকে তাকাচ্ছেও না। মাহিন তাকিয়ে আছে স্ত্রীর দিকে। তার স্ত্রী এত সুন্দর তা সে আগে কখনো লক্ষ করেনি। শেফালী হাসলে গালে টোল পড়ে তাও লক্ষ করেনি। তার ইচ্ছা করছে স্ত্রীর গা ঘেঁষে বসতে। কিন্তু কেন জানি লজ্জা লাগছে।

ছবি শেষ হবার পরপরই গেট থেকে দারোয়ান ইন্টারকমে জানাল— ইসকান্দর নামে একজন তার বন্ধু নিয়ে এসেছে। এদের ঢুকতে দিবে কি না?

মাহিন বলল, ঢুকতে দাও।

শেফালী বলল, কে এসেছে?

মাহিন বলল, তুমি শোবার ঘরে যাও।

শেফালী আবার বলল, কে এসেছে?

মাহিন বলল, কে এসেছে তোমার জানার দরকার নাই। তুমি তোমার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসো।

ইসকান্দর এবং তার সঙ্গী হামিদ বসার ঘরে ঢুকেছে। হামিদ সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মাহিনের পাশে এসে দাঁড়াল। ইসকান্দর বলল, খবর কিছু পেয়েছেন?

মাহিন বলল, কী খবর?

বস-কে তো শেষ করে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখন?

ইসকান্দর গলা নামিয়ে বলল, কখন সেটা জানি না। বস আমাকে বিকাল পাঁচটায় টেলিফোন করে বলল, অস্ত্র নিয়ে রাত ন'টায় তার কাছে যেতে। তিনি অপারেশনে পাঠাবেন। একজনকে শেষ করতে হবে। ন'টার সময় বসের কাছে গিয়ে দেখি— তিনি মরে পড়ে আছেন। কপালে গুলি, পেটে গুলি, বুকে গুলি।

মাহিন সিগারেট ধরাল। হামিদ বলল, ওস্তাদ এখন আপনিই আমাদের বস। কী করব বলেন।

মাহিন সিগারেটে টান দিতে দিতে বলল, আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাও। সাতদিন ঝিম ধরে থাকো।

ইসকান্দর বলল, বস তাহলে চলে যাই?

মাহিন বলল, যাও।

তারা চলে গেল। মাহিন শোবার ঘরে ঢুকে শেফালীকে বলল, ছবিটা আমি বুঝতে পারি নাই। তোমার বুঝিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। তুমি বুঝাও নাই। ছবিটা আবার ছাড়ো।

ছবি শুরু থেকে চলছে। মাহিন স্ত্রীর হাত ধরে বসে আছে। মাথার ওপর ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে। শেফালীর চুল এসে মাহিনের চোখে-মুখে লাগছে। কী মিষ্টি গন্ধ সেই চুলে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুন্সিগঞ্জের দক্ষিণে পদ্মায় যে বিশাল চর জেগেছে, শুভ্র আছে সেখানে। সে খাটো করে লুঙ্গি পরেছে। গায়ে কুচকুচে কালো রঙের গেঞ্জি। পায়ে রাবারের লাল জুতা। সে নৌকায় বসা, হাতে ছিপ। নৌকা খুঁটি দিয়ে আটকানো। জোয়ারে পানি বাড়ছে। নৌকা দুলছে। শুভ্রর দৃষ্টি ফাতনার দিকে। তিনটা ছিপ সে ফেলেছে। একটা হাতে নিয়ে আছে। মাছ বড়শি ঠোকরাচ্ছে, কিন্তু গিলছে না। মাছ মারার বিষয়টা সে এখনো রপ্ত করতে পারেনি। এখন পর্যন্ত সে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে পারেনি। তার ধারণা আজ একটা অঘটন ঘটবে।

চরে শুভ্রকে সবাই চেনে 'ধলা মিয়া' নামে। গায়ের রঙের জন্যে তার নাম ধলা। তবে রোদে পুড়ে তার গায়ের রঙ ঝলসে গেছে। শরীরের পেলবতার কিছুই অবশিষ্ট নেই। চরের অন্য মানুষদের থেকে তাকে আলাদা করা কঠিন। গত পরশু মাথার উকুনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে মাথা কামিয়েছে। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। গতকাল থেকে তাকে ডাকা হচ্ছে 'মাথা ছিলা ধলা মিয়া'। চরাঞ্চলে মানুষের নাম এবং পরিচয় দ্রুত বদলায়।

হঠাৎ শুভ্রর নৌকা দুলে উঠল। ছাতি মাথায় অচেনা একজন নৌকায় উঠে এসেছে। তার থুতনিতে সামান্য দাড়ি। মাথায় কিস্তি টুপি। তার গা থেকে সস্তা আতরের গন্ধ আসছে।

আপনি ধলা মিয়া না?

শুভ্র বলল, জি, আমি মাথা ছিলা ধলা মিয়া।

কী করেন?

মাছ ধরার চেষ্টা করছি।

আপনি কি আমারে চিনেন?

শুভ্র বলল, না। চিনি না।

চরের সবাই আমারে চিনে, আপনি চিনেন না, এইটা কেমন কথা! আমার নাম হারুন, এখন চিনেছেন?

হ্যাঁ, এখন চিনেছি। আমি আপনাকে অত্যন্ত বলশালী কেউ ভেবেছিলাম। আপনি রোগাপাতলা মানুষ ভাবিনি।

হারুন বলল, আপনার মুখের ভাষা ঢাকা শহরের মতো। আপনি কি ঢাকার লোক?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, আমি ঢাকার।

ঢাকার লোক চরে কেন?

বোনের সঙ্গে এসেছি।

মর্জিনা আপনার বোন?

জি।

বোনের সঙ্গে আসছেন কী কারণে?

শুভ্র বলল, ভাই বোনের কাছে আসবে না?

হারুন বলল, আসছেন ভালো কথা। কিছুদিন চরের বাতাস খেয়েছেন, এইটাও ভালো। চরের বাতাসে ভাইটামিন আছে। শরীরে ভাইটামিন পড়েছে, এখন বোন নিয়া বিদায় হয়ে যান।

শুভ্র বলল, বিদায় হব কেন? পদ্মায় যাদের জমি চলে গেছে তারাই চরে জমি পেয়েছে। কাগজপত্র দেখিয়ে আমরা দখল নিয়েছি। সরকারি লোক দখল দিয়েছে।

হারুন গলায় ঝুলানো পেতলের খিলাল দিয়ে দাঁত খিলাল করতে করতে বলল, চরে কোনো সরকার নাই। চরে আমরাই সরকার। আমি হুকুম দিলাম, তিন দিনের মধ্যে চর ছাড়বেন। যদি না ছাড়েন কী হবে শুনতে চান?

শুভ্র বলল, শুনতে চাই না, তবে বলতে চাইলে বলতে পারেন।

হারুন বলল, আপনার লাশ পানিতে ভাসবে।

শুভ্রর ছিপের একটা ফাতনা ডুবে গেছে। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে সে ছিপ টানল এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখল, মধ্যম আকৃতির একটা বোয়াল মাছ বরশিতে বিঁধেছে। মাছটা তার প্রাণশক্তিতে ছটফট করেই যাচ্ছে। সূর্যের আলোতে সে ঝলমল করছে। শুভ্র প্রাণপণে চেঁচাল, মাছ ধরে ফেলেছি! মাছ ধরে ফেলেছি!

হারুন বলল, মাছ ভালোই ধরেছেন। এই বোয়ালের নাম কালিবোয়াল, এর স্বাদ অদ্ভুত।

শুভ্র বলল, এই বোয়ালটা আপনি নিয়ে যান।

হারুন বলল, আমি নিয়া যাব? দুই পয়সার বোয়াল দিয়া আমারে খুশি করা যাবে না। আপনারে তিন দিন সময় দিয়েছি, বোয়ালমাছের কারণে এক মিনিট সময় বেশি পাবেন। তিন দিন এক মিনিট। এর মধ্যে আসসালামু আলায়কুম বলবেন।

শুভ্র বলল, এক মিনিট সময় বেশি পাবার জন্যে মাছটা আপনাকে দিতে চাচ্ছি তা না। আমি মাছ ধরে যতটা আনন্দ পেয়েছি, আপনি আমার মাছ ধরা দেখে ততটাই আনন্দ পেয়েছেন। আপনার চোখ ঝলমল করে উঠেছিল, এইজন্যেই দিচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন বলল, আপনি বিরাট চালাক লোক, তবে চালাকিতে কাজ হবে না।

হারুন সিগারেট ধরাল।

শুভ্র বলল, আপনার কথা কি আরও বাকি আছে?

হারুন বলল, কথা যা বলার বলে ফেলেছি। এখন আপনার মাছ ধরা দেখি। হারুনের কথা শেষ হবার আগেই শুভ্রর ছিপে একটা রুই মাছ ধরা পড়ল।

হারুন বলল, ধলা মিয়া! আপনি ভাগ্যবান মানুষ। এই বড়শিতে এত বড় রুই মাছ ধরা পড়ে না। সিগারেট খাবেন?

সিগারেট খাই না।

হারুন বলল, আপনি একটা বোয়াল মাছ দিলেন, আমি নিলাম। আমি সিগারেট দিলাম, আপনি নিবেন।

শুভ্র বলল, বোয়াল মাছ আপনি খান। সিগারেট আমি খাই না। কাজেই নিব না।

হারুন বোয়াল মাছ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, সময় তিন দিন এক মিনিট। মনে থাকে যেন।

শুভ্র জবাব দিল না। সে একদৃষ্টিতে ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মন বলছে আরেকটা মাছ ধরা পড়বে। মাছের সংখ্যা হবে তিন। তিন একটি প্রাইম সংখ্যা। পিথাগোরাসের মতে, অতি রহস্যময় সংখ্যা। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের প্রতীক। পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্যের প্রতীক। তিন হচ্ছে আমি, তুমি, সে। পিতা, মাতা ও সন্তান।

AMARBOI.COM

চরের লোকজন সবাই শুভ্রকে চিনে আধাপাগল মানুষ হিসাবে। আধাপাগলরা পথের ফকির হয়, ধলা মিয়া পথের ফকির না। সে অনেককেই ঘর বাঁধার বাঁশ কিনে দিয়েছে। চরে দু'টা টিউবওয়েল বসিয়েছে। একটা স্কুলঘর তৈরি হচ্ছে। স্কুলঘরে চরের ছেলেমেয়েরা যাবে। পড়াশোনা করবে। তাদের জন্যে একজন শিক্ষকও জোগাড় হয়েছে। বাবু নলিনী বসাক। তিনি আগে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। নদীভাঙনের শিকার হয়ে ঢাকা শহরে বাচ্চাদের খেলনা এবং বেলুন বিক্রি করতেন। চরাঞ্চলে সবারই মূল নামের বাইরে আরেকটা নাম থাকে। বসাক স্যারের সেই নাম হচ্ছে 'পাইখানা স্যার'। কোনো একটি বিচিত্র কারণে তিনি স্যানিটারি পায়খানা নিয়ে বিশেষভাবে উত্তেজিত। রিং এবং স্লাভ বসিয়ে কীভাবে স্যানিটারি পায়খানা তৈরি করতে হয় তা তিনি জানেন। এবং সবাইকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া পবিত্র দায়িত্ব মনে করেন। এইখানেই 'পাইখানা স্যার' নামকরণের সার্থকতা।

চরের সবচেয়ে দুর্বল, অশক্ত এবং রুগ্ন মানুষটার নাম 'কল্লাকাটা'। সে কথায় কথায় বলে, কোন বান্দিরপুত চর থাইকা আমারে সরাইব? কল্লা কাইটা ফেলুম। কল্লাকাটার কাছে শুভ্র দেবতাদের একজন। শুভ্র সম্পর্কে সামান্য বিরূপ কোনো কথা বললে সে চেঁচিয়ে বলে, ধলা মিয়া বিষয়ে একটা অন্ধমন্দ কথা কেউ বলছ কি কল্লা কাইটা ফেলুম।

চরে চার-পাঁচটা দোকান চালু হয়েছে। একটা চায়ের স্টল বসেছে এবং তারা ভালো ব্যবসা করছে।

শুভ্র ঠেকে ঠেকে শিখছে। তার প্রধান শিক্ষা, কেউ কোনো স্বার্থ ছাড়া কিছু করতে চায়— এই বিশ্বাস চরের মানুষদের নেই। শুভ্রর স্বার্থ কী তারা বুঝতে পারছে না বলেই শুভ্রর বিষয়ে তাদের সন্দেহ দূর হচ্ছে না, বরং বাড়ছে।

তিনটা মাছ ধরার কথা। শেষ মুহূর্তে তিন নম্বর মাছ ধরা পড়ল। ফলি মাছ। মাছ ছোট, কিন্তু তার প্রাণশক্তি দেখার মতো। শুভ্র মুগ্ধ হয়ে মাছের ঝাঁপাঝাঁপি দেখে বড়শি খুলে মাছটা ছেড়ে দিল।

মর্জিনা নৌকায় উঠতে উঠতে বলল, ভাইজানের বিষয় কী? বর্শেল হইছেন কবে? শেষপর্যন্ত মাছ ধরছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

www.amarboi.com

শুভ্র বলল, মাছ মারার বিষয়টা খুবই এনজয় করছি। চিন্তা করার সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো ছিপ ফেলে বসে থাকা। দুই ধরনের ছিপ ফেলতে হবে, মাছের ছিপ এবং চিন্তার ছিপ। মাছের ছিপে মাছ ধরা পড়বে। চিন্তার ছিপে চিন্তা।

মর্জিনা বলল, আপনার পাগলা কথা কিছুই বুঝি না। আইজ চিন্তা কইরা কী পাইছেন?

শুভ্র বলল, আজ চিন্তা করে পেয়েছি চরে কারও আলাদা করে কিছু থাকবে না। এখানে সবকিছুই সবার। অনেকগুলি নৌকা থাকবে। নৌকায় মাছ ধরা হবে। নৌকাও সবার, মাছের মালিকানাও সবার। ফসল যা হবে সেখানেও সবার সমান ভাগ। কমিউনিস্টটাইপ চিন্তা।

মর্জিনা বলল, পাগলা চিন্তা বাদ দেন। আপন দুই ভাই একত্রে থাকতে পারে না। সবে মিল্যা একত্রে থাকবে! নদীতে একটা ডুব দিয়া মাথা ঠাণ্ডা কইরা আসেন। মাছ নিয়া যাইতেছি, নিজের হাতে মাছ রানব। দেখি আমার ভাইজানের মাছের সোয়াদ কেমন। নদীর ভিতরে বেশিদূর যাইয়েন না। সাঁতার জানেন না কিছু না। ডুইব্যা মরবেন।

শুভ্র বলল, সাঁতার শিখে ফেলব মর্জিনা। অনেকখানি শিখেছি। মাথা ডুবিয়ে দুই মিনিট ডুবে থাকতে পারি। মাথা তুললেই পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র নদীতে নেমে গেল। তার মনে হলো, স্রোতে গা ভাসানের আনন্দের কাছে সব আনন্দই তুচ্ছ। মাথার ওপরে গনগনে রোদ। নদীর পানি হিমশীতল। নদীতে নেমে শুভ্রর মাথায় আরেকটা চিন্তা চলে এল। তার কাছে মনে হলো নদীগুলি হচ্ছে আর্টারি আর সমুদ্র হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড সচল রাখার জন্যেই নদী।

চরের চায়ের দোকানের চাওয়ালার নাম হেকমত। অতি ধুরন্ধর মানুষ। সে একই সঙ্গে হারুনের ঘনিষ্ঠজন এবং ধলা মিয়ার ঘনিষ্ঠজন। চরের বেশ কিছু জমি এখন তার দখলে। সে জমি চাষাবাদ শুরু করেছে। চিনা বাদাম এবং বাঙ্গির বীজ পুঁতেছে। চরের মাটিতে এই দুই জিনিস ভালো হয়। হেকমতের বয়স চল্লিশের ওপর। এখনো বিয়ে করেনি। সে ঠিক করেছে, জমির দখলের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হলেই বিয়ে করে ফেলবে। চরের জমি হলো বাজারের মেয়েমানুষ। ঘনঘন দখল বদলায়। হেকমত ঠিক করেছে গুছিয়ে বসলে চরের কোনো মেয়েকেই বিয়ে করবে। এরা যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারে। বেশ কয়েকটি মেয়ের দিকে তার লক্ষ আছে। এদের মধ্যে মর্জিনাকে তার বিশেষ পছন্দ। মর্জিনার বয়স অল্প, রূপবতী। সে তার বাড়িঘরও সুন্দর করে গুছিয়েছে। মর্জিনার বাপের যে বয়স এবং শরীরের যে অবস্থা তাতে মনে হয় না বেশিদিন টিকবে। তখন মর্জিনার বিষয়ও চলে আসবে তার হাতে। একটাই সমস্যা— ধলা মিয়া। ধলা মিয়ার সঙ্গে মর্জিনার ভাইবোন সম্পর্ক, এটা হেকমত বিশ্বাস করে না। মায়ের পেটের ভাইবোন হলো ভাইবোন। বাকি সব ভাইবোন 'সেক্সের' সুবিধা নেওয়ার ভাইবোন। হেকমত ঘাস কাটা গরু না। সে সব বুঝে। ধলা মিয়াকে চরছাড়া করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পরপুরুষের সঙ্গে বোন সেজে সম্পর্ক যে মেয়ের, তাকে বিবাহ করা কঠিন। তবে এই বিয়েটা সে করবে স্বার্থের কারণে। মর্জিনা বাদির মতো সংসারে খাটবে। সংসারের আরো উন্নতি হবার পর সে দেখেশুনে ভালো একটা মেয়ে বিবাহ করবে। সংসার থাকবে সেই মেয়ের হাতে। মর্জিনার পরিচয় হবে বান্দি বউ। চর অঞ্চলে এটা নতুন কিছু না। চর অঞ্চলে একেক পুরুষের তিন-চারটা বউ থাকে। তারও থাকবে। এক বউ হলো সুন্দরের জন্যে। সে সেজেগুজে থাকবে। পায়ে আলতা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক। বাকি বউরা হবে কামলা বউ।

হেকমত চুলা নিভিয়ে দিল। ভরদুপুরে কেউ চা খেতে আসে না। ভাত খেয়ে এখন সবাই ভাতঘুম দিবে। হেকমতের ঘরে ভাত রাঁধার কেউ নাই। নিজের ভাত তাকে নিজেকেই রাঁধতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র দুপুরের খাবার খেয়ে শুয়েছে। দুপুরের খাবার তাকে একা খেতে হয়েছে। মর্জিনার বাবা ইয়াকুব জ্বরে কাতর। সে ঘরে শুয়ে কাতরাচ্ছে। মর্জিনা বাবার ঘরে উঁকি পর্যন্ত দিচ্ছে না। শুভ্র পাটি পেতে শুয়েছে পাকুড়গাছের নিচে। চরের গাছপালা দ্রুত বড় হয়। পাকুড়গাছ ভালোই বড় হয়ে ছায়াদায়িনী বৃক্ষ হয়ে গেছে। সে তার পছন্দের বই চোখের সামনে ধরে আছে। বইটা ভারী। হাত দিয়ে ধরে রাখতে কষ্ট হয়। তার চোখে ঘুম। গরম বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুম কেটে যায়। গরম বাতাসে ঘুম আসে। অথচ উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল।

শুভ্র প্রাণপণে চোখ খোলা রাখতে চেষ্টা করছে। বইয়ের লাইনগুলি অস্পষ্ট হয়ে আসছে—

> Twelve more years passed. Each year the Bagginses had given very lively combined birth day-parties at Bag End; but now it was understood that some thing quite exceptional was being planned for the Autumn.

ভাইজান! চোখ বন্ধ কইরা বই পড়েন ক্যামনে?

শুভ্র হাত থেকে বই নামাতে নামাতে বলল, চোখ খুলেই বই পড়ছিলাম। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে।

মাথার চুল টাইন্যা ঘুম পাড়াইয়া দেই?

শুভ্র বলল, আমার মাথায় চুল কোথায় যে টানবে?

মর্জিনা বলল, তাও তো কথা। পা টিপ্যা দিব?

উঁহু। এমনিতেই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তাছাড়া কেউ গায়ে হাত দিলে আমার ভালো লাগে না।

ভালো লাগে না কী জন্যে?

শরীর খুবই ব্যক্তিগত জিনিস। সেটা থাকবে সেভাবেই।

তাও ঠিক। ভাইজান ঘুমান। আমি আপনার কাছে বইসা থাকি।

বসে থাকতে হবে না।

দূরে বইসা থাকব। চিন্তা কইরেন না ভাইজান, শইলে হাত দিব না।

শুভ্র ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল, সে পরীক্ষার হলে বসে আছে। তার হাতে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়েছে। ফিজিক্সের বদলে ইংরেজি সাহিত্যের প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন : Write an essay on Tolkien's Lond of the Rings. সে লেখা শুরু করতে গিয়ে দেখল, চশমা আনতে ভুলে গেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্জিনা গ্লাস নিয়ে হেকমতের চায়ের দোকানে গিয়েছে। গ্লাস ভর্তি করে চা নিয়ে আসবে। ঘুম ভাঙলে সে ভাইজানকে গরম গরম চা দেবে। হেকমতের দোকানের চা ভাইজানের পছন্দ।

গ্লাসে চা ঢালতে ঢালতে হেকমত বলল, তোমার যে ভাই ধলা মিয়া সে কেমন ভাই?

মর্জিনা বলল, ভাই যেমন হয় তেমন।

তারে পাইলা কই?

আচানক ঘটনা। শুনলে শইলের লোম খাড়া হয়া যায়। শুনতে চান?

চাই।

একদিন সইন্ধ্যাকালে বিরাট ঝড় উঠছে। এমন ঝড় আমি আমার জন্মে দেখি নাই। গাছের ডাল ভাইঙ্গা পড়তাছে। শুরু হইছে বৃষ্টি। হঠাৎ দূরে ঠাডা পড়ল। ঠাডার শব্দের সাথে ধুপুস কইরা এক শব্দ। তাকায়া দেখি, আসমান থাইক্যা চাউলের বস্তার মতো কী জানি পড়ছে। কাছে গিয়া দেখি মানুষ। আমি বললাম, আপনি কে? মানুষটা বলল, আমি তোমার ভাই। আমার নাম মাথাছিলা ধলামিয়া। এই হইল ঘটনা।

হেকমত বলল, তুমি পাজি মেয়েছেলে। তোমারে যে বিবাহ করবে, তার কপালে দুঃখ আছে।

মর্জিনা বলল, কথা সত্য। এই কারণে ঠিক করেছি বিবাহ করব না। অন্যেরে দুঃখ দিয়া লাভ কী?

মর্জিনা উঠতে যাচ্ছিল, হেকমত বলল, বসো। এক কাপ চা খাও, দাম লাগবে না। মাগনা।

মর্জিনা বসল। তার ঠোঁটের কোনায় হাসি। চেষ্টা করেও সে হাসি গোপন করতে পারছে না।

হেকমত বলল, হাসো কেন?

আপনার ভাব দেইখা হাসি। আপনার ভাব ভালো না। অনেকদিন মেয়ে মাইনষের শইলের গন্ধ না পাইলে পুরুষের যেমন অবস্থা হয় আপনের তেমন অবস্থা।

তুমি তাহলে ভাবও বোঝ?

পুরুষের ভাব বুঝে না এমন মেয়েছেলে আল্লাপাক পয়দা করেন না।

তুমি তো অন্যের পয়সায় ভালো সংসার পাতছ। গাইগরু কিনতেছ শুনলাম।

মর্জিনা বলল, গাইগরু কিনব না। মহিষ কিনব। মহিষের বাথান দিব।

হেকমত বলল, গরু মহিষ না কিনাই ভালো। হারুন সাব যখন ধাক্কা দিব তখন গরু মহিষ নিয়া পালাইতে পারবা না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালাইতে না পারলে আপনেরে দিয়া যাব। খবর পাই, আপনে উনার প্রিয় লোক। আপনেরে তো ধাক্কা দিব না।

চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কই শিখেছ? তোমার ভাইজানের কাছে?

মর্জিনা বলল, উঠি। চা শেষ।

হেকমত বলল, চায়ের তিয়াস লাগলে চইল্যা আসবা। চা খায়া যাবা। তিয়াস চাইপা রাখা ঠিক না।

মর্জিনা বলল, বিরাট জ্ঞানের কথা বলেছেন গো। তিয়াস চাইপা রাখা ঠিক না। আপনেও চাইপা রাইখেন না। উত্তর চরে নটিবেটিরা কয়েকটা চালাঘর তুলছে। সেইখানে যান। চায়ের দোকানের লাভের কিছু টাকা দিয়া আসেন।

সন্ধ্যার পর এখানে গানের আসর বসে। একজনই গায়ক— কল্লাকাটা। তার গলায় সুর আছে। তবে হাঁপানির টান উঠলে গান এলোমেলো হয়ে যায়। সে গান থামায় না। হাঁপানির টান কমানোর চেষ্টা করে। শ্রোতারা কেউ কিছু মনে করে না।

কল্লাকাটা গানের সময় ডান পায়ে নুপূর পরে নেয়। পা ঝাঁকিয়ে তাল দেয়। হারমোনিয়াম আছে, হারমোনিয়াম বাজানোর লোকও আছে। ঢোলবাদক বেশ কয়েকজন আছে। তারা টিনের ক্যানাস্তারায় বাড়ি দিয়ে তাল দেয়। শুভ্র গানের দলকে ঢোল, বেহালা এবং নতুন হারমোনিয়াম কেনার টাকা দিয়েছে। সামনের শুক্রবারে মুন্সিগঞ্জ থেকে বাদ্যযন্ত্র কেনা হবে।

WWW.AMARBOI.COM

গানের আসর তেমন জমছে না। হারুন এসে ঘুরে গেছে— এই আতঙ্কেই সবাই অস্থির। বোঝাই যাচ্ছে চরে মারামারি শুরু হবে। কখন হবে সেটাই কথা। হারুন জেলে ছিল, অল্প কিছুদিন হলো ছাড়া পেয়েছে। সে এমপি সাহেবের আপনা লোক— এটাই সমস্যা।

চরে মিটিং করে এমপি সাহেব নিজে বলেছিলেন, 'চর দখলের সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। লাঠি যার চর তার— এই পুরনো শ্লোগানে আমরা বিশ্বাস করি না। পদ্মা যাদের জমি কেড়ে নিয়েছে শুধু তারাই জমি পাবে। আর কেউ না। বিলিব্যবস্থা আমি নিজে দেখব। যেন কোনো বিশৃঙ্খলা না হয় তার জন্যে চর এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। আসুন ভেদাভেদ ভুলে আমরা সবাই একত্র হয়ে সোনার বাংলা গড়ি।'

সেই সাংসদ এখন উল্টে গেছেন। পুলিশ ফাঁড়ি উঠে গেছে। এমপি সাহেবের পেয়ারা আদমি হারুন কিছু লোকজন নিয়ে চর মেপে বেড়াচ্ছে। চরে দখল পাওয়া অর্ধেকের মতো মানুষকে উঠে যেতে বলা হয়েছে।

বাবু নলিনী বসাকের নেতৃত্বে একদল চরের মানুষ মাননীয় সাংসদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। মাননীয় সাংসদ ব্যস্ত বিধায় সাক্ষাৎ হয়নি। (পাঠকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে প্রশ্ন জানতে পারে, এই সাংসদ কোন দলের? আওয়ামী লীগ না-কি বিএনপি? তাঁদের আশ্বস্ত করছি, যে দলেরই হোক জিনিস একই। গুণগত মানের কোনো উনিশ-বিশ নেই। আওয়ামী ভাবধারার পাঠকরা ধরে নিন সাংসদ বিএনপি'র। বিএনপি ভাবধারার পাঠকরা ধরে নিন সাংসদ আওয়ামী লীগের।)

রাত আটটা। ইয়াকুবের জ্বর আরো বেড়েছে। মর্জিনা তার মাথায় পানি ঢালছে। এলাকায় কোনো ডাক্তার নেই, একমাত্র ভরসা হুজুরের পানিপড়া এবং প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। ইয়াকুবকে প্যারাসিটামল ট্যাবলেটও খাওয়ানো যায়নি। কারণ দোকান বন্ধ।

শুভ্র তার ঘরে। চৌকিতে উপুড় হয়ে বসে সে চিঠি লিখছে। তার সামনে দু'টা হারিকেন। একটা হারিকেনের আলোয় তার দেখতে সমস্যা হয়। পাশের ঘরে ইয়াকুব কাতরাচ্ছে, তাতে তার চিঠি লেখায় অসুবিধা হচ্ছে না।

মা,

তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি, কিন্তু এই চিঠি পাঠাতে পারব না। যেখান থেকে লিখছি সেখানে পোস্টঅফিস নেই। সেটা সমস্যা না। নৌকায় করে মুন্সিগঞ্জ সদর পোস্টঅফিসে যাওয়া যায়। সমস্যাটা হচ্ছে, আমি তো তোমাদের বাড়ির ঠিকানা জানি না। ঠিকানা জানার প্রয়োজন কখনো হয়নি। বিশাল এসি গাড়িতে সারা জীবন ঘোরাঘুরি করেছি।

মা! আমি আনন্দে আছি। অন্য ধরনের আনন্দ। কী রকম বুঝিয়ে বলি।

মনে করো প্রচণ্ড গরম পড়েছে। লু হাওয়ার মতো বইছে। ধুলি উড়ছে। গা দিয়ে স্রোতের মতো ঘাম বের হচ্ছে। শরীর জ্বলে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একসময় আকাশের এককোণে কালো মেঘ দেখা গেল। সবার মধ্যে সে কী উত্তেজনা! আসছে, বৃষ্টি আসছে। যখন বৃষ্টি নামে কী যে শান্তি! প্রথমদিনের বৃষ্টির আনন্দে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। চরের ছেলেমেয়েরা (বলতে ভুলে গেছি, আমি চরে বাস করি) একসময় কাদায় গড়াগড়ি করা শুরু করল। আমিও তাই করলাম। গাভর্তি কাদা নিয়ে নদীতে মহিষের মতো শরীর ডুবিয়ে বসে রইলাম। কী শান্তি! কী শান্তি!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা! তুমি কি উইলিয়াম গোল্ডিংয়ের Lord of the Flies উপন্যাসটা পড়েছ? মনে হয় পড়নি। বাবা পড়েছেন। একদল শিশু নির্জন দ্বীপে উপস্থিত হয়। একে একে তাদের চরিত্র প্রকাশিত হতে থাকে। আমি খুব কাছ থেকে গোল্ডিং সাহেবের উপন্যাস দেখছি। ফিজিক্সে ল্যাবরেটরি আছে। সাহিত্যে কোনো ল্যাবরেটরি নেই। এই প্রথম আমি সাহিত্যের ল্যাবরেটরি দেখছি এবং মজা পাচ্ছি।

মানুষের চরিত্রের অন্ধকার সবসময় প্রকাশিত হয় না। হঠাৎ হঠাৎ প্রকাশিত হয়। তার জন্যে বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজন হয়। চর হচ্ছে সেই পরিস্থিতি। আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি একটা Virtual জগতে ঢুকে গেছি। কিছুই না জেনে আমি এই জগতের একজন observer।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যালয় observer অতি গুরুত্বপূর্ণ। রিয়েলিটি অবজার্ভারনির্ভর। আমি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

AMARBOI.COM

অনেক জটিল জটিল কথা লিখে ফেললাম। এখন হালকা কথা। আমাদের দ্বীপের মানুষের খুব মন খারাপ। কেন জানো? কারণ দ্বীপে কোনো পাগল নেই। একজন উন্মাদ না-কি তার হতভাগ্যের কারণে অন্যের ভাগ্য নিয়ে আসে। আমরা সবাই একজন পাগলের জন্যে অপেক্ষা করছি। বাইরে থেকে পাগল আনলেও চলে, তবে নিজেদের পাগল থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়।

মা! এখন গানবাজনার আসর বসেছে। যে গান করছে তার নাম কল্লাকাটা। এই অদ্ভুত নামের কারণ হচ্ছে সে কথায় কথায় মানুষের কল্লা কেটে ফেলতে চায়। কল্লাকাটার গলা সুন্দর। শুনেছি আগে অনেক সুন্দর ছিল। প্রচুর গাঁজা খাবার কারণে গলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কল্লাকাটা শুধু যে গান করে তা না, সে আবার গীতিকারও। নিজেই গান লিখে, নিজেই সুর দেয়। আমাকে নিয়ে সে বেশ কয়েকটা গান লিখেছে। তার একটার কথা এরকম—

ধলা মিয়া করবে বিয়া
নয়া পাড়ায় গিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাট থাইকা কইন্যা তুললাম
মুন্সিগঞ্জে গিয়া।
মুন্সিগঞ্জের কইন্যা সুন্দর
সুন্দর তাহার আঁখি
তারে দেখলে মন উদাস
যেন কোকিল পাখি।
ধলা মিয়া বড়ই ধলা
কন্যা হইলেন কালো
ধলা-কালা মিলনেতে
জগৎ হইবে আলো...

বিশাল গান। পুরোটা মনে নেই। ধলা মিয়া আমার নাম। সবাই আমাকে ধলা মিয়া ডাকে। কেউ কেউ ডাকে মাথাছিলা ধলা মিয়া। মাথা কামিয়েছি তো— এইজন্যে।

মা, তোমাকে চিঠিটা পাঠানোর বুদ্ধি বের করেছি। তোমার বাড়ির ঠিকানা ভুলে গেলেও যুথীর ঠিকানা মনে আছে। এবং খাতায় লেখাও আছে।

মা, আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। আমি একটা experiment শুরু করেছি। তার ফলাফল দেখতে চাই।

কয়েকদিন আগে স্বপ্নে দেখলাম M.Sc. পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে। আমি থার্ড ক্লাস পেয়েছি।

চেয়ারম্যান স্যারের কাছে জানতে চাইলাম, রেজাল্ট এত খারাপ হলো কেন? চেয়ারম্যান স্যার বললেন, শেকসপিয়ার থেকে চারটা প্রশ্ন এসেছিল। তুমি সবকটা ভুল আনসার করেছ।

আমি বললাম, স্যার, আমি তো ফিজিক্সের ছাত্র।

চেয়ারম্যান স্যার বললেন, তুমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, যাও পাগলাগারদে ভর্তি হয়ে যাও।

স্যারের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন বদলে গেল। আমি দেখলাম, আমি একটা পাগলাগারদে বসে আছি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন পাগল আছে। এবং এদের সঙ্গে আমার অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আমি এই পাগলদের একজনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলিয়ে ভালিয়ে চরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। ভয়ঙ্করটাইপ একজন মোটামুটি রাজি হয়েছে।

মা, ঘুম পাচ্ছে। আবার ক্ষিধেও লেগেছে। আমি এখন খিচুড়ি রান্না করব। কারণ মর্জিনা তার বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত। তার বাবার শরীর খুবই খারাপ করেছে। যেভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আজ রাতেই মারা যায় কি না কে জানে।

ইতি

তোমার শুভ্র

পুনশ্চ-১ : মর্জিনার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। চিৎকার করে কাঁদছে। মনে হয় তার বাবা মারা গেছেন। আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।

পুনশ্চ-২ : না, এখনো বেঁচে আছেন। মাঝখানে অজ্ঞানের মতো হয়ে গিয়েছিলেন বলে ভয় পেয়ে মর্জিনা কাঁদছিল।

চিঠি শেষ করে শুভ্র খিচুড়ি বসাল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হালকা বাতাস দিচ্ছে। বাতাস আরেকটু বাড়লে উঠানের চুলা নিভিয়ে ঘরে চলে যেতে হবে।

মর্জিনা এসে পাশে বসল। শুভ্র বলল, তোমার বাবার অবস্থা কী?

মর্জিনা হাই তুলতে তুলতে বলল, বাঁচব না।

শুভ্র বলল, সামান্য জ্বরে মানুষ মারা যায়?

মর্জিনা বলল, জ্বরে কেউ মরে না। মৃত্যুরোগে মরণ হয়। ঘরের ভিতরে আজরাইল ঢুইক্যা পড়ছে।

শুভ্র বলল, কী বলো এইসব?

হামাগুড়ি দিয়া ঢুকছে। পরিষ্কার দেখছি। বাপজানের দিকে চাইয়া হাসছে। তারপরে চৌকির নিচে চইলা গেছে। এখন সে অপেক্ষায় আছে।

শুভ্র বলল, তোমার মাথা সামান্য খারাপ আছে মর্জিনা।

মর্জিনা বলল, আপনের সঙ্গে যে ভাইবোন পাতাইছি, বাপজানের মৃত্যুর পর সব শেষ। তখন আপনে আমার আর ভাই না।

আমি কে?

আপনি পুরুষমানুষ। আর কিছু না।

এর মানে কী?

এর মানে আপনে জানলে জানেন, না জানলে নাই। খিচুড়ি নামান, খিদা লাগছে।

মাত্র বসিয়েছি, এখনো চাল ফুটে নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইজান, একটা গল্প করেন। গল্প শুনি।

কী গল্প শুনতে চাও?

পীরিতের গল্প। ভাব-ভালোবাসার গল্প।

ভাব-ভালোবাসার গল্প তো সেইভাবে আমি জানি না।

আপনে কোনোদিন ভাব-ভালোবাসা করেন নাই?

না।

মর্জিনা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যে-কোনো একটা গল্প বলেন।

ভারচুয়াল রিয়েলিটির গল্প শুনবে?

সেইটা আবার কী?

শুভ্র বলল, বিষয়টা যথেষ্টই জটিল, আমি চেষ্টা করব সহজভাবে বোঝাতে। আমার ধারণা তুমি মন দিয়ে শুনলেই বুঝবে। কারণ তুমি অতি বুদ্ধিমতী একজন মেয়ে।

শুভ্র গল্প শুরু করেছে। মর্জিনা মন দিয়েই শুনছে, তবে তার দৃষ্টি শুভ্রর দিকে না। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বিজলি চমকাচ্ছে, সে তাই দেখছে। বিদ্যুৎচমকের সময় আকাশে নানান নকশা তৈরি হয়। এইসব নকশায় অনেক ইশারা থাকে। ইশারায় আল্লাহপাক অনেক কিছু বলেন। 'আক্কেলমন্দ' মানুষরা সেটা ধরতে পারে।

শুভ্র বলছে, প্রথমেই একটা বিষয় বুঝতে হবে— তা হলো বাস্তবতা, ইংরেজিতে যাকে বলে Reality। আমি উঠানে বসে খিচুড়ি রান্না করছি। তুমি সামনে বসে আছ। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তোমার এবং আমার কাছে এটা রিয়েলিটি। তুমি যদি আগুনে হাত দাও, হাত পুড়ে যাবে। এটাও রিয়েলিটির অংশ। আবার তুমি যখন স্বপ্ন দেখ, সেটাও রিয়েলিটি। স্বপ্নে আগুনে হাত দিলে ব্যথার অনুভূতি হবে।

এখন কথা হচ্ছে, দু'টি রিয়েলিটির কোনটি সত্য? না-কি এই দুই রিয়েলিটির বাইরে কিছু আছে? আমরা বড় কোনো রিয়েলিটির অংশ? এমন কি হতে পারে যে, আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রাম ছাড়া কিছুই না? একজন মাস্টার প্রোগ্রামার আমাদের তৈরি করেছেন। আমাদের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ দিচ্ছেন। আমরা বিষয়টি বাস্তব ভেবে আনন্দ পাচ্ছি। আসলে পুরোটাই একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামার আমাদের জন্যে ভারচুয়াল রিয়েলিটি তৈরি করেছেন।

মর্জিনা বলল, বকবকানি বন্ধ করেন তো ভাইজান। ভাত সিদ্ধ হইছে কি না দেখেন। হওয়ার কথা।

মর্জিনা উঠে গেল। দু'টা প্লেট নিয়ে এল। ঘিয়ের কৌটা আনল। চায়ের চামচে দু'চামচ ঘি খিচুড়িতে ছেড়ে দিয়ে প্লেট ধুতে বসল।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা খাওয়া শুরু করামাত্র বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। মর্জিনা বলল, যেখানে বইসা আছেন বইসা থাকেন। খাওয়ার মাঝখানে জায়গা বদল করতে নাই। জায়গা বদল করলে রিজিক কমে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে খাব?

হুঁ।

তোমার সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা।

মর্জিনা বলল, আপনার নিজের কথাও অদ্ভুত। অদ্ভুতে অদ্ভুতে কাটাকাটি।

ভালো বৃষ্টি শুরু হয়েছে। থালার ওপর বৃষ্টির পানি পড়ছে। মর্জিনা নির্বিকার। সে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে হা করে বৃষ্টির পানিও খাচ্ছে। শুভ্র খাওয়া বন্ধ করে মর্জিনার কাণ্ড দেখছে।

ঘরের ভেতর থেকে ইয়াকুবের গলা শোনা গেল। ভীত গলা।

ও মর্জিনা! মর্জিনা কই? মর্জিনা!

মর্জিনা বলল, আমি উঠানে ভাত খাই।

ইয়াকুব বলল, তুফানে তো বাড়িঘর উড়ায়া নিয়া যাইতেছে।

মর্জিনা বলল, তুফানের বংশও নাই। বৃষ্টি পড়তাছে। চুপ কইরা শুইয়া থাকেন, আসতেছি।

এক্ষণ আয়।

খাওয়া শেষ কইরা আসব।

বাড়িঘর সব তো উড়ায়া নিয়া যাইতেছে। শেষে ঘরচাপা পইড়া মরব। তাড়াতাড়ি আয, চৌকির নিচে বইসা থাকি।

মর্জিনা বলল, আপনের ইচ্ছা করলে আপনে চৌকির নিচে বসেন।

মর্জিনার কথা শেষ হবার আগেই খুব কাছে কোথাও বজ্রপাত হলো। কঠিন নীল আলোয় মর্জিনার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মর্জিনা বলল, কী ভয়ঙ্কর!

শুভ্র বলল, বিজলির এক ঝলকানিতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ থাকে তুমি জানতে চাও?

মর্জিনা বলল, না।

সে খাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকে দেখে, ইয়াকুব চৌকির নিচে। তার বসার ভঙ্গি নিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের মতো। শুধু মুখ হা হয়ে আছে। তার শরীরে প্রাণ নেই।

মর্জিনা বলল, বাবা, চৌকির নিচ থাইকা বাইর হন।

কোনো উত্তর এল না। মৃত মানুষরা জীবিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে না। তাদের আলাদা সমাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকদিন পর যুথী এসেছে নীপাদের বাড়িতে। নীপা তাকে সরাসরি শোবার ঘরে ডাকল। নীপার ঘুম পুরোপুরি কাটেনি। সে বাসিমুখে এককাপ ব্ল্যাক কফি খেয়েছে। এখন খাচ্ছে গ্রীন টি। এতেও ঘুম যাচ্ছে না। নীপার গায়ে পাতলা চাদর। চাদরের ভেতর দিয়ে তার নগ্ন শরীর দেখা যাচ্ছে।

নীপা বলল, কাল রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিলাম। ভূতের ছবি দেখেছি। বাতি জ্বালিয়ে আমি ঘুমুতে পারি না। ভয়ে নিভাতেও পারি না। ঘুম এসেছে ভোর পাঁচটায়। এই কারণে এখন পর্যন্ত ঘুমাচ্ছি। যুথী, কয়টা বাজে?

এগারোটা দশ।

চা খাবি?

না।

নীপা বিছানায় উঠে বসতে বসতে বলল, অনেকদিন একা ঘুমাই না। কাল একা ঘুমিয়েছি বলে ঘুমও ভালো হয়নি।

নীপার গা থেকে চাদর সরে গেছে। তাতে সে মোটেই বিব্রত বোধ করছে না। এতদিন পর যুথীর সঙ্গে দেখা— এই নিয়েও তার কোনো মাথাব্যথা নেই। যুথী বলল, একা ঘুমাচ্ছিস না মানে কী? কে তোর সঙ্গে ঘুমুচ্ছে?

নীপা হাই তুলতে তুলতে বলল, লাইলি। তোর ভাইয়ের বৌ। অসাধারণ একটা মেয়ে। অসাধারণ টু দা পাওয়ার ফাইভ।

যুথী বলল, সে কোথায়?

নেপালে। কাঠমুণ্ডুতে। করিম আঙ্কেলের সঙ্গে গেছে। করিম আঙ্কেলের ছবির স্ক্রিপ্ট পড়া হবে। সেই উপলক্ষে যাওয়া। আমারও যাওয়ার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে যেতে ইচ্ছা করল না। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি। বাথরুমের দরজা খোলা। কথাবার্তা চালাতে সমস্যা নেই।

যুথী বলল, তুই কি বস্ত্র পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছিস?

নীপা বাথরুম থেকে বলল, মোটামুটি সেরকমই। মনে হয় কাপড়ে এলার্জি হচ্ছে। কাপড় গায়ে লাগলেই হালকা র‍্যাশের মতো হয়।

লাইলিরও কি এই অবস্থা?

নীপা হাসতে হাসতে বলল, হুঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ভাইয়ের স্ত্রীর তাহলে অনেক উন্নতি হয়েছে!

নীপা বলল, পুরো বিষয়টা দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করছে। প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের দৃষ্টিতে চরম অবনতি। আবার করিম আঙ্কেলের দৃষ্টিতে উন্নতি।

যুথী বলল, সে কি মদটদও খাচ্ছে?

শুধু টাকিলা খাচ্ছে। অন্যকিছু না। দুপুরে নিয়ম করে বিয়ার খাচ্ছে। বিয়ারকে মদ বলা ঠিক না।

ড্রাগস?

ড্রাগসের মধ্যে ইয়াবা। সবসময় না। যখন পার্টি থাকে তখন।

নীপা বলল, আমি এখন উঠব। লাইলিকে একটা বিশেষ খবর দিতে এসেছিলাম। সে যখন নেই, তোকে দিয়ে যাচ্ছি। আমার ভাই মারা গেছে।

Oh God! কবে?

কবে জানি না। লাইলি এখন যা ইচ্ছা করতে পারে। আমাদের দিক থেকে কোনো বাধা নেই।

নীপা বাথরুম থেকে বের হলো। এখন তার গায়ে টাওয়েল জড়ানো। সে যুথীর সামনে বসতে বসতে বলল, Every cloud has a silver lining. আমার ধারণা, লাইলি তার হাসবেন্ডের মৃত্যুর খবর শুনে তেমন দুঃখিত হবে না। তবে সামাজিক নর্ম বজায় রাখার জন্যে দুঃখিত হবার ভান করবে।

AMARBOI.COM

যুথী বলল, উঠি?

নীপা বলল, উঠি মানে! দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবি, তারপর যাবি। আরেকটা কাজ করবি— নেপাল যাবি? সন্ধ্যায় ড্রুক এয়ারের একটা ফ্লাইট আছে। চল কাঠমুণ্ডু চলে যাই। ভিসার ঝামেলা নাই। নেপালের ভিসা অন এরাইভেল। তোর পাসপোর্ট আছে না?

না।

নীপা বলল, কোনো বিষয়ই না। তিনি ঘণ্টার মধ্যে পাসপোর্ট করিয়ে দিচ্ছি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে। আমি ভিডিও ক্যামেরা সেট করে রাখব, তুই লাইলিকে তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ দিবি। তার রিঅ্যাকশন অন রেকর্ড থেকে যাবে। রাজি?

যুথী বলল, না। আমি এখন উঠব।

লাঞ্চও করবি না?

না।

আমার সঙ্গে লাঞ্চ করলে মজার একটা গল্প বলতাম। গল্পটা আগে মজার ছিল না। তোর ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর গল্পটা মজার হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুথী বলল, মজার গল্প শুনব না।

নীপা বলল, শুনতেই হবে। লাঞ্চ খেতে রাজি না হলেও শুনতে হবে। এই গল্প না শুনে তুই যেতে পারবি না। করিম আঙ্কেল লাইলিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। পুরোটাই ফান। তবে এখন তো আর ফান হবে না। করিম আঙ্কেল বলেছেন, লাইলি, তুমি যে দিন যে সময়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে, আমি বিয়ে করব। পুরুষ হিসেবে এটা আমার Promise. এই বলে তিনি একটা নোংরা কাজ করলেন। তখন আমরা নেশার ঘোরে ছিলাম বলে নোংরামি ধরা পড়েনি। নোংরা কাজটা কী শুনবি?

না।

তারপরেও শুনতে হবে। নোংরা কাজটা হচ্ছে তিনি বললেন, প্রাচীন গ্রীসে পুরুষরা কঠিন প্রতিজ্ঞা করত তাদের Testicles চেপে ধরে। সেখান থেকে ইংরেজি শব্দ Testimony এসেছে। এখন আমিও নিজের Testicles চেপে ধরে প্রতিজ্ঞা করছি, লাইলি আমাকে যেদিন বিয়ে করতে চাইবে আমি সেদিনই বিয়ে করব।

যুথী উঠে পড়ল। নগ্ন নীপার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। গায়ে জড়ানো টাওয়েল নীপা বিছানায় ছুড়ে ফেলেছে। এর মধ্যে কাজের মেয়ে এসে চায়ের কাপ নিয়ে গেছে। নীপার মধ্যে কোনো অস্বস্তি নেই। নীপা আগে এরকম ছিল না। মানুষ যখন বদলাতে শুরু করে তখন দ্রুত বদলায়।

AMARBOI.COM

করিম আঙ্কেল ছয়জনের একটা দল নিয়ে নেপালের এভারেস্ট হোটেলে আছেন। এই দলে ক্যামেরাম্যান আছে, মিউজিক ডাইরেক্টর আছে, শিল্পনির্দেশক আছে। তিনজন মেয়ের টিকিট কাটা হয়েছিল, শেষ মুহূর্তে নীপা না আসায় এখন আছে লাইলি এবং যমুনা।

স্ক্রিপ্ট পড়া এখনো শুরু হয়নি। করিম আঙ্কেল নীপাকে sms করে জানিয়েছেন, সে না আসা পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট পড়া হবে না। নীপা জানিয়েছে সে আসছে। এখন দল বেঁধে কাঠমুন্ডু দর্শন চলছে। নগরকোটে সূর্যাস্ত দেখা, হনুমানজির মন্দির দেখা— এইসব। সন্ধ্যার পর ক্যাসিনোতে জুয়া খেলা। করিম আঙ্কেল লাইলিকে পাঁচ হাজার ইন্ডিয়ান টাকা দিয়েছেন জুয়া খেলার জন্যে। তিনি মিনি-ফ্ল্যাস নামের একটা খেলা লাইলিকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রথম যারা জুয়া খেলে তাদের 'বিগিনার্স লাক' বলে একধরনের লাক থাকে। আজ তুমি অবশ্যই জিতবে। গুড লাক। আমি যাচ্ছি ফ্ল্যাস খেলতে। আসল জুয়া হচ্ছে ফ্ল্যাস। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই গ্রহে যত ক্রিয়েটিভ লোক জন্মেছেন, সবাই ছিলেন ফ্ল্যাস জুয়ায় আসক্ত। উদাহরণ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দস্তয়োভসকি

দা ভিঞ্চি

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

পাবলো পিকাসো

রবীন্দ্রনাথ ফ্ল্যাস খেলতেন না বলে তাঁর সাহিত্যে খানিকটা 'কবুতরের বাকবাকুম' ঢুকে গেছে। কেউ তাঁকে ফ্ল্যাস ধরিয়ে দিলে বাংলা সাহিত্য আরো অনেকদূর যেত। আফসোস!

করিম আঙ্কেল রাত বারোটায় লাইলি কী করছে খোঁজ নিতে এসে দেখেন, সে কুড়ি হাজার টাকা জিতে জম্বি অবস্থায় চলে গেছে। তার হা-পা শুক্ত হয়ে গেছে। অদ্ভুত চোখ করে তাকাচ্ছে।

করিম আঙ্কেল বললেন, যথেষ্ট জিতেছ। আর দেখতে হবে না। চলো আমার সঙ্গে।

লাইলি বলল, আরও কিছুক্ষণ খেলি। প্লিজ।

করিম আঙ্কেল বললেন, না। আজকের মতো যথেষ্ট। এখন তুমি হারতে শুরু করবে। তাই নিয়ম। তুমি হুইস্কি খেয়েছ না-কি? মুখ থেকে গন্ধ বের হচ্ছে। যখন জিতছিলাম তখন ওরা ফ্রি হুইস্কি খাওয়াচ্ছিল। তাই খেয়েছি।

কয় পেগ খেয়েছ মনে আছে?

না।

করিম আঙ্কেল লাইলির কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে ক্যাসিনো থেকে বের করলেন। বিষয়টা কারও কাছেই অস্বাভাবিক মনে হলো না। লাইলির কাছেও না। ক্যাসিনো থেকে বের হয়েই লাইলি হঠাৎ হড়বড় করে করিম আঙ্কেলের গায়ে বমি করে নেতিয়ে পড়ল। করিম আঙ্কেল বললেন, নো প্রবলেম। করিম আঙ্কেল মানুষটা এত ভালো কেন— এই ভেবে লাইলির চোখ ভিজে উঠল।

করিম আঙ্কেল লাইলিকে নিজের হাতে গোসল করিয়ে দিলেন। টাওয়েল দিয়ে শরীর মুছে বিছানায় শুইয়ে দিতে দিতে বললেন, আরাম করে একটা ঘুম দাও। সকালে দেখবে শরীর-মন দুই-ই ফ্রেশ। তখন জেতার টাকা নিয়ে বের হয়ে একসেট গয়না কিনে ফেলো। তা না করলে জেতা টাকা জুয়াতেই চলে যাবে।

লাইলি বিড়বিড় করে বলল, আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

করিম আঙ্কেল বললেন, হ্যাঁ। আমার দায়িত্ব শেষ।

লাইলি বলল, আপনি যাবেন না। আপনি চলে গেলে আমার ভয় লাগবে। আমি একা ঘুমাতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে অবশ্যই থাকব। তোমাকে পাহারা দেব। ভালো কথা, তোমাকে একটা খবর দেওয়া হয়নি। নীপা জানিয়েছে তোমার হাসবেন্ড টুনু মারা গেছে।

লাইলি কী যেন বলল, পরিষ্কার বোঝা গেল না।

করিম আঙ্কেল লাইলির পিঠে হাত রেখে বললেন, তুমি ঘোরের মধ্যে আছ বলেই খবরটা এখন দিলাম। মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে হবে লাইলি। মৃত্যু হলো জীবনেরই অংশ। বুঝতে পারছ?

হুঁ।

মৃত্যু আছে বলেই জীবনকে আমরা তিলেতিলে অনুভব করব। জীবন কী? জীবন হলো একগ্লাস শ্যাম্পেন। আমরা বেঁচে আছি মানে আমরা শ্যাম্পেন খাচ্ছি। যখন তলানিতে এসে যাব তখনই মৃত্যু। মৃত্যু থাকার কারণেই শ্যাম্পেন পানের প্রতিটি মুহূর্তকে আনন্দময় করে রাখতে হবে। হবে না?

হুঁ।

মনে রাখতে হবে, এ জগতে আনন্দই সত্য, আর সব মিথ্যা। আমার সঙ্গে বলো, আনন্দই সত্য আর সব মিথ্যা।

লায়লী বিড়বিড় করে বলল, আনন্দই সত্য, আর সব মিথ্যা।

করিম আঙ্কেল বললেন, তোমার মন ঠিক করার জন্যে এখন অন্য প্রসঙ্গে আলাপ করি। করব?

হুঁ।

করিম আঙ্কেল বললেন, প্রতিটি নারীর শরীরে বিশেষ একধরনের গন্ধ আছে। কারও গায়ে থাকে পদ্মের গন্ধ। তাদেরকে বলে পদ্ম নারী। কারও গায়ে থাকে বাসি বকুল ফুলের গন্ধ। এরা হলো বকুলগন্ধা। একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তার গায়ে ধুতরা ফুলের গন্ধ। ভয়ঙ্কর অবস্থা! এখন তুমি কি জানতে চাও তোমার গায়ে কিসের গন্ধ?

জানতে চাই। আমার গা শুঁকে বলে দিন।

করিম আঙ্কেল বললেন, ব্যাপারটা এত সহজ না। আগামী সাতদিন তুমি গোসল করবে সাবান ছাড়া। চুলে শ্যাম্পু দেবে না। গায়ে কোনো সেন্ট বা লোশন ব্যবহার করবে না। তখনই তোমার গায়ের আসল গন্ধ ফুটে বের হবে। এবং আমি বলে দেব। আমার নাক কুকুরের নাকের চেয়েও শার্প। এখন ঘুমিয়ে পড়ো।

লাইলি ঘুমিয়ে পড়ল।

যুথী মেরাজউদ্দিন সাহেবের অফিসে এসেছে। বিশাল অফিস। অনেক লোকজন কাজ করছে। সেই তুলনায় মেরাজউদ্দিন সাহেবের অফিসঘর ছোট। তাঁর সামনে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি মাত্র চেয়ার। একজন ছাড়া দ্বিতীয় দর্শনার্থীকে তিনি সম্ভবত সাক্ষাৎ দেন না। ঘরে দেখার মতো জিনিস একটাই। প্রকাণ্ড একটা ঘড়ি। ঘড়ির সেকেন্ডের শব্দটাও শোনা যাচ্ছে। ঘড়ির নিচে লেখা—

You can stop time
If you really want to stop.

যুথীর কাছে লেখার অর্থটা পরিষ্কার হচ্ছে না।— তুমি চাইলেই সময় আটকাতে পার, যদি তা সত্যিকার অর্থেই চাও।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তোমার নাম যুথী?

যুথী বলল, জি।

তোমাকে তো আমি আসতে বলিনি। তুমি কি কোনো বিশেষ কারণে এসেছ?

যুথী বলল, আপনারা কি শুভ্রর খোঁজ পেয়েছেন?

না।

সে তার মা'কে একটা চিঠি লিখেছে। চিঠিটা পাঠিয়েছে আমার ঠিকানায়। আমি চিঠিটা নিয়ে এসেছি।

চিঠিতে সে কোথায় থাকে তা কি লেখা আছে? কোনো ঠিকানা কি দিয়েছে?

না। তবে আমি ঠিকানা বের করে ফেলেছি।

কীভাবে বের করলে?

খামে মুন্সিগঞ্জ পোস্টাপিসের ছাপ আছে। শুভ্র লিখেছে সে থাকে এক বিশাল চরে। আমার ধারণা মুন্সিগঞ্জের আশেপাশে পদ্মায় যেসব নতুন চর জেগেছে, সেখানে খোঁজ করলেই তাকে পাওয়া যাবে।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তুমি স্মার্ট মেয়ে, তবে শুভ্র যে চিঠি তার মা'কে লিখেছে সেই চিঠি তুমি পড়লে কেন?

যুথী বলল, চিঠির সঙ্গে আমাকে লেখা একটা চিরকুট ছিল। সেখানে লেখা আমি যেন তার মা'র চিঠিটা পড়ি। স্যার, আমি কি চিঠিটা আপনাকে দেব?

দাও।

মেরাজউদ্দিন সাহেবের সামনে চিঠি রেখে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যুথী বলল, স্যার আমি উঠি?

না। তুমি বসবে এবং আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব। এই আমার অর্ডার।

যুথী বলল, আপনার অর্ডার মানতে বাধ্য এমন কেউ তো আমি না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, অবশ্যই তুমি আমার অর্ডার মানতে বাধ্য। পুলিশ যখন তোমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল, তখন আমি তোমাকে উদ্ধার করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়তো রিমান্ডের ঝামেলায় পড়তে। তোমার সবকিছু আমি জানি। আমি স্পাই লাগিয়ে রেখেছিলাম।

কেন?

আমার ছেলের জন্যে। ভালো কথা, শুনলাম তোমার ভাই তোমার অ্যাকাউন্টে যে টাকা রেখেছে তুমি তা নিতে অস্বীকার করেছ। তার কেনা ফ্ল্যাটেও উঠছ না।

যুথী বলল, আপনি কীভাবে জানেন?

মেরাজউদ্দিন বললেন, ইনফরমেশন গেদার করার আমার অনেক মেকানিজম আছে। দুপুরে কী খাবে বলো। এমন কিছু বলো যা জোগাড় করতে আমার কষ্ট হবে এবং হয়তো জোগাড় করতে পারব না। আমি কতটুকু পারি তারও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে।

যুথী বলল, মানুষকে আপনি আপনার ক্ষমতা দেখিয়ে চমকে দিতে ভালোবাসেন, তাই না?

হয়তোবা।

আপনার ছেলে কিন্তু আপনার মতো হয়নি। সে গিনি সোনা হয়েছে।

গিনি সোনাটা কী?

বাইশ ভাগ শোনা দুই ভাগ তামা।

তার তামার অংশ কোনটা?

যুথী বলল, তার বোকামিটা।

এখনো তো বললে না তুমি কী খাবে? কী খেতে ইচ্ছা করছে?

যুথী বলল, আপনার এখানে আমার কোনো কিছুই খেতে ইচ্ছা করছে না।

কারণ কী?

যুথী বলল, আমি দীর্ঘ সময় আপনার সঙ্গে আছি। আমি আপনার জন্যে একটি আনন্দসংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি আপনার মেয়ের বয়েসী, অথচ একবারও আপনার মুখ থেকে 'মা' শব্দটি বের হলো না। এই বিস্ময়ের কারণেই খেতে ইচ্ছা করছে না।

যুথী উঠে দাঁড়াল।

মেরাজউদ্দিন বললেন, বোস। বোস বললাম।

যুথী বলল, কী আশ্চর্য, আমাকে ধমকাচ্ছেন কেন?

মেরাজউদ্দিন বললেন, মেয়েকে ধমকানো যায়। তোমাকে মেয়ে হিসাবে গ্রহণ করলাম। You are my daughter that I never had. মা, বলো কী খাবে?

যুথী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, পোলাওয়ের চালের ভাত, টাটকা পুঁটি মাছ ভাজা, সরিষা দিয়ে সজিনা, কৈ মাছের ঝোল, মুগ ডাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরাজউদ্দিন কিছুটা বিস্ময় এবং কিছুটা আনন্দ নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছেন। সহজ স্বাভাবিক একটা মেয়ে। প্রায় বিশেষত্বহীন। তবে এই মেয়ে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে রঙ বদলানোর ক্ষমতা এর অবশ্যই আছে।

যুথী বলল, আপনার ঘড়ির নিচের লেখাটার অর্থ বুঝতে পারছি না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, লেখাটার অর্থ একেকজন একেকভাবে করে। তুমি নিজে একটা অর্থ বের করো।

যুথী বলল, মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে। আত্মহত্যার অর্থ তার কাছে সময় আটকে যাওয়া।

মেরাজউদ্দিন বললেন, মানুষকে আত্মহত্যায় উৎসাহ দেয় এমন একটা লেখা আমি কেন ঘরে সাজিয়ে রাখব? চিন্তা করে আসল অর্থটা বের করো। যেদিন বের করবে সেদিন তোমাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হবে।

মেরাজউদ্দিন সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে বাড়ি ফিরেন। বারান্দায় বসে স্ত্রীর সঙ্গে এককাপ চা খান। এই অভ্যাস তাঁর অনেকদিনের। চায়ের এই আসরে শুভ্রকে কখনো ডাকা হয় না। মেরাজউদ্দিন মনে করেন চা পানের এই উৎসব শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী দু'জনের।

AMARBOI.COM

আজ তিনি ঠিক সময়ে ফিরেছেন, কিন্তু চায়ের আসরে বসতে পারেননি। রেহানার কাছে একজন পীর সাহেব এসেছেন। তিনি নখে তিল তেল দিয়ে কী সব মন্ত্র (বা দোয়াদুরুদ) পাঠ করেন। তখন নখে হারানো ব্যক্তির ছবি ফুটে ওঠে। সে কোথায় আছে কী করছে সবই জানা যায়।

পীর সাহেবের নাম কাশেম কুতুবি। বয়স পঞ্চাশের মতো। মাথার চুল এবং দাড়ি মেন্দি দিয়ে লাল করা। মেন্দি মনে হয় বেশ ভালো জাতের। চুল-দাড়ির লাল রঙ চকচক করছে। তাঁর চোখে ভারী চশমা। গায়ের লেবাস গেরুয়া। পায়ে জুতা বা স্যান্ডেল নেই। মোটা কাঁঠাল কাঠের লাল খড়ম।

কাশেম কুতুবি মেরাজউদ্দিনকে দেখে বললেন, স্যার আমার হলো টেলিভিশন সিস্টেম। পর্দা ছোট, মাত্র আধা ইঞ্চি। কালার নাই। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট।

মেরাজউদ্দিন স্ত্রীর পাশে বসলেন। শুভ্র বিষয়ে তাঁর সব দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। এখন আদিভৌতিক কর্মকাণ্ড দেখা যেতে পারে।

কাশেম কুতুবি তাঁর বুড়ো আঙুলের নখের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছেন। যদিও ঘরে এসি চলছে, তারপরেও উনার এক অ্যাসিসটেন্ট হুজুরের মাথায় তালপাখা দিয়ে বাতাস করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশেম কুতুবি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি। সে ঘন জঙ্গলের মধ্যে আছে।

রেহানা আগ্রহ নিয়ে বললেন, সুন্দরবন নাকি পার্বত্য চট্টগ্রাম?

বলা মুশকিল। পর্দা ছোট তো। সব পরিষ্কার দেখা যায় না। তাছাড়া আমার নিজের চোখেও কিছু সমস্যা হয়েছে। ভালো দেখি না। এইজন্যে চশমা খরিদ করতে হয়েছে।

রেহানা বললেন, ছেলে কি দেশের ভেতরে আছে?

কাশেম কুতুবি বললেন, বর্ডার এলাকায় আছে।

মেরাজউদ্দিন বললেন, বর্ডার এলাকায় আছে এটা বুঝলেন কীভাবে?

কুতুবি বললেন, আমি নখে যেমন দেখি কিছু আবার ইশারাতেও পাই। বর্ডারের বিষয়টা ইশারাতে পেয়েছি।

মেরাজউদ্দিন বললেন, ইশারায় আর কী পাচ্ছেন?

ছেলে ঘরে ফিরতে চায় না। একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভাব-ভালোবাসা হয়েছে। তার সঙ্গে সে সংসার করতে চায়।

মেরাজউদ্দিন বললেন, ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে মেয়ে পেল কোথায়?

কুতুবি হাসিমুখে বললেন, মেয়েছেলে সব জায়গায় পাওয়া যায় জনাব। ঘন জঙ্গলে পাওয়া যায়, আবার মরুভূমিতেও পাওয়া যায়।

রেহানা বললেন, তুমি সামনে থেকে যাও তো। তোমার কারণে উনি ঠিকমতো দেখতে পারছেন না।

মেরাজউদ্দিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, কুতুবি সাহেব। ভালোমতো দেখুন। আমার ছেলের সন্ধানদাতার জন্যে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পুরস্কারটা নিতে পারেন কি না দেখুন।

মেরাজউদ্দিন বারান্দায় চা খেতে খেতে শুভ্রর চিঠি আরেকবার পড়লেন। বিশেষ কোনো চিঠির পুরো অর্থ ধরতে হলে চিঠিটা তিনবার পড়তে হয়। তিনি দু'বার পড়েছেন। আরও একবার পড়তে হবে।

যুথীর বাবা আজহারের মাথা পুরোপুরিই গেছে। এখন তাঁকে আনন্দিত এবং সুখী মানুষ বলে মনে হয়। নিজের বাড়ির কাউকেই তিনি এখন চেনেন না। চিনলেও অল্প সময়ের জন্যে চেনেন। বাড়ির মানুষদের অতিথি হিসেবে দেখেন এবং যথেষ্ট আদরযত্ন করেন। গতকাল যুথী দুপুরে বাইরে থেকে ফিরেছে, তিনি মেয়েকে দেখে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা, যুথী তো এখনো ফিরেনি। একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে সে চলে আসবে। দুপুরে তার বাসায় খাবার অভ্যাস। মা, তোমাকে চা দিতে বলি। চা খেতে খেতে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করো। যুথী চলে এলে তার সঙ্গে ভাত খাবে। দুপুরে কেউ আমার বাড়িতে এসে না খেয়ে যাবে তা হবে না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এলেও একই অবস্থা। তাঁকেও পাটিতে বসে আমাদের সঙ্গে খেতে হবে। একেক বাড়ির একেক সিস্টেম। এটা হলো আমার বাড়ির সিস্টেম। আমাদের বাড়ির আরেকটা সিস্টেম হলো— ইলিশ মাছ নিষিদ্ধ। মহাবীর আলেকজান্ডার ইলিশ মাছ খেয়ে মারা গিয়েছিলেন, জানো নিশ্চয়ই? উনার মতো মহাবীরের এই অবস্থা হলে আমাদের অবস্থাটা চিন্তা করো। তবে তোমার যদি ইলিশ মাছ খেতে খুব ইচ্ছা করে তাহলে তার ব্যবস্থাও হবে।

আজহার কাউকে চিনতে না পারলেও ডাক্তার আমিরুল ইসলামকে চিনতে পারেন। তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন এমন ভঙ্গিতে গলা নামিয়ে কথা বলেন। কথাগুলি আমিরুল ইসলাম এবং যুথী দু'জনের জন্যেই অস্বস্তিকর। তাঁর মাথায় কী করে যেন ঢুকে গেছে ডাক্তার গোপনে যুথীকে কাজি অফিসে বিয়ে করেছে। ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার নমুনা—

ডাক্তার, তুমি গর্হিত অন্যায় করেছ। বিবাহ একটা সামাজিক ব্যাপার। দশজন আসবে, আমোদ ফুর্তি হবে। বাচ্চারা গেট ধরবে। তোমার জুতা লুকিয়ে ফেলবে। তুমি কী করলে? চলে গেলে কাজি অফিসে। ছিঃ ডাক্তার ছিঃ। তোমার কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে আমার তো আপত্তি ছিল না। হীরার টুকরা ছেলে বলতে যা বুঝায় তুমি তা-ই। যাই হোক, যা হবার হয়েছে। এখন মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাও। স্ত্রী থাকবে স্বামীর সঙ্গে। বাবা-মা'র সঙ্গে না। আমি যুথীকে ডেকে বলে দিচ্ছি সে যেন ব্যাগ গুছিয়ে রাখে। আজ তুমি যখন যাবে সেও তোমার সঙ্গে চলে যাবে। আমার সেবাযত্ন নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। টুনুর স্ত্রী যা পারে করবে। বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের সেবা নেওয়া যায় না। তবে ছেলের বৌয়ের সেবা নেওয়া যায়। একটা শাস্ত্রকথা শোনো—

মেয়ে হচ্ছে গলার কাঁটা
জামাই বুকের শেল
পুত্র হলো মাথার ছাতা...

বাকিটা মনে আসছে না। মনে আসলে বলব। এখন তোমরা দু'জন আমার সামনে দাঁড়াও। দু'জনকে একসঙ্গে একটু দেখি। যুথী মা কই? আয় দেখি।

যুথীর ধারণা তার বাবার এই পাগলামিটা অভিনয়। তিনি পুরোপুরি সুস্থ একজন মানুষ। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে তিনি পাগলামির ভান করে যাচ্ছেন। যুথী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিষয়ে তার মা'র সঙ্গে কথা বলেছে। সালমা দুঃখে কেঁদে ফেলেছেন। কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, জন্মদাতা পিতাকে নিয়ে এই ধরনের কথা! ছিঃ ছিঃ! পাগল সেজে তাঁর লাভ কী?

যুথী বলল, তাঁর সবচেয়ে বড় লাভ তিনি তাঁর মনের কথাগুলি বলে ফেলতে পারছেন। কেউ কিছু মনে করছে না।

তাঁর মনের কথা কী?

তাঁর মনের কথা হচ্ছে ডাক্তারটার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়া। পাগল সেজে বাবা ওইদিকেই এগুচ্ছেন।

সালমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, জন্মদাতা পিতার সঙ্গে যে মেয়ে এই ধরনের কথা বলে তার সঙ্গে আমি থাকব না। তোর বাবাকে নিয়ে আলাদা বাসা করব।

যুথী বলল, আলাদা বাসা করার তো দরকার নেই। ভাইয়া তোমাদের জন্যে ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে। সেখানে গিয়ে ওঠো। বাবা পাগল সেজেছে, তুমি পাগলি সাজো। পাগল-পাগলির সংসার।

সালমা বললেন, যুথী, তুই আর আমার সঙ্গে কথা বলবি না।

যুথী বলল, আচ্ছা যাও বলব না। শেষ কথাটা শুধু বলি। বাবা পাগল সাজার আইডিয়া কোত্থেকে পেয়েছে সেটা শোনো। বাবা আইডিয়া পেয়েছে একটা হিন্দি ছবি থেকে। ছবিটা বাবার সঙ্গে তুমিও দেখেছ। আমি নাম মনে করতে পারছি না। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে।

সালমা বললেন, ওই ছবিতে লোকটা একটা খুন করেছিল। খুনের দায় থেকে বাঁচার জন্যে পাগল সেজেছিল। তোর বাবা কি খুন করেছে?

বাবা খুন না করলেও তার পুত্র শীর্ষ সন্ত্রাসী টুনু সাহেব করেছেন। ওই বিষয়টা ভুলে থাকার জন্যে পাগল সাজা একটা উত্তম পন্থা।

সালমা গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে যুথীর গালে চড় বসালেন। তিনি কখনোই তাঁর ছেলেমেয়ের গায়ে হাত উঠাননি। এই প্রথম।

নীপা সফিককে নিয়ে করিম আঙ্কেলের স্ক্রিপ্ট শুনতে উপস্থিত হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় স্ক্রিপ্ট পড়া হবে। হোটেলের একটা হলঘর সেই উপলক্ষে ভাড়া করা হয়েছে। করিম আঙ্কেল কয়েকবার বলেছেন, স্ক্রিপ্ট পড়ার আগে বিশেষ ঘোষণা আছে। সবার জন্যে চমক আছে। চমকটা কী বোঝা যাচ্ছে না।

নীপা লাইলিকে আড়ালে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, করিম আঙ্কেল কি তোমাকে বিয়ে করে ফেলেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইলি বলল, না তো!

তাহলে কিসের চমক?

লাইলি বলল, আমি জানি না কিসের চমক। উনার কাজকর্ম তো আগে থেকে কিছু বুঝা মুশকিল।

শ্যাম্পেনের বোতল খুলে অনুষ্ঠান শুরু হলো। করিম আঙ্কেল ঘোষণা করলেন, আজ তাঁর জীবনের একটা বিশেষ দিন। আজ স্ক্রিপ্ট পড়া হবে এবং এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে তিনি বিয়ে করবেন। কনের নাম লাইলি। এই মেয়ে জুঁইগন্ধা মেয়ে। তার গায়ে জুঁই ফুলের সৌরভ। বিয়েটা হবে অত্যন্ত দায়সারাভাবে। একজন মাওলানা জোগাড় করা হয়েছে। তার সামনে আমরা কবুল কবুল বলব।

তুমুল হাততালি শুরু হলো। লাইলি লজ্জালজ্জা মুখ করে বসে রইল। আজ সে সাদা একটা লং ফ্রক পরেছে। তাকে দেখাচ্ছে ইন্দ্রানীর মতো। সে বসেছে করিম আঙ্কেলের পাশে। যমুনাকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

স্ক্রিপ্ট পড়া শুরু করার ঠিক আগমুহূর্তে করিম আঙ্কেল একটা টেলিফোন পেলেন। হোটেল লবীতে তাঁকে দুই মিনিটের জন্যে যেতে হবে। অতি জরুরি। তাঁর জন্যে ঢাকা থেকে গিফট প্যাকেট নিয়ে একজন এসেছে। প্যাকেটটা দিয়েই চলে যাবে।

AMARBOI.COM

হোটেল লবীতে অচেনা এক যুবক দাঁড়ানো। যুবকের মুখ হাসি হাসি। বিনয়ী চেহারা। যুবক বলল, স্যার কেমন আছেন?

করিম আঙ্কেল বললেন, আমি সবসময়ই ভালো থাকি। আমি কি তোমাকে চিনি?

যুবক বলল, আমাকে আপনি চেনেন না। তবে আমার স্ত্রীকে চেনেন। আমার স্ত্রীর নাম লাইলি। আমার নাম টুনু।

করিম আঙ্কেল সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, কোয়াইট ইন্টারেস্টিং।

যুবক বলল, পুলিশের ধারণা আমি ক্রসফায়ারে মৃত। ওদের সেই ধারণা দেওয়া হয়েছে। মৃত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা খুবই ইন্টারেস্টিং। তাই না স্যার?

বুঝতে পারছি না। মৃত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা আমার নেই। দুই মিনিট সময় নিয়ে এসেছিলাম, এখন আমাকে যেতে হবে। সবাই অপেক্ষা করছে।

যুবক বলল, আপনাকে তো যেতে দেওয়া যাবে না। আপনি আমার ভয়ঙ্কর গোপন তথ্য জানেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি কী করতে যাচ্ছ?

আপনার যাতে সহজ মৃত্যু হয় সেই ব্যবস্থা করব। আমি পিস্তল নিয়ে এসেছি। আমার লোকজন আপনাকে ঘিরে আছে। তবে আমি আপনার সঙ্গে একটা নেগোসিয়েশনে যেতে পারি।

কী রকম নেগোসিয়েশন?

যুবক বলল, নেগোসিয়েশনের ব্যাপারটা এখানে বলা যাবে না। সুইমিংপুলের কাছে চলুন। লোকজন সেখানে কম আছে। দেরি না করে আসুন। আপনার যে কোনো চয়েস নেই এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আপনার উচিত। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ।

করিম আঙ্কেল ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, সুইমিংপুলটা কোন দিকে?

আসুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

করিম আঙ্কেল বললেন, আমি একটা বিষয় পরিষ্কার করতে চাচ্ছি। মেয়েমানুষঘটিত কোনো সমস্যা আমার নেই। কোনো মেয়ে যদি আমার কাছে ছুটে আসে তখন 'না' বলি না। কিন্তু আমি কাউকে ডাকি না।

যুবক বলল, লাইলি কেমন আছে স্যার?

করিম আঙ্কেল বললেন, লাইলি ভালো আছে। আমি তার অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ। 'গুহামানব' নামে আমি যে ছবিটি বানাচ্ছি সেখানে লাইলিকে প্রায় সেন্ট্রাল একটা ক্যারেক্টর দেওয়া হয়েছে। একটা পপুলার হিন্দি গানের চারটা লাইনও সে গাইবে— 'বাচপানকে দিন ভুলানা দেনা'।

যুবক বলল, স্যার চলুন গল্প করতে করতে এগিয়ে যাই। গল্প লম্বা করে আপনার কোনো লাভ হবে না। আপনাকে উদ্ধার করতে কেউ আসবে না। আপনি কি একা একা হাঁটতে পারবেন? নাকি আমি আপনার হাত ধরব?

করিম আঙ্কেলের ডেডবডি সুইমিংপুলে ভাসছে— এই খবর দলের বাকিদের কাছে পৌঁছল রাত দশটায়। যে পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছে সেই পিস্তলটা ছিল তাঁর হাতে। পাথরচাপা দেওয়া একটা স্যুইসাইড নোটও পাওয়া গেল। সেখানে লেখা— জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত হতাশায় এই কাজ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। আমার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী।

মর্জিনা তার বাবার কবর চালাঘরের উত্তরদিকে দিয়েছে। পাকুড়গাছের নিচে। বড় গাছপালার নিচে কবর হওয়া ভালো। গাছ আল্লাহপাকের নাম নেয়। এতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবরবাসীর গোরআজাব কমে। এখন তার মনে হচ্ছে, এত কাছে কবর দেওয়া ঠিক হয়নি। সন্ধ্যার পর থেকে মর্জিনার ভয় ভয় লাগে। এক রাতে সে স্পষ্ট দেখেছে, বুড়োমতো এক লোক কবরের ওপর বসে জিকিরের ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে। বুড়োটা যে তার বাবা এই বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। শুভ্রকে সে ঘটনাটা বলেছে। শুভ্র শব্দ করে হেসেছে।

মর্জিনা বলল, হাসেন কী জন্যে?

শুভ্র বলল, তোমার কথা শুনে হাসি।

মর্জিনা বলল, হাসির কথা কী বললাম?

শুভ্র বলল, যে কবরের ওপর বসে ছিল তার গায়ে কাপড় ছিল?

মর্জিনা বলল, অবশ্যই। লুঙ্গি ছিল। গেঞ্জি ছিল। মাথায় টুপি ছিল।

শুভ্র বলল, ধরে নিলাম তোমার বাবার ভূত কবরে বসা ছিল। সে জামাকাপড় পাবে কোথায়? জামাকাপড়ের তো ভূত হবার সুযোগ নেই।

মর্জিনা বলল, তাইলে আমি দেখলাম কী?

শুভ্র বলল, আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদের আলোয় পাকুরগাছের ছায়া পড়েছে কবরের ওপর। বাতাসে গাছ দুলছে। তোমার কাছে মনে হয়েছে ছায়া দুলছে। তোমার মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করে নিয়েছে এই ছায়া তোমার বাবা।

মর্জিনা বলল, আপনের মাথা! যদিও সে বলল 'আপনের মাথা', কিন্তু শুভ্রর যুক্তি ফেলে দিতে পারল না। যতই দিন যাচ্ছে ততই সে মানুষটার কাজকর্ম এবং কথাবার্তায় মুগ্ধ হচ্ছে। প্রতি শনিবার রাতে স্কুলঘরের উঠানে বসে শুভ্র নানান কথা বলে। চরের সবাই মন দিয়ে শোনে। কথাগুলির একটা নামও আছে— ছাইনছের (Science) কথা। মেয়েরা এইসব কথা শুনতে যায় না। তবে মর্জিনা যায়। তার ভালো লাগে এবং অস্থির লাগে। অস্থির লাগার কারণ, এই মানুষ সারা জীবন চরে পড়ে থাকবে না। একসময় যেখানে ফিরে যাবে। তখন তার কী হবে? চর থেকে তাকে উচ্ছেদ করলে সে যাবে কোথায়? নটি মেয়ে হয়ে যাবে? পাড়ায় বাস করা শুরু করবে?

মর্জিনা!

বলেন, কী বলবেন।

শুভ্র বলল, একটা কাজ করো, এখন থেকে একটা হারিকেন জ্বালিয়ে কবরের মাঝখানে রেখে দিয়ো। তাহলে আর কোনো ছায়াও দেখবে না, ভয়ও পাবে না।

মর্জিনা বিরক্ত গলায় বলল, আপনের কী যে কথা! কবরে হারিকেন জ্বলে এমন কথা কোনোদিন শুনছেন? আপনের মাথা খারাপ। আপনের মাথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্টাপাল্টা চিন্তা আসে। আমার তো মাথা খারাপ না। কবরের উপরে হারিকেন। কী যে কথা!

শুভ্রর প্রস্তাব বিরক্ত হয়ে বাতিল করে মর্জিনা হারিকেনে কেরোসিন ভর্তি করে। কাচ পরিষ্কার করে হারিকেন জ্বালায়। তার বাবার কবরে হারিকেন রাখতে রাখতে মনে মনে বলে, বাপজান, ভয় দেখায়ো না গো।

সে বাড়ির উঠানে বসে তাকিয়ে থাকে বাবার কবরের হারিকেনের দিকে। শুভ্র তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। তারাভর্তি আকাশ। চাঁদ উঠলেই তারাদের ঔজ্জ্বল্য কমে যাবে। তখন অন্য শোভা।

মর্জিনা!

বলেন, কী বলবেন। চা দিতে বলবেন না। ঘরে চায়ের পাত্তি নাই।

শুভ্র বলল, একটা দুরবিন থাকলে ভালো হতো। আকাশের তারা দেখতে পারতাম। আধুনিক দুরবিন আবিষ্কার করেন জ্যোতির্বিদ কেপলার। বেচারার চোখ ছিল আমার চেয়েও খারাপ। দুরবিন দিয়ে তিনি কিছুই পাননি।

মর্জিনা হাই তুলতে তুলতে বলল, উনার কপালে নাই। উনি কী করব!

শুভ্র বলল, টমাস আলভা এডিসন আবিষ্কার করেছিলেন গ্রামোফোন। বেচারা তাঁর আবিষ্কার করা গ্রামোফোন থেকে কোনো শব্দ শুনতে পাননি। উনি তখন ছিলেন বধির।

মর্জিনা বলল, প্যাচাল বন্ধ করেন। আপনার প্যাচাল শুনতে ভালো লাগে না।

শুভ্র চুপ করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মর্জিনার মন খারাপ হয়ে গেল। সে ঠিক কথা বলেনি। শুভ্রর প্যাচাল শুনতে তার খুব ভালো লাগে। শুভ্রর আশেপাশে থাকতে ভালো লাগে। তাকে নিয়ে আজেবাজে চিন্তা করতেও ভালো লাগে। রোজ রাতে সে শুভ্রকে নিয়ে আজেবাজে চিন্তা করে। সেইসব চিন্তায় শুভ্রর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। চাঁদনি রাতে দু'জনে হাতধরাধরি করে নদীতে সিনান করতে যাচ্ছে। সিনানের অংশটাও মর্জিনা চিন্তা করে। এই অংশ ভয়ঙ্কর।

মর্জিনা বারান্দা থেকে উঠে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। এই মুহূর্তে সে একটা জটিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুভ্র যেদিন চর ছেড়ে চলে যাবে সেদিনই সে পাকুড়গাছে দড়ি ঝুলিয়ে ফাঁস নিবে। বাবার কবরের ওপর সে মরে দোল খেতে থাকবে। সিদ্ধান্তটা নেবার পর তার মনের অস্থিরতা অনেকটা কমল। সে শুভ্রর পাশে এসে দাঁড়াল। হালকা গলায় বলল, ভাইজান চা খাবেন?

শুভ্র বলল, তুমি না বললে চা-পাতা নেই!

হেকমতের দোকান থাইকা আইন্যা দিব। দোকান খোলা আছে। আমি চা নিয়া আসি, আপনে আসমানের তারা দেখতে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র বলল, চা আনতে হবে না। বসো এখানে, গল্প করি।

মর্জিনা বলল, আগে চা নিয়া আসি। তারপর যত ইচ্ছা গল্প করবেন।

হেকমত বলল, রাইতে একলা আসছ চা নিতে, সমস্যা কী?

মর্জিনা বলল, ভাইজানের চায়ের পিয়াসা লাগছে, এইজন্যে আসছি। হেকমত বলল, পিয়াস তো আমারও লাগছে। অন্য পিয়াস। এর গতি কী?

মর্জিনা বলল, বিয়া করেন। বিয়া ছাড়া এর গতি নাই।

হেকমত বলল, তুমি রাজি থাকলে তোমারে বিবাহ করতে পারি। রাজি আছ?

মর্জিনা বলল, এক শর্তে রাজি আছি।

শর্তটা কী?

মর্জিনা বলল, আপনে আপনের দোকান থাইকা হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করবেন। দূর থাইকা যেন মনে হয় চরের বেওয়ারিশ কুত্তা হাঁটতেছে। এইভাবে আমার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া বলবেন, মর্জিনা, তোমারে বিবাহ করতে চাই। আমি সাথে সাথে রাজি হব। কাজি ডাইক্যা বিবাহ। ভাইজান হইব সাক্ষী। আমারে আপনের হাতে তুইল্যা দিব।

হেকমত বলল, পাগলের সাথে রাইতদিন থাকস বইল্যা তোরও মাথা খারাপ হইছে। যা ভাগ।

AMARBOI.COM

চর এলাকায় ভূমি সেটেলমেন্টের কানুনগো এসেছেন চেইন নিয়ে। চর মাপা হবে। সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ। কানুনগোর নাম গঙ্গা ভট্টাচার্য। তিনি চরে নেমেই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি ঘুষ খান না। একটা ছেঁড়া দুই টাকার নোটও না। ঘুষ তার কাছে গোমাংসের মতো। তবে তিনি বাড়িতে একটা স্কুল দেবেন বলে মানত করেছেন। সেই উদ্দেশ্যে যদি কেউ কিছু দিতে চায়, তাহলে আলাদা কথা।

চরের বেশ কিছু লোক তার সঙ্গে ঘুরছে। চেইন টানছে। কাজটায় তারা খুবই উৎসাহ পাচ্ছে। গঙ্গা ভট্টাচার্য এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলেন, চরের নাম কী?

কোনো নাম তো নাই।

গঙ্গা ভট্টাচার্য বললেন, একটা নাম তো দেওয়া দরকার। আপাতত দিয়ে রাখি। সরকার যদি বদলাতে চায় পরে বদলাবে।

একজন বলল, নাম দেন শুভ্রর চর।

কী বললেন?

শুভ্রর চর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত সবাই বলল, এটা একটা ভালো নাম হয়েছে।

গঙ্গা ভট্টাচার্য সেটেলমেন্টের খাতায় লিখলেন চরের নাম শুভ্রর চর। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, এই নাম অতি দ্রুত স্থায়ী হয়ে গেল। খেয়াঘাটের মাঝি বলা শুরু করল, নাও ছাড়ে, নাও ছাড়ে, শুভ্রর চর শুভ্রর চর।

জমি মাপামাপির তৃতীয় দিন দুপুরে গঙ্গা ভট্টাচার্যের কাছে হারুন এসে উপস্থিত। হারুন টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছে। কানুনগো সাহেবের সঙ্গে একত্রে দুপুরের খানা খাবে। হারুন বলল, আপনি নিষ্ঠাবান মানুষ খবর পেয়েছি। ছেঁড়া দুই টাকার নোটও নেন না।

গঙ্গা ভট্টাচার্য বললেন, সঠিক খবর পেয়েছেন। ঘুষ এবং গোমাংস আমার কাছে তুল্য মূল্য। তবে স্কুল দিচ্ছি। স্কুলের সাহায্যার্থে যে যা দিবে তাই নিব।

তখন কি মাপ উনিশ-বিশ করবেন?

করব। একটা ভালো কাজ করতে হলে কিছু মন্দ কাজও করতে হয়। স্কুল দেওয়া বিরাট কাজ।

হারুন বলল, আপনার মতো পুণ্যবান মানুষের সঙ্গে খাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আসেন দুইজনে মিলে খানা খাই। আমি খানা নিয়ে এসেছি। খাসির মাংস খান তো?

গঙ্গা ভট্টাচার্য বললেন, খাসির মাংসে কোনো আপত্তি নাই।

গঙ্গা ভট্টাচার্য তৃপ্তি করে খেলেন। মুসলমান বাড়ির মাংস রাঁধা যে অসাধারণ এই কথা কয়েকবার বললেন।

হারুন বলল, খাসির মাংস হিসাবে যা খেয়েছেন তা গরুর মাংস। আপনার জাত চলে গেছে। সেটা কোনো বিষয় না। জীবন যে এখনো আছে, এইটাই বড় কথা। তাড়াতাড়ি চর ছাইড়া ভাগেন। বিরাট মারামারি হবে। আপনি নিরীহ মানুষ। চর দখলের মারামারিতে জীবন দিবেন, এইটা কেমন কথা!

আপনি কি সত্যই আমাকে গরুর মাংস খাইয়েছেন?

আরে না। তামাশা করেছি। আপনারে গরুর মাংস খাওয়ায়ে আমার লাভ কী?

গঙ্গা ভট্টাচার্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

হারুন বলল, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় বিদায় হয়ে যান। মারামারি রাতেই শুরু হওয়ার কথা। তিন-চাইরটা লাশ পড়বে। সবই মুসলমান। একটা হিন্দু লাশ পড়া দরকার। এই ভেবে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে। যদিও আপনি এখন আর হিন্দু না। গরুর মাংস খেয়ে জাত গেছে। পাবলিক তো এই খবর জানে না।

আপনি না বললেন গরুর মাংস না! আমার সঙ্গে তামাশা করছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন বলল, ব্রাদার, আমি তামাশা করার লোক না।

গঙ্গা ভট্টাচার্য গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার অনেক চেষ্টা করলেন। বমি হলো না। তিনি সন্ধ্যার আগেই চর ছেড়ে বিদায় হলেন।

চায়ের দোকানের হেকমত সকাল থেকেই অস্থির বোধ করছে। অস্থিরতার কারণে সে কয়েক কাপ চাপ খেয়ে ফেলেছে। চায়ের সঙ্গে বিড়ি টানছে। অস্থিরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সে মুখভর্তি পান থাকা সত্ত্বেও চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফেলেছে। অস্থির না হয়ে উপায় কী? তার কাছে খবর আছে আজ বিকালে ঘটনা ঘটবে। এই জাতীয় ঘটনা রাতের আঁধারে ঘটে। আজকেরটা ঘটবে দিনের আলোয়, সবার চোখের সামনে। যাতে সবাই শিক্ষা পায়। শুভ্র নামের মানুষটার নাম আজ খারিজ হয়ে যাবে। চরবাসীদের নামের তালিকায় এই নাম আর থাকবে না।

কার্যসমাধার লোকজন চলে এসেছে। হারুনের লোক। তাদের দু'জন হেকমতের দোকানে রঙ চা খেয়ে গেছে। অন্য আরেক পার্টি নাজেল হয়েছে। আকবরের পার্টি। এরা হারুন গ্রুপের সঙ্গে হাঙ্গামায় যাবে, তবে শুভ্রকে বিদায় করার ব্যাপারে আকবর গ্রুপের কোনো আপত্তি নেই। হাঙ্গামা বিকাল থেকে শুরু হবে। মাঝরাতে মোটামুটি একটা মীমাংসা হবে। শুভ্র ছাড়াও আরও কিছু লোকজনের নাম খারিজ হবে। অর্ধেকের মতো বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে পরদিন ভোর থেকে সব শান্তিমতো চলবে। হেকমত দোয়া ইউনুস পড়ে যাচ্ছে, তার কোনো ভয় নেই। তারপরেও কিছু বলা যায় না। সে মাছির মতো চারদিকে নজর রাখার চেষ্টা করছে। একটা লঞ্চকে কয়েকবার যাওয়া-আসা করতে দেখা গেছে। এখন লঞ্চটা মাঝনদীতে। চর থেকে অনেক দূরে। লঞ্চে কী ঘটনা কে জানে!

মর্জিনা চা নিতে এল। হেকমত গলা নিচু করে বলল, খবর কিছু জানো?

মর্জিনা বলল, জানি না।

ঘটনা যে ঘটবে সেইটা জানো!

না। চা নিতে আসছি চা দেন। ঘটনা নিতে আসি নাই। ঘটনা নিতে আসলে গ্লাস ভর্তি কইরা গরম ঘটনা নিতাম।

হেকমত বলল, নানান কিসিমের লোকজন চরে ঘুরাফিরা করতেছে।

মর্জিনা বলল, করুক। আপনের সমস্যা কী? আপনের বরং লাভ। আপনের দোকানে আইসা নগদ পয়সায় চা খাবে।

তোমার ভাইজানের খবর কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে লেখাপড়া নিয়া আছে। একটা ইংরেজি বই আছে। পড়ে আর কুট কুট কইরা হাসে। বইটার নাম— মাছির রাজা।

হেকমত বলল, তোমারে একটা ভালো পরামর্শ দিব, শুনবা?

মর্জিনা বলল, না। এই দুনিয়াতে আমি একজনের পরামর্শই শুনব। ভাইজানের পরামর্শ।

হেকমত বলল, বেশিদিন তার পরামর্শ শুনতে পারবা বইলা তো মনে হয় না। ঘটনা ঘটে যাবে। তোমার ভাইজান মইরা চেগায়া পইরা থাকবে।

মর্জিনা স্বাভাবিক গলায় বলল, তখন আপনের সাথে হাঙ্গা বসব। আপনে আমারে পরামর্শ দিবেন। আমারে চা খাওয়াবেন আর পরামর্শ দিবেন। ইচ্ছা করলে ভাইজানের মতো ছাইনছের বক্তৃতাও দিতে পারেন। আমরা আগে বান্দর ছিলাম পরে মানুষ হইছি— এইসব হাবিজাবি।

মর্জিনা চা নিয়ে চলে গেল। হেকমত বিড়বিড় করে বলল, মাগি তোর উপকার করতে চাইছিলাম। তুই বুঝলি না। তোর নিজের দিনও ঘনাইছে।

শুভ্র নদীতে গোসল করতে যাবে তার প্রস্তুতি চলছে। গায়ে সরিষার তেল মাখা হচ্ছে। মর্জিনা চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে উপস্থিত হলো।

গরম গরম চা খান। চা খায়া নদীতে নামেন। সাঁতার তো শিখছেন। শিখছেন না?

শুভ্র আনন্দিত গলায় বলল, শিখেছি। এখন ডুবসাঁতার ট্রাই করছি।

মর্জিনা নিজের জন্যে সামান্য রেখে চায়ের গ্লাস শুভ্রর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, চরে মনে হয় গণ্ডগোল হইব।

শুভ্র বলল, আসার পর থেকেই শুনছি চরে গণ্ডগোল হবে। হচ্ছে না তো। একবার হয়ে ঝামেলা শেষ হওয়া ভালো।

মর্জিনা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, গণ্ডগোল তো হইবই। আইজ না হইলে কাইল। আমারে নিয়ে চিন্তার কিছু নাই। চিন্তা আপনেরে নিয়া। আমি যদি আপনের পায়ে ধইরা একটা অনুরোধ করি রাখবেন?

শুভ্র বলল, যে অনুরোধ পায়ে ধরে করতে হয় সেটা অবশ্যই অন্যায় অনুরোধ। এই অনুরোধ আমি রাখব না।

তাইলে কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করেন, তারপর গোসলে যান।

শুভ্র বলল, অংকের গল্প শুনবে?

মর্জিনা হাই তুলতে তুলতে বলল, যা বলবেন তা-ই শুনব। আপনে তো আর পীরিতের গল্প জানেন না। উপায় কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আগ্রহের সঙ্গে বলল, ৩৭ সংখ্যাটা সম্পর্কে বলি। বিস্ময়কর একটি সংখ্যা। এটা একটা প্রাইম নাম্বার। প্রাইম নাম্বার কী জানো?

না।

যে সংখ্যাকে ১ বা সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় না তাকে বলে প্রাইম নাম্বার।

মর্জিনা হাই তুলতে তুলতে বলল, ও আচ্ছা। এখন বুঝলাম।

শুভ্র বলল, ৩৭ বিস্ময়কর সংখ্যা। কারণ ৩৭ দিয়ে ১১১, ২২২, ৩৩৩, ৪৪৪, ৫৫৫, ৬৬৬, ৭৭৭, ৮৮৮, ৯৯৯ এদের ভাগ দেয়া যায়।

মর্জিনা বলল, ভাগ দিলে লাভ কী?

শুভ্র বলল, তুমি কি সবকিছু লাভ লোকসান দিয়ে বিচার করো?

মর্জিনা বলল, দুনিয়াই চলে লাভ লোকসানে, আমি চলব না? যান সিনান কইরা আসেন। আপনের গফ শুনা আর চোরের 'পাদ' শুনা একই রকম।

শুভ্র বলল, তুমি এই নোংরা কথাগুলি বলা কবে বন্ধ করবে?

মর্জিনা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, যেদিন থাইক্যা আপনে পীরিতের গফ বলা শুরু করবেন সেইদিন ছাড়ব। এখন যান সাঁতার দিয়া আসেন। আইজ কি 'ছাইনছের' বক্তৃতা আছে?

শুভ্র বলল, আছে। আজকের বিষয়বস্তু হলো সূর্য। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, এটা কি জানো?

মর্জিনা বলল, লোকে আপনেরে পাগল ডাকে, এইটা কি জানেন?

জানি। ডাকুক যার যা ইচ্ছা।

শুভ্র ডুবসাঁতারের চেষ্টা করছে। চরের পাড়ে বসে মুগ্ধচোখে দেখছে মর্জিনা। তার কাছে মনে হচ্ছে, এত সুন্দর দৃশ্য সে তার জীবনে আর দেখে নাই। কোনোদিন যে দেখবে এমন সম্ভাবনাও নাই।

ভোর সাতটা?

মেরাজউদ্দিন দিনের প্রথম চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। তখনই ভালো খবরটা পেলেন। চিকেন ফেদার কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার আহসান খবর নিয়ে ভোর ছ'টায় এসে স্যারের ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় ছিলেন।

মেরাজউদ্দিন বললেন, শুভ্রর খবর পেয়েছ?

জি।

অথেনটিক খবর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি। আপনি বললেই আমি এক্ষুনি রওনা হয়ে যাব। স্যারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তোমাকে দেখেই তোমার স্যার হুড়মুড় করে ঢাকার পথে রওনা হবে, এরকম ভাবার কি কোনো কারণ আছে?

আহসান বলল, স্যার, আপনি কি যাবেন? হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করি। চরে নামিয়ে দেবে।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তুমি সে কোথায় আছে বের করেছ, তোমার দায়িত্ব শেষ। তুমি শুধু বড় একটা মাছ কেনার ব্যবস্থা করো।

বড় মাছ?

হ্যাঁ। আমাদের কালচারে শুভ সংবাদের সঙ্গে বড় মাছ যুক্ত।

আহসান বলল, স্যার যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কি যুথী মেয়েটাকে পাঠাবার কথা ভাবছেন?

মেরাজউদ্দিন বললেন, হ্যাঁ। মেয়েদের কাছে দুষ্ট শিশু শান্ত করার অনেক কৌশল আছে। যুথী তাকে দুষ্ট শিশু হিসেবেই দেখবে। শান্ত করে নিয়ে আসবে। মেয়েটার এই ক্ষমতা আছে বলে আমার ধারণা। বড় মাছটা যুথীর জন্যে।

AMARBOI.COM

অনেকক্ষণ ধরেই থেমে থেমে কলিংবেল বাজছে।

যুথীর শরীর খারাপ। সে বিছানায় শুয়ে আছে। তার হাতে খবরের কাগজ। হকারকে সে এই মাস থেকে কাগজ দিতে নিষেধ করেছে। খরচে পোষাচ্ছে না, তারপরেও সে কাগজ দিয়েই যাচ্ছে।

খবরের কাগজে বাংলাদেশের এক শিল্পপতির কাঠমুণ্ডুতে আত্মহত্যার খবরটা ভেতরের পাতায় এসেছে। যুথী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল— করিম আঙ্কেল আত্মহত্যা টাইপ না। তাঁর কাছে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। কখন মানুষের মনে কী উঠে আসে কে জানে!

কলিংবেল আবারও বাজছে। যুথী কাগজ হাতেই দরজা খুলল। দরজার বাইরে মেরাজউদ্দিন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ড্রাইভারের হাতে বিশাল এক কাতল মাছ।

মেরাজউদ্দিন বললেন, এত বড় কাতল মাছ দেখেছ?

যুথী বলল, না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, ভাবলাম একটা মাছ নিয়ে যাই। মাছটা তোমার বাবা-মা'কে দেখাও। তারা আনন্দ পাবেন বলে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা। তারপর ড্রাইভারকে নিয়ে কাটিয়ে আনবে। এত বড় মাছ ধরে কাটা সম্ভব না।

মেরাজউদ্দিন বসার ঘরে এসে বেতের চেয়ারে বসলেন। আগ্রহ নিয়ে ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলেন। পেনসিলে আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটা বাঁধানো ছবি ছাড়া চোখে পড়ার মতো কিছু নেই। ছবিটা সুন্দর। ছবির চোখে স্বপ্ন। হাতে এঁকে চোখে স্বপ্ন আনা সহজ ব্যাপার না। মেরাজউদ্দিন বললেন, কার আঁকা ছবি?

যুথী বলল, আমার বড়ভাইয়ের। তার আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার শখ ছিল। গোপনে ভর্তি হয়েও ছিল। খবর পেয়ে বাবা তাকে জুতাপেটা করে ছাড়িয়ে এনেছিলেন।

মেরাজউদ্দিন নিজের মনেই বললেন, Full many a flower is born to blush unseen.

যুথী বাবা-মাকে মাছ দেখাতে নিয়ে গেল। আজহার মাছ দেখে বললেন, এই মাছে কেউ হাত দিবি না। খবরদার। কেউ হাত দিলে হাত কেটে ফেলব। মাছ আমি নিজের হাতে জামাইকে দিয়ে আসব।

যুথী বলল, জামাইটা কে?

আজহার বললেন, আমার সঙ্গে ফাজলামি করিস? ডাক্তারকে তুই চিনিস না? তুই কি ভেবেছিস তোদের গোপন বিয়ের কথা জানি না?

যুথী বলল, জামাই জামাই খেলাটা বন্ধ করো তো বাবা। তোমার এই খেলা অন্য কেউ ধরতে পারুক বা না পারুক আমি পারি। মাছটা একজন আমার জন্যে আগ্রহ করে এনেছেন। এখানেই রান্না হবে। তুমি চাইলে ডাক্তার সাহেবকে খেতে বলতে পার।

এত বড় মাছ তোকে কে দিল? নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে। আমি বার্লি জল খাই না যে ব্যাপার বুঝব না।

সালমা বললেন, তোর বাবার কথায় যুক্তি আছে। এই এক মানুষ, যুক্তি ছাড়া কোনো কথা বলে না।

আজহার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

যুথী মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার মতো স্বামীপ্রেমে অন্ধ মানুষও আমি আমার জীবনে [illegible]। এখন আমি কী করব? মাছ ফেরত দিয়ে দিব?

সালমা ব[illegible] বাপ যেটা বলে সেটা করবি। এই সংসারের প্রধান তোর বাপ, তুই না।

আজহার বললেন, একজন শখ করে একটা মাছ এনেছে। ফেরত দিলে মনে কষ্ট পাবে। মানুষকে কষ্ট দেওয়া আর কাবাঘরের পাথর খুলে নেওয়া একই জিনিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুথী বলল, মাছটা তাহলে কাটতে পাঠাই?

আজহার বললেন, এই মাছ আমি কাটিয়ে আনব। ইনসট্রাকশান দিয়ে কাটাতে হবে। রাতে পোলাও করতে হবে। এত বড় মাছ পোলাও ছাড়া জমবে না। পোলাওয়ের চাল ঘরে আছে না কিনতে হবে? ঘরে তো কিছুই থাকে না। মাছটা এনেছে কে?

শুভ্রর বাবা এনেছেন।

বুঝাই যাচ্ছে উনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। যুথী, ভালোমতো আদরযত্ন কর। আমি সামনে যাব না। পাগল মানুষ, কী বলতে কী বলে ফেলব।

যুথী লক্ষ করল, অনেকদিন পর তার বাবা স্বাভাবিক আচরণ করা শুরু করেছেন। একটা বড় মাছ পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে।

মেরাজউদ্দিন চা খেতে খেতে যুথীর সঙ্গে গল্প করছেন। যুথী খুবই অস্বস্তিতে পড়েছে, কারণ তাঁকে যে চায়ের কাপটা দেওয়া হয়েছে সেখানে ঠিক চুমুক দেওয়ার জায়গাটা সামান্য ভাঙা। মেরাজউদ্দিন ভাঙাটা সরিয়ে সাবধানে চুমুক দিচ্ছেন। ঘরে ভালো কাপও ছিল। বেছে বেছে এই কাপটাই সে দিল! যুথী বলল, স্যার, আমি আপনার কাপটা বদলে দেই?

AMARBOI.COM

মেরাজউদ্দিন বললেন, কাপ বদলাতে হবে না। এই কাপে চা খেয়ে আমি খুবই আনন্দ পাচ্ছি। আনন্দ পাওয়ার কারণটা শুনতে চাও?

চাই।

আমার বাবা ছিলেন স্কুল টিচার। একজন স্কুল টিচারের আর্থিক অবস্থা তো বুঝতেই পার। বাবার জন্যে যে চায়ের কাপটা ছিল, সেটা ঠিক এই জায়গায় ভাঙা ছিল। বাবাকে নতুন কাপ অনেকবার কিনে দেওয়া হয়েছে, তিনি তারপরেও ভাঙা কাপে চা খেয়ে গেছেন। তিনি বলতেন, আমি ভাঙা কপাল নিয়ে জন্মেছি। আমি তো ভাঙা কাপেই চা খাব।

যুথী বলল, তিনি কি আপনার উত্থান দেখে যেতে পেরেছেন?

মেরাজউদ্দিন বললেন, না। তিনি কিছুই দেখে যেতে পারেননি। মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বললেন, উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু পায়। আমি তোর জন্যে কিছু ঋণ রেখে গেলাম। তুই কিছু মনে করিস না। ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিস।

মা, আমি এই কাপে আরেক কাপ চা খাব। এবং যাবার সময় এই কাপটা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। সস্তা সেন্টিমেন্টালিটি আমার মধ্যে নেই। বাবার কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় নিজের ভেতর খানিকটা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব চলে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যূথী আরেক কাপ চা নিয়ে এল। মেরাজউদ্দিন বললেন, আমি তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি। আমার ছেলে কোথায় আছে, কোন চরে বাস করছে তা তুমি খুঁজে বের করবে এবং তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। আমার ধারণা, তোমার চেয়ে ভালো করে কেউ এই কাজটা করতে পারবে না। মা, ঠিক আছে?

যূথী বলল, আমি আজই রওনা হব।

মেরাজউদ্দিন বললেন, ছেলের চিন্তায় তার মা নানান পাগলামি শুরু করেছেন। মাঝরাতে বিছানায় উঠে বসে 'শুভ্র কই? শুভ্র?' বলে চেঁচাতে থাকেন। ঠিক করেছি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেব।

উনি তার ছেলেকে খুব পছন্দ করেন?

কোন মা তার ছেলেমেয়েকে পছন্দ করে না তুমি বলো দেখি? কোনো ছেলে যদি খুব করে এসে মায়ের পাশে দাঁড়ায়, মা তার মাথায় হাত রাখবেন।

যূথী বলল, বাবা মাথায় হাত রাখবেন না?

মেরাজউদ্দিন বললেন, না। সব সন্তান তার মায়ের অংশ। বাবার অংশ না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেহানার শরীর ভয়ঙ্কর খারাপ করেছে। রক্তে সুগার ওঠানামা করছে। হার্টবিট মিস করছে। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাইগ্রেনের তীব্র যন্ত্রণা। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কড়া সিডেটিভ দিয়ে ডাক্তাররা তাকে ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন।

সিডেটিভের ঘুম স্বপ্নহীন হয়। কিন্তু ঘুমের মধ্যে তিনি ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন দেখলেন। কয়েকজন মিলে শুভ্রকে বস্তায় ভরে পানিতে ফেলে দিয়েছে। শুভ্র বস্তার ভেতর থেকে ডাকছে, মা! মা!

রেহানা জেগে উঠলেন। বাচ্চামেয়েদের মতো চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমার শুভ্র কোথায়? আমার শুভ্র!

নার্স-ডাক্তার ছুটে এল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ডাক্তার সাহেব, আমার শুভ্রকে ওরা বস্তায় ভরে পানিতে ফেলে দিয়েছে।

তাঁকে পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে আবারও ঘুম পাড়াতে হলো।

শুভ্র চরের পাড় ঘেঁসে হাঁটছে। সে খবর পেয়েছে, একটা মাঝারি সাইজের হিজল গাছে কয়েকটা মাছরাঙা পাখি বাসা বেঁধেছে। ডিম পেড়েছে। শুভ্র যাচ্ছে মাছরাঙা পাখির বাসা দেখতে। পাখির গায়ের রঙের মতো ডিমগুলির গায়েও নাকি রঙ। কয়েকদিন আগে শুভ্র একটা সাপের ডিম পেয়েছে। ডিমের খোসার রঙ হালকা নীল। ভয়ঙ্কর এক সরীসৃপ নীল রঙের ডিম পাড়ছে— ব্যাপারটা অদ্ভুত। শুভ্র সাপের ডিমটা ফেলে নি। খড় দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছে।

WWW.AMARBOI.COM

শুভ্রর সন্ধানে মুন্সিগঞ্জ থেকে যূথী খেয়া নৌকায় উঠেছে। মাঝি বলল, আপা, কই যাবেন? শুভ্রর চর?

যূথী বলল, হ্যাঁ। যার নামে চরের নাম তিনি কি সেখানেই আছেন?

মাঝি বলল, এত কিছু তো আপা বলতে পারব না। চরে নাইম্যা খোঁজ নেন।

নৌকার এক যাত্রী বলল, শুভ্র ভাইজান চরেই থাকেন। আপনি তার কাছে যেতে চান?

হুঁ।

আত্মীয় হন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। পরিচিত। উনি মানুষ কেমন?

পাগলা কিসিমের। ভালো মানুষ পাগলা কিসিমের হয়, এইটা আল্লাপাকের বিধান।

উনি কী পাগলামি করেন?

প্রত্যেক শনিবারে বক্তৃতা হয়।

যুথী আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিসের বক্তৃতা?

'ছাইনছের' বক্তৃতা। যেমন ধরেন গিয়া পিথিমি ভনভন কইরা ঘুরতেছে। কিন্তুক উত্তর-দক্ষিণে ঘুর্ণা নাই। সবই 'ছাইনছের' কথা।

এইসব কথা শোনার জন্যে সবাই আসে?

যার ইচ্ছা হয় যায়। না গেলে তো কেউ থানা-পুলিশ করবে না।

বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া উনি আর কী করেন?

গলাপানিতে ডুইব্যা বইসা থাকেন।

নৌকার আরেক যাত্রী বলল, উনার মধ্য পীরাতি আছে। অনেকেই দেখেছে উনি যখন রাতে হাইটা যান তখন তার পিছনে পিছনে একজন যায়। 'কে' বইল্যা আওয়াজ দিলে সে মিলায়া যায়।

যুথী বলল, আপনি নিজে দেখেছেন?

আমি দেখি নাই, তয় অনেকেই দেখেছে।

AMARBOI.COM

যুথী শুভ্রর চরে পৌঁছল ভরদুপুরে। তার ইচ্ছা করছে 'কী সুন্দর! কী সুন্দর!' বলে চিৎকার করে উঠতে। খেলার মাঠের মতো বিশাল সবুজ এক প্রান্তর। নদীর ধার ঘেঁষে ঘরগুলিকে মনে হচ্ছে খেলনা ঘর। প্রচণ্ড বাতাস। কিছুক্ষণ পর পর তার শাড়ি ফুলে ফুলে উঠছে। নিজেকে মনে হচ্ছে নৌকার পাল।

দু'টা বাচ্চামেয়ে হাঁটুপানিতে নেমে কী যেন করছে। যুথী জিজ্ঞেস করল, এই, তোমাদের চরটার নাম কী?

একজন বিরক্ত গলায় বলল, শুভের চর।

যুথী বলল, শুভের চর না। এটার নাম শুভ্রর চর। বলো শুভ্রর চর।

মেয়ে দু'টি ফিরেও তাকাল না। তারা খেলায় মেতেছে।

যুথী বলল, সায়েন্সের বক্তৃতা দেয় যে শুভ্র তাকে তোমরা চেনো?

ছোট মেয়েটা বলল, দিক কইরেন না কইলাম।

যুথী হাঁটতে বের হলো। সে ঠিক করেছে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। প্রথমে একা একা দ্বীপে চক্কর দেবে। ছোট কোনো ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের এই চরটার নাম কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ থেকে দেড়শ' দুশ বছর পর দেশটা অনেক বদলে যাবে। শুভ্রর চর নামটা কি বদলাবে? মনে হয় না। শুভ্র কে?— এই নিয়ে নানান গল্প তৈরি হবে। 'উনি বিরাট পীর ছিলেন। জিন পুষতেন। উনি যেখানে যেতেন তার সঙ্গে একটা জিন যেত।'

শুভ্র মুগ্ধ হয়ে পাখির বাসা দেখছে। একটা বাসার মা মাছরাঙা তাকিয়ে আছে শুভ্রর দিকে। মানুষ দেখে সে মোটেও ভয় পাচ্ছে না। ডিম ঢেকে সে বসে আছে বলে ডিমের রঙ দেখা যাচ্ছে না।

আপনের নাম শুভ্র?

শুভ্র চমকে তাকাল। দু'জন চোখে সানগ্লাস পরা মধ্যম বয়সী অচেনা লোক। তাদের গায়ে চকচকে শার্ট। রোদেপোড়া চেহারা। দু'জনের কেউই মনে হয় কয়েকদিন দাড়ি কামায় নি। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'জনের একজন কথা বলছে, অন্যজন একটু পর পর গলা খাঁকারি দিয়ে থুথু ফেলছে।

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, জবাব দেন না কী জন্যে? আপনের নাম শুভ্র?

শুভ্র বলল, হ্যাঁ।

ভালো আছেন?

হ্যাঁ, ভালো আছি।

পক্ষী দেখেন?

হ্যাঁ।

আমাদের সঙ্গে একটু আসতে হবে।

কেন?

কাজ আছে।

কী কাজ?

সেটা যথাসময়ে জানবেন।

আপনাদের সঙ্গে কোথায় যাব?

লঞ্চে। একটা লঞ্চ পাড়ে ভিড়ছে, দেখেন নাই? লঞ্চের নাম এম এল সকিনা।

শুভ্র বলল, চলুন যাই, তবে মর্জিনাকে একটা খবর দেওয়া দরকার। সে দুশ্চিন্তা করবে।

তারে নিয়া আপনের ভাবার কিছু নাই। নিজেরে নিয়া ভাবেন।

শুভ্র বলল, নিজেকে নিয়ে তো আমি কখনো ভাবি না।

এখন ভাবেন। ভাবনার সময় হয়েছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম এল সকিনা লঞ্চটি একতলা। চর থেকে বেশ কিছুটা দূরে নোঙ্গর করে আছে। শুভ্রকে নৌকায় করে সেখানে নেওয়া হলো। লঞ্চের পেছনদিকে ছোট্ট একটা রুমে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। রুমের একটাই জানালা, সেই জানালাও পুরোপুরি খোলা না। সামান্য খোলা। ভেতরটা অন্ধকার। সেখানে পাটি পাতা। পাটির ওপর আধশোয়া হয়ে এক লোক। অন্ধকারেও তার চোখে সানগ্লাস তার নাম মোবারক। মোবারকের সামনে গামলাভর্তি পাকা কাঁঠাল। কাঁঠালের ওপর নীল রঙের বেশ কিছু পুরুষ্টু মাছি। মোবারক হাত দিয়ে মাছি সরিয়ে কাঁঠালের বিচি মুখে দিচ্ছে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থু করে বিচি ফেলছে। বিচিগুলি টিনের বেড়ায় লেগে ঢং করে শব্দ করছে। শব্দটা মনে হয় তার পছন্দ হচ্ছে। প্রতিবারই শব্দ শোনার পর তার মুখ হাসি হাসি হয়ে যাচ্ছে। সে শুভ্রর দিকে না তাকিয়েই বলল, কাঁঠাল খাওয়ার অভ্যাস আছে?

শুভ্র বলল, কাঁঠাল আমার পছন্দ না।

গরিবের খানা, এইজন্যে পছন্দ না?

শুভ্র বলল, ধনী-গরিবের ব্যাপার না। যে খাবার ধনী মানুষ খেতে পারে সেই খাবার গরিব মানুষও খেতে পারে।

লোকটা শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, ধনী-গরিবের খানা এক না। খানা ভিন্ন। তবে গু একই। ধনীর গুতে গন্ধ, গরিবের গুতেও গন্ধ। ঠিক বলেছি না?

শুভ্র কিছু বলল না।

লোকটা চোখ থেকে চশমা খুলতে খুলতে বলল, আপনেরে নিয়া প্যাঁচাল পারার কিছু নাই। আমি প্যাঁচালের লোক না। কাজের লোক। আমার উপর হুকুম হয়েছে আপনেরে 'অফ' করে দেয়া। এই কাজটা কিছুক্ষণের মধ্যে করব। শেষ মুহূর্তে কিছু মনে চাইলে বলেন। সিগারেট খাবেন?

সিগারেট আমি খাই না। আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আমাকে অফ করে দিবেন মানে কী?

অফ করা বুঝেন না?

না।

ইলেকট্রিক বাত্তি সুইচ টিপলে অফ হয়— এইটা তো জানেন?

জানি। কিন্তু আমি ইলেকট্রিক বাতি না। আমি মানুষ।

আপনেরে বস্তায় ভরে দূরে নিয়ে পানিতে ফেলা দেওয়া হবে। বস্তার ভিতর ইট থাকবে। আপনে শান্তিমতো নদীর তলে ঘুমায়া থাকবেন। কেউ আপনেরে ডিসটার্ব করবে না। আপনেও কাউরে ডিসটার্ব করতে পারবেন না। সাইন্সের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তৃতা শেষ। এখন বুঝছেন, অফ করা মানে পানিতে ডুইব্যা মরা? মরলেই অফ। পানিতে ডুবলেও অফ, ইটের ভাটার আগুনে পুড়লেও অফ।

আমাকে অফ করবেন কেন?

কারণ আপনে বিরাট ঝামেলার লোক। এই চরের নামই হয়ে গেছে শুভ্রর চর। আপনেরে অফ কইরা ঝামেলা মিটাইতে হইবে। এই হুকুম।

হুকুম কে দিয়েছে?

তার নাম দিয়া কী করবেন? এখন তৈরি হয়া যান।

কিসের জন্যে তৈরি হব?

মরণের জন্যে।

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, যে মানুষটা আপনার কোনো ক্ষতি করেনি তাকে খুন করতে পারবেন?

টাকার জন্যে মানুষ পারে না এমন কাজ নাই। তবে আপনেরে সত্য কথা বলি। কাজটা আমি করব না। অন্য একজন করবে। মৃত্যুর আগে মনে কিছু চায়? চাইলে বলেন। তবে এখন যদি বলেন, পোলাও কোর্মা খাব, খাসির রেজালা খাব, তা পারব না। কাঁঠাল খাইতে মন চাইলে খান।

শুভ্র তাকিয়ে আছে। লোকটার কথা এখনো তার বিশ্বাস হচ্ছে না। কোনো ঠাট্টা-তামাশা নয় তো?

আল্লাখোদার নাম নিতে চাইলে নাম নেন। তওবা করতে চাইলে তওবা করেন। নিজে নিজে তওবা করবেন। মাওলানা দিতে পারব না। অজুর পানি দিতে বলব?

ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনার মুখোমুখি হলে প্রকৃতি ব্যবস্থা নেয়। শরীরে হঠাৎ করেই প্রচুর এড্রেলিন জারক রস চলে আসে। তখন ভয়ঙ্কর বিষয়টাকেও তেমন অস্বাভাবিক মনে হয় না। শুভ্রর মনে হয় তা-ই হলো। সে স্বাভাবিক গলায় বলল, একটা চিঠি লিখব। চিঠিটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। পারবেন?

ব্যবস্থা করা যাবে। চিঠি কারে লিখবেন? পিতামাতাকে?

না। তারা আমার এই চিঠি সহ্য করতে পারবেন না। চিঠিটা লিখব যুথীকে। সে শক্ত মেয়ে আছে, সে সহ্য করতে পারবে।

যুথী কে? আপনার লাভার?

সে আমার প্রেমিকা না। আমার পছন্দের একজন। তার গলার স্বর অস্বাভাবিক মিষ্টি।

তার সঙ্গে সেক্স করেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র বলল, আপনারা যে আমাকে মেরে ফেলবেন সেটা আমি বুঝতে পারছি। মৃত্যুর আগে নোংরা কথা শুনতে ভালো লাগছে না। কাঁঠালের বিচি দিয়ে যে ঢং ঢং শব্দ করছেন এটাও শুনতে ভালো লাগছে না। আমাকে কাগজ-কলম দিন। চিঠি লেখা শুরু করি।

লঞ্চে চিঠি লেখার মতো কাগজ পাওয়া গেল না। দু'টা বলপয়েন্ট পাওয়া গেল। মোবারক কাগজের জন্যে লোক পাঠাল। বস্তার ঝামেলাটা দ্রুত সেরে ফেলতে পারলে ভালো হতো। মোবারক কাজটা করতে পারছে না, কারণ যুথী নামের মেয়েটাকে এই লোক কী লেখে তা তার জানতে ইচ্ছা করছে। সে তার একজীবনে অনেক অদ্ভুত মানুষ দেখেছে। এরকম দেখে নি। ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষীণ ইচ্ছা তার হচ্ছে। ইচ্ছাটাকে সে আমল দিচ্ছে না।

যে কাগজ-কলম আনতে গেছে সে ফিরছে না, তবে লঞ্চের সারেং-এর ঘরে রুলটানা একটা খাতার কয়েকটা পাতা পাওয়া গেল। শুভ্র খাতা নিয়ে উবু হয়ে বসেছে। লেখা শুরু করেছে। মোবারক যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে শুভ্রর কাণ্ডকারখানা দেখছে কী লেখা হচ্ছে তা সে শুভ্রর ঘাড়ের ওপর উঁকি দিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে।

শুভ্র লিখছে—

যুথী,

রাশিয়ান পাগলা সাধু রাসপুটিন কীভাবে মারা গেছেন জানো? তিনি মারা যান পেট্রোগ্রাডে, যার বর্তমান নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ। ১৯১৬ সনে। তাঁকে প্রথমে প্রচুর সায়ানাইড মেশানো মদ এবং কেক খাওয়ানো হয়। তাতে তাঁর কিছুই হয় না। প্রিন্স Felix Yussupov তখন তাঁর বুকে পিস্তল দিয়ে কয়েকটি গুলি করেন। তাতেও রাসপুটিনের কিছু হয় না। বরং রাসপুটিন প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। মৃত্যুর কোনো লক্ষণ না দেখে তাঁকে ফেলে দেওয়া হয় Nova নদীতে। তাঁর মৃত্যু হয় পানিতে ডুবে। বলতে ভুলে গেছি, তাঁকে চটের থলিতে ভরে পানিতে ফেলা হয়েছিল।

আমার নিজেকে এই মুহূর্তে রাসপুটিনের মতো লাগছে। কারণটা বলছি।

এই পর্যন্ত লিখে শুভ্র মোবারকের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারবেন?

মোবারক বলল, অবশ্যই। দুধ চা না রঙ চা?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভ্র বলল, দুধ চা। আপনি একটু দূরে বসতে পারবেন? ঘাড়ের ওপর দিয়ে কেউ তাকিয়ে থাকলে আমি লিখতে পারি না। ভালো কথা, যে বস্তায় ভরে আমাকে পানিতে ফেলা হবে সেটা কি আনা হয়েছে?

সব রেডি। বস্তা, ইট, সব।

যে আমাকে পানিতে ফেলবে তাকে আমার দেখার ইচ্ছা ছিল। তার নাম কী?

তার নাম বলা যাবে না। তবে আপনেরে বলতে বাধা নাই। আপনে তো আর কাউরে গিয়া বলবেন না। সেই সুযোগ নাই। তারে আমরা হায়ার করে এনেছি। তার নাম কানা ছালামত।

একটা চোখ কি নষ্ট?

চোখ ঠিকই আছে, তারপরেও নাম কানা।

শুভ্র বলল, কানা নাম হবার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গল্প আছে। কলেজে সবাই আমাকে 'কানা বাবা' ডাকত। কারণ আমি চোখে কম দেখি। কানা ছালামতের নামের পেছনের গল্পটা কী?

এত কথা বলতে পারব না। চিঠি শেষ করেন। হাতে সময় নাই।

শুভ্র বলল, চা আসুক। চায়ে চুমুক দিয়ে লেখা শুরু করি।

AMARBOI.COM

যুথী হেকমতের চায়ের দোকানে বসে আছে। হেকমত তাকে বলল, যার জন্যে এসেছেন তার আশা ছেড়ে দেন। সে ধরা খেয়েছে কানা ছালামতের হাতে। এতক্ষণে বস্তায় ভইরা তারে পানিতে নামায়ে দিয়েছে। খেল খতম কইরা সে পয়সা হজম কইরা ফেলছে।

যুথী বলল, ভ্যাজর ভ্যাজর করবেন না প্লিজ।

আপনার পরিচয় কী? আপনি তার কে হন?

আমি তার কেউ হই না। তাকে ঢাকায় ফিরিয়ে নিতে এসেছি। মর্জিনা মেয়েটার ঘর কোথায়?

জানি না কোথায়। চর তো ছোট না। বিশাল চর। কোন চিপায় ঘর তুলছে খুঁইজ্যা বাইর করেন।

শুভ্র মহাবিপদে পড়েছে, এই ব্যাপারটা যুথীর কাছে এখন পরিষ্কার। বিপদের ধরনটা বুঝতে পারছে না। সে কার কাছে সাহায্যের জন্যে যাবে তাও জানে না। চরে নিশ্চয়ই থানা-পুলিশ নেই। কানা ছালামত নামের একজন কেউ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। কানা ছালামতটা কে? কোথায় তাকে নিয়ে গেছে? সত্যি মেরে ফেলবে? মানুষ মারা এত সহজ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুথী হেকমতের দোকান থেকে বের হয়ে মর্জিনার বাড়ি খুঁজে বের করল। চরের সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত যুথীর নিজেকে অসহায় লাগছিল, এখন ততটা লাগছে না। চরের মানুষজন শুভ্রর নিখোঁজ হবার খবর পেয়ে পাগলের মতো হয়ে গেছে। তাদের ব্যাকুলতা অবাক হয়ে দেখার মতো।

একজন রোগামতো মানুষ যুথীকে বলল, আফা শুনেন, শুভ্র ভাইজানের ক্ষতি যদি কেউ করে তারে আমরা চাবায়া খায়া ফেলব। সে যত বড় নবাবের পুতই হউক।

সবাই সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, অবশ্যই!

একজন বলল, কানা ছালামতরে আমরা যদি চাবায়া না খাই তাইলে আমরা পিতামাতার জারজ সন্তান।

আবার হুঙ্কার উঠল, অবশ্যই!

মর্জিনা কোনো আলোচনায় অংশ নিচ্ছে না। সে বাবার কবরের পাশে পাকুরগাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার দৃষ্টি অপ্রকৃতস্থের দৃষ্টি। তার হাত মুঠি করা। সেখানে নীল রঙের একটা ডিম। ডিমটা পাখির। শুভ্র ভাইজানের সঙ্গে মজা করার জন্যে সে বলেছিল সাপের ডিম। ভাইজান তা-ই বিশ্বাস করে ডিমটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। মিথ্যা কথাটা বলার জন্যে মর্জিনার এখন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কান্না আসছে না। ভেতরে ভেতরে মর্জিনা অনেক শান্ত। তার সবকিছু ঠিক করা আছে। নাইলনের দড়ি পর্যন্ত কেনা আছে। শুভ্র ভাইজানের খারাপ খবর পাওয়া মাত্র সে ঝুলে পড়বে।

যুথীর সঙ্গে একটা মোবাইল টেলিফোন সেট আছে। মেরাজউদ্দিন দিয়ে দিয়েছেন। চরে মোবাইল সেটটা কাজ করছে না। কোনো সিগন্যাল নেই। যুথী ঢাকার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে পারছে না। তবে সে জানে না যে মেরাজউদ্দিন হেলিকপ্টার নিয়ে রওনা হয়েছেন। পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মাথায় হেলিকপ্টার চরে নামবে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসছেন। রেহানা স্বামীর পাশে মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টিও অপ্রকৃতস্থ। কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না।

মেরাজউদ্দিন বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি তোমার ছেলেকে দেখবে।

রেহানা বললেন, আচ্ছা।

তাকে প্রথম কথা কী বলবে ঠিক করেছ?

না।

আমি শিখিয়ে দিব?

দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরাজউদ্দিন বললেন, তুমি তাকে বলবে ইউ নটি বয়।

রেহানা বিড়বিড় করে বললেন, ইউ নটি বয়। ইউ নটি বয়। ইউ নটি বয়।

শুভ্রকে লঞ্চের ছাদে আনা হয়েছে। সেখানে কানা ছালামত তার দুই সঙ্গী নিয়ে বসা। তাদের সামনে ইটভর্তি চটের বস্তা। কানা ছালামত বলল, আপনি যে চিঠি লিখেছেন সেটা পড়লাম। চিঠি সুন্দর লিখেছেন। এই অবস্থায় ঠাণ্ডা মাথায় একটা চিঠি লিখতে পেরেছেন, এটা অনেক বড় ব্যাপার।

শুভ্র বলল, অন্যকে লেখা চিঠি পড়েছেন, কাজটা তো ঠিক করেননি।

কানা ছালামত বলল, আমার সব কাজই তো বেঠিক।

শুভ্র বলল, ঠিকানা লিখে দিয়েছি। চিঠিটা ঠিকমতো পৌঁছাবেন।

কানা ছালামত হাসল। শুভ্র বলল, আপনার চোখ তো ঠিক আছে, আপনার নাম কানা ছালামত কেন?

কানা ছালামত বলল, নিজেই নিজের নাম দিয়েছি। একেক সময় একেক নাম দেই। আমার আগের নাম ফ্রুট ফোটন। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে তার মৃত্যু হবার পর নতুন নাম কানা ছালামত।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কানা ছালামত বলল, বুঝতে না পারলে নাই। শুনেন, যাকে চিঠি লিখেছেন সে চরে উপস্থিত আছে। আপনি এক কাজ করেন, নিজের হাতেই তাকে চিঠিটা দেন। সে খুশি হবে।

AMARBOI.COM

যুথী চরে এসেছে?

হ্যাঁ।

আপনি তাকে চেনেন?

একসময় চিনতাম।

শুভ্র চমকে উঠে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি যুথীর বড়ভাই টুনু? এতক্ষণ খেয়াল করিনি, আপনার সঙ্গে যুথীর চেহারার অস্বাভাবিক মিল। আপনার গলার স্বরও যুথীর মতোই মিষ্টি।

কানা ছালামত বলল, আমি কারোর ভাই না। কারোর স্বামীও না। আমি কানা ছালামত। কোষা নৌকা বাইতে পারেন? নৌকা বাওয়া শিখেছেন?

অল্পস্বল্প পারি।

লঞ্চের সঙ্গে কোষা নৌকা বাঁধা আছে। নৌকা নিয়ে চলে যান। আমরাও লঞ্চ নিয়ে বিদায় হব। আরেকটা শেষ কথা শুনে যান। যুথীর কাছে লেখা চিঠিটা পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। করিম আঙ্কেল নামের একটা লোককে গুলি করে মেরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেরকম আনন্দ পেয়েছিলাম, সেরকম আনন্দ। দু'টা সম্পূর্ণ দু'রকম জিনিস, কিন্তু আনন্দ একই। এটাই আশ্চর্যের বিষয়। যাই হোক, বিদায়।

শুভ্র বলল, আপনার স্ত্রীর নাম কি লাইলি?

একটু আগে কী বলেছি? আমার কোনো বোন নাই। আমার কোনো স্ত্রীও নাই।

শুভ্র বলল, আপনি যদি না জানতেন যুথীকে আমি চিনি, তাহলে কি আপনি বস্তায় ভরে পানিতে ফেলতে পারতেন?

পারতাম।

শুভ্র বলল, আমার খুব শখ ছিল অতি ভয়ঙ্কর কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব।

আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, শখ মিটার কথা। মিটে নাই?

শুভ্র বলল, আমি বইতে পড়েছি সিরিয়াল কিলারদের মানসিক গঠন অন্যরকম। তারা ভালো এবং মন্দ আলাদা করতে পারে না। তাদের মধ্যে পাপবোধের ব্যাপার নেই। আপনারও কি তাই?

টুনু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে তার সঙ্গীকে বলল, শুভ্রকে নৌকায় তুলে দিয়ে লঞ্চ ছাড়ার ব্যবস্থা কর।

শুভ্র বলল, আর পাঁচটা মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলি প্লিজ। আপনি কি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের *ফর হুম দ্যা বেল টোলস* বইটা পড়েছেন? বইটার শুরুতে গীর্জায় মৃত্যুঘণ্টা নিয়ে একটা কথা আছে।

টুনু সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। তারা শুভ্রকে ধরে নিয়ে গেল।

হেলিকপ্টার নিয়ে মেরাজউদ্দিন নেমেছেন। তাঁর স্ত্রীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছেন। যুথী ছুটে এসে তাদের পাশে দাঁড়াল। মেরাজউদ্দিন আনন্দিত গলায় বললেন, চরের লোকজন মাথা কামানো যে যুবকটিকে কাঁধে নিয়ে ছোটাছুটি করছে সে কি আমাদের শুভ্র?

যুথী বলল, জি স্যার।

রেহানা বিড়বিড় করে বললেন, শুভ্র ইউ নটি বয়।

মেরাজউদ্দিন বললেন, রোদে পুড়ে গায়ের রঙ তামার মতো হয়ে গেছে। এখন তার নতুন নাম হওয়া উচিত তাম্র। রেহানা তুমি বলো, তাম্র ইউ নটি বয়।

রেহানা বললেন, তাম্র ইউ নটি বয়।

মেরাজউদ্দিন বললেন, অলিম্পিকের হাইজ্যাম্পের মতো যে মেয়েটা হাইজাম্প দিচ্ছে সে মনে হয় মর্জিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুথী বলল, জি স্যার।

মেরাজউদ্দিন বললেন, মনে হচ্ছে শুভ্র এই দ্বীপের যুবরাজ।

যুথী বলল, স্যার, এই চরের নাম শুভ্রর চর। আপনার ছেলে কত ভাগ্যবান! তার নামে একটা জায়গার নাম হয়ে গেছে।

মেরাজউদ্দিন বললেন, তুমি কাঁদছ কেন?

চরের বালি বাতাসে উড়ে চোখে পড়ছে, এইজন্যেই বারবার চোখে পানি আসছে।

চরের কিছু বালি মনে হয় মেরাজউদ্দিনের চোখেও পড়েছে, তাঁর চোখ ভিজে উঠেছে। তিনি দ্রুত হিসাব করছেন শেষ কবে কেঁদেছেন। মনে করতে পারছেন না। তিনি নিজের ওপর সামান্য বিরক্ত হচ্ছেন।

হিজলগাছে বাসা বাঁধা মাছরাঙা পাখিটাও খুব বিরক্ত হচ্ছে। হেলিকপ্টারের শব্দ, লোকজনের চিৎকারে সে ঠিকমতো ডিমে তা দিতে পারছে না। তার সন্তানদের ডিম থেকে বের হয়ে আসার সময় হয়ে গেছে। অদ্ভুত সুন্দর এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে মা মাছরাঙা ছটফট করছে। একসময় মা পাখি ডিমের ওপর থেকে উঠে দ্বীপের ওপর দিয়ে একটা চক্কর দিল। দ্বীপে কী ঘটছে সে দেখতে চায়। তার অনাগত সন্তানদের ক্ষতি হবে এমন কিছু ঘটছে না তো?

রেহানা মা পাখিটার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বললেন, দেখো দেখো! কী সুন্দর একটা মাছরাঙা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~